দ্রব্যগুণ

কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
রচিত

কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ সম্পাদিত

নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলিকাতা-৭০০০০৯

২য় সংস্করণ : অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭
ডিসেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশক : প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক : শ্রীগণপতি হালদার
হালদার প্রিন্টিং সেণ্টার
২৯ বাদুড়বাগান স্ট্রিট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

মূল্য : চল্লিশ টাকা

DRABYAGUN
By Kabiraj Debendra Nath Sengupta.
Kabiraj Upendra Nath Sengupta,

ভূমিকা

সংসারি-লোকের যতপ্রকার অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তন্মধ্যে দ্রব্যগুণ একটি প্রধানতম বিষয়। কারণ, দ্রব্যগুণেই জীবশরীরের উৎপত্তি, স্থিতি ও বৃদ্ধি হয় এবং দ্রব্যগুণেই আবার সেই শরীরের নাশও হইয়া থাকে। দ্রব্যের গুণ বুঝিয়া চলিতে পারিলে মানুষ আজীবন সুস্থশরীরে পরমসুখে কালাতিপাত করিতে পারেন। অতএব কোন্ দ্রব্যের কি গুণ, তাহা সকলেরই বিশেষতঃ চিকিৎসকদিগের অবগত হওয়া অতি আবশ্যক। অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলে বরং চলিতে পারে, কিন্তু আমরা আহার-বিহার আরোগ্যার্থ নিত্য যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহাদের গুণ অবগত না হইলে কোনোরূপেই চলিতে পারে না। আমাদের মহর্ষিগণ আয়ুর্বেদশাস্ত্রে তৃণ হইতে মণি-মাণিক্য পর্য্যন্ত যাবতীয় দ্রব্যেরই গুণ বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু তৎসমুদয় সংগ্রহ করা সকলের পক্ষে অনায়াস-সাধ্য নহে। ঋষিপ্রোক্ত সকল দ্রব্যের গুণ অবগত হইতে ইচ্ছা করিলে বহু আয়াস ও প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হয়, সুতরাং ইচ্ছাসত্ত্বেও ব্যয়বাহুল্যহেতু অনেকে তাহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না। অপিচ এ পর্য্যন্ত এমন একখানিও স্বতন্ত্র সানুবাদ দ্রব্যগুণ প্রকাশিত হয় নাই, যাহা পাঠ করিয়া সকলে অনায়াসে দ্রব্যগুণ অবগত হইতে পারেন। দ্রব্যগুণ বলিতে হইলে অগ্রে দ্রব্যের পরিচয় প্রদান, তৎপরে তাহ'র গুণ বর্ণন কর্ত্তব্য। কারণ দ্রব্যনির্ণয় না হইলে তাহার গুণজ্ঞানে কোনো ফলই দর্শে না, আবার দ্রব্যের পরিচয় অনেক স্থলে এক কথাতেও হয় না, যেহেতু একই দ্রব্য নানা নামে প্রসিদ্ধ, তজ্জন্য আমরা বিশেষ যত্ন ও শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক চরক, সুশ্রুত, বাগ্ভট, ভাবপ্রকাশ, দ্রব্যগুণাভিধান, রাজনিঘণ্টু, রাজবল্লভ ও আয়ুর্বেদ-সংগ্রহ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে দ্রব্যের পর্য্যায় ও গুণাদি সংগ্রহ করিয়া এই সর্বাঙ্গসম্পন্ন দ্রব্য-গুণ গ্রন্থখানি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম। ইহাতে প্রত্যেক শব্দের প্রথমেই তাহার শাস্ত্রোক্ত পর্য্যায় অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষায় সেই দ্রব্য যত নামে অভিহিত হয়, তৎসমুদয় এবং সেই দ্রব্য বাঙ্গলা, হিন্দী, উড়িয়া, মহারাষ্ট্র, তেলেগু, তামিল, কর্ণাটকী, ফারসী ও ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষায় যে যে নামে পরিচিত, সেই সেই নাম, তদ্ভিন্ন তাহার ডাক্তারী নাম যথাসম্ভব সন্নিবেশিত করা গিয়াছে। দ্রব্যপরিচয়ান্তর প্রত্যেক দ্রব্যের গুণ ও তাহার সাময়িক প্রয়োগ সবিস্তর লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ পুস্তকখানিকে সর্বসাধারণের উপযোগী ও সুখলভ্য করিবার নিমিত্ত যতদূর চেষ্টা করা আবশ্যক, তাহার ত্রুটি করা যায় নাই। পুস্তকের আকৃতি সুবৃহৎ হইলেও মূল্য যতদূর সম্ভব কম করা হইয়াছে।

অতি কৃতজ্ঞহৃদয়ে এস্থলে বক্তব্য—আমাদের এই আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ের সুযোগ্য আয়ুর্বেদাধ্যাপক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং বন্ধুপ্রবর ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কাব্যতীর্থ কবিরত্ন কবিরাজ মহাশয় ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী কাব্যতীর্থ ধন্বন্তরি মহাশয় এই পুস্তকের সঙ্কলন, সংস্করণ ও অনুবাদ বিষয়ে যে অসাধারণ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ

ও

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

এত অল্প দিবসের মধ্যেই যে প্রথম সংস্করণের তিন সহস্র (৩০০০) পুস্তক বিক্রীত হইয়া যাইবে, তাহা অনুমান করিতে পারি নাই। বহুদিবস দ্রব্যগুণ নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। অস্মৎপ্রণীত পুস্তকের সাধারণ্যে এতাদৃশ সমাদর দেখিয়া অভাবনীয় আনন্দে হৃদয় সতত অভিভূত হইয়া উঠে। আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের বিক্রয়াধিক্যই আয়ুর্ব্বেদের মহিমা প্রচারের একমাত্র উপায়। সম্যকরূপে আয়ুর্ব্বেদের মহিমা প্রচার করাই এই ক্ষুদ্র জীবনের মহাব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপন জন্যই অতি অল্প মূল্যে উৎকৃষ্ট আয়ুর্ব্বেদ পুস্তকসকল প্রকাশ করিতে সংকল্প করিয়াছি। দ্বিতীয় সংস্করণে ৫০০০ পুস্তক মুদ্রিত হইল।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ
ও
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজ

১লা আশ্বিন
১৩০৬।

প্রকাশকের নিবেদন

'দ্রব্যগুণ' প্রকাশিত হল; প্রকাশের মুহূর্তে এক কঠিন ব্রতপালনের তৃপ্তি ও আনন্দ বোধ করছি। তার কারণ, এই গ্রন্থ প্রকাশ আকস্মিক নয়, এর পেছনে আছে এক সঙ্কল্প।

বেশ কিছুকাল আগে থেকে আমাদের আধুনিক অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার অপূর্ণতা মনকে পীড়া দিচ্ছিল। তখন একথাই মনে হয়েছিল, অধুনা অবহেলিত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসারই শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া সমস্যা সমাধানের অন্য উপায় নেই। আমাদের আশেপাশে সুলভ ও সহজলভ্য লতাপাতা, সব্‌জি ও মূলের মধ্যেই ছড়ানো রয়েছে বিচিত্র রোগের বিশল্যকরণী—সেগুলোকে চিনে নিতে হবে, সংসার জীবনে কাজে লাগাতে হবে।

কবিরাজ উপেন্দ্রসেনগুপ্ত ও দেবেন্দ্রে সেনগুপ্ত রচিত 'দ্রব্যগুণ' দীর্ঘকাল নিজের গুনেই সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বহুকাল অমুদ্রিত এই গ্রন্থের সন্ধান পেয়ে সেই অমূল্য সম্পদই আপনাদের সামনে আজ উপস্থিত করলাম। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ কবিরাজ শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ মহাশয় গ্রন্থটির সম্পাদনা করেছেন এবং আধুনিক আয়ুর্বেদীয় গবেষণার ভিত্তিতে ও এ যুগের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে একটি বিশদ পরিশিষ্টও যোজনা করেছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই অমূল্য গ্রন্থ আপনারা প্রসন্ন মনে গ্রহণ করবেন।

সম্পাদকের নিবেদন

চিকিৎসা-শাস্ত্রের দুটি কাজ। একটি, সুস্থের স্বাস্থ্য রক্ষা করা, অপরটি অসুস্থকে রোগ-মুক্ত করা। এর মধ্যে সুস্থের স্বাস্থ্য রক্ষাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। অগ্নিবেশকে আয়ুর্বেদ শিক্ষাদানকালে—মানুষ কি প্রকারে সুস্থ দেহে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে সর্বপ্রথমে সেই বিষয়েই আলোচনা করিয়াছিলেন, গুরু ভগবান পুনর্বসু-আত্রেয়। মহামতি চরক তাঁর সংহিত গ্রন্থটিও এই আলোচনা দিয়াই শুরু করিয়াছেন।

দীর্ঘজীবন, সুস্থজীবন সকলেই কামনা করে। কিন্তু দেহকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখিতে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় বিভিন্ন দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে এবং আহার-বিহার সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজন। কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সঙ্কলিত 'দ্রব্যগুণ' এ বিষয়ে বহু প্রচারিত ও অতি পরিচিত একটি অমূল্য গ্রন্থ।

বিবিধ প্রকার ধাতু-উপধাতু, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, ফল, ফুল, শাক, মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, তৈল, মদ্য, মধু এবং কৃতান্নবর্গ অর্থাৎ নানাপ্রকার প্রস্তুত খাদ্যের গুণাগুণ ও ব্যবহার-বিধি আলোচনা-সম্ভারে ইহা পরিপূর্ণ। চিকিৎসক, বিদ্যার্থী এবং গৃহস্থ সকলের পক্ষেই পুস্তকটি অতি মূল্যবান। মুদ্রণের অভাবে বহুদিন যাবৎ বইটি বাজারে পাওয়া যাইতেছে না। শুধু ইহাই নহে, বাংলা হরফে ছাপা আয়ুর্বেদের প্রায় সমস্ত গ্রন্থই এইভাবে মুদ্রণের অভাবে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে।

বঙ্গদেশ আয়ুর্বেদের একটি পীঠস্থান। বর্তমানে এইখানে রাষ্ট্রীয় আয়ুর্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমও চালু হইয়াছে, অথচ বাঙালী বিদ্যার্থীদের জন্য বাংলা হরফে ছাপা আয়ুর্বেদের প্রায় কোনো পুস্তকই পাওয়া যাইতেছে না। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়!

'নবপত্র প্রকাশন' সংস্থা এই 'দ্রব্যগুণ' পুস্তকটির পুনঃ প্রকাশে অগ্রণী হইয়াছেন; এইজন্য তাঁহারা আমাদের প্রশংসার্হ। আমার উপরে সম্পাদনার ভার অর্পিত হইয়াছে; পরিচিত ও প্রচলিত পুস্তকের সম্পাদনায় কিছু অসুবিধা আছে।

এই সংস্করণে মূল গ্রন্থের কোনোরূপ পরিবর্তন না হয় সেইদিকে দৃষ্টি রাখিয়াছি। পুস্তকের উপক্রমণিকা অংশে কিছু দ্রব্যের সহিত সংক্ষিপ্ত ব্যবহারিক প্রয়োগ দেওয়া আছে। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন আরোগ্যশালায় এবং ব্যক্তিগত চিকিৎসা ক্ষেত্রে ফলপ্রাপ্তি ও বিভিন্ন শাস্ত্রে উল্লেখিত কিছু কিছু দ্রব্যের ব্যবহারিক বিধি পরিশিষ্টে সংযোজিত করিয়াছি

এতদিন কলিঙ্গমান বা মাগধীমান অনুযায়ী আয়ুর্বেদীয় ঔষধের পরিমাপ চালু ছিল। কিন্তু বর্তমানে মেট্রিকমান চালু হইয়াছে। পূর্বে মাপ চলিত রতি-আনা-তোলায়। বর্তমানে মাপ 'গ্রামে'। নিম্নলিখিত ক্রমে ইহার একটি সমন্বয় করা যায়ঃ

৬ রতিতে এক আনা এবং ১৬ আনায় (অর্থাৎ ৬ × ১৬ = ৯৬ রতিতে) ১ তোলা ধরা হয়। ৮ রতিতে গ্রাম ধরিয়া হিসাব করিলে এবং মোটামুটি ১২ গ্রামে ১ তোলা ধরিলে—৯৬ রতিতেই এক তোলার হিসাব পাওয়া যায়। সুতরাং :

	এক গ্রাম	=	মোটামুটি ৮ রতি।
	৬ রতি বা এক আনা	=	০.৭৫ গ্রাম।
	১২ রতি বা এক মাষা	=	১.৫০ গ্রাম।
	এক সিকি	=	৩.০০ গ্রাম।
এবং	এক রতি	=	১২৫ মিলিগ্রাম।

মূল গ্রন্থে উল্লেখিত রতি-আনা-তোলাকে এই পদ্ধতিতে পরিবর্তিত করিয়া নিলেই বর্তমানের প্রচলিত 'গ্রামে'র ওজন পাওয়া যাইবে।

আমার দুই সুযোগ্য ছাত্র, বিশ্বনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয়ের দ্রব্যবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রীমান সুধেন্দু দাসশর্মা এবং অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ, অধুনা জে, বি, রায় ষ্টেট আয়ুর্বেদ মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীমান পূর্ণেশচন্দ্র দেবনাথ, এই পুস্তক সম্পাদনায় আমাকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীমানরা আমার অতি স্নেহভাজন। কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তাহাদের নবীন উদ্যমকে সঙ্কুচিত করিতে চাহি না।

বাঙলার ঘরে ঘরে এই পুস্তকটি সমাদৃত হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতা

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র নাগ

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

॥ প ॥

। র ।

উপক্রমণিকা

স্বাস্থ্যের স্বাস্থ্যসংস্থিতি এবং রুগ্নের রোগ-শান্তির নিমিত্ত প্রত্যেক সুচিকিৎসকেরই দ্রব্যগুণ বিশেষরূপে অবগত হওয়া আবশ্যক। রোগ হইলে তখন প্রতিকার করা অপেক্ষা যাহাতে রোগ হইতে না পারে, তজ্জন্য সুস্থ ব্যক্তির পথ্যাপথ্য পালনে যত্নবান হওয়া উচিত। অনেক সময়ে দেখা যায়, একপ্রকার রোগে একইরকমের পথ্য সেবন করিলে প্রকৃতিভেদে ভিন্ন প্রকার ফল হইয়া থাকে। যেমন কাহারও মৎস্যের ঝোল হজম হয় না, কিন্তু মাংসের ঝোল সেবনে তাহার শরীর ভাল থাকে। আবার উক্ত পীড়াগ্রস্ত কোনও লোক মাংসের ঝোল খাইয়া কষ্ট অনুভব করেন, পরন্তু মৎস্যের ঝোল খাইয়া ভাল থাকেন।

চিকিৎসকগণ রোগ পরীক্ষানন্তর রোগ-শান্তির জন্য ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। দুইটি, চারটি, দশটি, পনেরটি, বা ততোধিক দ্রব্যের সংযোগে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধসমূহ প্রস্তুত করা হয়। ঔষধ প্রয়োগকালে বিবেচনা করিতে হইবে, বাতাদি দোষের সহিত ব্যবস্থিত ঔষধের সম্বন্ধ কিরূপ, কিংবা শারীরিক যন্ত্রের উপর ঔষধাঙ্গ প্রত্যেক দ্রব্যের কার্য্যকারিতাই বা কী-রকম, এইগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। এই ঔষধ ব্যবস্থা ও পথ্যপথ্যাদি নির্ণয় উভয় কার্য্যেই দ্রব্যগুণ জানা আবশ্যক। নতুবা রোগ শুনিবামাত্র শোথে শোথশার্দ্দূল, শূলে শূলবজ্রিণী, মেহে মেহমুদ্গর ব্যবস্থা বা রোগবিশেষে জলপান নিষিদ্ধ বলিয়া বিশেষ ইচ্ছা হইলে একটুও জল না দেওয়া অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের কার্য্য।

এ-স্থলে বলা আবশ্যক যে, অপথ্যের সেবন নিষিদ্ধ হইলেও অবস্থাবিশেষে বা অল্পমাত্রায় দিলে তাহাতে ক্ষতি হয় না, প্রত্যুত উপকারই হইয়া থাকে। ইহা শাস্ত্রকারদিগেরও অভিপ্রায় এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে নিজেরাও বহুস্থলে দেখিয়াছি।

এ-পর্য্যন্ত দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে যে-সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, চিকিৎসাশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি না থাকিলে সেগুলি আয়ত্ত করিয়া কার্য্যকালে প্রয়োগ করা দুরূহ। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া যাহাতে সাধারণ চিকিৎসক ও গৃহস্থগণের উপকারে আইসে, এইরূপভাবে হরীতক্যাদি বর্গোক্ত প্রধান-প্রধান দ্রব্যগুলির বিশিষ্ট গুণ-সকল বৃদ্ধবৈদ্যোক্ত উপদেশ ও নিজের অভিজ্ঞতানুসারে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। অপিচ দ্রব্যগুণোক্ত কতিপয় পারিভাষিক শব্দের অর্থ এবং সুস্থ ব্যক্তির পথ্যাপথ্য ও যে পথ্যাপথ্য সাধারণভাবে সকলের পক্ষে উপযোগী, তাহাও লিখিত হইবে।

দ্রব্যগুণ জানিতে হইলে দ্রব্যে কি-কি পদার্থ আছে এবং তাহাদের গুণাদি কিরূপ, অগ্রে

তাহা জানিতে হইবে। প্রত্যেক দ্রব্যেই রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক এবং শক্তি বা প্রভাব এই পাঁচপ্রকার পদার্থ আছে।

তন্মধ্যে প্রথমে রসের বিষয় বর্ণন করিব। মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষা— এই ছয়প্রকার রস। ইহারা দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে অর্থাৎ দ্রব্যে এইসকল রস আছে। প্রত্যেক দ্রব্যই বহুরসবিশিষ্ট; তবে পার্থিবাদি পঞ্চভূতের তারতম্যানুসারে যে-দ্রব্যে যে-রসের আধিক্য থাকে, তাহাকে সেই রসবিশিষ্ট বলিয়া নির্দেশ করা যায়; যথা—ইহা মধুর, ইহা অম্ল, ইহা তিক্ত, ইত্যাদি। অপিচ যে-দ্রব্যে যে-রস স্পষ্টভাবে জিহ্বায় অনুভূত হয়, সেই দ্রব্য সেই রসবিশিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আর তাহাতে অপর যে-সকল রস অস্পষ্টরূপে থাকে, অথবা যে-রস স্পষ্টাস্বাদনের কিঞ্চিৎ পরে অনুভূত হয়, তাহাকে অনুরস বলে। সকল দ্রব্যই বহুরসবিশিষ্ট বলিয়া রোগ সকলও অনেক দোষবিশিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, মধুরাদি রসভেদে বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া থাকে। সুতরাং সকল রোগেই ন্যূনাধিক ত্রিদোষের প্রকোপ দেখা যায়। মধুরাদি রসের পূর্ব্ব-পূর্ব্বটি অপেক্ষাকৃত বলদায়ক অর্থাৎ কষায়রস অপেক্ষা কটুরস, কটুরস অপেক্ষা তিক্তরস, তিক্তরস অপেক্ষা লবণরস, লবণরস অপেক্ষা অম্লরস এবং অম্লরস অপেক্ষা মধুররস অধিকতর বলকারক।

মধুর অম্ল ও লবণরস বায়ুর, তিক্ত কটু ও কষায়রস কফের এবং কষায় তিক্ত ও মধুর রস পিত্তের প্রশমক। এইরূপ মধুর অম্ল লবণরস কফের, তিক্ত কটু ও কষায়রস বায়ুর এবং অম্ল কটু ও লবণরস পিত্তের জনক। আর মধুরাদি রসযুক্ত বায়ুনাশক দ্রব্যে যদি রুক্ষতা লঘুতা ও শৈত্যগুণ থাকে, তবে তাহারা বায়ু প্রশম করিতে সমর্থ হয় না। কষায়াদি পিত্তনাশক রসে তীক্ষ্ণতা উষ্ণতা ও লঘুতাগুণ থাকিলে তাহারা পিত্ত প্রশমনে অকৃতকার্য্য হয়। আর তিক্তাদি কফনাশক রসে যদি স্নেহ, গুরুতা ও শৈত্যগুণ থাকে, তাহা হইলে তাহারা শ্লেষ্মানাশ করিতে পারে না।

মধুর রসের গুণ—ইহা শীতবীর্য্য, রসাদিধাতুর্বর্দ্ধক, স্তন্যজনক, বলকারক, নেত্রের ও কণ্ঠের হিতকর, বায়ু ও পিত্তনাশক, বিষহর, পিচ্ছিল (চট্‌চটে), স্নিগ্ধতাকারক, প্রীতিজনক, আয়ুবর্দ্ধক, পুষ্টিকর, গুরু ও ভগ্নস্থানের সংযোজক। মধুররস বালক বৃদ্ধ ক্ষত ও ক্ষীণ ব্যক্তিদের পক্ষে এবং বর্ণ কেশ ইন্দ্রিয় ও ওজঃপদার্থের সম্বন্ধে প্রশস্ত। ইহা স্থূলতা বল ও ক্রিমি জন্মাইয়া থাকে। অধিক পরিমাণে মধুররস সেবন করিলে জ্বর, শ্বাস, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, ক্রিমি, স্থূলতা, অগ্নিমান্দ্য, মেহ এবং মেদ ও কফজনিত রোগসমূহ উৎপন্ন হয়।

অম্লরস—পাচক, রুচিজনক, পিত্ত শ্লেষ্মা ও রক্তজনক, লঘু, লেখন (পিণ্ডীভূত দোষাকে চাঁচিয়া তুলিয়া দেওয়া), উষ্ণবীর্য্য, স্পর্শে শীতল, ক্লেদজনক, বায়ুনাশক, স্নিগ্ধতা-

কারক, তীক্ষ্ণবীর্য্য, সারক, শুক্র মল মূত্রাদির বিবদ্ধতা (আটকান) আনাহ ও দৃষ্টির নাশক, রোম ও দন্তের হর্ষজনক এবং নেত্র ও ভ্রূর সঙ্কোচক। অম্লরস অধিক পরিমাণে সেবন করিলে ভ্রম (ঘুরণো রোগ), পিপাসা, দাহ, তিমির নামক নেত্ররোগ, জ্বর কণ্ডু, পাণ্ডুরোগ, বিসর্প, শোথ, বিস্ফোট ও কুষ্ঠরোগ জন্মে।

লবণরস—বমনকারক, বিরেচক, রুচিজনক, পাচক, কফ ও পিত্তজনক, পুরুষত্ব-নাশক, বাতহর, দেহের শৈথিল্য ও কোমলতা সম্পাদক, বলনাশক, মুখের জলবর্দ্ধক এবং কপোল ও গলদেশের দাহক। অধিক পরিমাণে লবণরস সেবন করিলে নেত্রপাক, রক্তপিত্ত, কোঠ (গায়ে বোলতা কামড়ানোর মতো চাকা চাকা দাগ), ক্ষতাদি এবং বলি, পলিত (কেশের শুক্লতা), খালিত্য (টাক্), কুষ্ঠ, বিসর্প ও তৃষ্ণা জন্মাইয়া থাকে।

তিক্তরস—শীতবীর্য্য, নিজে অরোচিষ্ণু কিন্তু অন্য বস্তুতে রুচির উৎপাদক (যেমন—নিম খাইতে ভাল লাগে না, কিন্তু অন্য বস্তুতে রুচির জন্মাইয়া থাকে), কণ্ঠ ও স্তন্যের শোধক, বায়ুবর্দ্ধক, অগ্নিকর, নাসাশোষক, রুক্ষতাকারক ও লঘু। ইহা তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, জ্বর, কফ, পিত্ত, ক্রিমি, বিষদোষ, উৎক্লেশ (গা বমি বমি করা), দাহ ও রক্তপ্রকোপ-জনিত পীড়াসকল নাশ করে। অধিক পরিমাণে তিক্তরস সেবন করিলে শিরঃশূল, মন্যাস্তম্ভ, অর্দ্দিত, কম্প, মূর্চ্ছা, পিপাসা এবং বল ও শুক্রের হানি হয়।

কটু (ঝাল) রস—উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, বিশদ (শরীরের ক্লেশ নাশ করিয়া স্রোতঃ সকল পরিষ্কার করে), বাতপিত্তকর, শ্লেষ্মহর, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, ক্রিমি কণ্ডু ও বিষ দোষ-নাশক, শুক্র ও স্তন্যহারক, মেদ ও স্থূলতার অপকর্ষক, অশ্রুপ্রদ (চক্ষু দিয়া জল পড়ে), নাসা নেত্র মুখ ও জিহ্বাগ্রের উদ্বেজক অর্থাৎ জ্বালাকারক, পাচক, অগ্নির দীপক, রুচি-জনক, অত্যন্ত নাসাশোষক, ক্লেদ মেদ বসা মজ্জা মল ও মূত্রের শোষক, স্রোতঃ সকলের প্রকাশক (স্রোতঃ সকল খুলিয়া দেয়), রুক্ষ, মেধাজনক এবং মল ও মূত্রের বদ্ধতাকারক। অধিক পরিমাণে সেবন করিলে ভ্রান্তি, দাহ, মুখ তালু ও ওষ্ঠের শোষে, কণ্ঠাদিপীড়া, মূর্চ্ছা ও অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত এবং বল ও কান্তি নষ্ট হয়।

কষায়রস—রোপণ (ক্ষতপূরক), গ্রাহ (মলসংগ্রাহক), স্তম্ভন (গাত্রের স্তব্ধতাকারক), শোধন (ক্ষতের শুদ্ধিকারক), লেখন (ক্ষতাদিতে উৎপন্ন মাংসের অপনয়নকারক), পীড়ন, সৌম্য, শোষণ (ক্ষত ও মজ্জাদির শোষক), বাতপ্রকোপক, কফ, রক্ত ও পিত্তনাশক, রুক্ষ, শীতবীর্য্য, লঘু ত্বকের প্রসন্নতাকারক, আমের স্তম্ভক, বিশদ, জিহ্বার জড়তাজনক এবং কণ্ঠস্রোতঃসমূহের বিবদ্ধতাকারক। অধিক পরিমাণে সেবন করিলে অঙ্গগ্রহ, আধ্মান, হৃৎপীড়া ও আক্ষেপাদি রোগ জন্মে।

মধুরাদিরসের অপর বিশেষ গুণ মধুরদ্রব্য প্রায়ই কফজনক, কিন্তু পুরাতন শালিধান্য ও যব এবং মুগ, গোধূম, মধু, চিনি ও জাঙ্গল মাংস ইহারা মধুররস হইলেও

কফবর্দ্ধক নহে। আমলকী ও দাড়িম ভিন্ন অপর সকল অম্লদ্রব্যই পিত্তকর। লবণ মাত্রেই প্রায় নেত্রের অপকারক, কিন্তু সৈন্ধব চক্ষুর হিতকর। শুঁঠ, পিপুল, রসুন, পটোল ও গুলঞ্চ ভিন্ন সমস্ত কটু ও তিক্তরস দ্রব্যই প্রায় অবৃষ্য (শুক্রের অহিতকর, বলনাশক) ও বায়ুর প্রকোপক। কষায় দ্রব্যসকল স্তম্ভন, কিন্তু হরীতকী কষায়রস-বিশিষ্ট হইলেও স্তম্ভন নহে।

অতঃপর গুণাদির বিষয় বর্ণন করিব।

গুণ—গুরু, লঘু, স্নিগ্ধ, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, শ্লক্ষ্ণ, স্থির, সর, পিচ্ছিল, বিশদ, শীত, উষ্ণ, মৃদু, কর্কশ, স্থূল, সূক্ষ্ম, দ্রব, শুষ্ক, আশু ও মন্দ এই বিংশতিটি গুণ। গুরু দ্রব্য—বাতহর, পোষক, শ্লেষ্মজনক এবং বিলম্বে পরিপাক পায়। লঘুদ্রব্য—সুপথ্য, কফনাশক ও শীঘ্র পাক প্রাপ্ত হয়। স্নিগ্ধ—বাতনাশক, কফকর, বৃষ্য ও বলপ্রদ, রুক্ষ—অত্যন্ত বাতকোপক ও কফনাশক। তীক্ষ্ণ—পিত্তকর, লেখন (কৃশতাকারক) ও কফ-বাতনাশক। শ্লক্ষ্ণ—তৈলাদি স্নেহপদার্থহীন এবং কঠিন হইলেও দ্রব্য যদি চিক্কণ হয়, তবে তাহাকে শ্লক্ষ্ণগুণ আছে জানিবে। স্থির—বায়ু ও মলের স্তব্ধতাজনক। সর—সারক অর্থাৎ ইহা দ্বারা বায়ু ও মলের নিঃসরণ হয়। পিচ্ছিল—তন্তুল (যে-দ্রব্য ধরিয়া টানিলে সূতার মত দীর্ঘ হয়, চট্‌চটে), বলপ্রদ, ভগ্নস্থানের সংযোজক, কফকর ও গুরু। বিশদ—ক্লেদনাশক ও ক্ষতপূরক। শীত—আনন্দজনক, স্রাবাদিরোধক এবং মূর্চ্ছা, পিপাসা, ঘর্ম ও দাহনাশক। উষ্ণ—শীতগুণের বিপরীত অর্থাৎ অসুখজনক, রক্তাদির অতিপ্রবৃত্তির অস্তম্ভন, মূর্চ্ছাদিজনক এবং ক্ষতাদির পাচক। মৃদু—কোমল। কর্কশ পরুষ অর্থাৎ খসখসে। স্থূল—দেহের স্থূলতাকারক ও স্রোতঃসকলের অবরোধক। সূক্ষ্ম—যাহা দেহের সূক্ষ্ম ছিদ্রসমূহে প্রবেশ করে। দ্রব—ক্লেদজনক ও ব্যাপনস্বভাব। শুষ্ক—দ্রবগুণের বিপরীত অর্থাৎ ক্লেদনাশক ও স্থিরস্বভাব। আশু—আশুকারী অর্থাৎ জলে তৈল নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন শীঘ্র বিসর্পিত হয়, সেইরূপ আশুগুণ-বিশিষ্ট দ্রব্য দেহে শীঘ্র কার্য্য করে। মন্দ—সকল কার্য্যেই শিথিল, ইহা অল্প বলিয়াও অভিহিত হয়।

বীর্য্য—বীর্য্য দুই প্রকার; যথা—শীতবীর্য্য ও উষ্ণবীর্য্য। উষ্ণবীর্য্য—বায়ু ও কফের নাশ, পিত্তের বৃদ্ধি এবং জরা আনয়ন করে। শীতবীর্য্য—বাতশ্লেষ্মাজনিত রোগসমূহ জন্মায় এবং পিত্তকে অতীব হ্রাস করে। বীর্য্য সম্বন্ধে অপর মত—উষ্ণবীর্য্য—ভ্রম পিপাসা, গ্লানি, ঘর্ম্ম, ও দাহ উৎপাদন করে, আশু পাকায় এবং বায়ু ও কফের প্রশমন করিয়া থাকে। শীতবীর্য্য—সুখজনক, জীবনের হিতকর, মলাদির স্তম্ভক এবং রক্ত-পিত্তের বিরলতাকারক।

বিপাক—ভুক্ত মধুরাদি-রসবিশিষ্ট দ্রব্য সকল জঠরাগ্নির দ্বারা পরিপাক পাইলে

তাহা হইতে যে অন্য রস উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিপাক কহে। রস সকলের এই বিপাক তিনপ্রকার হইয়া থাকে; যথা—মধুর ও লবণ রসের বিপাক মধুর, অম্লরসের বিপাক অম্ল এবং কটু তিক্ত কষায় রসের বিপাক প্রায়ই কটু হইয়া থাকে। মধুর-বিপাক—কফকর ও বাতপিত্তনাশক। অম্লবিপাক—পিত্তবর্দ্ধক ও বাত-শ্লেষ্মাজনিত রোগনাশক। কটুবিপাক—বাতবর্দ্ধক ও কফপিত্তনাশক।

প্রভাব—দ্রব্যের অমীমাংস্য ও অচিন্ত্য কোন বিশিষ্ট শক্তির নাম প্রভাব। যেমন সহদেবীর মূল মস্তকে বাঁধিলে জ্বর অপগত হয়, কাকজঙ্ঘার মূল বাঁধিলে নিদ্রা হয়।

বিরুদ্ধগুণবিশিষ্ট দ্রব্যের সংযোগে যে প্রবল, সেই দুর্ব্বলকে জয় করে। যেমন—বিপাক—রসকে, বীর্য্য—বিপাক ও রস উভয়কে এবং প্রভাব—বীর্য্য বিপাক ও রস এই তিনকেই জয় করিয়া থাকে।

দ্রব্যের রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক ও প্রভাবের স্বরূপ কথিত হইল। কোন্ দ্রব্যে কোন্ রস, কোন্ গুণ, কোন্ বীর্য্য, কোন্ বিপাক ও কোন্ প্রভাব আছে, তাহা এই গ্রন্থে উল্লিখিত প্রত্যেক দ্রব্যে অবগত হইবে এবং এইসকল প্রণিধানপূর্ব্বক বিচার করিয়া ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগ করিবে।

অতঃপর স্বভাবতঃ হিতকর কতিপয় দ্রব্যের নির্দ্দেশ করিবে—

শালিধান্য সমূহের মধ্যে রক্তশালি, ষষ্টিক (যাহা ৬০ দিনে পাকে, যেটে আউশ প্রভৃতি) ধান্য সকলের মধ্যে ষাটিধান; শূক (শূয়াযুক্ত) ধান্য সকলের মধ্যে যব গোধূম এবং শিম্বী (শুঁটিযুক্ত) ধান্য সমূহের মধ্যে মুগ. মসুর ও অড়হর উৎকৃষ্ট। রসের মধ্যে মধুর এবং লবণের মধ্যে সৈন্ধব শ্রেষ্ঠ? ফলবর্গের মধ্যে দাড়িম্ব, আমলকী, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, ফল্‌সা, রাজাদন (খিরিণী), মাতুলুঙ্গ (টাবালেবু) প্রশস্ত। পত্রশাকের মধ্যে বেতো, জীবন্তী, পুঁই. ফলশাকের মধ্যে পলতা এবং কন্দশাকের মধ্যে ওল উত্তম। জাঙ্গলমাংসের মধ্যে এণ, কুরঙ্গ ও হরিণ মাংস (এণ—কৃষ্ণবর্ণ হরিণ, হরিণ—তাম্রবর্ণ, কুরঙ্গ—তাম্রবর্ণ বৃহদাকারের হরিণ) এবং পক্ষীমাংসের মধ্যে তিত্তিরি ও লাব (ছাতার) পক্ষীর মাংস শ্রেষ্ঠ। জলের মধ্যে বৃষ্টির জল, দুগ্ধ ও ঘৃতের মধ্যে গব্য এবং ইক্ষু হইতে প্রস্তুত দ্রব্য সকলের মধ্যে শর্করা এবং তৈলের মধ্যে তিলতৈল প্রশস্ত।

স্বভাবতঃ অহিতকর দ্রব্যের নির্দ্দেশ—

শিম্বী ধান্যের মধ্যে মাষকলাই এবং লবণের মধ্যে উষরদেশজাত লবণ গ্রীষ্মঋতুতে বর্জ্জনীয়। ফলের মধ্যে ডেলোমান্দার, শাকের মধ্যে সরিশার শাক, গ্রাম্য মাংসের মধ্যে গোমাংস, বসার মধ্যে মহিষীবসা, দুগ্ধের মধ্যে ভেড়ীর দুগ্ধ, তৈলের মধ্যে কুসুম তৈল এবং ইক্ষুজাত দ্রব্য সকলের মধ্যে ফাণিত (অর্দ্ধঘন পরিপক ইক্ষুর রস, তাড়্‌রস) এইগুলি অহিতকর।

পরস্পর সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্যের নির্দ্দেশ—

মৎস্য ও আনূপ মাংস জলবহুল স্থানের পশুর মাংস দুগ্ধের সহিত ভোজন করিবে না। কপোত মাংস সরিষার তৈলে ভাজিয়া খাইবে না। গুড়াদি মিষ্টদ্রব্য অথবা মধুর সহিত মৎস্য ভক্ষণ করিবে না। মাংস ও ছাতু দুগ্ধযুক্ত করিয়া খাইবে না। উষ্ণ-দ্রব্যের সহিত দধি ভোজন করিবে না। উষ্ণ দ্রব্যের অথবা বৃষ্টির জলের সহিত মধু কৃশরার (খিচুড়ীর) সহিত পায়স ভোজন নিষিদ্ধ। তক্র দধি ও বিম্বফলের সহিত কদলীফল খাইবে না। কাংস্যপাত্রে দশদিন স্থিত ঘৃত সেবন নিষিদ্ধ। সমান ভাগে মিলিত মধু ও ঘৃত বিষতুল্য হয়, সুতরাং উহা ত্যাগ করিবে। কিন্তু অসমান মাত্রায় ঘৃত ও মধু ব্যবহার করা যায়। কৃতান্ন অর্থাৎ অগ্নিপক্ব অন্ন-ব্যঞ্জনাদি এবং ক্বাথ পুনর্ব্বার উষ্ণ করিয়া খাইবে না। মধু, ঘৃত, বসা, তৈল, পানীয় দ্রব্য ও দুগ্ধ একত্র মিলিত হইলে বিরুদ্ধগুণ হয়। নানা জাতীয় মাংসও একত্র হইলে পরস্পর বিরুদ্ধ হয়।

দ্রব্যসমূহের পরীক্ষা—ক্ষুদ্র আঁটী ও বহু শস্যযুক্ত হরীতকী সর্ব্বকার্য্যে প্রশস্ত। যে ভেলা জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়, তাহা উৎকৃষ্ট। বরাহ মস্তকের ন্যায় বারাহী (চামার আলু), কাচাভ সৌবর্চ্চল লবণ, স্ফটিকপ্রভ সৈন্ধব লবণ, সুবর্ণচ্ছবি স্বর্ণমাক্ষিক এবং জবাপুষ্পসদৃশ মনঃশিলা শ্রেষ্ঠ। জলপূর্ণ কাংসপাত্রে ফেলিলে যে-শিলাজতু না গলিয়া স্তূপের ন্যায় বর্দ্ধিত হয়, সেই শিলাজতুই উৎকৃষ্ট। স্নিগ্ধ (চিক্কণ) কর্পূর, ক্ষুদ্র-ফলা এলাচী, অত্যন্ত সুগন্ধি ও গুরু শ্বেতচন্দন প্রশস্ত। অত্যন্ত লোহিতবর্ণ রক্তচন্দন এবং কাকতুণ্ডসদৃশ স্নিগ্ধ ও গুরু অগুরু পূজিত। সুগন্ধি লঘু ও রুক্ষ দেবদারু এবং স্নিগ্ধ ও অত্যন্ত সুগন্ধি সরল কাষ্ঠ গুণকর। অতীব পীতবর্ণ দারুহরিদ্রা উৎকৃষ্ট। গুরু, স্নিগ্ধ, সমাকৃতি এবং যাহার মধ্যভাগ শুভ্রবর্ণ এবংবিধ জায়ফল উৎকৃষ্ট। গোস্তনসদৃশ মৃদ্বীকাই (মনক্কা) উত্তম এবং যাহা করমর্দ্দাকৃতি (করমচা ফলের আকৃতিবিশিষ্ট) তাহা মধ্যম বলিয়া কথিত। চন্দ্রকিরণবৎ শুভ্র নির্ম্মল খণ্ডই (খাঁড়) শ্রেষ্ঠ। গব্যঘৃত সদৃশ ও রুচিজনক গন্ধযুক্ত মধু উৎকৃষ্ট।

অতঃপর কতিপয় পারিভাষিক শব্দের লক্ষণাদি বলিব—

দীপন—যাহা আমের (অপক্ব রসের) পরিপাক করে না অথচ অগ্নির দীপ্তি করে, তাহাকে দীপন কহে। যথা—শুলফা বা মৌরি। (এ-স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যাহা অগ্নির দীপ্তিকারক তাহা আম পরিপাক করিতে পারে না কেন? উত্তর—যেমন প্রদীপ দ্বারা গৃহ আলোকিতমাত্র হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা স্থালীস্থ তণ্ডুলাদির পাক সম্পন্ন হয় না, সেইরূপ দীপন দ্রব্য ভোজনে ইচ্ছামাত্র উৎপাদন করে, কিন্তু ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করিতে সমর্থ হয় না।)

পাচন—যাহা আম পরিপাক করে অথচ অগ্নির দীপ্তি করে না, তাহাকে পাচন

কহে। যথা—নাগকেশর (এ-স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে—যাহা অগ্নির দীপ্তিকর নহে, তাহা কিরূপে আম পরিপাক করিবে? উত্তর—যেমন প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার দ্বারা অন্নপাক হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা প্রদীপবৎ চতুর্দ্দিক আলোকিত হইতে পারে না।)

শমন—যাহা বাতাদি দোষ সকল শোধন অর্থাৎ ঊর্দ্ধ বা অধোমার্গ দিয়া নির্হরণ করে না, এবং সমাবস্থাপন্ন দোষ সকলকেও বর্দ্ধিত করে না, অথচ বিষম ভাবাপন্ন দোষ সকলকে সমভাবাপন্ন করে, তাহাকে শমন কহে। যথা গুলঞ্চ।

অনুলোমন—যাহা অপক্ক মলের অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মার পাক করিয়া এবং বায়ুর বন্ধ (আট্‌কান) ভেদ করিয়া মলকে অধঃ প্রবর্ত্তিত করে, তাহাকে অনুলোমন কহা যায়। যথা হরীতকী।

স্রংসন—যাহা কোষ্ঠে সংলগ্ন মলাদিকে (কফ ও পিত্তকে) পাক না করিয়াই অধঃপাতিত করে, তাহার নাম স্রংসন। যথা- সোন্দাল।

ভেদন—যাহা অবদ্ধ (শিথিল) বা বদ্ধ (গাঢ়) কিংবা বায়ু দ্বারা গুটিকীকৃত অর্থাৎ গুট্‌লে মলকে ভাঙ্গিয়া অধঃপাতিত করে, তাহাকে ভেদন কহে। যথা—কট্‌কী।

রেচন—যাহা বিপক্ক বা অপক্ক মলাদিকে দ্রবীভূত করিয়া অধোনিঃসারিত করে, তাহাকে রেচন বলা যায়। যথা—তেউড়ী।

বমন—যাহা অপক্ক পিত্ত, কফ ও অন্নকে বলপূর্ব্বক ঊর্দ্ধে প্রেরণ অর্থাৎ মুখ দিয়া বাহির করে, তাহাকে বমন কহে। যথা—ময়নাফল।

দেহসংশোধন—যাহা সঞ্চিত মলকে স্বস্থান হইতে ঊর্দ্ধ বা অধোমার্গ দিয়া বহির্নিঃসারণ করে, তাহাকে দেহসংশোধন বলে। যথা— দেবদালী (ঘোষাফল)।

গ্রাহী—দীপন, পাচন ও উষ্ণত্ব হেতু যাহা পাতলা দ্রব্যকে শোষণ করে তাহাকে গ্রাহী বা ধারক দ্রব্য বলা যায়। যথা—শুঁঠ, জীরা, গজপিপুল।

স্তম্ভন—রৌক্ষ্য, শৈত্য, কষায়ত্ব ও লঘুত্ব প্রযুক্ত যাহা প্রতিলোমবায়ুজনক হয়, তাহাকে স্তম্ভন (অধোগামী মলাদিকে আট্‌কান) কহে। যথা—ইন্দ্রযব, সোনাগাছ।

ছেদন—যাহা সংশ্লিষ্ট কফাদি দোষ সকলকে বলপূর্ব্বক উন্মুলিত করে, তাহাকে ছেদন কহে। যথা—ক্ষার, মরিচ, শিলাজতু।

লেখন—যাহা দেহের ধাতু বা মলসমূহকে শুষ্ক করিয়া কৃশ করে, তাহাকে লেখন কহে। যথা—মধু, উষ্ণজল, বচ, ইন্দ্রযব।

বাজীকরণ—যে দ্রব্যদ্বারা রমণ কার্য্যে সম্যক্ উৎসাহ জন্মে, তাহাকে বাজীকরণ কহে। যথা—অশ্বগন্ধা, শতমূলী, শর্করা, মুশলী (তালমূলী)।

শুক্রল—যাহা শুক্রের বৃদ্ধিকারক, তাহাকে শুক্রল বলে। যথা—গোরক্ষ-চাকুলে আলুকুশীবীজ।

রসায়ন—যাহা জরা ও ব্যাধি নাশক, তাহাকে রসায়ন কহে। যথা—হরীতকী, গুগ্‌গুলু, শিলাজতু।

ব্যবায়ী—যে-দ্রব্য সেবনমাত্রই অপক্কাবস্থায় সমস্ত শরীরে নিজক্রিয়া প্রকাশ করিয়া পরে পরিপাক পায়, তাহাকে ব্যবায়ি কহে। যথা—সিদ্ধি, অহিফেন।

বিকাশি—যাহা সকল শরীরস্থ ধাতু হইতে ওজোনামক ধাতুবিশেষকে বিশোষণ-পূর্ব্বক সন্ধিবন্ধ-সমূহকে শিথিল করে, তাহাকে বিকাশি বলে। যথা—সুপারিফল, কোদোধান্য।

মদকারি—(মাদক) যে তমোগুণ-বহুল দ্রব্য বুদ্ধির লোপ করে, তাহাকে মদকারি কহে। যথা—মদ্য, সুরা প্রভৃতি।

প্রমাথি—যাহা নিজবীর্য্যদ্বারা স্রোতঃসমূহ হইতে বাতাদি দোষের সঞ্চয়কে নিরস্ত করে, তাহাকে প্রমাথি কহে। যথা—মরিচ ও বচ।

অভিষ্যন্দি—যাহা পৈচ্ছিল্য ও গুরুত্ব নিবন্ধন রসবহ শিরা সকলকে রুদ্ধ করিয়া শরীরে গুরুত্ব উৎপাদন করে, তাহাকে অভিষ্যন্দি কহে। যথা—দধি প্রভৃতি।

বিদাহি—যাহা ভোজনে অম্লোদগার, পিপাসা ও হৃদয়ের দাহ উৎপন্ন হয় এবং বিলম্বে পরিপাক পায়, তাহাকে বিদাহি দ্রব্য কহে। যথা—বংশাঙ্কুর, ভাজাদ্রব্য প্রভৃতি।

যোগবাহি—যাহার সহিত পচ্যমান হইবে, সেই সংসর্গি-বস্তুর গুণ সকল যে-দ্রব্য গ্রহণ করে, তাহাকে যোগবাহি কহে। যথা—ঘৃত, তৈল, পারদ, মধু, জল ও লৌহ প্রভৃতি।

হরীতক্যাদি বর্গ

হরীতকী, বিভীতকী ও আমলকী—"কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী" অর্থাৎ মাতা সন্তানের প্রতি কখনও কুপিত হইতে পারেন, কিন্তু ভক্ষিত হরীতকী কদাচ অপকার করে না। হরীতকী বহুগুণবিশিষ্ট হইলেও ইহার প্রধান কার্য্য বিরেচন। হরীতকীর প্রকারভেদে বিরেচন কার্য্যও মৃদু বা প্রবলভাবে হইয়া থাকে। বিভীতকী বা বহেড়াও মৃদু বিরেচক। আমলকীও প্রায় হরীতকীর ন্যায় গুণবিশিষ্ট। এই দ্রব্যত্রয়কে ত্রিফলা কহে। কেহ কেহ বলেন—ইহাও মৃদুবিরেচক। আমলকীর শাখার অগ্রভাগ নিক্ষেপ করিলে ময়লা জল পরিষ্কৃত হয়। আমলকী জলে বাটিয়া তলপেটে তাহার প্রলেপ দিলে মূত্রাশয়ের উগ্রতা ও মূত্রবিবদ্ধতা দূরীভূত হয়। অতীসার রোগে—আমলকী বাটিয়া নাভির চতুষ্পার্শ্বে আলি দিয়া মধ্যভাগ আদার রসে পূর্ণ করিলে নদীবেগোপম প্রবল অতীসারও নিবৃত্ত হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকদের অধিক রক্তস্রাব হইলে আমলকীচূর্ণ জরায়ুমুখে প্রক্ষেপ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

শুঁঠ—শুঁঠের বায়ু ও শ্লেষ্মার বিবন্ধ (চাপ) ভাঙ্গিবার শক্তি আছে, কিন্তু মল-পাতনের ক্ষমতা নাই—এজন্য ইহা বিবন্ধনাশক হইলেও গ্রাহি-গুণবিশিষ্ট। হ্রস্বদৃষ্টি (যাহারা দূরের বস্তু দেখিয়ে পায় না) রোগে ও শ্লেষ্মজ শিরঃপীড়ায় ইহার প্রলেপ লাগাইলে রোগের উপশম হয়। বিরেচক ঔষধের সহিত সেবিত হইলে ইহা উক্ত ঔষধের উগ্রতা দমন করিয়া থাকে, অধিক মাত্রায় পক্কাশযের উগ্রতা জন্মায়।

আর্দ্রক বা আদা—প্রায় শুঁঠের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। শুঁঠ—গ্রাহী, কিন্তু আদা ভেদক। ভোজনের পূর্ব্বে আদা ও লবণ ভক্ষণ বিশেষ হিতকর। শিশুদের কর্ণে পূয ও যন্ত্রণা হইলে আদার রস উষ্ণ করিয়া আবশ্যকমত দুই এক ফোঁটা কর্ণে দিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

পিপুল—রসায়ন। ইহা সর্দ্দিকাসির পক্ষে বিশেষ উপকারক। দুগ্ধসহ পিপুল সিদ্ধ করিয়া ছাঁকিয়া সেই দুগ্ধ পান করিলে প্লীহারোগ নষ্ট হয়। ইহারা চূর্ণ নস্যার্থ প্রযোজিত হয়।

মরিচ—নানা গুণবিশিষ্ট। বৃদ্ধ বৈদ্যগণ পালাজ্বরেও ইহা প্রযোগ করিয়া থাকেন।

যমানী—নানা প্রকার। যোযানের বহুগুণ থাকিলেও পাচক গুণই প্রবল।

জীরক—নানা প্রকার। সাদা জীরা ও কালজীরা। আর একপ্রকার জীরা আছে, যাহাকে বনজীরা কহে। শাস্ত্রে ইহাদের অনেক গুণ কথিত আছে। বিছায় কামড়াইলে সাদা জীরা বাটিয়া এবং তাহা ঘৃত-সৈন্ধব-সংযুক্ত ও উষ্ণ করিয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণার প্রশম হয়। ঊর্দ্ধশ্লেষ্মার প্রকোপ হেতু কর্ণমূলের ও গলদেশের শোথে কালজীরা, শুঁঠ, কট্‌কী সিদ্ধি, গেরিমাটী একত্র ধূনা পাতার রসে বাটিয়া উষ্ণাবস্থায় প্রলেপ দিলে শোথ ও বেদনা নিবারিত হয়। শাল ও প্রভৃতি পশমি বস্ত্রে কালজীরা ছড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিলে ঐ সকল দ্রব্য কীট নষ্ট করে না। নিঘণ্টু গ্রন্থে পাঁচপ্রকার জীরার উল্লেখ আছে।

ধান্যক—ধনের বহুগুণ। পিত্তদমনে ইহার বিশেষ শক্তি আছে। ধনে অল্প কুট্টিত করিয়া রাত্রিতে জলে ভিজাইয়া তৎপরদিবস প্রভাতে ছাঁকিয়া সেই জল কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনি সহ সেবন করিলে অতি প্রবল দাহেরও শমতা হয়। সোনামুখীর উগ্রতা নাশক দ্রব্য সমূহের মধ্যে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ধনে ভিজাইয়া চুয়াইলে উহা হইতে তৈল বহির্গত হয়।

মেথী—শাস্ত্রে ইহার নানা গুণ কথিত আছে। তদ্ভিন্ন ইহা কামোদ্দীপক, রাজোনিঃসারক, সুগন্ধি, মূত্রকারক ও পুষ্টিজনক এবং সূতিকা, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি

রোগে প্রশস্ত। মেথী জলে বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিয়ে টাক্ রোগে ফল পাওয়া যায়। কাশ্মীর ও পঞ্জাব প্রদেশে ইহা জন্মে।

হিঙ্—গব্যঘৃতে মুলতানী হিঙ্ অল্প ভাজিয়া তাহা প্রত্যহ প্রাতঃকালে অল্পমাত্রায় ভক্ষণ করিলে করিলে প্লীহারোগ নষ্ট হয়। দৌর্গন্ধ্য প্রযুক্ত কেবল হিঙ্ সেবন করিতে না পারিলে একটু কলার মধ্যে রাখিয়া গিলিয়া সেবন করিবে। পেট ফাঁপাতে হিঙ্ অন্ত্রস্থ বায়ু নির্গত করাইয়া উপকার করে। পেটফাঁপা ও পেট বেদনা রোগে হিঙ্গুর বস্তি প্রয়োগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে শিরঃপীড়া ও শিরোঘূর্ণন রোগ উপস্থিত হয়। ইহা ক্রিমিনাশক ও কামোদ্দীপক।

দ্বীপান্তর বচ বা তোপচিনি—সালসার একটি প্রধান অঙ্গ। ইহা বিশেষরূপে ফিরঙ্গরোগ (ঔপদংশিক বিষ) নাশ করে।

রেউচিনি—মৃদু বিরেচক। অতিসার বা উদরাময় রোগে বিরেচন আবশ্যক হইলে ইহা প্রয়োগ করা যায়। এতদ্দ্বারা অন্ত্রস্থ বদ্ধমল বহির্গত হয়, পরে ইহার সঙ্কোচক শক্তি দ্বারা উদরাময়ের দমন হয়। চীনদেশীয় রেউচিনিই শ্রেষ্ঠ। পুরাতন ও দুষ্ট ক্ষতে চূর্ণ লাগাইলে ফল পাওয়া যায়।

মুসব্বর—আদা ও মুসব্বর একত্র বাটিয়া ঈষদুষ্ণাবস্থায় প্রয়োগ করিলে বাত-শ্লৈষ্মিক বেদনা নিবারিত হয়। মুসব্বর চূর্ণ জারিত লৌহ সহ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে স্ত্রীলোকদের রজঃ প্রবর্ত্তিত হয়।

বিড়ঙ্গ—পুরাতন বিড়ঙ্গের বীজ ঔষধে ব্যবহার্য্য। ইহা ক্রিমি রোগনাশক, ক্ষুৎ-কারক (হাঁচি উৎপাদন করে)।

তুম্বুরু বা তম্বুল—একপ্রকার সুগন্ধি মসলা। মরিচাকৃতি মুখ ফাটা। চলিত ভাষায় তম্বুল বা ইস্তাম্বুল বলে। মাড়িফুলা বা যন্ত্রণাযুক্ত দন্তরোগে ইহার চূর্ণ লাগাইলে লালা নিঃসরণ হইয়া রোগের শান্তি হইয়া থাকে। ইহা দন্ত মার্জ্জনের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। মৎস্য ধরিবার মসলারূপে ইহার চূর্ণ ব্যবহৃত হয়।

বংশলোচন—বৃংহণাদি নানা গুণবিশিষ্ট। শিশুদিগের জ্বর সর্দ্দিকাসিতে মকরধ্বজের সহিত বংশলোচন চূর্ণ একত্র ও মধু মিশ্রিত করিয়া দুইরতি মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। চ্যবন-প্রাশে ইহার ব্যবহার আছে।

সমুদ্রফেন—প্লীহাধিকারে গুড়পিপ্পলী নামক ঔষধে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। কর্ণমূলশোথে বা শোথসংযুক্ত গলার বেদনায় ধুতুরাপাতার রসে সমুদ্রফেন ও আফিং ঘষিয়া তাহা উষ্ণাবস্থায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল দর্শে।

যষ্টিমধু—বিবিধ কাশে উপকার করে। অতীসার বা আমাশায় রোগে পুনঃপুনঃ ভেদ হওয়ায় গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ পীড়া উপস্থিত হইলে যষ্টিমধু ও পলতার কাথের সেঁক

ব্যবস্থা করিবে, তাহাতে যন্ত্রণার আশু প্রশম হইবে। একতোলা যষ্টিমধু ও একতোলা পলতা একত্র অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইবে, সেই ক্বাথে একখণ্ড বস্ত্র ভিজাইয়া তাহার স্বেদ দিবে।

সোন্দাল—মৃদুবিরেচক। অন্তঃশোধনে সোন্দালের আঠা এবং বহিঃ—পরিমর্জ্জনে পত্র ব্যবহৃত হয়। কোন-কোন স্থলে ইহার মজ্জা কলিকায় সাজিয়া খাইলে হাঁপের উপকার হয়।

কটুকী—ভেদিনী অর্থাৎ ইহা মলকে ভাঙ্গিয়া বিরেচন করায়।

নেপাল দেশীয় চিরতা—বহুগুণ হইলেও আগ্নেয়ত্ব, বলকারত্ব ও সারকাত্ব প্রযুক্ত পুরাতন জ্বরে ইহার উপযোগীতা অধিক। কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য বলিয়া অনেকে মিশ্রী ও চিরতা একত্র ভিজাইয়া সেই জল পান করিয়া থাকেন।

যবতিক্তা—(কালমেঘ) কালমেঘ পাতা, রাঁধুনি, দাড়িমের খোসা ও লবঙ্গ এই সকল দ্রব্য সমভাবে একত্র বাটিয়া আলুইবড়ী প্রস্তুত করা হয়। শিশুদিগের পক্ষে বিশেষতঃ উহাদের যকৃদরোগে ইহা মহৌষধ। সপ্তাহে দুইবার করিয়া আলুইবড়ী উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইবে।

ময়নাফল—বমনকারক। ইহার চূর্ণ প্রযোজ্য।

ইন্দ্রযব—কুড চীর বীজকে ইন্দ্রযব কহে। গ্রহণী, রক্তাতিসার প্রভৃতি রোগে প্রশস্ত।

পুষ্করমূল ও কুড়—বেদনা-নিবারক। ইহা কাশ্মীরদেশে জন্মে। পার্শ্ববেদনায় পুষ্করমূল জলে বাটিয়া ঈদতুষ্ণাবস্থায় তাহার প্রলেপ দিলে ফল পাওয়া যায়।

কটফল—ইহার ত্বকের চূর্ণ উত্তম নস্য।

বামুনহাটী—কাস শ্বাসাদি রোগনাশক। পাণ্ডু ও কামলারোগে ইহার কাষ্ঠের মালা গাঁথিয়া ধারণ করিলে উক্ত রোগের নিবৃত্তি হয়।

পাষাণভেদ—(পাথরকুচি)—ইহার পাতা বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে প্রস্রাব হয়। পাথরী রোগেও বিশেষ উপকার করে। ইহা শীতবীর্য্য। অপর নাম হিমসাগর।

ধাতকী—(ধাইফুল)—পিত্ত, রক্ত, বিষদোষ প্রভৃতিতে ও অতিসারাদি রোগে হিতকর। মদকারক।

মাঞ্জিষ্ঠা—আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মাত্রেই মঞ্জিষ্ঠার পরিচয় অবগত আছেন। ইহার নানা গুণ। তৈল-মূর্চ্ছায় ইহার প্রয়োজন হয়।

কুসুম্ভ—পুষ্প, পত্র, বীজ ও বৃক্ষ ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক গুণ বর্ণিত হইয়াছে। কুসুমফুল রক্তপিত্তদোষ নিবারক বলিয়া সালসার একটি উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়।

ইহা অর্শোরোগে হিতকর। কেশ সকল উৎপাটিত করিয়া সেই স্থানে কুসুমের তৈল মর্দ্দন করিলে আর কেশের পুনরুদ্গাম হয় না।

হরিদ্রা—ইহার নানা গুণ। ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকেরা আদরের সহিত হরিদ্রা ব্যবহার করিতেন এবং এখনও কোন-কোন দেশে ইহার প্রচলন আছে। বনহরিদ্রা ও কর্পূরহরিদ্রা নামে আরও দুইপ্রকার হরিদ্রার শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। হরিদ্রা মেহরোগে বিশেষ উপকারক। চুলকণা নিবারণার্থ নিমপাতা ও হরিদ্রা একত্র বাটিয়া মাখিলে রোগের শান্তি হয়। বসন্তের চিকিৎকগণ হাম বসন্তের পর রোগীকে স্নানের দিবসে পিষ্ট নিমপাতা ও হরিদ্রা মাখাইয়া স্নানের ব্যবস্থা করেন।

আমআদা—উগ্রব্রণাদি রোগে প্রযোজ্য। রক্তদোষেও উপকারক। ব্যঞ্জনাদিসহ রন্ধন করিলে তাহাতে আম্রের ন্যায় গন্ধ পাওয়া যায়।

দারুহরিদ্রা—যকৃদ্ দোষে চক্ষুঃ হরিদ্রাবর্ণ হইলে দারু হরিদ্রা-ঘষা জল সহ উক্তরোগের ঔষধ সকল প্রযোজিত হয়। পর্য্যায় জ্বরেও উপকার করে।

দারুহরিদ্রার ক্বাথ ও দুগ্ধ সমানভাগে একত্র পাক করিয়া চতুর্থাংশবিশেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। এই ঘনীভূত দ্রব্যকে দার্ব্বী রসাঞ্জন বা রসোত বলে। রসোত স্থানিক সঙ্কোচক। ইহা নেত্ররোগের পরম ঔষধ। ঠাণ্ডা লাগায় বা ঊর্দ্ধ-শ্লেষ্মাহেতু চক্ষুঃ ফুলিলে রসোত একটু জলে গুলিয়া ও ঈষদুষ্ণ করিয়া তাহা চক্ষুর চারিদিকে লাগাইলে সত্তঃ ফল পাওয়া যায়। এরূপ স্থলে কেহ-কেহ সমানাংশ অহিফেন ও ফট্‌কিরি সহযোগে ব্যবহার করিয়া থাকেন। অধিক রজঃস্রাব নিবারণার্থ রসোত প্রয়োগ করা যায়

সোমারাজি—নানা গুণযুক্ত। চর্ম্মরোগের পক্ষে বিশেষ হিতকর। সেজন্য চুলকণা প্রভৃতি রোগে উপযোগিতার সহিত ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বাকুচী (বুচ্‌কী)—ইহা শ্বেতকুষ্ঠ বা ধবল রোগের পরম ঔষধ। সত্তোধৃত গোমূত্রে বুচ্‌কী দানা বাটিয়া পাতলা করিয়া প্রলেপ দিলে উক্ত রোগ নিবৃত্ত হয়।

পাটলা (বিহিদানা)—কাবুল ও কাশ্মীর প্রদেশে জন্মে। বিহিদানা ভিজান জল অথবা ইহার ক্বাথ শর্করা সহযোগে সেবন করিলে প্রস্রাবের জ্বালা-যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ক্ষতস্থানের জ্বালা নিবারণার্থ ইহার স্থানিক প্রয়োগ প্রশস্ত।

চাকুন্দে—ইহাকে দাদ্‌মারিও বলে। দদ্রুরোগের ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। পাতার রস মর্দ্দন করিতে হয়। চাকুন্দের বীজ কাঁজিতে বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে অর্দ্ধা-বভেদক (আধ্‌কপালে) প্রশমিত হয়।

কাসমর্দ্দ (কালকাসুন্দে)—ইহা কাশনাশক। কালকাসুন্দের মূল হুঁকার জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বাতশ্লেষ্মাজনিত শোথ নিবারিত হয়।

অতিবিষা (আতইচ)—শুক্ল, কৃষ্ণ, ও অরুণ বর্ণ ভেদে তিনপ্রকার। মতান্তরে রক্ত, শ্বেত, অতিকৃষ্ণ ও পীতবর্ণ ভেদে চারিপ্রকার। ইহা জ্বরঘ্ন।

লোধ—দ্বিবিধ, পট্টিয়া লোধ (রক্তলোধ) ও লোধ। ইহা নেত্ররোগে হিতকর। জ্বর ও অতীসার রোগে ফলপ্রদ।

রসোন—নানাগুণবিশিষ্ট। বাতশ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুতে ইহা উপযোগী। বাতের বেদনায় লশুন বাটিয়া প্রলেপ দিলে এবং উহা ঘৃতে ভাজিয়া অল্পমাত্রায় ভক্ষণ করিলে ফল পাওয়া যায়।

পলাণ্ডু (পেঁয়াজ)—ইহা লশুনের ন্যায় গুণযুক্ত।

ভল্লাতক—ইহার মজ্জা ব্যবহৃত হয়। শুক্র ও অগ্নিবর্দ্ধনাদি বহুগুণবিশিষ্ট। ভল্লাতকবৃন্ত কেশের পক্ষে হিতকর। ভেলার আঠা লাগিলে শোথ ও ঘা হয়। তিল ও যষ্টিমধু দুগ্ধে বাটিয়া এবং নবনীতসংযুক্ত করিয়া তাহার, কিংবা ভল্লাতক বৃক্ষের তলস্থ মৃত্তিকার অথবা শালপাতার অথবা চাকুন্দে পাতার রসের প্রলেপ দিলে ভেলার শোথ প্রশমিত হয়।

ঔষধাদিতে ভেলার পরিবর্ত্তে (সহ্য না হইলে) রক্তচন্দন দেওয়া যায়।

ইশব্‌গুল—শীতগুণবিশিষ্ট। ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া অথবা ভিজাইয়া পান করিলে উদর ও বস্তি শীতল হয়। আমাশয় রোগে ইহার চূর্ণ চিনি সহযোগে ব্যবস্থা করা যায়। মূত্রকারক। পুরাতন গ্রহণীরোগে, বালকদিগের রক্তাতীসারে এবং মেহরোগে বিশেষ ফলপদ।

ভাঙ (সিদ্ধি)—মত্ততাজনক, কামোদ্দীপক, অগ্নিবর্দ্ধক প্রভৃতি বহুগুণবিশিষ্ট। জলে বাটিয়া দুগ্ধ শর্করাদি সহযোগে লোকে পান করিয়া থাকে।

গাঁজা—ইহার ধূম পেয়। পরিমিত মাত্রায় সেবনে ক্ষুধাবৃদ্ধি, চিত্তের প্রফুল্লতা, কামোদ্দীপন প্রভৃতি হইয়া থাকে। ইহা অধিক ঋতু শোণিতস্রাবে, কুক্কুরাদির দংশন জনিত জলাতঙ্ক রোগে এবং বাহ্যায়াম ও অন্তরায়াম (ধনুষ্টঙ্কার) রোগে বিশেষ উপকারক। গাঁজার আঠাকে চরস বলে।

গঞ্জিকাসেবীর পরিণামে প্রায়ই রক্তাতীসার বা রক্তার্শরোগ উপস্থিত হয়। অধিকমাত্রায় বহুদিন গাঁজা সেবন করিলে প্রায়ই উন্মাদরোগ উপস্থিত হইয়া থাকে।

অধিক পরিমাণে সিদ্ধি প্রভৃতি পান করিয়া বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইলে সত্বর রোগীকে বমন করাইবে। তৎপরে তেঁতুল গোলা জল, লেবুর রস প্রভৃতি অম্ল পানীয় পান করিতে দিবে। রোগীর মুখে ও মস্তকে শীতলজল সেচন করিবে।

খাখস (পোস্তর ঢেঁড়ী)—সিদ্ধ করিয়া তাহার স্বেদ দিলে বেদনা নিবারিত হয়। ইহার ক্রিয়া—অহিফেনের মতো, কিন্তু তদপেক্ষা লঘু।

খাখসবীজ (পোস্তদানা)—বলকারক ও শুক্রবর্দ্ধক।

অহিফেন—ইহার গুণ শাস্ত্রে বিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ আবিষ্কৃত ঔষধসমূহের মধ্যে ইহাকে দ্বিতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। একমাত্রায় বহুদিন সেবন করিলে ফল পাওয়া যায় না। সেজন্য মধ্যে-মধ্যে মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। চল্লিশ বৎসর বয়সের পর অল্প মাত্রায় সেবন করিলে শরীর বেশ কার্য্যক্ষম থাকে। বিশেষ আবশ্যক না হইলে চল্লিশের পূর্ব্বে সেবন করা উচিত নহে। অধিক মাত্রায় অহিফেন সেবনে বিষক্রিয়া প্রকাশ পাইলে বমনকারক ঔষধ সেবন করাইয়া বমন করাইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না অহিফেনের গন্ধ ও স্বাদহীন স্বচ্ছ জল বমন হয়, ততক্ষণ উষ্ণজল পুনঃপুনঃ সেবন করাইবে। মস্তকে শীতল জলধারা দিবে। কলমী শাকের রসপান ইহাতে প্রশস্ত। রোগীকে কদাচ নিদ্রা যাইতে দিবে না। গর্ভিণী বা স্তন্যদায়িনীকে অহিফেন ব্যবস্থা করা উচিত নহে। অধিক মাত্রায় বহুদিন অহিফেন সেবন করিলে ক্রমশঃ শরীর কৃশ, মুখমণ্ডল বিবর্ণ (ফ্যাকাশে), চক্ষুঃ কোটরপ্রবিষ্ট, কোষ্ঠবদ্ধতা এবং বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি মানসিক বৃত্তিসমূহ ক্ষীণ হইয়া পড়ে। পুরুষশক্তি লোপ পায়। এরূপ স্থলে ক্রমশঃ অহিফেন ত্যাগ করাই প্রশস্ত উপায়।

অহিফেনসেবী দুগ্ধাদি পথ্য যথেষ্ট পরিমাণে সেবন করিতে পারিলে, শীঘ্র তাহার অপকার হয় না।

লবণ—সৈন্ধবাদিভেদে বহুপ্রকার। পাঞ্চভৌতিক হইলেও লবণে তেজ ও জলের আধিক্য আছে। ইহার প্রধান গুণ—রুচিজনকত্ব ও অগ্নিবর্দ্ধকত্ব।

সোহাগা—অগ্নিবর্দ্ধকত্ব ও রজঃপ্রবর্ত্তকত্বাদি বহুগুণযুক্ত।

কর্পূরাদি বর্গ

কর্পূর—পক্ব ও অপক্বভেদে দুই প্রকার; তন্মধ্যে অপক্ব কর্পূর অপেক্ষাকৃত অধিক গুণবিশিষ্ট। ইহা নূতন ও পুরাতনভেদে দ্বিবিধ। শাস্ত্রেও ইহাদের বহুগুণ কথিত আছে। চীনদেশে, বোর্ণিও এবং সুমাত্রা উপদ্বীপে কর্পূর জন্মে।

মাত্রাভেদে কর্পূর কখনও জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজন করে, কখনও বা শমতা করে। ঠাণ্ডা লাগিয়া কোন স্থানে বেদনা হইলে কর্পূর শোধিত সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা মর্দ্দন করিলে রোগের নিবৃত্তি হয়। সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় যখন হাঁচি, নাসিকা ও মুখ হইতে জলস্রাব, শঙ্খদেশে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়, সে-সময়ে একটি ছোট পুঁটুলির মধ্যে কর্পূর রাখিয়া তাহার ঘ্রাণ লইলে অথবা কর্পূরের নস্য গ্রহণ করিলে ঐ সমস্ত দূরীভূত হয়। তার্পিন তৈল অথবা বিশুদ্ধ সর্ষপ তৈলের সহিত কর্পূর মিশ্রিত করিয়া তাহা মালিশ করিলে বাতের বেদনা নষ্ট হয়। নারিকেল তৈল ও কর্পূর একত্র

মিশ্রিত ও উষ্ণ করিয়া মর্দ্দন করিলে চুলকণা প্রভৃতি চর্ম্মরোগ নিবারিত হয়। বিবিধ দন্তরোগনাশার্থ ও মুখের দুর্গন্ধ নিবারণার্থ দন্তমার্জ্জনাদিতে কর্পূর অতি উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। পুরাতন বাতে কর্পূরের স্বেদ প্রদান করিলে (ভাপ্ না দিলে) বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। মূত্রবিবন্ধে কর্পূরচূর্ণ লিঙ্গমধ্যে প্রবেশ করাইলে প্রস্রাব হয়। সদ্যঃশস্ত্রক্ষতে গব্যঘৃত সহ কর্পূর-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

অধিক মাত্রায় কর্পূর সেবন করিলে মত্ততা উপস্থিত হয়। তাহাতে মস্তকে যন্ত্রণা, প্রলাপ, আক্ষেপ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই অবস্থা কিছুক্ষণ থাকে, পরে জ্ঞান হয়।

এতদ্ভিন্ন চীনকর্পূর, হিমকর্পূর, পর্ণকর্পূর প্রভৃতি অন্য কয়েক প্রকার কর্পূরের গুণাদি এই গ্রন্থের যথাস্থানে অবগত হইবে।

কস্তুরী—আসাম, নেপাল ও কাশ্মীর দেশের হরিণ বিশেষের নাভিতে জন্মে। আসাম দেশীয় মৃগনাভি উত্তম, নেপাল দেশীয় মধ্যম এবং কাশ্মীর দেশীয় অধম। যে কস্তুরী কেতকী ফুলের গন্ধবিশিষ্ট, লঘু, জলে নিক্ষিপ্ত হইলে বিবর্ণ হয় না, অগ্নিতে দগ্ধ করিলেও গন্ধের ব্যতায় হয় না, পিঙ্গলবর্ণ ও তিক্তরস, তাহাই উৎকৃষ্ট। কস্তুরীর নানা গুণ। ইহা হিক্কারোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। মদাত্যয় রোগেও ফল পাওয়া যায়। কামোদ্দীপক। আয়ুর্ব্বেদীয় ধাতুঘটিত বহু উৎকৃষ্ট ঔষধেই মৃগনাভির ব্যবহার আছে। সান্নিপাতিক জ্বরে বা অন্য রোগে নাড়ীর অবসন্নাবস্থায় মকরধ্বজের সহিত মৃগনাভি (কেহ কেহ এতৎসহ কর্পূরও ব্যবহার করেন) উপযুক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

লতাকস্তুরিকা—নামে এক প্রকার উদ্ভিজ্জ আছে। ইহার বীজ ব্যবহৃত হয়। এই বীজ প্রায় মৃগনাভির ন্যায়ই সুগন্ধি।

খট্টাশী—জান্তব দ্রব্যবিশেষ। আয়ুর্ব্বেদীয় তৈলসমূহে গন্ধার্থ প্রযুক্ত হয়।

চন্দন—শ্বেত, রক্ত, পীত, শবর, গোপী ও বর্ব্বর ভেদে নানাবিধ। ইহাদের গুণও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। যে চন্দন স্বাদে তিক্ত, কষে পীতবর্ণ, আকারে শ্বেত কিন্তু ছেদে রক্তবর্ণ এবং গ্রন্থি ও কোটরযুক্ত তাহাই উৎকৃষ্ট। সকলপ্রকার চন্দনই রসাদিতে সমান, কেবল গন্ধে বিভিন্ন। শ্বেত অপেক্ষা শবর, শবর অপেক্ষা পীত, পীত অপেক্ষা রক্ত, রক্ত অপেক্ষা বর্ব্বর এবং বর্ব্বর অপেক্ষা গোপীচন্দন নিকৃষ্ট।

ঘামাচি চুলকণা প্রভৃতিতে শ্বেতচন্দন ঘষিয়া এবং তাহার সহিত গন্ধকচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মাখিলে রোগের শান্তি হয়। জ্বরে মস্তকের বেদনায় চন্দন ঘষিয়া প্রলেপ দেওয়া যায়। শ্বেতচন্দন চুয়াইলে উহা হইতে তৈল নিঃসৃত হয়। এই তৈল গণোরিয়া বা দূষিত মেহের পরম ঔষধ। অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রত্যহ তিনবার জলের সহিত ১০ হইতে ২০ ফোঁটা মাত্রায় সেব্য।

অগুরু—কৃষ্ণ, দাহ, কাষ্ঠ, স্বাদু ও মাঙ্গল্যভেদে বিবিধ। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণাগুরুই অধিকগুণবিশিষ্ট। জলে নিক্ষেপ করিলে ইহা ডুবিয়া যায়। দাহাগুরু—কেশবর্দ্ধক ও কেশজনক। কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য্য। স্বাদু অগুরুর নস্য গ্রহণ করিলে বায়ুর নাশ হয়। মাঙ্গল্যাগুরু—যোগবাহী। ইহাদের অপরাপর গুণ গ্রন্থে অবগত হইবে। শ্রীহট্টদেশে অগুরু জন্মে।

বকম্—প্রবল সঙ্কোচক, শীতবীর্য্য ও রক্তদুষ্টি-নাশক। এই সকল গুণে ইহা রক্তপিত্তে প্রশস্ত। বকম্ দাহরোগের পরম ঔষধ।

দেবদারু—শোথ, হিক্কা, আধ্মান, জ্বর প্রভৃতি রোগে প্রশস্ত।

সরল কাষ্ঠ—কর্ণরোগাদি-নাশক।

তগরপাদুকা—ইহার মূল ব্যবহার্য্য।

পদ্মকাষ্ঠ—গর্ভসংস্থাপক ও রুচিজনকত্বাদি-গুণ-বিশিষ্ট।

গুগ্গুলু—পাঁচপ্রকার, যথা—মহিষাক্ষ, মহানীল, কুমুদ, পদ্ম ও হিরণ্য। আবার নূতন পুরাতন ভেদে ইহা দ্বিবিধ। গুগ্গুলু ত্রিদোষনাশক। শাস্ত্রে ইহার বহুগুণ কথিত আছে। অম্লদ্রব্য, অজীর্ণে ভোজন বা অপক্কদ্রব্য ভোজন, মৈথুন, শ্রম, আতপ, মদ্য ও ক্রোধ এই সকল গুগ্গুলুসেবির অপথ্য।

তার্পিণ তৈল—বায়ুরোগ শিরোরোগ প্রভৃতি নাশক। মূত্রকারক। পুরাতন বাতের বেদনায় তার্পিণ তৈল ও কর্পূর একত্র করিয়া মর্দ্দন করিলে উপকার হয়। উদরাধ্মানে ও উদরশূলে বিশেষতঃ শিশুদিগের উদরাধ্মানে তার্পিণ তৈলের স্বেদ দিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। গরম জলে একখণ্ড ফ্লানেল ভিজাইয়া এবং উত্তমরূপে নিঙ্‌ড়াইয়া তাহাতে তার্পিণের ছিটা দিবে এবং সেই বস্ত্রখণ্ড দ্বারা উদরে স্বেদ দিবে। উদরে কেবল তার্পিণ মর্দ্দন করিলেও আধ্মানের হ্রাস হয়। হস্ত ও পদের কষ্টসাধ্য ক্ষতে তার্পিণ প্রয়োগ করিলে ফল পাওয়া যায়। কর্ণের খৈল নির্গত না হওয়ায় শ্রবণ-শক্তির হ্রাস হইলে অল্প তার্পিণে তুলা ভিজাইয়া সেই তুলা কর্ণে ধারণ করিলে উপকার হয়। ইহা অপস্মার রোগে ফলপ্রদ।

গন্ধবিরজা—এক টুক্‌রা কাপড়ে গন্ধবিরজা লাগাইয়া তাহা (পটিরূপে) লাগাইলে দুঃসাধ্য ক্ষতও আশু নিবারিত হয়।

ধুনা—মেটে সিন্দুর ও ধুনা চূর্ণ সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া মাখনের সহিত লাগাইলে উপদংশ ক্ষত আরোগ্য হয়। বেল পোড়ার সহিত সাদা ধুনার চূর্ণ পরিমিত মাত্রায় প্রাতঃকালে সেবন করিলে দুঃসাধ্য গ্রহণীরোগও নিবারিত হয়।

ধুনারাজ (রুমিমস্তকী)—বলকারক এবং দন্ত-মেহ-প্রদরাদিরোগনাশক। মূত্র-কারক। গালসার উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়। তুরস্ক দেশীয় স্ত্রীলোকগণ নিশ্বাস

সুগন্ধ করিবার জন্য ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কৃমিমস্তকী চর্ব্বন করিলে দন্তের শিথিলতা দূর হয়। দন্তক্ষতেও উপকারক। শিশুদের উদরাময়ে ইহার কাথ ব্যবহার করা হয়।

কুন্দুরুখোটী—বণিগ্‌দ্রব্য বিশেষ। ইহা শল্লকীবৃক্ষের নির্য্যাস। প্রলেপে শৈত্য উৎপাদন করে। শর্করার সহিত সেবন করিলে মেহ ও কোষের বেদনা নষ্ট হয়। পুরাতন কাস ও শ্বাসরোগের পরম ঔষধ। ইহার ধূমও শ্বাস নিবারণার্থ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

শিহ্লক (শিলারস)—কুষ্ঠ ও দাহাদি নাশক। শুক্রবর্দ্ধক ও কান্তিজনক।

জায়ফল—মলক্কা উপদ্বীপে জন্মে। অগ্নিদীপক ও মলসংগ্রাহকত্বাদি গুণবিশিষ্ট। উষ্ণবীর্য্য। স্বরের হিতকর। পুরাতন অতিসার ও গ্রহণীরোগে বিশেষ ফলপ্রদ। এমন-কি কোন-কোন চিকিৎসক উক্তরোগে অহিফেনের পরিবর্ত্তে জায়ফল ব্যবহার করিয়া থাকেন। শ্লেষ্মার প্রকোপে সর্ব্বাঙ্গ বেদনাযুক্ত হইলে কিংবা সর্দ্দির প্রথমাবস্থায় জায়ফল সেবনে শরীর বেশ খট্‌খটে হয়। পুরাতন বাতে ও পক্ষাঘাতে জায়ফলের তৈল মর্দ্দনে উপকার হয়। দন্তক্ষতে উক্ত তৈল প্রয়োগ করিলে রোগের যাতনা আশু নিবারিত হয়। এতদ্ভিন্ন ইহার অন্যান্য গুণও আছে। অধিকমাত্রায় সেবন করিলে ইহা মত্ততা, মস্তকঘূর্ণন প্রভৃতি উপস্থিত করে।

জৈত্রী—জায়ফলের দ্বিতীয় আবরণকে জৈত্রী বলে। ইহাও প্রায় জায়ফলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। জৈত্রী কফ কাস ক্রিমি প্রভৃতি রোগনাশক, মুখের বৈষদ্যজনক ও রুচি-কারক।

লবঙ্গ—মলক্কা প্রভৃতি ভারত সমুদ্রস্থ উপদ্বীপ সমূহে জন্মে। ইহা শীতবীর্য্য, অগ্নির দীপক ও পাচকত্বাদি গুণবিশিষ্ট। ক্ষয়রোগ ও উদরাধ্মান নাশক। দন্তগহ্বরের মধ্যে লবঙ্গতৈল প্রয়োগ করিলে ক্ষতজনিত যন্ত্রণা সত্বর নিবারিত হয়। পুরাতন গ্রহণী-রোগে ফলপ্রদ। গর্ভাবস্থায় বমনকালে তন্নিবারণার্থ ইহা প্রয়োগ করিবে। জ্বর থাকিলে দিবে না। লবঙ্গের তৈলও উক্ত গুণবিশিষ্ট।

বড় এলাইচ—অগ্নিবর্দ্ধকত্বাদি গুণবিশিষ্ট। তৃষ্ণা, বমনভাব বা বমন নিবারক।

ছোট এলাইচ—বায়ুনাশক, শীতবীর্য্য ও মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগ নাশক।

কুঙ্কুম (জাফ্‌রাণ্)—কাশ্মীর দেশজ কুঙ্কুম উত্তম, বাহ্লীক দেশজাত মধ্যম এবং পারস্য দেশীয় অধম! ইহা শিরোরোগাদি নাশক ও বর্ণকারক। সুগন্ধ ও সুন্দর বর্ণজননার্থ খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধাদিতে ব্যবহৃত হয়। কঙ্কুম—বায়ু নাশক ও কচিৎ রজোনিঃসারক।

গোরোচনা—মঙ্গলজনক ও শীতবীর্য্যাদিগুণবিশিষ্ট।

নখী—‘সর্ব্বগন্ধং হরেৎ তৈলং তৈলগন্ধং হরেৎ নখী’ অর্থাৎ তৈল সকল প্রকার

দুর্গন্ধ নাশ করে, এবং নখী তৈলের গন্ধ দূর করিয়া থাকে। চিকিৎসকগণ তৈলের দুর্গন্ধ নিবারণার্থ পাকশেষে নখী ভাজিয়া তাহার চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া থাকেন। ইহার অনেক গুণ।

বালা—সুগন্ধি বণিগ্‌দ্রব্য। ইহা দীপক, পাচকত্বাদি গুণবিশিষ্ট এবং আমদোষ ও অতিসার নাশক।

সুরভিপ্রিয় (কাবাব চিনি)—দেখিতে মরিচের ন্যায়, অধিকন্তু ইহার ক্ষুদ্র বোঁটা আছে। জাভা প্রভৃতি উপদ্বীপে জন্মে। আস্বাদ প্রায় কর্পূরের মত। বায়ুনাশক। দূষিত মেহের ও প্রদরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। পুরাতন কাসে কফনিঃসারণার্থ প্রযোজ্য। সর্দ্দিতে ইহার চূর্ণের নস্য লইলে রোগের শান্তি হয়।

দারুচিনি—সিংহল দেশ হইতে আমদানী হয়। ইহা শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক ও নানাগুণবিশিষ্ট। উদরাময়ে ও উদরাধ্মানে প্রশস্ত। দারুচিনির তৈলও উক্ত গুণযুক্ত। দন্তরোগে দারুচিনি বা উহার তৈল বিশেষ উপকারক। অধিক রজঃস্রাবে উক্ত তৈল প্রয়োগে ফল পাওয়া যায়। ইহা জরায়ুর সঙ্কোচক। আর একপ্রকার দারুচিনি আছে, লোকে তাহাকে কল্‌মী দারুচিনি কহে।

নাগেশ্বরপুষ্প—আমদোষনাশক।

উশীর—(বেণার মূল)—শীতল, স্তম্ভনকারক, রক্ত ও রক্তদোষ প্রভৃতি নাশক; জলে নিক্ষেপ করিলে জল সুগন্ধ হয়। চুয়াইয়া ইহা হইতে তৈল বাহির করা যায়। এই তৈল আধ্মান ও তজ্জনিত রোগে বিশেষ উপকারক। বমন নিবারণার্থ বিসূচিকা রোগে ইহা বিশেষ উপযোগী।

জটামাংসী—সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ। জটার মত আকৃতি। জটামাংসী জলে বাটিয়া লেপন করিলে চর্ম্মরোগ ও রুক্ষতা নষ্ট হয়। ইহার চূর্ণ দুগ্ধ ও শর্করা সহ শয়নের পূর্ব্বে সেবন করিলে নিদ্রা হয়। ইহার বহুগুণ।

মুতা ও নাগরমুতা—আমপাচক ও ধারকত্বাদি গুণবিশিষ্ট। অনূপদেশ (জল-প্রধান দেশ) জাত নাগরমুতা শ্রেষ্ঠ। কৈবর্ত্তমুতা নামে আর একপ্রকার মুতা আছে।

শটী—অগ্নিদীপক, উষ্ণবীর্য্য।

তালীশ—ইহার পত্র ব্যবহৃত হয়। তালীশ—শ্বাস, কাস, ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগনাশক।

গুড়ূচ্যাদি বর্গ

গুড়ূচী (গুলঞ্চ)—আম তেঁতুল প্রভৃতি অম্লবৃক্ষে জাত গুলঞ্চের ব্যবহার নিষিদ্ধ। গাঁইট ত্যাগ করিয়া এবং কাঁচা অবস্থায় প্রয়োগ করিতে হয়। বাতরক্তে বিশেষ হিতকর। ইহা বলকারক, জ্বরনিবারক, উপদংশ-নাশক। গুড়ূচীর বহুগুণ।

তাম্বুল (পান)—ইহার ব্যবহার ভারতের সর্ব্বত্র বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। জল-বায়ু এবং মৃত্তিকাভেদে তাম্বুলের আকৃতি ও গুণেরও নানাভেদ হইয়া থাকে। পানের রস ২/৪ ফোঁটা নেত্রে পুট দিলে রাত্র্যান্ধতা (রাতকানা রোগ) বিনষ্ট হয়। উষ্ণবীর্য্য ও ক্ষারযুক্ত বলিয়া তাম্বুল রক্তপিত্তে নিষিদ্ধ। পরে ঘৃতে ম্রক্ষিত ও অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া তাহা ক্ষতোপরি স্থাপন করিলে ক্ষত পুরিয়া উঠে। ইহা কামোদ্দীপক ও বশীকরণক্ষম। শ্বেত তাম্বুল বা ছাঁচিপান নামক আর একপ্রকার পান আছে। ইহা সুপথ্য ও দীপন পাচনাদি গুণবিশিষ্ট। জ্বর, রক্তপিত্ত, মূর্চ্ছা ও নেত্ররোগির পক্ষে তাম্বুল সেবন অহিতকর। অধিক পরিমাণে খাইলে বাতাদিদোষ সকল কুপিত এবং নেত্র, কেশ, দন্ত, অগ্নি, শ্রবণশক্তি ও বলের ক্ষয় হইয়া থাকে। নানাজাতীয় পান আছে।

গাম্ভার (গামার)—বৃহৎ পঞ্চমূলের অন্যতম। ইহার ত্বক্ পত্র পুষ্প ফল ও ফলের মজ্জা ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। গাম্ভারীফল—পুষ্টিকারক ও শুক্রবর্দ্ধকত্বাদি নানা-গুণযুক্ত। গাম্ভীরত্বকের ক্বাথ ও কল্কসহ প্রস্তুত তৈল পতিত পয়োধরের উত্থাপক। যথাবিধি গাম্ভারীমজ্জার ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া শর্করা সহযোগে সেবন করিলে দাহ ও পিপাসাযুক্ত পিত্তজ্বর প্রশমিত হয়। গাম্ভারী পুষ্প—রক্তপিত্তনাশক। গাম্ভারীপত্র—অঙ্গুলি বেষ্টহর।

পাটলি (পারুল)—বৃহৎপঞ্চমূলের অন্যতম। পারুল—ত্রিদোষঘ্ন ও শোথাদি নানা রোগনাশক। পাটলিপুষ্প—শীতবীর্য্য এবং রক্তপিত্তাদি রোগনাশক।

ঘণ্টাপাটলি—(ঘণ্টাপারুল)—প্লীহা গুল্মাদি রোগনাশক।

গণিকারিকা—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষভেদে দ্বিবিধ। ইহারা অগ্নিদীপকত্বাদি গুণবিশিষ্ট। লেপনাদিতে ক্ষুদ্র গণিয়ারী প্রশস্ত। ইহাও বৃহৎপঞ্চমূলের অন্যতম।

শ্যোনাক—বৃহৎ পঞ্চমূলের অন্যতম। ইহা অগ্নিদীপক ও শীতবীর্য্যাদি গুণযুক্ত। শোনার অপক্ক ফল—রুক্ষ, লঘু ও অগ্নিদীপকত্বাদি নানাগুণবিশিষ্ট। পক্ক ফল—বাত-প্রকোপক ও গুরু।

শালপর্ণী—লঘু পঞ্চমূলের অন্যতম। ইহা পুষ্টিকর ও রসায়ন। দূষীবিষ-সেবন-জনিত দোষে হিতকর।

পৃশ্নিপর্ণী (চাকুলে)—লঘুপঞ্চমূলান্তর্গত দ্রব্যবিশেষ। ইহা ত্রিদোষনাশক ও শুক্রবর্দ্ধকত্বাদিগুণবিশিষ্ট।

বৃহতী—দ্বিবিধ; ক্ষুদ্রফলা ও বৃহৎফলা। ক্ষুদ্রফলা বৃহতীর পুষ্প নীলবর্ণ, ফল গোলাকার। বৃহৎফলা বৃহতীবৃক্ষ ৪।৫ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। পুষ্প শুভ্র। ক্ষুদ্র বৃহতীফলের রস মধুসহ মিশ্রিত করিয়া টাক্ রোগে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

আয়ুর্ব্বেদে "বৃহতীদ্বয়" অর্থে বৃহতী ও কণ্টকারী গ্রহণের রীতি আছে। কেহ কেহ বলেন—কণ্টকারীর পরিবর্ত্তে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ফল ভেদে দ্বিবিধ বৃহতীই গ্রহণীয়। বৃহতীর মূল ফল সমেত সমগ্র গুল্মই ঔষধে ব্যবহার্য্য।

কণ্টকারী—বহু গুণবিশিষ্ট। বিশেষতঃ কাস, স্বরভেদ, হিক্কা রোগে প্রশস্ত। ক্রিমিভক্ষিত দন্তশূলে কণ্টকারীফলবীজের ধূম গ্রহণ করিলে আশু যন্ত্রণার প্রশম হয়। শ্বেতকণ্টকারীর মূল গর্ভোৎপাদক বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে এবং মরিচ সহ সেবন করিলে বসন্ত হয় না বলিয়া প্রসিদ্ধ। কণ্টকারী স্বল্পপঞ্চমূলান্তর্গত।

গোক্ষুর—ইহাও স্বল্পপঞ্চমূলের অন্যতম। ইহার নানাগুণ। বস্তিশোধনে ও অশ্মরীনাশে বিশেষ হিতকর। গোক্ষুরবীজ—শীতবীর্য্য ও মূত্রকারকত্বাদি গুণবিশিষ্ট।

মুদ্গপর্ণী ও মাষপর্ণী—পর্ণিনীদ্বয় চরকে জীবনীয়গণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। ইহাদের নানাগুণ।

এরণ্ড—শ্বেত ও রক্তপুষ্পভেদে এরণ্ড দুই প্রকার। রক্তেরণ্ডের কাণ্ডাংশও রক্তাভ। বাতব্যাধিতে এরণ্ড বিশেষ হিতকর।

অর্ক (আকন্দ)—শুক্ল ও রক্তপুষ্প ভেদে আকন্দ দুই প্রকার। ইহাদের মূল, পত্র, পুষ্প ও ক্ষীর (আঠা) ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেকের পৃথক্-পৃথক্ গুণ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কেহ বলেন—পদ্ম আকন্দ নামে আর এক প্রকার আকন্দ আছে।

মনসা—ইহার কয়েক প্রকার ভেদ আছে। যথা—ত্রিশিরা মনসা, ফণিমনসা, শাতলা (সেহুণ্ড বিশেষ) মনসা। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে সকলগুলির উল্লেখ নাই। মনসা সিজের আঠা তীক্ষ্ণ বিরেচক। উর্দ্ধশ্লেষ্মা হেতু শিশুদের চোখে জল বসিলে অথবা পাতা জুড়িয়া যাইলে মনসা পাতায় কাজল করিয়া তাহা লাগাইলে ফল পাওয়া যায়।

লাঙ্গলী (ঈশলাঙ্গলা)—মূল সমেত বৃক্ষের আকৃতি ঠিক ঈশযুক্ত লাঙ্গলের ন্যায়। গর্ভস্রাবার্থ ইহার মূল ব্যবহৃত হয়।

ধুস্তুর—রাজনিঘণ্টুকার শ্বেত, নীল, কৃষ্ণ, লোহিত ও পীত পুষ্পভেদে পাঁচপ্রকার ধুস্তুরের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণধুস্তুরই শ্রেষ্ঠ। ধুস্তুরের মূল, পত্র ও বীজ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। অযুক্তিযুক্ত মাত্রায় প্রয়োজিত হইলে বিষক্রিয়া প্রকাশ করে।

বাসক—শ্বেত ও রক্তপুষ্পভেদে বাসক দুইপ্রকার। রক্তপিত্ত, কাস ও শ্বাসরোগে বাসক অতি উপযোগিতার সহিত ব্যবহৃত হয়। বাসকের শুষ্কপাতা তামাকের মতো সাজিয়া পান করিলে শ্বাসের টান নিবারিত হয়। পাতার রস শঙ্খভস্ম সহ মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে গাত্রের দৌর্গন্ধ দূর হয়।

পর্পট (ক্ষেতপাপড়া)—পিত্তপ্রকোপে প্রশস্ত।

নিম্ব—দ্বিবিধ ; গ্রাম্য নিম্ব ও মহানিম্ব (ঘোড়ানিম)। ইহা নানাগুণবিশিষ্ট।

সিন্দুবার (নিসিন্দা)—তিনপ্রকার। যথা—নীল নির্গুণ্ডী, শ্বেত নির্গুণ্ডী ও আরণ্য নির্গুণ্ডী। নিসিন্দার বহুগুণ। চলিত কথায় বলে—"নিম নিসিন্দে যেথা, রোগ থাকে কি সেথা"। নিসিন্দার টাটকা পাতা খোলায় ভাজিয়া উষ্ণাবস্থায় তাহা অপক্ব শোথের উপরিভাগে বসাইয়া বস্ত্রদ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে শোথ বসিয়া যায়। দিনে ২।৩ বার এইরূপ বাঁধিতে হইবে। নিসিন্দাবীজ রজঃস্রাবকারক।

কুটজ (কুড়্চি)—দ্বিবিধ। একপ্রকারের কাণ্ডত্বক শ্বেত, বঙ্গদেশে ইহা প্রচুর জন্মে। অন্য প্রকারের কাণ্ডত্বক কৃষ্ণবর্ণ এবং পত্র শুষ্ক হইলে তাহাও কৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহা মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট প্রভৃতি দেশে জন্মে। ইহার নানাগুণ শাস্ত্রে কথিত আছে। কুড়চির বীজকে ইন্দ্রযব কহে।

কপিকচ্ছু (আলকুশী)—শুক্রবর্দ্ধকত্বাদি বহুগুণবিশিষ্ট। সাধারণতঃ ইহার বীজ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়।

বলা (বেড়েলা)—চারিপ্রকার, যথা বলা (পীত বেড়েলা), অতিবলা (শ্বেতবেড়েলা), শিবদাস বলা (পেটারি), মহাবলা (বড পীতবেড়েলা) ও নাগবলা (গোরক্ষচাকুলে)। গুণাদি যথাস্থানে অবগত হইবে।

শতাবরী—দ্বিবিধ, শতাবরী ও মহাশতাবরী। শতমূলী অপেক্ষা মহাশতমূলী অধিকতর গুণবিশিষ্ট। ইহাদের উভয়ের পৃথক্-পৃথক্ গুণ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

অশ্বগন্ধা—বলকারক ও অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক। অশ্বগন্ধাচূর্ণ গব্যঘৃত ও ইক্ষুচিনি সহ উপযুক্ত মাত্রায় লেহন করিলে বিনিদ্রের নিদ্রালাভ হয়। ইহা কৃশ শিশুর পুষ্টিকারক। চূর্ণ দুগ্ধ ও চিনি সহ যথোচিত মাত্রায় ব্যবস্থা করিবে।

ত্রিবৃৎ (তেউড়ী)—শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্তভেদে তেউড়ী তিনপ্রকার। লতা ও পুষ্পের বর্ণ-ভেদে উক্ত তিনপ্রকার ভেদ কথিত হইয়াছে। অরুণাভ ত্রিবৃন্মূলই ঔষধার্থ প্রশস্ত। অভাবে শ্বেত গ্রহণীয়।—মূলজাতীয় বিরেচক দ্রব্যের মধ্যে ত্রিবৃৎই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অনন্তমূল ও শ্যামালতা—ইহাদের মূল ও সমগ্র লতা ব্যবহৃত হয়। অনন্তমূলচূর্ণ মাখনের সহিত ভাজিয়া শিশুদের হাম ঝিল্‌মিলে রোগে প্রয়োগ করা যায়। রক্তপিত্তনাশক দ্রব্যের মধ্যে অনন্তমূল উৎকৃষ্ট ঔষধ। পুরাতন উপদংশ বিষের ইহা মহৌষধ। ইহা সার্সা-প্যারিলার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইতে পারে। শ্যামালতারও নানাগুণ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

পুনর্ণবা—দ্বিবিধ; শ্বেতপুনর্ণবা ও রক্তপুনর্ণবা। শ্বেতপুনর্ণবার পুষ্প সাদা। রক্তপুনর্ণবার ডাঁটা ও পাতা রক্তাভ। শ্বেতপুনর্ণবাই ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। শোথ-নাশে পুনর্ণবা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহার প্রলেপে বিষকীট দংশনজনিত শোথাদি প্রশমিত হয়। ইহা শ্বাস, উদর, কামলাদি নানা রোগনাশক। রাজনিঘণ্টু গ্রন্থে কৃষ্ণপুনর্ণবা নামে আর একপ্রকার পুনর্ণবার উল্লেখ আছে।

পুষ্পবর্গ

জাতী (চামেলি)—শ্বেত ও পীতপুষ্পভেদে দ্বিবিধ। পীতপুষ্প জাতীকে স্বর্ণজাতী কহে। জাতীপাতার রস ও কল্কসহ তৈল পাক করিয়া তাহা জিহ্বায় লাগাইলে জিহ্বার ক্ষত প্রশমিত হয়। জাতীপাতা চর্ব্বণ করিলে মুখরোগ নিবারিত হয় জাতীপুষ্প ও তিলতৈল যোগে চামেলি তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। জাতী শিরোরোগ ও মুখরোগাদি নাশক। ইহার কুঁড়ি ব্রণাদিতে হিতকর।

অগস্তি (বকপুষ্প)—চতুর্থকজ্বর (প্লীহা যকৃতের বৃদ্ধি না থাকিলে) নাশক ও শীতবীর্য্য।

তুলসী—শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে দ্বিবিধ। ইহাদের আবার সামান্য-সামান্য ভেদ আছে। উভয় প্রকার তুলসীই সমানগুণ। শ্লেষ্মাজনিত কর্ণশূলে ইহার রস উষ্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে ফল পাওয়া যায়। হাতের ও পায়ের ফুলায় ইহার লেপ হিতকর।

বটাদিবর্গ

বট—বর্ণপ্রসাদক ও শীতবীর্য্যাদি-গুণবিশিষ্ট। ইহা পঞ্চবল্কল বৃক্ষের অন্যতম।

যজ্ঞডুমুর—ইহাও পঞ্চবল্কলের অন্যতম। যজ্ঞডুমুরের ত্বকের কাথ ব্রণাদি ধাবনার্থ ব্যবহৃত হয়। কর্ণমূলের ও সন্ধিগত বাতের স্ফীতিতে ইহার আঠা লাগাইয়া তাহা তুলার দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে ফল পাওয়া যায়। দূষিত মেহে (গণোরিয়ায়) যজ্ঞডুমুরের মূলের রস চিনি সহ সেব্য। যজ্ঞডুমুর রক্তপিত্ত রক্তপ্রদরাদি রোগনাশক।

কাকডুমুর নামে আর একপ্রকার ডুমুর আছে। ইহা যজ্ঞডুমুর অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি। কাক-ডুমুর শ্বিত্রাদিরোগ নাশক। রাজনির্ঘণ্টুকার "নদ্যুদুম্বর" নামে আর এক প্রকার ডুমুরের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা এতদ্দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। উত্তরবঙ্গে জলসমীপবর্ত্তী স্থানে জন্মে।

শিরীষ—বিষহর ঔষধ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহার ত্বক, পত্র, পুষ্প, ফল ও মূল পঞ্চশিরিষ নামে অভিহিত ও ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্ব্বেদে কণ্টকীশিরীষ ও অম্ল-শিরীষ নামে অন্য দুইপ্রকার শিরীষের উল্লেখ দেখা যায়।

অর্জ্জুন—হৃদ্‌রোগে প্রশস্ত। ইহার ত্বকচূর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধ ও চিনি সহ সেব্য। অর্জ্জুন রক্তদুষ্টি ও প্রমেহাদি রোগ নাশক।

শাল্মলি (শিমূল)—শীতবীর্য্য, রসায়ন, মধুরস ও মধুরবিপাক এবং রক্তপিত্তাদি নানারোগহর। ইহার আঠাকে মোচরস কহে। মোচরস—শুক্রবর্দ্ধক ও অতিসারাদি রোগনাশক। কূটশল্মলি ও শ্বেতশাল্মলি নামে ইহার আরও দুইপ্রকার ভেদ আছে। কূটশাল্মলি বৃক্ষ গিরিকূটে জন্মে। পুষ্প উজ্জ্বল পীতবর্ণ। শ্বেতশাল্মলির পুষ্প শ্বেতবর্ণ এবং অধোমুখে থাকে।

বরুণ—অশ্মরী (পাথরী) নাশে উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র গুল্মাদি রোগেও হিতকর। বরুণ—উষ্ণবীর্য্য, ভেদক ও অগ্নিদীপক।

সপ্তপর্ণ (ছাতিম্)—সপ্তপর্ণের ক্বাথ কুষ্ঠরোগীর স্নানে ও পানে হিতকর। বিষাক্ত দন্তকাষ্ঠের ব্যবহারে দাঁতের মাড়ীর স্ফীতি প্রভৃতি উপদ্রব ঘটিলে ছাতিম ছালের চূর্ণ মাড়ীতে ঘর্ষণ করিবে। সর্ব্ববিধ ম্যালেরিয়া (পুরাতন) জ্বরে ছাতিম কুইনাইনের তুল্য ফলপ্রদ।

আম্রাদিফলবর্গ

আম্র—ইহার গুণ যথাস্থানে অবগত হইবে।

আম্রাতক (আমড়া)—কাঁচা আমড়া—গুরু, উষ্ণবীর্য্য সারকত্বাদি গুণবিশিষ্ট। পাকা আমড়া—শীতবীর্য্য, তৃপ্তিজনক ও শুক্রবর্দ্ধকত্বাদি গুণযুক্ত।

পনস (কাঁটাল)—পাকা কাঁটাল—শীতবীর্য্য, তৃপ্তিকর, পুষ্টিজনক, মাংসবর্দ্ধকত্ব প্রভৃতি বহুগুণযুক্ত। মন্দাগ্নি ও গুল্মরোগীর পক্ষে ইহা অপথ্য। কাঁচা কাঁটাল বা এঁচড—বায়ুবর্দ্ধক, বিষ্টম্ভী, গুরু ও মাংসবর্দ্ধকত্বাদি গুণবিশিষ্ট।

কাঁটাল ভক্ষণের পর কদলী ভক্ষণ করিলে কাঁটাল শীঘ্র পরিপাক পায়।

কদলী—কাষ্ঠকদলী, গিরিকদলী, সুবর্ণমোচা, মাণিক্য, মর্ত্তমান, চাঁপা প্রভৃতি ভেদে নানাপ্রকার। অপক্ক ও পক্ক কদলীর, মোচার এবং কদলীকন্দের (এঁটের) গুণ পৃথক্-পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত গুণাদি যথাস্থানে অবগত হইবে।

নারিকেল—ইহার ফল, পুষ্প, দুগ্ধ ও তৈল ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের অবস্থাভেদে গুণের তারতম্য হইয়া থাকে। নারিকেলের শস্য নিষ্পীড়ন নিষ্কাশিত করিবে এবং তাহা জ্বাল দিয়া তৈল প্রস্তুত করিবে। এই তৈল পুষ্টিকর দুষ্পাচ্য এবং প্রায় কড্‌লিভর অয়েলের তুল্য ফলপদ। তৈল পৃথক্ করিলে অবশিষ্ট যে-শস্য থাকে, তাহা শ্বেতপ্রদরে হিতকর। নারিকেল দুগ্ধ লাগাইলে সূর্য্যাতপবিকৃত বর্ণ প্রকৃতিস্থ হয়। নারিকেল মাতি—পুষ্টিকর ও গুরু।

বিল্ব—ইহা দশমূলের অন্যতম। কচি বেল শুকাইয়া বেলশুঁঠ প্রস্তুত করা যায়। ইহা ধারক, অগ্নির দীপক ও পাচকত্বাদি গুণবিশিষ্ট। পুরাতন গ্রহণী ও আমাশয় রোগে কচি বেল পোড়াইয়া ইক্ষুচিনি বা গুড়ের সহিত খাইলে ফল পাওয়া যায়। বেলের মোরব্বা অতিসার ও গ্রহণী রোগাদিতে ঔষধ ও পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শাস্ত্রে পাকা বেলের দোষ বর্ণিত হইলেও ইহা বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে। সেজন্য অর্শরোগীর পক্ষে হিতকর। ইহা পুষ্টিকর।

বিল্বমূলের ছাল, আতপ তণ্ডুল, আদা ও ছাগবিষ্ঠা সমভাগে লইয়া ও একত্র বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণাবস্থায় বাতশ্লেষ্মাজনিত বেদনাস্থানে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

জম্বু (জাম্)—রাজজম্বু ক্ষুদ্রজম্বু ও কাকজম্বুভেদে কয়েক প্রকার জাম্ আছে। রাজজম্বু এদেশে দেখা যায় না। বাতজনক দ্রব্যের মধ্যে জম্বুফল প্রধান। জামের বীজচূর্ণ মূত্র হ্রাস করে। জামছাল ও তুরালতার কাথ প্রস্তুত করিয়া কবল করিলে দন্ত-মাড়ী হইতে রক্তস্রাব, দন্তমাড়ীর ক্ষত, জিহ্বা বিদারণ (জিব ফাটা) নিবারিত হয়। জামছালের কাথ অতিসারাদি রোগে হিতকর। জামপাতার রস ছাঁকিয়া দুগ্ধে প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তামাশয় নিবারিত হয়।

দাড়িম—অম্ল, অম্লমধুর ও রসভেদে দাড়িম তিন প্রকার। বঙ্গদেশে সাধারণতঃ যে-সকল দাড়িম জন্মে, তাহ, প্রায়ই অম্লরস। পাটনাই দাড়িম অম্লমধুর, ক্বচিৎ মধুর। ইহাদের গুণ পৃথক্-পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে।

দাড়িমমূলের কাথ ক্রিমিপাতনে শ্রেষ্ঠ ঔষধ। শিশুদিগের রক্তাতিসারে বা কেবল অতিসারে দাড়িমের ফুল ও খোসা—জৈত্রী, দারুচিনি, ধনে প্রভৃতি সহ প্রয়োগ করিলে ফল পাওয়া যায়।

দ্রাক্ষা—ক্ষুদ্র দ্রাক্ষা (কিস্‌মিস্), গোস্তনী (মনক্কা), কপিলদ্রাক্ষা (কালীদ্রাখ), দ্রাক্ষা (আঙ্গুর) ও পর্ব্বতজ দ্রাক্ষা ভেদে কয়েক প্রকার। ইহাদের গুণাদি যথাস্থানে অবগত হইবে। অপক্ব, অর্দ্ধপক্ব, পক্ব ও শুষ্কপক্ব ভেদে ইহাদের গুণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। দ্রাক্ষা হইতে মার্দ্বীক নামক মদ্য প্রস্তুত হয়। মূত্রবেগ-বিধারণজনিত উদাবর্ত্ত রোগে দ্রাক্ষার কাথ হিতকর।

ধান্যবর্গ

ব্রীহি, শিম্বী শূক ও ক্ষুদ্রভেদে ধান্যের কয়েক প্রকার ভেদ আছে। ব্রীহি প্রভৃতি এক-এক জাতীয় ধান্যের আবার বহুভেদ আছে। এইসকল ধান্যের নূতন-পুরাতন ভেদে গুণের তারতম্য হইয়া থাকে।

রক্তশালি—ব্রীহি ধান্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহা বলকর, বর্ণপ্রসাদক ও শুক্রবর্দ্ধকত্বাদি গুণবিশিষ্ট এবং পিপাসা, জ্বর ও শ্বাসকাসাদি রোগ নাশক।

ষষ্ঠিক—সাধারণতঃ ষাট্‌দিনে পাকে বলিয়া ইহাকে ষেটেধান কহে। ইহারও কয়েক প্রকার ভেদ আছে। তন্মধ্যে ষষ্টিকা নামক ধান্যই শ্রেষ্ঠ।

যব—যব, অতিযব, স্বল্পযব ও তোক্যভেদে যবের কয়েক প্রকার ভেদ আছে। ইহাদের প্রত্যেকের গুণাদি যথাস্থানে অবগত হইবে।

গোধূম (গম)—মহাগোধূম, মধূলী ও দীর্ঘ গোধূম ভেদে গোধূমের তিনপ্রকার ভেদ দেখা যায়। মহাগোধূম পশ্চিম প্রদেশে জন্মে। মধূলী গোধূম মধ্যদেশে জন্মে, ইহা মহাগোধূম অপেক্ষা ক্ষুদ্র। দীর্ঘ গোধূমকে দেশ বিশেষে নন্দীমুখও বলে। ইহার শুঁয়া নাই।

গোধূম—পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা শুক্র ও বলবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, ক্ষতরোগে হিতকর এবং বহুগুণবিশিষ্ট।

মুদ্গ (মুগ)—শিম্বী (শুঁটিযুক্ত) ধান্যের অন্তর্গত। রক্ত, শ্বেত, পীত, হরিত ও শ্যামবর্ণ ভেদে কয়েক প্রকার মুগ আছে। ইহাদের পর-পরটি অর্থাৎ রক্তবর্ণ অপেক্ষা শ্বেতবর্ণ এবং শ্বেতবর্ণ অপেক্ষা পীতবর্ণ মুগ লঘু ইত্যাদি। সুশ্রুত ও চরকাদি মুনিগণের মতে—হরিতবর্ণ মুগই উৎকৃষ্ট।

মাষ—গুরু, বলকারক, শুক্র ও স্তন্যবর্দ্ধকত্ব প্রভৃতি বহুগুণবিশিষ্ট।

মসুর—শীতবীর্য্য, ধারক ও মূত্রকৃচ্ছনাশকত্বাদি গুণবিশিষ্ট। ইহা বাতরোগীর পক্ষে অপথ্য।

অড়হর—শীতবীর্য্য, বায়ুজনক, রক্তদোষহর ও ধারকত্বাদিগুণযুক্ত।

চণক (ছোলা)—রুক্ষ, লঘু ও বাতজনকত্বাদি গুণবিশিষ্ট। চণকসূপ অর্থাৎ ছোলার ডাইল উদরের ক্ষোভজনক। অপক্ব, কোমলতর, শুষ্ক ভর্জ্জিত অঙ্গার ভর্জ্জিত ও তৈল ভর্জ্জিত প্রভৃতি চণকের পৃথক্-পৃথক্ গুণ যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

কুলথ—উষ্ণবীর্য্য ও রক্তপিত্তপ্রকোপক। অশ্মরীনাশে ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

তিল—নানা প্রকারের আছে। তন্মধ্যে কৃষ্ণতিল শ্রেষ্ঠ। শুক্লবর্ণ তিল মধ্যম এবং রক্তাদিবর্ণ তিল অপেক্ষাকৃত হীনগুণযুক্ত। তিলের নানা গুণ। তিল হইতে তৈল উৎপন্ন হয়।

সর্ষপ—কৃষ্ণ (রক্তাভ) ও গৌরবর্ণ ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে গৌরসর্ষপ শ্রেষ্ঠ। ইহাদের পৃথক গুণ বর্ণিত আছে।

শ্যামা—ক্ষুদ্রধান্যের অন্তর্গত। ইহা রুক্ষ শোষক, বায়ুজনক ও কফপিত্তনাশক।

শাকবর্গ

শাস্ত্রে শাক ও অম্লের বহু দোষ কথিত হইয়াছে। তথাপি যেগুলি অপেক্ষাকৃত অল্প-দোষ এবং প্রায়শঃ ব্যবহৃত হয়, তাহাদের কতকগুলির এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

শালিঞ্চ (শাঞ্চে শাক)—অগ্নিবর্দ্ধক, প্লীহা ও অর্শোরোগ নাশক।

তণ্ডুলীয়ক (নটেশাক)—শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে নটেশাক দুইপ্রকার। ইহা লঘু, শীতবীর্য্য, রুচিকর ও অগ্নিদীপকত্বাদি গুণবিশিষ্ট। কাঁটানটে নামক আর একপ্রকার নটে আছে। কাঁটানটের মূল ও আতপ তণ্ডুল একত্র ঘষিয়া সেই ঘষাজল অর্দ্ধতোলা মাত্রায় রক্তাতিসার রোগীকে পান করাইলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

কলম্বী (কল্মী শাক)—স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক, শুক্রজনক ও মধুরস। বেশী মাত্রায় অহিফেন সেবন করিলে প্রথমে বমনাদি করাইয়া রোগীকে কল্মী শাকের রস উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করাইলে ফল পাওয়া যায়।

হিলমোচিকা (হিঞ্চেশাক)—শোথাদিরোগ ও পিত্তদোষ নাশক। পিত্তজনিত মেহে বা দূষিত মেহে (গণোরিয়ায়) কাঁচাদুগ্ধ ও হিঞ্চে শাকের রস একত্র মিশাইয়া পান করিলে প্রস্রাবকালীন জ্বালা-যন্ত্রণার হ্রাস হয়।

পটোল পত্র (পল্‌তা শাক)—লঘু, পিত্তনাশক, পাচক, অগ্নিদীপকত্ব প্রভৃতি বহুগুণবিশিষ্ট। ইহা জ্বর, কাস ও ক্রিমিরোগ নাশক। পটোল—পাচক, অগ্নিদীপক, বৃষ্যাদিগুণবিশিষ্ট এবং কাস, ক্রিমি, রক্তদোষ ও জ্বরাদি নাশক। পটোল মূল—বিরেচক, ডাঁটা—কফনাশক, পত্র—পিত্তঘ্ন এবং ফল—ত্রিদোষনাশক। তিক্তপটোলিকা নামে আর একপ্রকার পটোল আছে, তাহাও উক্ত প্রকার গুণযুক্ত।

মূলকপত্র—মূলার কচিপাতা নানাগুণযুক্ত। তৈলাদির সহিত উত্তমরূপে পাক করিলে ইহা ত্রিদোষনাশক হয়।

সুনিষণ্ণক (সুষুণিশাক)—জলে ও জলাসন্ন স্থানে জন্মে। ইহার চারিটি পাতা। সুষুণি—শীতবীর্য্য, ধারক ও রসায়নাদি বহুগুণযুক্ত। নষ্টনিদ্রের পক্ষে সুষুণি শাকের রস বিশেষ হিতকর।

মুক্তাবর্ষী—ইহার পাতার রস সেবন করাইলে বমন হইয়া শিশুদিগের কাস ও শ্বাস নিবারিত হয়। আর ইহার পাতা বাটিয়া গুহ্যদেশে বর্ত্তির মত করিয়া প্রয়োগ করিলে বা তাহার প্রলেপ দিলে শিশুদিগের বিরেচন হয়।

কদলীপুষ্প (মোচা)—স্নিগ্ধ, গুরু, মধুর রস, শীতবীর্য্য ও রক্তপিত্তাদি নাশক।

শোভাঞ্জন পুষ্প (শজিনাফুল)—শ্বেত ও রক্তপুষ্প ভেদে শজিনা দুই প্রকার। শ্বেত শজিনা বঙ্গের সর্বত্র পাওয়া যায়। রক্তশজিনা মালদহ প্রদেশে জন্মে। কৃষ্ণশিগ্রু নামে আর এক প্রকার শজিনা আছে, তাহা প্রায় দেখা যায় না। সাধারণতঃ শ্বেত শজিনাই ব্যবহৃত হয়। ইহা বহুগুণবিশিষ্ট।

বৃন্তাক (বেগুন)—মধুর রস, উষ্ণবীর্য্য শুক্রজনক ও অগ্নিদীপকত্বাদি গুণবিশিষ্ট। প্রবাদ আছে—অধিক পরিমাণে বেগুন খাইলে চুল্‌কণা হয়। একপ্রকার শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র বেগুন আছে, তাহা অর্শোরোগীর পক্ষে হিতকর, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বেগুন অপেক্ষা হীনগুণ। অঙ্গারদগ্ধ, কচি ও পাকা ভেদে বেগুনের গুণভেদ হয়।

শূরণ (ওল)—অর্শোরোগে হিতকর।

মাণ—পিত্তরক্ত-দোষনাশক, শীতবীর্য্য এবং লঘু। শোথরোগে মাণকচু বিশেষ হিতকর।

মাংসবর্গ

জাঙ্গল ও আনূপভেদে মাংসবর্গ দ্বিবিধ। জাঙ্গল জাতি আটপ্রকার যথা—জঙ্ঘাল, বিলস্থ, গুহাশয়, পর্ণমৃগ, বিষ্কির, প্রতুদ, প্রসহ ও গ্রাম্য। আনূপ মাংস পাঁচপ্রকার; যথা—কুলেচর, প্লব, কোশস্থ, পাদী ও মৎস্য।

সকল প্রকার মাংসই গুরুপাক, মধুররস, মধুরবিপাক, হৃদ্য, বাতহর, পুষ্টিজনক, বলবর্দ্ধক, বৃংহণ ও তৃপ্তিজনক।

সাধারণতঃ সমস্ত মৎস্যই গুরু, পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, মধুররস ও কফপিত্তকর। পথখিন্ন, ব্যায়ামশীল ও বাতরোগীগণের পক্ষে মৎস্য হিতকর। মৎস্যভোজী মানব বাতরোগে আক্রান্ত হয় না।

মৎস্যডিম্ব—অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর, বলবর্দ্ধক ও লঘু এবং গ্লানিজনক ও কফমেদোবর্দ্ধক।

দগ্ধ মৎস্য—গুণে শ্রেষ্ঠ। ইহা পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক।

নানা প্রকার মাংস ও মৎস্যের অন্যান্য গুণাদি যথাস্থানে অবগত হইবে।

বারিবর্গ

বৃষ্টি, নির্ঝর, তড়াগ, কূপ ও সরোবরাদিজাত বিবিধ জলের গুণ পৃথক্-পৃথক্ বর্ণিত হইয়াছে। জল সাধারণতঃ ভ্রম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, তন্দ্রা, নিদ্রা, ও বমিনাশক। ইহা বলকারত্বাদি নানাগুণবিশিষ্ট।

যে-জল গন্ধবিহীন, অব্যক্তরস, (মধুরাদি রস অনুভূত হয় না), সুশীতল, তৃষ্ণানাশক, স্বচ্ছ, লঘু ও মনোরম, তাহা গুণকারক।

জলপানবিধি—ভোজনকালে একটু-একটু করিয়া বারবার জল পান করিবে। ইহাতে অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অত্যধিক জলপান করা বা একেবারে পান না করা অন্নপরিপাকের ব্যাঘাতজনক।

সকল অবস্থাতেই তৃষিত ব্যক্তিকে জল পান করিতে দিবে। যেহেতু তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি পানার্থ জল না পাইলে মোহ প্রাপ্ত হয় এবং মোহ হইতে প্রাণ ত্যাগ করে। অপক্ব (কাঁচা) জল পান করিলে এক প্রহরে, গরম জল শীতল করিয়া পান করিলে অর্দ্ধ প্রহরে এবং উহা ঈষৎ উষ্ণাবস্থায় পান করিলে এক চতুর্থাংশ প্রহরে পরিপাক পায়।

দুগ্ধবর্গ

দুগ্ধের মত শরীরের হিতকর পদার্থ আর দেখা যায় না। জগতের সকল জাতীয় লোকের পক্ষেই ভূমিষ্ঠ হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহা উপকারক। যাবতীয় দুগ্ধের মধ্যে গোদুগ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার বহুগুণ। গবাদির অবস্থাভেদে দুগ্ধের গুণের তারতম্য হইয়া থাকে। আবার প্রাতরাদি কাল বিশেষে সেবিত দুগ্ধের গুণভেদ হয়, যে-দুগ্ধ বিবর্ণ, বিরস, অম্লরস, দুর্গন্ধ ও গ্রথিত (গাঁইট্‌যুক্ত বা ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া) তাহা এবং যাহা অম্ল কিংবা লবণযুক্ত তাহা ত্যাগ করিবে।

তক্রবর্গ

তক্র পাঁচপ্রকার, যথা—ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ছচ্ছিকা। ইহাদের লক্ষণ ও গুণ যথাস্থানে জ্ঞাত হইবে।

ঘৃতবর্গ

সকল প্রকার ঘৃতের মধ্যে গব্যঘৃতই শ্রেষ্ঠ। গব্যঘৃত—চক্ষুর হিতকর, শুক্রজনক, শীতবীর্য্য, ত্রিদোষনাশক, মেধাজনক ও রসায়নাদি বহুগুণবিশিষ্ট। রাজযক্ষ্মা, কফরোগ, আমদোষ, বিসূচিকা, বিবন্ধ, মদাত্যয়, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য রোগে এবং বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে প্রশস্ত নহে।

বৎসরাতীত ঘৃতকে মধ্যে পুরাতন ঘৃত বলে। ঘৃত যত পুরাতন হইবে, ততই গুণজনক হইয়া থাকে। পুরাতন ঘৃত—মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ বিষদোষ, উন্মাদ প্রভৃতি রোগ এবং বাতাদি ত্রিদোষ নাশ করে।

তৈলবর্গ

তিল, সর্ষপ, এরণ্ড প্রভৃতি দ্রব্যের স্নেহকে তৈল কহে। সাধারণতঃ সকল প্রকার তৈলই বায়ুনাশক, বিশেষতঃ তিলোৎপন্ন তৈল বায়ুপ্রশমনে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিভিন্ন প্রকার তৈলের গুণাদি যথাস্থানে জ্ঞাত হইবে।

মধুবর্গ

সাধারণতঃ মধু—শীতবীর্য্য, লঘু, মধুররস, ধারক, কৃশতাকারক, স্রোতোবিশোধক ও ব্রণরোপকত্ব প্রভৃতি বহুগুণবিশিষ্ট। ইহা কুষ্ঠ, অর্শঃ, কাস ও রক্তপিত্তাদি রোগ নাশক।

মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র, পৌত্তিক, ছাত্র, আর্ঘ্য, ঔদ্দালক ও কালভেদে মধু আট প্রকার। ইহাদের প্রত্যেকের পৃথক্-পৃথক্ গুণ বর্ণিত আছে।

নূতন ও পুরাতন ভেদে মধু দুইপ্রকার। নূতন মধু—পুষ্টিকর, ধারক ও নাতিশ্লেষ্ম-হর। মধু ও চিনি সরবৎসরাতীত হইলেই পুরানো হয়। পুরাতন মধু—ধারক, রুক্ষ মেদোনাশক ও অতীব কৃশতাকারক।

শীতল মধুই গুণকারক। উষ্ণার্ত্ত মানবের পক্ষে মধু সেবন অথবা উষ্ণকালে মধু সেবন নিষিদ্ধ। উহা বিষবৎ অপকারক।

দ্রব্যাদি সম্বন্ধে যে-সকল কথা সূত্রাকারে এ-স্থলে বলা হইল, মূলগ্রন্থে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাত হইবে। গুরুপদেশ ব্যতিরেকে ধাত্বাদির শোধন জারণাদির সম্যক জ্ঞানলাভ হয় না, সেজন্য এখানে তাহাদের উল্লেখ করা হয় নাই। অন্যান্য বর্গোক্ত বিষয় যাহা মূল গ্রন্থে বিশদভাবে কথিত হইয়াছে, অনাবশ্যক বোধে তাহাদের আর এখানে উল্লেখ করা হইল না।

অথ হরীতক্যাদিবর্গঃ

অথ হরীতকী*

হরীতক্যভয়া পথ্যা কায়স্থা পূতনামৃতা।
হৈমবত্যব্যথা চাপি চেতকী শ্রেয়সী শিবা।
বয়ঃস্থা বিজয়া চাপি জীবন্তী রোহিণীতি চ ॥

হরীতকী

পর্য্যায়শব্দ—হরীতকী, অভয়া, পথ্যা, কায়স্থা, পূতনা, অমৃতা, হৈমবতী, অব্যথা, চেতকী, শ্রেয়সী, শিবা, বয়ঃস্থা, বিজয়া, জীবন্তী ও রোহিণী।

দেশভেদ নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীভাষায় হরড়, হর্, হড, দাক্ষিণাত্য হিন্দীতে কল্‌রা, মহারাষ্ট্রীয়ভাষায় হর্ত্তকী, বালহরড়ী, গুজরাটী ভাষায় হরডে, হিমজ, কর্ণাটী ভাষায় অণিলেয় প্রশসে; তৈলঙ্গীভাষায় করকচেট্টু; উৎকল ভাষায় হরিড়া, করেডা, তামিলভাষায় কড়ুক্কৈ, আসামী ভাষায় শিলিখা, ফারসীভাষায় হলৈলেকলাংজীরেজবী অসফর, হলৈলে জর্দ্দ, আরবী ভাষায় এহলীলজ; কাবলী অহলীজ অস্‌ফর, অহলীজ অসবদ বলে। ইহার ইংরাজী নাম Myrobalan মাইরোবেলান্। ব্ল্যাক মাইরো-নেলান্, Black Myronalan, লাটিন ভাষায় নাম টারমিনেলিয়া কেবুলা, Termina-lia chebula.

বিজয়া রোহিণী চৈব পূতনা চামৃতাভয়া।
জীবন্তী চেতকী চেতি পথ্যায়াঃ সপ্ত জাতয়ঃ ॥
অলাবুবৃত্তা বিজয়া বৃত্তা সা রোহিণী স্মৃতা।
পূতনাস্থিমতীসূক্ষ্মা কথিতা মাংসলামৃতা ॥
পঞ্চরেখাভয়া প্রোক্তা জীবন্তী স্বর্ণবর্ণিনী।
ত্রিরেখা চেতকী জ্ঞেয়া সপ্তানামিয়মাকৃতিঃ ॥

প্রকারভেদ ও পরিচয়।—হরীতকী সাতজাতীয়। যথা—বিজয়া, রোহিণী, পূতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী। ইহাদের মধ্যে বিজয়ার আকৃতি অলাবু (লাউ) সদৃশ গোলাকার, রোহিণী সম্পূর্ণ গোল, পূতনার আকৃতি সূক্ষ্ম কিন্তু বীজযুক্ত, অমৃতা মাংসল অর্থাৎ শস্যবহুল ও ক্ষুদ্রবীজবিশিষ্ট, অভয়া পাঁচটি রেখা বিশিষ্ট, জীবন্তী স্বর্ণবর্ণ এবং চেতকী তিনটি রেখা বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

---

* হরিতকীশব্দস্য নিরুক্তিঃ।—হরস্য ভবনে জাতা হরিতা চ স্বভাবতঃ। হরেৎ তু সর্ব্বরোগাংশ্চ তেন প্রোক্তা হরীতকী। ইতি মদনপালনিঘণ্টুঃ।

বিজয়া সর্ব্বরোগেষু রোহিণী ব্রণরোহিণী ।
প্রলেপে পূতনা যোজ্যা শোধনার্থেঽমৃতা হিতা ॥
অক্ষিরোগেঽভয়া শস্তা জীবন্তী সর্ব্বরোগহৃৎ ।
চূর্ণার্থে চেতকী শস্তা যথাযুক্তং প্রযোজয়েৎ ॥
চেতকী দ্বিবিধা প্রোক্তা শ্বেতা কৃষ্ণা চ বর্ণতঃ ।
ষডঙ্গুলায়তা শুক্লা কৃষ্ণা ত্বেকাঙ্গুলা স্মৃতা ॥
কাচিদাস্বাদমাত্রেণ কাচিদ্ গন্ধেন ভেদয়েৎ ।
কাচিৎ স্পর্শেন দৃষ্ট্যান্যা চতুর্দ্ধা ভেদয়েচ্ছিবা ॥
চেতকীপাদপচ্ছায়ামুপসর্পন্তি যে নরাঃ ।
ভিদ্যন্তে তৎক্ষণাদেব পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥
চেতকী তু ধৃতা হস্তে যাবৎ তিষ্ঠতি দেহিনঃ ।
তাবৎ ভিদ্যেত বেগৈর্না প্রভাবান্নাত্র সংশয়ঃ ॥
তৃষ্ণার্ত্তসুকুমারাণাং কৃশানাং ভেষজদ্বিষাম্ ।
চেতকী পরমা শস্তা হিতা সুখবিরেচনী ॥
সপ্তানামপি জাতীনাং প্রধানা বিজয়া স্মৃতা ।
সুখপ্রযোগা সুলভা সর্ব্বরোগেষু শস্যতে ॥

ব্যবহার-বিধি।—বিজয়া সর্ব্বরোগে প্রশস্ত, রোহিণী ব্রণরোপক অর্থাৎ ইহা দ্বারা ক্ষত পুরিয়া উঠে। প্রলেপ কার্য্যে পূতনা প্রযোজ্য, অমৃতা হরীতকী ভেদাদি সংশোধন-কার্য্যে ব্যবস্থেয়। অভয়া নেত্ররোগে প্রশস্ত। জীবন্তী সর্ব্বরোগ বিনাশক। চেতকী হরীতকী চূর্ণার্থ ব্যবহার্য্য। এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া রোগবিশেষে হরীতকী-বিশেষ প্রয়োগ করিবে। চেতকী হরীতকী শুক্ল ও কৃষ্ণ ভেদে দুইপ্রকার; তন্মধ্যে শুক্লবর্ণ চেতকী ছয় অঙ্গুলি পরিমিত এবং কৃষ্ণবর্ণ চেতকী এক অঙ্গুলি পরিমিত হইয়া থাকে। কোন হরীতকী ভক্ষণ করিলে, কোন হরীতকীর গন্ধ আঘ্রাণে, কোন হরীতকীর স্পর্শে ও কোন হরীতকীর দর্শনে ভেদ হইয়া থাকে। মনুষ্য কিংবা পশু পক্ষী মৃগ প্রভৃতি যে-কোন প্রাণী চেতকী হরীতকী বৃক্ষের ছায়ায় গমন করে, তাহাদের তৎক্ষণাৎ ভেদ হয়। এই হরিতকী যতক্ষণ হাতে করিয়া থাকা যায়, ততক্ষণ ইহার প্রভাব হেতু প্রবলবেগে ভেদ হইতে থাকে। তৃষ্ণার্ত্ত, সুকুমার, কৃশ ও ঔষধ-দ্বেষী ব্যক্তিগণের সুখ-বিরেচনার্থ এই চেতকী হরিতকী অত্যন্ত প্রশস্ত। এই সাত জাতীয় হরীতকীর মধ্যে বিজয়ানাম্নিকা হরীতকীই শ্রেষ্ঠ, কারণ ইহা সুখসেব্য, সুলভ্য ও সর্ব্বরোগে হিতকর।

হরিতকী পঞ্চরসাহলবণা তুবরা পরম।
রুক্ষোষ্ণা দীপনী মেধ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী॥
চক্ষুষ্যা লঘুরায়ুষ্যা বৃংহণী চানুলোমিনী।
শ্বাসকাসপ্রমেহার্শঃ-কুষ্ঠশোথোদরক্রিমীন্॥
বৈস্বর্য্যগ্রহণীরোগ-বিবন্ধবিষমজ্বরান্।
গুল্মাধ্মানতৃষাচ্ছর্দ্দি-হিক্কাকণ্ডু হৃদাময়ান্॥
কামলাং শূলমানাহং প্লীহানঞ্চ যকৃৎ তথা।
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতঞ্চ নাশয়েৎ॥

গুণ।—হরীতকী পঞ্চরস বিশিষ্ট অর্থাৎ ইহা মধুর অম্ল তিক্ত কটু ও কষায় রসযুক্ত, ইহাতে লবণ রস নাই। ঐ পাঁচপ্রকার রসের মধ্যে ইহাতে কষায় রসেরই আধিক্য থাকে। হরীতকী রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপ্তিকর মেধাজনক, মধুরবিপাক (পাকে মধুর রস), রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, লঘু, আয়ুষ্কর, বৃংহণ ও অনুলোমন (মলাদির অধঃপ্রবর্ত্তক)।

আময়িক প্রয়োগ।—হরীতকী—শ্বাস, কাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, শোথ, উদর-ক্রিমি, স্বরবিকৃতি, গ্রহণীরোগ, মলবিবদ্ধতা, বিষমজ্বর, গুল্ম, আধ্মান (পেটফাঁপা), তৃষ্ণা, সর্দ্দি, হিক্কা, কণ্ডু, হৃদ্‌রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা, যকৃৎ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগে প্রযোজ্য।

স্বাদুতিক্তকষায়ত্বাৎ পিত্তহৃৎ কফহৃৎ তু সা।
কটুতিক্তকষায়ত্বাদম্লত্বাদ বাতহৃচ্ছিবা॥
পিত্তকৃৎ কটুকাম্লত্বাদ বাতকৃন্ন কথং শিবা।
প্রভাবাদ্ দোষহন্তৃত্বং সিদ্ধং যৎ তৎ প্রকাশ্যতে॥
হেতুভিঃ শিষ্যবোধার্থং ন পূর্ব্বং ক্রিয়তেঽধুনা
কর্ম্মান্যত্বং গুণৈঃ সাম্যং দৃষ্টমাশ্রয়ভেদতঃ।
যতস্ততো নেতি চিন্ত্যং ধাত্রীলকুচয়োর্যথা॥
পথ্যায়া মজ্জনি স্বাদুঃ স্নায়াবম্লো ব্যবস্থিতঃ।
বৃন্তে তিক্তস্ত্বচি কটুরস্থি তু তুবরো রসঃ॥
নবা স্নিগ্ধা ঘনা বৃত্তা গুর্ব্বী ক্ষিপ্তা চ যাঽম্ভসি।
নিমজ্জেৎ সা প্রশস্তা চ কথিতাতিগুণপ্রদা॥
নবাদিগুণযুক্তত্বং তথৈকত্র দ্বিকর্ষতা।
হরীতক্যাঃ ফলে যত্র দ্বয়ং তচ্ছ্রেষ্ঠমুচ্যতে॥
চর্ব্বিতা বর্দ্ধয়ত্যগ্নিং পেষিতা মলশোধিনী।
স্বিন্না সংগ্রাহিণী পথ্যা ভৃষ্টা প্রোক্তা ত্রিদোষঘ্নৎ॥

উন্মীলিনী বুদ্ধিবলেন্দ্রিয়াণাং নির্ম্মূলিনী পিত্তকফানিলানাম্।
বিস্রংসিনী মূত্রশকৃন্মলানাং হরীতকী স্যাৎ সহ ভোজনেন॥
অন্নপানকৃতান্ দোষান্ বাতপিত্তকফোদ্ভবান্।
হরীতকী হরত্যাশু ভুক্তস্যোপরি যোজিতা॥
লবণেন কফং হন্তি পিত্তং হন্তি সশর্করা।
ঘৃতেন বাতজান্ রোগান্ সর্ব্বরোগান্ গুড়ান্বিতা॥

হেতুভেদে গুণ-বিভাগ।—হরীতকী স্বাদু তিক্ত ও কষায় রসবিশিষ্ট বলিয়া পিত্তনাশক। কটু তিক্ত ও কষায় রসবিশিষ্ট বলিয়া কফনাশক। অম্লরস বিশিষ্ট বলিয়া বায়ুনাশক। এ-স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কটু ও অম্লরস থাকাতে হরীতকী কেন পিত্তজনক ও বাতকর না হয়? এতৎসম্বন্ধে ইহাই প্রসিদ্ধ আছে যে, প্রভাবরূপ অচিন্ত্য শক্তি দ্বারাই হরীতকী উক্তবিধ ফল দর্শাইয়া থাকে। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব, তবে শিষ্যবোধের জন্য ইহা বলা যায়, কোন-কোন দ্রব্যগুণে সমান হইয়াও আশ্রয়ভেদে ভিন্ন প্রকার কার্য্য প্রদর্শন করে; যেমন আমলা ও ভেলো মান্দার। এই উভয় বস্তু রসাদিতে তুল্য হইয়াও কার্য্যে পার্থক্য দর্শাইয়া থাকে, অর্থাৎ আমলকী ত্রিদোষঘ্ন, কিন্তু ভেলোমান্দার ত্রিদোষজনক। হরীতকীর মজ্জায় মধুর রস, স্নায়ুতে অম্লরস, বৃন্তে তিক্তরস, ত্বকে কটুরস ও অস্থিতে (আঁটিতে) কষায়রস বিদ্যমান আছে।

প্রশস্ত হরীতকী। যে-হরীতকী নূতন, স্নিগ্ধ, কঠিন, গোলাকার, গুরু এবং যাহা জলে নিক্ষেপ করিলে ডুবিয়া যায় তাহাই প্রশস্ত ও অত্যন্ত গুণকারক। যে-হরীতকী পূর্ব্বোক্ত নূতনাদি গুণবিশিষ্ট ও দুই কর্ষ ভারবিশিষ্ট তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সেবনভেদে গুণভেদ।—হরীতকী চর্ব্বণ করিয়া সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, পেষণ করিয়া সেবন করিলে মল শোধিত হয়, সিদ্ধ করিয়া খাইলে মল সংগ্রহ করে ও ভর্জ্জন করিয়া (ভাজিয়া) সেবন করিলে ত্রিদোষ নষ্ট হয়। আহারের সহিত হরীতকী খাইলে বুদ্ধি বল ও ইন্দ্রিয়ের বিকাশ, পিত্ত কফ ও বায়ুর নাশ এবং মূত্র পুরীষ ও শারীরিক মল সমূহের বিনির্গম হয়। আহারান্তে হরীতকী সেবন করিলে বায়ু পিত্ত কফ ও অন্নপানজনিত পীড়াসমূহ আশু নিবারিত হয়।

হরীতকী লবণের সহিত সেবনে কফ, চিনির সহিত সেবনে পিত্ত, ঘৃতসহ সেবনে বাতজরোগে ও গুড়ের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়।

বর্ষাদিষ্বভয়া প্রাশ্যা রসায়নগুণৈষিণা।
সিন্ধুত্থশর্করাশুণ্ঠি-কণামধুগুড়ৈঃ ক্রমাৎ॥

ঋতু হরীতকী।—রসায়নেচ্ছু ব্যক্তি বর্ষা ঋতুতে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে

চিনিসহ, হেমন্তকালে শুঁঠচূর্ণসহ, শীতকালে পিপুলচূর্ণসহ, বসন্তকালে মধু এবং গ্রীষ্মকালে গুড়সহ হরীতকী সেবন করিবেন।

অধ্বাতিখিন্নো বলবর্জ্জিতশ্চ রুক্ষঃ কৃশো লঙ্ঘনকর্ষিতশ্চ।
পিত্তাধিকো গর্ভবতী চ নারী বিমুক্তরক্তস্ত্বভয়াং ন খাদেৎ ॥ *

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকাৎ তোলকং যাবৎ)।

সেবন নিষেধ।—পথশ্রান্ত, দুর্ব্বল, কৃশ, রুক্ষ, উপবাস দ্বারা ক্ষীণদেহ, পিত্তপ্রধান ধাতু, গর্ভবতী স্ত্রী এবং বিমুক্তরক্ত ব্যক্তি [যাহাদের রক্ত মোক্ষণ করা হইয়াছে] হরীতকী সেবন নিষিদ্ধ।

মাত্রা—অর্ধ তোলা হইতে ১ তোলা। আবশ্যক স্থলে ইহারও অধিক মাত্রা প্রযোজ্য। ৬ গ্রাম হইতে ১২ গ্রাম।

অথ বিভীতকঃ

বিভীতকস্ত্রিলিঙ্গঃ স্যাদক্ষঃ কর্ষফলস্তু সঃ।
কলিদ্রুমো ভূতবাসস্তথা কলিযুগালয়ঃ॥
বিভীতকং স্বাদুপাকং কষায়ং কফপিত্তনুৎ
উষ্ণবীর্য্যং হিমস্পর্শং ভেদনং কাসনাশনম্।
রুক্ষং নেত্রহিতং কেশ্যং কৃমিবৈস্বর্য্যনাশনম্।
বিভীতমজ্জা তৃট্‌ছর্দ্দি-কফবাতহরো লঘুঃ।
কষায়ো মদকৃচ্চাথ ধাত্রীমজ্জাপি তদ্‌গুণঃ॥

(মাত্রা—দ্বিমাষকম্)।

বহেড়া/বয়েড়া

পর্য্যায়।—বিভীতক, অক্ষ, কর্ষফল, কলিদ্রুম, ভূতবাস ও কলিযুগালয় এইগুলি বহেড়ার পর্যায়। বিভীতকশব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম বহেড়ে, তিনাস, ভৈরা ও বহেড়া। মহারাষ্ট্রীয় নাম বহেড়া ধাটীংগবৃক্ষ। কর্ণাটী নাম তোড়ে। তৈলঙ্গী নাম বলা হয় তাঁড়েচেট্টু। তামিল নাম তনি তণ্ডি ও তোঅণ্ডী। গুজরাটী নাম বেড়াং। ফারসী নাম বলেলে, আরবী নাম বলেলজ। ইংরাজী নাম Beleric Myrobalan, বেলেরিক মাইরোবেলান্। লাটিন ভাষায় টারমিনেলিয়া বেলিরিকা Terminalia Belirica.

গুণ।—বহেড়া মধুরবিপাক, কষায়রস, কফপিত্তনাশক, উষ্ণবীর্য, শীতস্পর্শ, ভেদক ও রুক্ষ।

---

* হরীতকী মনুষ্যাণাং মাতেব হিতকারিণী। /কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী।।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কাস নিবারক, নেত্রের ও কেশের হিতকর এবং ক্রিমি ও স্বরদোষ প্রশমক। বহেড়ার মজ্জা—পিপাসা, বমি, কফ ও বাতহারক, লঘুপাক, কষায়রস ও মদকারক। আমলকীর মজ্জাও বহেড়া মজ্জার ন্যায় গুণবিশিষ্ট। মাত্রা—চারি আনা। (৩ গ্রাম) *

অথামলকম্

ত্রিষামলকমাখ্যাতং ধাত্রী তিষ্যফলামৃতা।
হরীতকীসমং ধাত্রীফলং কিন্তু বিশেষতঃ॥
রক্তপিত্তপ্রমেহঘ্নং পরং বৃষ্যং রসায়নম্।
হন্তি বাতং তদম্লত্বাৎ পিত্তং মাধুর্য্যশৈত্যতঃ॥
কফং রুক্ষকষায়ত্বাৎ ফলং ধাত্র্যাস্ত্রিদোষজিৎ।
মজ্জাস্য হরতি শ্রান্তিং তৃষ্ণাং দাহং বমিং ভ্রমম্॥
যস্য যস্য ফলস্যেহ বীর্য্যং ভবতি যাদৃশম্।
তস্য তস্যৈব বীর্য্যেণ মজ্জানমপি নির্দ্দিশেৎ॥ **

(মাত্রা—চতুর্ম্মাষকম্)।

আমলকী

পর্য্যায়।—আমলকী, ধাত্রী, তিষ্যফলা ও অমৃতা এইগুলি আমলকী শব্দের পর্য্যায়। আমলক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।

দেশভেদে নামভেদে।—ইহার হিন্দী নাম অণোরা, আমলা, মহারাষ্ট্রীয় নাম আমলে, কর্ণাটী নাম নেল্লি, উৎকলদেশীয় নাম অওঁা, গুজরাটী নাম আম্বলা, তৈলঙ্গী নাম উসরকায়, আসামী নাম আমলথু, ফারসী ভাষায় নাম আম্লজং ও আরবী ভাষায় নাম অম্লজ। ডাক্তারী নাম Embilica Officinalis, এম্বিলিকা ওফিসিনেলিস্। লাটিন ভাষায় ফিলেন্থস এম্ব্লিকা Phylanthus Amblica।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা হরীতকীর ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা রক্ত-পিত্ত ও প্রমেহ নাশক, অত্যন্ত বৃষ্য এবং রসায়ন। আমলকী অম্লরসবিশিষ্ট বলিয়া বায়ু, মধুররস ও শৈত্যগুণান্বিত বলিয়া পিত্ত এবং রুক্ষ ও কষায়রস বিশিষ্ট বলিয়া কফ নাশ করে। অতএব আমলকী ত্রিদোষনাশক।

মজ্জার গুণ।—ইহার মজ্জা শ্রম, তৃষ্ণা, দাহ, বমি ও ভ্রম নিবারক। যে-যে ফলের যে-যে গুণ, তাহাদের মজ্জারও সেই-সেই গুণ জানিবে। মাত্রা—আধতোলা (ছয় গ্রাম)।

---

* বিভীতকঃ কটুস্তিক্তো কষায়োষ্ণঃ কফাপহঃ। /চক্ষুষ্যঃ পলিতঘ্নশ্চবিপাকে মধুরো লঘুঃ॥ রা. নি.।

আমলকং কষায়াম্লং মধুরং শিশিরং লঘু। / দাহপিত্তবমীমেহ-শোষঘ্নঞ্চ রসায়নম্॥ রা. নি.।

অথ শুণ্ঠী

শুণ্ঠী বিশ্বা চ বিশ্বঞ্চ নাগরং বিশ্বভেষজম্ ।
উষণং কটুভদ্রঞ্চ শৃঙ্গবেরং মহৌষধম্ ॥
শুণ্ঠী রুচ্যামবাতঘ্নী পাচনী কটুকা লঘুঃ ।
স্নিগ্ধোষ্ণা মধুরা পাকে কফবাতবিবন্ধনুৎ ॥
বৃষ্যা স্বর্য্যা বমিশ্বাস-শূলকাসহৃদাময়ান্ ।
হন্তি শ্লীপদশোথার্শ-আনাহোদরমারুতান্ ॥
আগ্নেয়গুণভূয়স্ত্বাৎ তোয়াংশং পরিশোষ্য যৎ ।
সংগৃহ্ণাতি মলং তৎ তু গ্রাহি শুণ্ঠ্যাদয়ো যথা ॥
বিবন্ধভেদিনী যা তু সা কথং গ্রাহিণী ভবেৎ ।
শক্তির্বিবন্ধভেদে স্যাদ্ যতো ন মলপাতনে ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ) ।

শুঁঠ

পর্য্যায়—শুণ্ঠী, বিশ্বা, বিশ্ব, নাগর, বিশ্বভেষজ, উষণ, কটুভদ্র, শৃঙ্গবের ও মহৌষধ এইগুলি শুঁঠের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দীভাষায় শোঁঠ ও শুণ্ঠী, মহারাষ্ট্রে সুংঠ, গুজরাটে শুণ্ঠ্য, কর্ণাটে শুংঠি, তৈলঙ্গে শোণ্ঠী ও ফারসীতে জঞ্জবীল বলে । ডাক্তারী নাম Dry Zingiber ড্রাই জিঞ্জীবার ।

গুণ ।—শুঁঠ রুচিকারক, পাচক, কটু, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, পাকে মধুর, কফ, বায়ু ও বিবন্ধ (মলাদির রোধ) নাশক, বলকারক এবং স্বরবর্ধক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—আমবাত, বমি, শ্বাস, শূল, কাস, হৃদ্‌রোগ, শ্লীপদ, শোথ অর্শঃ, আনাহ, উদররোগ ও বাতরোগ ইহা প্রযোজ্য । আগ্নেয়-গুণবাহুল্য হেতু যে-দ্রব্য আভ্যন্তরিক জলীয়াংশ শোষণ করিয়া মলপদার্থকে সংগ্রহ করে, তাহাকে গ্রাহী কহে, যেমন শুণ্ঠী প্রভৃতি । এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, শুণ্ঠী বিবন্ধঘ্ন অর্থাৎ মলরোধ-নাশক হইয়া তাহা কি প্রকারে গ্রাহী হইতে পারে ? তদুত্তরে ইহা বক্তব্য যে শুণ্ঠীর বিবন্ধ নাশের শক্তি আছে, কিন্তু মলনিঃসারণের শক্তি নাই । মাত্রা—দুই আনা (১.৫০ বা দেড়-গ্রাম) ।

অথার্দ্রকম

আর্দ্রকং শৃঙ্গবেরং স্যাৎ কটুভদ্রং তথার্দ্রিকা ।
আর্দ্রিকা ভেদিনী গুর্ব্বী তীক্ষ্ণোষ্ণা দীপনী মতা ॥

কটুকা মধুরা পাকে রুক্ষা বাতকফাপহা।
যে গুণাঃ কথিতাঃ শুণ্ঠ্যাস্তেঽপি সন্ত্যার্দ্রকেঽখিলাঃ।
ভোজনাগ্রে সদা পথ্যং লবণার্দ্রকভক্ষণম্।
অগ্নিসন্দীপনং রুচ্যং জিহ্বাকণ্ঠবিশোধনম্॥
কুষ্ঠপাণ্ড্বাময়ে কৃচ্ছ্রে রক্তপিত্তে ব্রণে জ্বরে।
দাহে নিদাঘশরদোর্নৈব পূজিতমার্দ্রকম্॥

(মাত্রা—চতুর্মাষকম)।

আদা

পর্য্যায়।—আর্দ্রক, শৃঙ্গবের, কটুভদ্র ও আদ্রিকা।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে আদরখ, মহারাষ্ট্রে আলে, কর্ণাটে অল্ল ও অদ্রকা, গুজরাটী ভাষায় আদু, তৈলঙ্গী ভাষায় অল্লং, ফারসী ভাষায় জিংজিবিলরতব ও আরবী ভাষায় জিঞ্জিবিলতর বলে। ডাক্তারী নাম Jinger root জিঞ্জার রুট্। ল্যাটিন Zingiber officinali, জিঞ্জিবার অফিসিনেলি।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ভেদক, গুরু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, কটু, বিপাকে মধুর, রুক্ষ, বাত ও কফনাশক। শুণ্ঠীর যে সমস্ত গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্তই আর্দ্রকে আছে। ভোজনের পূর্বে আদা ও লবণ বিশেষ হিতকর। ইহাতে অগ্নির দীপ্তি, আহারে রুচি, জিহ্বা ও কণ্ঠ বিশোধিত হয়।

প্রয়োগ নিষেধ।—কুষ্ঠ, পাণ্ডুরোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, জ্বরযুক্ত ব্রণ ও দাহরোগে এবং গ্রীষ্ম ও শরৎকালে আর্দ্রক হিতকর নহে। মাত্রা—আধ তোলা (ছয় গ্রাম)।

অথ পিপ্পলী

পিপ্পলী মাগধী কৃষ্ণা বৈদেহী চপলা কণা।
উপকুল্যোষণা শৌণ্ডী কোলা স্যাৎ তীক্ষ্ণতণ্ডুলা॥
পিপ্পলী দীপনী বৃষ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী।
অনুষ্ণা কটুকা স্নিগ্ধা বাতশ্লেষ্মহরা লঘুঃ॥
পিপ্পলী রেচনী হন্তি শ্বাসকাসোদরজ্বরান।
কুষ্ঠপ্রমেহগুল্মার্শঃ প্লীহশূলামমারুতান্॥
আর্দ্রা কফপ্রদা স্নিগ্ধা শীতলা মধুরা গুরুঃ।
পিত্তপ্রশমনী সা তু শুষ্কা পিত্তপ্রকোপিণী॥
পিপ্পলী মধুসংযুক্তা মেদঃকফবিনাশিনী।
শ্বাসকাসজ্বরহরা বৃষ্যা মেধাগ্নিবর্দ্ধিনী॥

জীর্ণজ্বরেঽগ্নিমান্দ্যে চ শস্যতে গুড়পিপ্পলী।
কাসাজীর্ণরুচিশ্বাস-হৃৎপাণ্ডুকৃমিরোগনুৎ।
দ্বিগুণঃ পিপ্পলীচূর্ণাদ্ গুডোঽত্র ভিষজাং মতঃ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

পিপুল

পর্য্যায়।—পিপ্পলী, মাগধী, কৃষ্ণা, বৈদেহী, চপলা, কণা, উপকুল্যা, উষণা, শৌণ্ডী, কোলা ও তীক্ষ্ণতণ্ডুলা।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পীপল, পীপর, মহারাষ্ট্রে পিম্পলী, কর্ণাটে হিপ্পলী, তৈলঙ্গে পিপ্পলু, পিপ্পলীচেট্টু, বোম্বায়ে বঙ্গালী পিংপরি, তামিলে পিংপিলি গুজরাটে লিংডীপীপল, আসামে পিপলি, ফারসীতে পিল্‌পিল্ দরাজ এবং আরবীতে ডারফিল্ ও ফিল্ বলে। ডাক্তারী নাম Long Peper, লং পিপার। লাটিন নাম পাইপার লঙ্গাম্ Piper Longum।

গুণ।—পিপ্পলী অগ্নিদীপ্তিকারক, বৃষ্য, মধুবিপাক, রসায়ন, অনুষ্ণ, কটু, স্নিগ্ধ, বাতশ্লেষ্মনাশক, লঘু ও রেচক।

আময়িক প্রয়োগ—ইহা শ্বাস, কাস, উদর, জ্বর, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গুল্ম, অর্শঃ প্লীহা, শূল ও আমবাত বিনাশক।

আর্দ্র (কাঁচা) পিপ্পলীর গুণ—ইহা কফকারক, স্নিগ্ধ, শীতল, মধুররস, গুরু, পিত্তনাশক, কিন্তু শুষ্ক পিপ্পলী পিত্তপ্রকোপক। অনুপানভেদে পিপুলের গুণ।—পিপুল মধু সহ সেবন করিলে মেদোরোগ, কফ, শ্বাস, কাস ও জ্বর নিবারিত এবং বল মেধা, অগ্নি বর্ধিত হয়। ইহা গুড়ের সহিত সেবনে জীর্ণ জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, কাস, অজীর্ণ, অরুচি, শ্বাস, হৃদ্‌রোগ, পাণ্ডু ও ক্রিমি নষ্ট হয়। এ-স্থলে ভিষগ্‌গণ দুইভাগ গুড় ও একভাগ পিপ্পলীচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে উপদেশ প্রদান করেন। মাত্রা—দুই আনা (দেড় গ্রাম)।

অথ মরিচম্

মরিচং বেল্লজং কৃষ্ণমূষণং ধর্ম্মপত্তনম্।
মরিচং কটুকং তীক্ষ্ণং দীপনং কফবাতজিৎ।
উষ্ণং পিত্তকরং রুক্ষং শ্বাসশূলকৃমীন্ হরেৎ॥
তদার্দ্রং মধুরং পাকে নাত্যুষ্ণং কটুকং গুরু।
কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণগুণং শ্লেষ্ম-প্রসেকিস্যাদপিত্তলম্॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

মরিচ বা গোলমরিচ

পর্য্যায়। মরিচ, বেল্লজ, কৃষ্ণ, ঊষণ ও ধর্ম্মপত্তন এইগুলি মরিচের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে কালীমিরচ, মহারাষ্ট্রে মিরেং, গুজরাটে মরি, তীখা, কর্ণাটে মেণসু, তৈলঙ্গে মরিয়া-মিরয়িন, তামিলে মিলগু, মিলাও, আসামে জালুক, ফারসীতে পিলপিলে অস্বদ হলপিলেগিদ্, আরবীতে ফিলফিলে অবীদ, ইংরাজীতে Black peper. ব্লাক পিপার এবং লাটিন ভাষায় Piper nigrum. পাইপর নিগ্রম্ বলে।

গুণ।—মরিচ কটু, তীক্ষ্ণ, অগ্নিদীপক কফ ও বায়ুনাশক, উষ্ণ, পিত্তকর এবং রুক্ষ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শ্বাস, শূল ও ক্রিমি বিনাশক।

আর্দ্র ও মরিচের গুণ।—ইহা পাকে মধুররস ঈষদুষ্ণ, কটু গুরু, কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণগুণবিশিষ্ট ও শ্লেষ্মনিঃসারক। ইহা পিত্তজনক নহে। মাত্রা—দুই আনা (দেড় গ্রাম)।

অথ সিতমরিচম্

সিতমরিচং শীতোত্থং সিতবল্লীজঞ্চ বালকং বহুলম্।
ধবলং চন্দ্রকমেতৎ মুনিনাম গুণাধিকং বস্তুকরম্॥
কটূষ্ণং শ্বেতমরিচং বিষঘ্নং ভূতনাশনম্।
অবৃষ্যং দৃষ্টিরোগঘ্নং যুক্তথৈব রসায়নম্॥

সাদা মরিচ

পর্য্যায়।—সিতমরিচ, শীতোত্থ, সিতবল্লীজ, বালক, বহুল, ধবল ও চন্দ্রক এই সাতটি শ্বেতমরিচের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে সফেদ মরিচ, দক্ষিণী মরিচ, মহারাষ্ট্রে পাটরেমিরেং, গুজরাটে ধোলাংমরী, কর্ণাটে বিলেয়মেণসু বলে।

গুণ।—শ্বেতমরিচ কটুরস, উষ্ণবীর্য, ভূতনাশক, অবৃষ্য ও কোন দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইলে রসায়ন। মরিচ অপেক্ষা সাদা মরিচ অধিক গুণবিশিষ্ট।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বিষরোগ ও নেত্ররোগ নাশক।

অথ পিপ্পলীমূলম্

গ্রন্থিকং পিপ্পলীমূলমূষণং চটকাশিরঃ।
দীপনং পিপ্পলীমূলং কটূষ্ণং পাচনং লঘু॥
রুক্ষং পিত্তকরং ভেদি কফবাতোদরাপহম্।
আনাহপ্লীহগুল্মঘ্নং কৃমিশ্বাসক্ষয়াপহম্॥

(মাত্রা—ষট্ রক্তিকাঃ)।

পিপুলমূল

পর্য্যায়।—গ্রন্থিক, উষণ ও চটকাশিরঃ এই তিনটি পিপুলমূলের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পীপরামূল, মহারাষ্ট্রে পিপ্পলীমূল, গুজরাটে পীপরীমূল বা গণ্ঠোড়া, কর্ণাটে পিপ্পলীযবেক, তৈলঙ্গে পিপ্পলীবেরু, পিপ্পলীতুম্প, ফারসীতে তে ফিল্‌ফিল মোঃ। ও আরবীতে অসলুল্ ফিল্‌ফিল বলে। ইহার ইংরাজী নাম Piper root পাইপার রুট্, ল্যাটিন নাম Piper officinarum পাইপর অফিসিনেরম্।

গুণ।—পিপুলমূল অগ্নিদীপক, কটু, উষ্ণবীর্য, পাচক, লঘু, রুক্ষ, পিত্তকর ও ভেদক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বাত, উদর, আনাহ, প্লীহা, গুল্ম, ক্রিমি, শ্বাস ও ক্ষয় বিনাশক। মাত্রা—এক আনা।

অথ চতুরূষণম্

ত্র্যূষণঃ সকণামূলং কথিতং চতুরূষণম্।

ব্যোষস্যেব গুণাঃ প্রোক্তা অধিকাশ্চতুরূষণে॥

সুশ্রুতগণোক্ত ত্রিকটুর সহিত অর্থাৎ শুণ্ঠ পিপুল ও মরিচের সহিত পিপ্পলীমূল মিশ্রিত করিলে তাহাকে চতুরূষণ কহে। ত্রিকটু ও চতুরূষণ তুল্য গুণকারক, তবে ত্রিকটু অপেক্ষা চতুরূষণের গুণ প্রবল।

অথ চব্যম্

ভবেচ্চব্যন্তু চবিকা কথিত সা তথোষণা

কণামূলগুণং চব্যং বিশেষাদ্ গুদজাপহম। *

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

চই, চৈ

পর্য্যায়।—চব্য, চবিকা ও উষণ এইগুলি চৈয়ের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম চব্য, তৈলঙ্গী নাম সেবামু, চৈকার্ণ মহারাষ্ট্রীয় নাম মিরেবেলীচৈমুল্ল, চবল্ল, গুজবাটী নাম চবক, কর্ণাটে নাম চব্য, ডাক্তারী নাম Piper chaba পিপার চব।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—চৈ পিপুলমূলের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। অধিকন্তু ইহা গুহ্যদেশজাত রোগ বিনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

অথ গজপিপ্পলী

চবিকায়াঃ ফলং প্রাজ্ঞৈঃ কথিতা গজপিপ্পলী।

কপিবল্লী কোলবল্লী শ্রেয়সী বশিরশ্চ সা॥

---

* চব্যং স্বাদুষ্ণকটুকং লঘু রোচনদীপনম।/জন্তুদ্রেকাপহং কাস শ্বাসশূলার্ত্তিকৃন্তনম॥ রা. নি.।

গজকৃষ্ণা কটুর্বাত-শ্লেষ্মহৃদ্ বহ্নিবর্দ্ধিনী।
উষ্ণা নিহন্ত্যতীসার-শ্বাসকণ্ঠাময়ক্রিমীন্ ॥ *

(মাত্রা—৬ রক্তিকাঃ)

গজপিপ্পলী

পরিচয়। পণ্ডিতেরা চবিকা ফলকে গজপিপ্পলী কহেন।

পর্য্যায়। কপিবল্লী, কোলবল্লী, শ্রেয়সী ও বশির এইগুলি গজপিপ্পলীর নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম গজপীপল, মহারাষ্ট্রীয় নাম মোরবেলালা পিংপল্যা যেভাভতী, কর্ণাটী নাম গজপিপ্পলী, গুজরাটী নাম গজপীপর, তৈলঙ্গী নাম পেদ্দা পিপ্পলু, লাটিন নাম Plantago Amplexicaulis, Scindapsus Offiicinalis, ডাক্তারী নাম Pothos Officinalis, পোথস্ ওফিসিনালিস্।

গুণ। ইহা কটু, বায়ু ও শ্লেষ্মনাশক, অগ্নিবর্ধক এবং উষ্ণবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—গজপিপ্পলী অতিসার, শ্বাস, কণ্ঠরোগ ও ক্রিমি নিবারক। মাত্রা—এক আনা।

অথ চিত্রকঃ

চিত্রকোঽগ্নিনামা চ পীঠো ব্যালস্তথোষণঃ।
চিত্রকঃ কটুকঃ পাকেবহ্নিকৃৎ পাচনো লঘুঃ ॥
রুক্ষোষ্ণো গ্রহণীকুষ্ঠ-শোথার্শঃক্রিমিকাসনুৎ।
বাতশ্লেষ্মহরো গ্রাহী বাতার্শঃশ্লেষ্মপিত্তনুৎ ॥

(মাত্রা—১ রক্তিক)।

চিতা

পর্য্যায়। চিত্রক, পীঠ, ব্যাল ও উষণ এবং অগ্নিবাচক সমস্ত শব্দ চিতার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে চিতা, মহারাষ্ট্রে চিত্রকু, কর্ণাটে চিত্রমূলমু, কেপিন, চিত্রমূল, তৈলঙ্গে চিত্রমূলমু, তামিলে শিবপু চিত্তির, উৎকলে রকতচিতা ও ধবচিতা এবং গুজরাটে চিত্রো বলে। ফারসী নাম বেখবরংদা, আরবী নাম শিতরজ। ডাক্তারী নাম Plumbago Zeylanica, প্লামবাগো জিলানিকা।

গুণ।—ইহা পাকে কটু, অগ্নিকারক, পাচক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য ও মলসংগ্রাহক। বাতশ্লেষ্মা, বাতার্শঃ শ্লেষ্মা ও পিত্তের প্রশমক। মাত্রা—৪ রতি।

---

* গজোষণা কটুষ্ণা চ রুক্ষা মলবিশোধিনী। /বলাসবাতহন্ত্রী চ স্তনকর্ণবিবর্দ্ধিনী ॥ রা. নি.।

বনপিপ্পলী

বনপিপ্পলিক চোষ্ণা তীক্ষ্ণা রুচ্যা চ দীপনী। /আমা ভবেদ্ গুণাঢ্যাসা শুষ্কা অল্পগুণা স্মৃতা ॥ রা. নি.।

অথ রক্তচিত্রকঃ

স্থূলকায়করো রুচ্যঃ কুষ্ঠঘ্নো রক্তচিত্রকঃ।
রসে নিয়ামকো লোহে বেধকশ্চ রসায়নঃ॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—লালচিতা পুষ্টিকারক, রসায়ন, রুচিজনক ও কুষ্ঠরোগ নাশক। ইহা পারদের নিয়ামক ও লৌহের ভেদক।

অথ পঞ্চকোলম্

পিপ্পলীপিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
পঞ্চভিঃ কোলমাত্রং যৎ পঞ্চকোলং তদুচ্যতে॥
পঞ্চকোলং রসে পাকে কটুকং রুচিকৃন্মতম্।
তীক্ষ্ণোষ্ণং পাচনং শ্রেষ্ঠং দীপনং কফবাতনুৎ।
গুল্মপ্লীহোদরানাহ-শূলঘ্নং পিত্তকোপনম্॥

পরিচয়। পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল ও শুঁঠ এই পাঁচটি দ্রব্য মিলিত কোল অর্থাৎ তোলক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহাকে পঞ্চকোল বলে।

গুণ।—ইহা রসে ও পাকে কটু, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, অত্যন্ত পাচক, অগ্নিদীপ্তিকারক ও কফবায়ুনাশক।

আময়িক প্রয়োগ।—পঞ্চকোল গুল্ম, প্লীহা, উদর, আনাহ ও শূলপ্রশমক এবং পিত্তপ্রকোপক।

অথ ষড়ূষণম্

পঞ্চকোলং সমরিচং ষড়ূষণমুদাহৃতম্।
পঞ্চকোলগুণং তৎ তু রুক্ষমুষ্ণং বিষাপহম্।

পরিচয়। উল্লিখিত পঞ্চকোলের সহিত মরিচ মিলিত হইলে তাহাকে ষড়ূষণ কহে।

গুণাদি। ইহার গুণ পঞ্চকোলের তুল্য। অধিকন্তু ইহা রুক্ষ, উষ্ণবীর্য ও বিষনাশক।

অথ যবানী

যবানিকোগ্রগন্ধা চ ব্রহ্মদর্ভাঽজমোদিকা।
সৈবোক্তা দীপ্যকা দীপ্যা তথা স্যাদ্ যবসাহ্বয়া॥
যবানী পাচনী রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা কটুকা লঘুঃ।
দীপনী চ তথা তিক্তা পিত্তলা শুক্রশূলহৃৎ।
বাতশ্লেষ্মোদরানাহ-গুল্মপ্লীহকৃমি পণুৎ॥ *
(মাত্রা—দ্বিমাষকম্)।

---

* যবানী কটুতিক্তোষ্ণা বাতার্শঃশ্লেষ্মনাশিনী।/শূলাধ্মানক্রিমিচ্ছর্দ্দি-মর্দ্দিনী দীপনী পরা॥
রা. নি.।

যোয়ান

পর্য্যায়।—যবানিকা, উগ্রগন্ধা, ব্রহ্মদর্ভা, অজমোদিকা, দীপ্যকা, দীপ্যা ও যবসাহ্বয়া এই কয়েকটি যবানীর নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও বোম্বায়ে অজবাইন, অজমান, মহারাষ্ট্রে ওম্বা, কর্ণাটে ওড, উংড়ু, তৈলঙ্গে বামু, ওমমী, তামিলে অমন, আসামে জনীও, গুজরাটে অজমা বলে। ইহার ফারসী নাম মাদুখা, আরবী নাম কমূন মুলুকী। ল্যাটিন নাম Carum copticum ptychotis, ডাক্তারী নাম Ajava Seeds অজাভা সীডস্।

গুণ।—যোয়ান পাচক রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, লঘু, অগ্নিদীপক, তিক্তরস ও পিত্তজনক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শুক্র, শূল, বাত, শ্লেষ্মা, উদর, আনাহ, গুল্ম, প্লীহা ও ক্রিমি বিনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

অথাজমোদা

অজমোদা খরাশ্বা চ ময়ূরী দীপ্যকং তথা।
তথা ব্রহ্মকুশা প্রোক্তা কারবী লোচমস্তকা॥
আজমোদা কটুস্তীক্ষ্ণা দীপনী কফবাতনুৎ।
উষ্ণা বিদাহিনী হৃদ্যা বৃষ্যা বলকারী লঘুঃ।
নেত্রাময়ক্রিমিচ্ছর্দ্দি-হিক্কাবস্তিরুজো হরেৎ॥ * (মাত্রা—দ্বিমাষকম)।

বনযমানী (রাঁধুনী)

পর্য্যায়। অজমোদা, খরাশ্বা, মায়ূরা, দীপ্যক, ব্রহ্মকুশা, কারবী ও লোচমস্তকা এইগুলি অজমোদার (বনযমানীর) নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহা হিন্দুস্থানে অজমোদ, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে অজমোদা, গুজরাটে বোড়ী অজমোদ্, তৈলঙ্গে বামং ও আজ্ঞামোদা এবং আসামে বনজনী নামে প্রসিদ্ধ। ফারসী নাম করপস ও আরবী নাম হবুল.কর্ত্তুকেরফস। ডাক্তারী নাম Seseli Indicum, সসিলি ইণ্ডিকম্, ল্যাটিন নাম Apımnin valueratum।

গুণ। ইহা কটু, তীক্ষ্ণ, অগ্নিদীপক, কফ ও বায়ুনাশক, উষ্ণ, বিদাহী, হৃদ্য, বৃষ্য, বলকর ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা নেত্ররোগে, ক্রিমি, ছর্দ্দি, হিক্কা ও বস্তিরোগ নিবারক। মাত্রা—চারি আনা

অথ খুরাসানী যমানী

যমানী যাবনী তীব্রা তুরুষ্কা মদকারিণী।
দীপ্যঃ শ্যামকুবেরাখ্যো মাদকো মদকারকঃ॥

---

* অজমোদা কটুরুক্ষা রুক্ষা কফবাতহারিণী রুচিকৃৎ।/শূলাধ্মানারোচক জঠরাময়নাশিনী চৈব॥ রা. নি.।

খুরাসানী যমানী তু কটুঃ রুক্ষা চ পাচিকা।
গ্রাহিকোষ্ণা মাদিকা চ গুর্ব্বী বাতকরী মতা।
কফনাশকরী প্রোক্তা গুণাস্তন্তে যমানীবৎ॥
(মাত্রা—দ্বিমাষকম্)।

খুরসানী যোয়ান, পারসীক যোয়ান

পর্য্যায়।—যমানী, যাবনী, তীব্রা, তুরুষ্কা, মদকারিণী, দীপা, শ্যাম, কুবের, মাদক ও মদকারক এইগুলি খুরাসানী যোয়ানের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম খুঁরাসানী অজবায়ন, মহারাষ্ট্রী নাম খুরাসানী ওয়া খুরসাণ, গুজরাটী নাম খুরসানী অজমা, তৈলঙ্গী নাম খুরসানবামু, তামিলী খোরসণী ওমাম শিট্টামুটি। ফারসী নাম বংজ তুখ্‌ম বংজে। আরবী নাম বজরুল বংজ, অবীদ শীকরান্। ইংরাজী নাম হেনবেন Henbane। ল্যাটিন নাম হায়োসায়ামাস নাইজর Hyoscyamus niger।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কটু, রুক্ষ, পাচক, মলসংগ্রাহক, উষ্ণবীর্য, মাদক, গুরু, বাতকর ও কফনাশক এবং যমানীসদৃশ গুণকারক। মাত্রা—চারি আনা।

অথ শুক্লজীরকঃ

জীরকো জরণোঽজাজী কর্ণ স্যাদ্ দীর্ঘজীরকঃ।
শুভ্রজীরং কটু গ্রাহি পাচনং দীপনং লঘু॥
কিঞ্চিদুষ্ণঞ্চ মধুরং চক্ষুষ্যং রুচিকৃন্মতম্।
গর্ভাশয়শুদ্ধিকরং রুক্ষং বল্যং সুগন্ধিকম্॥
তিক্তং বমিং ক্ষয়াধ্মান-বাতং কুষ্ঠং বিষং জ্বরম্।
অরোচকং রক্তদোষমতীসারং কৃমীংস্তথা॥
পিত্তঞ্চ গুল্মরোগঞ্চ নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতম্।
(মাত্রা—দ্বিমাষিকা)৮

সাদা জীরে

পর্য্যায়।—জীরক, জরণ, অজাজী, কণা ও দীর্ঘজীরক, এইগুলি শুক্লজীরার নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে জীরা, সফেদ্‌জীরা, তৈলঙ্গে জীল কর্‌র ও জীলকারা; মহারাষ্ট্রে জীরে ও পাংটরে জিরে; গুজরাটীতে শাকমু জীরুং, সাহুজীরুং; কর্ণাটে জিরিগে, বিলিয়জিরিগে; আসামে ভোগজীরা; আরবীতে কমুন ও ইহদীরা রবামুন বলে। তামিলে জীরবং। ইহার ডাক্তারী নাম Cumin Seed কিউমিন সীড। ল্যাটিন কিউমিনম্ সেমিনম্ Cuminum Cyminum।

গুণ।—সাদাজীরে মলসংগ্রাহক, পাচক, দীপন, লঘু, কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য কটু-তিক্ত-মধুররস, চক্ষুর হিতকর, রুচিজনক, গর্ভাশয়বিশোধক, রুক্ষ, বলবর্ধক ও সুগন্ধি।

আময়িক প্রয়োগ।—বমি, ক্ষয়রোগ, বাতজ উদরাধ্মান, কুষ্ঠ, বিষরোগ, জর, অরোচক, রক্তদুষ্টি, অতিসার, ক্রিমিরোগ, পিত্তদুষ্টি ও গুল্মরোগে ইহা প্রয়োগ করিতে হয়। মাত্রা—চারি আনা।

অথ কৃষ্ণজীরকঃ

কৃষ্ণজীরঃ সুগন্ধশ্চ তথৈবোদ্গারশোধনঃ।
কালাজাজী তু সুষবী কালিকা চোপকালিকা॥
পৃথ্বীকা কারবী পৃথ্বী পৃথুঃ কৃষ্ণোপকুঞ্চিকা।
উপকুঞ্চী চ কুঞ্চী চ বৃহজ্জীরক ইত্যপি॥
কৃষ্ণজীরঞ্চ চক্ষুষ্যং রুচ্যঞ্চোষ্ণং সুগন্ধিকম্।
গ্রাহকং কটুকং রুক্ষং দীপকং জীর্ণজ্বরনুৎ।
কফং শোথং শিরোরোগং কুষ্ঠঞ্চৈব বিনাশয়েৎ॥
উক্তোপকুঞ্চিকা তিক্তা কট্বী চোষ্ণা চ দীপনী।
বৃষ্যা চাজীর্ণশমনী গর্ভাশয়বিশোধিনী।
আধ্মান-বাতং গুল্মঞ্চ বক্তপিত্তং ক্রিমীংস্তথা।
কফং পিত্তঞ্চামদোষং বাতং শূলঞ্চ নাশয়েৎ॥

(মাত্রা -দ্বিমাষিক)।

কালজীরে

পর্য্যায়।—কৃষ্ণজীর সুগন্ধ, উদ্গারশোধন এইগুলি ছোট কালজীরার নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে কালজীরা, মঙ্গরইল, তৈলঙ্গে নল্লজীর, মহারাষ্ট্রে সহাজীরেং ও কালজীরেং, কর্ণাটে করিজীরকে, গুজরাটে শার্জীরু, আসামে কালজীরা, ফারসীতে জীরেশ্বাহ, আরবীতে কমুন, কিরমানী বলে। ডাক্তারী নাম Nigella Sativa or Nigella indica নিগেলা সাটিভা কিংবা নিগেলা ইণ্ডিকা।

পর্য্যায়। কালজাজী, সুষবী, কালিকা, উপকালিকা পৃথ্বিকা, কারবী, পৃথ্বী, পৃথু, কৃষ্ণা, উপকুঞ্চিকা, উপকুঞ্চী, কুঞ্চী ও বৃহজ্জীরক, এইগুলি বড কালজীরার নাম। ইহাকে হিন্দীতে কালোঞ্জী বলে।

ছোট কালজীরার গুণ।—ইহা চক্ষুর হিতকর, রুচিজনক, উষ্ণবীর্য, সুগন্ধি, মল-সংগ্রাহক, কটুরস, রুক্ষ, অগ্নিদীপক ও কফঘ্ন।

আময়িক প্রয়োগ।—জীর্ণজর, শোথ, শিরোরোগ ও কুষ্ঠরোগে ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

বড় কালজীরার গুণ —ইহা কটুতিক্ত রস, উষ্ণবীর্য, অগ্নিদীপক, বলকর ও গর্ভাশয়বিশোধক।

আময়িক প্রয়োগ।—অজীর্ণ, বাতজ উদরাধ্মান, গুল্ম, রক্তপিত্ত, ক্রিমি, কফ, পিত্ত ও আমদোষ, বাত, শূলরোগ নাশার্থ ইহা প্রয়োগ করিতে হয়। মাত্রা—চারি আনা।

অরণ্যজীরকঃ

বৃহৎপালী ক্ষুদ্রপত্রোঽরণ্যজীরকণৌ তথা।
আরণ্যজীরকস্তোষ্ণং তুবরং কটুকং মতম্।
স্তম্ভবাতং কফঞ্চৈব ব্রণঞ্চৈব বিনশয়েৎ। *
(মাত্রা—একমাষকঃ)।

পর্য্যায়।—বৃহৎপালী, ক্ষুদ্রপত্র, অরণ্যজীর ও কর্ণ এইগুলি বনজীরার নাম।

দেশভেদে নামভেদ—ইহাকে হিন্দীতে কালাজীরি, মহারাষ্ট্রে কড়ুজীরেং, কর্ণাটে কাজীরগে, গুজরাটে কালীজীরা, কড়বীজীরী, আরবীতে কমুন বহরি, কমুন রুমী, ইংরাজীতে Purpule Fiea, ল্যাটিন Veruonia Anthelmentica ভারুওনিয়া এন্থেলমেন্টিকা বলে।

গুণ।—বনজীরে উষ্ণবীর্য ও কষায়-কটুরস।

আময়িক প্রয়োগ।—স্তম্ভবাত, কফরোগ ও ব্রণরোগে ইহা প্রযোজ্য। মাত্রা—দুই আনা।

ধান্যাকম্

ধান্যাকং ধানকং ধান্যং ধানা ধানেয়কং তথা
কুনটী ধেনুকা ছত্রা কুস্তুম্বুরু বিতুন্নকম্॥
ধান্যাকং তুবরং স্নিগ্ধমবৃষ্যং মূত্রলং লঘু।
তিক্তং কটূষ্ণবীর্য্যঞ্চ দীপনং পাচনং স্মৃতম্॥
জ্বরঘ্নং রোচকং গ্রাহি স্বাদু পাকে ত্রিদোষনুৎ।
তৃষ্ণাদাহবমিশ্বাস-কাসকার্শ্যক্রিমিপ্রণুৎ।
আর্দ্রন্তু তদ্গুণং স্বাদু বিশেষাৎ পিত্তনাশনম্॥ **
(মাত্রা—দ্বিমাষিকা)।

ধনে

পর্য্যায়।—ধান্যাক, ধানক, ধান্য, ধানা, ধানেয়ক, কুনটী, ধেনুকা, ছত্রা, কুস্তুম্বুরু ও বিতুন্নক এইগুলি ধনিয়ার পর্য্যায়।

---

* বনজীরঃ কটুঃ শীতো ব্রণহা পঞ্চনামকঃ। রা. নি.।

** ধান্যকং মধুরং শীতং কষায়ং পিত্তনাশনম্। /জ্বরকাসতৃষাচ্ছর্দ্দি-কফহারি চ দীপনং॥ রা. নি.।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে কোথমুরি ও ধানয়া, মহারাষ্ট্রে ধনে কোথিংবীর, গুজরাটে ধানা, কোথমীর, তৈলঙ্গে কোচিম্বির চেট্টু, ধনিয়লু, কোথম্বিলু, ধানীপাপু, তামিলে কোটমল্লি, কর্ণাটে কোথম্বুরী, আসামে ধনিয়া, ফারসীতে তুখ মে কশ্নীজা, আরবী কজবুরা। ল্যাটিন নাম Coriandrum Sativam, ডাক্তারী নাম Coriander Seed কোরিএণ্ডার সীড্।

গুণ।—ইহা স্নিগ্ধ, অবৃষ্য, মূত্রজনক, লঘু, তিক্ত-কটু-কষায়রস, উষ্ণবীর্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, পাচক, রুচিকর, ধারক, পাকে মধুররস ও ত্রিদোষ-নাশক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা জ্বর, তৃষ্ণা, দাহ, বমি, শ্বাস, কাস, কার্শ্য ও ক্রিমি নিবারক। কাঁচা ধনেও উক্ত প্রকার গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা স্বাদু এবং পিত্তনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

শতপুষ্পা মিশ্রেয়া চ

শতপুষ্পা শতাহ্বা চ মধুরা কারবী মিসিঃ।
অতিচ্ছত্রা সিতচ্ছত্রা সংহিতচ্ছত্রিকাপি চ॥
ছত্রা শালেয়শালীনৌ মিশ্রেয়া মধুরা মিসিঃ।
শতপুষ্পা লঘুস্তীক্ষ্ণা পিত্তকৃদ্ দীপনা কটুঃ॥
উষ্ণা জ্বরানিলশ্লেষ্ম-ব্রণশূলাক্ষিরোগহৃৎ।
মিশ্রেয়া তদ্গুণা প্রোক্তা বিশেষাদ্ যোনিশূলনুৎ॥
অগ্নিমান্দ্যহরী হৃদ্যা বদ্ধবিট্‌কৃমিশূলহৃৎ।
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাস-বমিশ্লেষ্মানিলান্ হরেৎ॥

(মাত্রা—দ্বিমাষিকা)।

শুলফা ও মৌরী

পর্য্যায়।—শতপুষ্পা, শতাহ্বা, মধুরা, কারবী, মিসি, অতিচ্ছত্রা, সিতচ্ছত্রা ও সংহিতচ্ছত্রিকা এইগুলি শুলফার নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে সোয়া, সোয়েকে বীজ, মহারাষ্ট্রে বালংত শোষ, গুজরাটে সুবানীভাজী, সুবাদানা, কর্ণাটে সব্বসিগে, তৈলঙ্গে পেদ্দসদাপচেট্টু-সদীপা, আসামে গুয়ামরি, ফারসীতে শুত-তুখমেশূত, আরবীতে শীতবত বজরুল, সীতব বলে। মৌরির ল্যাটিন নাম Peucedanum Graveolens। ইংরাজী নাম Dillseed ডিলসিড।

পর্য্যায়।—ছত্রা, শালেয়, শালীন, মিশ্রেয়া, মধুরা ও মিসি এইগুলি মৌরীর (বনশুলফার) পর্য্যায়-শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে সৌফ, মহারাষ্ট্রে বড়ীশোফ্, গুজরাটে

বরিয়ালী, কর্ণাটে কাসংছসিগে, তৈলঙ্গে পেদ্দজিল কুরহ সোফ, তামিলে সোহিক্কিরে, ফারসীতে বাদিয়ান, আরবীতে এজ্রিয়ানজ, অস্‌লুল এজিয়ানজ। ডাক্তারী ফেনুল্‌সীড Fenuelseed, ল্যাটিন Foentculum Vulgaye। Anethum sowa´।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শুল্‌ফা লঘু, তীক্ষ্ণবীর্য, পিত্তকর, অগ্নিদীপক, কটু ও উষ্ণ। ইহা জ্বর, বায়ু, শ্লেষ্মা, ব্রণ, শূল ও চক্ষুরোগ নাশক।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মৌরী শুলফার ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা যোনিশূল, অগ্নিমান্দ্য, মলবদ্ধতা, ক্রিমি, শূল, কাস, বমি, শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক এবং হৃদ্য, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য ও পাচক। মাত্রা—চারি আনা।

মেথিকা বনমেথিকা চ।

মেথিকা মেথিনী মেথী দীপনী বহুপত্রিকা।
বেধনী গন্ধবীজা চ জ্যোতির্গন্ধফলা তথা॥
বল্লরী চান্দ্রকা মন্থা মিশ্রপুষ্পা চ কৈরবী।
কুঞ্চিকা বহুপর্ণী চ পীতবীজা মুনীন্দ্রকা॥
মেথিকা বাতশমনী শ্লেষ্মঘ্নী জ্বরনাশিনী।
রুচিপ্রদা দীপনী চ রক্তপিত্তপ্রকোপণী।
ততঃ স্বল্পগুণা বন্যা বাজিনা যা তু পূজিতা॥

(অনয়োর্বীজং গ্রাহ্যম্। মাত্রা—দ্বিমাষিকা)।

মেথী ও বনমেথী

পর্য্যায়।—মেথিকা, মেথিনী, মেথী, দীপনী, বহুপত্রিকা, বেধনী, গন্ধবীজা, জ্যোতিঃ, গন্ধফলা, বল্লরী, চন্দ্রিকা, মন্থা, মিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুঞ্চিকা, বহুপর্ণী, পীতবীজা ও মুনীন্দ্রকা এইগুলি মেথীর নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দিতে ও মহারাষ্ট্রে মেথা, কর্ণাটে মেথপক, তৈলঙ্গে মেতুলু ও তামিলে বেন্‌ড্যাম, ফারসীতে তুখমে শমপীত, আরবীতে বজরুল হুম্বা বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Fenugreek, ফেনুগ্রীক।

গুণ।—মেথী রুচিপ্রদ, অগ্নির দীপক এবং রক্ত ও পিত্তের প্রকোপক।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বায়ু, শ্লেষ্মা ও জ্বর নাশক।

বনমেথী।—ইহা অপেক্ষা অল্পগুণবিশিষ্ট ও বাজীদিগের পক্ষে হিতকর। মাত্রা—চারি আনা।

চন্দ্রশূরম্

চন্দ্রিকা চর্ম্মহন্ত্রী চ পশুমেহনকারকা।
নন্দিনী করবী ভদ্রা বাসপুষ্পা সুবাসরা॥

চন্দ্রশূরং হিতং হিক্কা-বাতশ্লেষ্মাতিসারিণাম্ ।
অসৃগ্‌বাতগদদ্বেষি বলপুষ্টিবিবর্দ্ধনম ॥

হালিম্ (চাঁদশুর)

পর্য্যায় ।—চন্দ্রিকা, চর্ম্মহন্ত্রী, পশুমেহনকারিকা, নন্দিনী, কারবী, ভদ্রা, বাসপুষ্পা ও সুবাসরা এইগুলি চন্দ্রশূরের (হালিমের) নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে হালো, হালিম, মহারাষ্ট্রে আহালীব, গুজরাটে অশেলিয়া, আসামে হালীম্, ফারসীতে হালম তুখমতরাত্তেজক, আরবীতে হবুররশাদ, হাকম, বজরুল ও জিরজির এবং ইংরাজীতে Common Cress বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বল ও পুষ্টিবর্ধক এবং হিক্কা, বাত, শ্লেষ্মা ও অতিসার রোগে হিতকর এবং বাতরক্তনাশক ।

হিঙ্গু

সহস্রবেধি জতুকং বাহ্লীকং হিঙ্গু রামঠম্ ।
হিঙ্গূষ্ণং পাচনং রুচ্যং তীক্ষ্ণং বাতবলাশনুৎ
শূলগুল্মোদরানাহ-ক্রিমিঘ্নং পিত্তবর্দ্ধনম্ ॥
(মাত্রা— এক রক্তিকাতঃ পঞ্চ রক্তিকা যাবৎ) ;

হিং

পর্য্যায় ।—সহস্রবেধি, জতুক, বাহ্লীক, হিঙ্গু ও রামঠ এই কয়েকটি হিঙ্গুর নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে হীংগা, মহারাষ্ট্রে হিংগ, কর্ণাটে লেঙ্গ, গুজরাটে বধারণী, তৈলঙ্গে ইংগুরা, আসামী ভাষায় হিঙ্গ, ফারসীতে অংগুঝ দর্থতে অগুঝু খালীস ও আরবীতে হিলসীত বলে । ডাক্তারী নাম Ferula Foetida, ফেরুলা ফোটিডা, ইংরাজী নাম Asafetida ।

গুণ ।—হিং উষ্ণ, পাচক, রুচিকারক ও তীক্ষ্ণ ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বায়ু, শ্লেষ্মা, শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ ও ক্রিমিনাশক এবং পিত্তবর্ধক । মাত্রা—১ হইতে ৫ রতি ।

নাড়ীহিঙ্গুঃ

নাড়ীহিঙ্গু পলাশাখ্যা জন্তুকা রামঠি চ সা ।
বংশপত্রী চ পিণ্ডাহ্বা সুবীর্য্যা হিঙ্গুনাড়িকা ॥
হিঙ্গুনাড়ী কটূষ্ণা চ কফবাতার্তিশান্তিকৃৎ ।
বিষ্ঠাবিবন্ধদোষঘ্নী আনাহামাপহারিণী ॥

নাড়ীহিঙ্গু (হিঙ্গুবিশেষ)

পর্য্যায় ।—নাড়ীহিঙ্গু, পলাশাখ্যা, জন্তুকা, রামঠী, বংশপত্রী, পিণ্ডাহ্বা, সুবীর্য্যা ও হিঙ্গুনাড়িকা এইগুলি একপর্য্যায়ক শব্দ ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দিতে কলঃ পত্তিহীঙ্গ, ডিকামালী, মহারাষ্ট্রে ডিকেমালী, গুজরাটে ডিকামারী, কর্ণাটে কলহস্তি, তৈলঙ্গে চিভহিঙ্গবা, কারু ইংগবা, আরবী ভাষাতে কনখাভ বলে। ইংরাজী নাম Dikamallegum Gummy gardinia।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কটুরস, উষ্ণবীর্য, কফ ও বায়ুজনিত বেদনানাশক, মলবিবদ্ধতানাশক, আনাহয় ও আমনাশক।

বচা

বচোগ্রগন্ধা ষড়্গ্রন্থা গোলোমী শতপর্ব্বিকা।
ক্ষুদ্রপত্রী চ মঙ্গল্যা জটিলোগ্রা চ লোমশা॥
বচোগ্রগন্ধা কটুকা তিক্তোষ্ণা বান্তিবহ্নিকৃৎ।
বিবন্ধাধ্মানশূলঘ্নী শকৃন্মূত্রবিশোধিনী।
অপস্মারকফোন্মাদ-ভূতজন্তুনিলান্ হরেৎ॥
(মাত্রা—নবরক্তিকাতঃ সার্দ্ধমাষকং যাবৎ)।

বচ

পর্য্যায়।—বচা, উগ্রগন্ধা, ষড়্গ্রন্থা, গোলোমী, শতপর্ব্বিকা, ক্ষুদ্রপত্রী, মঙ্গল্যা, জটিলা, উগ্রা ও লোমশা এইগুলি বচের পর্যায় শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে বচ ও ঘোরবচ, মহারাষ্ট্রে বেখংড, তৈলঙ্গে বড়জ ও নল্লরস, আসামী ভাষায় বচ, বোম্বায়ে বেখংডেং ও তামিলে বশম্বু বলে। ডাক্তারী নাম The Sweet Flag, Zingiber zerumber।

গুণ।—বচ উগ্রগন্ধবিশিষ্ট, কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য, বমন ও অগ্নিকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা সেবনে বিবন্ধ, উদরাধ্মান, শূল, অপস্মার, কফ, উন্মাদ, ভূতদোষ, ক্রিমি ও বায়ু বিনষ্ট এবং মল-মূত্র শোধিত হয়। মাত্রা—দেড় আনা হইতে তিন আনা পর্যন্ত।

শ্বেতবচা

পারসীকবচা শুক্লা প্রোক্তা হৈমবতীতি সা।
হৈমবত্যুদিতা তদ্বদ্ বাতং হন্তি বিশেষতঃ॥
(মাত্রা—একমাষকঃ)।

পর্য্যায়—খুরাসানী বচকে পারসীক বচ ও হৈমবতী বলে।

গুণাদি।—ইহা শুক্লবর্ণ ও উক্ত বচের ন্যায় গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা বায়ুনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

সমস্ত বচের দেশভেদে নামভেদ।—বচকে বঙ্গভাষায় বচ, খোরাসানী বচ ও শ্বেত বচ, হিন্দীভাষায় বচ, খুরসানী বচ ও সফেদ বচ, মহারাষ্ট্রে বেখণ্ড, পাংটরেং বেখণ্ড,

গুজরাটে ঘোড়াবজ, খুরসানী বচ ও বালাবজ, কর্ণাটে বচ, বিলিয়বজে, তৈলঙ্গে বাসা, বড়জ, নজরুস, তামিলীতে বশম্বু, ফারসীতে সোসন জর্দ্দ অগর, তুরকী এবং আরবীতে উদলবুজ বলে। লাটিন নাম Acorus calamus।

মহাভরী বচা

(যস্যা লোকে কুলিঞ্জন ইতি নামান্তরম্)।

সুগন্ধাপ্যুগ্রগন্ধা চ বিশেষাৎ কফকাসনুৎ।

সুস্বরত্বকরী রুচ্যা হৃৎকণ্ঠমুখশোধিনী॥

(অপরা সুগন্ধা স্থূলগ্রন্থিঃ, যস্যা লোকে মহাভরীতি নাম)।

স্থূলগ্রন্থিঃ সুগন্ধাখ্যা ততো হীনগুণা স্মৃতা॥

মহাভরী বচা

পর্য্যায়।—মহাভরী বচকে লোকে কুলিঞ্জন বলে, ইহার অপর নাম সুগন্ধা।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সুগন্ধা উগ্রগন্ধবিশিষ্ট, বিশেষতঃ কফকাশনাশক, সুস্বরকারক, রুচিকর এবং হৃদয়, কণ্ঠ ও মুখ শোধক। স্থূলগ্রন্থিবিশিষ্ট সুগন্ধা বচকে মহাভরী বলে। ইহা সুগন্ধা অপেক্ষা হীনগুণবিশিষ্ট। মাত্রা—দুই আনা।

দ্বীপান্তরবচা

দ্বীপান্তরবচা কিঞ্চিৎ তিক্তোষ্ণা বহ্নিদীপ্তিকৃৎ।

বিবন্ধাধ্মানশূলঘ্নী শকৃন্মূত্রবিশোধিনী॥

বাতব্যাধীনপস্মারমুন্মাদং তনুবেদনাম।

ব্যপোহতি বিশেষেণ ফিরঙ্গাময়নাশিনী।

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

তোপচিনি

সংজ্ঞা।—দ্বীপান্তরে উৎপন্ন বলিয়া তোপচিনিকে দ্বীপান্তরবচ কহে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম চোবচিনি, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটী চোপ চিনি, ফারসী এবং আরবী এবল, ইউনানী খসিলিয়র আশসিনী, ইংরাজী China root চাইনা রুট, লাটিন্ Smilax china, Similax Glabra।

গুণ।—তোপচিনি ঈষৎ তিক্ত, উষ্ণবীর্য, অগ্নির দীপ্তিকারক এবং মলমূত্র-বিশোধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বিবন্ধ, উদরাধ্মান, শূল বাতব্যাধি, অপস্মার, উন্মাদ ও গাত্রবেদনা নিবারক, বিশেষতঃ ফিরঙ্গরোগ বিনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

আকারকরভঃ

আকারকরভশ্চৈবাকল্লকোঽথ হকল্লকঃ।

আকারকরভঃ প্রোক্তো বীর্য্যেণ বলকৃৎ কটুঃ।

প্রতিশ্যায়ঞ্চ শোথঞ্চ বাতঞ্চৈব বিনাশয়েৎ॥

আকরকরা বচ

পর্য্যায়।—আকারকরভ আকল্লক ও অকল্লক একপর্য্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে আকরকরা, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে অকলকরা, গুজরাটে অকলকরো ও আরবীতে আকরকরহা বলে। ইংরাজী নাম Pallatory root, লাটিন নাম Anacyclus pyrethrum।

গুণাদি। আকরকরা উষ্ণবীর্য, বলকারক, কটুরস এবং প্রতিশ্যায়, শোথ ও বাতনাশক।

পীতমূলী

গন্ধিনী পীতমূলী চ বল্যা সা মৃদুরেচনী।
হন্ত্যজীর্ণমতীসারং বহ্নিমান্দ্যমরোচকম্।
বিট্‌সঙ্গং শীতপিত্তঞ্চ দুষ্টব্রণবিরোহিণী ॥

পর্য্যায়।—গন্ধিনী ও পীতমূলী রেউচিনির নাম। ইংরেজী নাম—Rhuem officinalae রুহেম অফিসিনালী।

গুণ—ইহা বলকারক ও মৃদুবিরেচক।

আময়িক প্রয়োগ।—রেউচিনি অজীর্ণ, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, মলবদ্ধতা ও শীতপিত্তরোগে উপকারক। (অজীর্ণ অতিসারে বিরেচনের প্রয়োজন হইলে ইহা প্রযোজ্য।) দুষ্টক্ষতে ইহার চূর্ণ লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। রেউচিনির মূল ব্যবহার্য। (মাত্রা—দশ রতি)।

হবুষাদ্বয়ম্

তন্মধ্যে প্রথমং ফলং মৎস্যসদৃশং বিস্রগন্ধম্। দ্বিতীয়মশ্বত্থফলসদৃশং মৎস্যগন্ধং, তয়োর্নামানি গুণাশ্চ।

হবুষা বপুষা বিস্রা পরাশ্বত্থফলা মতা।
মৎস্যগন্ধা প্লীহহন্ত্রী বিষঘ্নী ধ্বাঙ্ক্ষনাশিনী ॥
হবুষা দীপনী তিক্তা মৃদূষ্ণা তুবরা গুরুঃ।
পিত্তোদরসমীরার্শো-গ্রহণীগুল্মশূলহৃৎ।
পরাপ্যেতদ্‌গুণা প্রোক্তা রূপভেদো দ্বয়োরপি ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

প্রকারভেদ।—হবুষা দুইপ্রকার; তন্মধ্যে প্রথম ফল মৎস্যের ন্যায় আমগন্ধবিশিষ্ট, দ্বিতীয় ফল অশ্বত্থফলসদৃশ ও মৎস্যগন্ধান্বিত।

পর্য্যায়।—ইহার প্রথম প্রকারের নাম হবুষা, বপুষা ও বিস্রা এবং দ্বিতীয় প্রকারের নাম অশ্বত্থফলা, মৎস্যগন্ধা, প্লীহহন্ত্রী, বিষঘ্নী ও ধ্বাঙ্ক্ষনাশিনী।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে হউবের, মহারাষ্ট্রে হোশ, কর্ণাটে পরডুহবে বলে। লাটিন্ Thevetia Nerifolia।

গুণ।—হবুষা অগ্নিদীপ্তিকারক, মৃদু, উষ্ণ, তিক্তকষায়রস ও গুরু।,

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিত্তোদররোগ, বাতার্শঃ গ্রহণীরোগ, গুল্ম ও শূলনাশক। শেষোক্ত হবুষারও এই গুণ, কেবল উভয়ের আকার বিভিন্ন। মাত্রা—দুই আনা।

সহাসারঃ

বীরস্রাবঃ সহাসারঃ কুমারীরসসম্ভবঃ।
সহাস রোঽগ্নিজননঃ পিত্তনির্হরণো মতঃ
বলকৃদ্ রেচনঃ পুষ্প-জননো গর্ভপাতনঃ।
বিট্সঙ্গে ক্রিমিরোগে চ সন্ন্যাসেঽপস্মৃতৌ তথা॥
লুপ্তে রজসি নারীণাং শীতপিত্তে শিরোরুজি।
জ্বরে শ্লেষ্মোদ্ভবে প্লীহ্নি মন্দেঽগ্নৌ চ প্রযুজ্যতে॥
অর্শসস্তং ন সেবেত নাস্তর্বত্নী ন পুষ্পিণী।
ন চাসৃগদরিণী নাপি যকৃদবৃক্কাদিরোগবান্॥

(অস্য মাত্রা—দ্বে রক্তিকে)।

মুসব্বর

পর্য্যায়।—বীরস্রাব, সহাসার ও কুমারীরসসম্ভব এই কয়েকটি মুসব্বরের পর্য্যায়।

ইংরাজী নাম Aloes এলোস্।

গুণ।—মুসব্বর অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তনিঃসারক, বলকর, বিরেচক, রজঃপ্রবর্ত্তক ও গর্ভপাতক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মলরোধ, ক্রিমিরোগ, সন্ন্যাস ও অপস্মার, রজোলোপ, শীতপিত্ত, শিরোরোগ, শ্লৈষ্মিকজ্বর, প্লীহা ও অগ্নিমান্দ্য রোগে উপকারক। অর্শোরোগে, যকৃতের পীড়ায়, বৃক্করোগে এবং গর্ভবতী, ঋতুমতী ও রক্তপ্রদর রোগাক্রান্তা স্ত্রীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ। মাত্রা—দুই রতি।

বিড়ঙ্গঃ

পুংসি ক্লীবে বিড়ঙ্গঃ স্যাৎ ক্রিমিঘ্নো জন্তুনাশনঃ।
তণ্ডুলশ্চ তথা বেল্লমমোঘা চিত্রতণ্ডুলা॥
বিড়ঙ্গং কটুতীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং বহ্নিকরং লঘু।
* শূলাধ্মানোদরশ্লেষ্ম-ক্রিমিবাতবিবন্ধনুৎ।

(মাত্রা—দ্বিমাষিকা)।

---

* গুল্মেতি বা পাঠ।

বিড়ঙ্গ

পর্য্যায়।—বিড়ঙ্গ শব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। ইহার অপর নাম ক্রিমিঘ্ন, জন্তুনাশন, তণ্ডুল, বেল্ল, অমোঘা ও চিত্রতণ্ডুলা।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বাবিরাঙ্গ ও বায়বিড়ং, মহারাষ্ট্রে বাবড়িঙ্গ কারকুনী, গুজরাটে বাবটীংগ, কর্ণাটে বায়ুবিড়ঙ্গ, তৈলঙ্গে বায়ুবিড়ঙ্গচেট্টু, বোম্বারে বর্ব্বটি, অম্বট, কার্কণনী, তামিলে বায়বিলং, ফারসীতে বরঙ্গকাবলী ও আরবীতে বরঙ্গকাবলী বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Seeds of Embelica Ribes সিড্‌স্ অব এম্বিলিয়া রিবস।

গুণ।—বিড়ঙ্গ কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, অগ্নিকারক ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শূল, উদরাধ্মান, উদররোগ, শ্লেষ্মা, ক্রিমি, বাত ও বিবন্ধ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

তুম্বুরুফলম্

তুম্বুরুঃ সৌরভঃ সৌরো বনজঃ সানুজোঽন্ধকঃ †।
তীক্ষ্ণবল্কস্তীক্ষ্ণফলস্তীক্ষ্ণপত্রো মহামুনিঃ॥
তুম্বুরু প্রথিতং তিক্তং কটু পাকেঽপি তৎ কটু।
রুক্ষোষ্ণং দীপনং তীক্ষ্ণং রুচ্যং লঘু বিদাহি চ॥
বাতশ্লেষ্মাক্ষিকর্ণৌষ্ঠ-শিরোরুগ্ গুরুতাক্রিমীন্।
কুষ্ঠশূলারুচিশ্বাস-প্লীহকৃচ্ছ্রাণি নাশয়েৎ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

তুম্বুরু

পর্য্যায়।—তুম্বুরু, সৌরভ, সৌর, বনজ, সারুজ, অন্ধক, তীক্ষ্ণবল্ক, তীক্ষ্ণফল, তীক্ষ্ণপত্র ও মহামুনি এইগুলি তুম্বুরুর পর্য্যায় শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে তেজবল, তুম্বুরু, মহারাষ্ট্রে চিরফল্ল তুম্বুরু ও কোকণে তিরফল বলে।

গুণ।—তুম্বুরু তিক্তকটুরস, পাকে কটু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, দীপন, তীক্ষ্ণ, রুচিকর, লঘু ও বিদাহী।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বাতশ্লেষ্মা চক্ষুঃ-কর্ণ-ওষ্ঠ ও শিরোরোগ, শরীরের গুরুত্ব, ক্রিমি, কুষ্ঠ, শূল, অরুচি, শ্বাস, প্লীহা ও মূত্রকৃচ্ছ নিবারক। মাত্রা—দুই আনা।

---

† বিজ্র ইতি পাঠান্তরম্।

* তুম্বুরুর্ম্মধুরস্তিক্তঃ কটূষ্ণঃ কফাবাতনুৎ।/শূলগুল্মোদরাধ্মান-কৃমিঘ্নো বহ্নিদীপনঃ॥ রা॰ নি॰।

বংশরোচনা

স্যাদ্ বংশরোচনা বাংশী তুগাক্ষীরী তুগা শুভা।
ত্বক্ক্ষীরী বংশজা শুভ্রা বংশক্ষীরী চ বৈণবী॥
বংশজা বৃংহণী বৃষ্যা বল্যা স্বাদ্বী চ শীতলা।
তৃষ্ণাকাসজ্বরশ্বাস-ক্ষয়পিত্তাস্রকামলাঃ।
হরেৎ কুষ্ঠং ব্রণং পাণ্ডুং দাহমুদ্ বাতকৃচ্ছ্র জিৎ।
(মাত্রা—ষড় রক্তিকাঃ)।

বংশলোচন

পর্য্যায়।—বংশরোচনা, বাংশী, তুগাক্ষীরী, তুগা, শুভা, ত্বক্ক্ষীরী, বংশজা, শুভ্রা, বংশক্ষীরী ও বৈণবী এইসকল বংশলোচনের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে অন্যান্য ভাষায় বংশলোচন বা বংশলোচনা বলে। গুজরাটী নাম বংশকপূর। ফারসী ও আরবী নাম তবাশীর। ডাক্তারী নাম The manna of the Bamboo দি ম্যানা অব দি বেম্বু।

গুণ।—ইহা বৃংহণ, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, শীতল ও মধুররস।

আময়িক প্রয়োগ—তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, শ্বাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, কামলা, কুষ্ঠ, ব্রণ, পাণ্ডু, দাহ ও বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমক। মাত্রা এক আনা।

তবক্ষীরম্

তবক্ষীরং পয়ঃক্ষীরং যবজং গবয়োদ্ভবম্।
অন্যদ্ গোধূমজং চান্যৎ পিষ্টিকাতণ্ডুলোদ্ভবম্।
অন্যচ্চ তালসম্ভূতং তালক্ষীরাদিনামকম্॥
তবক্ষীরন্তু মধুরং শিশিরং দাহপিত্তনুৎ।
ক্ষয়কাসকফশ্বাস-নাশনং চাস্রদোষনুৎ॥

তবক্ষীর বা পালো

পর্য্যায়।—তবক্ষীর পয়ঃক্ষীর, যবজ, গবয়োদ্ভব, গোধূমজ, পিষ্টিকাতণ্ডুলোদ্ভব, তালসম্ভূত ও তালক্ষীর এইগুলি একপর্য্যায়ক শব্দ। *

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দিতে তবাক্ষীর, মহারাষ্ট্রে তবকীল, গুজরাটে তবক্ষীর ও ফারসীতে তবাশীর বলে। ইংরাজী নাম Arrowroot আরারুট।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—তবক্ষীর মধুররস, শীতবীর্য্য এবং ইহা দাহ, পিত্তদুষ্টি, ক্ষয়, কাস, কফ, শ্বাস ও রক্তদুষ্টি নাশক।

---

* তবক্ষীর পাঁচপ্রকার। যব, গোধূম, তণ্ডুলচূর্ণ, বন্যগোদুগ্ধ ও তাল হইতে এই পালো প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। পানিফল হইতেও একপ্রকার-তবক্ষীর প্রস্তুত করা হয়। গবয়ক্ষীরজ ও যবজ তবক্ষীর উৎকৃষ্ট।

সমুদ্রফেনঃ

সমুদ্রফেনঃ ফেনশ্চ হিণ্ডীরোঽব্ধিকফস্তথা।
অব্ধিফেনো রুচিকরো লেখনস্তুবরো লঘু॥
চক্ষুষ্যঃ শীতলশ্চৈব পটলাদিরুজাহরঃ।
সরশ্চ বিষদোষঘ্নঃ কর্ণশূলহরঃ পরঃ॥
কফঞ্চ কণ্ঠরোগঞ্চ পিত্তঞ্চৈব বিনাশয়েৎ॥ †
(মাত্রা—ষড় রক্তিকাঃ)।

সমুদ্রফেন

পর্য্যায়—সমুদ্রফেন, ভেন, হিণ্ডীর ও অব্ধিকফ, এইগুলি সমুদ্রফেনের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে সমুদ্রফেন, গুজরাটে সমদর ফীণ, কর্ণাটে কড়ল নাগলে, আসামী ভাষায় সাগরফেনা, তৈলঙ্গে সামুদ্র নালিকে, ফারসীতে কফেদরিয়া ও আরবীতে জুবদুল্লেহের বলে। লাটিন্ নাম Sepia officinalis সিপিয়া অফিসিনালিস্।

গুণ।—সমুদ্রফেন রুচিকর, লেখন, কষায়রস, লঘু, চক্ষুর হিতকর, শীতবীর্য ও সরগুণবিশিষ্ট।

আময়িক প্রয়োগ।—পটলাদিগত রোগ, বিষদোষ, কর্ণশূল, কফ, পিত্ত ও কণ্ঠ রোগে ইহা প্রযোজ্য। মাত্রা—এক আনা।

অথাষ্টবর্গঃ

জীবকর্ষভকৌ মেদে কাকোল্যৌ ঋদ্ধিবৃদ্ধিকে।
অষ্টবর্গোঽষ্টভির্দ্রব্যৈঃ কথিতশ্চরকাদিভিঃ॥
অষ্টবর্গো হিমঃ স্বাদুর্বৃংহণঃ শুক্রলো গুরুঃ।
ভগ্নসন্ধানকৃৎ কাম-বলাসবলবর্দ্ধনঃ॥
বাতপিত্তাস্রতৃড়্ দাহ-জ্বরমেহক্ষয়প্রণুৎ।
রাজ্ঞামপ্যষ্টবর্গস্তু যতোঽয়মতিদুর্লভঃ।
তস্মাদস্য প্রতিনিধিং গৃহ্ণীয়াৎ তদ্গুণং ভিষক্॥

সংজ্ঞা।—জীবক, ঋষভক, মেদা, মহামেদা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি এই আটটি দ্রব্যের সংযোগকে চরকাদি মুনিগণ অষ্টবর্গ বলিয়া থাকেন।

গুণ।—অষ্টবর্গ শীতল, মধুররস, পুষ্টিকারক, শুক্রজনক, গুরু, ভগ্নসন্ধানকারক, কামবর্দ্ধক, কফজনক ও বলকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বাত, রক্তপিত্ত, পিপাসা, দাহ, জ্বর, মেহ ও ক্ষয়নাশক।

---

† সমুদ্রফেনং শিশিরং কষায়ং নেত্ররোগনুৎ।/কফকণ্ঠাময়ঘ্নঞ্চ রুচিকৃৎকর্ণরোগহৃৎ॥ রা॰ নি॰।

অষ্টবর্গ রাজগণেরও অতি দুষ্প্রাপ্য, তজ্জন্য চিকিৎসকগণ প্রায়ই ইহার প্রতিনিধি দ্রব্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

জীবকর্ষভকৌ

জীবকর্ষভকৌ জ্ঞেয়ৌ হিমাদ্রিশিখরোদ্ভবৌ।
রসোনকন্দবৎ কন্দৌ নিঃসারৌ সূক্ষ্মপত্রকৌ॥
জীবকঃ কূর্চ্চকাকারঃ ঋষভো বৃষশৃঙ্গবৎ।
জীবকো মধুরঃ শৃঙ্গো হ্রস্বাঙ্গঃ কূর্চ্চশীর্ষকঃ॥
ঋষভো ধীরো বিষাণীন্দ্রাক্ষ ইত্যপি।
জীবকর্ষভকৌ বল্যৌ শীতৌ শুক্রকফপ্রদৌ।
মধুরৌ পিত্তদাহাস্র-কার্শ্যবাতক্ষয়াপহৌ॥

(মাত্রা—দ্বিমাষিকা)।

জীবক ও ঋষভক

জীবক ও ঋষভকের উৎপত্তি এবং লক্ষণ।—জীবক ও ঋষভক হিমালয় শিখরে উদ্ভূত হয়। ইহাদের কন্দ রসোনের ন্যায় ও সারহীন এবং পত্র সূক্ষ্ম। জীবকের আকৃতি কূর্চ্চকসদৃশ। ঋষভকের আকার বৃষশৃঙ্গের ন্যায়।

পর্য্যায় ও দেশভেদে নামভেদ।—জীবক মধুর, শৃঙ্গ, হ্রস্বাঙ্গ ও কূর্চ্চশীর্ষক এইগুলি জীবকের পর্য্যায়। ইহাকে হিন্দুস্থানে জীবক এবং তৈলঙ্গে বেগিস্ পচেট্টু বলে। ঋষভ, বৃষভ, ধীর বিষাণী ও ইন্দ্রাক্ষ এইগুলি ঋষভকের নামান্তর।

গুণ।—এই দুই দ্রব্য বলকারক, শীতবীর্য্য, শুক্র ও কফবর্দ্ধক এবং মধুররস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিত্ত, দাহ, রক্তদুষ্টি, কৃশতা, বায়ু ও ক্ষয়রোগ প্রশমক। মাত্রা—চারি আনা।

মেদামহামেদা *

মহামেদাভিধঃ কন্দো মোরঙ্গাদৌ প্রজায়তে।
মহামেদাবনৌ মেদা স্যাদিত্যুক্ত্যং মুনীশ্বরৈঃ॥
শুক্লার্দ্রকনিভঃ কন্দো লতাজাতঃ সুপাণ্ডুরঃ।
মহামেদাভিধো জ্ঞেয়ো মেদালক্ষণমুচ্যতে॥
শুক্লকন্দো নখচ্ছেদ্যো মেদোধাতুমিব স্রবেৎ।
যঃ স মেদেতি বিজ্ঞেয়া জিজ্ঞাসাতৎপরৈর্জনৈঃ॥

---

* মহামেদা হিমা রুচ্যা কফশুক্রপ্রবৃদ্ধিকৃৎ।/হন্তি দাহাস্রপিত্তানি ক্ষয়ং বাতজ্বরঞ্চ সা রা॰ নি॰।

সপ্তপর্ণী মণিচ্ছিদ্রা মেদা মেদোভবাধ্বরা।
মহামেদা বসুচ্ছিদ্রা ত্রিদন্তী দেবতামণিঃ ॥
মেদাযুগং গুরু স্বাদু বৃষ্যং শুক্রকফাপহম্।
বৃংহণং শীতলং পিত্ত-রক্তবাতজ্বরপ্রণুৎ ॥
(মাত্রা—দ্বিমাষিকা)।

মেদা ও মহামেদা

মেদা ও মহামেদার উৎপত্তি এবং লক্ষণ।—মহামেদা নামক কন্দ মোরঙ্গা প্রভৃতি স্থানে জন্মে। প্রধান-প্রধান মুনিগণ কহেন যে, মহামেদাক্ষেত্রেই মেদা জন্মিয়া থাকে। এই কন্দ শুক্ল আর্দ্রকসদৃশ, লতাজাত ও পাণ্ডুবর্ণ। মেদা শুক্লবর্ণ কন্দাবিশেষ, ইহাকে নখ দ্বারা ছেদন করিলে মেদোধাতুর ন্যায় আটা নির্গত হয়।

দেশভেদে নামভেদ।—মেদাকে গৌড়ে লঘুমেদা, তৈলঙ্গে, জ্যোচিম্মাতীচেট্টু ও শঙ্খপুষ্পীচেট্টু বলে। মহামেদাকে তৈলঙ্গে মহামেদযনেচেট্টু বলে।

পর্য্যায়।—স্বল্পপর্ণী, মণিচ্ছিদ্রা, মেদা, মেদোভবা ও অধ্বরা এইগুলি মেদার এবং মহামেদা বসুচ্ছিদ্রা, ত্রিদন্তী ও দেবতামণি.এইগুলি মহামেদার নামান্তর।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মেদা ও মহামেদা গুরু, স্বাদু, শুক্রজনক, স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক, কফকারক, পুষ্টিকর, শীতল এবং রক্তপিত্ত ও বাতজ্বর-বিনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

কাকোলী-ক্ষীরকাকোল্যৌ

জায়তে ক্ষীরকাকোলী মহামেদোদ্ভবস্থলে।
যত্র স্যাৎ ক্ষীরকাকোলী কাকোলী তত্র জায়তে ॥
পীবরীসদৃশঃ কন্দঃ সক্ষীরঃ প্রিয়গন্ধবান্।
সা প্রোক্তা ক্ষীরকাকোলী কাকোলীলিঙ্গমুচ্যতে ॥
যথা স্যাৎ ক্ষীরকাকোলী কাকোল্যপি তথা ভবেৎ।
এষা কিঞ্চিদ্ ভবেৎ কৃষ্ণা ভেদোঽয়মুভয়োরপি ॥
কাকোলী বায়সোলী চ ধীরা কায়স্থিকা তথা।
সা শুক্লা ক্ষীরকাকোলী বয়ঃস্থা ক্ষীরবল্লিকা।
কথিতা ক্ষীরিণী ধীরা ক্ষরশুক্লা পয়স্বিনী ॥
কাকোলীযুগলং শীতং শুক্রলং মধুরং গুরু।
বৃংহণং বাতদাহাস্র-পিত্তশোষজ্বরাপহম্ ॥*
(মাত্রা—ত্রিমাষিকা)।

কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলী

উৎপত্তি ও লক্ষণ।—যে স্থলে মহামেদা জন্মে, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীও সেই

স্থলে জন্মিয়া থাকে। ক্ষীরকাকোলী শুক্লবর্ণ, শতমূলীকন্দের ন্যায় ছেদ করিলে আঠা নির্গত হয় এবং ইহা একপ্রকার মনোহর গন্ধবিশিষ্ট। ইহাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে দুধকাউলি, কর্ণাটে হন্নুগট্টবত্তিগে বলিয়া থাকে।

কাকোলী, ক্ষীরকাকোলীর লক্ষণযুক্ত, কিন্তু ইহা কিছু কৃষ্ণবর্ণ, এইমাত্র উভয়ের প্রভেদ।

পর্য্যায়।—কাকোলী, বায়সোলী, ধীরা ও কায়স্থিকা—এইগুলি কাকোলীর এবং ক্ষীরকাকোলী, বয়ঃস্থা, ক্ষীরবল্লিকা, ক্ষীরিণী, ধীরা, ক্ষীরশুক্লা ও পয়স্বিনী এই গুলি ক্ষীরকাকোলীর নাম।

গুণ।—এই উভয় দ্রব্য শীতবীর্য, শুক্রজনক, মধুররস, গুরু ও পুষ্টিকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বাত, দাহ, রক্তপিত্ত, শোষ ও জ্বরনাশক। মাত্রা—ছয় আনা।

ঋদ্ধি-বৃদ্ধি

ঋদ্ধির্বৃদ্ধিশ্চ কন্দৌ দ্বৌ ভবতঃ কোশযামলে।
শ্বেত-লোমান্বিতঃ কন্দো লতাজাতঃ সরন্ধ্রকঃ॥
স এব ঋদ্ধির্বৃদ্ধিশ্চ ভেদমপ্যেতয়োর্ব্রুবে।
তূলগ্রন্থিসমা ঋদ্ধির্বামাবর্ত্তফলা চ সা॥
বৃদ্ধিস্তু দক্ষিণাবর্ত্ত-ফলা প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ।
ঋদ্ধির্যোগং সিদ্ধিলক্ষ্মৌ বৃদ্ধেরপ্যাহ্বয়া ইমে॥
ঋদ্ধির্বল্যা ত্রিদোষঘ্নী শুক্রলা মধুরা গুরুঃ।
প্রাণৈশ্বর্য্যকরী মূর্চ্ছা-রক্তপিত্তবিনাশিনী॥
বৃদ্ধির্গর্ভপ্রদা, শীতা বৃংহণী মধুরা স্মৃতা॥
বৃষ্যা পিত্তাস্রশমনী ক্ষতকাসক্ষয়াপহা॥

(মাত্রা—ত্রিমাষিকাঃ)।

ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি

উৎপত্তি ও লক্ষণ।—ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি কোশযামল প্রদেশে উৎপন্ন হয়। ইহা শ্বেত-লোমযুক্ত, ছিদ্রবিশিষ্ট, লতাজাত কন্দবিশেষ। ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির প্রভেদ এই যে, ঋদ্ধি তুলার গ্রন্থির ন্যায় অকৃতিবিশিষ্ট ও ইহার ফল বামাবর্ত্ত, কিন্তু বৃদ্ধির ফল দক্ষিণাবর্ত্ত।

পর্য্যায়।—যোগ্য, সিদ্ধি ও লক্ষ্মী এই তিনটি ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির পর্যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ঋদ্ধি বলকারক, ত্রিদোষনাশক, শুক্রজনক, মধুররস, গুরু, আয়ুবর্ধক, ঐশ্বর্যপ্রদ, মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্ত-বিনাশক।

---

* কাকোলী মধুরা স্নিগ্ধা ক্ষয়পিত্ত নিলার্ত্তিনুৎ। / রক্তদাহজ্বরঘ্নী চ কফশুক্রবিবর্দ্ধিনী॥ রা॰ নি॰।

গুণ।—ঋদ্ধি গর্ভপ্রদ, শীতবীর্য, বৃংহণ, মধুররস ও শুক্রকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা রক্তপিত্ত, ক্ষত, কাস ও ক্ষয় প্রশমক। মাত্রা—ছয় আনা।

যষ্টিমধু

যষ্টিমধু তথা যষ্টির্মধুকং ক্লীতকং তথা।
অন্যৎ ক্লীতনকং তৎ তু ভবেৎ তোয়ে মধুলিকা॥
যষ্টির্হিমা গুরুঃ স্বাদ্বী চক্ষুষ্যা বলবর্ণকৃৎ।
সুস্নিগ্ধা শুক্রলা কেশ্যা স্বর্য্যা, পিত্তানিলাস্রজিৎ।
ব্রণশোথবিষচ্ছর্দ্দি-তৃষ্ণাগ্লানিক্ষয়াপহা॥ *

(মাত্রা—দ্বিমাষিকা)।

যষ্টিমধু

পর্য্যায়।—যষ্টিমধু, যষ্টি, মধুক ও ক্লীতক এইগুলি যষ্টিমধুর নামান্তর। জলজ যষ্টিমধুর নাম ক্লীতনক ও মধুলিকা।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মূলহটি, মীঠী লকরী, মূলৈঠিকা ও জেঠী-মধু, মহারাষ্ট্রে জেষ্ঠিমধ, মূলেটী; গুজরাটে জেঠিমধনোমূল, জেঠিমধনোশীরো, কর্ণাটে যষ্টিমধু, বল্লিযষ্টিমধু; আসামে যষ্টিমধু; তৈলঙ্গে যষ্টিমধুকম্; ফারসীতে বেখমেহেকুমবু; আরবী ভাষায় অসলুস্ সুসমুকস্সররব্যাসুস্ বলে। ইহার ডাক্তারী নাম—Glycyrrhiza glabra গ্লাইসিরিজা গ্লেবরা, ইংরাজী Liquorice root।

গুণ।—যষ্টিমধু শীতল, গুরু, মধুররস, চক্ষুর হিতকর, বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, সুস্নিগ্ধ, শুক্রকারক, কেশ্য ও স্বরবর্দ্ধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিত্ত, বায়ু, রক্তদুষ্টি, ব্রণ, শোথ, বিষদোষ, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, গ্লানি ও ক্ষয় প্রশমক। মাত্রা—চারি আনা।

অষ্টবর্গপ্রতিনিধিঃ

মেদা-জীবক-কাকোলী-ঋদ্ধিদ্বন্দ্বেঽপি চাসতি।
বরীবিদার্য্যশ্বগন্ধা-বারাহীশ্চ ক্রমাৎ ক্ষিপেৎ॥

মেদা ও মহামেদার অভাবে শতমূলী, জীবক ও ঋষভকের অভাবে ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাকোলী ও ক্ষীরকাকোলীর অভাবে অশ্বগন্ধা এবং ঋদ্ধি ও বৃদ্ধির অভাবে বারাহীকন্দ গ্রহণ করিবে।

* মধুরং যষ্টিমধুকং কিঞ্চিত্তিক্তঞ্চ শীতলম্।/চক্ষুষ্যং পিত্তজ্বং রুচ্যং শোষতৃষ্ণাব্রণাপহম্।

কাম্পিল্যঃ

কাম্পিল্যঃ কর্কশশ্চন্দ্রো রক্তাঙ্গো রোচনোঽপি চ।
কাম্পিল্লঃ কফপিত্তাস্র-ক্রিমিগুল্মোদরব্রণান্।
হন্তি রেচী কটূষ্ণশ্চ মেহানাহবিষাশ্মনুৎ॥ *

(মাত্রা—মাষচতুষ্টয়ম্)।

কমলাগুঁড়ি

পর্য্যায়।—কাম্পিল্য (কাম্পিল্য) কর্কশ, চন্দ্র, রক্তাঙ্গ ও রোচন এইগুলি কমলা-গুঁড়ির পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম কংবীলা, মহারাষ্ট্রী নাম কমিলা ও কপিলা, গুজরাটি কপীলো, কর্ণাটি কম্পিল্লকং, ফারসী কম্বিলার, আরবী কিম্বীর। ল্যাটিন নাম Mallotus philippinensis মলোটস্ ফিলিপিনেনসিস্। ইংরাজী Kamala।

গুণ।—কমলাগুঁড়ি রেচক, ও উষ্ণবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি, ক্রিমি, গুল্ম, উদর, ব্রণ, মেহ, আনাহ, বিষ ও অশ্মরী নাশক। ইহার মাত্রা তিন আনা হইতে অর্দ্ধতোলা।

আরগ্বধঃ

আরগ্বধো রাজবৃক্ষঃ সম্পা কশ্চতুরঙ্গুলঃ।
আরেবতো ব্যাধিঘাতঃ কৃতমালঃ সুবর্ণকঃ॥
কর্ণিকারো দীর্ঘফলঃ স্বর্ণাঙ্গঃ স্বর্ণভূষণঃ।
আরগ্বধো গুরুঃ স্বাদুঃ শীতলঃ স্রংসনোত্তমঃ।
জ্বরহৃদ্রোগপিত্তাস্র-বাতোদাবর্ত্তশূলনুৎ॥
পত্রাণি রেচকানি স্যুঃ কফমেদোহরাণি চ।
পুষ্পাণি স্বাদুশীতানি তিক্তানি গ্রাহকাণি চ॥
তৎফলং স্রংসনং রুচ্যং কুষ্ঠপিত্তকফাপহম্।
জ্বরে তু সততং পথ্যং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং পরম্॥
মজ্জা চ মধুরা পাকে স্নিগ্ধা চাগ্নিবিবর্দ্ধিনী।
রেচিকা পিত্তবাতানাং নাশিকা সমুদাহৃতা॥

(মাত্রা—৪ মাষকাঃ)।

---

* কম্পিল্লকো বিরেচী স্যাৎ কটূষ্ণো ব্রণনাশনঃ। / কফকাসার্ত্তিহারী চ জন্তুকৃমিহরো লঘুঃ রা. নি.।

সোন্দাল

পর্য্যায়।—আরগ্বধ, রাজবৃক্ষ, সম্পাক, চতুরঙ্গুল আরেবত, ব্যাধিঘাত, কৃতমাল, সুবর্ণক, কর্ণিকার, দীর্ঘফল, স্বর্ণাঙ্গ ও স্বর্ণভূষণ—এইগুলি সোন্দালের পর্য্যায় শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে বাঙ্গালায় সোণালু, রাখালনড়ী ও বানরনডী, হিন্দীতে আমলতাস্, ধনবহেডা ও শোণহালী, তৈলঙ্গে রেলচেট্ট, রেল্লুকায়া, মহারাষ্ট্রে বাহবা, বাহ্ল্যাচ্যা শেঙ্গাতীলগর, কর্ণাটে হেগাকে, গুজরাটে গরমালো, উৎকলে সুনারি ও আরবীতে খ্যোরশম্বর বলে। ইহার লাটিন নাম Cassia Fistula ক্যাসিয়া ফিসটুলা।

গুণ।—গুরু, মধুর, শীতল ও সুবিরেচক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা জ্বর, হৃদ্রোগ, রক্তপিত্ত, বায়ু, উদাবর্ত্ত ও শূলনাশক।

সোন্দালের পত্রাদির গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পত্র—রেচক এবং কফ এ মেদোনাশক। পুষ্প—মধুরতিক্তরস, শীতবীর্য ও মলসংগ্রাহক। ফল—বিরেচক, রুচিকর এবং কুষ্ঠ, পিত্ত ও কফনাশক। ইহা জ্বরে বিশেষ হিতকর ও কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। সোন্দালমজ্জা—মধুরবিপাক, স্নিগ্ধা, অগ্নিবর্দ্ধক, রেচক এবং পিত্ত ও বায়ু নাশক। ইহাব ফলেব আঠা গ্রহণ করিতে হয়। মাত্রা—আধ তোলা হইতে দেড তোলা।

কটুরোহিণী

কট্বী তু কটুকা তিক্তা কৃষ্ণভেদা কটুম্ভরা।
অশোকা মৎস্যশকলা চক্রাঙ্গী শকুলাদনী।
মৎস্যপিত্তা কাণ্ডরুহা রোহিণী কটুরোহিণী॥
কট্বী তু কটুকা পাকে তিক্তা রুক্ষা হিমা লঘুঃ।
ভেদিনী দীপনী হৃদ্যা কফপিত্তজ্বরাপহা।
প্রমেহশ্বাসকাসাস্র-দাহকুষ্ঠক্রিমিপ্রণুৎ॥

(মূলস্য মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

কটুকী

পর্য্যায়।—কট্বী, কটুকা, তিক্তা, কৃষ্ণভেদা, কটুম্ভরা, অশোকা, মৎস্যশকলা চক্রাঙ্গী, শকুলাদনী, মৎস্যপিত্তা, কাণ্ডরুহা, রোহিণী, কটুরোহিণী—এইগুলি কটুকীর পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কুটকী, মহারাষ্ট্রে কুটকী, কুটকীকালী, গুজর'টে কড়ু, তৈলঙ্গে নল্লকোলকর কাটকরোহিণী, কার্ণটে কেদারকটুকি, আসামে মাটোকটোকা; ফারসীতে খর্ব্বকে সিয়াহ ও আরবীতে খর্ব্বক, অস্বদ খর্ব্বকে অবীয়দ বলে। ডাক্তারী নাম Picrorhiza Kurroa পাইক্রোরিজা করুয়া। ইংরাজী নাম Black Hellebore।

গুণ।—ইহা কটুবিপাক, তিক্তরস, রুক্ষ, শীতবীর্য, লঘু, ভেদক, অগ্নিদীপন ও হৃদ্য।

আময়িক প্রয়োগ।—কটকী কফ, পিত্ত, জ্বর, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, রক্তদোষ, দাহ, কুষ্ঠ ও ক্রিমিরোগ নষ্ট করে। মাত্রা—মূল চারি আনা।

কিরাততিক্তঃ

কিরাততিক্তঃ কৈরাতঃ কটুতিক্তঃ কিরাতকঃ।
কান্দতিক্তোঽনার্য্যতিক্তো ভূনিম্বো রামসেনকঃ॥
কিরাতঃ সারকো রুক্ষঃ শীতলস্তিক্তকো লঘুঃ।
সন্নিপাতজ্বরশ্বাস-কফপিত্তাস্রদাহনুৎ।
কাসশোথতৃষাকুষ্ঠ-জ্বরব্রণক্রিমিপ্রণুৎ।

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

চিরতা

পর্য্যায়।—কিরাততিক্ত, কৈরাত, কটুতিক্ত, কিরাতক, কাণ্ডতিক্ত, অনার্য্যতিক্ত, ভূনিম্ব ও রামসেনক এইগুলি চিরতার পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে চিরায়তা, মহারাষ্ট্রে কিরাইত, গুজরাটে করিয়াতু, কর্ণাটে নেলবংউচু, তৈলঙ্গে নেলানেমু, আসামে চিরতা, ফারসীতে নেনিহাদ ও আরবীতে কসবুঝ, ঝারিরা বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Plant Swertia Chirata প্লাণ্ট সোয়েরতিয়া চিরতা।

গুণ।—চিরতা সারক, রুক্ষ, শীতল, তিক্তরস ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা সেবনে সন্নিপাতজ্বর, শ্বাস, কফ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি, দাহ, কাস, শোথ, পিপাসা, কুষ্ঠ, জ্বর, ব্রণ ও ক্রিমি নষ্ট হয়। মাত্রা—চারি আনা।

নৈপালকিরাতঃ

কিরাতকোঽন্যো নৈপালঃ সোঽৰ্দ্ধতিক্তো জ্বরান্তকঃ।
নৈপালতিক্তকঃ কিঞ্চিদুষ্ণো যোগবহো লঘুঃ॥
তিক্তং পিত্তং কফং শোথং রক্তরুক্তৃট্‌জ্বরান জয়েৎ।
অন্যে গুণাস্তু ভূনিম্ব-সদৃশা গুণিভির্মতাঃ॥

(মাত্রা—দ্বিমাষকৌ)।

পর্য্যায়।—নেপালদেশে একপ্রকার চিরতা জন্মে, তাহাকে অর্ধতিক্ত ও রান্তক বলে।

গুণ।—ইহা কিঞ্চিৎ উষ্ণ, যোগবহ, লঘু ও তিক্তরস।

আময়িক প্রয়োগ।—পিত্ত, কফ, শোথ, রক্তদুষ্টি, পিপাসা ও জ্বর প্রভৃতি রোগে ইহা প্রয়োগ করিতে হয়। ইহার অপরাপর গুণ চিরতার ন্যায় জানিবে। মাত্রা—চারি আনা।

যবতিক্তা

যবতিক্তা মহাতিক্তা শ্বেতবুহ্না তু শঙ্খিনী।
সূক্ষ্মপুষ্পা তিক্তফলা যাবী তিক্তা যশস্বিনী ॥
তিক্তাম্লা দীপনী রুচ্যা রেচনী বিষাস্রনুৎ।
ক্রিমিকুষ্ঠজ্বরহরী বালানাং শুভদায়িনী ॥

কালমেঘ

পর্য্যায়।—যবতিক্তা, শ্বেততিক্তা, শ্বেতবুহ্না, শঙ্খিনী, সূক্ষ্মপুষ্পা, তিক্তফলা, যাবী, তিক্তা ও যশস্বিনী এইগুলি কালমেঘের নাম। ল্যাটিন—Andrographis-paniculata।

গুণ।—কালমেঘ তিক্তাম্লরস, অগ্নিদীপক, রুচিকর ও রেচক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বিষদোষ, রক্তদুষ্টি, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও জ্বর নাশ করে। বালকদের পক্ষে কালমেঘ সুফলপ্রদ।

ইন্দ্রযবঃ

উক্তং কুটজবীজন্তু যবমিন্দ্রযবং তথা।
কলিঙ্গাঞ্চাপি কালিঙ্গং তথা ভদ্রযবা অপি।
ক্বচিদিন্দ্রস্য নামৈব ভবেৎ তদভিধায়কম্ ॥
ইন্দ্রযবং ত্রিদোষঘ্নং সংগ্রাহি কটু শীতলম্।
জ্বরাতীসারঽক্তার্শঃ ক্রিমিবীসর্পকুষ্ঠনুৎ।
দীপনং গুদকীলাস্র-বাতাস্রশ্লেষ্মশূলজিৎ।*

(মাত্রা—১ মাষকঃ)।

ইন্দ্রযব

পর্য্যায়।—কুটজবীজ, যব, ইন্দ্রযব, কলিঙ্গ ও কালিঙ্গ ভদ্রযব এইগুলি কুড়্চি বীজের নামান্তর। কখন-কখন ইন্দ্রবাচক সমস্ত শব্দই ইহার পর্য্যায় বলিয়া গৃহীত।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ইন্দ্রজৌ, উৎকলে ইন্দ্রযব, মহারাষ্ট্রে কুড্যাচেংবীজ, গুজরাটে ইন্দ্রযব, আসামে কুটজগুটী, কর্ণাটে কোড়সিগেয়বীজ, ফারসীতে জবান কুঞ্জিস্ক ও আরবীতে লেসাণুৎ, অসাকীর বলে। ডাক্তারী নাম Seeds of Holorrhena anti-dysenterica সিড্স্ অব্ হোলারহিনা এন্টি-ডিসেন্ট্রিকা।

গুণ।—ইন্দ্রযব ত্রিদোষনাশক, সংগ্রহী, কটু, শীতল ও অগ্নিদীপক।

---

* ইন্দ্রযবা কটুতিক্তা শীতা কফবাতরক্তপিত্তহরা।/ দাহাতিসারশমনী নানাত্বগ্‌দোষশূলমূলঘ্নী ॥ রা. নি.।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা জ্বর, অতিসার, রক্তার্শঃ, ক্রিমি, বীসর্প, কুষ্ঠ, অর্শঃ, রক্তদোষ, বাতরক্ত, কফ ও শূলনাশক। মাত্রা—দুই আনা

মদনঃ

মদনশ্ছর্দ্দনঃ পিণ্ডো নটঃ (ক) পিণ্ডীতকস্তথা।
করহাটো মরুবকঃ শল্যকো বিষপুষ্পকঃ॥
মদনো মধুরস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণো লেখনো লঘুঃ।
বান্তিকৃদ্ বিদ্রধিহরঃ প্রতিশ্যায়ব্রণান্তকঃ।
রুক্ষঃ কুষ্ঠকফানাহ-শোথগুল্মব্রণাপহঃ॥ *
(মাত্রা—২ মাষকৌ)।

ময়না

পর্য্যায়।—মদন, ছর্দ্দন, পিণ্ড, নট, পিণ্ডীতক, করহাট, মরুবক, শল্যক ও বিষপুষ্পক এইগুলি ময়নার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মইনফল, করহর, তৈলঙ্গে বসন্তকড়িমিচেট্টু, মগুচেট্টু, ত্রঙ্গচেট্টু ও উন্মেত্তট্টু, উৎকলে পাতর, তামিলে মড়ুককৃবয়, নেপাল মৈদল, পাঞ্জাবে মিণ্ডকোল্ল, মহারাষ্ট্রে গেল, গুজরাটে ঢাল, দক্ষিণাত্যে মেনাহল বলে। ল্যাটিন নাম Randia dumetorum রেণ্ডিয়া ডিউমেটোরম্। ইংরাজী নাম Bushy gardenia বুসি গার্ডেনিয়া।

গুণ—ময়না মধুরতিক্তরস, উষ্ণবীর্য, লেখন, লঘু, বমনকারক ও রুক্ষ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বিদ্রধি, প্রতিশ্যায়, ব্রণ, কুষ্ঠ, কফ, আনাহ, শোথ ও গুল্মব্রণ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

রাস্না

রাস্না নাকুলী সুরসা সর্পগন্ধা পলঙ্কষা।
রাস্না যুক্তরসা রস্যা সুগন্ধা রসনা রসা।
এলাপর্ণী চ সুরসা সুগন্ধা শ্রেয়সী তথা॥
রাস্নামপাচিনী তিক্তা গুরুষ্ণা কফবাতজিৎ।
শোথশ্বাসসমীরাস্র-বাতশূলোদরাপহা।
কাসজ্বরবিষাশীতি-বাতিকামযসিধ্মজিৎ॥ ** (মাত্রা—দ্বিমাষকৌ)।

(ক) পিণ্ডীনট ইত্যপিঃ পাঠঃ

* কৃষ্ণশ্বেতশ্চ মদনঃ শীতলো মধুরঃ স্মৃতঃ।/কটুস্তিক্তশ্চ তুবরো বান্তিকৃৎ কফনাশনঃ॥
পক্কামাশয়শুদ্ধেশ্চ কারকঃ পিত্তনাশকঃ।/হৃদ্রোগনাশকশ্চৈব পূর্ব্বমাদ্যুত্তমো গুণৈঃ॥ রা. নি.।
** রাস্না তু ত্রিবিধা প্রোক্তা মূলং পত্রং তৃণং তথা।/জ্ঞেয়ৌ মূলদলৌ শ্রেষ্ঠৌ তৃণরাস্না তু মধ্যমা। রা. নি.।

রাস্না

পর্য্যায়।—রাস্না, নাকুলি, সুরসা, সর্পগন্ধা, পলকষা, যুক্তরসা, রস্যা, সুবহা, রসনা রসা, এলাপর্ণী, সুগন্ধা ও শ্রেয়সী এইগুলি রাস্নার নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম রাসন, রহসনী, রাস্না; মহারাষ্ট্রী নাম নাবলীচ্যা মুল্যা; গুজরাটী রাসনা, কর্ণাটে রসনা. কেদারে প্রসিদ্ধা, তৈলঙ্গী নাম রাসনা পুডকা, কিরম্মিচক, অস্তর দামর, ফারসী রাস্নুন; আরবী জংজবীলশামী; ডাক্তারী নাম Vanda Roxburghie ভাণ্ডা রক্সবার্গি।

গুণ।—ইহা আমপাচক, তিক্ত, গুরু ও উষ্ণবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—রাস্না কফ, বায়ু, শোথ, শ্বাস, বাতরক্ত, বাতশূল, উদর, কাস, জ্বর, বিষ, অশীতি প্রকার বাতরোগ ও সিধ্ম বিনষ্ট করে। মাত্রা—চারি আনা।

নাকুলী (রাস্নাভেদঃ)

নাকুলী সুরসা নাগ-সুগন্ধা গন্ধনাকুলী।
নকুলেষ্টা ভুজাঙ্গাক্ষী সর্পাক্ষী বিষনাশিনী॥
নাকুলী তুবরা তিক্তা কটুকোষ্ণা বিনাশয়েৎ।
ভোগিতালুবৃশ্চিকাখু-বিষজ্বরক্রিমিব্রণান্॥ †

(মাত্রা—দ্বিমাষকৌ)।

গন্ধরাস্না

পর্য্যায়—নাকুলী, সুরসা, নাগসুগন্ধা, গন্ধনাকুলী, নকুলেষ্টা, ভুজঙ্গাক্ষী, সর্পাক্ষী ও বিষনাশিনী এইগুলি নাকুলীর পর্যায় শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ডাক্তারী নাম Ophioxylan Serpentinum ওফিয়ক্সিলন সারপেনটিনম্।

গুণ।—নাকুলী তিক্তকটুকষায়রস ও উষ্ণবীর্ধ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা সর্প, মাকড়সা, বৃশ্চিক ও ইন্দুরের বিষ, জ্বর, ক্রিমি ও ব্রণ বিনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

মাচিকা

মাচিকা প্রস্থিকাম্বষ্ঠা তথা চাম্বালিকাম্বিকা।
ময়ূরবিদলা কেশী সহস্রা বালমূলিকা॥

† নাকুলীযুগলং তিক্তং কটুকঞ্চ ত্রিদোষহৃৎ।/ অনেকবিষবিধ্বংসি কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠং দ্বিতীয়কম্॥

রা. নি.।

মাচিকাম্লা রসে পাকে কষায়া শীতলা লঘুঃ।
পক্কাতীসাররপিত্তাস্র-কফকণ্ঠাময়াপহা ॥ *

(মাত্রা—দ্বিমাষকৌ)।

পর্য্যায়।—মাচিকা, প্রস্থিকা, অম্বষ্ঠা, অম্বালিকা, অম্বিকা, ময়ূরবিদলা, কেশী, সহস্রা ও বালমূলিকা এইগুলি মাচিকার নামান্তর। ইহা হিন্দুস্থানে মোইয়া নামে প্রসিদ্ধ।

গুণ।—ইহা অম্লরস, পাকে কষায়, শীতল ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—মাচিকা পক্কাতিসার, রক্তপিত্ত, কফ ও কণ্ঠরোগ বিনাশ করে। মাত্রা—চারি আনা।

তেজবতী

তেজস্বিনী তেজবতী তেজহ্বা লঘুবল্কলা।
মহৌজসী পারিজাতা শীতা তিক্তাতিতেজনী ॥
তেজস্বিনী কফশ্বাস-কাসাস্যাময়বাতহৃৎ।
পাচন্যুষ্ণা কটুস্তিক্তা রুচিবহ্নিপ্রদীপনী ॥

(মাত্রা—মাষৈকা)।

পর্য্যায়।—তেজস্বিনী, তেজবতী, তেজহ্বা, (তেজনী), লঘুবল্কলা, মহৌজসী, পারিজাতা, শীতা, তিক্তা, অতিতেজনী এইগুলি তেজবতীর নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও গুজরাটে তেজবল, মহারাষ্ট্রে তেজবল, তির্ফালী; দাক্ষিণাত্যে জলধরী বলে। ইংরাজী নাম toothache tree।

গুণ।—তেজবতী পাচক, উষ্ণবীর্য, কটুতিক্তরস, রুচিকর ও অগ্নিদীপক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, শ্বাস, কাস, মুখরোগ ও বায়ুনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

জ্যোতিষ্মতী

জ্যোতিষ্মতী স্যাৎ কটভী জ্যোতিষ্কা কঙ্গুনীতি চ।
পারাবতপদী পণ্যা লতা প্রোক্তা ককুন্দনী ॥
জ্যোতিষ্মতী কটুস্তিক্তা সরা কফসমীরজিৎ।
অত্যুষ্ণা বামনী তীক্ষ্ণা বহ্নিবুদ্ধিস্মৃতিপ্রদা ॥ **

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

---

* অম্বষ্ঠা সা কষায়াম্লা কফ করা রুজাপহা।/বাতাময়বলাসঘ্নী রুচিবৃদ্ দীপনী পরা। রা. নি.।

** জ্যোতিষ্মতী তিক্তরসা চ রুক্ষা কিঞ্চিৎ কটুর্বাতকফাপহা চ।/ দাহপ্রদা দীপনকৃচ্চ মেধ্যা প্রজ্ঞাঞ্চ পুষ্ণাতি তথা দ্বিতীয়া ॥ রা. নি.।

লতাফট্‌কী বা বনউচ্ছে

পর্য্যায়।—জ্যোতিষ্মতী, কটভী, জ্যোতিষ্কা, কঙ্গুনী, পারাবতপদী, পণ্যা, লতা ও ককুন্দনী এইগুলি লতাফট্‌কীর পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মালকাঙ্গুনী কাকুমর্দ্দনিকা, বড়ীমালকাঙ্গুনী উমিঞ্জিনী; গুজরাটে মালকাঙ্গণী; মহারাষ্ট্রে মালকাঙ্গোণী, পিংগবী; কর্ণাটে কৌগুএরডু; তৈলঙ্গে বাবাঞ্জী, বেক্ কুড়ুতোগে এবং ফারসীতে কাল বলে। ডাক্তারী নাম Celastrus Auriculata সিলেট্রাস অরিকুলেটা, ইংরাজী নাম Staff tree।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কটুতিক্তরস, সারক, কফ ও বায়ুনাশক অতি উষ্ণবীর্য, বমনকারক, তীক্ষ্ণ এবং অগ্নি বৃদ্ধি ও স্মৃতিপ্রদ। মাত্রা—দুই আনা।

কুষ্ঠম্

কুষ্ঠং রোগাহ্বয়ঞ্চাপ্যং পারিভব্যং তথোৎপলম্।
কুষ্ঠমুষ্ণং কটু স্বাদু শুক্রলং তিক্তকং লঘু।
হন্তি বাতাস্রবীসর্প-কাসকুষ্ঠমরুৎকফান্॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

কুড়

পর্য্যায়।—কুষ্ঠ, আপ্য পারিভব্য ও উৎপল, এইগুলি এবং রোগবাচক সমস্ত শব্দ কুড়ের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কুঠ, মহারাষ্ট্রে কোষ্ঠ, গুজরাটে কুঠ উপলেট, তৈলঙ্গে চঙ্গল্‌কোষ্ঠ বা চঙ্গল কুষ্ঠ, ফারসীতে কোশ্বহ, আরবীতে কুস্তবেহেরী বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Sausurea lappa, সশুরিয়া লেপ্পা। S. Auriculata।

গুণ।—উষ্ণবীর্য্য, কটুতিক্তমধুররস, শুক্রজনক ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বাতরক্ত, বীসর্প, কাস, কুষ্ঠ, বায়ু ও কফনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

পুষ্করমূলম্

উক্তং পুষ্করমূলন্তু পৌষ্করং পুষ্করঞ্চ তৎ।
পদ্মপত্রঞ্চ কাশ্মীরং কুষ্ঠভেদমিমং জগুঃ॥
পৌষ্করং কটুকং তিক্তমুষ্ণং বাতকফজ্বরান্।
হন্তি শোথারুচিশ্বাসান্ বিশেষাৎ পার্শ্বশূলনুৎ॥ *

(মাত্রা—৬ রক্তিকাঃ)।

পর্য্যায়।—পুষ্করমূল, পৌষ্কর, পুষ্কর, পদ্মপত্র ও কাশ্মীর এইগুলি পুষ্করমূলের পর্য্যায়।

* পুষ্করং কটুতিক্তোষ্ণং কফবাতজ্বরাপহম্।/ শ্বাসারোচককাসঘ্নং শোফঘ্নং পাণ্ডুনাশনম্॥ রা. ন.।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে কাশ্মীরে পাতালপদ্মিনী, হিন্দুস্থানে পোহকরমূল, তৈলঙ্গে পুষ্কর দেশংলো প্রসিদ্ধ মৈন ওষধিবিশেষমু, গুজরাটে পোকরমূল, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে পুষ্করমূল বলে। ইহা কুড় বিশেষ। ডাক্তারী নাম Root of Aplotaxis auriculata রুট্ অব এ্যাপলোটাক্সিস্ অরিকুলেটা।

গুণ।—পুষ্করমূল কটুতিক্তরস ও উষ্ণবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, শোথ, অরুচি ও শ্বাসনাশক। পার্শ্বশূলে ইহা বিশেষ হিতকর। মাত্রা—এক আনা।

স্বর্ণক্ষীরী চোকঞ্চ

কটুপর্ণী হৈমবতী হেমক্ষীরী হিমাবতী।
হেমাহ্বা পীতদুগ্ধা চ তন্মূলং চোকমুচ্যতে ॥
হেমহ্বা রেচনী তিক্তা ভেদিন্যুৎক্লেশকারীণী।
ক্রিমিকণ্ডুবিষানাহ-কফপিত্তাস্রকুষ্ঠনুৎ ॥ *

(মাত্রা—১ মাষকঃ)।

স্বর্ণক্ষীরীমূল, শেয়াল কাঁটার মূল

পর্য্যায়।—কটুপর্ণী, হৈমবতী, হেমক্ষীরী, হিমাবতী, হেমাহ্বা ও পীতদুগ্ধা—এই গুলি স্বর্ণক্ষীরীর নাম। ইহার মূলকে চোক বলে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সত্যানাশী, কটেরী ভরেবংদ পিসোলা, মহারাষ্ট্রে কাণ্টেধোত্রা, ফিরঙ্গী ধোত্রা, গুজরাটে দারুডী, কর্ণাটে চিক্কণিক্কেমভেদ, তামিলে ব্রহ্মদণ্ডুবিরই বলে। ইংরাজী নাম Gomboje Thistle, Argemoni Maxicana।

গুণ।—স্বর্ণক্ষীরীমূল রেচক, তিক্তরস, ভেদক ও উৎক্লেশজনক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ক্রিমি, কণ্ডু, বিষদোষ, আনাহ, কফ, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

কর্কটশৃঙ্গী

শৃঙ্গী কর্কটশৃঙ্গী চ স্যাৎ কুলীরবিষাণিকা।
অজশৃঙ্গী তু চক্রা চ কর্কটাখ্যা চ কীর্ত্তিতা ॥
শৃঙ্গী কষায়া তিক্তোষ্ণা কফবাতক্ষয়জ্বরান্।
শ্বাসোর্দ্ধবাততৃট্কাস-হিক্কারুচিবমীন্ হরেৎ ॥

(মাত্রা—১ মাষকঃ)।

* স্বর্ণক্ষীরী হিমা তিক্তা সরা কণ্ডুবিনাশিকা। বাতরক্তং ক্রিমীন্ পিত্তং কফং কৃচ্ছ্রঞ্চ নাশয়েৎ ॥ জুর্ত্ত্যশ্মরীশোফদাহ-জ্বরকুষ্ঠবিনাশিনী। মূলন্তস্তু চোক ইতি গুণাঃ পূর্ব্বোক্তবৎ স্মৃতাঃ ॥ রা. নি.।

কাঁকড়াশৃঙ্গী

পর্য্যায়।—শৃঙ্গী, কর্কটশৃঙ্গী, কুলীরবিষাণিকা, অজশৃঙ্গী ও চক্রা—এইগুলি কাঁকড়াশৃঙ্গীর পর্যায় এবং কাঁকড়ার যে-যে নাম প্রথিত আছে, ইহাও সেই-সেই নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ককড়াশিঙ্গী ও ককর শিং, মহারাষ্ট্রে কাকড শিঙ্গী, কর্ণাটে কর্কটশৃঙ্গী, গুজরাটে কাকড়াশীংগী ও তৈলঙ্গে কর্কটাশৃঙ্গী বলে। ডাক্তারী নাম Rhus succedanea রস সকসিডানিয়া, Pistacia Integerrima।

গুণ।—কাঁকড়াশৃঙ্গী কষায়তিক্তরস ও উষ্ণবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বায়ু, ক্ষয়, জ্বর, শ্বাস, উর্ধবাত, তৃষ্ণা, কাস, হিক্কা, অরুচি ও বমি নাশ করে। মাত্রা—দুই আনা।

কট্ফলঃ

কট্ফলঃ সোমবল্কশ্চ কৈটর্য্যঃ কুম্ভিকাপি চ।
শ্রীপর্ণিকা কুমুদিকা ভদ্রা ভদ্রবতীতি চ॥
কট্ফলস্তুবরস্তিক্তঃ কটুর্বাতকফজ্বরান্।
হন্তি শ্বাসপ্রমেহার্শঃ-কাসকণ্ঠাময়ারুচীঃ॥

(অস্য ত্বচো গ্রাহ্যাঃ, মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ)।

কায়ফল / কট্ছাল

পর্য্যায়।—কট্ফল, সোমবল্ক, কৈটর্য্য, কুম্ভিকা, শ্রীপর্ণিকা, কুমুদিকা, ভদ্রা ও ভদ্রবতী এইগুলি কায়ফলের নাম।

দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীভাষায় কায়ফল, কর্ণাটী ভাষায় কিরুসিবন্নি, তৈলঙ্গে পাপরবুডম্, মহারাষ্ট্রী ভাষায় কুম্ভ্যাচী শাল বা ফল, গুজরাটে কায়ফল, ফারসীতে উত্‌লবর্ক, আরবীতে দার শীশবান্ বলে। ডাক্তারী নাম Myrica sapida মাইরিকা সাপিডা। কট্ ছালের নস্য হাঁচি প্রদায়ক।

গুণ।—কট্ফল কষায় তিক্ত ও কটুরস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বায়ু, কফ, জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কাস, কণ্ঠরোগ ও অরুচি বিনাশক। ইহার ত্বকের মাত্রা—এক আনা।

ভার্গী

ভার্গী ভৃগুভবা পদ্মা ফঞ্জী ব্রাহ্মণযষ্টিকা।
ব্রাহ্মণ্যঙ্গারবল্লী চ খরশাকশ্চ হঞ্জিকা॥
ভার্গী রুক্ষা কটুস্তিক্তা রুচ্যোষ্ণা পাচনী লঘুঃ।

দীপনী তুবরা গুল্ম-রক্তদুম্নাশয়েদ্ ধ্রুবম্ ।
শোথকাসকফশ্বাস-পীনসজ্বরমারুতান্ ।।
পর্ণমস্যা জ্বরং দাহং হিক্কাং দোষত্রয়ং হরেৎ ।। *
(মাত্রা—একমাষকঃ)

বামুনহাটী

পর্য্যায় ।—ভার্গী, ভৃগুভবা, পদ্মা, ফঞ্জী, ব্রাহ্মণযষ্টিকা, ব্রাহ্মণী, অঙ্গারবল্লী, খরশাক ও হঞ্জিকা এইগুলি বামুনহাটির নাম ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ভারঙ্গী, ব্রহ্মনেটী, মহারাষ্ট্রে ভারঙ্গ, গুজরাটে ভারঙ্গী, কর্ণাটে কির্হদেগু, তৈলঙ্গে ভণ্টভারঙ্গী, আসামে ওকোলবীর ও নেপালে চুয়া বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Siphonanthus Indica সিফোন্থানথস্ ইণ্ডিকা, Cselodendron Siphonanthus ।

গুণ ।—বামুনহাটী রুক্ষ, কটুতিক্তকষায়রস, রুচিকর, উষ্ণবীর্য, পাচক, লঘু ও অগ্নিদীপ্তিকর ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা রক্তগুল্ম, শোথ, কাস, কফ, শ্বাস, পীনস, জ্বর ও বায়ু-নাশক । বামুনহাটির পত্র জ্বর, দাহ, হিক্কা ও ত্রিদোষ নাশ করে। মাত্রা—দুই আনা ।

পাষাণভেদঃ **

পাষাণভেদকোঽশ্মঘ্নো গিরিভিদ্ ভিন্নযোজনী ।
অশ্মভেদো হিমস্তিক্তঃ কষায়ো বস্তিশোধনঃ ॥
ভেদনো হন্তি দোষার্শো-গুল্মকৃচ্ছ্রাশ্মহৃদ্রুজঃ ।
যোনিরোগান্ প্রমেহাংশ্চ প্লীহশূলব্রণানি চ ॥ *
(মূলস্যাস্য মাত্রা—একমাষকঃ) ।

হিমসাগর / পাথরকুচি

পর্য্যায় ।—পাষাণভেদক, অশ্মঘ্ন, গিরিভিৎ, ভিন্নযোজনী এইগুলি হিমসাগরের নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও গুজরাটে পাষাণভেদ, পাথরচুর, মহারাষ্ট্রে পাষানভেদ, কর্ণাটে আলেলগয়া, পাষাণভেদী, তৈলঙ্গে তেলমুরুপিণ্ডী, পিংড়ীচেট্টু, ফারসীতে গোশাদ্ ও আরবীতে জিস্তিয়ানা বলে। ডাক্তারী নাম Coleus amboinicus কোলিয়স্ এ্যাম্বোয়িনিকস্, ইংরাজী irissp ।

---

* ভার্গী তু কটুতিক্তোষ্ণা কাসশ্বাসবিনাশিনী ।/ গুল্মজ্বরাস্রগ বাতঘ্নী ক্ষয়পীনসনাশিনী ॥ রা. নি. ।

** ক্ষুদ্রপাষাণভেদশ্চ ব্রণকৃচ্ছ্রাশ্মরীহরঃ ॥ রা. নি. ।

গুণ।—হিমসাগর শীতবীর্য, তিক্তকষায়রস, বস্তিশোধক ও ভেদক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ত্রিদোষ, অর্শঃ, গুল্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, হৃদ্রোগ, যোনিরোগ, প্রমেহ, প্লীহা, শূল ও ব্রণরোগ নিবারক। মাত্রা—দুই আনা।

ধাতকী

ধাতকী ধাতুপুষ্পী চ তাম্রপুষ্পী চ কুঞ্জরা।
সুভিক্ষা বহুপুষ্পী চ বহ্নিজ্বালা চ সা স্মৃতা ॥
ধাতকী কটুকা শীতা মদকৃৎ তুবরা লঘুঃ।
তৃষ্ণাতীসারপিত্তাস্র-বিষক্রিমিবিসর্পজিৎ ॥

(পুষ্পস্যাস্য মাত্রৈকমাষকঃ)।

ধাইফুল

পর্য্যায়।—ধাতকী, ধাতুপুষ্পী, তাম্রপুষ্পী, কুঞ্জরা, সুভিক্ষা, বহুপুষ্পী ও বহ্নিজ্বালা—এইগুলি ধাইফুলের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ধায়ক ফুল, ধবইকে ফুল, মহারাষ্ট্রে ধায়টা, তৈলঙ্গে ধাতুকীপুড ঔরপূব্বু ও জাগি, গুজরাটে ধাবণী, কর্ণাটে ধায়িফুল এবং উৎকলে জাতিকো বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Woodfordia Floribunda উডফর্ডিয়া ফ্লোরিবণ্ডা।

গুণ।—ধাইফুল কটু, শীতবীর্য, মদকারক, কষায় ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা তৃষ্ণা, অতিসার, পিত্ত, রক্তদুষ্টি, বিষদোষ, ক্রিমি ও বিসর্প প্রশমক। মাত্রা—দুই আনা।

মঞ্জিষ্ঠা

মঞ্জিষ্ঠা বিকসা জিঙ্গী সমঙ্গা কালমেষিকা।
মণ্ডুকপর্ণী ভণ্ডীরী ভণ্ডী যোজনবল্ল্যপি ॥
রসায়ন্যরুণা কালা রক্তাঙ্গী রক্তযষ্টিকা।
ভণ্ডীতকী চ গণ্ডীরী মঞ্জুষা বস্ত্ররঞ্জিনী ॥
মঞ্জিষ্ঠা মধুরা তিক্তা কষায়া স্বর্ণবর্ণকৃৎ।
গুরুরুষ্ণা বিষশ্লেষ্ম-শোথযোন্যক্ষিকর্ণরুগ্।
রক্তাতিসারকুষ্ঠাস্র-বীসর্পব্রণমেহনুৎ ॥

(মাত্রৈকমাষকঃ)।

মঞ্জিষ্ঠা

পর্য্যায়।—মঞ্জিষ্ঠা, বিকসা, জিঙ্গী, সমঙ্গা, কালমেষিকা, মণ্ডুকপর্ণী, ভণ্ডীরী,

ভণ্ডী, যোজনবল্লী, রসায়নী, অরুণা, কালা, রক্তাঙ্গী, রক্তযষ্টিকা, ভণ্ডীতকী, গণ্ডীরী, মঞ্জুষা ও বস্ত্ররঞ্জিনী এইগুলি মঞ্জিষ্ঠার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে গুজরাটে ও বোম্বায়ে মজীঠ, মহারাষ্ট্রে মঞ্জিষ্ঠ, তৈলঙ্গে মঞ্জিষ্ঠতীঠী ও তাম্রবল্লী, তামিলে মঞ্জিট্টি, আসামে মজাবী, ফারসীতে রুনাস এবং আরবীতে ফুরহতু সিবগ উরুকুসমু বাগীন বলে। ইহার লাটিন নাম Rubia Cordifolia রুবিয়া কর্ডিফোলিয়া। ইংরাজী Madder root।

গুণ।—মঞ্জিষ্ঠা মধুরতিক্তকষায়রস, গুরু ও উষ্ণবীর্য এবং স্বরবর্দ্ধক ও বর্ণকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—মঞ্জিষ্ঠা ব্যবহারে বিষদোষ, শ্লেষ্মা শোথ, যোনিরোগ, নেত্র ও কর্ণরোগ, রক্তাতিসার, কুষ্ঠ, রক্তদুষ্টি, বিসর্প, ব্রণ ও মেহ নাশ হয়। মাত্রা—দুই আনা।

কুসুম্ভম্

স্যাৎ কুসুম্ভং বহ্নিশিখং বস্ত্ররঞ্জকমিত্যপি।
কুসুম্ভং মধুরং রুক্ষং বহ্নিকৃদ্ রোচনং মতম্॥
বিণ্মূত্রদোষশমনং কটূষ্ণংগুরু পিত্তলম্।
ক্রিমিহৃদ্ বাতলং কৃচ্ছ্র-রক্তপিত্তকফাপহম্॥
কুসুম্ভো বাতলো রুক্ষো'বিদাহী কটুকঃ স্মৃতঃ।
মূত্রকৃচ্ছ্রং কফং রক্ত-পিত্তঞ্চৈব বিনাশয়েৎ॥
কুসুম্ভপত্রং মধুরং নেত্র্যমুষ্ণং কটু স্মৃতম্।
অগ্নিদীপ্তিকরঞ্চাতি-রুচ্যং রুক্ষং গুরু স্মৃতম্॥
সরং পিত্তকরঞ্চাম্লং গুদরোগকরং মতম্।
কফবিণ্মূত্রমেদানাং নাশনং পরমং মতম্॥
কুসুম্ভবীজং মধুরং স্নিগ্ধং শীতং কষায়কম্।
অবৃষ্যং গুরু চ প্রোক্তং কফবাতাস্রপিত্তনুৎ।
বলদা দীপ্তিকরী পাকে কটী কফাপহা॥

(মাত্রৈকমাষকঃ)।

কুসুমফুল

পর্য্যায়।—কুসুম্ভ, বহ্নিশিখ ও বস্ত্ররঞ্জক এই তিনটি কুসুমফুলের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কসুম (কর্), মহারাষ্ট্রে কর্ডীচেংফল, কর্ডরা, গুজরাটে কুসুম্বো, কররড় (কুসুম্বানাবী); কর্ণাটে কুসুম্ভ, তৈলঙ্গে লগুক, লক্কবঙ্গারমু, ফারসীতে গুলেমাফর (তুখমকায়শা), আরবীতে অখরীজ, হবুল, অসফর বলে। ডাক্তারী নাম Safflower carthamus tinctorious সাফ্লাওয়ার কার্থামস্ টিংটোরিয়স্।

গুণ—কুসুমফুল মধুররস, রুক্ষ, অগ্নিকারক, রুচিকর, মলমূত্রের দোষনাশক, কটু, উষ্ণবীর্য, গুরু, পিত্তকর ও বায়ুজনক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কৃমি, মূত্রকৃচ্ছ রক্তপিত্ত ও কফনিবারক।

কুসুমফুলের গাছের গুণ—ইহা বাতজনক, রুক্ষ, বিদাহী ও কটুরস।

আময়িক প্রয়োগ।—মূত্রকৃচ্ছ, কফ ও রক্তপিত্তরোগে ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

কুসুমপত্রের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মধুরাম্লকটুরস, নেত্রের হিতকর, উষ্ণবীর্য, অগ্নিদীপ্তিকর, অতিশয় রোচক, রুক্ষ, গুরু, সারক, পিত্তকর ও গুহ্যদেশজ-রোগকারক। ইহা কফ, মল, মূত্র ও মেদের নাশক।

কুসুমবীজের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কুসুমবীজ মধুরকষায়রস, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য, অবৃষ্য ও গুরু। ইহা কফ, বাত ও রক্তপিত্তরোগে প্রযোজ্য।

বনকুসুমফুলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বনকুসুমফুল অগ্নিদীপ্তিকর, কটুবিপাক ও কফনাশক। ইহাদের প্রত্যেকের মাত্রা—দুই আনা।

লাক্ষা, অলক্তকশ্চ

লাক্ষা পলঙ্কষালক্তো যাবো বৃক্ষাময়ো জতুঃ।
লাক্ষা বর্ণ্যা হিমা বল্যা স্নিগ্ধা চ তুবরা লঘুঃ॥
অনুষ্ণা কফপিত্তাস্র-হিক্কাকাসজ্বরপ্রণুৎ।
ব্রণোরঃক্ষতবীসর্প-কৃমিকুষ্ঠগদাপহা॥
অলক্তকো গুণৈস্তদ্বদ্ বিশেষাদ্ ব্যঙ্গনাশনঃ।
অলক্তকো রজোরোধী রক্তপিত্তক্ষয়াপহঃ।
প্রদরঘ্নাপ্যতীসারং সরক্তং ক্ষপয়েদ্ ধ্রুবম॥

লা ও আলতা

পর্য্যায়—লাক্ষা, পলঙ্কষা, অলক্ত, যব, বৃক্ষাময় ও জতু—এইগুলি লাক্ষার নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে লাখ, লাহী, গুজরাটে ও মহারাষ্ট্রে লাখ, কর্ণাটে অরগু, তৈলঙ্গে লক্কুক ও লাকা, আসামে লা, লাহা, ফারসীতে লাক, আরবীতে লুক্ ধোত্রল লাখ লুক্‌মসুল বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Shell lac সেল ল্যাক্।

গুণ।—লা বর্ণকর, শীতল, বলবর্ধক, স্নিগ্ধ, কষায়, লঘু ও অনুষ্ণ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ব্যবহারে কফ, রক্তপিত্ত, হিক্কা, কাস, জ্বর, ব্রণ, উরঃক্ষত, বীসর্প, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়।

অলক্তকের গুণাদি।—অলক্তক ও লাক্ষাসদৃশ গুণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহা ব্যঙ্গ (মেচেতা), রক্তপিত্ত, ক্ষয়, রক্তপ্রদর ও রক্তাতিসার নাশক এবং রজোরোধক।

হরিদ্রা

হরিদ্রা কাঞ্চনী পীতা নিশাখ্যা বরবর্ণিনী।
ক্রিমিঘ্নী হলদী যোষিৎ-প্রিয়া হরবিলাসিনী॥
হরিদ্রা কটুকা তিক্তা দেহবর্ণবিধায়িকা।
উষ্ণা রুক্ষা শোধনী চ স্ত্রীণাঞ্চ ভূষণং মতা॥
কফং বাতং রক্তদোষং কুষ্ঠং কণ্ডুং প্রমেহকং।
ত্বগ্‌দোষঞ্চ ব্রণং শোথং পাণ্ডুরোগং ক্রিমীন্ বিষম্।
পীনসঞ্চারুচিং পিত্তমপচীঞ্চৈব নাশয়েৎ॥

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্)।

হরিদ্রা

পর্য্যায়।—হরিদ্রা, কাঞ্চনী, পীতা, বরবর্ণিনী, ক্রিমিঘ্নী, হলদী, যোষিৎপ্রিয়া ও হরবিলাসিনী এইগুলি এবং রাত্রিবাচক সমস্ত শব্দ হরিদ্রার নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে হর্দ্দী ও হল্‌দি, মহারাষ্ট্রে হলদি, হল্কদ, কর্ণাটে অরসিন, তৈলঙ্গে পাশুপু, দাক্ষিণাত্যে হলদ, গুজরাটে হলদর ও আসামে হালদি বলে। ফারসী নাম জরদচোব, আরবী নাম উরুকুস্‌সুক্কর। ডাক্তারী নাম Curcuma Longa কুরকিউমা লঙ্গা। ইংরাজী নাম Turmeric।

গুণ।—হরিদ্রা কটুতিক্তরস, দেহের বর্ণকারক, উষ্ণবীর্য, রুক্ষ, শোধন ও স্ত্রীলোকের ভূষণ।

আময়িক প্রয়োগ।—কফজ ও বাতজ দোষ, রক্তদুষ্টি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, প্রমেহ, ত্বগ্‌দোষ, ব্রণ, শোথ, পাণ্ডুরোগ, ক্রিমি, বিষদোষ, পীনস, অরুচি, পিত্ত ও অপচী রোগে ইহা প্রয়োগ করিতে হয়। মাত্রা—আধতোলা।

আম্রগন্ধিহরিদ্রা

আম্রনাম্নী হরিদ্রা তু তিক্তা চাম্লা রুচিপ্রদা।
লঘ্ব্যগ্নিদীপনী চোষ্ণা তুবরা চ সরা মতা॥
কফঘ্নোগ্রব্রণং কাসং শ্বাসং হিক্কাং জ্বরং তথা।
মুখরোগং রক্তদোষং বাতং শূলঞ্চ নাশয়েৎ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

আম-আদা

দেশভেদে নামভেদ।—আম-আদাকে হিন্দীতে আম্বীয়াহলদি, কপূরহলদি, গুজরাটে আম্বাহলদর, কর্ণাটে হুলী অরসিন্, তৈলঙ্গে কারুপাসুপু, মহারাষ্ট্রে আম্বেহল্দ বলে। ইংরাজী নাম Mangoginger।

গুণ।—ইহা তিক্তকষায়রস, রুচিপ্রদ, লঘু, অগ্নিদীপক, উষ্ণবীর্য ও সারক।

আময়িক প্রয়োগ।—কফ, উগ্রব্রণ, কাস, শ্বাস, হিক্কা, জর, মুখরোগ, রক্তদোষ, বায়ু ও শূল রোগ নাশার্থ আমআদা প্রয়োগ করিতে হয়। মাত্রা—দুই আনা।

বনহরিদ্রা

আরণ্যকহরিদ্রা তু কটুকা মধুরা মতা।
রুচ্যাগ্নিদীপনী তিক্তা কুষ্ঠবাতাদিদোষনুৎ।
রক্তদোষং বিষং শ্বাসং কাসং হিক্কাঞ্চ নাশয়েৎ॥ *
(মাত্রা—একমাষকঃ)।

বনহরিদ্রা

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে জংলী হল্‌দি, মহারাষ্ট্রে শোলী, রানহল্দ ও অম্ভিবিষকা, কোঙ্কণে অরিসিন, তৈলঙ্গে অডবিপশুপু, বোম্বায়ে রাণ হলদ ও কাচোরা, তামিলে কস্তুরিমঞ্জুল ও আসামে কেটুরী বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Wild Turmeric ওয়াইল্‌ড্ টারমারিক।

গুণ।—কটুতিক্তমধুররস, রুচিকারক ও অগ্নিদীপক।

আময়িক প্রয়োগ।—কুষ্ঠ, বাতাদি ত্রিদোষ, রক্তদুষ্টি, বিষদোষ, শ্বাস, কাস ও হিক্কা নাশার্থ ইহা প্রযোজ্য। মাত্রা—দুই আনা।

কর্পূরহরিদ্রা

কর্পূরনাম্নী চ নিশা শীতা তিক্তা চ বাতলা।
স্বাদ্বী বৃষ্যা মধুরসা কণ্ডুপিত্তবিনাশিনী॥
(মাত্রা—একমাষকঃ)।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কর্পূরহল্‌দী ও তৈলঙ্গে কর্পূর হরিদ্রমনে বস্তুবিশেষ বলে।

গুণ।—ইহা শীতবীর্য, মধুরতিক্তরস, মধুরবিপাক, বাতজনক ও বৃষ্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কণ্ডু ও পিত্তবিনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

* শোলিকা কটুকা গৌল্যা রুচ্যা তিক্তাগ্নিদীপনী। রা. নি.

দারুহরিদ্রা

দার্ব্বী দারুহরিদ্রা চ পর্জ্জন্যা পর্জ্জনীতি চ।
কটঙ্কটেরী পীতা চ ভবেৎ সৈব পচম্পচা ॥
সৈব কালীয়কঃ প্রোক্তস্তথা কালেয়কোঽপি চ।
পীতদ্রুশ্চ হরিদ্রুশ্চ পীতদারু কপীতকম্ ॥
দার্ব্বী নিশাগুণা কিন্তু নেত্রকর্ণাস্যরোগনুৎ। *
(মাত্রা—ষট্ রক্তিকাঃ)।

দারুহরিদ্রা

পর্য্যায়।—দার্ব্বী, দারুহরিদ্রা, পর্জ্জন্যা, পর্জ্জনী, কটঙ্কটেরী, পীতা, পচম্পচা, কালীয়ক, কালেয়ক, পীতদ্রু, হরিদ্রু, পীতদারু ও কপীতক এইগুলি দারুহরিদ্রার নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও দাক্ষিণাত্যে দারুহল্‌দি, জারকেহল্‌দি, কর্ণাটে মরনরিসিন, তৈলঙ্গে মনিপস্পু, তামিলে মরমঞ্জিল, মহারাষ্ট্রে দরুহলদ, গুজরাটে দারুহলদর, ফারসীতে দারচোব, আরবীতে দারহলদ বলে। ডাক্তারী নাম Berberis Asiatica বারবেরিস্ এসিয়াটিকা ও Berberis aristata।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—দারুহরিদ্রা সাধারণ হরিদ্রার ন্যায় গুণকারক। অধিকন্তু ইহা নেত্ররোগ, কর্ণরোগ ও মুখরোগ বিনাশক। মাত্রা—এক আনা।

রসাঞ্জন

দার্ব্বীক্বাথসমং ক্ষীরং পাদং পক্ত্বা যদা ঘনম্।
তদা রসাঞ্জনাখ্যং তৎ নেত্রয়োঃ পরমং হিতম্ ॥
রসাঞ্জনং তার্ক্ষ্যশৈলং রসগর্ভঞ্চ তার্ক্ষ্যজম্।
রসাঞ্জনং কটু শ্লেষ্ম-বিষনেত্রবিকারনুৎ।
উষ্ণং রসায়নং তিক্তং ছেদনং ব্রণদোষহৃত ॥
(মাত্রা—একমাষকঃ)।

রসাঞ্জন

উৎপত্তি।—দারুহরিদ্রার ক্বাথ ও দুগ্ধ সমভাগে একত্র পাক করিয়া পাদাবশেষ থাকিতে নামাইলে সেই ঘনীভূত দ্রব্যকে রসাঞ্জক কহে।

পর্য্যায়।—রসাঞ্জন, তার্ক্ষ্যশৈল, রসগর্ভ ও তার্ক্ষ্যজ এইগুলি রসাঞ্জনের পর্যায় শব্দ।

দেশভেদে নামভেদে।—ইহাকে হিন্দুস্থানে রসোৎ, গুজরাটে রসবতী, তৈলঙ্গে রসাঞ্জনমু, আরবীতে হুজুজ এবং সর্বত্র রসাঞ্জন বলে। ডাক্তারী নাম Extract of Indian Berberis, Extractum Berberidis।

* তিক্তাদারুহরিদ্রা তু কাথা ব্রণমেহনুৎ। /কণ্ডুবিসর্পত্বগদোষ-বিষকর্ণাক্ষিদোষহা ॥ রা.নি.।

গুণ।—রসাঞ্জন নেত্রের পরম হিতকারক, কটুতিক্তরস, উষ্ণ, রসায়ন, ছেদন ও ব্রণদোষহারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শ্লেষ্মা, বিষদোষ ও নেত্রবিকার নিবারক। মাত্রা—দুই আনা।

সোমরাজী

অবল্গুজো বাকুচী স্যাৎ সোমরাজী সুপর্ণিকা।
শশিলেখা কৃষ্ণফলা সোমা পূতিফলীতি চ।
সোমবল্লী কালমেষী কুষ্ঠঘ্নী চ প্রকীর্ত্তিতা॥
বাকুচী মধুরা তিক্তা কটুপাকা রসায়নী।
বিষ্টম্ভঘ্নী হিমা রুচ্যা সরা শ্লেষ্মাস্রপিত্তনুৎ।
রুক্ষা হৃদ্যা শ্বাসকুষ্ঠ-মেহজ্বরক্রিমিপ্রণুৎ॥
তৎফলং পিত্তলং কুষ্ঠ-কফানিলহরং কটু।
কেশ্যং ত্বচ্যং বমিশ্বাস-কাসশোথামপাণ্ডুহৃৎ।

(মাত্রা—১ মাষকঃ)।

সোমরাজী (হাকুচ বীজ)

পর্য্যায়।—অবল্গুজ, বাকুচী, সোমরাজী, সুপর্ণিকা, শশিলেখা, কৃষ্ণফলা, সোমা, পুতিফলী, সোমবল্লী, কালমেষী ও কুষ্ঠঘ্নী এইগুলি সোমরাজীর নাম।

দেশভেদে নামভেদে।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বায়চী, বাব্‌চী, বকুচী ও কানিয়ে জিযোরিত, মহারাষ্ট্রে বাবচী, বাউচী, কর্ণাটে বাউচিগে, বোম্বায়ে বাম্বচী, গুজরাটে বাবচী, বাবচীনাবী, তামিলে বোগিবিট্টলু, তৈলঙ্গে ভিপ্পতোগে ও নেলবয়লিয়ে বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Serratula Anthelmintica সিরাটুলা এনথেলমিন্‌টিকা।

গুণ।—সোমরাজী মধুরতিক্তরস, কটুবিপাক, রসায়ন, বিষ্টম্ভনাশক, শীতল, রুচিকারক, সারক, রুক্ষ ও হৃদ্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর ও ক্রিমি নাশক।

গুণ।—সোমরাজীবীজ পিত্তবর্ধক, কটুরস, কেশের হিতকারক ও ত্বকের উপকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কুষ্ঠ, কফ, বায়ু, বমি, শ্বাস, কাস, শোথ, আম ও পাণ্ডুরোগের প্রশমক। মাত্রা—দুই আনা।

বাকুচীভেদঃ

শ্বিত্রারির্বাকুচীভেদঃ কুষ্ঠদোষত্রয়াস্রজিৎ।
বাতরক্তহরো লেপাৎ সিধ্মশ্বিত্রবিনাশনঃ॥

বুচ্‌কীদানা

পর্য্যায়।—শ্বিত্রারি ও বাকুচীভেদ এই দুইটি বুচ্‌কীদানার পর্যায়।

গুণাদি।—বুচ্‌কীদানা ত্রিদোষনাশক। ইহা কুষ্ঠ, রক্তদোষ ও বাতরক্ত রোগে ব্যবহার্য। ইহার প্রলেপ দ্বারা শিশ্ন ও শ্বিত্ররোগ নিবারিত হইয়া থাকে। ডাক্তারী নাম Psoralea corylifolia সোরেলিয়া করিলিফোলিয়া।

পাটলা

পাটলা পিচ্ছিলা প্রোক্তা সা স্নিগ্ধা কাসবারিণী।
শিশ্নযোন্যোর্হরেদ্ দাহং ব্রণদাহনিবারণী॥

বিহিদানা

পর্য্যায়।—পাটলা ও পিচ্ছিলা এই দুইটি বিহিদানার পর্যায়।

গুণাদি।—বিহিদানা স্নিগ্ধ, কাসঘ্ন, মেঢ্র ও যোনির দাহ নিবারক। ক্ষতস্থানের জ্বালা নিবারণার্থ ইহা স্থানিক প্রয়োগ করা যায়।

চক্রমর্দ্দঃ

চক্রমর্দ্দঃ প্রপুন্নাটো দদ্রুঘ্নো মেষলোচনঃ।
পদ্মাটঃ স্যাদেডগজশ্চক্রী পুন্নাট ইত্যপি॥
চক্রমর্দ্দো লঘুঃ স্বাদু রুক্ষঃ পিত্তানিলাপহঃ।
হৃদ্যো হিমঃ কফশ্বাস-কুষ্ঠদদ্রুক্রিমীন্ হরেৎ॥
হন্ত্যষ্ণং তৎফলং কুষ্ঠ-কণ্ডুদদ্রুবিষানিলান্।
গুল্মকাসক্রিমিশ্বাস-নাশনং কটুকং স্মৃতম্॥

(মূলস্যাস্য মাত্রা—একমাষকঃ)।

চাকুন্দে / এড়াঞ্চি / চাটকাটা

পর্য্যায়।—চক্রমর্দ্দ, প্রপুন্নাট, দদ্রুঘ্ন, মেষলোচন, পদ্মাট, এড়গজ, চক্রী ও পুন্নাট এইগুলি চাকুন্দের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে চক্‌বড়, পবাড ও পমাড়, মহারাষ্ট্রে তরবটা ও টাংকালাতরোটা, কর্ণাটে চাচে, গুজরাটে কুবাধিয়ো, তৈলঙ্গে তাংট্যম্ ও ফারসীতে সঞ্জীস বোয়া বলে। ইহার লাটিন নাম Cassia Alata কাসিয়া এলাটা।

গুণ।—চাকুন্দে লঘু, স্বাদু, রুক্ষ, হৃদ্য ও হিম।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিত্ত, বায়ু, কফ, শ্বাস, কুষ্ঠ, দদ্রু ও ক্রিমিনাশক।

গুণ।—চক্রমর্দ্দের ফল উষ্ণবীর্য ও কটুরস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কুষ্ঠ, কণ্ডু, দদ্রু, বিষদোষ, বায়ু, গুল্ম, কাস, ক্রিমি ও শ্বাস নিবারক। মাত্রা—দুই আনা।

কাসমর্দ্দঃ

কাষমর্দ্দোঽরিমর্দ্দশ্চ কাসারিঃ কর্কশস্তথা।
কাসমর্দ্দদলং রুচ্যং বৃষ্যং কাসবিষাস্রনুৎ ॥
মধুরং কফবাতঘ্নং পাচনং কণ্ঠশোধনম্।
বিশেষতঃ কাসহরং পিত্তঘ্নং গ্রাহকং লঘু ॥

কালকাসুন্দে

পর্য্যায়।—কাসমর্দ্দ, অরিমর্দ্দ, কাসারি ও কর্কশ এইগুলি কালকাসুন্দের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কসৌন্দী ও কাসিংদা, মহারাষ্ট্রে রানকাসবিন্দা, কর্ণাটে কাসবদীফরহুলকণাদ, গুজরাটে কাসোংদরী জঙ্গলী এবং তৈলঙ্গে গুরপুতাঢ্যং কাসবিন্দচেট্টু বলে। ডাক্তারী নাম Cassia sophera কাসিয়া সোফেরা।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কালকাসুন্দে পাতা রুচিজনক, বৃষ্য, মধুররস, পাচক ও কণ্ঠশোধক এবং বিষদোষ, রক্তদুষ্টি, কফ ও বায়ু নাশক। বিশেষতঃ ইহা মলসংগ্রাহক, লঘুপাক, কাসঘ্ন ও পিত্তদুষ্টিনিবারক।

অতিবিষা

বিষা ত্বতিবিষা বিশ্বা শৃঙ্গী প্রতিবিষারুণা।
শুক্লকন্দা চোপবিষা ভঙ্গুরা ঘুণবল্লভা ॥
বিষা সোষ্ণা কটুস্তিক্তা পাচনী দীপনী হরেৎ।
কফপিত্তাতিসারাম-বিষকাসবমিক্রিমীন্ ॥ *

(অস্যাস্তচো মাত্রা—একমাষকঃ)।

আতইচ

পর্য্যায়।—বিষা, অতিবিষা, বিশ্বা, শৃঙ্গী, প্রতিবিষা, অরুণা, শুক্লকন্দা, উপবিষা ভঙ্গুরা ও ঘুণবল্লভা—এই সকল অতিবিষার প্রসিদ্ধ নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে অতীস, মহারাষ্ট্রে অতিবিষ, গুজরাটে অতলসনীকলী, কর্ণাটে অতিবিষা, তৈলঙ্গে অতিবাসা ও অতিবসচেট্টু বলে। ডাক্তারী নাম Aconitum heterophyllum একোনাইটম্ হেটোরফিলম।

গুণ।—অতিবিষা উষ্ণবীর্য, কটুতিক্তরস, পাচক, অগ্নিদীপক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, অতিসার, আমদোষ, বিষ, কাস, বমি ও ক্রিমি বিনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

---

* অতিবিষা ত্রিধা জ্ঞেয়া শুক্লা কৃষ্ণা তথারুণা। / রসবীর্য্যবিপাকেষু নির্ব্বিষেব গুণাধিকা ॥ রা. নি.।

লোধ্রঃ পট্টিকালোধ্রশ্চ

লোধ স্তিল্বস্তিরীটশ্চ শাবরো গালবস্তথা।
দ্বিতীয়ঃ পট্টিকালোধঃ ক্রমুকঃ স্থূলবল্কলঃ ॥
জীর্ণপত্রো বৃহৎপত্রঃ পট্টি লাক্ষাপ্রসাদনঃ।
লোধ্রো গ্রাহী লঘুঃ শীতশ্চক্ষুষ্যঃ কফপিত্তনুৎ।
কষায়ো রক্তপিত্তাসৃগ্-জ্বরাতীসারশোথহৃৎ ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

লোধ ও পট্টিয়া লোধ (রক্তলোধ)

পর্য্যায়—লোধ, তিল্ব, তিরীট, শাবর ও গালব এই কয়েকটি লোধের প্রসিদ্ধ নাম।

পর্য্যায়।—পট্টিকালোধ, ক্রমুক, স্থূলবল্কল, জীর্ণপত্র, বৃহৎপত্র, পট্টি ও লাক্ষাপ্রসাদন—এই কয়েকটি পট্টিয়ালোধের প্রসিদ্ধ নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে লোধ, পাঠানী লোধ, তৈলঙ্গে তেল্ললোদুগ-চেট্টুগ, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে লোধ, গুর্জ্জরে লোদর, পঠানী লোদর বলে। আরবী নাম মুগাম্। ইহার ডাক্তারী নাম Symplocos racemosa সিম্‌প্লাকস্ রেসমোশা।

গুণ।—লোধ ধারক, লঘু, শীতবীর্য, চক্ষুর হিতকর ও কষায়রস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, রক্তপিত্ত, রক্তদোষ, জ্বর, অতিসার ও শোথ-বিনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

লশুনঃ

লশুনস্তু রসোনঃ স্যাদুগ্রগন্ধো মহৌষধম্।
অরিষ্টো ম্লেচ্ছকন্দশ্চ যবনেষ্টো রসোনকঃ ॥
পঞ্চভিশ্চ রসৈর্যুক্তো রসেনাম্লেন বর্জ্জিতঃ।
তস্মাদ্ রসোন ইত্যুক্তো দ্রব্যাণাং গুণবেদিভিঃ।
কটুকশ্চাপি মূলেষু তিক্তং পত্রেষু সংস্থিতম্।
নালে কষায় উদ্দিষ্টো নালাগ্রে লবণঃ স্মৃতঃ ॥
বীজে তু মধুরঃ প্রোক্তো রসস্তদ্‌গুণবেদিভিঃ।
রসোনো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ পাচনঃ সরঃ ॥
রসে পাকে চ কটুকস্তীক্ষ্ণো মধুরকো মতঃ।
ভগ্নসন্ধানকৃৎ কণ্ঠ্যো গুরুঃ পিত্তাস্রবৃদ্ধিদঃ।
বলবর্ণকরো মেধা-হিতো নেত্র্যো রসায়নঃ ॥

* লোধ্রদ্বয়ং কষায়ঃ স্যাৎ শীতং বাতকফাস্রনুৎ। / চক্ষুষ্যং বিষহৃৎ তত্র বিশিষ্টো বলরোধ্রকঃ ॥ বলরোধ্রঃ পট্টিকালোধ্র। রা. নি.।

হৃদ্রোগজীর্ণজ্বরকুক্ষিশূল-বিবন্ধগুল্মারুচিকাসশোফান্।
দুর্নামকুষ্ঠানলসাদজন্তু-সমীরণশ্বাসকফাংশ্চ হন্তি ॥
মদ্যং মাংসং তথাম্লঞ্চ হিতং লশুনসেবিনাম্।
ব্যায়ামমাতপং রোষমতিনীরং পয়োগুড়ম্।
রসোনমশ্নন্ পুরুষস্ত্যজেদেতান্ নিরন্তরম্ ॥

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকঃ)।

লশুন

পর্য্যায়।—লশুন, রসোন, উগ্রগন্ধ, মহৌষধ, অরিষ্ট, ম্লেচ্ছকন্দ, যবনেষ্ট ও রসোনক,—এই কয়েকটি রসুনের প্রসিদ্ধ নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে লশুন, লহশন, কান্দা, মহারাষ্ট্রে পাংটরী-লশুন, কর্ণাটে বিলিয়বেল্লুল্লি, তৈলঙ্গে তেলাউল্লিগাণ্ডা, তামিলে বল্লুইপাণ্ড, আসামে নহরু, গুজরাটে লসন, ফারসীতে সীরু ও আরবীতে সুম ইস্কুদিয়ুল শুমল হৈয়োব বলে। ইংরাজীতে Garlic roct, Allium sativum।

রস ও রসের স্থান।—রসুন মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই পঞ্চ রসযুক্ত। ছয় রসের মধ্যে কেবল ইহা অম্লরস-বিহীন ; অতএব একটি রসে উন (হীন), বলিয়া দ্রব্যগুণবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে রসোন নামে অভিহিত করিয়াছেন। রসোনের মূলে কটুরস, পত্রে তিক্তরস, নালে কষায় রস, নালের অগ্রভাগে লবণ রস এবং বীজে মধুর রস আছে।

গুণ।—রসুন পুষ্টিকর, শুক্রবর্ধক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য, পাচক, সারক, কটুমধুররস, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণবীর্য, ভগ্নসন্ধানকারক, কণ্ঠশোধক, গুরু এবং পিত্ত ও রক্তবর্ধক ; বলকর, বর্ণপ্রসাদক, মেধাজনক, চক্ষুর হিতকারক ও রসায়ন।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা হৃদ্‌রোগ, জীর্ণজ্বর, কুক্ষিশূল, মলবিবন্ধ, গুল্ম, অরুচি, কাস, শোথ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি, বায়ু, শ্বাস ও কফনাশক।

রসোনসেবির পথ্যাপথ্য।—রসোনসেবি-ব্যক্তির পক্ষে মদ্য, মাংস এবং অম্লদ্রব্য হিতজনক। ব্যায়াম, রৌদ্র, ক্রোধ অধিক জল, দুগ্ধ ও গুড় এইসকল রসোনভোজি-ব্যক্তির পক্ষে অহিতকর, সুতরাং উহা পরিত্যাজ্য। মাত্রা—আধ তোলা।

পলাণ্ডুঃ

পলাণ্ডুর্যবনেষ্টশ্চ দুর্গন্ধো মুখদূষকঃ।
পলাণ্ডুস্তু বুধৈর্জ্ঞেয়ো রসোনসদৃশৈ গুণৈঃ ॥

স্বাদুঃ পাকে রসেঽনুষ্ণঃ কফকৃন্নাতিপিত্তলঃ।
হরতে কেবলং বাতং বলবীর্য্যকরো গুরুঃ॥ *

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকঃ)।

পেঁয়াজ

পর্য্যায়।—পলাণ্ডু, যবনেষ্ট, দুর্গন্ধ ও মুখদূষক, এইগুলি পেঁয়াজের প্রসিদ্ধ নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পিয়াজ বা পিয়জ, প্যাজ্, মহারাষ্ট্রে কান্দা; কর্ণাটে লোহিরী উল্লি, কেম্পিন উল্লি; তৈলঙ্গে নীরুল্লিচেট্টু, নীরউলি; তামিলে বেঙ্গয়ম্, বোম্বায়ে কান্দ; পারস্যে বুল্লিগড্ডনু; গুজরাটে ডুংগলী; আসামে পিয়াজ্; ফারসীতে প্যাজ্, আরবীতে বসল্ বলে। ইহার লাটিন নাম Allium sepa, ডাক্তারী নাম Onion, ফ্রেঞ্চ নাম Ognun।

গুণ।—পলাণ্ডু রসোনের ন্যায় গুণযুক্ত; বিশেষতঃ ইহা মধুররস, মধুরবিপাক, অনুষ্ণবীর্য, কফকারক নাতিপিত্তজনক, বলকারক, বীর্যবর্দ্ধক গুরু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কেবল বায়ুনাশক। মাত্রা—আধ তোলা।

ভল্লাতকম্

ভল্লাতকঃ ত্রিষু প্রোক্তোঽরুষ্কোঽরুষ্করোঽগ্নিকঃ।
তথৈবাগ্নিমুখী ভল্লী বীরবৃক্ষশ্চ শোফকৃৎ॥
ভল্লাতকফলং পক্বং স্বাদুপাকরসং লঘু।
কষায়ং পাচনং স্নিগ্ধং তীক্ষ্ণোষ্ণং ছেদি ভেদনম্॥
মেধ্যং বহ্নিকরং হন্তি কফবাতব্রণোদরম্।
কুষ্ঠার্শোগ্রহণীগুল্ম-শোফানাহজ্বরক্রিমীন্॥
তন্মজ্জা মধুরো বৃষ্যো বৃংহণো, বাতপিত্তহা।
বৃন্তমারুষ্করং স্বাদু পিত্তঘ্নং কেশ্যমগ্নিকৃৎ॥
ভল্লাতকঃ কষায়োষ্ণঃ শুক্রলো মধুরো লঘুঃ।
বাতশ্লেষ্মোদরানাহ-কুষ্ঠার্শোগ্রহণীগদান্।
হন্তি গুল্মজ্বরশ্বিত্র-বহ্নিমান্দ্যক্রিমিব্রণান্॥ *

(মাত্রা—৪ রক্তিকাঃ)।

ভেলা

পর্য্যায়।—ভল্লাতক শব্দ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়। অরুষ্ক, অরুষ্কর, অগ্নিক, অগ্নিমুখী, ভল্লী, বীরবৃক্ষ ও শোফকৃৎ—এই কয়েকটি ভল্লাতকের নামান্তর।

---

* পলাণ্ডুঃ কটুকো বল্যঃ কফপিত্তহরো গুরুঃ। / বৃষ্যশ্চ রোচনঃ স্নিগ্ধো বাস্তিদোষবিনাশনঃ। রা. নি.।

* ভল্লাতস্য ফলং কষায়মধুরং কোষ্ণং কফার্ত্তিভ্রমশ্বাসানাহবিবন্ধশূলজঠরাধ্মানক্রিমিধ্বংসনম্॥ রা. নি.।

দেশভেদে নামভেদ।—ভেলার নাম হিন্দীতে ভিলাবা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বিববা বিব্বা, বিবে, গুজরাটে ভিলামাং, কর্ণাটে কেরবীজ, তৈলঙ্গী ভাষায় জিড়িচেট্টু, নাল্লাজীডী বা জিড়িবিট্টুলু, উৎকল ভাষায় ভল্লিপ, বোম্বায়ে বিবভ, তামিলে শনকোট্টই, দাক্ষিণাত্যে ভিলবনা, আসামে ভলাগুটী, ফারসীতে ভিলাত্বর ও আরবীতে হবুলকলু বলে। ইহার ডাক্তারী নাম The marking nut tree, মার্কিং নট্ ট্রী, লাটিন Semecarpus Anacardium।

গুণ।—ভল্লাতকের পাকাফল মধুরবিপাক, লঘু, মধুরকষায়রস, পাচক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, ছেদী, ভেদক, মেধাজনক ও অগ্নিকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বায়ু, ব্রণ, উদর, কুষ্ঠ, অর্শঃ, গ্রহণীরোগ, গুল্ম, শোথ, আনাহ, জ্বর ও ক্রিমি বিনাশক।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ভল্লাতকমজ্জা মধুররস, শুক্রবর্ধক, পুষ্টিকারক এবং ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক। ভল্লাতকবৃন্ত—মধুররস, পিত্তঘ্ন, চুলের উপকারক এবং অগ্নিবর্ধক।

গুণ।—ভল্লাতক কষায়মধুররস, উষ্ণবীর্য, শুক্রবর্ধক ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বায়ু, শ্লেষ্মা, উদর, আনাহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, গ্রহণীরোগ, গুল্ম, জ্বর, শ্বিত্র, অগ্নিমান্দ্য, ক্রিমি ও ব্রণনাশক। মাত্রা—চারি রতি।

নদীভল্লাতকঃ

বৃষাঙ্কঃ স্যাদ্ গোজনকো নদীভল্লাতকঃ স্মৃতঃ।
বৃষাঙ্কস্তু ভবেৎ তিক্তঃ কষায়ো মধুরো হিমঃ॥
সংগ্রাহী বাতলো ব্রণ্যঃ কফরক্তাদিপিত্তহা॥

পর্য্যায়।—বৃষাঙ্ক, গোজনক ও নদীভল্লাতক—এই গুলি একপর্যায়ক শব্দ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নদীভল্লাতক তিক্তকষায়মধুর রস, শীতবীর্য, সংগ্রাহী, বাতবর্ধক, ব্রণহিতকর, কফঘ্ন, রক্তদুষ্টি ও পিত্তদুষ্টি নাশক।

শীতবীজম্

শীতবীজম্ শৈশিরিকিং শৈত্যবীজঞ্চ গদ্যতে।
মূত্রলং শীতবীজং স্যাদুষ্ণবাতনিবারণম্॥
বস্তিসংশোধনং প্রোক্তং শুক্রমেহনিবারণম্।
আধ্মানাপহরঞ্চাস্তু যোজ্যঃ শীতকষায়কঃ॥

ঈশবগুল

পর্য্যায়।—শীতবীজ, শৈশিরিক ও শৈত্যবীজ এইগুলি—ঈশবগুলের পর্যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ঈশবগুল মূত্রকারক, বস্তিসংশোধক ও উদরাধ্মান-

নাশক। ইহা দ্বারা উষ্ণবাত ও শুক্রমেহ নষ্ট হয়। ইহার শীতকষায় প্রয়োগ করিতে হয়।

ভঙ্গা

ভঙ্গা গঞ্জা মাতুলানী মাদিনী বিজয়া জয়া।
ভঙ্গা কফহরী তিক্তা গ্রাহিণী পাচনী লঘুঃ ॥
তীক্ষ্ণোষ্ণা পিত্তলা মোহ-মদবাগ্বহ্নিবর্দ্ধিনী।
মদনোদ্দীপনী নিদ্রা-জননী হর্ষদায়িনী ॥
ধনুঃস্তম্ভং জলত্রাসং বিসূচীঞ্চ মদাত্যয়ম্।
প্রবৃত্তিং রজসো বহ্বীং হন্ত্যাপত্যপ্রসূতিকৃৎ ॥

(মাত্রা—৪ রক্তিকা)।

সিদ্ধি

পর্য্যায়।—ভঙ্গা, গঞ্জা, মাতুলানী, মাদিনী, বিজয়া ও জয়া—এই কয়েকটি সিদ্ধির পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ভাঙ্, ভংগ, গাঞ্জা, মহারাষ্ট্রে ভাঙ্গ, গাঞ্জা, গুজরাটে ভাংগা, গাঞো, চরস, আসামে ঘোটা, ব্রহ্মদেশে বিন, ফারসীতে কিন্নাবিষ বরকুলখ্যাল শবনবঙ্গ, আরবীতে কিন্নবকেন, বুর্বারংরু রুহুলবঞ্জ ও তৈলঙ্গে জনপরিত্তুলু গাঞ্জাই বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Cannabis Indica ক্যানাবিষ ইণ্ডিকা, লাটিন Cannabis Sativa।

গুণ।—সিদ্ধি তিক্তরস, ধারক, পাচক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, পিত্তবর্ধক, মোহজনক, মদকারক, স্বর ও অগ্নিবর্ধক, কামোদ্দীপক, নিদ্রাজনক ও আনন্দদায়ক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, ধনুঃস্তম্ভ, জলত্রাস, বিসূচী, মদাত্যয়, অধিক রক্তস্রাব ও প্রসববাধা নিবারক। মাত্রা—৪ রতি।

সংবিদামঞ্জরী

সংবিদামঞ্জরী চোগ্রা মাদিনী হর্ষিণী তথা।
আগ্নেয়ী হর্ষিণী বল্যা মন্মথোদ্দীপনী চ সা ॥
নিদ্রাসংজননী গর্ভ-পাতিনী চ বিকাশিনী।
বেদনাক্ষেপহরণী জ্ঞেয়া চ মদকারিণী ॥
শ্বশৃগালাদিদংশোত্থং তোয়াতঙ্কং নিবারয়েৎ।
বাহ্যায়ামান্তরায়ামৌ বিসূচীমপি দারুণাম্ ॥

মদাত্যয়ং মহাঘোরং শূলঞ্চৈবাম্লপিত্তকম্ ।
অগ্নিমান্দ্যং হরেচ্চাপি রজোঽপ্রমতিসংস্রুতম্ ॥
জ্ঞেয়শ্চ সংবিদাসারো হর্ষিণীসদৃশো গুণৈঃ ।
তথা চ হর্ষিণীস্থানে যোজয়েদেনমেব চ । *

গাঁজা ও চরস

পর্য্যায় ।—সংবিদামঞ্জরী, উগ্রা, মাদিনী ও হর্ষিণী—এইগুলি গাঁজার সংস্কৃত নাম ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—গাঁজা আগ্নেয়, হর্ষজনক, বলকারক, কামোদ্দীপক, নিদ্রাকারক, গর্ভপাতক, বিকাশী, বেদনা ও আক্ষেপ নাশক এবং মাদক । বাহ্যায়াম, অন্তরায়াম, বিসূচিকা, মদাত্যয়, শূল, অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, অতিপ্রবৃত্ত ঋতুশোণিত এবং কুকুর ও শৃগালাদির দংশনজনিত জলাতঙ্ক নিবারণার্থ ইহা প্রয়োগ করা যায় ।

চরস ।—গাঁজার সারকে (আঠাকে) চরস বলে । ইহার গুণ গাঁজার ন্যায় ।

খাখসঃ

তিলভেদঃ খসতিলঃ খাখসশ্চাপি স স্মৃতঃ ।
স্যাৎ খাখসফলোদ্ভূতং বল্কলং শীতলং লঘু ॥
গ্রাহি তিক্তং কষায়ঞ্চ বাতকৃৎ কফকাসহৃৎ ।
ধাতুনাং শোষকং রুক্ষং মদকৃদ্ বাগ্ বিবর্দ্ধনম্ ।
মুহুর্মোহকরং রুচ্যং সেবনাৎ পুংস্ত্বনাশনম্ ॥

ঢেঁড়ী

পর্য্যায় ।—তিলভেদ, খসতিল ও খাখস—এই কয়েকটি পোস্তফলের (ঢেঁড়ীর) নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দী নাম পোস্ত, খসখস কা ফল, পোস্তকে ডোরে, মহারাষ্ট্রী নাম পোস্ত, গুজরাটী নাম অফীন নাডোডবাং, ফারসী নাম কোকনার, আরবী নাম অবুনাস । ডাক্তারী নাম Paphobhor samlifarum । ইংরাজী নাম Poppycapsules ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ । পোস্তফলের বল্কল শীতবীর্য, লঘু, ধারক, তিক্তকষায়-রস, বায়ুবর্ধক, কফঘ্ন, কাসনাশক, ধাতুশোষক, রুক্ষ, মদকারক, স্বরবর্ধক, মুহুর্মুহুঃ মোহজনক ও রুচিকারক । ইহা দীর্ঘকাল সেবনে পুরুষত্ব নাশ হয় ।

---

* চলা ইতি পাঠান্তরম্ ।

অহিফেনম্

উক্তং খসফলক্ষীরমাফুকমহিফেনকম্ ।
আফুকং শোষণং গ্রাহি শ্লেষ্মঘ্নং বাতপিত্তলম্ ॥
আক্ষেপশমনং নিদ্রা-জননং মদকারি চ ।
স্বেদনং বেদনাঘ্নঞ্চ মূত্রাতিসারনুৎ পরম্ ।
কাসশ্বাসাতিসারঘ্নং শোণিতক্ষতিবারণম্ ॥
তথা খসফলোদ্ভূত-বল্কলপ্রায়মিত্যপি ॥ (মাত্রেকধান্যকম)।

আফিং

পর্য্যায় ।—পোস্তফলের ক্ষীরকে (আঠাকে) আফুক ও অহিফেন বলা যায় ।'

দেশভেদে নামভেদ ।—আফিংকে হিন্দীতে অফিম্, মহারাষ্ট্রে অফু, কড়বী বা অপু, গুজরাটে অফীণ, কর্ণাটে অফেন, ফারসীতে অফয়ুনতির্য্যাক, আরবীতে লবনুল, খস্খাস, মালবে আফন, তৈলঙ্গে নাল্লামন্দু ও আসামে কালি, আফিং বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Opium poppy ওপিয়ম্ পপি ।

গুণ ।—আফিং শোষণকারি, ধারক, কফনাশক, বায়ুবর্ধক, পিত্তকারক, আক্ষেপ-নিবারক, নিদ্রাজনক্য মাদক, স্বেদজনক ও বেদনাপ্রশমক ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা মূত্রাতিসার, কাস, শ্বাস, অতিসার ও রক্তস্রাব নিবারক। খসফলের বল্কল ও অহিফেন-তুল্য গুণকারী। মাত্রা -সিকি রতি ।

খাখসবীজম

উচ্যন্তে খসবীজানি তে খাখসতিলা অপি ।
খসবীজানি বল্যানি বৃষ্যাণি সুগুরূণি চ ।
শময়ন্তি কফং তানি জনয়ন্তি সমীরণম্ ॥

পোস্তদানা

পর্য্যায় ।—খসবীজ ও খাখসতিল—এই দুইটি পোস্তদানার নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দী নাম খস্খস্কে দানে। মারাঠী ও গুজরাটী নাম খসখস, ফারসী তুখমে কোকনার, আরবী হবুল কোকনার। ইংরাজী Poppy seeds ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ —পোস্তদানা বলকারক, শুক্রবর্ধক, অতিশয় গুরু, কফনাশক ও বায়ুজনক। মাত্রা—যথোপযুক্ত ।

সৈন্ধবঃ

সৈন্ধবোঽস্ত্রী শীতশিবং মাণিমন্থঞ্চ সিন্ধুজম্ ।
সৈন্ধবং লবণং স্বাদু দীপনং পাচনং লঘু ।
স্নিগ্ধং রুচ্যং হিমং বৃষ্যং সূক্ষ্মং নেত্র্যং ত্রিদোষহৃৎ ॥
(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

পর্য্যায়।—শীতশিব, মাণিমন্থ ও সিন্ধুজ এই কয়েকটি সৈবন্ধ লবণের নামান্তর। সৈন্ধবশব্দ পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ এই দুই লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে সৈন্ধানোন, মহারাষ্ট্রে সেন্ধেলোণ, গুজরাটে সিন্ধালণ, কর্ণাটে সৈন্ধবং, তৈলঙ্গে সিন্ধুউপু, ফারসীতে নমকে সংগ, বিলোরী, নমকে সেংধ, আরবীতে মিলহে হিন্দী, বোম্বায়ে সেন্ধেলোন বলে। ইংরাজী Chloride of Sodium, ল্যাটিন Sodi Chloridum।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সৈন্ধব লবণ মধুররস, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, শীতবীর্য, শুক্রবর্ধক, সূক্ষ্মস্রোতোগামি, চক্ষুর হিতকর এবং ত্রিদোষনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

রৌমকম্

শাকম্ভরীয়ং কথিতং গুড়াখ্যং রৌমকং তথা।
গুড়াখ্যং লঘু বাতঘ্নম্ত্যুষ্ণং ভেদি পিত্তলম্।
তীক্ষ্ণং ব্যবায়ি সূক্ষ্মঞ্চাভিষ্যন্দি কটুপাকি চ॥

শাম্ভারিলবণ

পর্য্যায়।—শাকম্ভরীয়, গুড়াখ্য ও রৌমক, শাম্ভারি লবণের এই কয়েকটি নাম প্রসিদ্ধ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সাম্ভরনোন, মহারাষ্ট্রে সাম্বরলোণ, সাম্ভর মীঠ, গুজরাটে বডাগরুং মীঠ, কর্ণাটে গাড়লবণ, সম্ভরদেশজ ও ফারসীতে মিল্‌হে অবকীর বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ —শাম্ভারিলবণ, লঘু, বায়ুনাশক, অত্যন্ত উষ্ণবীর্য, ভেদক, পিত্তবর্ধক, তীক্ষ্ণ, ব্যবায়ি, সূক্ষ্মস্রোতোগামি, অভিষ্যন্দি ও কটুবিপাক।

সামুদ্রম্ *

সামুদ্রং যৎ তু লবণমক্ষীবং বশিরঞ্চ তৎ।
সমুদ্রজং সাগরজং লবণোদধিসম্ভবম্॥
সামুদ্রং মধুরং পাকে সতিক্তং মধুরং গুরু।
নাত্যুষ্ণং দীপনং ভেদি সক্ষারমবিদাহি চ।
শ্লেষ্মলং বাতনুৎ তীক্ষ্ণমরুক্ষং নাতিশীতলম্॥

পাঙ্গা লবণ

পর্য্যায়।—সামুদ্রলবণ, অক্ষীব, বশির, সমুদ্রজ, সাগরজ ও লবণোদধিসম্ভব—এই সকল করকচ লবণের নামান্তর।

---

* সামুদ্রং লবণং পাকে নাত্যুষ্ণমবিদাহি চ।/ ভেদনং মধুরং স্নিগ্ধং শূলঘ্নং নাতি পিত্তলম্॥ রা. নি.।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে সমুদ্রনোংন, পাঙ্গা, মহারাষ্ট্রে মীঠ, গুজ-রাটে মীঠুং, কর্ণাটে বড়াগরলবণ, তৈলঙ্গে উপুং, ফারসীতে নমক, আরবীতে মিলহ-শোগী বলে। ইংরাজী Salt, লাটিন Sodii Muras।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পাঙ্গালবণ মধুরবিপাক, ঈষৎতিক্তমধুররস, গুরু, নাত্যুষ্ণ, নাতিশীতল, অগ্নিদীপক, ভেদক, সক্ষার, অবিদাহি, কফকারক, বাতঘ্ন, তীক্ষ্ণ এবং অরুক্ষ।

বিড়ম্

বিড়ং পাকঞ্চ কতকং তথা দ্রাবিড়মাসুরম্।
বিড়ং সক্ষারমূর্দ্ধাধঃ-কফবাতানুলোমনম্ (ক)॥
দীপনং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং রুক্ষং রুচ্যং ব্যবায়ি চ।
বিবন্ধানাহবিষ্টম্ভ-হৃদ্রুগ্গৌরবশূলনুৎ॥

বিট্‌লবণ

পর্য্যায়—বিড, পাক, কতক, দ্রাবিড় ও আসুর এই কয়েকটি বিট্‌লবণের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম বিরিয়াসংচরলোংন, কটীলালোংন, মহারাষ্ট্রে বিড়লোণ, গুজরাটে বিড়লবণ ও আসামে কলানিমখ বলে।

গুণ।—বিট্‌লবণ ক্ষারযুক্ত, ঊর্দ্ধগত কফের ও অধোগত বায়ুর অনুলোমকারক, অগ্নিদীপক, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, রুক্ষ, রুচিকারক ও ব্যবায়ি।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বিবন্ধ, আনাহ, বিষ্টম্ভ, হৃদ্রোগ, শরীরের গুরুত্ব ও শূল-নাশক।

সৌবর্চ্চলম্ *

সৌবর্চ্চলং স্যাদ্রুচকমক্ষং পাক্যঞ্চ তন্মতম্।
রুচকং রোচনং ভেদি দীপনং পাচনং পরম্॥
সস্নেহং বাতানুন্নাতি-পিত্তলং বিশদং লঘু।
উদ্গারশুদ্ধিদং সূক্ষ্মং বিবন্ধানাহশূলজিৎ॥

সচললবণ

পর্য্যায়।—সৌবর্চ্চল, রুচক, অক্ষ ও পাক্য—এই কয়েকটি সচললবণের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে চৌহার কোড়া কালোনোংন, সোচরনোংন, মহারাষ্ট্রে পাদেলোণ, গুজরাটে সংচল, কর্ণাটে সৌবর্চ্চল, তৈলঙ্গে

(ক) (ঊর্দ্ধং কফমধো বাতং সঞ্চালয়েদিত্যর্থঃ।)

নালুউপু, ফারসীতে নমকসিয়া, আরবীতে মলা অস্বদ বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Sochal salt সচল সল্ট, Unaqua Sodium Chloride।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সচললবণ রুচিকারক, ভেদক, অগ্নিদীপক, অত্যন্ত পাচক, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, নাতিপিত্তকর, বিশদগুণযুক্ত, লঘু, উদ্গারশুদ্ধিকারক, সূক্ষ্মস্রোতোগামি এবং বিবন্ধ, আনাহ ও শূলনিবারক।

কাচলবণম্

পিত্তকৃৎ কাচলবণমীষৎক্ষারঞ্চ রুক্ষকম্।
অগ্নিদীপ্তিকরঞ্চোষ্ণং চক্ষুষ্যং দাহকারকম্।
শূলগুল্মকফানাঞ্চ বায়োশ্চাপি চ নাশকম্॥ *

কাললবণ

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কচিয়ানোংন, মহারাষ্ট্রে বাঙ্গড়খার ও গুজরাটে বঙ্গড়ীখার বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Black Salt ব্ল্যাক্ সল্ট।

গুণ।—কাচলবণ পিত্তকারক, ঈষৎক্ষার, রুক্ষ, অগ্নিদীপ্তিকারক, উষ্ণবীর্য, চক্ষুষ্য ও দাহজনক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শূল, গুল্ম, কফ, ও বায়ু বিনাশার্থ প্রযোজ্য।

দ্রোণীলবণম্

দ্রৌণেয়ং ভেদনং কিঞ্চিৎ-স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ শূলনুৎ।
কিঞ্চিৎ পিত্তকরঞ্চৈব বিদাহি চ প্রকীর্ত্তিতম্॥ †

দ্রোণীলবণ

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে দ্রোণীচেংমীঠ ও কর্ণাটে দোণীয় উপু বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—দ্রোণীলবণ ভেদক, কিঞ্চিৎস্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য, শূলঘ্ন, কিঞ্চিৎ-পিত্তজনক এবং বিদাহি।

ঔষরলবণম্

ঔষর পিত্তলং গ্রাহি ক্ষারং তিক্তঞ্চ মূত্রলম্।
বিদাহি শোষকৃচ্চৈব কফবাতবিনাশকম্॥ **

---

* কাচাদিলবণং রুচ্যং কিঞ্চিৎক্ষারঞ্চ পিত্তলম্। /দাহকং কফবাতঘ্নং দীপনং গুল্মশূলনুৎ॥ রা. নি.।

† দৌণেয়ং লবণং পাকে নাত্যুষ্ণমবিদাহি চ। / ভেদনং স্নিগ্ধমীষচ্চ শূলঘ্নঞ্চাল্পপিত্তলম॥ রা. নি.।

** ঔষরন্ত পটু ক্ষারং তিক্তং বাতকফাপহম্। /বিদাহি পিত্তকৃদ্ গ্রাহি মূত্রসংশোষকারি চ॥ রা. নি.।

ঔষরলবণ / (খারীনুন্)

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে খারীনোন, ফারসীতে বোরে অর্ম্মনী, আরবীতে বোদকবহলোক্ত, মহারাষ্ট্রে ঔখরলবণ বা খারীমীঠ বলে। ইংরাজী নাম Carbonate of Soda।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ঔষরলবণ পিত্তজনক, মলসংগ্রাহক, সক্ষার, তিক্তরস, মূত্রকারক, বিদাহি, শোষকারক এবং কফবাত-বিনাশক।

ঔদ্ভিদম্

ঔদ্ভিদং পাংশুলবণং যজ্জাতং ভূমিতঃ স্বয়ম্।
ঔদ্ভিদং লবণং তীক্ষ্ণমত্যুষ্ণং রেচকং কটু॥
তিক্তমগ্নেদীপ্তিকরং সূক্ষ্মং ক্ষারং লঘু স্মৃতম্।
দাহকৃৎ শোষকৃদ্ গ্রাহি বাতঘ্নং পিত্তকোপনম্॥
প্লীহমূর্চ্ছামূত্রকৃচ্ছ্র-নেত্ররুগ্‌বাতরক্তনুৎ।
কুম্ভকামলঘ্নং কাস-নাসাপাকঞ্চ পীটিকাম্।
শিরঃপাকঞ্চ শূলঞ্চ আধ্মানঞ্চৈব নাশয়েৎ॥

পাংশুলবণ

পর্য্যায়।—পাংশুলবণ ভূমি হইতে স্বয়ংই উৎপন্ন হয়। ঔদ্ভিদলবণ ইহার নামান্তর। ইহাকে হিন্দীতে রেহগবানোংন বলে।

গুণ।—ইহা তীক্ষ্ণ, অতিশয় উষ্ণবীর্য, রেচক, কটুতিক্তরস, অগ্নিদীপ্তিকর, সূক্ষ্ম, ক্ষার, লঘু, দাহজনক, শোষকারক, গ্রাহি, বায়ুনাশক ও পিত্তজনক।

আময়িক প্রয়োগ।—পাংশুলবণ প্লীহা, মূর্চ্ছা, মূত্রকৃচ্ছ্র, নেত্ররোগ, বাতরক্ত, কুম্ভকামলা, কাস, নাসাপাক, পীটিকা (পিচুটি), শিরঃপাক, শূল ও আধ্মাননাশার্থ প্রয়োগ করিতে হয়। প্রত্যেক লবণের মাত্রা—দুই আনা।

চণকাম্লম্

চণকাম্লকমত্যুষ্ণং (ক) দীপনং দন্তহর্ষণম্।
লবণানুরসং রুচ্যং শূলাজীর্ণবিবন্ধনুৎ॥

চণকলবণ / (হিন্দী চণকলোণী)

গুণ।—চণকাম্ল অতিশয় উষ্ণবীর্য, অগ্নির দীপক, দন্তহর্ষজনক, ঈষৎ লবণরসযুক্ত ও রুচিকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শূল, অজীর্ণ ও বিবন্ধনাশক।

(ক) অত্যম্লমিতি নিঘণ্ট ধৃতঃ পাঠঃ।

যবক্ষারঃ স্বর্জিকাক্ষারশ্চ

পাক্যঃ ক্ষারো যবক্ষারো যাবশূকো যবাগ্রজঃ।
স্বর্জিকাপি স্মৃতঃ ক্ষারঃ কপোতঃ সুখবর্চ্চকঃ॥
কথিতঃ স্বর্জিকাভেদো বিশেষজ্ঞৈঃ সুবর্চ্চিকঃ।
যবক্ষারো লঘুঃ স্নিগ্ধঃ সুসূক্ষ্মো বহ্নিদীপনঃ॥
নিহন্তি শূলবাতাম-শ্লেষ্মশ্বাসগলাময়ান্।
পাণ্ড্বর্শোগ্রহণীগুল্মানাহপ্লীহহৃদাময়ান্॥
স্বর্জিকাল্পগুণা তস্মাদ্ বিশেষাদ্ গুল্মশূলহৃৎ।
সুবর্চ্চিকা স্বর্জিকাবদ্ বোদ্ধব্যা গুণতো জনৈঃ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

যবক্ষার ও সাচিক্ষার *

পর্য্যায়।—পাকা, ক্ষার, যবক্ষার, যাবশূক ও যবাগ্রজ—এই কয়েকটি যবক্ষারের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে জবাখার, তৈলঙ্গে যবাক্ষারম্, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে জবখার, কর্ণাটে যবক্ষার ও আরবীতে লুতরুন্ বলে। ইংরাজী Carbonate of Potash, ল্যাটিন Potassium carbonass।

পর্য্যায়।—স্বর্জিক্ষারকে ক্ষার, কপোত, সুখবর্চ্চক বলে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সজ্জী সাজীখারু বা কঙ্গণ ক্ষার, মহারাষ্ট্রে সজ্জীখার, গুজরাটে সাজীখার, কর্ণাটে সাজীখারু, ফারসীতে সংজার কলিয়া, আরবীতে কলীবসববুল অসফর বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Punjab Salt Worth or Sajji or Carbonate of Soda কার্ব্বনেট অব সোডা বা পঞ্জাব সল্ট ওয়ার্থ অথবা সাজি। পণ্ডিতগণ বলেন যে, সুবর্চ্চিকা স্বর্জিকাক্ষার ভেদমাত্র।

গুণ।—যবক্ষার লঘু, স্নিগ্ধ, অতিসূক্ষ্মস্রোতগামী ও অগ্নির দীপক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শূল, বায়ু, আমদোষ, কফ, শ্বাস, গলরোগ, পাণ্ডুরোগ, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, আনাহ, প্লীহা ও হৃদ্‌রোগবিনাশক।

সাচিক্ষারের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—স্বর্জিকাক্ষার যবক্ষার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্পগুণযুক্ত; বিশেষতঃ ইহা গুল্ম এবং শূলবিনাশক। সুবর্চ্চিকা—স্বর্জিকাক্ষারের তুল্য গুণযুক্ত জানিবে। মাত্রা—দুই আনা।

টঙ্কণম

সৌভাগ্যং টঙ্কণং ক্ষারো ধাতুদ্রাবকমুচ্যতে।
টঙ্কণং বহ্নিকৃদ্ রুক্ষং কফঘ্নং বাতপিত্তকৃৎ।
স্ত্রীপুষ্পজননং বল্যং মূঢ়গর্ভবিকর্ষণম্ ॥ *
(মাত্রা—৬ রক্তিকাঃ)।

সোহাগা

পর্য্যায়।—সৌভাগ্য, টঙ্কণ, ক্ষার ও ধাতুদ্রাবক—এই কয়েকটি সোহাগার নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সুহাগা, মহারাষ্ট্রে টাঙ্কণক্ষার, স্বাগীক্ষার, গুজরাটে টঙ্কণপাটিয়ো, টঙ্কণ ফুলিয়ো, কর্ণাটে টঙ্কণখারু, বিলীয়টঙ্কণু, তৈলঙ্গে এলিগারম, ফারসীতে তীগার, আরবীতে বুরগ, আসামে স্বরগা বলে। ইংরাজীতে Borax Baborate of Soda, ল্যাটিন Sodas Biboras।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সোহাগা অগ্নিবর্ধক, রুক্ষ, কফঘ্ন, রজঃপ্রবর্তক, বলকারক, মূঢ়গর্ভাকর্ষক এবং বায়ু ও পিত্তবর্ধক। মাত্রা—এক আনা।

ক্ষারদ্বয়ং ক্ষারত্রয়ঞ্চ

স্বর্জ্জিকা যাবশূকশ্চ ক্ষারদ্বয়মুদাহৃতম্।
টঙ্কণেন যুতং তৎ তু ক্ষারত্রয়মুদীরিতম্।
মিলিতস্তু গুণকৃদ্ বিশেষাদ্ গুল্মহৃৎ পরম্ ॥

সংজ্ঞা।—স্বর্জ্জিকাক্ষার এবং যবক্ষার এই উভয়কে ক্ষারদ্বয় বলে। এই ক্ষারদ্বয়ের সহিত সোহাগা মিশ্রিত করিলে তাহাকে ক্ষারত্রয় বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—এই তিনটি ক্ষারের যে-যে গুণ পৃথক্-পৃথক্ উক্ত হইয়াছে, দুইটি অথবা তিনটি ক্ষার একত্র মিলিত হইলেও তাহারা সেই-সেই গুণকর হয় জানিবে, বিশেষতঃ মিলিত ক্ষারদ্বয় বা ক্ষারত্রয় গুল্মরোগনাশের পক্ষে অতি উপযোগী।

ক্ষারাষ্টকম্

পলাশবজ্রিশিখরি-চিঞ্চার্ক তিলনালজাঃ।
যবজঃ স্বর্জ্জিকা চেতি ক্ষারাষ্টকমুদাহৃতম্।
ক্ষারা এতেঽগ্নিনা তুল্যা গুল্মশূলহরা ভৃশম্ ॥
(মাত্রা—৬ রক্তিকাঃ)।

---

* কথিতষ্টঙ্কণক্ষারঃ কটুষ্ণকফনাশনঃ। / স্থাবরাদিবিষঘ্নশ্চ কাসশ্বাসাপহারকঃ ॥ / সুশ্বেতং টঙ্কণং স্নিগ্ধং কটূষ্ণং কফবাতনুৎ। / আমক্ষয়াপহৃচ্ছ্বাস-বিষকাসমলাপহম্ চ ॥ রা. নি.।

সংজ্ঞা।—পলাশ, সিজ, আপাঙ্গ, তেঁতুল, আকন্দ, তিলনাল ও যব—এই সাত দ্রব্যের ক্ষার এবং স্বর্জিকাক্ষার—এই আটটিকে ক্ষারাষ্টক বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ক্ষারাষ্টক অগ্নিগুণবিশিষ্ট। ইহা গুল্ম ও শূল বিনাশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ঔষধ। মাত্রা—৬ রতি।

চুক্রম্

চুক্রং সহস্রবেধি স্যাদ্ রসাম্লং শুক্তমিত্যপি।
চুক্রমত্যম্লমুষ্ণঞ্চ দীপনং পাচনং পরম্॥
শূলগুল্মবিবন্ধাম-বাতশ্লেষ্মহরং সরম্।
বমিতৃষ্ণাস্যবৈরস্য-হৃৎপীড়াবহ্নিমান্দ্যহৃৎ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

পর্য্যায়।—চুক্র, সহস্রবেধি, রসাম্ল ও শুক্ত,—চুক্রের এই কয়েকটি নামান্তর।

গুণ।—চুক্র অত্যন্ত অম্লরসযুক্ত, উষ্ণবীর্য, অগ্নিসন্দীপক, অতিশয় পাচক ও সারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শূল, গুল্ম, বিবন্ধ, আমদোষ, বায়ু, কফ, বমি, তৃষ্ণা, মুখের বিরসতা, হৃদ্‌রোগ এবং অগ্নিমান্দ্য বিনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

ইতি হরীতক্যাদিবর্গঃ।

অথ কর্পূরাদিবর্গ

কর্পূরঃ

পুংসি ক্লীবে চ কর্পূরঃ সিতাভ্রো হিমবালুকঃ।
ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞো হিমনামাপি স স্মৃতঃ॥
কর্পূরঃ শীতলো বৃষ্যশ্চক্ষুষ্যো, লেখনো লঘুঃ।
সুরভির্মধুরস্তিক্তঃ কফপিত্তবিষাপহঃ॥
দাহতৃষ্ণাস্যবৈরস্য-মেদোদৌর্গন্ধ্যনাশনঃ।
আক্ষেপশমনো নিদ্রা-জননো ঘর্ম্মবর্দ্ধনঃ।
বেদনাহারকঃ কাম-শান্তিকৃচ্ছুক্রমেহহৃৎ॥
কর্পূরো দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ পক্কাপক্কপ্রভেদতঃ।
পক্কাৎ কর্পূরতঃ প্রাহুরপক্কং গুণবত্তরম্॥

স এব নূতনঃ স্নিগ্ধস্তিক্তশ্চোষ্ণশ্চ দাহকৃৎ।
সোঽপি জীর্ণো দাহশোষ-নাশনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

(মাত্রা—৪ রক্তিকাঃ)।

কর্পূর

পর্য্যায়।—সিতাভ্র, হিমবালুক ও ঘনসার এইগুলি এবং চন্দ্রবাচক ও হিমবাচক সমস্ত শব্দ কর্পূরের পর্য্যায়। কর্পূর শব্দ পুংলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কর্পূর, মহারাষ্ট্রে কাপূর, গুর্জ্জরে কর্পূর, কর্ণাটে কর্পূর, তৈলঙ্গে কপূরামু, আসামে কর্পূর, কাফুর; ফারসীতে কাপূর ও আরবীতে কাফুর বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Camphor ক্যাম্ফর।

গুণ।—কর্পূর শীতবীর্য, শুক্রবর্ধক, চক্ষুর হিতকারক, লেখনগুণবিশিষ্ট, লঘু, সুগন্ধি, মধুতিক্তরস, নিদ্রাজনক, ঘর্মবর্ধক ও কামশান্তিকর।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, বিষতৃষ্টি, দাহ, পিপাসা, মুখের বিরসতা, মেদোদোষ, দৌর্গন্ধ, আক্ষেপ, বেদনা ও শুক্রমেহ নাশক।

প্রকারভেদ।—ইহা পক্ক ও অপক্ক ভেদে দুইপ্রকার। তন্মধ্যে পক্ক কর্পূর অপেক্ষা অপক্ক কর্পূর অধিক গুণবিশিষ্ট।

নূতন কর্পূরের গুণ।—ইহা স্নিগ্ধ, তিক্তরস, উষ্ণবীর্য ও দাহজনক।

পুরাতন কর্পূরের গুণ।—ইহা দাহ ও শোষ বিনাশক। মাত্রা—৪ রতি।

চীনাককর্পূরঃ

চীনকশ্চীনকর্পূরঃ কৃত্রিমো ধবলঃ কটুঃ।
মেঘসারস্তুষারশ্চ দ্বীপকর্পূরজঃ স্মৃতঃ॥
চীনাকসংজ্ঞঃ কর্পূরঃ কফক্ষয়করঃ স্মৃতঃ।
কুষ্ঠকণ্ডু বমিহরস্তথা তিক্তরসশ্চ সঃ॥ *

(মাত্রা—৪ রক্তিকাঃ)।

পর্য্যায়।—চীনক, চীনকর্পূর, কৃত্রিম, ধবল, কটু, মেঘসার, তুষার ও দ্বীপকর্পূরজ—এইগুলি চীনিয়া কর্পূরের নামান্তর।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—চীনাকনামক কর্পূর কফনাশক, তিক্তরস এবং ইহা কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বমি নাশক। মাত্রা—৪ রতি।

---

* চীনকঃ কটুতিক্তোষ্ণ ঈষচ্ছীতঃ কফাপহ। / কুষ্ঠদোষহরো মেধ্যঃ পাচনঃ ক্রিমিনাশনঃ॥ রা. নি.।

হিমকর্পূরঃ

হিমকর্পূরকঃ শুভ্রো বৃষ্যঃ শীতো রসে কটুঃ।
তৃড়্দাহমোহস্বেদানাং নাশকঃ পরমো মতঃ॥

(মাত্রা—৪ রক্তিকাঃ)।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—হিমকর্পূর শুভ্রবর্ণ, বৃষ্য, শীতবীর্য, কটুরস এবং পিপাসা, দাহ, মোহ ও ঘর্মনাশক। মাত্রা—৪ রতি।

পর্ণকর্পূরঃ *

পর্ণকর্পূরকস্তিক্তঃ শুদ্ধ্যুন্মাদকরো মতঃ।
মূত্রকৃৎ পীনসং দাহং নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতঃ॥

(মাত্রা—৪ রক্তিকাঃ)।

পর্ণকর্পূরের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা তিক্তরস, শোধক, উন্মাদজনক, মূত্রকারক এবং পীনস ও দাহনাশক। মাত্রা—২-৪ রতি।

কস্তুরী

মৃগনাভির্মৃগমদঃ কথিতস্তু সহস্রভিৎ।
কস্তুরিকা চ কস্তুরী বেধমুখ্যা চ সা স্মৃতা॥
কামরূপোদ্ভবা কৃষ্ণা নেপালী নীলবর্ণযুক্।
কাশ্মীরী কপিলচ্ছায়া কস্তুরী ত্রিবিধা স্মৃতা॥
কামরূপোদ্ভবা শ্রেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ।
কাশ্মীরদেশসম্ভূতা কস্তুরী হ্যধমা মতা॥
কস্তুরিকা কটুস্তিক্তা ক্ষারোষ্ণা শুক্রলা গুরুঃ।
কফবাতবিষচ্ছর্দ্দি-শীতদৌর্গন্ধ্যশোষনুৎ॥
আক্ষেপহরণঃ স্বেদ-জননঃ বামদীপনঃ।
হিক্কাঘ্নো মূত্রলো বল্যঃ কিঞ্চিন্মদকরঃ স্মৃতঃ॥

(মাত্রা—রক্তিকার্দ্ধাৎ পঞ্চরক্তিকং যাবৎ)।

মৃগনাভি

পর্য্যায়।—মৃগনাভি, মৃগমদ, সহস্রভিৎ কস্তুরিকা, কস্তুরী ও বেধমুখ্যা—এই কয়েকটি কস্তুরীর প্রসিদ্ধ নাম।

---

* পোতাস ভীমসেনীবরাসকর্পূরগুণাঃ—
পোতাশ্রয়ঃ স্বাদুশীতো বৃষ্যস্তিক্তঃ কটুঃ স্মৃতঃ। /তৃড়্দাহরক্তপিত্তানাং কফস্য চ বিনাশকঃ॥/ ত্রয়োঽপ্যেতে তু কর্পূরাঃ পক্বাপক্ব বিভেদতঃ। / দ্বিপ্রকার সমুদ্দিষ্ট পক্বোঽতিগুণদঃ স্মৃতঃ॥

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে সকল দেশেই কস্তুরী বলে, কেবল তৈলঙ্গী ভাষায় ইহার নাম কস্তুরী, আসামে গান্ধ কলাই, ফারসী নাম মুস্ক, আরবী নাম মিস্ক। কস্তুরীর ডাক্তারী নাম Musk মস্ক্।

প্রকারভেদে উৎকর্ষাপকর্ষ।—কামরূপী, নৈপালী এবং কাশ্মীরী ভেদে কস্তুরী তিন প্রকার। তন্মধ্যে কামরূপী কস্তুরী কৃষ্ণবর্ণ, নৈপালী নীলবর্ণ এবং কাশ্মীরী কপিলবর্ণ। যে সকল কস্তুরী কামরূপে জন্মে, তাহারাই শ্রেষ্ঠ; নেপাল প্রদেশে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা মধ্যম এবং কাশ্মীর দেশে যাহা জন্মে তাহা নিকৃষ্ট।

গুণ।—কস্তুরী কটু তিক্তরস, ক্ষারযুক্ত, উষ্ণবীর্য, শুক্রবর্ধক ও গুরু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বায়ু, বিষদোষ, বমি, শীত, দৌর্গন্ধ্য ও শোষ রোগনাশক। অধিকন্তু ইহা আপেক্ষনাশক, স্বেদজনক, কামোদ্দীপক, হিক্কানিবারক, মূত্রপ্রবর্ত্তক, বলকারক ও কিঞ্চিৎ মাদক। মাত্রা—অর্ধ রত্তি হইতে ৫ রত্তি পর্যন্ত।

কস্তুরীপরীক্ষা

যা গন্ধং কেতকীনাং হরতি পরিমলৈর্বর্ণতঃ পিঞ্জরাভা
স্বাদে তিক্তা কটুর্বা লঘুরথ তুলিতা মর্দ্দিতা চিক্কণা স্যাৎ।
দাহং যা নৈতি বহ্নৌ চিমিচিমি কুরুতে চর্ম্মগন্ধা হুতাশে
সা কস্তুরী প্রশস্তা বরমৃগতনুজা রাজতে রাজভোগ্যা॥

যে কস্তুরী, নিজগন্ধে কেতকীফুলের গন্ধ নষ্ট করে, যাহা পিঙ্গলবর্ণ, যাহা কটু বা তিক্ত আস্বাদ, লঘু (হালকা), যাহা মর্দ্দন করিলে চিক্কণ হয়, যে কস্তুরী অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে দগ্ধ হয় না, চিমি-চিমি করে এবং চামড়া পোড়ার ন্যায় গন্ধ বাহির হয়, সেই কস্তুরী উৎকৃষ্ট ও রাজভোগ্য। ইহার বিপরীতলক্ষণাক্রান্ত কস্তুরী নিকৃষ্ট।

কস্তুরীপরীক্ষা (মতান্তরে)

স্বাদে তিক্তা পিঞ্জরা কেতকীনাং গন্ধং ধত্তে লাঘবং তোলনেন।
যাপ্সু ন্যস্তা নৈব বৈবর্ণমীয়াৎ, কস্তুরী সা রাজভোগ্যা প্রশস্তা॥

যে কস্তুরী তিক্তরস, পিঙ্গলবর্ণ, কেতকীফুলের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট, লঘু এবং যাহা জলে নিক্ষিপ্ত হইলে বিবর্ণ হয় না, সেই কস্তুরী প্রশস্ত।

দুষ্ট-কস্তুরীপরীক্ষা

করতলজলমধ্যে স্থাপনং যা মহদ্ভিঃ
পুনরপি তদবস্থং চিন্তনীয়ং মুহূর্ত্তম্।
যদি ভবতি চ রক্তং তজ্জলং পীতবর্ণং
ন ভবতি মৃগনাভিঃ কৃত্রিমোঽয়ং বিকারঃ॥

দুষ্টকস্তুরী-পরীক্ষা

করতলে অল্প জল রাখিয়া তাহাতে পরীক্ষিতব্য কস্তুরী নিক্ষেপ করিবে এবং মুহূর্তকাল অপেক্ষা করিবে। যদি ঐ করতলস্থ জল রক্ত বা পীতবর্ণ হয়, তাহা হইলে বুঝিবে, সে কস্তুরী কৃত্রিম।

লতাকস্তুরিকা

লতাকস্তুরিকা তিক্তা স্বাদ্বী বৃষ্যা হিমা লঘুঃ।
চক্ষুষ্যা ছেদিনী শ্লেষ্ম-তৃষ্ণাবস্ত্যাস্যরোগনুৎ॥

(মাত্রা—৪ রক্তিকাঃ)।

লতাকস্তুরী বা কালকস্তুরী

দেশভেদে নামভেদ।—কালকস্তুরীর নাম হিন্দুস্থানে মুস্ক্‌দানা, তৈলঙ্গে তক্কোলকলমু, দ্রাবিড়ে কস্থ রবেণ্ড, তামিলে কটেকস্তুরী, দাক্ষিণাত্যে কস্তুরব্যেণ্ড বলে। ডাক্তারী নাম Musk mallow মাস্ক্‌ ম্যালো।

গুণ।—লতাকস্তুরিকা তিক্ত-মধুররস, শুক্রবর্ধক, শীতবীর্য, লঘু, চক্ষুর হিতকারক, ছেদক, শ্লেষ্মঘ্ন ও পিপাসানাশক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বস্তিগত রোগ ও মুখরোগ নাশক। মাত্রা—৪ রতি।

খট্টাশী

গন্ধমার্জ্জারবীজন্তু বীর্য্যকৃৎ কফবাতহৃৎ।
কণ্ডুকুষ্ঠহরং নেত্র্যং সুগন্ধি স্বেদগন্ধনুৎ॥

(মাত্রা—৩ রক্তিকাঃ)।

খট্টাশী

গুণ।—খট্টাশী বীর্যবর্ধক, চক্ষুর হিতকারক ও সুগন্ধি।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বায়ু, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও ঘর্ম জন্য শরীরের দৌর্গন্ধনাশ করে। মাত্রা—৩ রতি।

শ্রীখণ্ডচন্দনম্

শ্রীখণ্ডং চন্দনং ন স্ত্রী ভদ্র শ্রীস্তৈল পর্ণিকঃ।
গন্ধসারো মলয়জস্তথা চন্দ্রদ্যুতিশ্চ সঃ॥
স্বাদে তিক্তং কষে পীতং ছেদে রক্তং তনৌ সিতম্।
গ্রন্থিকোটরসংযুক্তং চন্দনং শ্রেষ্ঠমুচ্যতে॥
চন্দনং শীতলং রুক্ষং তিক্তমাহ্লাদনং লঘু।
শ্রমশোথবিষশ্লেষ্ম-তৃষ্ণাপিত্তাস্রদাহনুৎ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

শ্রীখণ্ডচন্দন

পর্য্যায়।—শ্রীখণ্ডচন্দন, ভদ্রশ্রী, তৈলপর্ণিক, গন্ধসার, মলয়জ ও চন্দ্রদ্যুতি—এই কয়েকটি শ্রীখণ্ডচন্দনের প্রসিদ্ধ নাম। চন্দন শব্দ পুংলিঙ্গে ও নপুংসক লিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

শ্রেষ্ঠচন্দন লক্ষণ।—যে চন্দন আস্বাদে তিক্ত, কষে পীতবর্ণ, যাহা ছেদন করিলে রক্তবর্ণ, কিন্তু আকৃতি শ্বেতবর্ণ এবং গ্রন্থি ও কোটর সংযুক্ত সেই চন্দন উৎকৃষ্ট।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দী, মহারাষ্ট্রী ও তৈলঙ্গী ভাষাতে চন্দন, কর্ণাটী ভাষায় বেট্টপঞ্চোগন্ধ, গুজরাটে সুখড, ফারসীতে সন্দল সুফেদ, আরবীতে সংদলে অবীয়দ, ইংরাজীতে Sandal wood ও ল্যাটিন ভাষায় Santalum album বলে।

গুণ —চন্দন শীতবীর্য, রুক্ষ, তিক্তরস, আহ্লাদজনক ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শ্রান্তি, শোথ, বিষ, শ্লেষ্মা, তৃষ্ণা, পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহ বিনাশক। চন্দনকাষ্ঠের মাত্রা—চারি আনা।

শবরচন্দনম্

গন্ধকাষ্ঠঞ্চ কৈরাতং বল্যং বহলগন্ধকম্।
কৈরাতবং শৈলগন্ধং তথা শবরশম্বরৌ॥
কৈরাতকঃ শীতলশ্চ তিক্তঃ পিত্তকফাপহঃ।
বিস্ফোটপামাকণ্ডূতি-শ্রমবাতবিনাশকঃ॥
গজকর্ণাদিকুষ্ঠঘ্নো লূতাতৃণ্মোহনাশনঃ॥ (মাত্রা—দ্বিমাষকঃ)।

শবরচন্দন

পর্য্যায়।—গন্ধকাষ্ঠ, কৈরাত, বল্য, বহলগন্ধ, কৈরাতক, শৈলগন্ধ, শবর ও শম্বর—এইগুলি শবরচন্দনের পর্য্যায়।

গুণ।—শবরচন্দন শীতবীর্য, তিক্তরস ও পিত্তকফনাশক।

আময়িক প্রয়োগ।—বিস্ফোট, পামা, কণ্ডু, শ্রম, বায়ু, গজকর্ণাদিকুষ্ঠ, লূতাবিষ, পিপাসা ও মোহ বিনাশার্থ ইহা প্রযোজ্য। মাত্রা—চারি আনা।

পীতচন্দনম্

কালীয়কঞ্চ কালীয়ং পীতাভং হরিচন্দনম্।
হরিপ্রিয়ং কালসারং তথা কালানুসার্য্যকম্॥
পীতশ্চ চন্দনঃ শীতস্তিক্তঃ কান্তিকরো মতঃ।
বিচর্চ্চিকাকুষ্ঠকণ্ডু-কফগ্নক্রিবিষাপহঃ॥
রক্তপিত্তক্রিমিব্যঙ্গ-পিত্ততৃড্‌জ্বরদাহহা॥ * (মাত্রা—দ্বিমাষকঃ)।

* হরিচন্দনন্তু দিব্যং তিক্তহিমং তদিহ দুর্লভং মনুজৈঃ।/ পিত্তাটোপবিলোপি চন্দনবৎ শ্রমহরঞ্চ শোষ হরম॥ রা· নি·।

পর্য্যায়।—কালীয়ক, কালীয়, পীতাভ, হরিচন্দন, হরিপ্রিয়, কালসার ও কালা-নুসার্যক—এইগুলি পীতচন্দনের প্রসিদ্ধ নাম। ইহাকে দ্রাবিড়ে কলম্বক বলে।

গুণ।—পীতচন্দন শীতবীর্য, তিক্তরস ও কান্তিকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বিচর্চ্চিকা, কুষ্ঠ, কণ্ডু, কফ, দদ্রু, বিষদোষ, রক্তপিত্ত, ক্রিমি, ব্যঙ্গ, পিত্তদোষ, পিপাসা, জ্বর ও দাহ রোগে প্রযোজ্য। মাত্রা—চারি আনা।

রক্তচন্দনম্

রক্তচন্দনমাখ্যাতং রক্তাঙ্গং ক্ষুদ্রচন্দনম্।
তিলপর্ণং রক্তসারং তৎ প্রবালফলং স্মৃতম্॥
রক্তশ্চ চন্দনঃ স্বাদুরতিশীতো গুরুঃ স্মৃতঃ।
চক্ষুষ্যস্তিক্তকো বৃষ্যো বর্ণ্যঃ কফকরো মতঃ॥
নেত্ররুগ্রক্তদোষঘ্নঃ পিত্তকাসজ্বরাপহঃ।
বান্তিং ভ্রান্তিং তৃষ্ণাং দাহং ব্রণং জন্তুন্ বিষং তথা॥
ব্যঙ্গঞ্চ বাতপিত্তঞ্চ রক্তপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ।
রাক্ষসানাং পিশাচানাং বাধায়াশ্চ বিনাশনঃ॥ †

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

পর্য্যায়।—রক্তচন্দন, রক্তাঙ্গ, ক্ষুদ্রচন্দন, তিলপর্ণ, রক্তসার ও প্রবালফল—এই কয়েকটি রক্তচন্দনের প্রসিদ্ধ নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে দাক্ষিণাত্যে ও হিন্দীতে লালচন্দন, তৈলঙ্গে এর্র-গন্ধপুচেক্ক, তামিলে সেন শাণ্ডনম, গুজরাটে রতাংজলী, মহারাষ্ট্রে রক্তচন্দন, আসামে রঙ্গা চন্দন, ফারসী ভাষায় সণ্ডলে সুর্খ ও আরবী ভাষায় সংদলে অহ্মর বলে। ল্যাটিনে pterocarpus Santalius। ইহার ডাক্তারী নাম Red Sandal wood রেড্ স্যাণ্ডাল উড্।

গুণ।—রক্তচন্দন তিক্তমধুররস, অতিশয় শীতবীর্য, গুরু, চক্ষুর হিতকর, বৃষ্য, বর্ণকারক ও কফজনক।

আময়িক প্রয়োগ।—নেত্ররোগ, রক্তদুষ্টি, পিত্তজ কাস, জ্বর, বমন, ভ্রান্তি, তৃষ্ণা, দাহ, ব্রণ, ক্রিমি, বিষদোষ, ব্যঙ্গ, বাত, পিত্ত ও রক্তপিত্ত রোগে ইহা প্রযোজ্য। ইহা দ্বারা রাক্ষসবাধা ও পিশাচবাধা দূরীভূত হইয়া থাকে। মাত্রা—চারি আনা।

† রক্তচন্দনমতীব শীতলং তিক্তলক্ষণগদাস্রদোষজিৎ। / ভূত-(বাত)-পিত্তকফকাসদংজ্বর-ভ্রান্তিজন্তুবমথুতৃষাহরম্॥ রা• নি•।

বর্ব্বরচন্দনম্

বর্ব্বররোত্থং বর্ব্বরকং পিত্তারিবর্ব্বরং তথা।
শ্বেতবর্ব্বরকং শীতং সুগন্ধিঃ সুরভির্মতঃ॥
বর্ব্বরং শীতলং তিক্তং কফমারুতপিত্তজিৎ।
কণ্ডুং কুষ্ঠং ব্রণং হন্তি বিশেষাদ্ রক্তদোষনুৎ॥

(মাত্রা—১ মাষকঃ)।

পর্য্যায়।—বর্ব্বরোত্থ, বর্ব্বরক, পিত্তারি, বর্ব্বর, শ্বেতবর্ব্বরক, শীত, সুগন্ধি ও সুরভি—এইগুলি বর্ব্বরচন্দনের নাম।

গুণ।—বর্ব্বরচন্দন শীতবীর্য, তিক্তরস ও কফবাতপিত্তঘ্ন।

আময়িক প্রয়োগ।—কণ্ডু, কুষ্ঠ ও ব্রণশোথে বিশেষতঃ রক্তদুষ্টি রোগে ইহা প্রয়োগ করিতে হয়। মাত্রা—দুই আনা।

পত্তঙ্গম্*

পত্তঙ্গং রক্তসারঞ্চ সুরঙ্গং রঞ্জনং তথা।
পট্টরঞ্জকমাখ্যাতং পত্তূরঞ্চ কুচন্দনম্॥
পত্তঙ্গং মধুরং শীতং পিত্তশ্লেষ্মব্রণাস্রনুৎ।
হরিচন্দনবদ্ বেদ্যং বিশেষাদ্ দাহনাশনম্॥
চন্দনানি তু সর্ব্বাণি সদৃশানি রসাদিভিঃ।
গন্ধেন তু বিশেষোঽস্তি পূর্ব্বঃ শ্রেষ্ঠতমো গুণৈঃ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

বকমকাষ্ঠ

পর্য্যায়।—পত্তঙ্গ, রক্তসার, সুরঙ্গ, রঞ্জন, পট্টরঞ্জক, পত্তূর ও কুচন্দন—এইগুলি বকমের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে, গুজরাটে, কর্ণাটে ও মহারাষ্ট্রে পতঙ্গ, পতঙ্গবৃক্ষ, তৈলঙ্গে ঔকনুকট্টু, উৎকলে বকমো, তামিলে বট্টঙ্গী, ফারসী ও আরবীতে বকম্। ডাক্তারী নাম Caesalpinia Sappan কেস্যালপিনিয়া সেপান। ইংরেজী নাম Sappan wood।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বকম মধুররস, শীতবীর্য এবং পিত্ত, শ্লেষ্মা, ব্রণ ও রক্তদুষ্টি নাশক। ইহা হরিচন্দনের তুল্য গুণকারক, বিশেষতঃ দাহনাশক।

সর্বপ্রকার চন্দনই রসাদিতে তুল্য, কেবল গন্ধে বিভিন্ন, ইহাদের মধ্যে যথাক্রমে পূর্বপূর্বোক্ত চন্দন গুণে শ্রেষ্ঠ। মাত্রা—চারি আনা।

---

* পত্তঙ্গং কটুকং রুক্ষমম্লং শীতঞ্চ গৌল্যকম্। / বাতপিত্তজ্বরঘ্নঞ্চ বিস্ফোটোন্মাদভূতহৃৎ॥
রা. নি.।

গোপীচন্দনম্

গোপীচন্দনকং দাহ-ক্ষতরক্তবিকারনুৎ।
পিত্তং কফঞ্চ প্রদরং নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতম্॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

আময়িক প্রয়োগ।—গোপীচন্দন ব্যবহারে দাহ, ক্ষত, রক্তবিকৃতি, পিত্ত, কফ ও প্রদর নষ্ট হয়।

অগুরু

অগুরু প্রবরং লোহং রাজার্হং যোগজং তথা।
বংশিকং ক্রিমিজং বাপি ক্রিমিজগ্ধমনার্য্যকম্॥
অগুরূষ্ণং কটু ত্বচ্যং তিক্তং তীক্ষ্ণঞ্চ পিত্তলম্।
লঘু কর্ণাক্ষিরোগঘ্নং শীতবাতকফপ্রণুৎ॥ (মাত্রা—৬ রক্তিকাঃ)।

পর্য্যায়।—অগুরু, প্রবর, লোহ, রাজার্হ, যোগজ, বংশিক, ক্রিমিজ, ক্রিমিজগ্ধ ও অনার্যক—এইগুলি অগুরুর নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—অগুরুর নাম গুজরাটে কর্ণাটে তামিলে ও হিন্দুস্থানে অগর, তৈলঙ্গে হরুগুহচেট্টু, মহারাষ্ট্রে শিশবাচে ঝাড বা কৃষ্ণাগুরু, ফারসীতে কশবেববা ও আরবীতে উদগরকী। ডাক্তারী নাম Fragrant wood, ফ্রেগ্রাণ্ট উড। ইংরাজী নাম Eagle wood, ল্যাটীন Aquilaria Agallocha।

গুণ।—অগুরু উষ্ণবীর্য, কটুতিক্তরস, চর্মের হিতকারক, তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্ধক, ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ, শীত বায়ু ও কফনাশক। মাত্রা—এক আনা।

কৃষ্ণাগুরুঃ

কৃষ্ণাগুরুঃ কটুস্তিক্তশ্চোষ্ণো লেপে তু শীতলঃ।
প্রাশনে পিত্তহৃৎ প্রোক্তঃ পৌষ্টিকশ্চ লঘুঃ স্মৃতঃ॥
চূর্ণং পিত্তকরং প্রোক্তং কর্ণরুঙ্নেত্ররোগহা।
ত্রিদোষদাহত্বগ্‌দোষ-কফবাতবিনাশকৃৎ॥
অগুরুপ্রভবঃ স্নেহঃ কৃষ্ণাগুরুসমঃ স্মৃতঃ।
কৃষ্ণং গুণাধিকং তৎ তু লোহবদ্ বারি মজ্জতি॥ *

(মাত্রা—৬ রক্তিকাঃ)।

---

* কৃষ্ণাগুরু কটূষ্ণঞ্চ তিক্তং লেপে চ শীতল। / পানে পিত্তহরং কৈশ্চিৎ ত্রিদোষঘ্নমুদাহৃতম্॥ রা. নি.।

গুণ।—কৃষ্ণাগুরু কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য, লেপে শীতল, ভক্ষণে পিত্তনাশক, পুষ্টিকর ও লঘু। ইহার চূর্ণ পিত্তজনক।

আময়িক প্রয়োগ —ইহা কর্ণরোগ, নেত্ররোগ, ত্রিদোষজ দাহ, ত্বগ্দোষ, কফ ও বায়ু নাশ করে।

অগুরু হইতে উৎপন্ন স্নেহও কৃষ্ণ অগুরুর ন্যায় গুণবিশিষ্ট। এই কৃষ্ণ অগুরুই অধিক গুণবিশিষ্ট, ইহা জলে ফেলিয়া দিলে লৌহের ন্যায় মগ্ন হইয়া যায়। মাত্রা—এক আনা।

দাহাগুরুঃ

দাহাগুরুঃ কিঞ্চিদুষ্ণঃ সুগন্ধিঃ কটুকঃ স্মৃতঃ।
কেশবৃদ্ধিকরঃ কান্তি-প্রদঃ কেশবিশোধকঃ॥
(মাত্রা—ষড্ রক্তিকাঃ)।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—দাহাগুরু কিঞ্চিৎ উষ্ণবীর্য, সুগন্ধি, কটুরস কেশবর্ধক, কান্তিজনক ও কেশবিশোধক। মাত্রা—এক আনা।

কাষ্ঠাগুরুঃ

কাষ্ঠাগুরুঃ কটুশ্চোষ্ণো লেপে রুক্ষঃ কফপ্রণুৎ।
মুখরুগ্ বান্তিবাতাংশ্চ নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতঃ॥
(মাত্রা—ষড্ রক্তিকাঃ)।

গুণ।—কাষ্ঠাগুরু কটুরস, উষ্ণবীর্য, লেপে রুক্ষ ও কফনাশক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মুখরোগ, বমন ও বায়ুনাশক। মাত্রা—এক আনা।

স্বাদ্বগুরুঃ

স্বাদ্বগুরুস্তু তুবরশ্চোষ্ণো নস্যেন বাতহা॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—স্বাদু অগুরু কষায়রস ও উষ্ণবীর্য। ইহার নস্য-গ্রহণ করিলে বায়ুনাশ হয়। মাত্রা—এক আনা।

মাঙ্গল্যাগুরুঃ

মাঙ্গল্যাগুরুকঃ শীতঃ সুগন্ধির্যোগবাহকঃ॥

গুণ।—মাঙ্গল্যাগুরু শীতবীর্য, সুগন্ধি ও যোগবাহী।

দেবদারু

দেবদারু স্মৃতং দারু-ভদ্রং দার্ব্বিন্দ্রদারু চ।
মস্তদারু দ্রুকিলিমং কিলিমং সুরভূরুহঃ॥
দেবদারু লঘু স্নিগ্ধং তিক্তোষ্ণং কটুপাকি চ।
বিবন্ধাধ্মানশোথাম-তন্দ্রাহিক্কাজরাস্রজিৎ।
প্রমেহপীনসশ্লেষ্ম-কাসকণ্ডু সমীরনুৎ॥ (মাত্রা—মাষদ্বয়ং)।

পর্য্যায়।—দেবদারু, দারুভদ্র, দারু, ইন্দ্রদারু, মস্তদারু, দ্রুকিলিম, কিলিম ও সুর-ভূরুহ—এইগুলি দেবদারুর পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম দেবদারু, মহারাষ্ট্রী তেল্যা দেবদার, গুজ-রাটী দেবদার, কর্ণাটী চোপড়া দেবদারু, কাষ্ঠ দেবদারু, তৈলঙ্গী দেবদারু চেক্কা, ফারসী দেবদার, আরবী শজর তুলঙ্গীন। ল্যাটিন Cedrus Deodara। ডাক্তারী নাম Pinus Deodara পাইনস্ ডেওডোরা। Cedrus Libani।

গুণ।—দেবদারু লঘু, স্নিগ্ধ, তিক্ত, উষ্ণবীর্য ও কটুবিপাক।

আময়িক প্রয়োগ—ইহা বিবন্ধ, আধ্মান, শোথ, আমদোষ, তন্দ্রা, হিক্কা, জ্বর, রক্ত-দোষ, প্রমেহ, পীনস, শ্লেষ্মা, কাস, কণ্ডু ও বায়ু নষ্ট করে। মাত্রা—চারি আনা।

সরলঃ

সরলঃ পীতবৃক্ষঃ স্যাৎ তথা সুরভিদারুকঃ।
সরলো মধুরস্তিক্তঃ কটুপাকরসো লঘুঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণঃ কর্ণকণ্ঠাক্ষি-রোগরক্ষোহরঃ স্মৃতঃ।
কফানিলস্বেদদাহ-কাসমূর্চ্ছাব্রণাপহঃ॥ (মাত্রা—মাষদ্বয়ং)।

সরলকাষ্ঠ

পর্য্যায়।—সরলা, পীতবৃক্ষ ও সুরভিদারু—এই কয়েকটি সরলকাষ্ঠের প্রসিদ্ধ নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে চিরকা পেঁড, সরল ও ধূপসরল, মহা-রাষ্ট্রে ও গুজরাটে সরল দেবদার, বোম্বায়ে সুরুচে ঝাড়, তৈলঙ্গে সরল দেবদারু, গরিকে ও সরল দেবদরিচেট্টু, তামিলে সরলদেবদারী এবং দাক্ষিণাত্যে চির্। ইংরাজী নাম Pinus Longifolia পাইনস্ লঙ্গিফোলিয়া।

গুণ।—সরলকাষ্ঠ মধুর-তিক্ত-কটুরস, কটুবিপাক, লঘু, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য ও রক্ষোঘ্ন।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কর্ণরোগ, কণ্ঠরোগ, চক্ষুরোগ, কফ, বায়ু, ঘর্ম, দাহ, কাস, মূর্চ্ছা ও ব্রণ বিনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

তগরম্*

কালানুসার্য্যং তগরং কুটিলং নহুষং নতম্।
অপরং পিণ্ডতগরং দণ্ডহস্তী চ বর্হিণম্॥
তগরদ্বয়মুষ্ণং স্যাৎ স্বাদু স্নিগ্ধং লঘু স্মৃতম্॥
বিষাপস্মারশূলাক্ষি-রোগদোষব্রণাপহম্॥ (মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

---

* তগরং শীতলং তিক্তং দৃষ্টিদোষবিনাশনম্।/বিষার্ত্তিশমনম্ পথ্যং ভূতোন্মাদভয়াপহম্॥ রা. নি.।

তগরপাদুকা

পর্য্যায়।—তগরপাদুকা দুইপ্রকার। এক প্রকারের পর্যায়—কালানুসার্য, তগর, কুটিল, নহুষ ও নত। অপর প্রকারের পর্যায়—পিণ্ডতগর, দণ্ডহস্তী ও বর্হিণ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে গুজরাটে ও কর্ণাটে তগর, মহারাষ্ট্রে গোড়ে তগর, নেপালে চম্পা, আরবীতে অশারুন, তৈলঙ্গে নন্দিবর্দ্ধন চেট্টু ও গন্ধিত-গরপুচেট্টু এবং উৎকলে পাণিফলরা বলে। ল্যাটিন নাম Vreleriana Hard-wicitrii।

গুণ।—এই উভয়প্রকার তগরই উষ্ণবীর্য, মধুররস, স্নিগ্ধ ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বিষ, অপস্মার, শূল, অক্ষিরোগ ও ত্রিদোষনাশক। মূলের মাত্রা—চারি আনা।

পদ্মকম্

পদ্মকং পদ্মগন্ধি স্যাৎ তথা পদ্মাহ্বয়ংস্মৃতম্।
পদ্মকং মলয়শ্চারুঃ পীতরক্তশ্চ সুপ্রভঃ॥
পদ্মকং তুবরং তিক্তং শীতলং বাতলং লঘু।
বিসর্পদাহবিস্ফোট-কুষ্ঠশ্লেষ্মাস্রপিত্তনুৎ।
গর্ভসংস্থাপনং রুচ্যং বমিব্রণতৃষাপ্রণুৎ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

পদ্মকাষ্ঠ

পর্য্যায়।—পদ্মক, পদ্মগন্ধি, মলয়, চারু, পীতরক্ত ও সুপ্রভ এবং পদ্মবাচক সমস্ত শব্দ পদ্মকাষ্ঠের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পদ্মাক, বঙ্গে ও মহারাষ্ট্রে পদ্মকাষ্ঠ, গুজরাটে পদ্মকতুলাকড়ুং, কর্ণাটে পদ্মক, তৈলঙ্গে পদ্মপুচেক্কা ও এণুগুসহদেবি বলে। ল্যাটিন নাম Prunus Pudum।

গুণ।—পদ্মকাষ্ঠ কষায় তিক্তরস, শীতবীর্য, বায়ুবর্ধক, লঘু, গর্ভসংস্থাপক ও রুচিকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বিসর্প, দাহ, বিস্ফোট, কুষ্ঠ, কফ, রক্তপিত্ত, বমি, ব্রণ ও পিপাসা নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

গুগ্গুলুঃ

গুগ্গুলুর্দেবধূপশ্চ জটায়ুঃ কৌশিকঃ পুরঃ।
কুম্ভোলূখলকং ক্লীবে মহিষাক্ষঃ পলঙ্কষঃ॥

মহিষাক্ষো মহানীলঃ কুমুদঃ পদ্ম ইত্যপি।
হিরণ্যঃ পঞ্চমো জ্ঞেয়ো গুগ্‌গুলোঃ পঞ্চ জাতয়ঃ॥
ভৃঙ্গাঞ্জনসবর্ণস্তু মহিষাক্ষ ইতি স্মৃতঃ।
মহানীলস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স্বনামসমলক্ষণঃ॥
কুমুদঃ কুমুদাভঃ স্যাৎ পদ্মো মানিক্যসন্নিভঃ।
হিরণ্যাখ্যস্তু হেমাভঃ পঞ্চানাং লিঙ্গমীরিতম্॥
মহিষাক্ষো মহানীলো গজেন্দ্রাণাং হিতাবুভৌ।
হয়ানাং কুমুদঃ পদ্মঃ স্বস্ত্যারোগ্যকরৌ পরৌ॥
বিশেষেণ মনুষ্যাণাং কনকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কদাচিন্মহিষাক্ষশ্চ মতঃ কৈশ্চিন্নৃণামপি॥
গুগ্‌গুলুর্বিশদস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণঃ পিত্তলঃ সরঃ।
কষায়কটুকঃ পাকে কটুরূক্ষো লঘুঃ পরঃ॥
ভগ্নসন্ধানকৃদ বৃষ্যঃ সূক্ষ্মঃ স্বর্য্যো রসায়নঃ।
দীপনঃ পিচ্ছিলো বল্যঃ কফবাতব্রণাপচীঃ॥
মেদোমেহাশ্মবাতাংশ্চ ক্লেদকুষ্ঠামমারুতান্।
পিড়কাগ্রন্থিশোথার্শো-গণ্ডমালাক্রিমীন্ জয়েৎ॥
মাধুর্য্যাচ্ছময়েদ্ বাতং কষায়ত্বাচ পিত্তহা।
তিক্তত্বাৎ কফজিৎ তেন গুগ্‌গুলুঃ সর্ব্বদোষহা॥
স নবো বৃংহণো বৃষ্যঃ পুরাণস্ত্বতিলেখনঃ।
স্নিগ্ধঃ কাঞ্চনসঙ্কাশঃ পক্কজম্বুফলোপমঃ॥
নূতনো গুগ্‌গুলুঃ প্রোক্তঃ সুগন্ধির্যস্তু পিচ্ছিলঃ।
শুষ্কো দুর্গন্ধকশ্চৈব ত্যক্তপ্রকৃতিবর্ণকঃ।
পুরাণঃ স তু বিজ্ঞেয়ো গুগ্‌গুলুর্বীর্য্যবর্জ্জিতঃ॥
অম্লং তীক্ষ্ণমজীর্ণঞ্চ ব্যবায়ং শ্রমমাতপম্।
মদ্যঃ রোষং ত্যজেৎ সম্যগ্ গুণার্থী পুরসেবকঃ॥

মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

গুগ্‌গুলু

পর্য্যায়।—গুগ্‌গুলু, দেবধূপ, জটায়ু, কৌশিক, পুর, কুম্ভ, উলূখলক, মহিষাক্ষ ও পলঙ্কষ—এই কয়েকটি গুগ্‌গুলুর পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে গুগল, ভৈঁসা গুগল, গুজরাটে গুগুল,

ভৈসা গুগুল, মহারাষ্ট্রে মদাগুগুল, কর্ণাটে ইন্তবোল, ফারসীতে বোএজহুদান, আরবে মুক্লিলে অর্জ্জক, তৈলঙ্গে গুগ্গিল মুচেট্টু মহিষাছী। ল্যাটিন Balsam Odendron Mukul।

প্রকারভেদ ও লক্ষণ।—ইহা পঞ্চপ্রকার। যথা মহিষাক্ষ, মহানীল, কুমুদ, পদ্ম ও হিরণ্য। তন্মধ্যে মহিষাক্ষ গুগ্গুলু ভ্রমর ও অঞ্জন সদৃশ বর্ণ; মহানীল গুগ্গুলুর নামানুরূপ লক্ষণ অর্থাৎ ইহা অত্যন্ত নীলবর্ণ; কুমুদাখ্য গুগ্গুলু কুমুদের ন্যায় আভা-বিশিষ্ট; পদ্মজাতীয় গুগ্গুলু মানিক্যতুল্য আভাযুক্ত এবং হিরণ্যাখ্য গুগ্গুলু সুবর্ণসদৃশ বর্ণবিশিষ্ট। পঞ্চপ্রকার গুগ্গুলুর এই পঞ্চপ্রকার লক্ষণ কথিত হইল।

গুগ্গুলু প্রয়োগবিধি।—মহিষাক্ষ ও মহানীল, এই দুই জাতীয় গুগ্গুলু হস্তির পক্ষে হিতজনক। অশ্বদিগের পক্ষে কুমুদ ও পদ্ম এই দুই জাতীয় গুগ্গুলু মঙ্গলকর ও আরোগ্যজনক এবং কনক (হিরণ্যাখ্য) গুগ্গুলু মনুষ্যগণের পক্ষে বিশেষ হিতকারক; কখন-কখন মহিষাক্ষ গুগ্গুলুও মনুষ্যের হিতকারী হয়।

গুণ।—গুগ্গুলু বিশদ, তিক্ত-কটু-কষায়রস, উষ্ণবীর্য, পিত্তবর্ধক, সারক, কটুবিপাক, রুক্ষ, অত্যন্ত লঘু, ভগ্নসন্ধানকারক, শুক্রবর্ধক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, স্বরপ্রসাদক, রসায়ন, অগ্নিদীপক, পিচ্ছিল ও বলকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বায়ু, ব্রণ, অপচী, মেদোদোষ, প্রমেহ, অশ্মরী, বাতরোগ, ক্লেদ, কুষ্ঠ, আমবাত, পিডকা, গ্রন্থি, শোথ, অর্শঃ, গণ্ডমালা ও ক্রিমি বিনাশক। গুগ্গুলু মধুররস দ্বারা বায়ু নষ্ট করে, কষায়রস দ্বারা পিত্ত নষ্ট করে এবং তিক্তরস দ্বারা কফ নষ্ট করে। সুতরাং গুগ্গুলু ত্রিদোষ-নাশক।

নূতন ও পুরাতন গুগ্গুলুর গুণ এবং লক্ষণ।—নূতন গুগ্গুলু মাংসবর্ধক, শুক্রজনক। পুরাতন গুগ্গুলু—অত্যন্ত লেখনগুণযুক্ত। নূতন গুগগুলু—স্নিগ্ধ, সুবর্ণবর্ণ, পক্কজম্বুফল-সদৃশ, সুগন্ধি ও পিচ্ছিল এবং পুরাতন গুগ্গুলু শুষ্ক, দুর্গন্ধযুক্ত, বিকৃতবর্ণ ও বীর্যবিহীন।

গুগ্গুলু সেবির অপথ্য।—যে ব্যক্তি গুগ্গুলু সেবনের সম্যক ফল প্রার্থনা করেন, তিনি অম্ল দ্রব্য, তীক্ষ্ণবীর্যদ্রব্য, অজীর্ণে ভোজন (বা অপক্ব দ্রব্য ভোজন), মৈথুন, পরিশ্রম, রৌদ্র, মদ্য ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবেন। মাত্রা—চারি আনা।

শ্রীবাসঃ শ্রীবাসসারশ্চ

শ্রীবাসঃ সরলস্রাবঃ শ্রীবেষ্টো বৃক্ষধূপকঃ।
(বেষ্টসারো রসাবেষ্টঃ শ্রীপিষ্টঃ পদ্মদর্শনঃ॥)
শ্রীবাসো মধুরস্তিক্তঃ স্নিগ্ধোষ্ণস্তুবরঃ সরঃ।
পিত্তলো বাতমূর্দ্ধাক্ষি-স্বররোগকফাপহঃ॥

রক্ষোঘ্নঃ স্বেদদৌর্গন্ধ্য যূককণ্ডু ব্রণপ্রণুৎ ।
শ্রীবাসসারঃ কফঘ্নস্মূত্রলো-জ্বরসংহরঃ ।
শোথবিম্লাপনো লেপাৎক্রিমিহৃদ্ বেদনাপহঃ ।

(মাত্রা—৬ রক্তিকাঃ) ।

তার্পিনতৈল, গন্ধবিরজা

পর্য্যায় ।—শ্রীবাস, সরলস্রাব, শ্রীবেষ্ট ও বৃক্ষধূপক—এই কয়েকটি সরল বৃক্ষ রসের (তার্পিনতৈলের) নামান্তর ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সরলকা গোঁদ, সরলকা রস, চন্দ্রস, গন্ধবিরোজা, মহারাষ্ট্রে সরলাডীক, চন্দ্রস্, গুজরাটে চন্দ্রস্ জনার্জ্জন, গন্ধবেরোজী, কর্ণাটে শ্রীবেষ্টক, তামিলে পিনৈমারু, ফারসীতে সংদরুস্, কাইরুবা, আরবীতে সংদরুন বলে । ইংরাজীতে Gomeopal Sandazack ।

গুণ ।—তার্পিনতৈল মধুর-তিক্ত-কষায়রস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য, সারক, পিত্তবর্ধক ও রক্ষোঘ্ন ।

আময়িক প্রয়োগ ।—ইহা বায়ুরোগ, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, স্বরভেদ, কফ, ঘর্ম, দৌর্গন্ধ, যূক (উকুণাদি কীট), কণ্ডু ও ব্রণনাশক । মাত্রা—এক আনা ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—গন্ধবিরজা, কফনাশক, মূত্রকারক, প্রলেপে শোথনাশক এবং জ্বর, ক্রিমি ও বেদনা নিবারক ।

রালঃ

রালস্তু শালনির্য্যাসস্তথা সর্জ্জরসঃ স্মৃতঃ ।
দেবধূপো যক্ষধূপস্তথা সর্ব্বরসশ্চ সঃ ॥
রালো হিমো গুরুস্তিক্তঃ কষায়ো গ্রাহকো হরেৎ ।
দোষাস্রস্বেদবীসর্প জ্বরব্রণবিপাদিকাঃ ॥
গ্রহভগ্নাগ্নিদগ্ধাশ্রী শূলাতীসারনাশনঃ ॥

(মাত্রা—৬ রক্তিকাঃ) ।

ধূনা

পর্য্যায় ।—রাল, শালনির্যাস, সর্জ্জরস, দেবধূপ, যক্ষধূপ—এইগুলি ধূনার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ—ইহাকে হিন্দুস্থানে রাল, মহারাষ্ট্রে রালপীংবলী, গুজরাটে রাল, কর্ণাটে সর্জ্জরস, তৈলঙ্গে সর্জ্জরসমুদ্দর্জ্জ, পঞ্জাবে রাল অলু, আসামে ধূনা, ফারসীতে রালমগবেরী ও আরবীতে কিহুরর বলে । ইহার ল্যাটিন

নাম Mimosa rubicaulis মিমোসা রুবিকলিস্। Yellow resin ডাক্তারীতে ইওলো রিজিন বলে।

গুণ।—ধূনা শীতবীর্য, গুরু, তিক্ত-কষায়রস ও ধারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বাতাদি দোষত্রয়, রক্তদুষ্টি, স্বেদ, বিসর্প, জ্বর, ব্রণ, বিপাদিকা, গ্রহদোষ, ভগ্নরোগ, অগ্নিদগ্ধক্ষত, অলক্ষ্মী, শূল ও অতিসার নাশক। মাত্রা—এক আনা।

ধূনরাজঃ

ধূনরাজঃ পীতরসো ভঙ্গুরা গন্ধিনী স্ত্রিয়াম্।
মূত্রলো ধূনরাজঃ স্যাদ্ গ্রাহকঃ কফনাশকঃ।
দন্তরোগহরো বল্যো মেদাস্‌গ্দরশাতনঃ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

কৃমিমস্তকী

পর্য্যায়।—ধূনরাজ, পীতরস, ভঙ্গুরা ও গন্ধিনী—এইগুলি কৃমিমস্তকীর নাম।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মূত্রকারক, ধারক, কফঘ্ন ও বলকারক এবং দন্ত-রোগ, মেহ ও প্রদররোগ নাশক।

কুন্দরু (সুগন্ধিদ্রব্যং, শল্লকীনির্য্যাসঃ)

কুন্দুরুস্তু মুকুন্দঃ স্যা'ৎ সুগন্ধঃ কুন্দ ইত্যপি।
কুন্দুরুর্মধুরস্তিক্তস্তীক্ষ্ণস্ত্বচ্যঃ কটুর্হরেৎ॥
জ্বরস্বেদগ্রহালক্ষী-মুখরোগকফানিলান্।
দাহপ্রদরপিত্তার্ত্তীলেপনাচ্ছেত্ত্যদঃ পরঃ।
শর্করাসহিতো মেহং বৃষণস্য ব্যথাং হরেৎ॥

(মাত্রা—৪রক্তিকাঃ)।

কুন্দুরুখোটী

পরিচয়।—কুন্দুরু সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ, ইহা শল্লকীনির্য্যাস।

পর্য্যায়।—কুন্দুরু, মুকুন্দ, সুগন্ধ ও কুন্দ—এই কয়েকটি কুন্দুরুর নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দিতে কুন্দুরু, গুন্দবরোসা, মহারাষ্ট্রে অবলগুন্দর সালইভীক, গুজরাটে কিন্দরু, শেষগুন্দর, কর্ণাটে ইড়বোল, তৈলঙ্গে কুন্দুরুমু, ফারসীতে কন্দুরুরুমী, খোটি, গুকী ও আরবীতে কুন্দুরেজকর, বিস্তজ বলে। ইংরাজী নাম Olibanum। ডাক্তারী নাম The resin of the plant দি রেসিন অব দি প্ল্যাণ্ট।

গুণ।—কুন্দুরুখোটি মধুর-তিক্ত-কটুরস, তীক্ষ্ণ ও চর্ম্মের হিতকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা জ্বর, ঘর্ম, গ্রহদোষ, অলক্ষী, মুখরোগ, কফ, বায়ু, পিত্তজ-রোগ, দাহ ও প্রদর নষ্ট করে। ইহার লেপন শৈত্যোৎপাদক। ইহা চিনির সহিত প্রয়োগ করিলে মেহ ও কোষের বেদনা নষ্ট হয়। মাত্রা—চারি রত্তি।

শিহ্লকঃ

শিহ্লকস্তু তুরস্কঃ স্যাদ্ যতো যবনদেশজঃ।
কপিতৈলঞ্চ সংখ্যাতস্তথা চ কপিনামকঃ॥
শিহ্লকঃ কটুকঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ শুক্রকান্তিকৃৎ।
বৃষ্যঃ কণ্ঠ্যঃ স্বেদকুষ্ঠ-জ্বরদাহগ্রহাপহঃ॥ *

(মাত্রা—৪ রক্তিকাঃ)।

পরিচয় —শিলারস যবন দেশে উৎপন্ন হয়, এইহেতু ইহাকে তুরস্ক বলে।

পর্য্যায়।—শিহ্লক, কপিতৈল ও কপিবাচক সমস্ত শব্দ শিলারসের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে শিলারস, গুজরাটে শেলারস, কর্ণাটে পিণ্ডতৈল, দাক্ষিণাত্যে কপিতৈল, ফারসীতে সলারস ও আরবীতে উসারেক-মিয়া, মিথাস সাইলা বলে। ইংরাজী নাম Liqid amber।

গুণ।—শিলারস কটুমধুররস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য, শুক্রজনক, কান্তিবর্ধক, পুষ্টিকারক ও কণ্ঠশোধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ঘর্ম, কুষ্ঠ, জ্বর, দাহ ও গ্রহদোষ নাশক। মাত্রা—চারি রতি।

জাতীফলম্

জাতীফলং জাতীকোশং মালতীফলমিত্যপি।
জাতীফলং রসে তিক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রোচনং লঘু।
কটুকং দীপনং গ্রাহি স্বর্য্যং শ্লেষ্মানিলাপহম্॥
নিহন্তি মুখবৈরস্যং মলদৌর্গন্ধ্যকৃষ্ণতাঃ।
ক্রিমিকাসবমিশ্বাস-শোথপীনসহৃদ্রুজঃ॥ *

(মাত্রা—রক্তিকদ্বয়াদ্ দশরক্তিকং যাবৎ)।

জায়ফল

পর্য্যায় —জাতীফল, জাতীকোশ ও মালতীফল—এই কয়েকটি জাতীফলের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—হিন্দীতে জায়ফল, মহারাষ্ট্রী জায়ফল, গুজরাটি ও কর্ণাটি

---

* তুরস্কঃ সুরভিস্তিক্তঃ কটুঃ স্নিগ্ধশ্চ কুষ্ঠজিৎ।/কফপিত্তাশ্মরীমূত্রাঘাতভূতজ্বরার্ত্তিজিৎ॥ রা· নি·।

** জাতিফলং কষায়োষ্ণং কটু কণ্ঠ্যা শয়াত্তিহৃৎ।/বাতাতীসারমেহঘ্নং বৃষ্যং দীপনদং লঘু॥ রা. নি·।

জাইফল, তৈলঙ্গী জাজিকায়া, তামিলী জোদিকায়, ব্রহ্মদেশী জাদিক্ক, আসামী জ'য়ফল, ফারসী জোজোবুবা, আরবী জোজউতলীব, ইংরাজী Nutmeg নাটমেগ্।

গুণ।—জায়ফল তিক্তকটুরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, রুচিকারক, লঘু, অগ্নির দীপক, মলসংগ্রাহক ও স্বরপ্রসাদক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বায়ু, মুখের বিরসতা, মলের দুর্গন্ধ ও কৃষ্ণবর্ণতা এবং ক্রিমি, কাস, বমি, শ্বাস, শোষ, পীনস ও হৃদ্রোগ বিনষ্ট করে। মাত্রা—দুই রতি হইতে দশরতি পর্যন্ত।

জাতীপত্রী

জাতীফলস্য ত্বক্ প্রোক্তা জাতীপত্রী ভিষগ্বরৈঃ।
জাতীপত্রী লঘুঃ স্বাদুঃ কটূষ্ণা রুচিবর্ণকৃৎ॥
কফকাসবমিশ্বাস-তৃষ্ণাক্রিমিবিষাপহা।
বক্ত্রবৈশদ্যজননী তিক্তা দৌর্গন্ধ্যহারিণী॥ † (মাত্রা—রক্তিকাচতুষ্টয়ম্)।

জৈত্রী

পরিচয়।—চিকিৎসকগণ জাতিফলের ত্বক্‌কে জাতিপত্রী (জৈত্রী) বলিয়া থাকেন।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে জাবিত্রী, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে জায়পত্রী, গুজরাটে জাবন্ত্রী, তৈলঙ্গে জাপত্রী, আসামে জায়ত্রী ফারসীতে জবিত্রী ও বজবার আরবীতে বিসবাসা, ইংরাজীতে Mace মেস্ বলে। ল্যাটিন নাম Myristica fragrans মিরিষ্টিকা ফ্রাগ্রান্স।

গুণ।—জৈত্রী লঘু, তিক্ত-মধুর-কটুরস, উষ্ণবীর্য, রুচিকারক, বর্ণপ্রসাদক ও মুখবৈশদ্য-কারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, কাস, বমি, শ্বাস, তৃষ্ণা, ক্রিমি, বিষ ও দৌর্গন্ধ-বিনাশক। মাত্রা—৪ রতি।

লবঙ্গম্

লবঙ্গং দেবকুসুমং শ্রীসংজ্ঞং শ্রীপ্রসূনকম্।
লবঙ্গং কটু কং তিক্তং লঘু নেত্রহিতং হিমম্॥
দীপনং পাচনং রুচ্যং কফপিত্তাস্রনাশকৃৎ।
তৃষ্ণাং ছর্দ্দিং তথাধ্মানং শূলমাশু বিনাশয়েৎ।
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ ক্ষয়ং ক্ষপয়তি ধ্রুবম্॥ * (মাত্রা—একমাষকঃ)।

---

† জাত্যাদোষনিকৃন্তনীতি রাজনিঘণ্টুধৃতঃ পাঠঃ।

* লবঙ্গং সোষ্ণকং তীক্ষ্ণং বিপাকে মধুরং হিমম্। / বাতপিত্তকফামঘ্নং ক্ষয়কাসস্য দোষনুৎ॥ রা· নি·।

পর্য্যায়।—লবঙ্গ, দেবকুসুম, শ্রীসংজ্ঞ ও শ্রীপ্রসূনক—এই কয়েকটি লবঙ্গের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে লোঙ্গ, মহারাষ্ট্রে লবংগ ও কর্ণাটে লবঙ্গকলিকা, গুজরাটে লবীংগ, আসামে লং, ফারসীতে লৌঙ্গ ও মেহক, আরবে করন ফুল, তামিলে কিরম্বের, তৈলঙ্গে লবঙ্গলু ও দাক্ষিণাত্যে লবঙ্ বলে। ইহার ইংরাজী নাম Cloves ক্লোভস্। ল্যাটিন Eugenia Caryophyllata, নতুন নাম—Syzygium aromaticum।

গুণ।—লবঙ্গ কটু-তিক্তরস, লঘু, চক্ষুর হিতকর, শীতবীর্য, অগ্নির দীপক, পাচক ও রুচিকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, বমি, উদরাধ্মান, শূল, কাস, শ্বাস, হিক্কা ও ক্ষয়রোগ আশু বিনাশ করিয়া থাকে। মাত্রা—দুই আনা।

স্থূলৈলা

এলা স্থূলা চ বহুলা পৃথ্বীকা ত্রিপুটাপি চ।
ভদ্রৈলা বৃহদেলা চ চন্দ্রবালা চ নিষ্কুটিঃ॥
স্থূলৈলা কটুকা পাকে রসে চানলকৃল্লঘু।
রুক্ষোষ্ণা শ্লেষ্মপিত্তাস্র কণ্ডুশ্বাসতৃষাপহা।
হৃল্লাসবিষবস্ত্যাস্য-শিরোরুগ্ বমিকাসনুৎ॥

(বীজস্যাস্যা মাত্রা—একমাষকঃ)।

বড় এলাইচ

পর্য্যায়।—এলা, স্থূলা, বহুলা, পৃথ্বীকা, ত্রিপুটা, ভদ্রৈলা, বৃহদেলা, চন্দ্রবালা ও নিষ্কুটি—এই কয়েকটি বড় এলাইচের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বড়ী ইলাইচী বা পূর্ব্বী ইলায়চী, গুজরাটে মোটী এলাচী, এলচা, কর্ণাটে পরডুলক্কী, ফারসীতে হৈল কলাং, আরবীতে কাকলে কিবার, তৈলঙ্গে পেদ্দ লোকুলু বা এলুকচেট্টু, তামিলে এলম্, মহারাষ্ট্রে বেলদোড়ে ও থোরবেলা এবং আসামে ইলাচি বলে। ইহার ল্যাটিন নাম Amomum aromaticum Roxb।

গুণ।—বড় এলাইচ কটুরস, কটুবিপাক, অগ্নিবর্ধক, লঘু, রুক্ষ ও উষ্ণবর্য।

আময়িক প্রয়োগ। ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, কণ্ডু, শ্বাস, তৃষ্ণা, হৃল্লাস, বিষদোষ, বস্তিগতরোগ, মুখরোগ, শিররোগ, বমি ও কাস নষ্ট করে। মাত্রা— দুই আনা।

সূক্ষ্মৈলা

স্থূলোপকুঞ্চিকা তুত্থা কোরঙ্গী দ্রাবিড়ী ত্রুটিঃ।
এলা সূক্ষ্মা কফশ্বাস-কাসার্শোমূত্রকৃচ্ছ্র হৃৎ।
রসে তু কটুকা শীতা লঘ্বী বাতহৃত্রী মতা। *

(বীজস্যাস্যা মাত্রা—পঞ্চরত্তিকাতো দশরক্তিকং যাবৎ)।

ছোটা এলাইচ / গুজরাটী

পর্য্যায়।—সূক্ষ্মা, উপকুঞ্চিকা, তুত্থা, কোরঙ্গী, দ্রাবিড়ী ও ত্রুটি—এই কয়েকটি ছোট এলাচের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে ছোটইলায়চী ও গুজরাতী ইলায়চী, সফেদ ইলায়চী, মহারাষ্ট্রে বেলচী, গুজরাটে এলচীকাগদী, তৈলঙ্গে এলাকু, চিন্নয়াল কুলু এলকপ, দ্রাবিড়ে এলোকুল্লকাপ্প, ফারসীতে হৈল, হীল ও হাল, আরবীতে কাকিলে সিগার বলে। ডাক্তারী নাম Elettaria cardamomum ইলিটেরিয়া কার্ডেমোমাম্।

আময়িক প্রয়োগ।—ছোট এলাইচ কফ, শ্বাস, কাস, অর্শরোগ মূত্রকৃচ্ছ্র ও বায়ুনাশক। ইহা কটুরস, শীতবীর্য এবং লঘু। মাত্রা—৫ রতি হইতে ১০ রতি।

কুঙ্কুমম

কুঙ্কুমং ঘুসৃনং রক্তং কাশ্মীরং পীতকং বরম্।
সঙ্কোচং পিশুনং ধীর বাহ্লীকং শোণিতাভিধম্॥
কাশ্মীরদেশজে ক্ষেত্রে কুঙ্কুমং যদ্ ভবেদ্ধি তৎ।
সূক্ষ্মকেশরমারক্তং পদ্মগন্ধি তদুত্তমম্॥
বাহ্লীকদেশসঞ্জাতং কুঙ্কুমং পাণ্ডুরং স্মৃতম্।
কেতকীগন্ধযুক্তং তন্মধ্যমং সূক্ষ্মকেশরম্॥
কুঙ্কুমং পারসীকে যন্মধুগন্ধি তদীরিতম্।
ঈষৎপাণ্ডুরবর্ণং তদধমং স্থূলকেশরম্॥
কুঙ্কুমং কটুকং স্নিগ্ধং শিরোরুগ্‌ব্রণজন্তুজিৎ।
তিক্তং বমিহরং বর্ণ্যং ব্যঙ্গদোষত্রয়াপহম্॥ **

(মাত্রা—৬ রক্তিকাঃ)।

---

* এলাদ্বয়ং শীতলতিক্তমুক্তং সুগন্ধি পিত্তার্তিকফাপহারি। / করোতি হৃদ্রোগমলার্তিবস্তি-পুংস্ত্ব যমস্তম্ভবিরো গুণাঢ্যঃ॥ রা. নি.।

** কুঙ্কুমং সুরভিতিক্তিকটুষ্ণং কাসবাতকফকণ্ঠরুজাঘ্নম্। / মূর্দ্ধশূলবিষদোষনাশনং রোচনঞ্চ তনুকান্তিকারকম্। রা. নি.।

জাফরাণ

পর্য্যায়।—কুঙ্কুম, ঘুসৃণ, রক্ত, কাশ্মীর, পীতক, বর, সঙ্কোচ, পিশুন, ধীর, বাহ্লীক এবং শোণিতবাচক শব্দ কুঙ্কুমের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কেসর, জাফরান্, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে কেশর, কর্ণাটে কুঙ্কুম, তৈলঙ্গে কুঙ্কুমপুবু, আসামে জাফরাং, ফারসীতে জরকামাস ও আরবীতে জাফরান্ বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Saffron স্যাফরন্।

কুঙ্কুমলক্ষণ।—যে কুঙ্কুম কাশ্মীর প্রদেশে জন্মে, তাহা সূক্ষ্মকেশর-বিশিষ্ট, রক্তবর্ণ ও পদ্মগন্ধি, সেই কুঙ্কুমই উৎকৃষ্ট। যে কুঙ্কুম বাহ্লীক প্রদেশে জন্মে, যাহা পাণ্ডুরবর্ণ, কেতকীপুষ্পের ন্যায় গন্ধযুক্ত ও সূক্ষ্মকেশর-বিশিষ্ট, সেই কুঙ্কুম মধ্যম, এবং পারস্যদেশে যে কুঙ্কুম উৎপন্ন হয় তাহা মধুর ন্যায় গন্ধযুক্ত, ঈষৎ পাণ্ডুরবর্ণ ও স্থূলকেশরসংযুক্ত, ইহাই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

গুণ—কুঙ্কুম তিক্তকটুরস, স্নিগ্ধ ও বর্ণ প্রসাদক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শিরোরোগ, ব্রণ, ক্রিমি, বমি, ব্যঙ্গ ও ত্রিদোষনাশক। মাত্রা—এক আনা।

তৃণকুঙ্কুমম্

তৃণকুঙ্কুমং তৃণাম্রং গন্ধিতৃণং শোণিতঞ্চ তৃণপুষ্পম্।
গন্ধাধিকং তৃণোত্থং তৃণগৌরং লোহিতঞ্চ নবসংজ্ঞম্॥
তৃণকুঙ্কুমং কটূষ্ণং কফমারুতশোফনুৎ।
কণ্ডূতিপামাকুষ্ঠাম-দোষঘ্নং ভাস্বরং পরম্॥

পর্য্যায়।—তৃণকুঙ্কুম, তৃণাম্র, গন্ধিতৃণ, শোণিত, তৃণপুষ্প, গন্ধাধিক, তৃণোত্থ, তৃণগৌর ও লোহিত—এই নয়টি একপর্যায়ের শব্দ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—তৃণকুঙ্কম কটুরস, উষ্ণবীর্য, ভাস্বর এবং কফ, বায়ু, শোথ, কণ্ডু, পামা, কুষ্ঠ ও আমদোষের নাশক।

গোরোচনা

গোরোচনা তু মঙ্গল্যা বন্দ্যা গৌরী চ রোচনা।
গোরোচনা হিমা তিক্তা বশ্যা মঙ্গলকান্তিদা।
বিষালক্ষীগ্রহোন্মাদ-গর্ভস্রাবক্ষতাস্রহৃৎ॥ *

(মাত্রা—রক্তিকাদ্বয়ম্)।

* গোরোচনা চ শিশিরা বিষদোষহন্ত্রী রুচ্যা চ পাচনকরী ক্রিমিকুষ্ঠহন্ত্রী /ভূতগ্রহোপশমনং কুরুতে চ পথ্যা শৃঙ্গারমঙ্গলকরী জনমোহিনী চ॥ রা. নি.।

পর্য্যায়।—গোরোচনা, মঙ্গল্যা, বন্দ্যা, গৌরী ও রোচনা—এইগুলি গোরোচনার প্রসিদ্ধ নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে গোরোচন, গোলোচন, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে গোরোচন, গুজরাটে গোরোচন্দন, তৈলঙ্গে গোরোচনম্, ফারসীতে গাররোহন ও আরবীতে হজরুলবকর বলে। ইংরাজী নাম Gallstone Bijoor, লাটিন নাম Bastarous।

গুণ।—গোরোচনা শীতবীর্য, তিক্তরস, বশীকরণক্ষম, মঙ্গলজনক ও কান্তিবর্ধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বিষ, অলক্ষী, গ্রহদোষ, উন্মাদ, গর্ভস্রাব, ক্ষত ও রক্তদোষ নিবারক। মাত্রা—দুই রত্তি।

নখম্

নখং ব্যাঘ্রনখং ব্যাঘ্রায়ুধং তচ্চক্রকারকম্। *
নখং স্বল্পং নখী প্রোক্তা হনুর্হট্টবিলাসিনী॥
নখদ্বয়ং গ্রহশ্লেষ্ম-বাতাস্রজ্বরকুষ্ঠহৃৎ।
লঘূষ্ণং শুক্রলং বর্ণ্যং স্বাদু ব্রণবিষাপহম্।
অলক্ষ্মীমুখদৌর্গন্ধ্য-হৃৎ পাকরসয়োঃ কটু॥ (মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

নখ ও নখী

পর্য্যায়।—নখকে ব্যাঘ্রনখ, ব্যাঘ্রায়ুধ ও চক্রকারক এবং স্বল্পনখকে নখী, হনু ও হট্টবিলাসিনী বলে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে নখ ও নখী, মহারাষ্ট্রে নখলা, বাঘনখ, গুজরাটে নখলা, সাবজনানখ, কর্ণাটে ও উৎকলে নখ ও বাঘনখ, ফারসীতে তাখুন পর্য্যা ও গ্রাহকসর এবং আরবীতে অজফারতিব ও ইকলিলুল্মুলুক বলে। ইংরাজী নাম Shell শেল।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নখ ও নখী এই উভয়ই—গ্রহদোষ, কফ, বায়ু, রক্ত, জ্বর, কুষ্ঠ, ব্রণ, বিষ, অলক্ষী ও মুখের দুর্গন্ধনাশক। ইহারা লঘু, উষ্ণবীর্য, শুক্রবর্ধক, বর্ণকারক, মধুর-কটুরস এবং কটুবিপাক। মাত্রা—চারি আনা।

বালকম্

বালং হ্রীবেরবর্হিষ্ঠোদীচ্যং কেশাম্বুনাম চ।
বালকং শীতলং রুক্ষং লঘু দীপনপাচনম্।
হৃল্লাসারুচিবীসর্প-হৃদ্রোগামাতিসারজিৎ॥ (মাত্রা—এক মাষকঃ)।

* ব্যাঘ্রনখস্তু তিক্তোষ্ণঃ কষায়কফবাতজিৎ। / কুষ্ঠকণ্ডু ব্রণঘ্নশ্চ বর্ণ্যঃ সৌগন্ধ্যদঃ পরঃ॥ রা. নি.।

বালা

পর্য্যায়।—বাল, হ্রীবের, বর্হিষ্ঠ ও উদীচ্য—এইগুলি এবং কেশবাচক ও অম্বুবাচক শব্দ বালার নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সুগন্ধবালা, মহারাষ্ট্রে বালা, দাক্ষিণাত্যে করংবাল, কর্ণাটে বালদেবের খসমুষ্টিবাল, গুজরাটে বালো, তৈলঙ্গে বাড়িবেল্লু, বোম্বায়ে বালা ও ফারসীতে অসারুং বলে। ডাক্তারী নাম Pavonia Odorata প্যাভোনিয়া ওডোরেটা।

গুণ।—বালা শীতবীর্য, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিদীপক ও পাচক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা হৃল্লাস, অরুচি, বিসর্প, হৃদ্‌রোগ, আমদোষ ও অতিসার নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

বীরণম্

স্যাদ্ বীরণং বীরতরুর্বীরঞ্চ বহুমূলকম্।
বীরণং পাচনং শীতং স্তম্ভনং লঘু তিক্তকম॥
মধুরং জরনুদ্ বান্তি-মদজিৎ কফপিত্তহৃৎ।
তৃষ্ণাস্রবিষবীসর্প-কৃচ্ছ দাহব্রণাপহম্॥

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্)।

বেণা (খস্)

পর্য্যায়।—বীরণ, বীরতরু, বীর ও বহুমূলক—এই কয়েকটি বেণার প্রসিদ্ধ নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে খস, গাণ্ডর, মহারাষ্ট্রে কাল্লাবাল্লা, গুজরাটে কালোবালো, কালবেস, তৈলঙ্গে অবরুগড্ডি, উৎকলে বিণা, গন্দবিণা, বোম্বায়ে খস্‌খস্ ও তামিলে বেত্তেবের। ইহার ডাক্তারী নাম Andropogon Muricatus এনড্রোপোগন মিউরিকেট্‌স্।

গুণ।—বেণা পাচক, শীতবীর্য, স্তম্ভনকারক, লঘু ও মধুরতিক্তরস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা জ্বর, বমন, মত্তুতা, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, রক্তদোষ, বিষ, বিসর্প, মূত্রকৃচ্ছ্র, দাহ ও ব্রণনাশক। মাত্রা—অর্ধতোলা।

সুরপ্রিয়ম্

সুরপ্রিয়ং বৃত্তফলং তদ্ বায়ুশমনং মতম্।
স্নেহোৎসারণমাগ্নেয়ং মূত্রবৃদ্ধিকরং তথা॥
ঔপসর্গিকমেহঞ্চ শুক্রমেহং সুদারুণম্।
শ্বেতপ্রদরমর্শাংসি কৃচ্ছঞ্চাপি বিনাশয়েৎ॥

কাবাবচিনি

পর্য্যায়।—সুরপ্রিয় ও বৃত্তফল—এই দুইটি কাবাবচিনির নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে শীতলচিনি, কাবাবচিনি, চিনিকবাব, কংকোলা, মহারাষ্ট্রে কংকোল্ল, কাপুরচিনি, গুজরাটে চণকবার, কর্ণাটে কক্কোলম্ম তৈলঙ্গে কবাবচিনি, ফারসীতে কবাবহ, আরবীতে কবাস, হেবল, উরস, কয়াবা বলে। ইংরাজী Cubebs কিউবেবস্। ল্যাটিন নাম Cubebe fruetus। বর্ত্তমান নাম C. officinalis।

গুণ।—ইহা বাত প্রশমক, কফনিঃসারক, আগ্নেয় ও মূত্রবর্ধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ঔপসর্গিক মেহ, শুক্রমেহ, শ্বেতপ্রদর, অর্শঃ ও মূত্রকৃচ্ছ্র বিনাশক। মাত্রা—এক আনা হইতে দুই আনা।

ত্বক্‌পত্রম্, ত্বক্ চ

ত্বকপত্রঞ্চ বরাঙ্গং স্যাদ্ ভৃঙ্গং চোচং তথোৎকটম্।
ত্বচং লঘূষ্ণং কটুকং স্বাদু তিক্তঞ্চ রুক্ষকম্॥
পিত্তলং কফবাতঘ্নং কণ্ড্বামারুচিনাশনম্।
হৃদ্বস্তিরোগবাতার্শঃ-ক্রিমিপীনসশুক্রহৃৎ॥ *
ত্বক্ স্বাদ্বী তু গুড়ত্বক্ স্যাৎ তথা দারুসিতা মতা।
উক্তা দারুসিতা স্বাদ্বী তিক্তা চানিলপিত্তনুৎ।
সুরভিঃ শুক্রলা বল্যা মুখশোষতৃষাপহা। (মাত্রা – একমাষকঃ)।

কলমি দারুচিনি

পর্য্যায়।—ত্বক্‌পত্র, বরাঙ্গ, ভৃঙ্গ, চোচ, উৎকট ও ত্বচ—এই কয়েকটি কলমি-দারুচিনির নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে তজদালচিনি, মহারাষ্ট্রে দালচিনি, গুজরাটে ও কর্ণাটে তজ, তৈলঙ্গে সনলিঙ্গু, ডালচিনি, সনললীঙ্গপুতা, তামিলে কারুথা কব্ব, উপট্টাই, ফারসীতে দার্চিনি, আরবীতে সালীখা, ব্রহ্মদেশে মিটখ্যাবো। লুসাই ভাষাতে থাক্ থিন্ বলে। ডাক্তারী নাম Cinnamon Bark। ল্যাটিন নাম Cinnamoni Cortex, নতুন নাম, Cinnamonum zeylanicum।

গুণ।—ইহা লঘু, উষ্ণবীর্য, কটু-মধুর-তিক্তরস, রুক্ষ ও পিত্তবর্ধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বায়ু, কণ্ডু, আমদোষ, অরুচি, হৃদ্রোগ, বস্তি-রোগ, বাতজনিত অর্শঃ, ক্রিমি, পীনস ও শুক্রনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

* ত্বচস্তু কটুকং শীতং কফকাসবিনাশনম্। / শুক্রামশমনঞ্চৈব কণ্ঠশুদ্ধিকরং লঘু॥ রা. নি.।

দারুচিনি

পর্য্যায় ও দেশভেদে নামভেদ।—ত্বক, স্বাদ্বী, গুড়ত্বক্ ও দারুসিতা—এই কয়েকটি দারুচিনির নামান্তর। ইহাকে আসামে দালচিনি বলে। ইহার ভাষান্তরীয় নাম কলমী দারুচিনি নামের ন্যায় জানিবে। ডাক্তারী নাম Cinnamon সিনামন।

গুণ।—দারুচিনি মধুর-তিক্তরস, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, সুগন্ধি, শুক্রবর্ধক ও বলকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মুখশোষ ও তৃষ্ণানিবারক। মাত্রা—দুই আনা।

পত্রকম্

তেজপত্রং গন্ধজাতং পত্রকং পাকরঞ্জনম্।
পত্রং তমালপত্রঞ্চ তথা স্যাৎ পত্রনামকম্॥
পত্রকং মধুরং কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণোষ্ণং পিচ্ছিলং লঘু।
নিহন্তি কফবাতার্শোহৃল্লাসারুচিপীনসান্॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

তেজপত্র

পর্য্যায়।—তেজপত্র, গন্ধজাত, পত্রক, পাকরঞ্জন, পত্র ও তমালপত্র এবং পত্রপর্যায়ক শব্দ তেজপত্রের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে তেজপাত, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে তমালপত্র, কর্ণাটে পত্রক, তৈলঙ্গে আকুপত্রী, আসামে তেজপাত, ফার্সীতে সাদরুস্ ও আরবীতে সাজিজ বলে। ইংরাজী নাম Folia Malabathy, ল্যাটিন নাম Cinamomam tamala। ডাক্তারী নাম The leaf of Lourus cassia দি লিফ অব লরাস্ ক্যাসিয়া।

গুণ।—তেজপত্র কিঞ্চিৎ মধুররস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, পিচ্ছিল ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বায়ু, অর্শঃ, হৃল্লাস, অরুচি ও পীনস বিনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

নাগকেশরঃ

নাগপুষ্পঃ স্মৃতো নাগঃ কেশরো নাগকেশরঃ।
চাম্পেয়ো নাগকিঞ্জল্কঃ কথিতঃ কাঞ্চনাহ্বয়ঃ॥
নাগপুষ্পং কষায়োষ্ণং রুক্ষং লঘ্বামপাচনম্।
জ্বরকণ্ডূতৃষাস্বেদ-চ্ছর্দ্দিহৃল্লাসনাশনম্।
দৌর্গন্ধ্যকুষ্ঠবীসর্প-কফপিত্তবিষাপহম্॥ (মাত্রা—একমাষকঃ)।

---

* পত্রকং লঘু তিক্তোষ্ণং কফবাতবিষাপহম্। / বস্তিকণ্ডুত্রিদোষঘ্নং মুখমস্তকশোধনম্॥ রা. নি.।

নাগকেশর (Mesua Coromanda linn)

পর্য্যায়।—নাগপুষ্প, নাগ, কেশর, নাগকেশর, চাম্পেয়, নাগকিঞ্জল্ক ও কাঞ্চন বাচক শব্দ নাগেশ্বরের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে, কর্ণাটে ও গুজরাটে নাগকেশর, তৈলঙ্গে নাগকেশরালু, তামিলে নাঙ্গল, বোম্বায়ে নাগচম্প ও আসামে নাহর বলে। ডাক্তারী নাম Mesuaferrea মেসুয়াফেরিয়া। আরবী নাম নারমুস্ক।

গুণ।—নাগেশ্বর কষায়রস, উষ্ণবীর্য্য, রুক্ষ, লঘু ও আমপাচক।

আময়িক প্রয়োগ—ইহা জ্বর, কণ্ডু তৃষ্ণা, স্বেদ, বমি, হৃল্লাস, দৌর্গন্ধ, কুষ্ঠ, বিসর্প, কফ, পিত্ত ও বিষনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

ত্রিজাতচাতুর্জ্জাতকে

ত্বগেলাপত্রকৈস্তুল্যৈস্ত্রিসুগন্ধি ত্রিজাতকম্।
নাগকেশরসংযুক্তং চাতুর্জাতকমুচ্যতে ॥
তদ্দ্বয়ং রোচনং রুক্ষং তীক্ষ্ণোষ্ণং মুখগন্ধহৃৎ।
লঘু পিত্তাগ্নিকৃদ্ বর্ণ্যং কফবাতবিষাপহম্ ॥

পরিচয়।—গুড়ত্বক, এলাইচ ও তেজপত্র, এই তিনটী সমভাগে একত্র করিলে তাহাকে ত্রিজাত বা ত্রি-সুগন্ধি কহে। এই ত্রিজাতকের সহিত নাগকেশর সংযুক্ত করিলে তাহাকে চাতুর্জ্জাতক বলা যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—এই উভয়ই রোচক, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, মুখদুর্গন্ধনাশক, লঘু, পিত্তবর্ধক, অগ্নিকারক, বর্ণপ্রসাদক এবং কফ, বায়ু ও বিষ বিনাশক। মাত্রা—যথোপযুক্ত।

উশীরম্

বীরণস্য তু মূলং স্যাদুশীরং নলদঞ্চ তৎ।
অমৃণালঞ্চ সেব্যঞ্চ সমগন্ধিকমিত্যপি ॥
উশীরং পাচনং শীতং স্তম্ভনং লঘু তিক্তকম্।
মধুরং জ্বরহৃদ্ বান্তি-মদঘ্নং কফপিত্তহৃৎ।
তৃষ্ণাস্রবিষবিসর্প দাহকৃচ্ছ্র ব্রণাপহম্ ॥ * (মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

বেনার মূল (ল্যাটীন নাম Vetiveria zizanioides)

পর্য্যায়।—বেণার মূলকে উশীর বলে। নলদ, অমৃণাল, সেব্য ও সমগন্ধিক—এই কয়েকটি উশীরের নামান্তর।

---

* উশীরং শীতলং তিক্তং দাহশ্রমহরং-পরম্। / পিত্তজ্বরার্ত্তিশমনং জলসৌগন্ধ্যদায়কম্ ॥ রা. নি.।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীভাষাতে খশ, বীরণ, গাণ্ডর, মহারাষ্ট্রে কারাবাল্লা, গুজরাটে কালোবালো মোথ্যতাবালাজ্জিনাং প্রমূল, কর্ণাটে বালদবেস, তৈলঙ্গে অবরুগুট্টিবর্দ্দিবেল্লুনল্ল, তামিলে বেত্তেবের, বোম্বায়ে খসখস, উৎকলে বিণা, গন্ধবিণা, বাধিবেরু বলে। ইহার ডাক্তারী নাম The root of fragrant grass দি রুট অব ফ্রেগ্রাণ্ট গ্র্যাস।

গুণ।—বেনার মূল পাচক, শীতবীর্য, স্তম্ভনকারক, লঘু ও তিক্ত-মধুররস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা জ্বর, বমি, মত্ততা, কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, রক্তদোষ, বিষদোষ, বিসর্প, দাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও ব্রণনাশক। মাত্রা -চারি আনা।

জটামাংসী

জটামাংসী ভূতজটা জটিলা চ তপস্বিনী।
মাংসী তিক্তা কষায়া চ মেধ্যা কান্তিবলপ্রদা॥
স্বাদ্বী হিমা ত্রিদোষাস্র-দাহবীসর্পকুষ্ঠনুৎ।
লেপনাদ্ রুক্ষতাং হন্তি জ্বরং চর্ম্মোদ্ভবং গদম॥

(মাত্রা—ষড় রক্তিকাতঃ মাষকং যাবৎ)।

জটামাংসী

পর্য্যায়।—জটামাংসী, ভূতজটা, জটিলা ও তপস্বিনী—এই কয়েকটি জটামাংসীর পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—জটামাংসীকে হিন্দুস্থানে জটামাংসী, বালছড়, কমুচর, মহারাষ্ট্রে ও তৈলঙ্গে জটামাংস, গুজরাটে বালছড, কর্ণাটে বহুলগন্ধ জটামাংসী, আকাশ জটামাংসী, ফারসীতে স্থুবুণ ও আরবীতে স্থবলুত্তীব বলে। ইংরাজী নাম Spinkenard। ল্যাটিন Valerian Indica, Nardostachys Jatamansi।

গুণ।—জটামাংসী তিক্তমধুর-কষায়রস, মেধাজনক, বলবর্ধক, কান্তিকারক ও শীতবীর্ষ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ত্রিদোষ, রক্তদুষ্টি, দাহ, বিসর্প ও কুষ্ঠরোগ নিবারক। জটামাংসী গাত্রে লেপন করিলে রুক্ষতা, জ্বর ও চর্ম্মরোগ বিনষ্ট হয়। মাত্রা—এক আনা হইতে দুই আনা।

শৈলেয়ম্

শৈলেয়ন্তু শিলাপুষ্পং বৃদ্ধং কালানুসার্য্যকম্।
শৈলেয়ং শীতলং হৃদ্যং কফপিত্তহরং লঘু।
কণ্ডুকুষ্ঠাশ্মরীদাহ-বিষহৃৎ শুদরক্তনুৎ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

শৈলজ

পর্য্যায়।—শৈলেয়, শিলাপুষ্প, বৃদ্ধ ও কালানুসার্যক—এই কয়েকটি শৈলজের প্রসিদ্ধ নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ভূরিছরীলা, পথরকা ফুল, মহারাষ্ট্রে দগড় ফুল, গুজরাটে পথরফুল, কর্ণাটে কলডু, কলহু, তৈলঙ্গে শৈলেয়মনেত্রগ্যম্, ফারসীতে দহাল, আরবীতে আসীনা বলে। ল্যাটিন নাম Parmalia Perlata, P. Perforata।

গুণ।—শিলাপুষ্প শীতবীর্য, হৃদয়গ্রাহী ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, কণ্ডু, কুষ্ঠ, অশ্মরী, দাহ, বিষদোষ এবং গুহ্যদেশ হইতে নিসৃত রক্ত নিবারণ করে। মাত্রা—চারি আনা।

মুস্তকো নাগরমুস্তকশ্চ

মুস্তকং ন স্ত্রিয়াং মুস্তং ত্রিষু বারিদনামকম্।
কুরুবিন্দশ্চ সংখ্যাতোঽপরঃ ক্রোড়ঃ কসেরুকঃ।
ভদ্রমুস্তক গুন্দ্রা চ তথা নাগরমুস্তকঃ॥
মুস্তং কটু হিমং গ্রাহি তিক্তং দীপনপাচনম্।
কষায়ং কফপিত্তাস্র-তৃড্ জ্বরারুচিজন্তুনুৎ॥
অনূপদেশে যজ্জাতং মুস্তকং তৎ প্রশস্যতে।
তত্রাপি মুনিভিঃ প্রোক্তং বরং নাগরমুস্তকম্॥

(মাত্রা—মাষকত্রয়ম্)।

মুতা ও নাগরমুতা

পর্য্যায়।—মেঘপর্য্যায়ক শব্দসমূহ এবং কুরুবিন্দ মুস্তকের নামান্তর। মুস্তক শব্দ পুংলিঙ্গে ও নপুংসকলিঙ্গে এবং মুস্তশব্দ তিন লিঙ্গেই ব্যবহৃত হয়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মোথা, মহারাষ্ট্রে মোথে, গুজরাটে মোথ্য, দ্রাবিড়ে গরমোটা, তৈলঙ্গে তুংগমুস্ত ও সকহতুঙ্গ, বিরু, তামিলে কোরয়, ফারসীতে শাদকফী ও আরবীতে মুক্জমীন বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Cyperus rotundus সাইপ্রাস্ রোটন্ডস্।

পর্য্যায়।—নাগরমুতাকে ক্রোড়, কসেরুক, ভদ্রমুস্ত, গুন্দ্রা ও নাগরমুস্তক বলে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে নাগরমোথা, মহারাষ্ট্রে নাগরমোথে, গুজরাটে নাগরমোথ্য, তৈলঙ্গে তুঙ্গগহুলবিম্, তামিলে মূদহকাচ ও দাক্ষিণাত্যে গবমোটা। ডাক্তারী নাম Mariscus cyprus মেরিসকাস্ সাইপ্রস।

গুণ।—মুস্তা কটু-তিক্ত-কষায়রস, শীতবীর্য, ধারক, অগ্নির দীপক ও পাচক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, জ্বর, অরুচি ও ক্রিমি বিনাশক।

শ্রেষ্ঠ মুস্তক লক্ষণ।—যে মুস্তক অনূপদেশে জন্মে তাহাই প্রশস্ত। অনূপদেশসম্ভূত নাগরমুস্তকই সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছে।

শটী

কর্চূরো বেধমুখ্যশ্চ দ্রাবিড়ঃ কল্পকঃ শটী।
কর্চূরো দীপনো রুচ্যঃ কটুকস্তিক্ত এব চ॥
সুগন্ধিঃ কটুপাকঃ স্যাৎ কুষ্ঠার্শোব্রণকাসনুৎ।
উষ্ণো লঘুর্হরেচ্ছ্বাসং গুল্মবাতকফক্রিমীন্।
গলগণ্ডং গণ্ডমালামপচীং মুখজাড্যনুৎ॥

(মাত্রা—ষড় রক্তিকাঃ)।

শটী / একাঙ্গী

পর্য্যায়।—কর্চূর, বেধমুখ্য, দ্রাবিড়, কল্পক ও শটী—এই কয়েকটি শটীর পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কচুর ও কালীহলদী, বোম্বায়ে কচোর', মহারাষ্ট্রে কচোরা, নরকচরো, কাচরী, গুজরাটে কচুরী, কর্ণাটে কচোরা, কাচরালু, ওকাতো কচেট্রা, ফারসীতে জবংবাদ ও আরবীতে এরকুলকাফুর বলে। ডাক্তারী নাম Curcuma Zedoaria কারকুমা জেডোরিয়া।

গুণ।—শটী অগ্নিদীপক, রুচিকারক, কটু-তিক্তরস, সুগন্ধযুক্ত, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কুষ্ঠ, অর্শঃ, ব্রণ, কাস, শ্বাস, গুল্ম, বায়ু, কফ ও ক্রিমি-নাশক। ইহা দ্বারা গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচী ও মুখের জড়তা নিবারিত হয়। মাত্রা—এক আনা।

মুরা

মুরা গন্ধকুটী দৈত্যা সুরভিস্তালপর্ণিকা।
মুরা তিক্তা হিমা স্বাদ্বী লঘ্বী পিত্তানিলাপহা
জ্বরাসৃগভূতকোয়ী কুষ্ঠকাসবিনাশিনী॥

(মাত্রা—৬ রক্তিকাঃ)।

মুরামাংসী

পর্য্যায়।—মুরা, গন্ধকুটী, দৈত্যা, সুরভি ও তালপর্ণিকা—এই কয়েকটি মুরা-মাংসীর নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে একাঙ্গী, মুরা, মহারাষ্ট্রে একাঙ্গীমুরা, কর্ণাটে মুরে ও গুজরাটে মোরামাংসী বলে।

গুণ।—ইহা তিক্ত-মধুররস, শীতবীর্য, লঘু ও রক্ষোঘ্ন।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিত্ত, বায়ু, জ্বর, রক্তদোষ, ভূতাবেশ, কুষ্ঠ ও কাসরোগ বিনাশক। মাত্রা—এক আনা।

গন্ধপলাশী

(সুগন্ধদ্রব্যং কাশ্মীরে প্রসিদ্ধম্)

শঠী পলাশী ষড্‌গ্রন্থা সুব্রতা গন্ধমূলিকা।
গান্ধারিকা গন্ধবধূর্বধূঃ পৃথুপলাশিকা॥
ভবেদ্‌ গন্ধপলাশ' তু কষায়া গ্রাহিণী লঘুঃ।
তিক্তা তীক্ষ্ণা চ কটুকাম্লষ্ণাস্যমলনাশিনী।
শোথকাসব্রণশ্বাস-শূলসিধ্মগ্রহাপহা॥

(মাত্রা—৬ রক্তিকাঃ)।

পর্য্যায়।—গন্ধপলাশী কাশ্মীরদেশজ সুগন্ধ দ্রব্যবিশেষ।

পর্য্যায়।—শঠী, পলাশী, ষড়্‌গ্রন্থা, সুব্রতা, গন্ধমূলিক, গান্ধারিকা, গন্ধবধূ, বধূ ও পৃথুপলাশিকা—এই কয়েকটি গন্ধপলাশীর পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে গন্ধপলাশী, কর্পূরকচরী. মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে কাপূর কাচরী, বম্বে আম্বেহলদ, কর্ণাটে গন্ধশটি, তৈলঙ্গে কিচলি রাগড্ডল ও আরবীতে জরংবাদ বলে।

গুণ।—গন্ধপলাশী কষায়-তিক্ত-কটুরস, মলসংগ্রাহক, লঘু, তীক্ষ্ণ, অম্লঘ্ন ও মুখমল-শোধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শোথ, কাস, ব্রণ, শ্বাস, শূল, সিধ্ম ও গ্রহদোষ নাশক। মাত্রা—এক আনা।

প্রিয়ঙ্গুঃ গন্ধপ্রিয়ঙ্গুশ্চ

প্রিয়ঙ্গু ফলিনী কান্তা লতা চ মহিলাহ্বয়া।
গুন্দ্রা গন্ধফলা শ্যামা বিষ্বক্সেনাঙ্গনাপ্রিয়া॥
প্রিয়ঙ্গুঃ শীতলা তিক্তা তুবরানিলপিত্তনুৎ।
রক্তাতিযোগদৌর্গন্ধ্য-স্বেদদাহজ্বরাপহা॥
বান্তিভ্রান্ত্যতিসারঘ্না বক্ত্রজাড্যবিনাশিনী।
গুল্মতৃড়্‌বিষমোহঘ্নী তদ্বদ্‌ গন্ধপ্রিয়ঙ্গুকা॥

তৎফলং মধুরং রুক্ষং কষায়ং শীতলং গুরু।
বিবন্ধাধ্মানবলকৃৎ সংগ্রাহি কফপিত্তজিৎ ॥

(অস্যাস্ত্বচো মাত্রা ১ মাষকঃ, ফলস্য মাত্রা ৬ রক্তিকাঃ)।

পর্য্যায়।—প্রিয়ঙ্গু ফলিনী, কান্তা, লতা, গুন্দ্রা, গন্ধফলা, শ্যামা, বিষ্বক্‌সেনা ও অঙ্গনাপ্রিয়া এবং মহিলাবাচক শব্দ প্রিয়ঙ্গুর নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাদের নাম হিন্দুস্থানে প্রিয়ঙ্গু, ফুলফেন ও ফুলপ্রিয়ঙ্গু, মহারাষ্ট্রে গহুবলা, গুজরাটে ঘড়লা, কর্ণাটে নেপিলগু, বোম্বায়ে গহুলী, তামিলে প্রিয়ঙ্গু ও তৈলঙ্গে প্রেক্কণ পুচেট্টু। ডাক্তারী নাম Aglaia Roxburghianna আগ্‌লিয়া রক্সবার্ঘিয়ানা।

গুণ।—প্রিয়ঙ্গু শীতবীর্য ও তিক্ত-কষায়রস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বায়ু, পিত্ত, রক্তাধিক্য, দৌর্গন্ধ, স্বেদ, দাহ, জ্বর, বমন, ভ্রান্তি, অতিসার, মুখের জড়তা, গুল্ম, তৃষ্ণা, বিষদোষ ও মোহনাশক। গন্ধপ্রিয়ঙ্গুও উক্তপ্রকার গুণযুক্ত।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—প্রিয়ঙ্গুফল মধুর-কষায়রস, রুক্ষ, শীতবীর্য, গুরু, বিবন্ধজনক, আধ্মানকারক, বলবর্ধক, ধারক এবং কফ ও পিত্তনাশক। ইহার ছালের মাত্রা—দুই আনা ও ফলের মাত্রা—এক আনা।

রেণুকা

রেণুকা রাজপুত্রী চ নন্দিনী কপিলা দ্বিজা।
ভস্মগন্ধা পাণ্ডুপুত্রী স্মৃতা কৌন্তী হরেণুকা ॥
রেণুকা কটুকা পাকে তিক্তানুষ্ণা কটুর্লঘুঃ।
পিত্তলা দীপনী মেধ্যা পাচনী গর্ভপাতনী।
বলাসবাতবৈক্লব্য-তৃট্‌কণ্ডুবিষদাহনুৎ ॥

(মাত্রা—৬ রক্তিকা)।

পর্য্যায়।—রেণুকা, রাজপুত্রী, নন্দিনী, কপিলা, দ্বিজা, ভস্মগন্ধা, পাণ্ডুপুত্রী, কৌন্তী ও হরেণুকা—এই কয়েকটি রেণুকার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সালুকাবীজ, বোম্বায়ে ও মহারাষ্ট্রে রেণুক বীজ বা কৌন্তী, তামিলে বেট্টি ও গুজরাটে হরেণ্‌ বলে। ডাক্তারী নাম Piper Aurantiacum।

গুণ।—রেণুকা কটুবিপাক, তিক্ত-কটুরস, অনুষ্ণ, লঘু, পিত্তবর্ধক, অগ্নিপ্রদীপক, মেধাজনক, পাচক ও গর্ভপাতকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ ও বায়ুর প্রকোপ নিবারক, তৃষ্ণা, কণ্ডু, বিষ ও দাহনাশক। মাত্রা—এক আনা।

গ্রন্থিপর্ণম্

গ্রন্থিপর্ণং গ্রন্থিকঞ্চ কাকপুষ্পঞ্চ গুচ্ছকম্।
নীলপুষ্পং সুগন্ধঞ্চ কথিতং তৈলপর্ণকম্॥
গ্রন্থিপর্ণং তিক্ততীক্ষ্ণং কটূষ্ণং দীপনং লঘু।
কফবাতবিষশ্বাস-কণ্ডুদৌর্গন্ধ্যনাশনম্॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

গেঁটেলা

পর্য্যায়।—গ্রন্থিপূর্ণ, গ্রন্থিক, কাকপুষ্প, গুচ্ছক, নীলপুষ্প, সুগন্ধ ও তৈলপর্ণক—এই কয়েকটি গেঁটেলার নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে গঠিবন, মহারাষ্ট্রে গঠোনা ও কর্ণাটে গাঠিবন বলে।

গুণ।—গ্রন্থিপর্ণ তিক্ত-কটুরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, অগ্নিদীপক ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বায়ু, বিষ, শ্বাস, কণ্ডু ও দৌর্গন্ধনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

স্থৌণেয়কম্

স্থৌণেয়কং বর্হিবর্হং শুকবর্হঞ্চ কুক্কুরম্।
শীর্ণং রোমশুকঞ্চাপি শুকপুষ্পং শুকচ্ছদম্॥
স্থৌণেয়কং কটু স্বাদু তিক্তং স্নিগ্ধং ত্রিদোষনুৎ।
মেধাশুক্রকরং রুচ্যং রক্ষোঘ্নং জ্বরজন্তুজিৎ।
হন্তি কুষ্ঠাস্রতৃড়্দাহ-দৌর্গন্ধ্যতিলকালকান্॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

পরিচয়।—(স্থৌণেয়ক গ্রন্থিপর্ণের অপর জাতি, ইহা কিঞ্চিৎ সুগন্ধিযুক্ত)।

পর্য্যায়।—স্থৌণেয়ক, বর্হিবর্হ, শুকবর্হ, কুক্কুর, শীর্ণ রামশুক, শুকপুষ্প ও শুকচ্ছদ—এই কয়েকটি স্থৌণেয়কের প্রসিদ্ধ নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে থুণের, মহারাষ্ট্রে থুণোর, কর্ণাটে স্থৌণজ, তৈলঙ্গে সুগন্ধদ্রব্যম্ ও নেপালে ভটিউর বলে।

গুণ।—স্থৌণেয়ক কটু-মধুর-তিক্তরস, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, মেধাজনক, শুক্রবর্ধক, রুচিকারক ও রক্ষোঘ্ন।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা জ্বর, ক্রিমি, কুষ্ঠ রক্তদোষ, তৃষ্ণা, দাহ, দৌর্গন্ধ ও তিলকালক নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

তালীসম্

তালীসমুক্তং পত্রাঢ্যং ধাত্রীপত্রঞ্চ তৎ স্মৃতম্।
তালীসং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং শ্বাসকাসকফানিলান্।
নিহন্ত্যরুচিগুল্মাম-বহ্নিমান্দ্যক্ষয়াময়ান্॥ *

(মাত্রা—ষড়্রক্তিকাতঃ মাষকং যাবৎ)।

পর্য্যায়।—তালীস, পত্রাঢ্য ও ধাত্রীপত্র—এইগুলি তালীসপত্রের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে তালীসপত্রী ও তালীসপত্র, মহারাষ্ট্রে লঘুতালীসপত্র, তৈলঙ্গে ও তামিলে তালীসপত্রী, দ্রাবিড়ে পনিঅল, বোম্বায়ে তাম্বঠ, ফারসীতে জরনব ও আরবীতে তালীসফর বলে। ডাক্তারী নাম Pinus Webbiana পাইনস্ ওয়েবিয়ানা।

গুণ।—তালীসপত্র লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শ্বাস, কাস, কফ, বায়ু, অরুচি, গুল্ম, আমদোষ, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয়রোগ নাশক। মাত্রা—এক হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত।

কক্কোলম্

কক্কোলং কোলকং প্রোক্তং তথা কোষফলং স্মৃতম্।
কক্কোলং লঘু তীক্ষ্ণোষ্ণং তিক্তং হৃদ্যং রুচিপ্রদম্।
আস্যদৌর্গন্ধ্যহৃদ্রোগ-কফবাতময়াপহৃৎ॥

(মাত্রা—ষড়্রক্তিকা)।

কাঁকলা

পর্য্যায়।—কক্কোল, কোলক ও কোষফল—এই কয়েকটি কাঁকলার প্রসিদ্ধ নাম।

গুণ।—কক্কোল লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, তিক্তরস, হৃদয়গ্রাহি, রুচিজনক ও মুখদুর্গন্ধনিবারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা দ্বারা হৃদ্রোগ, কফ, বায়ুরোগ ও অন্ধতা নষ্ট হয়। মাত্রা—এক আনা।

গন্ধকোকিলা গন্ধমালতী

স্নিগ্ধোষ্ণা কফহৃৎ তিক্তা সুগন্ধা গন্ধকোকিলা॥
গন্ধকোকিলয়া তুল্যা বিজ্ঞেয়া গন্ধমালতী॥

(মাত্রা—ষড়্রক্তিকাঃ)।

* তালীসপত্রং তিক্তোষ্ণং মধুরং কফবাতনুৎ। / কাসহিক্কাক্ষয়শ্বাস-চ্ছর্দ্দিদোষবিনাশকৃৎ॥ রা॰ নি॰।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—গন্ধকোকিলা স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য, তিক্তরস, কফঘ্ন ও সুগন্ধি। গন্ধমালতীও গন্ধকোকিলার তুল্য গুণযুক্ত। মাত্রা—এক আনা।

লামজ্জকম্

লামজ্জকং সুনীলং স্যাদমৃণালং লবং লঘু।
ইষ্টকাপথকং সেব্যং নলদঞ্চাবদাহকম্॥
লামজ্জকং হিমং তিক্তং লঘু দোষত্রয়াস্রজিৎ।
ত্বগাময়স্বেদকৃচ্ছ্র-দাহপিত্তাস্ররোগহৃৎ॥ (মাত্রা—একমাষকঃ)।

গন্ধবেণা

পরিচয়।—(লামজ্জক উশীরের ন্যায় পীতবর্ণ একপ্রকার তৃণ)।

পর্য্যায়।—লামজ্জক সুনীল, অমৃণাল, লব, লঘু, ইষ্টকাপথক, সেব্য, নলদ ও অবদাহক—এই কয়েকটি লামজ্জকের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে লামজ্জক, মহারাষ্ট্রে লাবজ পীবলাবালা, গুজরাটে সুগন্ধি পীলু খড়জল জলবালো ও তৈলঙ্গে তেলবট্টিবেরু বলে। ডাক্তারী নাম The Juncum Odoratus দি জাঙ্কাম্ ওডোরেটস্।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা রক্তদোষ, চর্ম্মরোগ, ঘর্ম্ম, মূত্রকৃচ্ছ্র, দাহ ও রক্তপিত্ত-নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

এলবালুকম্

এলবালুকমৈলেয়ং সুগন্ধি হরিবালুকম্।
এলবালুকমেজালু কপিত্থপত্রমীরিতম্॥
এলালু কটুকং পাকে কষায়ং শীতলং লঘু।
হন্তি কণ্ডুব্রণচ্ছর্দ্দি-তৃট্‌কাসারুচিহৃদ্রুজঃ।
বলাসবিষপিত্তাস্র-কুষ্ঠমূত্রগদক্রিমীন্॥ * (মাত্রা—একমাষকঃ)।

এলবালুক

পরিচয়।—(এলবালুক কঙ্কোলসদৃশ ও কুড়ের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট)।

পর্য্যায়।—এলবালুক, ঐলেয়, সুগন্ধি, হরিবালুক, এলালু ও কপিত্থপত্র—এই কয়েকটি এলবালুকের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে এলুবা, এলুআ, মহারাষ্ট্রে কলংগড়লে ও বেলচী ও তৈলঙ্গে কুতুখুড়ম্ বলে।

---

* এলবালু কষত্যুগ্রং কষায়ং কফবাতনুৎ। / মূর্চ্ছাতৃড়্‌জ্বরদাহাংশ্চনাশয়েদ্রোচনং পরম্॥ রা. নি.।

গুণ।—এলবালুক কটুবিপাক, কষায়রস, শীতবীর্য ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কণ্ডু, ব্রণ, বমি, তৃষ্ণা, কাস, অরুচি, হৃদ্‌রোগ, কফ, বষ, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ, বহুমূত্র ও ক্রিমি নাশ করে। মাত্রা—দুই আনা।

কৈবর্ত্তমুস্তকম্

[ইদন্তু বিতুন্নকলায়ো বৃক্ষস্য ত্বক্ মুস্তাকৃতি।]

কুটন্নটং দাসপুরং বালেয় পরিপেলবম্।
প্লবগোপুরগোনর্দ্দ-কৈবর্ত্তমুস্তকানি চ॥
মুস্তাবৎ পেলবপুটং শুক্লাভং স্যাদ্ বিতুন্নকম্।
বিতুন্নকং হিমং তিক্তং কষায়ং কটু কান্তিদম্।
কফপিত্তাস্রবীসর্প-কুষ্ঠকণ্ডুবিষপ্রণুৎ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

কৈবর্ত্তমুথা বা কেওটমুথা

পর্য্যায়।—কুটন্নট, দাসপুর, বালেয়, পরিপেলব, প্লব, গোপুর, গোনর্দ্দ ও কেবর্ত্ত-মুস্তক—এই কয়েকটি উহার প্রসিদ্ধ নাম।

পরিচয়।—কৈবর্ত্তমুস্তক বিতুন্নক নামক বৃক্ষের ত্বক্, দেখিতে মুস্তাকৃতি। বিতুন্নক মুস্তকসদৃশ কোমলাবরণবিশিষ্ট, ইহা শুক্লাভ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দীনাম গুডতজী, কেবটী মোথা। ইহাকে মারাঠী ভাষায় কেবড়ী মোথা, গুজরাট ভাষায় কৈবর্ত্ত মোথা বলে। ল্যাটিন নাম Cyperus Tenuiflorus সাইপেরাস্ টেনুইফ্লোরাস্।

গুণ।—কুটন্নট শীতবীর্য, তক্ত কষায়-কটুরস ও কান্তিপ্রদ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি, বিসর্প, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিষ-প্রশমক। মাত্রা—দুই আনা।

স্পৃক্কা

স্পৃক্কাসৃগ্ ব্রাহ্মণী দেবী মরুন্মালা লতা লঘুঃ।
সমুদ্রান্তা বধূঃ কোটির্বর্ষা লঙ্কাপিকেত্যপি॥
স্পৃক্কা স্বাদ্বী হিমা বৃষ্যা তিক্তা নিখিলদোষহৃৎ।
কুষ্ঠকণ্ডুবিষস্বেদ-দাহাশ্রীজ্বররক্তহৃৎ॥ ** (মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

---

* পরিপেলং কটুষ্ণঞ্চ কফবাতনাশনম্। / ব্রণদাহামশূলঘ্নং রক্তদোষহরং পরম্। রা. নি.।

** স্পৃক্কাকটুঃ কষায়া চ তিক্তা শ্লেষ্মার্ত্তিকাসজিৎ। / শ্লেষ্মমেহাশ্মরীকৃচ্ছ্র-নাশিনী চ সুগন্ধিকা॥ রা. নি.।

পিড়িং

পর্য্যায়।—স্পৃক্কা, অস্বক, ব্রাহ্মণী, দেবী, মরুন্মালা, লতা, লঘু, সমুদ্রান্তা, বধূ, কোটি, বর্ষা ও লঙ্কাপিকা—এই কয়েকটি পিড়িং-এর নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে অসবরগ, অস্পরকপুরী, উৎকলে ফিরিকি শাক, মহারাষ্ট্রে স্পৃক্কা, গাগোণা, কর্ণাটে হিকে ও তৈলঙ্গে স্পৃকথমেডুদ্রব্যম্ বলিয়া থাকে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পিড়িং মধুর-তিক্তরস, শীতবীর্য, শুক্রবর্ধক, ত্রিদোষ নাশক এবং ইহা কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বিষ, ঘর্ম, দাহ, অলক্ষ্মী, জ্বর ও রক্তজ ব্যাধি বিনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

পর্পটী

পর্পটী রঞ্জনী কৃষ্ণা জতুকা জননী জনী।
জতুকৃষ্ণাগ্নিসংস্পর্শা জতুকৃচ্চক্রবর্ত্তিনী॥
পর্পটী তুবরা তিক্তা শিশিরা বর্ণকৃল্লঘুঃ।
বিষব্রণহরী কণ্ডু-কফপিত্তাস্রকুষ্ঠনুৎ॥ * (মাত্রা—একমাষকঃ)।

পরিচয়।—(পর্পটী একপ্রকার সুগন্ধদ্রব্য, ইহা উত্তর প্রদেশে জন্মে)।

পর্য্যায়।—পর্পটী, রঞ্জনী, কৃষ্ণা, জতুকা, জননী, জনী, জতুকৃষ্ণা, অগ্নিসংস্পর্শা, জতুকৃৎ ও চক্রবর্ত্তিনী—পর্পটীর এই কয়েকটি নাম প্রসিদ্ধ। ইহাকে উত্তরপ্রদেশে পপ্পাবতী ও পপরী বলে।

গুণ।—পর্পটী কষায়-তিক্তরস, শীতবীর্য, বর্ণকারক ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বিষ, ব্রণ, কণ্ডু, কফ, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠ বিনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

নলিকা

নলিকা বিদ্রুমলতা কপোতচরণা নটী।
ধমন্যঞ্জনকেশী চ নির্মধ্যা সুষিরা নলী॥
নলিকা শীতলা লঘ্বী চক্ষুষ্যা কফপিত্তনুৎ।
কৃচ্ছ্রাশ্মবাততৃষ্ণাস্র-কুষ্ঠকণ্ডুজ্বরাপহা॥ (মাত্রা—একমাষকঃ)।

নালুকো

পরিচয়।—(নলিকা একপ্রকার গন্ধদ্রব্য। উত্তরপ্রদেশে প্রসিদ্ধ, ইহার আকৃতি প্রবালসদৃশ)।

---

* জতুকা শিশিরা তিক্তা রক্তপিত্তকফাপহা। / দাহতৃষ্ণাবমিঘ্নী চ রুচিকৃদ্ দীপনী পরা॥ রা· নি·।

পর্য্যায়।—নলিকা, বিদ্রুমলতা, কপোতচরণা, নটী, ধমনী, অঞ্জনকেশী, নির্ম্মধ্যা, সুষিরা ও নলী—এই কয়েকটি নলিকার নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে নলিকাজাঙ্গ, কর্ণাটে বেশনলিকে, তৈলঙ্গে পক্কেমুকসুগন্ধিদ্রব্যমু বলে।

গুণ।—নলিকা শীতবীর্য, লঘু ও চক্ষুর হিতকর।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, বায়ু, পিপাসা, রক্ত-দোষ, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও জ্বর বিনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

প্রপৌণ্ডরীকম্

প্রপৌণ্ডরীকং পৌণ্ডর্য্যং চক্ষুষ্যং পৌণ্ডরীয়কম্।
পৌণ্ডর্য্যং মধুরং তিক্তং কষায়ং শুক্রলং হিমম্।
চক্ষুষ্যং মধুরং পাকে বর্ণ্যং পিত্তকফাস্রনুৎ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

পুণ্ডরিয়া

পর্য্যায়।—প্রপৌণ্ডরীক, পৌণ্ডর্য, চক্ষুষ্য ও পৌণ্ডরীয়ক—এই কয়েকটি পুণ্ডরিয়ার প্রসিদ্ধ নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে পুংডেরী, পুণ্ডরিয়া, মহারাষ্ট্রে পুণ্ডরীক বৃক্ষ, তৈলঙ্গে পুংড়রীকম সুগেবিধ্যানমু, গুজরাটী ভাষায় পাণ্ডেরবা ও কর্ণাটী ভাষায় পুণ্ডরীক। ডাক্তারী নাম Root stock of Nymphaea lotus রুট্ ষ্টক অব্ নিম্ফয়া লোটস্।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পুণ্ডরীয়ক মধুর-তিক্ত-কষায়রস, শুক্রবর্ধক, শীতবীর্য, চক্ষুর হিতকারক, মধুরবিপাক, বর্ণপ্রসাদক এবং পিত্ত, কফ ও রক্তদুষ্টি নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

কর্পূরাদিবর্গঃ সমাপ্তঃ।

* প্রপৌণ্ডরীকং চক্ষুষ্যং মধুরং তিক্তশীতলম্। / পিত্তরক্তব্রণান্ হন্তি জ্বরদাহতৃষাপহম্।
রা নি.।

অথ গুড়ূচ্যাদিবর্গঃ

গুড়ূচী

গুড়ূচী মধুপর্ণী স্যাদমৃতামৃতবল্লরী।
ছিন্না ছিন্নরুহা ছিন্নোদ্ভবা বৎসাদনীতি চ॥
জীবন্তী তন্ত্রিকা সোমা সোমবল্লী চ কুণ্ডলী।
চক্রলক্ষণিকা ধীরা বিশল্যা চ রসায়নী॥
চন্দ্রহাসা বয়ঃস্থা চ মণ্ডলী দেবনির্ম্মিতা।
গুড়ূচী কটুকা তিক্তা স্বাদুপাকা রসায়নী।
সংগ্রাহিণী কষায়োষ্ণা লঘ্বী বল্যাগ্নিদীপনী।
দোষত্রয়ামতৃড়্দাহ-মেহকাসাংশ্চ পাণ্ডুতাম্॥
কামলাকুষ্ঠবাতাস্র-জ্বরক্রিমিবমীন্ হরেৎ॥ *
(প্রমেহশ্বাসকাসার্শঃ-কৃচ্ছ্রহৃদ্রোগবাতনুৎ॥)

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

গুলঞ্চ

পর্য্যায়।—গুড়ূচী, মধুপর্ণী, অমৃতা, অমৃতবল্লরী, ছিন্না, ছিন্নরুহা, ছিন্নদ্ভবা, বৎসাদনী, জীবন্তী, তন্ত্রিকা সোমা, সোমবল্লী, কুণ্ডলী, চক্রলক্ষণিকা, ধীরা, বিশল্যা, রসায়নী, চন্দ্রহাসা, বয়ঃস্থা, মণ্ডলী ও দেবনির্ম্মিতা—এইগুলি গুলঞ্চের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—গুলঞ্চের নাম হিন্দুস্থানে গুড়চ, গিলোয় ঘরঞ্চ, মহারাষ্ট্রে গুলবেল, কর্ণাটে অমৃতবল্লি, তৈলঙ্গে তিপ্পতিগা, তিয়াতিজ, গোধুচি, কান্যকুব্জে গুরুচী, গুজরাটে গলো, তামিলে সিন্দী, লকোদী, আসামে সগুনীলতা, বোম্বায়ে গিরুলী, পাঞ্জাবে গলাহব, মালবে গিলবে, ফারসীতে গিলোই ও আরবী ভাষায় গিলোই। ল্যাটিন নাম Tinospera Cordifolia, নূতন Tinospera tomentosa।

গুণ।—গুলঞ্চ কটু-তিক্ত-কষায়রস, মধুরবিপাক, রসায়ন, মলসংগ্রাহক, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, বলকারক ও অগ্নিদীপক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ত্রিদোষ, আম, তৃষ্ণা, দাহ, প্রমেহ, কাস, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর, ক্রিমি ও বমি নাশ করে। (প্রমেহ, শ্বাস, কাস, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বায়ু ও হৃদরোগনাশক।—অধিক পাঠ।)

---

* জ্ঞেয়া গুড়ূচী গুরুরুষ্ণবীর্য্যা তিক্তা কষায়া জ্বরনাশিনীচ। / দাহার্ত্তিতৃষ্ণাবমিরক্তবাত প্রমেহপাণ্ডুভ্রমহারিণীচ॥ রা. নি.।

তাম্বুলম্

তাম্বুলবল্লী তাম্বুলী নাগিনী নাগবল্লরী।
তাম্বুলং বিশদং রুচ্যং তীক্ষ্ণোষ্ণং তুবরং সরম্।
বশ্যং তিক্তং কটু ক্ষারং রক্তপিত্তকরং লঘু॥
বল্যং শ্লেষ্মাস্যদৌর্গন্ধ্য-মলবাতশ্রমাপহম্।
নক্তান্ধ্যশমনং কাম-দীপনং ক্ষতরোপণম্॥ *

পান

পর্য্যায়।—তাম্বুলবল্লী, তাম্বুলী, নাগিনী ও নাগবল্লরী—এই কয়কটি তাম্বুলের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পান, নাগরবেল, তৈলঙ্গে তামলপাকু, তামিলে বেট্রিলী, মহারাষ্ট্রে নাগবেল, গুজরাটে নাগরবেল্য, পান, কর্ণাটে নাগরবল্লী, পর্ণ, আসামে পান, ফারসী ভাষায় বর্গং, তবোল, আরবীতে কান ও কোকণদেশে পানবেল বলে। ইংরাজী ভাষায় Betel। ডাক্তারী নাম Piper Betle, পিপার বিটল।

গুণ—তাম্বুল বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, কষায়-তিক্ত-কটু রস, সারক, বশীকরণক্ষম, ক্ষারযুক্ত, রক্তপিত্তজনক, লঘু, বলকারক কাম-দীপন ও ক্ষত-রোপক।

আময়িক প্রয়োগ —ইহা কফ, মুখদৌর্গন্ধ, মল, বায়ু, শ্রান্তি ও রাত্র্যন্ধতা (রাত-কাণা) নাশক। মাত্রা—যথোপযুক্ত।

কৃষ্ণতাম্বুলম্

কৃষ্ণা তাম্বুলবল্লা তু তিক্তোষ্ণা কটুকা মতা।
কষায়া চ মলস্তম্ভ-কারিণী দাহকারিণী।
মুখজাড্যকরী প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥

কালাপান

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কালাপান তিক্ত-কটু-কষায়রস, উষ্ণবীর্য, মলস্তম্ভক, দাহজনক ও মুখের জড়তাকারক।

শ্বেততাম্বুলম্

শ্বেতা তু তাম্বুলী পথ্যা রুচ্যা দীপনকারিণী।
পাচিকা কফবাতানাং নাশিনীতি প্রকীর্ত্তিতা॥

---

* নাগবল্লী কটুস্তীক্ষ্ণা তিক্তা পীনসবাতজিৎ। / কফকাসহরা রুচ্যা দাহকৃদ্ দীপনী পরা॥ রা· নি·।

শ্বেতপান বা ছাঁচিপান

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ছাঁচিপান সুপথ্য, রুচিবর্ধক, অগ্নিদীপক, পাচক ও কফবাতনাশক।

তাম্বুলসেবন নিষিদ্ধতা

তাম্বুলমহিতং প্রোক্তং শরীরে রুক্ষ দুর্ব্বলে।
জ্বরাস্যশোষপিত্তাস্র-মদমূর্চ্ছাক্ষিরোগিষু॥

জ্বর, মুখশোষ, রক্তপিত্ত, মদ, মূর্চ্ছা ও নেত্ররোগির এবং রুক্ষ ও দুর্বল ব্যক্তির তম্বুল সেবন নিষিদ্ধ।

তাম্বুলাত্যুপসেবননিষিদ্ধতা

তাম্বুলাত্যুপযোগাৎ স্যাৎ-শ্লেষ্মপিত্তানিলান্বিতঃ।
দেহদৃক্কেশদন্তাগ্নি-শ্রোত্রবর্ণবলক্ষয়ঃ॥

অধিক পরিমাণে পান খাইলে শরীরস্থ ত্রিদোষ কুপিত এবং শরীর, নেত্র, কেশ, দন্ত, অগ্নি, শ্রোত্র, বর্ণ ও বলের ক্ষয় হইয়া থাকে।

গাম্ভারী

গাম্ভারী ভদ্রপর্ণী চ শ্রীপর্ণী মধুপর্ণিকা।
কাশ্মীরী কাশ্মরী হীরা কাশ্মর্য্যঃ পীতরোহিণী॥
কৃষ্ণবৃন্তা মধুরসা মহাকুসুম্বিকাপি চ।
কাশ্মরী তুবরা তিক্তা বীর্য্যোষ্ণা মধুরা গুরুঃ॥
দীপনী পাচনী মেধ্যা ভেদিনী ভ্রমশোষজিৎ।
দোষতৃষ্ণামশূলার্শো-বিষদাহজ্বরাপহা॥
তৎফলং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু কেশ্যং রসায়নম্।
বাতপিত্ততৃষারক্ত-ক্ষয়মূত্রাববন্ধনুৎ॥
স্বাদু পাকে হিমং স্নিগ্ধং তুবরাম্লং বিশুদ্ধিকৃৎ।
হন্যাদ্ দাহতৃষাবাত-রক্তপিত্তক্ষতক্ষয়ান্॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

গাম্ভার

পর্য্যায়।—গাম্ভারী, ভদ্রপর্ণী, মধুপর্ণিকা, কাশ্মীরী, কাশ্মরী, হীরা, কাশ্মর্য, পীত-রোহিণী, কৃষ্ণবৃন্তা, মধুরসা ও মহাকুসুম্বিকা—এই কয়েকটি গাম্ভারীর নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীভাষায় কুম্ভের, খম্ভারী, মহারাষ্ট্রে শীবণ-গাম্ভারী, কর্ণাটে সাবনী, তৈলঙ্গে গালাগুমুটীচেট্টু, গুজরাটী ভাষায় শবণ্য, ল্যাটিন ভাষায় Gemlia Arboria বলে।

গুণ।—গাম্ভারী কষায়-তিক্ত-মধুর রস, উষ্ণবীর্য, গুরু, অগ্নির দীপক, পাচক, মেধাজনক ও ভেদক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ভ্রান্তি, শোষ, ত্রিদোষ, তৃষ্ণা, আমদোষ, শূল, অর্শঃ, বিষ, দাহ ও জ্বর নাশক।

গুণ।—গাম্ভারীফল পুষ্টিকারক, শুক্রবর্ধক, গুরু, কেশের হিতকারক, রসায়ন, মধুরবিপাক, শীতবীর্য, স্নিগ্ধ, কষায়াম্লরস ও শোধনকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বায়ু, পিত্ত, পিপাসা, রক্তদুষ্টি, মূত্রাবরোধ, দাহ, রক্তপিত্ত, ক্ষয় ও ক্ষতবিনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

পাটলির্ঘণ্টাপাটলিশ্চ

পাটলিঃ পাটলামোঘা মধুদূতী ফলেরুহা।
কৃষ্ণবৃন্তা কুবেরাক্ষী কালস্থাল্যালিবল্লভা॥
তাম্রপুষ্পা চ কথিতাপরা স্যাৎ পাটলা সিতা।
মুষ্ককো মোক্ষকো ঘণ্টা-পাটলঃ কাষ্ঠপাটলা॥
পাটলা তুবরা তিক্তানুষ্ণা দোষত্রয়াপহা।
অরুচিশ্বাসশোথাস্র-চ্ছর্দ্দিহিক্কাতৃষাহরী॥
মুষ্ককঃ কটুকোহম্লশ্চ রোচনঃ পাচনঃ পরঃ।
প্লীহগুল্মোদরার্শোঘ্নো দ্বিধা ভূন্যগুণান্বিতঃ॥
পুষ্পং কষায়ং মধুরং হিমং হৃদ্যং কফাস্রনুৎ।
পিত্তাতিসারহৃৎ কণ্ঠ্যং ফলং হিক্কাস্রপিত্তহৃৎ॥

(কালস্থালীত্যত্র কাচস্থালীত্যেকে)।

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

পারুল ও ঘণ্টাপারুল

পর্য্যায়।—পাটলি, পাটলা, অমোঘা, মধুদূতী, ফলেরুহা, কৃষ্ণবৃন্তা, কুবেরাক্ষী, কালস্থালী বা কাচস্থালী, অলিবল্লভা ও তাম্রপুষ্পী—এই কয়েকটি পারুলের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পদ্, পাডরি, পাড়ল, সফেদ পাডর, কষ্ঠ-পাডর, মহারাষ্ট্রে রক্ত পাড়ল, কর্ণাটে হাদরি, বিলীয় হাদরী, আসামে পারলি, তৈলঙ্গে কলগোরু বা কলিগোট্টুচেট্টু, গুজরাটে রাতফুলনা পাডল, শ্বেত পাডর, কাংকচ, উৎকলে পটুড়ি ও তামিলে পড়্রি বলে। ল্যাটিন নাম Stereospermum suaveolens ষ্টীরিওস্প্যারমম্-সোয়াভিওলেনস্।

পর্য্যায়।—অপর একজাতির পারুল আছে, তাহা শ্বেতবর্ণ। মুষ্কক, মোক্ষক, ঘণ্টা-পারুলি ও কাষ্ঠপাটলা উহার পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে মোর্ধা, মহারাষ্ট্রে মোখে, কর্ণাটে মোখদলাই, তৈলঙ্গে মোকেপচেট্টু বা মুক্কুতুণ্ডুচেট্টু। ইহার ডাক্তারী নাম Stereospermum cheloniodes।

গুণ।—পারুল কষায়-তিক্তরস, অনুষ্ণ ও ত্রিদোষঘ্ন।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা অরুচি, শ্বাস, শোথ, রক্তদুষ্টি, বমি, হিক্কা ও তৃষ্ণানাশক।

কটাপারুলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা অম্লকটুরস, রুচিকর ও পাচক এবং প্লীহা, গুল্ম, উদর ও অর্শঃরোগ নাশক। অবশিষ্ট গুণ উভয়ের তুল্য।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পারুলের পুষ্প কষায়-মধুররস, শীতবীর্য, হৃদয়গ্রাহী এবং কফ, রক্তদোষ, পিত্ত ও অতিসার নাশক এবং কণ্ঠশোধক। পারুল ফল—হিক্কা ও রক্তপিত্তনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

অগ্নিমন্থঃ

অগ্নিমন্থো জয়ঃ স স্যাচ্ছ্রীপর্ণী গণিকারিকা।
জয়া জয়ন্তী তর্কারী নাদেয়ী বৈজয়ন্তিকা॥
অগ্নিমন্থে বৃহৎ প্রোক্তঃ কটুশ্চোষ্ণো মধুস্তথা।
দীপনস্তবরস্তিক্তো মেদোবাতামনাশনঃ।
প্রতিশ্যায়ং কফং শোথমর্শশ্চৈবামবাতকম্।
মলরোধঞ্চাগ্নিমান্দ্যং পাণ্ডুরোগং বিষং হরেৎ॥
লঘ্বগ্নিমন্থস্ত গুণাঃ প্রোক্তা বৃদ্ধাগ্নিমন্থবৎ।
বিশেষাল্লেপনে চোপনাহে শোথে চ কীর্ত্তিতঃ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

গণিয়ারী বা আগ গাস্ত

পর্য্যায়।—অগ্নিমন্থ, জয়, শ্রীপর্ণী, গণিকারিকা, জয়া, জয়ন্তী, তর্কারী, নাদেয়ী ও বৈজয়ন্তিকা—এই কয়েকটি গণিয়ারীর নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে অরণী, অগেথু, গণিয়ারী, উৎকলে অগিবথ, তৈলঙ্গে নেলীচেট্টু, মহারাষ্ট্রী ভাষায় থোরঐরণ, লঘুঐরণ, টাহাংকলী, নরবেল্য, গুজরাটী ভাষায় অরুনী, ঐরণ, আসামে গমারী। ইহার ল্যাটিন নাম Primna Integrifolia প্রেম্না ইন্টিগ্রিফোলিয়া। P. Spinosa।

ছোট ও বড় ভেদে গণিয়ারীর গুণ।—ইহা কটু-তিক্ত-কষায়-মধুররস, উষ্ণবীর্য ও অগ্নিদীপক।

আময়িক প্রয়োগ—ইহা মেদোরোগ, বায়ু, আমদোষ, প্রতিশ্যায়, কফ, শোথ,

অর্শঃ, আমবাত, মলরোধ, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডুরোগ ও বিষদোষ নাশার্থ প্রয়োগ করিতে হয়।

ছোট গণিয়ারীর গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহার গুণ বড় গণিয়ারীর তুল্য, বিশেষতঃ লেপন, উপনাহ ও শোথে ইহা প্রশস্ত। মাত্রা—দুই আনা।

শ্যোনাকঃ

শ্যোনাকঃ শোষণশ্চ স্যান্নটকট্বঙ্গটুণ্টুকাঃ।
মণ্ডুকপর্ণপত্রোর্ণ-শুকনাসকুটন্নটাঃ।
দীর্ঘবৃন্তোঽরলুশ্চাপি পৃথুশিম্বঃ কটম্ভরঃ॥
শ্যোনাকো দীপনঃ পাকে কটুকস্তুবরো হিমঃ।
গ্রাহী তিক্তোঽনিলশ্লেষ্ম-পিত্তকাসপ্রনাশনঃ॥
টুণ্টুকস্য ফলং বালং রুক্ষং বাতকফাপহম্।
হৃদ্যং কষায়মধুরং রোচনং লঘু দীপনম্।
গুল্মার্শঃক্রিমিহৃৎ প্রৌঢ়ং গুরু বাতপ্রকোপণম্॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

শোনা

পর্য্যায়।—শ্যোনাক, শোষণ, নট, কট্বঙ্গ, টুণ্টুক, মণ্ডুকপর্ণ, পত্রোর্ণ শুকনাস, কুটন্নট, দীর্ঘবৃন্ত, অরলু, পৃথুশিম্ব ও কটম্ভর—এই কয়েকটি শোনাপর্য্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে শোনাপাঠা, অলু, টেটু, মহারাষ্ট্রে টেটু, উৎকলে ফণফণা, পাঞ্জাবে মুনিন্, নেপালে করুমন্দক, তামিলে পন, গুজরাটি ভাষায় অরডুশো, মরমট্য, কর্ণাটে শোনা, শোভিলমর, তৈলঙ্গী ভাষায় পেদ্দামানু। ইহার ডাক্তারী নাম Bignonia Indica বিগ্নোনিয়া ইণ্ডিকা। ল্যাটিন Oroxylum Indicum ওরক্সিলাম্ ইণ্ডিকম্।

গুণ।—শ্যোনাক অগ্নিদীপক, কটুবিপাক, কষায়-তিক্তরস, শীতবীর্য ও ধারক। আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বায়ু, কফ, পিত্ত ও কাস নাশক।

শোনার অপক্ক ও পক্ক ফলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ। শোনার অপক্ক ফল—রুক্ষ, বাতঘ্ন, কফহারক, হৃদয়গ্রাহী, কষায়-মধুররস, রুচিকারক, লঘু, অগ্নিপ্রদীপক এবং ইহা গুল্ম, অর্শঃ ও ক্রিমি নাশক। পরিণত ফল—গুরু ও বায়ুর প্রকোপকারক। মাত্রা—দুই আনা।

* শ্যোনাকযুগলং তিক্তং শীতলঞ্চ ত্রিদোষজিৎ।/ পিত্তশ্লেষ্মাতিসারঘ্নং সন্নিপাতজ্বরাপহম্॥ রা. নি.।

শালপর্ণী

শালপর্ণী স্থিরা সৌম্যা ত্রিপর্ণী পীবরী গুহা।
বিদারিগন্ধা দীর্ঘাঙ্‌ঘ্রি-দীর্ঘপত্রাংশুমত্যপি॥
শালিপর্ণী গরচ্ছর্দ্দি-জ্বরশ্বাসাতিসারজিৎ।
শোষদোষত্রয়হরী বৃংহণ্যুক্তা রসায়নী।
তিক্তা বিষহরী স্বাদুঃ ক্ষতকাসক্রিমিপ্রণুৎ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

শালপানি বা ছালানি

পর্য্যায়।—শালপর্ণী, (শালিপর্ণী), স্থিরা, সৌম্যা, ত্রিপর্ণী, পীবরী, গুহা, বিদারিগন্ধা, দীর্ঘাঙ্‌ঘ্রি, দীর্ঘপত্রা ও অংশুমতী—এই কয়েকটি শালপর্ণীর নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সরিবণ, মহারাষ্ট্রে সালবণ বা ভুঁইশেবগা, উৎকলে শারপাণি, গুজরাটে শালিপর্ণী, কর্ণাটে মুরলুবোনে, তৈলঙ্গী ভাষায় শীয়াকুপনা সাপ্পাকুপোবা বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Desmodium Gangaticum, ডেসমোডিয়ম্ গ্যানজেটিকম্।

গুণ—শালপাণি পুষ্টিকারক, রসায়ন ও তিক্ত-মধুররস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা দূষীবিষ সেবন জনিত দোষ, বমি, জ্বর, শ্বাস, অতিসার, শোষ, ত্রিদোষ, বিষ, ক্ষত, কাস ও ক্রিমিনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

পৃশ্নিপর্ণী

পৃশ্নিপর্ণী পৃথক্‌পর্ণী চিত্রপর্ণ্যঙ্‌ঘ্রিপর্ণ্যপি।
ক্রোষ্টুবিন্না সিংহপুচ্ছী কলসী ধাবনির্গুহা॥
পৃশ্নিপর্ণী ত্রিদোষঘ্নী বৃষ্যোষ্ণা মধুরা সরা।
হন্তি দাহজ্বরশ্বাস রক্তাতিসারতৃড্‌বমীঃ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

চাকুলে

পর্য্যায়।—পৃশ্নিপর্ণী, পৃথকপর্ণী, চিত্রপর্ণী, অঙ্ঘ্রিপর্ণী, ক্রোষ্টুবিন্না, সিংহপুচ্ছী, কলসী, ধাবনি ও গুহা—এই কয়েকটি চাকুলের প্রসিদ্ধ নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম পীঠবন ও পীঠোনী, ডাবড়া, দোলা, মহারাষ্ট্রে সেবরা, পীঠবণ, কর্ণাটে নরিয়লবোনে, তোরেমোড, তৈলঙ্গে কোলাকুপন্না, উৎকলে ক্রষ্টপর্ণী ও গুজরাটে পৃষ্টিপর্ণী। ল্যাটিন নাম Uraria lagopoides ইউরেরিয়া লেগোপয়ডিস্।

---

* শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী গ্রাহিণী কফবাতজিৎ। রা. নি.।

গুণ।—চাকুলে ত্রিদোষনাশক, শুক্রবর্ধক, উষ্ণবীর্য, মধুররস ও সারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা দাহ, জ্বর, শ্বাস, রক্তাতিসার, তৃষ্ণা ও বমি নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

বৃহতী

বার্ত্তাকী ক্ষুদ্রভণ্টাকী মহতী বৃহতী কুলী।
হিঙ্গুলী রাষ্ট্রিকা সিংহী মহোটী দুষ্প্রধর্ষিণী॥
বৃহতী গ্রাহিণী হৃদ্যা পাচনী কফবাতহৃৎ।
কটুতিক্তাস্যবৈরস্য-মলারোচকনাশিনী।
উষ্ণা কুষ্ঠজ্বরশ্বাস-শূলকাসাগ্নিমান্দ্যজিৎ॥ † (মাত্রা—একমাষকঃ)।

ব্যাকুড়

পর্য্যায়।—বার্ত্তাকী, ক্ষুদ্রভণ্টাকী, মহতী, বৃহতী, কুলী, হিঙ্গুলী, রাষ্ট্রিকা, সিংহী, মহোটী ও দুষ্প্রধর্ষিণী—এই কয়েকটি বৃহতীর পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে কটাই বরহণ্টা, বোম্বায়ে ডোরলীবিঙ্গনী, মহারাষ্ট্রে থোর ডোরলী, তৈলঙ্গে কুকমাচী, কর্ণাটে হেগ্‌গুলু, গুজরাটে উভীভোরিঙ্গণী, তামিলে চেরুচুণ্ট, ফারসীতে উস্তরগার, বাদ্‌ংজান্ জঙ্গলী ও আরবীতে বাস্‌ংজান্ জঙ্গলী বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Solanum indicum সোলানম্ ইণ্ডিকম।

গুণ।—বৃহতী ধারক, হৃদয়গ্রাহী, পাচক, কটু-তিক্তরস ও উষ্ণবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বায়ু, মুখের বিরসতা, মল, অরুচি, কুষ্ঠ, জ্বর, শ্বাস, শূল, কাস ও অগ্নিমান্দ্য নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

কণ্টকারী

কণ্টকারী তু দুঃস্পর্শা ক্ষুদ্রা ব্যাঘ্রী নিদিগ্ধিকা।
কণ্টালিকা কণ্টকিনী ধাবনী বৃহতী তথা॥
ক্ষুদ্রায়াং ক্ষুদ্রভণ্টাক্যাং বৃহতীতি নিগদ্যতে॥
শ্বেতা ক্ষুদ্রা চন্দ্রহাসা লক্ষ্মণা ক্ষেত্রদূতিকা।
গর্দ্দভা চন্দ্রভা চন্দ্রী চন্দ্রপুষ্পা প্রিয়ঙ্করা।
কণ্টকারী সরা তিক্তা কটুকা দীপনী লঘুঃ॥
রুক্ষোষ্ণা পাচনী কাস শ্বাসজ্বরকফানিলান্।
নিহন্তি পীনসং পার্শ্ব-পীড়াক্রিমিহৃদামযান্॥

---

† বৃহতী কটুতিক্তোষ্ণা বাতজীর্জ্বরহারিণী। / অরোচকামকাসঘ্নী শ্বাসহৃদ্রোগনাশিনী॥ রা· নি·।

তয়োঃ ফলং কটু রসে পাকে চ কটুকং ভবেৎ।
শুক্রস্য রেচনং ভেদি তিক্তং পিত্তাগ্নিকৃল্লঘুঃ॥
হন্যাৎ কফমরুৎকণ্ডু-কাসমেদঃক্রিমিজ্বরান্।
তদ্বৎ প্রোক্তা সিতা ক্ষুদ্র বিশেষাদ্ গর্ভকারিণী॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

কণ্টকারী

পর্য্যায়।—কণ্টকারী দুঃস্পর্শা, ক্ষুদ্রা, ব্যাঘ্রী, নিদিগ্ধিকা, কণ্টালিকা, কণ্টকিনী, ধাবনী ও বৃহতী কণ্টকারীর এই কয়েকটি পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে কণ্টেলি, লঘু, কটাই, রেঙ্গনী, ভটকটৈয়া, তৈলঙ্গে রেবটীমুলঙ্গা, ব্রাকুডিচেট্টু, উৎকলে কণ্টমারিষ, মহারাষ্ট্রে রিঙ্গণী, ভুইরিঙ্গণী, লঘুরিঙ্গণী, গুজরাটে বেঠীভোরিঙ্গণী, কর্ণাটে নেল্লগুল্লু। ইহার ডাক্তারী নাম Solanum Xanthocarpum সোলানম্ জ্যান্থোকারপম্।

পরিচয়।—বৃহতী ও কণ্টকারী এই উভয়ই বৃহতীপদবাচ্য।

শ্বেতকণ্টকারীর পর্য্যায়।—শ্বেত কণ্টকারীকে শ্বেতা, ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্ষ্মণা, ক্ষেত্রদূতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পা ও প্রিয়ঙ্করী বলে।

গুণ।—কণ্টকারী সারক, তিক্ত-কটুরস, অগ্নিদীপক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য ও পাচক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কাস, শ্বাস, জ্বর, কফ, বায়ু, পীনস, পার্শ্বশূল, ক্রিমি ও হৃদ্রোগ নিবারক।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বৃহতীদ্বয়ের ফল কটু-তিক্তরস, কটুবিপাক, শুক্রস্রাবক, ভেদক, পিত্তবর্ধক, অগ্নিকারক ও লঘু এবং ইহা কফ, বায়ু, কণ্ডু, কাস, মেদঃ ক্রিমি ও জ্বর নাশক। শ্বেতকণ্টকারীও উক্তরূপ গুণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহা গর্ভপ্রদ। মাত্রা—দুই আনা।

গোক্ষুরঃ

গোক্ষুরঃ ক্ষুরকোঽপি স্যাৎ ত্রিকণ্টঃ স্বাদুকণ্টকঃ।
গোকণ্টকো গোক্ষুরকো বনশৃঙ্গাট ইত্যপি॥
পলঙ্কষা শ্বদংষ্ট্রা চ তথা স্যাদিক্ষুগন্ধিকা।
গোক্ষুরঃ শীতলঃ স্বাদুর্বলকৃদ্ বস্তিশোধনঃ॥
মধুরো দীপনো বৃষ্যঃ পুষ্টিদশ্চাশ্মরীহরঃ।
প্রমেহশ্বাসকাসার্শঃ-কৃচ্ছ্র হৃদ্রোগবাতনুৎ॥

---

* কণ্টকারী কটুষ্ণা চ দীপনী শ্বাসকাসজিৎ। / প্রতিশ্যায়ার্ত্তীদোষঘ্নী কফবাতজ্বরার্ত্তীনুৎ॥ রা. নিঃ।

বীজং গোক্ষুরকং শীতং মূত্রলং শোথবারণম্।
বৃষ্যমায়ুষ্করং শুক্রমেহনুৎ কৃচ্ছ্র নাশনম্॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

গোক্ষুর

পর্য্যায়।—গোক্ষুর, ক্ষুরক, ত্রিকণ্ট, স্বাদুকণ্টক, গোকণ্টক, গোক্ষুরক, বনশৃঙ্গাট, পলঙ্কষা, শ্বদংষ্ট্রা ও ইক্ষুগন্ধিকা—এই কয়েকটি গোক্ষুরের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে গোখরু, ছোটে গোখরু, মহারাষ্ট্রে সরাটে, লহান গোখরু, গুজরাটে গোখরু, উভোবেঠো বেজাতনো, কর্ণাটে বেড়িতীসরাটীদোড়ু-নেগ্গিল্, তৈলঙ্গে পালেরু, আরবীতে বজরুলখস্ক, বকলতলখার, খস্তুক, ফারসীতে তুখ্মে খার খস্ক, উৎকলে গোখরা বলে। ল্যাটিন নাম Tribulus terrestris ট্রিবুলস্ টেরিষ্ট্রীস্। শ্বদংষ্ট্রা বা বড়গোক্ষুরকে ল্যাটিনে Pedalium murex বলে।

গুণ।—গোক্ষুর শীতবীর্য, মধুররস, মধুরবিপাক, বলকারক, মূত্রাশয়শোধক, অগ্নির দীপক, শুক্রবর্ধক ও পুষ্টিকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা অশ্মরী, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হৃদ্রোগ ও বায়ুনাশক।

গোক্ষুরবীজের গুণ।—শীতবীর্য, মূত্রকারক, বৃষ্য ও আয়ুবর্ধক।

আময়িক প্রয়োগ।—শোথ, শুক্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশার্থ ইহা ব্যবহার করিতে হয়। মাত্রা—দুই আনা।

জীবন্তী

জীবন্তী জীবনী জীবা জীবনীয়া মধুস্রবা।
মঙ্গল্যনামধেয়া চ শাকশ্রেষ্ঠা পয়স্বিনী॥
জীবন্তী শীতলা মধুরা স্নিগ্ধা স্বাদ্বী রসায়নী।
চক্ষুষ্যা গ্রাহিকা বল্যা লঘ্বী ধাতুবিবর্দ্ধিনী॥
বৃষ্যা কফকরী স্তন্য-বর্দ্ধিনী রক্তপিত্তহা।
বাতং ক্ষয়ং জ্বরং দাহং নেত্ররোগং ত্রিদোষকম্॥
রক্তদোষং ভূতবাধাং পিত্তঞ্চৈব বিনাশয়েৎ।
ফলঞ্চাস্যা ধাতুবৃদ্ধিকারকং মধুরং গুরু॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

(দ্বিবিধ-গোক্ষুরগুণাঃ)

* শ্বাভামুভৌ গোক্ষুরকৌ সুশীতলৌ বলপ্রদৌ তৌ মধুরৌ চ বৃংহণৌ। / কৃচ্ছ্রাশ্মরী-মেহবিদাহনাশনৌ রসায়নৌ তত্র বৃহদ্গুণোত্তরঃ॥ রা. নি.।

পর্য্যায়।—জীবন্তী, জীবনী, জীবা, জীবনীয়া, মধুস্রবা, পাকশ্রেষ্ঠা ও পয়স্বিনী এবং মঙ্গলবাচক শব্দ—এই কয়েকটি জীবন্তীর পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ছোট ও বড় ভেদে জীবন্তী দুইপ্রকার। ইহাকে হিন্দীতে জীবন্তী (ডোডী), মহারাষ্ট্রে জীবন্তী, কর্ণাটে হিরিয়হললি, নালানিহরিণবেলি ও কিরিয়হালে, গুজরাটে রাডারুডী বাছংটী বলে। ডাক্তারী নাম Celtis Orientalis কেল্‌টিস্ ওরিয়েণ্টালিস্।

গুণ।—জীবন্তী শীতবীর্য, মধুররস, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, গ্রাহী, বলকারক, লঘু, ধাতুবর্ধক, বৃষ্য, কফজনক ও পারদবন্ধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত, বাতজরোগ, ক্ষয়, জ্বর, দাহ, নেত্ররোগ, ত্রিদোষ, রক্তদোষ, ভূতবাধা ও পিত্তদোষ নিবারিত হয়।

জীবন্তীফলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ধাতুবর্ধক, মধুররস ও গুরু। মাত্রা—চারি আনা।

মুদ্গপর্ণী

মুদ্গপর্ণী কাকপর্ণী সূর্য্যপর্ণ্যল্পিকা সহা।
কাকমুদ্গা চ সা প্রোক্তা তথা মার্জ্জারগন্ধিকা॥
মুদ্গপর্ণী হিমা রুক্ষা তিক্তা স্বাদ্বী চ শুক্রলা।
চক্ষুষ্যা ক্ষতশোথঘ্নী গ্রহণীজ্বরদাহনুৎ॥
দোষত্রয়হরী লঘ্বী গ্রহণ্যর্শোঽতিসারজিৎ॥ *

(মাত্রা—৪ মাষকাঃ)।

মুগানী

পর্য্যায়।—মুদ্গপর্ণী, কাকপর্ণী, সূর্য্যপর্ণী, অল্পিকা, সহা, কাকমুদ্গা ও মার্জ্জারগন্ধিকা—এই কয়েকটি মুগানীর প্রসিদ্ধ নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মাঠমুগানী, মুগবন, মহারাষ্ট্রে রানমুঙ্গ, কর্ণাটে কোহসরু, তৈলঙ্গে পিল্লপেসরচেট্টু, কারুপেসারা, গুজরাটে অডবাড মগবেল্য বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Phaseolus Trilobus ফাসিওলস্ ট্রাইলোবস্।

গুণ।—মুগানী শীতবীর্য, রুক্ষ, তিক্ত-মধুররস, শুক্রবর্ধক, চক্ষুর হিতকারক ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ক্ষত, শোথ, গ্রহণীযুক্ত জ্বর, দাহ, ত্রিদোষ, গ্রহণী, অর্শঃ ও অতিসার বিনাশক। মাত্রা—অর্ধতোলা।

---

* মুদ্গপর্ণী হিমা কাস-বাতরক্তক্ষয়াপহা। / পিত্তদাহজ্বরান হন্তি চক্ষুষ্যা শুক্রবৃদ্ধিকৃৎ। রা· নি·।

মাষপর্ণী

মাষপর্ণী সূর্য্যপর্ণী কাম্বোজী হয়পুচ্ছিকা।
পাণ্ডুর্লোমশপর্ণী চ কৃষ্ণবৃন্তা মহাসহা ॥
মাষপর্ণী হিমা তিক্তা রুক্ষা শুক্রবলাসকৃৎ।
মধুরা গ্রাহিণী শোথ-বাত পিত্তজ্বরাস্রজিৎ ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

মাষাণী

পর্য্যায়—মাষপর্ণী, সূর্য্যপর্ণী, কাম্বোজী, হয়পুচ্ছিকা, পাণ্ডু, লোমশপর্ণী, কৃষ্ণবৃন্তা ও মহাসহা—এই কয়েকটি মাষাণীর নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে মষবন, মাষোণী, বনউর্দী, জঙ্গলী উড়দ, মহারাষ্ট্রে রানউড়ীদ্‌, কর্ণাটে রাতোভিণ্ডুকা উট্রু, গুজরাটে অডবাড, অডদ্‌বেল, তৈলঙ্গে কারু মহুরু বলে। ডাক্তারী নাম Teramnus Lebialis টেরামনস্ লেবিয়ালিস।

গুণ।—মাষপর্ণী শীতবীর্য, তিক্ত-মধুররস, রুক্ষ, শুক্রবর্ধক, কফকারক ও ধারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শোথ, বায়ু, পিত্ত, জ্বর, রক্তদোষবিনাশক। মাত্রা—অর্ধতোলা।

শুক্লরক্তৈরণ্ডৌ

শুক্ল এরণ্ড আমণ্ডশ্চিত্রো গন্ধর্বহস্তকঃ।
পঞ্চাঙ্গুলো বর্দ্ধমানো দীর্ঘদণ্ডো ব্যড়ম্বকঃ ॥
বাতারিস্তরুণশ্চাপি রুবুকশ্চ নিগদ্যতে।
রক্তোঽপরো রুবুকঃ স্যাদ্রুবুকো রুবুস্তথা ॥
ব্যাঘ্রপুচ্ছশ্চ বাতারিশ্চঞ্চুরুত্তানপত্রকঃ।
শ্বেতরুবুকঃ কটুকস্তীক্ষ্ণশ্চোষ্ণো গুরুস্তথা।
মধুরস্তিক্তকো বৃষ্যো স্বাদুপাকঃ সরঃ স্মৃতঃ ॥
বাতোদাবর্ত্তকফহৃজ্জ্বরকাসোদরাপহঃ।
শোথশূলকটীবস্তি-শিরোরুঙ্‌নাশনঃ স্মৃতঃ ॥
শ্বাসানাহকুষ্ঠব্রধ্ন গুল্মপ্লীহামপিত্তহা।
প্রমেহোষ্মবাতরক্ত-মেদোঽন্ত্রবর্দ্ধন প্রণুৎ ॥
রক্তো রুবুকস্তবরো রসে কটুর্লঘুঃ স্মৃতঃ।
তিক্তো বাতকফশ্বাস-কাসক্রিম্যর্শোব্রধ্নহা।
রক্তদোষপাণ্ডুরুজা-ভ্রান্ত্যরোচকনাশনঃ।

* শুক্রবৃদ্ধিকরী বল্যা শীতলা পুষ্টিবর্দ্ধিনী। রা. নি.।

প্রায়স্তে গুণাশ্চাস্য শ্বেতবচ্চ সমীরিতাঃ ॥
এরণ্ডপত্রং বাতঘ্নং কফক্রিমিবিনাশনম্ ।
মূত্রকৃচ্ছ হরঞ্চাপি পিত্তরক্তপ্রকোপনম্ ॥
বাতার্ধ্যগ্রদলং গুল্ম-বস্তিশূলহরং পরম্ ।
কফবাতক্রিমীন্ হন্তি বৃদ্ধিং সপ্তবিধামপি ॥
এরণ্ডফলমত্যুষ্ণং গুল্মশূলানিলাপহম্ ।
যকৃৎপ্লীহোদরার্শোঘ্নং কটুকং দীপনং পরম্ ।
তদ্বন্মজ্জা চ বিড়ভেদী বাতশ্লেষ্মোদরাপহঃ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

শ্বেতভেরেণ্ডা ও লালভেরেণ্ডা

পর্য্যায়।—শুক্ল এরণ্ডকে (শ্বেত ভেরেণ্ডাকে) আমণ্ড, চিত্র, গন্ধর্ব্বহস্তক, পঞ্চাঙ্গুল, বর্দ্ধমান, দীর্ঘদণ্ড, ব্যড়ম্বক, বাতারি, তরুন ও রুবুক বলে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে অণ্ড, মহারাষ্ট্রে এরণ্ড পারসমোঠ্যা, চানাবারীক, গুজরাটে ধোলোএরণ্ড, রাতোএরণ্ড, কর্ণাটে এরণ্ডু আওলকে, তৈলঙ্গে আমুডামু, আমিদপুচেট্টু, আসামে এড়াগাছ, ফারসীতে বেদংজীর, আরবীতে খিরবা হবুলখিরবা, তুরস্কে করচক, ডাক্তারীতে Castor Oil plant ক্যাষ্টর অয়েল প্লাণ্ট, ল্যাটিনে Ricinus Communis বলে। শ্বেত এরণ্ডকে হিন্দুস্থানে সফেদ এরণ্ড, মহারাষ্ট্রে পাংড়রে এরণ্ডু ও তাবড়মুষ্টি এরণ্ড বলে।

পর্য্যায়।—রক্ত এরণ্ডকে (লাল ভেরেণ্ডাকে) রুবুক, উরুবুক, রুবু, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, বাতারি, চঞ্চু ও উত্তানপত্রক কহে।

শ্বেত এরণ্ডের গুণ।—ইহা তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, গুরু, কটু-তিক্ত-মধুররস, মধুরবিপাক, বৃষ্য ও সারক।

আময়িক প্রয়োগ।—বাত, উদাবর্ত্ত, কফ, জ্বর, কাস, উদর, শোথ, শূল, শ্বাস, আনাহ, কুষ্ঠ, ব্রধ্ন, গুল্ম, প্লীহা, আম, পিত্ত, প্রমেহ, উষ্ণতা, বাতরক্ত, মেদোদোষ, অন্ত্রবৃদ্ধি এবং কটী, বস্তি ও মস্তকের বেদনা নাশার্থ ইহা প্রয়োগ করা যায়।

রক্ত এরণ্ডের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কটু-তিক্ত-কষায় রস ও লঘু এবং বাত, কফ, শ্বাস, কাস, ক্রিমি, অর্শঃ, ব্রধ্ন, রক্তদুষ্টি, পাণ্ডুরোগ, ভ্রম ও অরোচক রোগে ইহা প্রয়োগ করিতে হয়। রক্ত এরণ্ডের অন্যগুণ শ্বেত-এরণ্ডের তুল্য। (মাত্রা —অর্ধ তোলা)।

এরণ্ডপত্রের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—এরণ্ডপত্র বায়ু, কফ, ক্রিমি ও মূত্রকৃচ্ছ্র-

নাশক এবং রক্তপিত্তপ্রকোপ। এরণ্ডবৃক্ষের অগ্রভাগস্থ কোমলপত্র গুল্ম, বস্তিশূল, কফ, বায়ু, ক্রিমি ও সপ্তবিধ বৃদ্ধিরোগ নাশক।

এরণ্ডফলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—এরণ্ডফল অত্যন্ত উষ্ণবীর্য, কটুরস ও অগ্নির দীপক এবং ইহা গুল্ম, শূল, বায়ু, যকৃৎ, প্লীহা, জঠর ও অর্শোরোগ নাশক।

এরণ্ডমজ্জার গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—এরণ্ডের মজ্জা মলভেদক এবং বায়ু, কফ ও জঠররোগ নিবারক। মূলের মাত্রা—চারি আনা।

শুক্লরক্তার্কৌ

শ্বেতার্কো গণরূপঃ স্যান্মন্দারো বসুকোঽপি চ।
শ্বেতপুষ্পঃ সদাপুষ্পঃ স চালর্কঃ প্রতাপসঃ॥
রক্তোঽপরোঽর্কনামা স্যাদর্কপর্ণো বিকীরণঃ॥
রক্তপুষ্পঃ শুক্লফলস্তথাস্ফোতঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
অর্কদ্বয়ং সরং বাত-কুষ্ঠকণ্ডুবিষব্রণান্।
নিহন্তি প্লীহগুল্মার্শঃশ্লেষ্মোদরযকৃৎক্রিমীন্॥
অলর্ককুসুমং বৃষ্যং লঘু দীপনপাচনম্।
আরোচকপ্রসেকার্শঃ-কাসশ্বাসনিবারণম্॥
রক্তার্কপুষ্পং মধুরং সতিক্তং কুষ্ঠক্রিমিঘ্নং কফনাশনঞ্চ।
অর্শো বিষং হন্তি চ রক্তপিত্তং সংগ্রাহি গুল্মে শ্বয়থৌ হিতং তৎ॥
ক্ষীরমর্কস্য তিক্তোষ্ণং স্নিগ্ধং সলবণং লঘু।
কুষ্ঠগুল্মোদরহরং শ্রেষ্ঠমেতদ বিরেচনম্॥ *

শ্বেত আকন্দ ও লাল আকন্দ

পর্য্যায়।—শ্বেত আকন্দকে শ্বেতার্ক, গণরূপ, মন্দার, বসুক, শ্বেতপুষ্প, সদাপুষ্প, অলর্ক ও প্রতাপস বলে। রক্ত আকন্দকে অর্কপর্ণ বিকীরণ, রক্তপুষ্প, শুক্লফল ও আস্ফোত কহে। অর্কবাচক সমস্ত শব্দ ইহার পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—আকন্দ সাধারণতঃ হিন্দুস্থানে মন্দার, লাল আক, সফেদ আক, গুজরাটে আকডো, ধোলোআকডো, মহারাষ্ট্রে রুই, পাটরীরুই, কর্ণাটে পক্কে ও মন্দার পক্কে, তৈলঙ্গে জিল্লেড়ুচেট্টু, আসামে আকণ, ফারসীতে খুর্ক, দুধ, আরবীতে উষর নামে অভিহিত হয়। লাল আকন্দকে হিন্দীতে মান্দার, কর্ণাটে মান্দার অক্কে এবং শ্বেত আকন্দকে কর্ণাটে বিলিয় অক্কে এবং মহারাষ্ট্রে পাংড়রীরুই বলে। ইংরাজী নাম Gigantic Swallo wart। ল্যাটিনে Calotropis Gigantea ক্যালোট্রোপিস জাইগেন্‌টিয়া। শ্বেত আকন্দকে Calotorpis / procera বলে।

---

* অর্কস্তু কটুরুষ্ণশ্চ বাতজিদ্ বহ্নিদীপকঃ। /শোফব্রণহরঃ কণ্ডুকুষ্ঠক্রিমিবিনাশনঃ॥ রা. নি.।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ—শ্বেত ও রক্ত এই উভয়বিধ আকন্দই সারক এবং বায়ু, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিষ, ব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শঃ, কফ, যকৃত, উদর ও ক্রিমি বিনাশক।

শ্বেত আকন্দপুষ্পের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শ্বেত আকন্দপুষ্প শুক্রজনক, লঘু, অগ্নির দীপক ও পাচক এবং ইহা অরুচি, প্রসেক (কফাদি স্রাব) অর্শঃ, কাস ও শ্বাস নিবারক।

রক্ত আকন্দপুষ্পের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—রক্ত আকন্দের পুষ্প মধুর-তিক্তরস ও ধারক। ইহা কুষ্ঠ, ক্রিমি, কফ, অর্শঃ, বিষদোষ ও রক্তপিত্ত নাশক এবং গুল্ম ও শোথের পক্ষে হিতকারক। (মাত্রা —২ রতি হইতে ২ মাষা পর্যন্ত)।

গুণ।—আকন্দের আঠা তিক্ত-লবণরস, উষ্ণবীর্য, স্নিগ্ধ ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদররোগ নাশক। আকন্দের আঠা, শ্রেষ্ঠ বিরেচক। (মাত্রা—১০ বিন্দু)।

সেহুণ্ডঃ

সেহুণ্ডঃ সিংহতুণ্ডঃস্যাদ্ বজ্রী বজ্রদ্রুমোঽপি চ।
সুধা সমন্তদুগ্ধা চ স্নুক্ স্ত্রিয়াং স্যাৎ স্নুহী গুড়া॥
সেহুণ্ডো রেচনস্তীক্ষ্ণো দীপনঃ কটুকো গুরুঃ।
শূলাষ্ঠীলিকাধ্মান-কফগুল্মোদরানিলান্॥
উন্মাদমোহকুষ্ঠার্শঃশোথমেদোঽশ্মপাণ্ডুতাঃ।
ব্রণশোথজ্বরপ্লীহ-বিষদূষীবিষং হরেৎ॥
উষ্ণবীর্য্যং স্নুহীক্ষীরং স্নিগ্ধঞ্চ কটুকং লঘু।
গুল্মিনাং কুষ্ঠিনাঞ্চাপি তথৈবোদররোগিণাম্।
হিতমেতদ্ বিরেকার্থে যে চান্যে দীর্ঘরোগিণঃ॥

(মাত্রা—ষড়্ রক্তিকাঃ)।

মনসাসীজ

পর্য্যায়।—সেহুণ্ড, সিংহতুণ্ড, বজ্রী, বজ্রদ্রুম, সুধা, সমন্তদুগ্ধা, স্নুক, স্নুহী ও গুড়া—এই কয়েকটি মনসা বৃক্ষের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সেহুণ্ড, থুহর ও সিজ, বোম্বায়ে ও মহারাষ্ট্রে নিবড়ুঙ্গ, কাঁটে নিবড়ুঙ্গ, ফণীটে নিবড়ুঙ্গ, বিকাণ্ডী, গুজরাটে থোরদাণ্ডলিয়ো, কটালী, হাথলোতর ধারী, কর্ণাটে নিবডিঙ্গু, তৈলঙ্গে চেংমুড়ু, ফারসীতে লাদন্নাম্ ও আরবীতে জকুম, ফর্ফ্যুন বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Euphorbia nerifolia ইউফোরবিয়া নেরিফোলিয়া।

গুণ।—মনসাবৃক্ষ (সিজবৃক্ষ) তীক্ষ্ণবিরেচক, অগ্নির দীপক, কটুরস ও গুরু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শূল, আম, অষ্ঠীলিকা, উদরাধ্মান, কফ, গুল্ম, জঠর, বায়ু, উন্মাদ, মোহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, শোথ, মেদঃ, অশ্মরী, পাণ্ডুরোগ, ব্রণশোথ, জ্বর, প্লীহা, বিষ ও দূবীবিষনাশক। মাত্রা—এক আনা।

মনসার আঠার গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মনসাসীজের আঠা উষ্ণবীর্য, স্নিগ্ধ, কটুরস ও লঘু। ইহা গুল্মরোগির, কুষ্ঠরোগির, উদররোগির ও চিররোগির পক্ষে হিতজনক বিরেচক। (মাত্রা—দুই তিন বিন্দু)।

শাতলা (সেহুণ্ডভেদঃ)

শাতলা সপ্তলা সারা বিমলা বিতুলা চ সা।
তথা নিগদিতা ভূরিফেনা চর্ম্মকষেত্যপি ॥
শাতলা কটুকা পাকে বাতলা শীতলা লঘুঃ।
তিক্তা শোথকফানাহ-পিত্তোদাবর্ত্তরক্তজিৎ ॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

শাতলা

পর্য্যায়।—শাতলা, মনসার জাতিবিশেষ। সপ্তলা, সারা, বিমলা, বিতুলা, ভূরিফেনা ও চর্ম্মকষা—এই কয়েকটি শব্দ শাতলার পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে শাতলা, মহারাষ্ট্রে নিবডুংগাচাভেদ, গুজরাটে সাথেরং, কর্ণাটে বডীলসোতলী, হিরীয়চট, কনখ, পারসীতে এশন্, আরবীতে সাতর ও ল্যাটিনে Origanum vulgare, অরিগেনাম্ ভালগেরি বলে।

গুণ।—শাতলা তিক্তরস, কটুবিপাক, বায়ুবর্ধক, শীতবীর্য ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শোথ, কফ, আনাহ, পিত্ত, উদাবর্ত ও রক্তদুষ্টি নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

লাঙ্গলী

কলিহারী তু হলিনী লাঙ্গলী শক্রপুষ্প্যপি।
বিশল্যাগ্নিশিখানন্তা বহ্নিবক্ত্রা চ গর্ভনুৎ ॥
কলিহারী সরা কুষ্ঠ-শোফার্শোব্রণশূলজিৎ।
সক্ষারা শ্লেষ্মজিৎ তিক্তা কটুকা তুবরাপি চ।
তীক্ষ্ণোষ্ণা ক্রিমিহৃল্লঘ্বী পিত্তলা গর্ভপাতিনী ॥

(মূলস্য মাত্রা—ষড় রক্তিকাঃ)।

ঈশ্ লাঙ্গলা

পর্য্যায়।—কলিহারি, হলিনী, লাঙ্গলী, শক্রপুষ্পী, বিশল্যা, অগ্নিশিখা, অনন্তা, বহ্নিবক্তা ও গর্ভনুৎ—এই কয়েকটি ঈশ্ লাঙ্গলার নামান্তর।

* শাতলা কফপিত্তঘ্নী লঘুস্তিক্তা কষায়কা।/বিসর্পকুষ্ঠবিস্ফোট ব্রণশোফনিকৃন্তনী ॥ রা. নি.।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কলিহারী, কলিয়ারী, মহারাষ্ট্রে খড্যানাগ চগবোড্যা, গুজরাটে ভুবিয়ো, বছনাগ, কর্ণাটে রাভাগারী, ল্যাটিনে Gloriosa Superba বলে।

গুণ।—ঈষ‍্‍লাঙ্গলা সারক, ক্ষারযুক্ত, তিক্ত-কটু-কষায়রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, লঘু, পিত্তবর্ধক ও গর্ভনাশক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কুষ্ঠ, শোথ, ব্রণ, শূল, কফ ও ক্রিমি নাশক। মূলের মাত্রা—এক আনা।

শ্বেতরক্তকরবীরঃ

করবীরঃ শ্বেতপুষ্পঃ শতকুম্ভোঽশ্বমারকঃ।
দ্বিতীয়ো রক্তপুষ্পশ্চ চণ্ডাতো লগুডস্তথা॥
হয়ারিঃ পঞ্চধা প্রোক্তঃ শ্বেতো রক্তশ্চ পাটলঃ।
পীতঃ কৃষ্ণঃ সমুদ্দিষ্টঃ শ্বেতস্যৈতান্ গুণাম্ শৃণু॥
কটুস্তিক্তশ্চ তুবরস্তীক্ষ্ণো বীর্য্যেণ চোষ্ণদঃ।
ব্রণলাঘবকৃন্নেত্র-কোপকুষ্ঠবিষাপহঃ॥
কফার্শঃক্রিমিকণ্ডুঘ্নো ভক্ষিতো বিষবন্মতঃ।
রক্তবর্ণঃ শোধকঃ স্যাৎ কটুঃ পাকে চ তিক্তকঃ॥
কুষ্ঠাদিনাশকো লেপাদথ পাটলবর্ণকঃ।
শীর্ষপীড়াং কফং বাতং নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতঃ।
রক্তাদেশ্চতুরো ভেদ-গুণাঃ শ্বেতহয়ারিবৎ॥

(মাত্রা—রক্তিকাদ্বয়ম্)।

করবী

পর্য্যায়।—করবীর, শ্বেতপুষ্প, শতকুম্ভ ও অশ্বমারক—এই কয়েকটি শ্বেতকরবীর এবং রক্তপুষ্প, চণ্ডাত ও লগুড়—এই কয়েকটি রক্তকরবীর নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—শ্বেত, রক্ত, পাটল, পীত ও কৃষ্ণ ভেদে করবী পাঁচপ্রকার। ইহার নাম হিন্দুস্থানে কনৈর, সফেদ কনের, লাল কনের, পীলী কনের, কালে ফুলকী কনের, ফারসীতে 'খরজেহরা, আরবীতে স্মুম্ল, হিমারদফলী, মহারাষ্ট্রে শ্বেতফুলা'চি, রক্তফুলা'চি, পিংবল্যা ফুলা'চি কন্হের, কর্ণাটে বাকণলিঙ্গে, কেগণলিঙ্গে, গুজরাটে কনের, ধোলা রাতা গুলাবী ঔর পীলা ফুলনী কনের, তৈলঙ্গে গন্নেরু, কনেরচেট্টু, আসামে কর্ব্বির বলে। ল্যাটিন নাম Nerium Odorum, Nerium indicum, ইংরাজীতে Sweet scented Oleander বলে।

শ্বেত করবীর গুণ।—শ্বেতকরবী কটু-তিক্ত-কষায়রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ব্রণের লঘুতা সম্পাদক এবং নেত্রকোপ, কুষ্ঠ, বিষদোষ, কফ, অর্শঃ, ক্রিমি ও কণ্ডু বিনাশক। ইহা ভক্ষণ করিলে বিষের স্থায় শরীরের অহিত সম্পাদন করে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—লালকরবী শোধক, কটুরস, তিক্তবিপাক, প্রলেপে কুষ্ঠাদি নাশক। পাটল করবী—শিরোরোগ, বফ ও বাত বিনাশক। রক্ত, পাটল, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ—এই চারিপ্রকার করবীর বিশেষ গুণ শ্বেতকরবীর ন্যায়। মাত্রা—দুই রতি পর্যন্ত।

ধুস্তুরঃ

ধত্তুরো ধূর্ত্তধুস্তুরাবুন্মত্তঃ কনকাহ্বয়ঃ
দেবিকা কিতবস্তুরী মহামোহী শিবপ্রিয়ঃ।
মাতুলো মদনশ্চাস্য ফলে মাতুলপুত্রকঃ॥
ধুস্তুরো মদবর্ণাগ্নি বাতকৃজ্জ্বরকুষ্ঠনুৎ।
কষায়ো মধুরস্তিক্তো যূকালিক্ষাবিনাশকঃ॥
উষ্ণো গুরুর্ব্রণশ্লেষ্ম-কণ্ডুক্রিমিবিষাপহঃ।
বেদনাহরণো নিদ্রা-জনকো মূত্রবর্দ্ধনঃ॥
সমন্ততঃ প্রলেপেন কনীনিকাপ্রসারণঃ।
ধুস্তুরধূমপানেন শ্বাসস্তূর্ণং প্রশাম্যতি॥ *

ধুতুরা

পর্য্যায়।—ধত্তূর, ধূর্ত্ত, ধুস্তুর, উন্মত্ত, দেবিকা, কিতব, তুরী, মহামোহী, শিবপ্রিয়, মাতুল, মদন ও কনকবাচক সমস্ত শব্দ ধুতুরার পর্য্যায়। ইহার ফলকে মাতুলপুত্র কহে।

দেশভেদে নামভেদ।—ধুতুরাকে হিন্দুস্থানে ধতুরা, মহারাষ্ট্রে ধোতরা, ধোত্রা, কর্ণাটে করীর, মদকুণিকে, তৈলঙ্গে উন্মেত্তচেট্টু, নাল্লাউম্মীতে, তামিলে কারুউমতে, উমমতাই, গুজরাটে ধংতুরো, আরবীতে জোজমাসীল, জোজনসী, তাতুরা, আসামে ধুতুরা বলে। ইংরাজীতে Thorn apple Stramonium। ডাক্তারী নাম Datura Fastuosa ধাতুরা ফাসটুয়সা।

গুণ।—ধুতুরা মদকারক, বর্ণপ্রসাদক, অগ্নিবর্ধক, বায়ুজনক, কষায়-মধুরতিক্ত-রস, উষ্ণবীর্য, গুরু, নিদ্রাজনক ও মূত্রকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা যূকা ও লিক্ষা নামক ক্রিমি নাশক (উকুণাদি কীটবিশেষ), জ্বর, কুষ্ঠ, ব্রণ, কণ্ডু, কফ, বিষ ও বেদনা নাশক। চক্ষুর চতুর্দিকে ইহার প্রলেপ দিলে তারা প্রসারিত হয়। ধুতুরার ধূমপানে শ্বাস সত্বর প্রশমিত হইয়া থাকে।

---

* ধত্তুরঃ কটুরুষ্ণশ্চ কান্তিকারী ব্রণার্তিনুৎ। / ত্বগ্‌দোষখর্জ্জূকণ্ডূতি জ্বরহারী ভ্রমপ্রদঃ॥ রা· নি·।

বাসকঃ

বাসকো বাশিকা বাসা ভিষঙ্মাতা চ সিংহিকা।
সিংহাস্যো বাজিদন্তা স্যাদটরূষোঽটরূষকঃ ॥
আটরূষো বৃষো নাম্নী সিংহপর্ণশ্চ স স্মৃতঃ।
বাসকো বাতকৃৎ স্বর্য্যঃ কফপিত্তাস্রনাশনঃ ॥
তিক্তস্তুবরকো হৃদ্যো লঘুঃ শীতস্তৃড়ৰ্ত্তিহৃৎ।
শ্বাসকাসজ্বরচ্ছর্দ্দি-মেহকুষ্ঠক্ষয়াপহঃ। * (মাত্রা—একমাষকঃ)।

বাসক

পৰ্য্যায়।—বাসক, বাশিকা, বাসা, ভিষঙ্মাতা, সিংহিকা, সিংহাস্য, বাজিদন্তা, অটরূষ, অটরূষক, আটরূষ, বৃষ ও সিংহপর্ণ—এই কয়েকটি বাসকের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বাসা, অড়ুসা, বিসোংটা মহারাষ্ট্রে অড়ুষা, অড়ুল্সা, কর্ণাটে আডসোগে, তৈলঙ্গে আড়াসারং, আডাপাকু, তামিলে অধজোড়ে, গুজরাটে অড়ড়ুশো ও আসামে বাহকতিতা বলে। ইহার ল্যাটিন নাম Adhatoda Vasica আঢাটোডা বাসিকা।

গুণ।—বাসক বায়ুজনক, স্বরবর্ধক, তিক্ত-কষায়রস, হৃদয়গ্রাহী, লঘু ও শীতবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণারোগ, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি, প্রমেহ, কুষ্ঠ ও ক্ষয়রোগ নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

পর্পটঃ

পর্পটো বরতিক্তশ্চ স্মৃতঃ পর্পটকশ্চ সঃ।
কথিতঃ পাংশুপর্য্যায়স্তথা কবচনামকঃ ॥
পর্পটো হন্তি পিত্তাস্র-ভ্রমতৃষ্ণাকফজ্বরান্।
সংগ্রাহী শীতলস্তিক্তো দাহনুদ্ বাতলো লঘুঃ ॥
(মাত্রা—একমাষকঃ)।

ক্ষেতপাপ্ড়া

পর্য্যায়।—পর্পট, বরতিক্ত, পর্পটক এবং পাংশুপর্যায়ক ও কবচনামক শব্দ ক্ষেতপাপ্ড়ার নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে দবনপাপ্ড়া, পিত্তপাপ্ড়া, মহারাষ্ট্রে সিরপঠী, থরমরে, গুজরাটে পীতপাপ্ড়ো ক্ষেত্রপর্পট, ধাতো, বোম্বায়ে পিত্তপাপ্ড়া, কর্ণাটে পর্পাটক, উৎকলে জলপাঁপুড়া, আসামে সেৎকপরা, ফারসীতে,

---

* বাসা তিক্তা কটুঃ শীতা কাসঘ্নী রক্তপিত্তজিৎ। / কামলাকফবৈকল্য-জ্বরশ্বাসক্ষয়াপহা ॥ রা. নি.।

শাতরা, গরমতর ও আরবীতে বকলতল মলীক। ল্যাটিন নাম Oldenlandia Corymbosa, ওল্ডেনলাণ্ডিয়া করিমবোসা।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ক্ষেতপাপ্ড়া পিত্ত, রক্তদোষ, ভ্রম, তৃষ্ণা, কফ, জ্বর ও দাহনাশক, ধারক, শীতবীর্য, তিক্তরস, বায়ুবর্ধক এবং লঘু। মাত্রা—দুই আনা।

নিম্বঃ

নিম্বঃ স্যাৎ পিচুমর্দ্দশ্চ পিচুমন্দশ্চ তিক্তকঃ।
অরিষ্টঃ পারিভদ্রশ্চ হিঙ্গুনির্য্যাস ইত্যপি॥
নিম্বঃ শীতো লঘুর্গ্রাহী কটুপাকোঽগ্নিবাতনুৎ।
অহৃদ্যঃ শ্রমতৃট্কাস-জ্বরারুচিক্রিমিপ্রণুৎ।
ব্রণপিত্তকফচ্ছর্দ্দি-কুষ্ঠহৃল্লাসমেহনুৎ॥
নিম্বপত্রং স্মৃতং নেত্র্যং ক্রিমিপিত্তবিষপ্রণুৎ।
বাতলং কটুপাকঞ্চ সর্ব্বারোচককুষ্ঠনুৎ॥
নিম্বফলং রসে তিক্তং পাকে তু কটু ভেদনম্।
স্নিগ্ধং লঘূষ্ণং কুষ্ঠঘ্নং গুল্মার্শঃক্রিমিমেহনুৎ॥
(মাত্রা—একমাষকঃ)।

নিম

পর্য্যায়।—পিচুমর্দ্দ, পিচুমন্দ, তিক্তক, অরিষ্ট, পারিভদ্র ও হিঙ্গুনির্ধাস—এই কয়েকটি নিম্বের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে নীম্, মহারাষ্ট্রে কডুনিম্ব ও নিম্ব, গুজরাটে লিংবড়ো, কর্ণাটে বেভ, তৈলঙ্গে বেয়া, টৌয়চেট্টু, তামিলে বেপুন মরম, আসামে নীম, ফারসীতে নেমব্নীম, দরখ্তহক পরমতর, সরদ গরম বলে। ইংরাজীতে Neemb tree। ইহার ল্যাটিন নাম Melia azadirachta মেলিয়া আজাডিরেক্টা ও Azadirachta indica।

গুণ।—নিম শীতবীর্য, লঘু, ধারক, কটুবিপাক, অগ্নি ও বায়ুনাশক এবং অহৃদ্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শ্রান্তি, তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, অরুচি, ক্রিমি, ব্রণ, পিত্ত, কফ, বমি, কুষ্ঠ, হৃল্লাস ও প্রমেহনাশক।

গুণ।—নিম্বপত্র চক্ষুর হিতকারক, বায়ুবর্ধক ও কটুবিপাক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ক্রিমি, পিত্ত, বিষ, সর্বপ্রকার অরুচি ও কুষ্ঠনাশক।

নিম্বফলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নিম্বফল তিক্তরস, কটুবিপাক, ভেদক, স্নিগ্ধ, লঘু, উষ্ণবীর্য এবং কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শঃ, ক্রিমি ও প্রমেহ নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

মহানিম্ব

মহানিম্বঃ স্মৃতো দ্রেকা রম্যকো বিষমুষ্টিকঃ।
কেশমুষ্টির্নিম্বকশ্চ কার্মুকোঽক্ষীর ইত্যপি ॥
মহানিম্বো হিমো রুক্ষস্তিক্তো গ্রাহী কষায়কঃ।
কফপিত্তভ্রমচ্ছর্দ্দি-কুষ্ঠহৃল্লাসরক্তজিৎ।
প্রমেহশ্বাসগুল্মার্শো-মূষিকবিষনাশনঃ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

ঘোড়ানিম

পর্য্যায়।—দ্রেকা, রম্যক, বিষমুষ্টিক, কেশমুষ্টি, নিম্বক, কার্মুক ও অক্ষীর—এই কয়েকটী মহানিম্বের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বকাইন, বকায়ন, মহারাষ্ট্রে বকাণীনিংব, নিম্বচাঝাঁড় কটুনিম্ব, তৈলঙ্গে গঙ্গারাবিচেট্টু, তুরকবয়ক ও কাণ্ডবেরা, দাক্ষিণাত্যে হিন্দীতে গৌরনিম, তামিলে মালাইবেতুবাবেপ্যম্, গুজরাটে বকান্য, কর্ণাটে মহাবেভ, আসামে মহানীম, ফারসীতে আজাদদরখত্, অরবীতে বান, বৃক্ষ, হবুল, বীজ বলে। ডাক্তারী নাম Melia Azadaracta মেলিয়া এজেডাবাক্‌টা।

গুণ।—মহানিম্ব শীতবীর্য, রুক্ষ, তিক্ত-কষায়রস ও ধারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, ভ্রম, বমি, কুষ্ঠ, হৃল্লাস, রক্তদোষ, প্রমেহ, শ্বাস, গুল্ম, অর্শঃ ও ইন্দুরবিষনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

পারিভদ্রঃ

পারিভদ্রো নিম্বতরুর্মন্দারঃ পারিজাতকঃ।
পারিভদ্রোঽনিলশ্লেষ্ম-শোথমেদঃক্রিমিপ্রণুৎ।
পত্রন্তু পিত্তরোগঘ্নং কর্ণব্যাধিবিনাশনম্ ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

পালিধা

পর্য্যায়।—পারিভদ্র, নিম্বতরু, মন্দার ও পারিজাতক—এই কয়েকটি পালিধার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে ফরহদ, মহারাষ্ট্রে ও দাক্ষিণাত্যে পানরো, পারিঙ্গা, দ্রাবিড়ে পঙ্গীর, কর্ণাটে হরিবাল, তৈলঙ্গে মোদুগু, বারিজেচেট্টু, মুল্লমোত্তিচেট্টু, তামিলে মুরাক ও গুজরাটে পাণ্ডেরবো। ডাক্তারী নাম Erythrina

---

* পারিভদ্রঃ কটূষ্ণঃ স্যাৎ কফবাতনিকৃন্তনঃ। / অরোচকহরঃ পথ্যো দীপনশ্চাতি কীর্ত্তিতঃ ॥ রা. নি.।

Indica এরিথ্রিনা ইণ্ডিকা, The Indian coral tree দি ইণ্ডিয়ান্ কোরাল ট্রী।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পারিভদ্র বায়ু, কফ, শোথ, মেদ ও ক্রিমি বিনাশক।

গুণ।—পারিভদ্রপত্র পিত্তজরোগ ও কর্ণরোগবিনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

কাঞ্চনারঃ

কাঞ্চনারঃ কাঞ্চনকো গণ্ডারিঃ শোণপুষ্পকঃ।
কোবিদারশ্চ মরিকঃ কুদ্দালো যুগপত্রকঃ।
কুণ্ডলী তাম্রপুষ্পশ্চ অস্তকঃ স্বল্পকেশরী॥
কাঞ্চনারো হিমো গ্রাহী তুবরঃ শ্লেষ্মপিত্তনুৎ।
ক্রিমিকুষ্ঠগুদভ্রংশ-গণ্ডমালাব্রণাপহঃ॥
কোবিদারোঽপি তদ্বৎ স্যাৎ তয়োঃ পুষ্পং লঘু স্মৃতম্।
রুক্ষং সংগ্রাহি পিত্তাস্র-প্রদরক্ষয়কাসনুৎ॥ (মাত্রা—একমাষকঃ)।

লালকাঞ্চন ও শ্বেতকাঞ্চন

পর্য্যায়।—কাঞ্চনার, কাঞ্চনক, গণ্ডারি ও শোণপুষ্পক—এই কয়েকটি লাল কাঞ্চনের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—কাঞ্চনকে হিন্দুস্থানে কচ্‌নার, মহারাষ্ট্রে কাংচন্, কোরল, কর্ণাটে কোচালে কচ্‌নার, গুজরাটে চম্পাকাটী, তৈলঙ্গে দেবকাঞ্চন ও আসামে কাঞ্চণ বলে। রক্তকাঞ্চনের ল্যাটিন নাম Bauhinia variegata।

পর্য্যায়।—কোবিদার, মরিক, কুদ্দাল, যুগপত্রক, কুণ্ডলী, তাম্রপুষ্প, অস্তক ও স্বল্পকেশরী—এইগুলি শ্বেতকাঞ্চনের নামান্তর। শ্বেত কাঞ্চনের ল্যাটিন নাম Bauhinia recemosa।

গুণ।—লালকাঞ্চন শীতবীর্য, ধারক, কষায়রস, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ক্রিমি, কুষ্ঠ, গুদভ্রংশ, গণ্ডমালা ও ব্রণনাশক।

শ্বেতকাঞ্চনের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শ্বেতকাঞ্চনও লালকাঞ্চন সদৃশ গুণযুক্ত।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—উভয় কাঞ্চনের পুষ্প লঘু, রুক্ষ, ধারক এবং পিত্ত, রক্তদোষ, প্রদর, ক্ষয় ও কাসরোগ নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

শোভাঞ্জনঃ শ্যামঃ শ্বেতো রক্তশ্চ

শোভাঞ্জনঃ শিগ্রুতীক্ষ্ণ-গন্ধকাক্ষীবমোচকাঃ।
তদ্বীজং শ্বেতমরিচং মধুশিগ্রুঃ সলোহিতঃ॥
শিগ্রুঃ কটুঃ কটুঃ পাকে তীক্ষ্ণোষ্ণো মধুরো লঘুঃ।

দীপনো রোচনো রুক্ষঃ ক্ষারস্তিক্তো বিদাহকৃৎ ॥
সংগ্রাহী শুক্রলো হৃদ্যঃ পিত্তরক্তপ্রকোপণঃ।
চক্ষুষ্যঃ কফবাতঘ্নো বিদ্রধিশ্বয়থুক্রিমীন্ ॥
মেদোঽপচীবিষপ্লীহ-গুল্মগণ্ডব্রণান্ হরেৎ।
শ্বেতঃ প্রোক্তগুণো জ্ঞেয়ো বিশেষাদ্ দাহকৃদ্ ভবেৎ ॥
প্লীহানং বিদ্রধিং হন্তি ব্রণঘ্নঃ পিত্তরক্তনুৎ।
মধুশিগ্রুঃ প্রোক্তগুণো বিশেষাদ্দীপনঃসরঃ ॥
শিগ্রুবল্কলপত্রাণাং স্বরসঃ পরমার্ত্তিনুৎ।
চক্ষুষ্যং শিগ্রুজং বীজং তীক্ষ্ণোষ্ণং বিষনাশনম্।
অবৃষ্যং কফবাতঘ্নং তন্নস্যেন শিরোঽর্ত্তিনুৎ ॥

সজিনা

পর্য্যায়।—শ্যাম, শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে সজিনা তিনপ্রকার। শিগ্রু, তীক্ষ্ণগন্ধক, অক্ষীব, মোচক ও শোভাঞ্জন—এইগুলি সজিনার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সোহিঞ্জন, সৈঞ্জিনা, মহারাষ্ট্রে কালা-সেগুবা, শেবগা, শেগট, কর্ণাটে বিলীপতুগ্গি, কংপনেয়নুগি, তৈলঙ্গে মুলংগা, তামিলে মোরুঙ্গ, গুজরাটে শরঘবো এবং বোম্বায়ে সেগব ও সেগত বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Horse Radish tree হর্স র‍্যাডিস ট্রী। ল্যাটিন Moringa Pterygosperma, বর্তমান নাম Hyperanthera moringa।

পরিচয়।—সজিনার বীজকে শ্বেতমরিচ বলে এবং রক্ত সজিনাকে মধুশিগ্র বলিয়া থাকে।

গুণ।—সজিনা কটুমধুরতিক্ত রস, কটুবিপাক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, লঘু, অগ্নির দীপক, রুচিকারক, রুক্ষ, ক্ষারযুক্ত, বিদাহি, ধারক, শুক্রবর্ধক, হৃদয়গ্রাহী, রক্তপিত্ত প্রকোপক ও চক্ষুর হিতকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বায়ু, বিদ্রধী, শোথ, ক্রিমি, মেদোদোষ, অপচী, বিষ, প্লীহা, গুল্ম, গলগণ্ড ও ব্রণনাশক।

শ্বেতসজিনার গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শ্বেতশোভাঞ্জনও উক্ত গুণ বিশিষ্ট। বিশেষত ইহা দাহজনক এবং প্লীহা, বিদ্রধি, ব্রণ, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক।

রক্তসজিনার গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—রক্তশোভাঞ্জনও উক্ত গুণযুক্ত। বিশেষত ইহা অগ্নিদীপক ও সারক। সজিনার বল্কল ও পত্রের রস—বেদনা প্রশমনের পক্ষে শ্রেষ্ঠ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সজিনার বীজ চক্ষুর হিতকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, বিঘ্ন, অবৃষ্য এবং কফ ও বায়ুনাশক। ইহার নস্য লইলে শিরোরোগ নষ্ট হয়। (মাত্রা—বীজের দুই আনা ও ত্বগাদির চারি আনা)।

শ্বেতপুষ্পা ও নীলপুষ্পা অপরাজিতা

আস্ফোতা গিরিকর্ণী স্যাদ্ বিষ্ণুক্রান্তাপরাজিতা।
অপরাজিতে কটু মেধ্যে শীতে কণ্ঠ্যে সুদৃষ্টিদে॥
কুষ্ঠমূত্রত্রিদোষাম-শোথব্রণবিষাপহে।
কষায়ে কটুকে পাকে তিক্তে চ স্মৃতিবুদ্ধিদে॥

অপরাজিতা

পর্য্যায়।—শ্বেতপুষ্প ও নীলপুষ্প ভেদে অপরাজিতা দুইপ্রকার। আস্ফোতা, গিরিকর্ণী ও বিষ্ণুক্রান্তা—এই কয়েকটি অপরাজিতার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বিষ্ণুক্রান্তি, সফেদ কোয়ল, নীলীকোয়ল, গুজরাটে গরণী, আরবীতে মজীরযুতহিন্দী, তৈলঙ্গে নল্লনেলগুম্মিরি বিষ্ণুক্রান্ত ও নীলগন্টুনা বলে। বিশেষত শ্বেত অপরাজিতাকে মহারাষ্ট্রে ও বোম্বায়ে পাংড়রী স্থপলী ও কর্ণাটে বিলিয়গিরিকর্ণিকে এবং নীল অপরাজিতাকে মহারাষ্ট্রে নীলমুষলী, গোকর্ণীকাল্লী ও কর্ণাটে নীলগিরিকর্ণিকে বলে। ইহার ল্যাটিন নাম Clitoria Terneata ক্লিটোরিয়া টারণিয়েটা।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শ্বেতপুষ্প ও নীলপুষ্প, এই উভয়প্রকার অপরাজিতাই কষায়-কটুরস এবং কটু-তিক্তবিপাক, মেধাজনক, শীতবীর্য, স্মৃতি ও বুদ্ধিপ্রদ, কণ্ঠশোধক ও চক্ষুর প্রসন্নতাকারক। ইহা কুষ্ঠ, মূত্রদোষ, ত্রিদোষ, আমদুষ্টি, শোথ, ব্রণ ও বিষনাশক।

সিন্দুবারঃ

সিন্দুবারঃ শ্বেতপুষ্পঃ সিন্দুকঃ সিন্দুবারকঃ।
নীলপুষ্পী তু নির্গুণ্ডী শেফালী সুবহা চ সা॥
নির্গুণ্ডী কটুকা তিক্তা রুক্ষা চোষ্ণা কষায়কা।
স্মৃতিপ্রদা নেত্রহিতা কেশ্যা লঘ্বগ্নিদীপনী॥
মেধ্যা বর্ণ্যা চ পিত্তঘ্নী গুদবাতক্ষয়াপহা।
সন্ধিবাতঞ্চ বাতঞ্চ শোফং চামং ক্রিমীংস্তথা॥
কুষ্ঠং কফং ব্রণং প্লীহাং গুল্মং কণ্ঠরুজং তথা।
বিষং শূলং চারুচিঞ্চ জ্বরং মেদোরুজং তথা।
গৃধ্রসীঞ্চ প্রতিশ্যায়ং কাসং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ॥

নীলা নির্গুণ্ডিকা তিক্তা রুক্ষা চোষ্ণা কটুঃ স্মৃতা।
আধ্মানবাতং প্রদরং কাসং শোথং কফং হরেৎ॥
নির্গুণ্ডী কর্ত্তরীপূর্ব্বা কটী তিক্তা কফাপহা।
বাতং ক্ষয়ঞ্চ শূলঞ্চ কণ্ডুং কুষ্ঠঞ্চ নাশয়েৎ॥
প্রোক্তা চারণ্যনির্গুণ্ডী পথ্যা পিত্তজ্বরং হরেৎ।
বিবন্ধ গৃধ্রসীং বাতং নাশয়েদ বর্ণকারিণী॥
পর্ণঞ্চাস্যাস্তু কটুকং চাগ্নিদীপ্তিকরং লঘু।
ক্রিমীন্ কফঞ্চ বাতঞ্চ নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতম্॥
পুষ্পং চাস্যাঃ কটুষ্ণঞ্চ তিক্তং ক্রিমিকফাপহম্।
প্লীহাং গুল্মঞ্চ বাতঞ্চ কুষ্ঠং শোথঞ্চ নাশয়েৎ।
অরুচের্নাশকং প্রোক্তং কণ্ডুঞ্চৈব বিনাশয়েৎ॥

নিসিন্দা

পর্য্যায়।—শ্বেতনিসিন্দার নাম সিন্দুবার, শ্বেতপুষ্প, সিন্দুক ও সিন্দুবারক।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সম্ভালু, সিহরু, মেউড়ী, মহারাষ্ট্রে লিঙ্গুর, নির্গুণ্ডী, তামিলে নির্গোচী, নোকী, গুজরাটে নাগড়া, নাগড্যনাব, কর্ণাটে করিয়ল্লাকিমেউডী বিলিয়লোকে, দ্রাবিড়ে কালিমন্থালী, সান্‌বালি, বোম্বায়ে নির্গুণ্ডী, কট্রি, কল, অড়লুসা, তৈলঙ্গে তেলা বাবিলী, নাবিলীচেট্টু, তেল্লব, পাঞ্জাবে বণা, লহরী, ফারসীতে পঞ্জংগুষ্ট ও আরবীতে অসলুক হডুলফুক্কা—ও বজরুল বলে। ইংরাজী নাম Fiveleaved chaste tree। ইহার ল্যাটিন নাম Vitex Trifolia ভাইটেক্স ট্রাইফোলিয়া ও Vitex negunda।

পর্য্যায়।—নীল সিন্দুবারের নাম নীলপুষ্পী, নির্গুণ্ডী, শেফালী ও সুবহা।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মেউড়ীসম্ভালু ও নির্গুণ্ডী, মহারাষ্ট্রে কাল্লীনির্গুণ্ডী, তৈলঙ্গে নাবিলিচেট্টু, বোম্বায়ে কল অড়লুষা, তামিলে মনজাপ, দাক্ষিণাত্যে সান্‌বালি, ফারসীতে মিনবান, আরবীতে অসলুক, গুর্জ্জরে নগোড ও আসামে পচিতীয়া বলে।

গুণ—শ্বেতনিসিন্দা কটু-তিক্ত-কষায়রস, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য, স্মৃতিপ্রদ, নেত্রের হিতকর, কেশ্য, লঘু, অগ্নিদীপক, মেধ্য ও বর্ণকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—পিত্তদোষ, গুহ্যদেশজ বায়ু এবং ক্ষয়, সন্ধিবাত, বাত, শোথ, আমদোষ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, কফ, ব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, কণ্ঠরোগ, বিষদোষ, শূল, অরুচি, জ্বর, মেদোরোগ, গৃধ্রসী, প্রতিশ্যায়, কাস ও শ্বাস বিনাশার্থ ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নীলপুষ্প নিসিন্দা কটু-তিক্তরস, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য এবং আধ্মানবায়ু, প্রদর, কাস, শোথ ও কফবিনাশক।

কর্ত্তরীনির্গুণ্ডীর গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কটু-তিক্তরস, কফনাশক এবং বাত, ক্ষয়, শূল, কণ্ডু ও কুষ্ঠ বিনাশক।

আরণ্য নির্গুণ্ডীর গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—আরণ্যনির্গুণ্ডী পিত্তজ্বর, বিষদোষ, গৃধ্রসী ও বাতনাশক এবং বর্ণকারক ও পথ্য। ইহার পত্র কটুরস, অগ্নিদীপক, লঘু এবং ক্রিমি, কফ ও বাতনাশক। ইহার পুষ্প কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য এবং কফ, ক্রিমি, প্লীহা, গুল্ম, বাত, কুষ্ঠ, শোথ, অরোচক ও কণ্ডুর বিনাশক।

কুটজঃ

কুটজঃ কুটজঃ কৌটো বৎসকো গিরিমল্লিকা।
কালিঙ্গঃ শক্রশাখী চ মল্লিকাপুষ্প ইত্যপি।
ইন্দ্রো যবফলঃ প্রোক্তো বৃক্ষকঃ পাণ্ডুরদ্রুমঃ॥
কুটজঃ কটুকো রুক্ষো দীপনস্তুবরো হিমঃ।
অর্শোঽতিসারপিত্তাস্র-কফতৃষ্ণামকুষ্ঠনুৎ॥ *

(মাত্রা—মাষকদ্বয়ম্)।

কুড়্চি

পর্য্যায়।—কটুজ, কুটজ, কৌট, বৎসক, গিরিমল্লিকা, কালিঙ্গ, শক্রশাখী, মল্লিকাপুষ্প, ইন্দ্র, যবফল, বৃক্ষক ও পাণ্ডুরদ্রুম—এই কয়েকটি কুড়চির সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কুড়া, কৌরৈয়া, মহারাষ্ট্রে কাল্লাকুড়া, সফেদকুড়া, কুড়া, কর্ণাটে কোড়সিগেয়মহস্ত, তৈলঙ্গে আংকুড়চেট্টু, অগিশচেট্টু ও তুন্ডিকচেট্টু, অক্কেলু চজ্জলকুষ্ঠ, গুজরাটে কড়ো, আসামে কুটজ, উৎকলে কুড়িয়া এবং আরবীতে তিবাজ বলে। ইহার ল্যাটিন নাম Wrightia Antidysenterica ও Holarrhena antidysenterica।

গুণ।—কুড়্চি কটু-কষায়রস, রুক্ষ, অগ্নির দীপক ও শীতবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ—ইহা অর্শঃ, অতিসার, পিত্ত, রক্তদোষ, কফ, তৃষ্ণা, আমদোষ ও কুষ্ঠবিনাশক। (মাত্রা—চারি আনা)।

করঞ্জ

করঞ্জো নক্তমালশ্চ করজশ্চিরবিল্বকঃ।
ঘৃতপূর্ণকরঞ্জোঽন্যঃ প্রকীর্য্যঃ পূতিকোঽপি চ।
স চোক্তঃ পূতিকরঞ্জঃ সোমবল্কশ্চ স স্মৃতঃ॥

---

* কুটজঃ কটুতিক্তোষ্ণঃ কষায়শ্চাতিসারজিৎ। / তত্রাসিতশ্চ পিত্তাস্রত্বগ দোষার্শোনিকৃন্তনঃ॥ রা. নি.।

করঞ্জঃ কটুকস্তীক্ষ্ণো বীর্য্যোষ্ণো যোনিদোষহৃৎ।
কুষ্ঠোদাবর্ত্তগুল্মার্শো-ব্রণক্রিমিকফাপহঃ॥
তৎপত্রং কফাবাতার্শঃ ক্রিমিশোথহরং পরম্।
ভেদনং কটুকং পাকে বীর্য্যোষ্ণং পিত্তলং লঘু॥
তৎফলং কফবাতঘ্নং মেহার্শঃক্রিমিকুষ্ঠজিৎ।
ঘৃতপূর্ণকরঞ্জে২পি করঞ্জসদৃশো গুণৈঃ॥

(মাত্রা—ষড়্ রক্তিকাঃ)।

করঞ্জ ও নাটাকরঞ্জ

পর্য্যায়।—করঞ্জ, নক্তমাল, করজ ও চিরবিল্বক—এই কয়েকটি করঞ্জের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ—ইহাকে হিন্দুস্থানে করঞ্জ, করঞ্জভেদ, কণ্টকরেঞ্জী, তৈলঙ্গে কানুগচেট্টু, কংজ, মহারাষ্ট্রে চোপডাকরঞ্জ, ঘানেরাকরঞ্জ, বাবলা, গুজরাটে করঞ্জ, চরেলকণসে, কর্ণাটে নাপসায়মরনু, বারুবহুলিগিলু, ইংরাজীতে Smooth leaved। ল্যাটিন নাম Caesalpinia crista।

পরিচয় ও পর্যায়।—ঘৃতপূর্ণ নামক অপর একপ্রকার করঞ্জ আছে, চলিত ভাষায় তাহাকে নাটাকরঞ্জ কহে। প্রকীর্য, পূতিক, পূতিকরঞ্জ ও সোমবল্ক তাহার পর্যায়।

গুণ।—করঞ্জ কটুরস, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা যোনিব্যাপৎ, কুষ্ঠ, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, অর্শঃ, ব্রণ, ক্রিমি ও কফনাশক।

করঞ্জপত্রের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—করঞ্জপত্র কফ, বায়ু, অর্শঃ, ক্রিমি ও শোথ রোগে বিশেষ হিতকর। ইহা ভেদক, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য, পিত্তবর্ধক এবং লঘু।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—করঞ্জফল কফ, বায়ু, প্রমেহ, অর্শঃ, ক্রিমি ও কুষ্ঠ বিনাশক। ঘৃতপূর্ণকরঞ্জ ও করঞ্জসদৃশ গুণযুক্ত। ইহার মূলের ছালের মাত্রা—এক আনা।

করঞ্জী

উদকীর্য্যস্তৃতীয়োঽন্যঃ ষড়্গ্রন্থা হস্তিবারুণী।
মর্কটী বায়সী চাপি করঞ্জী করভঞ্জিকা॥
করঞ্জী স্তম্ভনী তিক্তা তুবরা কটুপাকিনী।
বীর্য্যোষ্ণা বমিপিত্তার্শঃ-ক্রিমিকুষ্ঠপ্রমেহজিৎ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

ডহরকরঞ্জ

পরিচয়।—অপর একপ্রকার করঞ্জ আছে, তাহাকে চলিত ভাষায় ডহরকরঞ্জ বলে। ল্যাটিন নাম Pongamia prinnata (Linn)।

পর্য্যায়।—উদকীর্য, ষড়্‌গ্রন্থা, হস্তিবারুণী, মর্কটী, বায়স', করঞ্জী ও করভঞ্জিকা উহার পর্য্যায়।

গুণ।—ডহরকরঞ্জ স্তম্ভনকারক, তিক্ত-কষায়রস, কটুবিপাক ও উষ্ণবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বমি, পিত্ত, অর্শঃ ক্রিমি, কুষ্ঠ ও প্রমেহ বিনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

মহাকরঞ্জঃ

মহাকরঞ্জঃ ষড়্‌গ্রন্থা বিষঘ্না হস্তিচারিণী।
রসায়নী চ কাকঘ্নী সুমনা মদহস্তিনী॥
হস্তিকরঞ্জকঃ কাকভাণ্ডী মধুমতী তথা।
তীক্ষ্ণোষ্ণঃ কটুরেষ স্যাদ্ বিষকণ্ডুব্রণপ্রণুৎ॥

(অস্য মূলত্বগ্ গ্রাহ্যা)।

মহাকরঞ্জ

পর্য্যায়।—মহাকরঞ্জ, ষড়্‌গ্রন্থা, বিষঘ্নী, হস্তিচারিণী, রসায়নী, কাকঘ্নী, সুমনা, মদহস্তিনী, হস্তিকরঞ্জক, কাকভাণ্ডী ও মধুমতী—এই কয়েকটি মহাকরঞ্জের পর্য্যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য, কটুস্বাদ, বিষঘ্ন এবং কণ্ডু ও ব্রণ নিবারক। ইহার মূলের ত্বক্ গ্রহণীয়।

শ্বেতরক্তগুঞ্জা

শ্বেতা গুঞ্জোচ্চটা প্রোক্তা কৃষ্ণলা চাপি সা স্মৃতা।
রক্তা সা কাকচিঞ্চী স্যাৎ কাকণন্তী চ রক্তিকা॥
কাকাদনী কাকপীলুঃ সা স্মৃতাঙ্গারবল্লরী।
গুঞ্জাদ্বয়ন্তু কেশ্যং স্যাদ্ বাতপিত্তজ্বরাপহম্॥
মুখশোষভ্রমশ্বাস-তৃষ্ণামদবিনাশনম্।
নেত্রাময়হরং বৃষ্যং বল্যং কণ্ডু ব্রণং হরেৎ॥
ক্রিমীন্দ্রলুপ্তকুষ্ঠানি রক্তা চ ধবলাপি চ।
শিফা বান্তিকরী পত্রং শূলঘ্নং বিষহৃৎ তথা॥

(মাত্রা—রক্তিকার্দ্ধম্)।

শ্বেত কুঁচ ও রক্ত কুঁচ

প্রকারভেদ।—শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে কুঁচ দুইপ্রকার।

পর্য্যায়।—শ্বেতবর্ণ কুঁচকে উচ্চটা ও কৃষ্ণলা এবং রক্তবর্ণ কুঁচকে কাকচিঞ্চী, কাকণন্তী, রক্তিকা, কাকাদনী, কাকপীলু ও অঙ্গারবল্লরী বলে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে ঘুঘুচী, চোটলী, শোণ কাঁইচ,

চিরমিটি, মহারাষ্ট্রে গুঞ্জা, মাড়লবেল, গুজরাটে চণোঠী, রাতী, চণোঠীধোলী, তৈলঙ্গে গুলুবিংদে, ফারসীতে চশ্মেখরুস, আরবীতে হবসুর্থ, হবমুফেদ, কর্ণাটে গুলুগুঞ্জে এবং এরডু, উৎকলে কঞ্চ। ইংরাজী Bear tree। ইহার ল্যাটিন নাম Abrus Precatorius অ্যাব্রস প্রিকেটোরিয়স্।

গুণ।—এই উভয়প্রকার গুঞ্জাই কেশহিত, শুক্রবর্ধক ও বলকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—গুঞ্জাদ্বয় বায়ু, পিত্ত, জ্বর, মুখশোষ, ভ্রম, শ্বাস, তৃষ্ণা, মত্ততা, চক্ষুরোগ, কণ্ডু, ব্রণ, ক্রিমি, ইন্দ্রলুপ্ত ও কুষ্ঠরোগ নাশক। ইহার মূল বমনকারক এবং পত্র শূল ও বিষনাশক। মাত্রা– অর্ধরতি।

কপিকচ্ছুঃ

কপিকচ্ছুরাত্মগুপ্তা বৃষ্যা প্রোক্তা চ মর্কটী।
অজরা কণ্ডুরাব্যঙ্গা দুঃস্পর্শা প্রাবৃষায়ণী।
লাঙ্গলী শূকশিম্বী চ সৈব প্রোক্তা মহর্ষিভিঃ॥
কপিকচ্ছুর্ভৃশং বৃষ্যা মধুরা বৃংহণী গুরুঃ।
তিক্তা বাতহরী বল্যা কফপিত্তাস্রনাশিনী।
তদ্বীজং বাতশমনং স্মৃতং বাজীকরং পরম্॥ *

(বীজস্য মাত্রা—৬.রক্তিকাঃ)।

আলকুশী

পর্য্যায়।—কপিকচ্ছু, আত্মগুপ্তা, বৃষ্যা, মর্কটি, অজরা কণ্ডুরা, অব্যঙ্গা, দুঃস্পর্শা, প্রাবৃষায়ণী, লাঙ্গলী ও শূকশিম্বী—এই কয়েকটি আলকুশীর পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কৌঁছ, কিংবাঁচ, মহারাষ্ট্রে কুহিলীচৈ বীজ, তৈলঙ্গে পিল্লিঅডুগু, গুজরাটে কউচোং ভেরংণী, শীগনাংবি, কর্ণাটে নস্কুগুরী, তামিলে পুনাইক্, কালি, বোম্বায়ে কুহিলা, আসামে বান্দর কেকোঁয়া ও ইংরাজীতে Cowhage Plant বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Mucuna Pruriens মিউকুনা প্রুরিয়েন্স।

গুণ।—আলকুশী অতিশয় শুক্রবর্ধক, মধুর-তিক্তরস, মাংসবর্ধক, গুরু, বায়ুনাশক ও বলকারক।

আময়িক প্রয়োগ। ইহা কফ, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক।

বীজের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—আলকুশীর বীজ বায়ুনাশক এবং অত্যন্ত শুক্রবর্ধক। ইহার বীজের মাত্রা—এক আনা। মূলের মাত্রা—কার্থ জন্য আট আনা।

---

* কপিকচ্ছুঃ স্বাদুরসা বৃষ্যা বাতক্ষয়াপহা।/শীতপিত্তাস্রহন্ত্রি চ বিকৃতাব্রণনাশিনী॥ রা. নি.।

বৃদ্ধদারঃ

বৃদ্ধদারক আবেগী চ্ছগলী চ্ছগলান্ত্রিকা।
রসায়নো বৃদ্ধদারঃ শোথবাতামবাতজিৎ।
কাসশ্বাসজ্বরহরো বল্যঃ পিচ্ছিল এব চ ॥

বীজতাড়ক

পর্য্যায়।—বৃদ্ধদারক, আবেগী, ছাগলী ও ছগলান্ত্রিকা—এইগুলি বীজতাড়কের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে বিধারা, কালাবিধারা, মহারাষ্ট্রে শ্বেতবরধারা, গুজরাটে বরধারো, কর্ণাটে এরডুমুষ্টে, তৈলঙ্গে চন্দ্রপুডী বলে। ল্যাটিন নাম Argyreia speciosa আরজাইরিয়া স্পেসিওসা।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বীজতাড়ক রসায়ন, বলকারক ও পিচ্ছিল এবং ইহা শোথ, বাতদুষ্টি, আমবাত, কাস, শ্বাস ও জ্বর নষ্ট করে।

মাংসরোহিণী

মাংসরোহিণ্যতিরুহা বৃত্তা চর্ম্মকষা কৃশা।
প্রহারবল্লী বিকশা বীরবত্যপি কথ্যতে ॥
স্যান্মাংসরোহিণী বৃষ্যা সরা দোষত্রয়াপহা।
শীতা কষায়া রুচ্যা চ ক্রিমিঘ্নী কণ্ঠশোধনী ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

চামারকষা

পর্য্যায়।—মাংসরোহিণী, অতিরুহা, বৃত্তা, চর্ম্মকষা, কৃশা, প্রহরাবল্লী, বিকশা ও বীরবতী—এই কয়েকটি মাসরোহিণীর পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে, কর্ণাটে ও মহারাষ্ট্রে রোহিণী, মাংসরোহিণী, গুজরাটে রোণ্য, ইংরাজীতে Redwood tree। ল্যাটিনে Soymida febrifuga বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মাংসরোহিণী সারক, বৃষ্য, ত্রিদোষঘ্ন, শীতবীর্য, কষায়রস, রুচিজনক, ক্রিমিনাশক ও কণ্ঠবিশোধক।

টঙ্কারী

টঙ্কারী বাতজিৎ তিক্তা শ্লেষ্মঘ্নী দীপনী লঘুঃ।
শোথোদরব্যথাহন্ত্রী হিতা কোঠবিসর্পিণাম্ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

* রোহিণীযুগলং শীতং কষায়ং ক্রিমিনাশনম্। / কণ্ঠশুদ্ধিকরং রুচ্যং বাতদোষনিসূদনম্ ॥
রা. নি.।

টেপারী

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—টেপারী বাতঘ্ন, তিক্তরস, কফনাশক, অগ্নির দীপক, লঘু, শোথ ও উদর রোগনাশক এবং কোঠ ও বিসর্পরোগে হিতকারক। মাত্রা—চারি আনা।

বেতসঃ

বেতসো নম্রক. প্রোক্তো বাণীরো বঞ্জুলস্তথা।
অভ্রপুষ্পশ্চ বিদুলো রথঃ শীতশ্চ কীর্ত্তিতঃ ॥
বেতসঃ শীতলো দাহ-শোথার্শোযোনিরুক্প্রণুৎ।
হন্তি বিসর্পকৃচ্ছ্রাস্র-পিত্তাশ্মরিকফানিলান্ ॥
বেত্রবীজন্তু তুবরং স্বাদ্বম্লং রুক্ষপিত্তলম্।
রক্তদোষং কফং হন্তি পর্ণমস্য তু ভেদকম্ ॥
তুবরং লঘু শীতঞ্চ তিক্তং কটু চ বাতলম্।
রক্তদোষং কফং পিত্তং নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতম্ ॥ *

বেত

পর্য্যায়।—বেতস, নম্রক, বাণীর, বঞ্জুল, অভ্রপুষ্প, বিদুল, রথ ও শীত—এই কয়েকটি বেতসের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম মহারাষ্ট্রে বিড়েস্থ, থোরবেত, কর্ণাটে বেতস্থ, বেড়িমু, হিন্দীতে বেংত, জলবেংত, গুজরাটে নেতর, ফারসীতে বেত, আরবীতে খলাফ, তৈলঙ্গে ভীতবুরলকী, আসামে বেতগোকা, ইংরাজীতে cane বলে। ইহার ল্যাটিন নাম Calamus Rotang কালামস্ রোটং।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বেতস শীতবর্য এবং ইহা দাহ, শোথ, অর্শঃ, যোনিব্যাপৎ, বিসর্প, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, অশ্মরী, কফ ও বায়ুনাশক।

বেত্রবীজের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা অম্ল-কষায়-মধুররস, রুক্ষ, পিত্তবর্ধক এবং রক্তদোষ ও কফের নাশক।

বেতের শাকের গুণ।—বেত্রশাক ভেদক, কষায়-তিক্ত-কটুরস, লঘু, শীতবীর্য, বাতজনক এবং রক্তদোষ, কফ ও পিত্তের নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

জলবেতসঃ

নিকুঞ্চকঃ পরিব্যাধো নাদেয়ো জলবেতসঃ।
নাদেয়ঃ শীতলস্তিক্তো ব্রণশুদ্ধিকরো মতঃ ॥

---

* বেতসঃ কটুকঃ স্বাদুঃ শীতো ভূতবিনাশনঃ। / বাতপ্রকোপণো রুচ্যো বিজ্ঞেয়ো দীপনঃ পরঃ / রক্তপিত্তোদ্ভবং রোগং কুষ্ঠং দোষঞ্চ নাশয়েৎ ॥ রা. নি.।

তুবরো বাতকৃদ্ গ্রাহী রুক্ষঃ পিত্তহরো মতঃ।
রক্তদোষব্রণকফ-ক্রব্যাদগ্রহনাশনঃ॥
(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

পর্য্যায়।—নিকুঞ্চক, পরিব্যাধ ও নাদেয়—এই তিনটি জল বেতসের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে জলবেত, মহারাষ্ট্রে বল্লালু, কর্ণাটে বৈসেয়মরণু ও তৈলঙ্গে জীতমুরলকী বলে।

গুণ।—জলবেতস শীতবীর্য, তিক্ত-কষায়রস, ব্রণশোধক, বাতপ্রকোপক, সংগ্রাহী, রুক্ষ ও পিত্তনাশক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা রক্তদোষ, ব্রণ, কফ ও রাক্ষসগ্রহপীড়া নাশ করে। মাত্রা—চারি আনা।

ইজ্জলঃ

ইজ্জলো হিজ্জলশ্চাপি নিচুলশ্চাম্বুজস্তথা।
জলবেতসবদ্ বেত্তো হিজ্জলোঽয়ং বিষাপহঃ॥
(মাত্রা—ষড় রক্তিকা)।

হিজ্জল

পর্য্যায়।—ইজ্জল, হিজ্জল, নিচুল ও অম্বুজ—হিজলবৃক্ষের এই কয়েকটি পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সমুন্দর ফল, ইজর, মহারাষ্ট্রে পর্ধলু, কর্ণাটে তোরেগণগিলে, উৎকলে কিঞ্জোলো, আসামে হিজল, বোম্বায়ে সমুদ্রফল ও পরেল বলে, ইহার ল্যাটিন নাম Barringtonia acutangula বেরিঙ্গটোনিয়া অ্যাকুটাঙ্গুলা ও Odina wodier।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—হিজ্জল জলবেতসের তুল্য গুণযুক্ত, বিশেষত ইহা বিষঘ্ন। মাত্রা—এক আনা।

অঙ্কোটঃ

অঙ্কোটো দীর্ঘকীলঃ স্যাদঙ্কোলশ্চ নিকোচকঃ।
অঙ্কোটকঃ কটুস্তীক্ষ্ণঃ স্নিগ্ধোষ্ণস্তুবরো লঘুঃ॥
রেচনঃ ক্রিমিশূলাম-শোথগ্রহবিষাপহঃ।
বিসর্পকফপিত্তাস্র-মূষিকাহিবিষাপহঃ॥
তৎফলং শীতলং স্বাদু শ্লেষ্মঘ্নং বৃংহণ গুরু।
বল্যং বিরেচনং বাত-পিত্তদাহক্ষয়াস্রজিৎ॥
(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

আঁকোড় / ধলা আঁকড়া

পর্য্যায়।—অঙ্কোট, দীর্ঘকীল, অঙ্কোল ও নিকোচক—এইগুলি আঁকোড়ের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে ঢেরা, ঢৈরা, মহারাষ্ট্রে অঙ্কোলীবৃক্ষ, গুজরাটে অঙ্কোল্য, কর্ণাটে অঙ্কুলে, তৈলঙ্গে উড়ীকে বলে। ইহার ল্যাটিন নাম Alangium hexapetalum অ্যালাঞ্জিয়াম হেক্সাপেটালম্।

গুণ।—অঙ্কোট কটু-কষায়রস, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, লঘু ও বিরেচক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ক্রিমি, শূল, আমদোষ, শোথ, গ্রহদোষ, বিষদুষ্টি, বিসর্প, কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, ইন্দুরবিষ ও সর্পবিষ নাশক।

গুণ।—অঙ্কোটফল শীতবীর্য, মধুররস, কফঘ্ন, শরীরের পুষ্টিকারক, গুরু, বলকারক ও রেচক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বায়ু, পিত্ত, দাহ, ক্ষয় ও রক্তদোষনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

বলাচতুষ্টয়ম্

বলা বাট্যালিকা বাট্যা সৈব বাট্যালকাপি চ।
মহাবলা পীতপুষ্পা সহদেবী চ সা স্মৃতা॥
ততোঽন্যাতিবলা ঋষ্যপ্রোক্তা কঙ্কতিকা চ সা।
গাঙ্গেরুকী নাগবলা হ্যেষা হ্রস্বগবেধুকা॥
বলাচতুষ্টয়ং শীতং মধুরং বলকান্তিকৃৎ।
স্নিগ্ধং গ্রাহি সমীরাস্র-পিত্তাস্রক্ষতনাশনম্॥
বলামূলত্বচশ্চূর্ণং পীতং সক্ষীরশর্করম্।
মূত্রাতিসারং হরতি দৃষ্টমেতন্ন সংশয়ঃ॥
হরেন্মহাবলা কৃচ্ছ্রং ভবেদ্বাতানুলোমনী।
হন্যাদতিবলা মেহং পয়সা সিতয়া সমম্॥ *

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্)।

বেড়েলা

প্রকারভেদ।—বলা চারি প্রকার। যথা—বলা, মহাবলা, অতিবলা ও নাগবলা।

পর্য্যায়।—বলাকে বাট্যালিকা, বাট্যা, বাট্যালকা, মহাবলাকে পীতপুষ্পা ও সহদেবী; অতিবলাকে ঋষ্যপ্রোক্তা ও কঙ্কতিকা এবং নাগবলাকে গাঙ্গেরুকী ও হ্রস্বগবেধুকা বলে।

দেশভেদে নামভেদ।—বলাকে হিন্দীতে খিরৈটী, বরিয়ারা, বীজবন্দ, মহারাষ্ট্রে লঘুচিকণা, খিরহুণ্টি, থোর চিকণা, গুজরাটে বলদানা খরেটী, কর্ণাটে

---

* বলা তিক্তাতিমধুরা পিত্তাতীসারনাশিনী।/ বলবীর্য্যপুষ্টিপ্রদা কফরোগবিশোধনী॥ রা. নি.।

বেণেগরগ, তৈলঙ্গে মুর্পিড়ী, আসামে সোন বড়িয়াল, ল্যাটিনে Sida cordifolia, ইংরাজীতে Hornbeam-leaved sida বলে।

মহাবলাকে হিন্দীতে সহদেঈ, বাঙ্গলায় পীতপুষ্প বড়েলা, মহারাষ্ট্রে ভাংভুতি, গুজরাটে সহদেবী, কর্ণাটে বেল্লুতুরুবে, ল্যাটিনে Sida Rhombifolia বলে।

অতিবলাকে হিন্দীতে কঙ্গহী, কঙ্কী, ককহিয়া, মহারাষ্ট্রে বিকঙ্কিতী, আককই ক্যাম্বলী, গুজরাটে খপাট্য, কর্ণাটে মুদ্রুতুরুবে, ইংরাজীতে Indian Malow, ল্যাটিনে Abutilon Indicum বলে।

নাগবলাকে হিন্দীতে গঙ্গেরন, গুলসকরী, বাঙ্গলায় গোরক্ষচাকুলে, পানসাঁড়া, মহারাষ্ট্রে গাঙ্গেটী, গাণ্ডে ধামন, কোঙ্কণে তুপকড়ী, কর্ণাটে বট্টগর্ককে ও ল্যাটিনে Sida spinosa বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—এই চতুর্বিধ বলাই শীতবীর্য, মধুররস, বলবর্ধক, কান্তিকারক, স্নিগ্ধ, ধারক এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, রক্তদোষ ও ক্ষতনাশক। বলামূলের ছালচূর্ণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবন করিলে নিশ্চয়ই মূত্রাতিসার বিনষ্ট হয়। মহাবলা চূর্ণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত এবং বিপথগামী বায়ু স্বপথগামী হয়। অতিবলাচূর্ণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত পান করিলে প্রমেহ নিবারিত হইয়া থাকে। মাত্রা—অর্ধতোলা।

লক্ষ্মণা

পুত্রকাকাররক্তাল্প-বিন্দুভির্লাঞ্ছিতা সদা।
লক্ষ্মণা পুত্রজননী বস্তগন্ধাকৃতির্ভবেৎ।
কথিতা পুত্রদাবশ্যং লক্ষ্মণা মুনিপুঙ্গবৈঃ॥
লক্ষ্মণাকন্দকঃ শীতো মধুরশ্চ রসায়নঃ।
গর্ভপ্রদশ্চ বৃষ্যশ্চ ত্রিদোষব্রণবাতহা॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

পরিচয়।—লক্ষ্মণা পুত্রকাকার, অল্প রক্তবিন্দুতে চিহ্নিত এবং অজগন্ধাকৃতি। ইহা নিশ্চয়ই পুত্রোৎপাদক বলিয়া মুনিগণ কর্তৃক কথিত হইয়াছে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—লক্ষ্মণামূল শীতবীর্য, মধুররস, রসায়ন, গর্ভপ্রদ ও বৃষ্য। ইহা ত্রিদোষ, ব্রণ বাতরোগ নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

স্বর্ণবল্লী

স্বর্ণবল্লী রক্তফলা কাকায়ুঃ কাকবল্লী।
স্বর্ণবল্লী শিরঃপীড়াং ত্রিদোষাম্ হন্তি দুগ্ধদা॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

পর্য্যায়।—স্বর্ণবল্লী, রক্তফলা, কাকায়ু ও কাকবল্লরী—এই কয়েকটি স্বর্ণবল্লীর পর্যায়। তৈলঙ্গে ইহার নাম বেক্কুড়ুতোগে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—স্বর্ণবল্লী শিরোরোগ ও ত্রিদোষনাশক এবং ইহা স্তন্যবর্ধক। মাত্রা—দুই আনা।

কার্পাসী

কার্পাসী তুণ্ডিকেরী চ সমুদ্রান্তা চ কথ্যতে।
কার্পাসকী লঘুঃ কোষ্ণা মধুরা বাতনাশিনী॥
রক্তকার্পাসিকা স্বাদ্বী স্তন্যবৃদ্ধিকরী তথা।
কিঞ্চিদুষ্ণা বলকরী কষায়া চ লঘুঃ স্মৃতা॥
কফপিত্ততৃষাদাহ-ভ্রমশ্রমবমীহরা।
মূর্চ্ছাবিনাশিনী শীতা প্রোক্তা গুণবিশারদৈঃ॥
তৎপলাশং সমীরঘ্নং রক্তকৃন্মূত্রবর্দ্ধনম্।
তৎ কর্ণপিড়কানাদ-পূযস্রাববিনাশনম্॥
তদ্বীজং স্তন্যদং বৃষ্যং স্নিগ্ধং কফকরং গুরু॥

কার্পাস

পর্য্যায়।—কার্পাসী, তুণ্ডিকেরী, সমুদ্রান্তা—এই কয়েকটি কার্পাসের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কাপচ্ছী কপাস, বনকপাস, নরম্মাবাড়ী (রুঈ), মহারাষ্ট্রে কাপসী, কাপুঁস, সরকী, কর্ণাটে হত্তি ও কাড়হত্তি, তৈলঙ্গে পত্তিচেট্টু, গুজরাটে বণরুকপাস, হিরবণী কপাশিয়া, আসামে কপাহ, ফারসীতে কুতন, পুংবেদানা, আরবীতে কুতন, হবুলকুতন বলে। ল্যাটিন নাম Gossypium herbaceum। ইহার ডাক্তারী নাম Cotton Plant কটন্ প্ল্যাণ্ট।

কার্পাস।—লঘু, ঈষৎ উষ্ণবীর্য, মধুররস ও বায়ুনাশক।

গুণ।—লালকার্পাস মধুর-কষায়রস, ঈষৎ উষ্ণবীর্য, স্তন্যবর্ধক, বলকর, লঘু ও শীতবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, ভ্রম, শ্রম, বমি ও মূর্চ্ছা বিনাশ করে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কার্পাসপত্র বায়ুনাশক, রক্ত ও মূত্রবর্ধক এবং ইহা কর্ণপিড়কা, কর্ণনাদ ও কর্ণ-পূযস্রাবের শান্তিকারক। কার্পাসবীজ—স্তন্যজনক, শুক্রবর্ধক, স্নিগ্ধ, কফকারক এবং গুরু। মাত্রা—চারি আনা।

অরণ্যকার্পাসী

ত্রিপর্ণা বনকার্পাসী ভারদ্বাজী যশস্বিনী।
বনকার্পাসিকা শীতা কিঞ্চিদুষ্ণা রুচিপ্রদা॥
তুবরা মধুরা লঘ্বী ব্রণশস্ত্রক্ষতাপহা।
রক্তরোগঞ্চ বাতঞ্চ নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতা॥

বনকার্পাস

পর্য্যায়।—ত্রিপর্ণা, বনকার্পাসী, ভরদ্বাজী ও যশস্বিনী—এইগুলি বনকার্পাসের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার ভাষান্তরীয় নাম কার্পাস শব্দে দ্রষ্টব্য। আসামী নাম—বনকপাহ।

গুণ।—বনকার্পাস শীতবীর্য, কিঞ্চিৎ উষ্ণ, রুচিজনক, কষায়-মধুররস ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ব্রণ, শস্ত্রজক্ষত, রক্তরোগ ও বাতনাশার্থ প্রয়োগ করিতে হয়।

বংশঃ

বংশস্ত্বক্সারঃ কর্ম্মারস্ত্বচিসারস্তৃণধ্বজঃ।
শতপর্ব্বা শতফলো বেণুমস্করতেজনাঃ॥
বংশঃ সরো হিমঃ স্বাদুঃ কষায়ো বস্তিশোধনঃ।
ছেদনঃ কফপিত্তঘ্নঃ কুষ্ঠাস্রব্রণশোথজিৎ॥
তৎকরীরঃ কটুঃ পাকে রসে রুক্ষো গুরুঃ সরঃ।
কষায়ঃ কফকৃৎ স্বাদুর্বিদাহী বাতপিত্তলঃ॥
তদ্যবাস্তু সরা রুক্ষাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ।
বাতপিত্তকরা উষ্ণা বদ্ধমূত্রাঃ কফাপহাঃ॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

বাঁশ

পর্য্যায়।—বংশ, ত্বক্সার, কর্ম্মার, ত্বচিসার, তৃণধ্বজ, শতপর্ব্বা, শতফল, বেণু, মস্কর ও তেজন—এই কয়েকটি বংশের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে বাঁস, মহারাষ্ট্রে বেলু, পোকল্লবেলু, তৈলঙ্গে কচিকঈ যহুরু, বেন্নেমুক ও বেন্তু, বোম্বায়ে মাণ্ডগয়, তামিলে মনৃগিল,

* বংশৌ দ্বয়ৌ কষায়ৌ চ কিঞ্চিত্তিক্তৌ সুশীতলৌ। / মূত্রকৃচ্ছ্রপ্রমেহার্শঃ-পিত্তদাহাস্রনাশনৌ॥ / বিশেষাদ্রক্ত বংশস্তু দীপনোঽজীর্ণনাশনঃ। / রুচিকৃৎ পাচনো হৃদ্যঃ শূলঘ্নো গুল্মনাশনঃ। / শরীরং কটুতিক্তাম্লং কষায়ং লঘুশীতলম্। / পিত্তাস্রদাহকৃচ্ছ্রঘ্নং রুচিকৃৎ পর্ব্ব নির্গমম॥ রা. নি.।

গুজরাটে বাংশ, কর্ণাটে ষবড়ুবিদীরু, আসামে বাহঁ, ফারসীতে কসব। ইংরাজী নাম Bamboo cane। ল্যাটিন নাম Bambusa arundinacea বাম্বুসা অরুণ-ডিনাসিয়া।

গুণ।—বংশ (বাঁশ) সারক, শীতবীর্য, মধুর-কষায়রস, মূত্রাশয়শোধক ও ছেদক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, ব্রণ ও শোথনাশক।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বংশাঙ্কুর কটু-কষায়-মধুররস, কটুবিপাক, রুক্ষ, গুরু, সারক, বিদাহী এবং কফ, বায়ু ও পিত্তবর্ধক।

বংশফলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বাঁশের ফল সারক, রুক্ষ, কষায়রস, কটুবিপাক, বায়ু ও পিত্তবর্ধক, উষ্ণবীর্য, মূত্ররোধ ও কফনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

নলঃ

নলঃ পোটগলঃ শূন্য-মধ্যশ্চ ধমনস্তথা।
নলস্তু মধুরস্তিক্তঃ কষায়ঃ কফরক্তজিৎ॥
উষ্ণো হৃদ্বস্তিযোন্যর্ত্তি-দাহপিত্তবিসর্পনুৎ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

পর্য্যায়—নল, পোটগল, শূন্য ও ধমন—এই কয়েকটি নলের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে নল, দেবনল, কর্ণাটে দেবনাল, তৈলঙ্গে কিক্কেশগড্ডি, ভুরুগুরু, হিন্দীতে নরসল, নল, বড়ানরসল, গুজরাটে নালী, কলিঙ্গে আংটী ও আসামে নল বলে। ল্যাটিনে Lobelia Nicotinaefolia বলে। ইহার ইংরাজী নাম Arundo karka অরুণ্ড কারকা।

গুণ।—মধুর-তিক্তকষায় রস ও উষ্ণবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, রক্তদোষ, হৃদ্‌রোগ, বস্তিগতদোষ, যোনিব্যাপৎ, দাহ, পিত্ত ও বিসর্পনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

ভদ্রমুঞ্জোমুঞ্জশ্চ

ভদ্রমুঞ্জঃ শরো বাণস্তেজনশ্চেক্ষুবেষ্টনঃ।
মুঞ্জো মুঞ্জাতকো বাণঃ স্থূলদর্ভঃ সুমেখলঃ॥
মুঞ্জদ্বয়ন্তু মধুরং তুবরং শিশিরং তথা।
দাহতৃষ্ণাবিসর্পাস্র-মূত্রকৃচ্ছ্রাক্ষিরোগজিৎ।
দোষত্রয়হরং বৃষ্যং মেখলাসূপযুজ্যতে॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ।)

রামশর ও শর

পর্য্যায়।—ভদ্রমুঞ্জকে (রামশরকে) শর, বাণ, তেজন ও ইক্ষুবেষ্টন বলে এবং মুঞ্জকে (শরকে) মুঞ্জাতক, বাণ স্থূলদর্ভ ও সুমেখল কহে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে রামশর, মুজ, মহারাষ্ট্রে মোল, তৈলঙ্গে মুঞ্জগড্ডি ও অনিস্ফুলিঙ্গ এবং আসামে খাগরী বলে। ইহার ল্যাটিন নাম Saccharum Munja সাকারাম্ মুঞ্জা।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—এই উভয় প্রকার শরই মধুর-কষায়রস, শীতবীর্য এবং দাহ, তৃষ্ণা, বিসর্প, আম, মূত্রকৃচ্ছ্র, নেত্ররোগ ও ত্রিদোষনাশক এবং শুক্রবর্ধক। ইহার দ্বারা মেখলা প্রস্তুত হয়। মাত্রা—চারি আনা।

কাশঃ

কাশঃ কাশেক্ষুরুদ্দিষ্টঃ ন স্যাদিক্ষুরসস্তথা।
ইক্ষ্বালিকেক্ষুগন্ধা চ তথা পোটগলঃ স্মৃতঃ॥
কাশঃ স্যান্মধুরস্তিক্তঃ স্বাদুপাকো হিমঃ সরঃ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মদাহাস্র-ক্ষয়পিত্তজরোগজিৎ॥

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকঃ)।

কেশে

পর্য্যায়।—কাশ, কাশেক্ষু, ইক্ষুরস, ইক্ষ্বালিকা, ইক্ষুগন্ধা ও পোটগল—এই কয়েকটি কেশের পর্যায় শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কাংস, মহারাষ্ট্রে কসঙ্গ, কর্ণাটে কিরীয়-কাগচ্ছু, কাউস্থ, কাজলু, তৈলঙ্গে রেলু ও কোঙ্কন দেশে কসাড়, গুজরাটে কাংসড়ো, আসামে কহুঁযা বলে। ইহার ইংরাজী নাম Coxbabarrta। ল্যাটিন্ নাম Saccharum Spontaneum সাকারম স্পণ্টেনিয়ম।

গুণ।—কেশে মধুর-তিক্তরস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য ও সারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয় ও পিত্তজনিত রোগ বিনাশক। মাত্রা—আধ তোলা।

এরকা

এরকা গুন্দ্রমূলা চ শিবির্গুন্দ্রা শরীতি চ।
এরকা শিশিরা বৃষ্যা চক্ষুষ্যা বাতকোপনী।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীদাহ-পিত্তশোণিতনাশিনী॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

হোগ্‌লা

পর্য্যায়।—এরকা, গুন্দ্রমূলা, শিবি, গুন্দ্রা ও শরী—এই কয়েকটি হোগ্‌লার পর্যায়।
দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে মোথীতৃণ ও আসামে ইকরা বলে।

গুণ।—এরকা (হোগ্‌লা) শীতবীর্য, শুক্রজনক, চক্ষুর হিতকারক ও বায়ুর প্রকোপক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, দাহ, পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

কুশো দর্ভশ্চ

কুশো দর্ভস্তথা বর্হিঃ সূচ্যগ্রো যজ্ঞভূষণঃ।
ততোঽন্যো দীর্ঘপত্রঃ স্যাৎ ক্ষুরপত্রস্তথৈব চ॥
দর্ভদ্বয়ং ত্রিদোষঘ্নং মধুরং তুবরং হিমম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীতৃষ্ণা-বস্তিরুক্‌প্রদারাস্রজিৎ॥

(মাত্রা—মাষকদ্বয়ম্)।

কুশ ও উলু

প্রকারভেদ। কুশ দুইপ্রকার।

পর্য্যায়।—তন্মধ্যে একপ্রকারের পর্যায়—কুশ, দর্ভ, বর্হি, সূচ্যগ্র ও যজ্ঞ ভূষণ। অপর প্রকারের পর্যায়—দীর্ঘপত্র ও ক্ষুরপত্র।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাদিকে হিন্দুস্থানে কুশা, দাভ ডাভ, মহারাষ্ট্রে লঘুদর্ভ, থোরদর্ভ, গুজরাটে দরভ, ডাভ, কর্ণাটে বিলীপ বুদকুশিউল্লাকুঁশি, তৈলঙ্গে কুশদুর্ব্বালু, দুভ, ল্যাটিনে Andropogon Nardus এবং Eragrostis cynosuroides এরাগ্রসটিস্ সাইনোস্যুরাইডেস্ বলে।

গুণ।—এই উভয় প্রকার কুশই ত্রিদোষনাশক, মধুর-কষায়রস ও শীতবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, তৃষ্ণা, বস্তিরোগ, প্রদর ও রক্তদোষ বিনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

কতৃণম্

কতৃণং রৌহিষং দেব-জগ্ধং সৌগন্ধিকং তথা।
ভূতিকং ধ্যাম পৌরঞ্চ শ্যামকং ধূমগন্ধিকম্॥
রৌহিষং তুবরং তিক্তং কটুপাকং ব্যপোহতি।
হৃৎকণ্ঠব্যাধিপিত্তাস্র-শূলকাসকফজ্বরান্॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

রামকর্পূর

পর্য্যায়।—কত্তৃণ, রৌহিষ, দেবজগ্ধ, সৌগন্ধিক, ভূতিক, ধ্যাম, পৌর, শ্যামক ও ধূমগন্ধিক—এই কয়েকটি কত্তৃণের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে রোহিস্ সোধিয়া, গংধেজঘাস, তৈলঙ্গে কামংচিগড্ডি ও তুরীকুর, মহারাষ্ট্রে রোহিস্, সুগন্ধরোহিষতৃণ, কর্ণাটে কিরুগঞ্জনি, উৎকলে পালখ'রি, ফারসীতে খবালমামুম ও আরবীতে অজখর বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Andropogon Schoenanthus এণ্ড্রোপোগন সিউন্যান্থাস্।

গুণ।—কত্তৃণ (রামকর্পূর) কষায়-তিক্তরস ও কটুবিপাক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা হৃদরোগ, কণ্ঠরোগ, পিত্ত, রক্তদোষ, শূল, কাস্, কফ ও জ্বরনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

ভূস্তৃণম্

গুহ্যবীজন্তু ভূতীকং সুগন্ধং জম্বুকপ্রিয়ম্।
ভূস্তৃণস্তু ভবেচ্ছত্রো মালাতৃণকমিত্যপি॥
ভূস্তৃণং কটুকং তিক্তং তীক্ষ্ণোষ্ণং রেচনং লঘু।
বিদাহি দীপনং রুক্ষমনেত্র্যং মুখশোধনম্॥
অবৃষ্যং বহুবিট্কঞ্চ পিত্তরক্তপ্রদূষণম্॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

গন্ধতৃণ (শরবাণ)

পর্য্যায়।—গুহ্যবীজ, ভূতীক, সুগন্ধ, জম্বুকপ্রিয়, ভূস্তৃণ, ছত্র ও মালাতৃণ—এই কয়েকটি গন্ধতৃণের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ভূতৃণ, গুজরাটে ভূত্রণ, কর্ণাটে পরিমল জগংজীনং ও ল্যাটিনে Andropogon citratus বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ভূস্তৃণ কটু-তিক্তরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, বিরেচক, লঘু, বিদাহি, অগ্নির দীপক, রুক্ষ, নেত্রের অহিতকর, মুখশোধক, অবৃষ্য, মলবর্ধক এবং ইহা পিত্ত ও রক্তের দুষ্টিকারক। মাত্রা—চারি আনা।

দূর্ব্বা

দূর্ব্বা সহস্রবীর্য্যা তু ভার্গবী শতপর্ব্বিকা।
রুহানন্তা কচ্ছরুহা তিক্তপর্ব্বা মহাবরা॥

---

* ভূতৃণং কটু-তিক্তঞ্চ বাতসন্তাপনাশনম্। / হন্তি ভূতগ্রহাবেশান্ বিষদোষাংশ্চ দারুণান্। রা· নি·।

দূর্ব্বা তু তুবরা শীতা মধুরা তৃপ্তিদায়িনী।
পিত্ততৃড়্‌বান্তিদাহাস্র-দোষভ্রমকফাপহা।
মূর্চ্ছারুচিবিসর্পাংশ্চ ভূতবাধাঞ্চ নাশয়েৎ ॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

দূর্ব্বা

পর্য্যায়।—দূর্ব্বা, সহস্রবীর্য্যা, ভার্গবী, শতপর্ব্বিকা, রুহা, অনন্তা, কচ্ছরুহা, তিক্তপর্বা, ও মহাবরা—এইগুলি সাধারণ দূর্বার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও উৎকলে দুব্, তৈলঙ্গে দূর্ব্বালু, কর্ণাটে হস্‌গরুকে, গুজরাটে ধ্রো, মহারাষ্ট্রে দূর্বা, তামিলে অরুগম্‌পুল্লু, আসামে দুবরি বলে। ডাক্তারী নাম Eragrostis cynosuroides এরাগ্রস্‌টিশ সাইনো-সুরইডিস।

গুণ।—দূর্বা মধুর-কষায়রস, শীতবীর্য ও তৃপ্তিদায়ক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিত্ত, তৃষ্ণা, বমন, দাহ, রক্তদোষ, ভ্রান্তি, কফ, মূর্চ্ছা, অরুচি, বিসর্প ও ভূতবাধা নাশ করিয়া থাকে। মাত্রা—চারি আনা।

নীলদূর্ব্বা

নীলদূর্ব্বা রুহানন্তা ভার্গবী শতপর্ব্বিকা।
শষ্পং সহস্রবীর্য্যা চ শতবল্লী চ কীর্ত্তিতা ॥
নীলদূর্ব্বা হিমা তিক্তা মধুরা তুবরা হরেৎ।
কফপিত্তাস্রবীসর্প-তৃষ্ণাদাহত্বগাময়ান্ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

পর্য্যায়।—নীলদূর্ব্বা, রুহা, অনন্তা, ভার্গবী, শতপর্ব্বিকা, শষ্প, সহস্রবীর্যা ও শতবল্লী—এই কয়েকটি নীলদূর্বার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে হরীদুব, তৈলঙ্গে গরিকে গড্ডি, হরিত দূর্বালু, মহারাষ্ট্রে নীলহরলী, কর্ণাটে বিলিপকরুকে ও গুজরাটে লীলীধ্রো।

গুণ।—নীলদূর্বা শীতবীর্য ও তিক্ত-মধুর-কষায়রস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, বিসর্প, তৃষ্ণা, দাহ ও চর্মরোগ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

---

* দূর্ব্বাঃ কষায়া মধুরাশ্চ শীতাঃ পিত্ততৃষারোচকবান্তিহন্ত্র্যঃ। / সদাহমূর্চ্ছাগ্রহভূতশান্তি-শ্লেষ্মশ্রমধ্বংসন তৃপ্তিদাশ্চ ॥ রা. নি.।

শ্বেতদূর্ব্বা

দূর্ব্বা শুক্লা তু গোলোমী শতবীর্য্যা চ কথ্যতে।
শ্বেতদূর্ব্বা কষায়া স্যাৎ স্বাদ্বী ব্রণ্যা চ জীবনী।
তিক্তা হিমা বিসর্পাস্র-তৃট্‌পিত্তকফদাহহৃৎ ॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

পর্য্যায়।—গোলোমী ও শতবীর্যা—এই দুইটি শ্বেতদূর্বার নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে সভেদ দূব, মহারাষ্ট্রে শ্বেতহরলী, গুজরাটে ধোলীধ্রো, বোম্বায়ে পাংবী হ্‌রিয়ালী, কর্ণাটে বিলিপকুরুকে ও তৈলঙ্গে শুক্লদূর্বালু বলে। ইংরাজী Panicum dactylon।

গুণ।—শ্বেতদূর্বা কষায়-তিক্ত-মধুররস, ব্রণনাশক, ওজোবর্ধক ও শীতবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বিসর্প, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, পিত্ত, কফ ও দাহ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

গণ্ডদূর্ব্বা

গণ্ডদূর্ব্বা তু গণ্ডালী মৎস্যাক্ষী শকুলাক্ষকঃ।
গণ্ডদূর্ব্বা হিমা লৌহ-দ্রবিণী গ্রাহিণী লঘুঃ ॥
তিক্তা কষায়া মধুরা বাতকৃৎ কটুপাকিনী।
দাহতৃষ্ণাবলাসাস্র-কুষ্ঠপিত্তজ্বরাপহা ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

পর্যায়।—গণ্ডালী, মৎস্যাক্ষী ও শকুলাক্ষক—এই কয়েকটি গণ্ডদূর্বার নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে গাণ্ডারিদূব, গুজরাটে গণ্ডধ্রো, তৈলঙ্গে গরিককগ্ববু, পান্নগণ্ডী, তামিলে অরুগমপুল্লু, উৎকলে দুব, মহারাষ্ট্রে গণ্ডুরদূর্ব্বা, গাঁঢ়ীহরলী, কর্ণাটে মীনগণ্ডে, হোন্নগুন্দে। ল্যাটিনে Cynodon dactylon।

গুণ।—গণ্ডদূর্ব্বা শীতবীর্য, লৌহদ্রাবক, ধারক, লঘু, তিক্ত-কষায়-মধুররস বায়ুবর্ধক ও কটুবিপাক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা দাহ, তৃষ্ণা, কফ, রক্তদুষ্টি, কুষ্ঠ, পিত্ত ও জ্বরনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

বারাহীকন্দঃ

বারাহীকন্দ এবান্যৈশ্চর্ম্মকারালুকো মতঃ।
অনূপসম্ভবে দেশে বরাহ ইব লোমবান্ ॥

---

* শুক্লদূর্ব্বা তু মধুরা বাতপিত্তজ্বরাপহা। / শিশিরা দ্বন্দ্বদোষঘ্নী শ্রমতৃষ্ণাভ্রমাপহা ॥ রা. নি.।

বিদারী স্বাদুকন্দা চ সা তু ক্রোষ্ট্রী সিতা স্মৃতা।
ইক্ষুগন্ধা ক্ষীরবল্লী ক্ষীরশুক্লা পয়স্বিনী।
বারাহবদনা গৃষ্টির্বদরেত্যপি কথ্যতে॥
বিদারী মধুরা স্নিগ্ধা বৃংহণী স্তন্যশুক্রদা।
শীতা স্বর্য্যা মূত্রলা চ জীবনী বলবর্ণদা।
গুরুঃ পিত্তাস্রপবন-দাহান্ হন্তি রসায়নী॥ *

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্)।

চামার আলু / চুব্ড়ি আলু

পরিচয়।—বারাহীকন্দ অনূপদেশে উৎপন্ন হয়। ইহাতে শূকরের ন্যায় লোম থাকে। ইহাকে চর্মকারালুকও বলে।

পর্য্যায়।—বিদারী, স্বাদুকন্দা, ক্রোষ্ট্রী, সিতা, ইক্ষুগন্ধ, ক্ষীরবল্লী, ক্ষীরশুক্লা, পয়স্বিনী, বারাহবদনা, গৃষ্টি ও বদরা—এই কয়েকটি বারাহীকন্দের (চামার আলুর) পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে গেংঠী, ভিবোনীকন্দ, মহারাষ্ট্রে বারাহীকন্দ, ডুকরকন্দ, তৈলঙ্গে ব্রাহ্মদণ্ডিচেট্টু, পাচিতোকে ও নেলতাড়িচেট্টু, বোম্বায়ে ডুকরকন্দ, গুজরাটে সুঅরিয়া, সালিবণাবেল্য ও কর্ণাটে হংদিগেচেট্টু বলে। ল্যাটিন নাম Dioscorea sativa ডাইয়স্কোরিয়া সেটিভা।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বারাহীকন্দ মধুররস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, স্তন্যজনক, শুক্রবর্ধক, শীতবীর্য, স্বরবর্ধক, মূত্রকারক, ওজোবর্ধক, বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, গুরু, রসায়ন এবং পিত্ত, রক্তদোষ, বায়ু ও দাহনাশক। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা।

মুসলীকন্দঃ

তালমূলী তু বিদ্বদ্ভির্মূষলী পরিকীর্ত্তিতা।
মূষলী মধুরা বৃষ্যা বীর্য্যোষ্ণা বৃংহণী গুরুঃ।
তিক্তা রসায়নী হন্তি গুদজান্যনিলং তথা॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

তালমূলী

পর্য্যায়।—তালমূলী ও মূষলী একপর্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইঁহাকে হিন্দীতে কালীমূষলী, সফেদমূষলী, (শ্যামূষলী), তৈলঙ্গে নিলয়, তলিগড্ডলু ও নেলতারু, মহারাষ্ট্রে কালীমূষলী, পাণ্টরীমূষলী, গুজরাটে

---

* বারাহী তিক্তকটুকা বিষপিত্তকফাপহা। / কুষ্ঠমেহক্রিমিহরা বৃষ্যা বল্যা রসায়নী॥ রা. নি.।

কালীমূষলী, ধোলীমূষলী, কর্ণাটে নেলতাড়ি বলিয়া থাকে। ল্যাটিনে Asparagus Adscendens বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—তালমূলী মধুর-তিক্তরস, শুক্রবর্ধক, উষ্ণবীর্য, পুষ্টিকারক, গুরু, রসায়ন এবং ইহা অর্শঃ ও বায়ুনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

শতাবরী মহাশতাবরী চ

শতাবরী বহুসুতা ভীরুরিন্দীবরী বরী।
নারায়ণী শতপদী শতবীর্য্যা চ পীবরী॥
মহাশতাবরী চান্যা শতমূল্যূর্দ্ধকণ্টিকা।
সহস্রবীর্য্যা হেতুশ্চ ঋষ্যপ্রোক্তা মহোদরী॥
শতাবরী গুরুঃ শীতা তিক্তা স্বাদ্বী রসায়নী।
মেধাগ্নিপুষ্টিদা স্নিগ্ধা নেত্র্যা গুল্মাতিসারজিৎ॥
শুক্রস্তন্যকরী বল্যা বাতপিত্তাস্রশোথজিৎ।
মহাশতাবরী মেধ্যা হৃদ্যা বৃষ্যা রসায়নী।
শীতবীর্যা নিহন্ত্যর্শো-গ্রহণীনয়নাময়ান্॥ *

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্)।

শতমূলী ও মহাশতমূলী

পর্য্যায়।—শতাবরী, বহুসুতা, ভীরু, ইন্দীবরী, বরী, নারায়ণী, শতপদী, শতবীর্যা ও পীবরী—এই কয়েকটি শতমূলীর পর্যায়।

পর্য্যায়।—শতমূলী, উর্দ্ধকণ্টিকা, সহস্রবীর্য্যা, হেতু, ঋষ্যপ্রোক্তা ও মহোদরী—এই কয়েকটি মহাশতাবরীর নামান্তর।

দেশেভেদে নামভেদ।—ইহাদিগকে হিন্দুস্থানে শতাবর ও বড়ীশতাবর, মহারাষ্ট্রে লঘুশতাবর, শতমূলী, আসবলী, বড়ীশতাবর, সহস্রমূলী, কর্ণাটে কিরিপ আসড়ি, পরাভূ আসড়ি, তৈলঙ্গে এদুমট্টিটেঙাচল্ল, চল্লগড্ডলু, বোম্বায়ে শতাবরী, গুজরাটে শতাবরী, একলকংটো শাপনাগুবা, আসামে শতমূল, ফারসীতে শুর্জ্জদস্তি, আরবীতে শকালুলমিস্ত্রী বলে। ইহার ডাক্তারী নাম Asparagus racemosus এ্যাসপ্যারাগস্ রেসিমোসস্।

গুণ।—শতাবরী গুরু, শীতবীর্য, তিক্ত-মধুররস, রসায়ন এবং মেধা, অগ্নি ও পুষ্টিজনক। ইহা স্নিগ্ধ, চক্ষুর হিতকারক, শুক্রবর্ধক, স্তন্যজনক ও বলকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা গুল্ম, অতিসার, বায়ু, পিত্ত, রক্তদোষ ও শোথ-নাশক

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মহাশতাবরী মেধাজনক, হৃদয়গ্রাহী, শুক্রবর্ধক,

* মহতী কফবাতঘ্নী তিক্তা শ্রেষ্ঠা রসায়নে। রা. নি.।

রসায়ন ও শীতবীর্য। মহাশতমূলী—অর্শঃ, গ্রহণী ও নেত্ররোগনাশক। মাত্রা—অর্দ্ধতোলা।

অশ্বগন্ধা

গন্ধান্তা বাজিনামাদিরশ্বগন্ধা হয়াহ্বয়া।
বরাহকর্ণী বরদা বলদা কুষ্ঠগন্ধিনী॥
অশ্বগন্ধানিলশ্লেষ্ম-শ্বিত্রশোথক্ষয়াপহা।
বল্যা রসায়নী তিক্ত-কষায়োষ্ণাতিশুক্রলা॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

অশ্বগন্ধা

পর্য্যায়।—অশ্বগন্ধা, হয়াহ্বয়া, বরাহকর্ণী, বরদা, বলদা ও কুষ্ঠগন্ধিনী এইগুলি এবং যে-সকল শব্দের আদিতে অশ্ববাচক শব্দ ও অন্তে গন্ধ শব্দ থাকিবে সেই সমস্ত শব্দ অশ্বগন্ধার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে অস্‌গন্ধ, মহারাষ্ট্রে অসংধ, আসকন্দ ও আসংধিকা, গুজরাটে আখসংধ, কর্ণাটে আসাদ্‌, অংগুর, তৈলঙ্গে পিল্লিআঙ্গা, ফারসীতে মেহেমন্‌বরবী, ল্যাটিনে Withania Somnifera, উইথানিয়া সম্‌নিফেরা বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অশ্বগন্ধা বায়ু, কফ, শ্বিত্ররোগ, শোথ ও ক্ষয়রোগনাশক, বলকারক, রসায়ন, তিক্তকষায়রস, উষ্ণবীর্য এবং অত্যন্ত শুক্রবর্ধক। মাত্রা—চারি আনা।

পাঠা

পাঠাম্বষ্ঠাম্বষ্ঠকী চ প্রাচীনা পাপচেলিকা।
একাষ্ঠীলা রসা প্রোক্তা পাঠিকা বরতিক্তকা॥
পাঠোষ্ণা কটুকা তীক্ষ্ণা বাতশ্লেষ্মহরী লঘুঃ।
হন্তি শূলজ্বরচ্ছর্দ্দি-কুষ্ঠাতীসারহৃদ্রুজঃ।
দাহকণ্ডুবিষশ্বাস-ক্রিমিগুল্মগরব্রণান্॥ **

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

আকনাদি

পর্য্যায়।—পাঠা, অম্বষ্ঠা, অম্বষ্ঠকী, প্রাচীনা, পাপচেলিকা, একাষ্ঠীলা, রসা, পাঠিকা ও বরতিক্তিকা—এই কয়েকটি আকনাদির পর্যায়।

* অশ্বগন্ধা কটূষ্ণা স্যাৎ তিক্তা চ মদ গন্ধিকা। / বল্যা বাতহরা হন্তি কাসশ্বাস-ক্ষয়ব্রণান্॥ রা· নি·।

** লঘু পাঠা তিক্তরসা বিষঘ্নী কুষ্ঠকণ্ডুনুৎ। / ছর্দ্দিহৃদ্রোগগরজিৎ ত্রিদোষশমনী মতা॥ র· নি·।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে নিমুকা পাঢ, তৈলঙ্গে পাঢচেট্টু, উৎকলে পাকনবিদ্ধি, মহারাষ্ট্রে পাহাড়মূল, গুজরাটে কালীপাট, করেটীমূল, কর্ণাটে পাঠা ও আসামে গুবুকীলতা বলে। ইংরাজী Parera Root পরেরা রুট। ল্যাটিন Cissampelos Pareira, Stephania hernandifolia ষ্টিফেনিয়া হারনাণ্ডিফোলিয়া এবং Clypea hernandifolia।

গুণ।—আকনাদি, উষ্ণবীর্য, কটুরস, তীক্ষ্ণ ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বায়ু, কফ, শূল, জ্বর, বমি, কুষ্ঠ, অতিসার, হৃদ্‌রোগ, দাহ, কণ্ডু, বিষ, শ্বাস, ক্রিমি, গুল্ম, গরদোষ ও ব্রণনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

রক্তত্রিবৃৎ

রক্তত্রিবৃন্মসূরী চ কুলবর্ণামৃতা তথা।
কালিন্দ ত্রিপুটা তাম্র-পুষ্পিকা কাকনাসিকা॥
রক্তং ত্রিবৃৎ তু মধুরং রুক্ষং বাতকরং মতম্।
তুবরঞ্চ রসে তিক্তং কটু চোষ্ণং বিরেচকম্॥
হিতকৃচ্চ মলস্তম্ভং গ্রহণীঞ্চ কফোদরম্।
শোথং পাণ্ডুক্রিমীন্ প্লীহাং জ্বরং পিত্তং কফং তথা।
বাতরক্তমুদাবর্ত্তং হৃদ্রোগঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

লাল তেউড়ি

পর্য্যায়।—মসূরী, কুলবর্ণা, অমৃতা, কালিন্দী, ত্রিপুটা, তাম্রপুষ্পিকা ও কাকনাসিকা —এইগুলি রক্তত্রিবৃতের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে লোহিড়ী তিয়র ও রক্তনিশোত্তর এবং কর্ণাটে কেম্পিনেয় তিগড়ে বলে। তেউড়ীর সাধারণ নাম হিন্দুস্থানে নিশোত, পনিলর ও পিথোরী, মহারাষ্ট্রে নিশোত্তর, তেঁড়, কর্ণাটে তিগডে, তৈলঙ্গে আলতেগড়া, তামিলে শিবদই, গুজরাটে নসোতর ও বোম্বায়ে ফুটকুরী নিশোত্তর, ফারসীতে নিশোথ, আরবীতে তুরবুদ বলে। ডাক্তারী নাম Ipomoea turpethum ইপোমিয়া টারপেথম্।

গুণ।—রক্ত তেউড়ী কটু-তিক্ত-কষায়-মধুররস, রুক্ষ, বাতজনক, উষ্ণবীর্য, বিরেচক ও হিতকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—মলস্তম্ভ, গ্রহণীরোগ, কফোদর, শোথ, পাণ্ডুরোগ, ক্রিমি, প্লীহা, জ্বর, পিত্তদোষ, কফ, বাতরক্ত, উদাবর্ত্ত ও হৃদ্‌রোগ বিনাশার্থ ইহা প্রযোজ্য। মাত্রা—চারি আনা।

শ্বেতত্রিবৃৎ

শ্বেতা ত্রিবৃৎ, ত্রিভণ্ডী স্যাৎ ত্রিবৃতা ত্রিপুটাপি চ।
সর্ব্বানুভূতিঃ সরলা নিশোত্রা রেচনীতি চ॥
শ্বেতা ত্রিবৃদ্ রেচনী স্যাৎ স্বাদুরুষ্ণা সমীরনুৎ।
রুক্ষা পিত্তজ্বরশ্লেষ-পিত্তশোথোদরাপহা॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

শ্বেত তিউড়ি

পর্য্যায়—শ্বেতত্রিবৃৎ, ত্রিভণ্ডী, ত্রিবৃতা, ত্রিপুটা, সর্ব্বানুভূতি, সরলা, নিশোত্রা ও রেচনী—এই কয়েকটি শ্বেততেউড়ীর নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম সফেদ নিশোত্তর। মহারাষ্ট্রী নাম পাঁঢ্যাফুল্‌াচা নিশোত্তর। গুজরাটে ধোলাফুল্‌মু নসোতর।

গুণ।—শ্বেততেউড়ী বিরেচক, মধুররস, উষ্ণবীর্য ও রুক্ষ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বায়ু, পিত্তজ্বর, কফ, পিত্ত, শোথ ও উদর রোগনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

কৃষ্ণত্রিবৃৎ

ত্রিবৃচ্ছ্যামার্দ্ধচন্দ্রা চ পালিন্দী চ সুষেণিকা।
মসূরবিদলা কালা কৈষিকা কালমেষিকা॥
শ্যামা ত্রিবৃৎ ততো হীন-গুণা তীব্রবিরেচনী
মূর্চ্ছাদাহমদভ্রান্তি-কণ্ঠোৎকর্ষণকারিণী।

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

কৃষ্ণ তেউড়ি

পর্য্যায়—শ্যামা ত্রিবৃৎ, অর্দ্ধচন্দ্রা, পালিন্দী, সুষেণিকা, মসূরবিদলা, কালা, কৈষিকা ও কালমেষিকা—এই কয়েকটি কৃষ্ণ তেউড়ীর পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে শ্যাম্‌নিলর ও কালা নিশোথ, মহারাষ্ট্রে কাল্লেং নিশোত্তর ও কর্ণাটে কেপ্যনেয়তিগডে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কৃষ্ণ তেউড়ী শ্বেত তেউড়ী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীনগুণ; কিন্তু ইহা তীব্র বিরেচক এবং মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা, ভ্রান্তি ও কণ্ঠের উৎকর্ষকারক। মাত্রা—চারি আনা।

লঘুদন্তী বৃহদ্দন্তী চ

লঘুদন্তী বিশল্যা চ স্বাদুদুম্বরপর্ণ্যপি।
তথৈরণ্ডফলা শীঘ্রা শ্যেনঘণ্টা ঘুণপ্রিয়া॥

বারাহাঙ্গী চ কথিতা নিকুম্ভশ্চ মকূলকঃ ॥
এরণ্ডপত্রবিটপা দ্রবন্তী সম্বরী বৃষা।
চিত্রোপচিত্রা ন্যগ্রোধী প্রত্যক্শ্রেণ্যাখুপর্ণ্যপি ॥
দন্তীদ্বয়ং সরং পাকে রসে চ কটু দীপনম্।
গুদাঙ্কুরাশ্মশূলার্শঃ-কণ্ডুকুষ্ঠবিদাহনুৎ।
তক্ষ্ণোষ্ণং হন্তি পিত্তাস্র-কফশোথোদরক্রিমীন্ ॥
ক্ষুদ্রদন্তীফলন্তু স্যান্মধুরং রসপাকয়োঃ।
শীতলং সৃষ্টবিণ্মূত্রং গরশোথকফাপহম্ ॥ *

(মাত্রা—মূলস্য বীজস্য চ ষড্ রক্তিকাঃ)।

দন্তী

পরিচয়।—দন্তী দুইপ্রকার। তন্মধ্যে যাহার পত্র উডুম্বরপত্র-সদৃশ তাহাকে লঘুদন্তী এবং যাহার পত্র এরণ্ডপত্র-সদৃশ তাহাকে বৃহদ্দন্তী বলে।

পর্য্যায়।—লঘুদন্তী, বিশল্যা, উডুম্বরপর্ণী, এরণ্ডফলা, শীঘ্রা, শ্যেনঘণ্টা, ঘুণপ্রিয়া, বারাহাঙ্গী, নিকুম্ভ ও মকূলক—এইগুলি লঘুদন্তীর এবং এরণ্ডপত্রবিটপা, দ্রবন্তী, সম্বরী, বৃষা, চিত্রা, উপচিত্রা, ন্যগ্রোধী, প্রত্যক্শ্রেণী ও আখুপর্ণী—এই কয়েকটি বৃহদ্দন্তীর পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—দন্তীর সাধারণ নাম হিন্দুস্থানে দন্তী, তিম্বিফল, মহারাষ্ট্রে দান্তি, লঘুদন্তী, গুজরাটে দাত এটলে নেপালনাং মূল, ফারসীতে দংদ, আরবীতে হবুলং মুলুক, কর্ণাটে দন্তি, তৈলঙ্গে দন্তিচেট্টু ও কোণ্ড অমদুম্ এবং বোম্বায়ে জামালগোটা। ইহার ল্যাটিন নাম Croton polyandrum ক্রোটন পলিয়ানড্রাম।

বৃহদ্দন্তীকে হিন্দুস্থানে মুগলাই অণ্ড, মহারাষ্ট্রে থোরদন্তী, গুজরাটে রতনজোত, কর্ণাটে এরণ্ডনে দন্তী, ফারসীতে সকার হুজুবা, আরবীতে অবুখলসা।

গুণ।—দন্তীদ্বয় সারক, কটুরস, কটুবিপাক, অগ্নির দীপক, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা অর্শোবলি, অশ্মরী, শূল, অর্শঃ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, বিদাহ, পিত্তরক্তদোষ, কফ, শোথ, উদর ও ক্রিমিনাশক।

লঘুদন্তী ফলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—লঘুদন্তীর ফল মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য, মলমূত্রনিঃসারক এবং গরদোষ, শোথ ও কফনাশক। মূলের ও বীজের মাত্রা—এক আনা।

* দন্তী কটূষ্ণা শূলাম ত্বগ্দোষশমনী চ সা। / অর্শোব্রণাশ্মরীশল্য-শোধনী দীপনী পরা ॥ রা. নি.।

জয়পালঃ

জয়পালো দন্তীবীজং বিখ্যাতং তিন্তিড়ীফলম্।
জয়পালো গুরুঃ স্নিগ্ধো রেচী পিত্তকফাপহঃ ॥ *

(মাত্রা—একধান্যকম্)।

পর্য্যায়।—জয়পাল, দন্তীবীজ ও তিন্তিড়ীফল—এই কয়েকটি জয়পালের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে জামালগোটা, মহারাষ্ট্রে জেপাল, গুজরাটে নেপালো, কর্ণাটে জেপাল, আরবীতে হবুস্সলাতীন, ফারসীতে তুখমেবেংদং জীরখতাই বলে। ইংরাজীতে Purging Croton, ল্যাটিনে Croton tiglium বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—জয়পাল গুরু, স্নিগ্ধ, রেচক এবং পিত্ত কফনাশক। মাত্রা—সিকি রতি।

শ্যামাবীজম্

উক্তং শ্যামলবীজন্তু শ্যামবীজং সুরেচকম্।
রেচনং শ্যামবীজং স্যাৎ শোথোদরবিনাশনম্ ॥
জ্বরে পুরীষসঙ্গে চ দারুণে শিরসো গদে।
উদাবর্ত্তে তথানাহে বুধৈরেতৎ প্রযুজ্যতে ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

কালাদানা

পর্য্যায়।—শ্যামলবীজ, শ্যামবীজ ও সুরেচক—এইগুলি কালাদানার নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কালাদানা, ইংরাজীতে Seeds of Pharbatis বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কালাদানা রেচক এবং শোথ, উদর জ্বর, মলবদ্ধতা, দারুণ শিরোরোগ, উদাবর্ত্ত ও আনাহে হিতকর। মাত্রা—চারি আনা।

ইন্দ্রবারুণী বৃহদিন্দ্রবারুণী চ

ঐন্দ্রীন্দ্রবারুণী চিত্রা গবাক্ষী চ গবাদনী।
বারুণী চামরাপ্যুক্তা সা বিশালা মহাফলা ॥
শ্বেতপুষ্পা মৃগাক্ষী চ মৃগৈর্ব্বারুমৃগাদনী ॥
গবাদনীদ্বয়ং তিক্তং পাকে কটু সরং লঘু।
বীর্য্যোষ্ণং কামলাপিত্ত-কফপ্লীহোদরাপহম্ ॥

---

* জয়পালঃ কটুরুষ্ণঃ কৃমিহারী বিরেচকঃ। / দীপনঃ কফবাতঘ্নো জঠরাময়শোধনঃ। / কানকং কফনুৎ ক্লেদি তীক্ষ্ণমুষ্ণং বিরেচনম্ ॥ রা. নি.।

শ্বাসকাসাপহং কুষ্ঠ-গুল্মগ্রন্থিব্রণপ্রণুৎ।
প্রমেহমূঢগর্ভাম-গণ্ডাময়বিষাপহম্॥ * (মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

রাখাল শশা

পর্য্যায়।—ঐন্দ্রী, ইন্দ্রবারুণী, চিত্রা, গবাক্ষী, গবাদনী, বারুণী, অমরা, বিশালা, মহাফলা, শ্বেতপুষ্পা, মৃগাক্ষী, মৃগের্ব্বারু ও মৃগাদনী—এই কয়েকটি রাখাল শশার পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ইন্দ্রায়ণ ও বড়ী ইন্দ্রফলা, ফরক্কেতু বড়ী ইন্দ্রায়ণ, মহারাষ্ট্রে লঘু ইন্দ্রবণ, কাংবডল, থোবকাবঁডল, কর্ণাটে হামেক্কে হিরিয়া, হামেক্কে, গুজরাটে ইন্দ্ররবাণীযু, গাবস্থকণু, তৈলঙ্গে এতিপুচ্ছা, ফারসীতে থূর্য্যজাতলখ, আরবীতে হংজল, আসামে সরথীয়া তিয়হঁ বলে। ল্যাটিনে Citrallus colocynthis বলে।

পরিচয়।—ক্ষুদ্র ও মহৎ ভেদে ইন্দ্রবারুণী দুইপ্রকার।

গুণ।—ঐ দ্বিবিধ ইন্দ্রবারুণীই তিক্তরস, কটুবিপাক, সারক, লঘু ও উষ্ণবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কামলা, পিত্ত, কফ, প্লীহা, উদর, শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, গুল্ম, গ্রন্থি, ব্রণ, প্রমেহ, মূঢ়গর্ভ, আমদোষ, গলগণ্ড ও বিষনাষক। মাত্রা—চারি আনা।

স্বর্ণপত্রিকা

কল্যাণী হেমপত্রী চ রেচনী স্বর্ণপত্রিকা।
বিট্সঙ্গং বহ্নিমান্দ্যঞ্চ যকৃদ্দাল্ব্যদরং তথা॥
প্লীহোদরং বদ্ধগুদমজীর্ণং বিষমজ্বরম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ কল্যাণী ক্ষপয়েদ্ ধ্রুবম॥

সোনামুখী

পর্য্যায়।—কল্যাণী, হেমপত্রী, রেচনী ও স্বর্ণপত্রিকা—এইগুলি সোনামুখীর পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—সোনামুখীকে হিন্দুস্থানে সনায়, মহারাষ্ট্রে সোনামুখী, ইংরাজীতে Tinavele Sina টিনাবেলী সিনা, ল্যাটিনে Sina indica সিনা ইণ্ডিকা বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ—ইহা মলরোধ, অগ্নিমান্দ্য, যকৃদ্দাল্ব্যদর, প্লীহোদর, বদ্ধগুদোদর, অজীর্ণ, বিষমজ্বর, কামলা ও পাণ্ডুরোগে প্রযোজ্য।

নীলী

নীলী তু নীলিনী তূণী কালা দোলা চ নীলিকা।
রঞ্জনী শ্রীফলী তুচ্ছা গ্রামীণা মধুপর্ণিকা।
ক্লীতকা কালকেশী চ নীলপুষ্পা চ সা স্মৃতা॥

---

* ইন্দ্রবারুণিকা তিক্তা কটুঃ শীতা চ রেচনী। / গুল্মপিত্তোদরশ্লেষ্ম-ক্রিমিকুষ্ঠজ্বরাপহঃ॥ রা· নি·।

নীলিনী রেচনী তিক্তা কেশ্যা মোহভ্রমাপহা।
উষ্ণা হন্ত্যুদরপ্লীহ-বাতরক্তকফানিলান্।
আমবাতমুদাবর্ত্তং মদঞ্চ বিষমুদ্ধতম্॥
(মাত্রা—একমাষকঃ)।

নীল

পর্য্যায়।—নীলী, নীলিনী, তুণী, কালা, দোলা, নীলিকা, রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুচ্ছা গ্রামীণা, মধুপর্ণিকা, ক্লীতকা, কালকেশী ও নীলপুষ্পা—এই কয়েকটি নীলের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে নীল, লীল, মহারাষ্ট্রে নীলীচে ঝাড়, গুলী, লঘুনীলী, কর্ণাটে নীলী, হিরীপনীলী, গুজরাটে গলী, তৈলঙ্গে নল্লপেট, গেবিট ও নীলিজেট্টু, আসামে লীল, নীল বলে। ইহার ইংরাজী নাম The Indigo plant দি ইণ্ডিগো প্লেন্ট, ল্যাটিনে Indigofera indica বলে।

গুণ।—নীলী রেচক, তিক্তরস, কেশের হিতকারক ও উষ্ণবীর্য্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মোহ, ভ্রম, উদর, প্লীহা, বাতরক্ত, কফ, বায়ু, আমবাত, উদাবর্ত্ত, মদরোগ ও উদ্ধত বিষনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

শরপুঙ্খঃ

শরপুঙ্খঃ প্লীহশত্রুর্নীলীবৃক্ষাকৃতিশ্চ সঃ।
শরপুঙ্খো যকৃৎপ্লীহ-গুল্মব্রণবিষাপহঃ।
তিক্তঃ কষায়ঃ কাসাস্র-শ্বাসজ্বরহরো লঘুঃ॥ *
(মাত্রা—একমাষকঃ)।

বননীল

পর্য্যায়।—প্লীহশত্রু শরপুঙ্খের নামান্তর।

পরিচয়।—ইহার আকৃতি নীলবৃক্ষসদৃশ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে শরফোঁকা, সফেদ শরফোঁকা, দাক্ষিণাত্যে ও বোম্বায়ে জংলিকুলথি, কর্ণাটে যেরডুকোগ্গি, মল্লুকোগ্গি, মহারাষ্ট্রে উন্হালি, তৈলঙ্গে প্রাংপারাচেট্টু, তেল্লবেংপলিচেট্টু এবং তামিলে কোল্লুকবেল্লপি। ল্যাটিন নাম Tephrosia purpurea তেফ্রোশিয়া প্যারপুরিয়া।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শরপুঙ্খ তিক্ত-কষায়রস ও লঘু এবং ইহা যকৃৎ, প্লীহা, গুল্ম, ব্রণ, বিষ, কাস, রক্তদোষ, শ্বাস ও জ্বরনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

* শরপুঙ্খা কটূষ্ণা চ ক্রিমিবাতরুজাপহা। / শ্বেতা হেমা গুণাঢ্যা স্যাৎ প্রশস্তা চ রসায়নে॥ রা· নি·।

যবাসো দুরালভা চ

যাসো যবাসো দুঃস্পর্শো ধন্বযাসঃ কুনাশকঃ।
দুরালভা দুরালম্ভা সমুদ্রান্তা চ রোদনী ॥
গান্ধারী কচ্ছুরানন্তা কষায়া দুরভিগ্রহা।
যাসঃ স্বাদুঃ সরস্তিক্তবরঃ শীতলো লঘুঃ ॥
কফমেদোমদভ্রান্তি-পিত্তাসৃক্‌কুষ্ঠকাসজিৎ।
তৃষ্ণাবিসর্পবাতাস্র-বমিজ্বরহরঃ স্মৃতঃ।
যবাসস্তু গুণৈস্তুল্যা বুধৈরুক্তা দুরালভা ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

যবাস ও দুরালভা

পর্য্যায়।—যাস, যবাস, দুঃস্পর্শ, ধন্বযাস ও কুনাশক—এই কয়েকটি যবাসের এবং দুরালভা, সমুদ্রান্তা, দুরালম্ভা, রোদনী, গান্ধারী, কচ্ছুরা, অনন্তা, কষায়া ও দুরভিগ্রহা—এই কয়েকটি দুরালভার নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—দুরালভাকে হিন্দুস্থানে ও বোম্বায়ে জবাসা, দুরালা, ধমাসা, মহারাষ্ট্রে বেলিকামূলি, ধমাসা, কর্ণাটে বল্লিদুরুবে, তোরে হংগলু, তৈলঙ্গে পিলরেগটি, দুলগোড, গুজরাটে ধমাসো, ফারসীতে বাদাবর্দ ও আরবীতে শুকাই বলে। যবাসকে হিন্দীতে জবাসা, তলাই, মহারাষ্ট্রে কাণ্টেচুম্বুক, তাঁবরা ধমাসা, কর্ণাটে তোরে ইঙ্গলু, তৈলঙ্গে পিন্নরেগটাটুলগোণ্ডী, গুজরাটে যবাসো, ফারসীতে ফরাকৃন্নন, আরবীতে অল্‌গুজহাজ বলিয়া থাকে। ল্যাটিন Fagonia arabica বলে। ডাক্তারি নাম Alhagi Maurorem অ্যাল্‌হাজি মোরোরেম।

গুণ।—যবাস মধুর-তিক্ত-কষায়রস, সারক, শীতবীর্য ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, মেদ, মত্ততা, ভ্রান্তি, পিত্ত, রক্ত, কুষ্ঠ, কাস, তৃষ্ণা, বিসর্প, বাতরক্ত, বমি ও জ্বরনাশক। দুরালভাও যবাসতুল্য গুণযুক্ত। মাত্রা—চারি আনা।

মুণ্ডী মহামুণ্ডী চ

মুণ্ডী ভিক্ষুরপি প্রোক্তা শ্রাবণী চ তপোধনা।
শ্রবণাহ্বা মুণ্ডিতিকা তথা শ্রবণশীর্ষকা ॥
মহাশ্রবণিকান্যা তু সা স্মৃতা ভূকদম্বিকা।
কদম্বপুষ্পিকা চ স্যাদব্যথাতিতপস্বিনী ॥

---

* দুরালভা কটুস্তিক্তা সোষ্ণা ক্ষারাম্লিকা তথা। / মধুরা বাতপিত্তঘ্নী জ্বরগুল্মপ্রমেহজিৎ রা. নি.।

মুণ্ডিতিকা কটুঃ পাকে বীর্য্যোষ্ণা মধুরা লঘুঃ।
মেধ্যা গণ্ডাপচীকৃচ্ছ্র-ক্রিমিযোন্যর্ত্তিপাণ্ডুনুৎ॥
শ্লীপদারুচ্যপস্মার-প্লীহমেদোগুদার্ত্তিহৃৎ।
মহামুণ্ডী চ তত্তুল্যা গুণৈরুক্তা মহর্ষিভিঃ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

মুণ্ডিরী ও বড়থুলকুড়ি বা গোরক্ষমুণ্ডী

পর্য্যায়। মুণ্ডী, ভিক্ষু, শ্রাবণী, তপোধনা, শ্রবণাহ্বা, মুণ্ডিতিকা ও শ্রবণশীর্ষকা—এই কয়েকটি মুণ্ডিরীর পর্য্যায়। মহাশ্রাবণিকা, ভূকদম্বিকা, কদম্বপুষ্পিকা, অব্যথা ও অতিতপস্বিনী—এইগুলি বড থুলকুডির পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে মুণ্ডী ও গোরখমুণ্ডী, তৈলঙ্গে বোডসরপুচেট্টু, তামিলে ও বোম্বায়ে কোট্টক, মহারাষ্ট্রে বরসবোডী, বোডথোরা, গুজরাটে মুণ্ডী, গোরখমুণ্ডী, বোডীয়ো, কলার, কর্ণাটে কীপোবোডতর, হিরীপ-বোডতর, আরবীতে কমাদর বুস। ল্যাটিন নাম Sphaeranthus indicus স্ফারেন্থস্ ইণ্ডিকস্।

গুণ।—মুণ্ডিরী কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য, মধুররস, লঘু ও মেধাজনক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা গলগণ্ড, অপচী, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্রিমি, যোনিরোগ, পাণ্ডু-রোগ, শ্লীপদ, অরুচি, অপস্মার, প্লীহা, মেদ ও গুহ্যস্থ ব্যাধি বিনাশক।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মহামুণ্ডীও মুণ্ডীর ন্যায় গুণযুক্ত বলিয়া মহর্ষিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। মাত্রা—চারি আনা।

অপামার্গঃ

অপামার্গস্তু শিখরী হ্যধঃশল্যো ময়ূরকঃ।
মর্কটী দুগ্রহা চাপি কিণিহী খরমঞ্জরী॥
অপামার্গঃ সরস্তীক্ষ্ণো দীপনস্তিক্তকঃ কটুঃ
পাচনো রোচনশ্ছর্দ্দি-কফমেদোহনিলাপহঃ।
নিহন্তি হৃদ্রুজাধ্মার্শঃ-কণ্ডুশূলোদরাপচীঃ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

আপাং

পর্য্যায়।—অপামার্গ, শিখরী, অধঃশল্য, ময়ূরক, মর্কটী, দুগ্রহা, কিণিহী ও খরমঞ্জরী—এই কয়েকটি আপাঙের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে লটজীরা, চিরচিটা, ওঙ্গা, তৈলঙ্গে

হুচিনিকে, মহারাষ্ট্রে অঘাড়া, গুজরাটে অঘেড়ো, কর্ণাটে উত্তরণে, চিচিরা, ফারসীতে খারবাস্‌গোতা ও আরবীতে অংকম, ইংরাজীতে Rough chaff tree বলে। ল্যাটিন নাম Achyranthes aspera আ'চির‍্যান্থিস আস্‌পেরা।

গুণ।—অপামার্গ সারক, তীক্ষ্ণ, অগ্নির দীপক, তিক্ত-কটুরস, পাচক ও রুচিকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বমি, কফ, মেদঃ, বায়ু, হৃদ্‌রোগ, আধ্মান, অর্শঃ, কণ্ডু, শূল, উদর ও অপচী বিনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

রক্তাপামার্গঃ

রক্তোঽন্যো বশিরো বৃত্ত-ফলো ধামার্গবোঽপি চ।
প্রত্যক্‌পর্ণী কেশপর্ণী কথিতা কপিপিপ্পলী॥
অপামার্গোঽরুণো বাত-বিষ্টম্ভী কফকৃদ্ধিমঃ।
রুক্ষঃ পূর্ব্বগুণৈর্ন্যূনঃ কথিতো গুণবেদিভিঃ॥
অপামার্গফলং স্বাদু রসে পাকে চ দুর্জ্জরম্।
বিষ্টম্ভি বাতলং রুক্ষং রক্তপিত্তপ্রসাদনম॥ * (মাত্রা—একমাষকঃ)।

রক্তাপাং

পর্য্যায়।—বশিব, বৃত্তফল, ধামার্গব, প্রত্যক্‌পর্ণী, কেশপর্ণী ও কপিপিপ্পলী—এই কয়েকটি রক্ত অপামার্গের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে লাল চিরচিরা, মহারাষ্ট্রে তাবড়া আঘাডা বা রক্তলটজীরা, কর্ণাটে কেম্পিগুত্তরণে, গুজরাটে ঝিপটো, তৈলঙ্গে উতরায়নী, কেম্পিগুত্তরণে বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—রক্ত অপামার্গ বায়ুবর্ধক বিষ্টম্ভকারক, কফকর, শীতবীর্য ও রুক্ষ। ইহা শ্বেত অপামার্গ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্পগুণযুক্ত।

আপাংবীজের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—আপাংবীজ মধুররস, মধুরবিপাক, দুষ্পাচ্য, বিষ্টম্ভি, বায়ুবর্ধক ও রুক্ষ এবং রক্তপিত্তপ্রসাদক। মাত্রা—দুই আনা।

কোকিলাক্ষঃ

কোকিলাক্ষস্তু কাকেক্ষুরিক্ষুরঃ ক্ষুরকঃ ক্ষুরঃ।
ভিক্ষুঃ কাণ্ডেক্ষুরপ্যুক্ত ইক্ষুগন্ধেক্ষুবালিকা॥
ক্ষুরকঃ শীতলো বৃষ্যঃ স্বাদ্বম্লঃ পিচ্ছিলস্তথা।
তিক্তো বাতামশোথাশ্ম-তৃষ্ণারুচ্যনিলাস্রজিৎ॥

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্)।

* অপামার্গদ্বয়ং তিক্তং ক্রিমিশীর্ষবিশোধনম্। / বাতঘ্নঃ রক্তসংগ্রাহি রক্তাতীসারনাশনম্॥ রা. নি.।

কুলেখাড়া, কুলেকাঁটা বা শূলমর্দ্দন

পর্য্যায়।—কোকিলাক্ষ, কাকেক্ষু, ইক্ষুর, ক্ষুরক, ক্ষুর, ভিক্ষু, কাণ্ডেক্ষু, ইক্ষুগন্ধা ও ইক্ষুবালিকা—এই কয়েকটি কোকিলাক্ষের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে তালমাখনা ও কৈলয়া, মহারাষ্ট্রে কোলিসা, বিখরা, কর্ণাটে কুলুগোলিকে, তৈলঙ্গে গোক্ষিমিডিচেট্টু ও গোবী, উৎকলে কুইলিরেখা ও মাখুরেণ, কোকণে কোলিস্তা, গুজরাটে এখরো। ইংরাজীতে Long-leaved Bariaria বলে। ল্যাটিন নাম Ruellia longifolia রুয়েলিয়া লঙ্গিফোলিয়া। নূতন নাম Hygrophilia spinosa, Astercantha longifolia।

গুণ।—কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়া) শীতবীর্য, শুক্রবর্ধক, মধুর-অম্ল-তিক্তরস ও পিত্তবর্ধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা আমবাত, শোথ, অশ্মরী তৃষ্ণা, অরুচি, বাতরক্ত-নাশক। মাত্রা—আধ তোলা।

কাকাদনী

হিংস্রা গৃধ্রনখী তুণ্ডী কালা কাকাদনী তথা।
কুষ্ঠকণ্ডুবিষশ্বিত্র-জ্বরান্ কাকাদনী হরেৎ॥

কেলেকড়া

পর্য্যায়।—হিংস্রা, গৃধ্রনখী, তুণ্ডী, কালা ও কাকাদনী—এইগুলি কেলেকড়ার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে হিন্‌স বলে। ল্যাটিন নাম Capparis sepiaria ক্যাপারিস সেপিয়ারিয়া।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিষদৃষ্টি, শ্বিত্র ও জ্বর নাশ করে।

অস্থিসংহারঃ

গ্রন্থিমানস্থিসংহারী বজ্রাঙ্গী চাস্থিশৃঙ্খলা।
অস্থিসংহারকঃ প্রোক্তো বাতশ্লেষ্মহরোঽস্থিযুক্।
উষ্ণঃ সরঃ কৃমিঘ্নশ্চ দুর্নামঘ্নোঽক্ষিরোগজিৎ।
রুক্ষঃ স্বাদুর্লঘুর্বৃষ্যঃ পাচনঃ পিত্তলঃ স্মৃতঃ॥
কাণ্ডং ত্বগ্‌বিরহিতমস্থিশৃঙ্খলায়া মাষার্দ্ধং দ্বদকমকঞ্চুকং তদর্দ্ধম্।
সম্পিষ্টং তদনু ততস্তিলস্য তৈলে সম্পক্বং বটকমতীব বাতহারি॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

হাড়ভাঙ্গা বা হাড়জোড়া

পর্য্যায়।—গ্রন্থিমান, অস্থিসংহারী, বজ্রাঙ্গী ও অস্থিশৃঙ্খলা—এইগুলি হাড়ভাঙ্গার পর্যায়।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে হড়সঙ্করী, হড়জোড়ী ও হড় সংহরি, গুজরাটে হাড়সাংকলা, বেধারী, তরধারী, মহারাষ্ট্রে কাংড়বেল, ত্রিধারী, চৌধারী, তৈলঙ্গে নাল্লেহ, ল্যাটিনে Vitis quadrangularis ভিটিস্ কোয়াড্রাঙ্গুলারিস্ বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বাতশ্লেষ্মনাশক, ভগ্ন-অস্থির সংযোজক, উষ্ণবীর্য, সারক, ক্রিমিঘ্ন, অর্শঃনাশক, চক্ষুরোগে উপকারক, রুক্ষ, স্বাদু, লঘু, বলকারক, পাচক ও পিত্তজনক। ইহার ত্বক্ ফেলিয়া কাণ্ডের চূর্ণ অর্ধ মাষা তুষরহিত ডাইল সিকিমাষা একত্রে পেষণ করিয়া তিলতৈলে পাক করত বটক প্রস্তুত করিবে, এই বটক অতিশয় বাতনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

প্রসারণী

প্রসারণী রাজবলা ভদ্রপর্ণী প্রতাপনী।
সরণী সারণী ভদ্রা বলা চাপি কটম্ভরা॥
প্রসারণী গুরুর্বৃষ্যা বলসন্ধানকৃৎ সরা।
বীর্য্যোষ্ণ বাতহৃৎ তিক্তা বাতরক্তকফাপহা॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

গন্ধভাদুলে

পর্য্যায়।—প্রসারণী, রাজবলা, ভদ্রপর্ণী, প্রতাপনী, সরণী, সারণী, ভদ্রা, বলা ও কটম্ভরা—এই কয়েকটি গন্ধভদ্রলের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ—ইহার নাম হিন্দুস্থানে গান্ধালি, গন্ধালি, পসরন ও গন্ধপ্রসারণী, মহারাষ্ট্রে চাঁদবেল, প্রসারণী, কর্ণাটে হেসরণে, তৈলঙ্গে গোন্দেমগোরুচেট্টু ও সবিরেলচেট্টু, গুজরাটে প্রসারণ বেল্য বলে। ল্যাটিন নাম Paederia foetida পীয়েডিরিয়া ফোয়েটিডা।

গুণ।—গন্ধভাদ্রলে গুরু, শুক্রজনক, বলকারক, ভগ্নসংযোজক, সারক, উষ্ণবীর্য, বাতঘ্ন ও তিক্তরস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বাতরক্ত ও কফনাশক।

শারিবাদ্বয়ম্

কৃষ্ণশারিবা

কৃষ্ণা তু শারিবা শ্যামা গোপী-গোপবধূশ্চ সা। †

শুক্লশারিবা

---

* প্রসারণী গুরূষ্ণা চ তিক্তা বাতবিনাশিনী। / অর্শঃশ্বয়থুহন্ত্রী চ মলবিষ্টম্ভহারিণী॥ রা. নি.।

† ইয়ং জম্বুবৎপত্রা সুগন্ধা কলঘন্টিকোত প্রসিদ্ধা।

ধবলা শারিবা গোপা গোপকন্যা কৃশোদরী । †
স্ফোতা শ্যামা গোপবল্লী লতাস্ফোতা চ চন্দনা ॥
শারিবাযুগলং স্বাদু স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু ।
অগ্নিমান্দ্যারুচিশ্বাস-কাসামবিষনাশনম্ ॥
দোষ ত্রয়াস্রপ্রদর-জ্বরাতীসারনাশনম্ ।
স্বেদনং মূত্রকৃদ্ বল্যং পরং বৃষ্যং রসায়নম্ ॥
ঔপদংশিকরোগঘ্নং সর্ব্বচর্ম্মবিকারনুৎ ।
আমবাতং বাতরক্তংসূতরোগাংশ্চ নাশয়েৎ ॥ (মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্) ।

শ্যামালতা ও অনন্তমূল

প্রকার ও পরিচয় ।—শারিবা দুইপ্রকার, কৃষ্ণ ও শ্বেত । এই উভয়বিধ শারিবার সাধারণ নাম শ্যামা । তন্মধ্যে কৃষ্ণ শারিবার পত্র জামপত্রের ন্যায়, ইহা সুগন্ধ এবং কলঘন্টিকা নামে প্রসিদ্ধ ।

পর্য্যায় ।—শারিবা, শ্যামা, গোপী ও গোপবধূ—এইগুলি কৃষ্ণ অনন্তমূল বা শ্যামালতার পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ ।—ইহার হিন্দিনাম কালীসর, মহারাষ্ট্রে কৃষ্ণ উপলসরী, গুজরাটে কপরী, কর্ণাটে সারিবা, উৎকলে গুপাপানমূল ও তৈলঙ্গে নীলতিগ। ইংরাজীতে Indian Sarsaparilla, ল্যাটিনে Hemidesmus indicus বলে ।

পরিচয় ।—শ্বেত শারিবার পত্রও জামপত্রের ন্যায় । এই লতার অভ্যন্তরে দুগ্ধের ন্যায় পদার্থ বিশেষ থাকে ।

পর্য্যায় ।—ধবলা, শারিবা, গোপা, গোপকন্যা, কৃশোদরী, স্ফোতা, শ্যামা, গোপবল্লী, লতা, আস্ফোতা ও চন্দনা—এইগুলি অনন্তমূলের পর্যায় ।

দেশভেদে নামভেদ—ইহাকে হিন্দুস্থানে অনন্তমূল, দুধি, গোরীসর, মহারাষ্ট্রে শ্বেত উপলসরী, গুজরাটে কালীবেল্য, উৎকলে গুপাপানমূল ও কোঙ্কণ দেশে শেম্বেল বলে । ল্যাটিন নাম Ichnocarpus frutescens ইক্নোকার্পাস ফ্রুটেসিন্স। ইংরাজী নাম Indian Sarsaparilla ।

গুণ ।—শারিবাদ্বয় স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক, গুরু, ত্রিদোষনাশক, ঘর্মকারক, মূত্রকর, বলবর্ধক, বৃষ্য ও রসায়ন ।

আময়িক প্রয়োগ ।—অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, আমজ্বরোগ, বিষদোষ, রক্তপ্রদর, জ্বরাতিসার, উপদংশবিষজাত বিবিধ বিকার, সকল প্রকার চর্মরোগ,

† ইয়মপি জম্বুবৎপত্রা দুগ্ধগর্ভা ব্রততির্ভবতি ॥ / শ্যামাপদেন কৃষ্ণা শ্বেতাপি শারিবাকথ্যতে শাশ্বতেন শারিবামাত্রে শারিবাপদস্য প্রযুক্তত্বাৎ ।

আমবাত, বাতরক্ত ও অবিধি পারদসেবনজাত রোগ সমস্ত ইহা দ্বারা প্রশমিত হয়। মাত্রা—আধ তোলা।

ঘৃতকুমারী

কুমারী গৃহকন্যা চ কন্যা ঘৃতকুমারিকা।
কুমারী ভেদনী শীতা তিক্তা নেত্র্যা রসায়নী।
মধুরা বৃংহণী বল্যা বৃষ্যা বাতবিষপ্রণুৎ॥
গুল্মপ্লীহযকৃদ্‌বৃদ্ধি-কফজ্বরহরী হরেৎ।
গ্রন্থ্যগ্নিদগ্ধবিস্ফোট-পিত্তরক্তত্বগাময়ান্॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

পর্য্যায়।—কুমারী, গৃহকন্যা, কন্যা ও ঘৃতকুমারিকা—এই কয়েকটি ঘৃতকুমারীর নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ঘিউকুমারী, ঘিগুবার, কুবারপাঠা, মহারাষ্ট্রে কোরফড, কোরফাণ্টা, কর্ণাটে লোম্বিসর, তৈলঙ্গে পিন্নগোরিণ্টকলবন্দ ও বিরজাজিতোগে. গুজরাটে কুবার, আসামে ছাল কুঁয়রী, ফারসীতে গরখতে স্বিন্ন ও আরবীতে মুসবর বলে। ল্যাটিন নাম Aloe indica য়্যালো ইণ্ডিকা।

গুণ।—ঘৃতকুমারী ভেদক, শীতবীর্য, তিক্ত-মধুররস, চক্ষুর হিতকারক, রসায়ন, পুষ্টিজনক, বলকর ও শুক্রবর্ধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বায়ু, বিষ, গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ, বৃদ্ধি, কফ, জ্বর, গ্রন্থি, অগ্নিদগ্ধ, বিস্ফোট, রক্তপিত্ত ও চর্মরোগ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

শ্বেতপুনর্নবা

পুনর্নবা শ্বেতমূলা শোথঘ্নী দীর্ঘপত্রিকা।
কটুঃ কষায়ানুরসা সোষ্ণা তিক্তা তু দীপনী।
শোফানিলগরশ্লেষ্ম-পাণ্ডুদরব্রণপ্রণুৎ॥ † (মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

শ্বেতপুন্যে / গাধাপুন্যে

পর্য্যায়।—পুনর্নবা, শ্বেতমূলা, শোথঘ্নী ও দীর্ঘপত্রিকা—এই কয়েকটি শ্বেতপুনর্নবার নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বিষখপরা, সাঁঠ, গদহপূর্ণা, মহারাষ্ট্রে পাণ্ডরীঘেণ্টুলী, খরপত্রা, কর্ণাটে বিলিয়হুবেল্লড়, কিলু, তৈলঙ্গে

* গৃহকন্যা হিমা তিক্তা মদগন্ধিঃ কফাপহা।/পিত্তকাসবিষশ্বাস কুষ্ঠঘ্নী চ রসায়নী॥ রা. নি.।
† শ্বেতপুনর্নবা সোষ্ণা তিক্তা কফবিষাপহা।/ কাসহৃদ্রোগশূলাস্র-পাণ্ডুশোফানিলার্ত্তিনুৎ॥ রা. নি.।

অত্তিকমবেদি, গালজেক, তামিলে মুকরক্তেকিরে, বোম্বায়ে পুনর্নবা, গুজরাটে সাটোডী, আরবীতে হংদকুকী বলে। ইংরাজীতে Spreading Hogneed, ল্যাটিনে Tria-anthema monogyna ট্রায়ানথেমা মনোগইনা বলে।

গুণ।—শ্বেতপুনর্নবা কটুতিক্তরস, কষায়ানুরস, উষ্ণবীর্য ও অগ্নির দীপক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শোথ, বায়ু, গরদোষ, কফ, পাণ্ডুরোগ, ব্রণ ও উদররোগ নাশক।— মাত্রা—চারি আনা।

রক্তপুনর্নবা

পুনর্নবাপরা রক্ত রক্তপুষ্পা শিলাটিকা।
শোথঘ্নী ক্ষুদ্রবর্ষাভূর্বৃষকেতুঃ কঠিল্লকঃ॥
পুনর্নবারুণা তিক্তা কটুপাকা হিমালঘুঃ।
বাতলা গ্রাহিণী শ্লেষ্ম পিত্তরক্তবিনাশিনী॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

পরিচয়। অপর একপ্রকার পুনর্নবা আছে, তাহা রক্তবর্ণ।

পর্য্যায়।—রক্তপুষ্পা, শিলাটিকা, শোথঘ্নী, ক্ষুদ্রবর্ষাভূ, বৃষকেতু ও কঠিল্লক—এই কয়েকটি রক্তপুনর্নবার পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে রক্তবসু, রক্তঘেন্টুলী ও কর্ণাটে কেংপিন বেল্লড কিলু বলে। ল্যাটিনে Boerhaavia diffusa বোয়েরাভিয়া ডিফুসা বলে। ইহার অপর ভাষায় নাম শ্বেতপুনর্নবা শব্দে দ্রষ্টব্য।

গুণ।—রক্তপুনর্নবা তিক্তরস, কটুবিপাক, শীতবীর্য, লঘু, বায়ুবর্ধক ও ধারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত ও রক্তদুষ্টিবিনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

কৃষ্ণপুনর্নবা

কৃষ্ণা পুনর্নবা তিক্তা কটূষ্ণা রসায়নী।
হৃদ্রোগপাণ্ডুশ্বয়থু-শ্ব সবাতকফাপহা॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

কালপুনর্নবা

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কালপুনর্নবা কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য ও রসায়ন এবং হৃদরোগ, পাণ্ডু, শোথ, শ্বাস, বাত ও কফনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

* রক্তপুনর্নবা তিক্তা সারিণী শোথনাশিনী। / রক্তপ্রদর দোষঘ্নী পাণ্ডুপিত্তপ্রমর্দ্দিনী॥ রা.নি.।

ভৃঙ্গরাজঃ

ভৃঙ্গরাজো ভৃঙ্গরজো মার্কবো ভৃঙ্গ এব চ।
অঙ্গারকঃ কেশরাজো ভৃঙ্গারঃ কেশরঞ্জনঃ ॥
ভৃঙ্গারঃ কটুকস্তীক্ষ্ণো রুক্ষোষ্ণঃ কফবাতনুৎ।
কেশস্ত্বচ্যঃ ক্রিমিশ্বাস-কাসশোথামপাণ্ডুনুৎ।
দন্ত্যো রসায়নো বল্যঃ কুষ্ঠনেত্রশিরোঽর্ত্তিনুৎ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

ভীমরাজ

পর্য্যায়।—ভৃঙ্গরাজ, ভৃঙ্গরজ, মার্কব, ভৃঙ্গ, অঙ্গারক, কেশরাজ, ভৃঙ্গার ও কেশরঞ্জন—এই কয়েকটি ভৃঙ্গরাজের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে ভাঙ্গরা, ভেগরিয়া, কুকুরভাংগরা, মহারাষ্ট্রে পিবলমাকা, মাংকা, তৈলঙ্গে গুণ্টকলগরচেট্টু, বোম্বায়ে পিবলভাংরা, গুজরাটে ভাংগরো, কর্ণাটে গরুগমুরু, উৎকলে কলাকেশন্তরা, ফারসীতে জমর্দর, আরবীতে হজীজ, ইংরাজীতে Aclipta Elba বলে। ল্যাটিন নাম Wedelia Calendulacea ওয়েডেলিয়া কালেণ্ডুলেসিয়া।

গুণ।—ভীমরাজ কটুরস, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য, কেশের ও ত্বকের হিতকারক, রসায়ন, বলকারক ও দন্তের দৃঢ়তা সম্পাদক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বাত, ক্রিমি, শ্বাস, কাস, শোথ, আমদোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, নেত্ররোগ ও শিরোরোগ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

মহাক্ষবা

ভৈমী মহাক্ষবা জ্ঞেয়া ক্ষবনী শ্লেষ্মবারিণী।
বর্যোষ্ণাক্ষিশিরঃকর্ণ-রুগ্নহন্ত্রী নস্যযোগতঃ ॥

ভুতরাজ

পর্যায়।—ভৈমী ও মহাক্ষবা—এই দুইটি ভুতরাজের সংস্কৃত নাম।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ক্ষুৎকারক, কফঘ্ন ও উষ্ণবীর্য। নস্যরূপে প্রয়োগ করিলে ইহা চক্ষুঃ, মস্তক ও কর্ণের বিবিধ পীড়া নাশ করে।

শণপুষ্পী

শণপুষ্পী স্মৃতা ঘণ্টা শণপুষ্পসমাকৃতিঃ।
শণপুষ্পী কটুস্তিক্তা বামিনী কফপিত্তজিৎ ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

---

* শণপুষ্পী রসোতিক্তা কষায়া কফবাতজিৎ। / অজীর্ণ জ্বরদোষঘ্নী বামনী রক্তদোষনুৎ ॥ রা॰ নি॰।

বনশণ

পর্য্যায় ও পরিচয়।—শণপুষ্পীর অপর নাম ঘণ্টা, ইহার আকৃতি শণপুষ্পের ন্যায়।

দেশভেদে নামভেদ। হিন্দুস্থানে ইহাকে ঝুনঝুনিয়া, ঘাগহী, শনই ও বনশনই, মহারাষ্ট্রে খোরতাগ, কোঙ্কণে খুলখুলা, গুজরাটে শন, দ্রাবিড়ে জনবকনর, কর্ণাটে গিলুগিচ্চি, চিক্কগিলু, তৈলঙ্গে শণমতুবেল্ল, তামিলে জেনম্পনর, বর্মায় পন, ফারসীতে লাদনাং, আসামে মরা, ইংরাজীতে Flax Hemp, ল্যাটিনে Crotalaria juncea বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বনশণ কটু-তিক্তরস, বমনকারক এবং কফ ও পিত্ত-নাশক। মাত্রা- দুই আনা।

ত্রায়মাণা

বলভদ্রা ত্রায়মাণ ত্রায়ন্তী গিরিজানুজা।
ত্রায়ন্তী তুবরা তিক্তা সরা পিত্তকফাপহা।
জ্বরহৃদ্রোগগুল্মার্শো-ভ্রমশূলবিষপ্রণুৎ॥ (মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

বলাডুমুর বা বনভাতুলিয়া

পর্য্যায়।—বলভদ্রা, ত্রায়মাণা, ত্রায়ন্তী, গিরিজা ও অনুজা—এই কয়েকটি বলাডুমুরের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ত্রায়মাণ, মহারাষ্ট্রে ত্রায়মাং, গুজরাটে ত্রাহিমান্, কর্ণাটে ত্রায়মাণা, হিমবতি প্রসিদ্ধা, ফারসীতে অস্প্রক বলে। ল্যাটিন নাম Delphinium zalil।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বলাডুমুর কষায়-তিক্তরস, সারক এবং ইহা পিত্ত, কফ, জ্বর, হৃদ্রোগ, গুল্ম, অর্শঃ, ভ্রম, শূল ও বিষ প্রশমক। মাত্রা—চারি আনা।

মূর্ব্বা

মূর্ব্বা মধুরসা দেবী মোরটা তেজনী স্রুবা।
মধুলিকা মধুশ্রেণী গোকর্ণী পীলুপর্ণ্যপি॥
মূর্ব্বা সরা গুরুঃ স্বাদুস্তিক্তা পিত্তাস্রমেহনুৎ।
ত্রিদোষতৃষ্ণাহৃদ্রোগ কণ্ডুকুষ্ঠজ্বরাপহা॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

মূর্ব্বা, মূর্গা, গোচমুর্খী ও বেড়াচক্র

পর্য্যায়।—মূর্ব্বা, মধুরসা, দেবী, মোরটা, তেজনী, স্রুবা, মধুলিকা, মধুশ্রেণী, গোকর্ণী ও পীলুপর্ণী—এই কয়েকটি মূর্ব্বার পর্য্যায়।

---

* মূর্ব্বা তিক্তা কষায়োষ্ণা হৃদ্রোগকফবাতহৃৎ। / বমিপ্রমেহকুষ্ঠঘ্নী বিষমজ্বরহারিণী॥ রা. নি.।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে চূর্ণহার, মূর্হরী, মহারাষ্ট্রে মোরবেল, তৈলঙ্গে যাগচেট্টু, সগ, সাঙ্গা ও চগ এবং বোম্বায়ে মোরমেল, কর্ণাটে মহুরসি, তামিলে মরুল বলে। ল্যাটিন নাম Sansevicria zeylanica, সান্সেভীকৃরিয়া জীলেনিকা।

গুণ।—মূর্ব্বা সারক, গুরু ও মধুর-তিক্তরস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিত্ত, রক্ত, প্রমেহ, ত্রিদোষ, তৃষ্ণা, হৃদ্‌রোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ও জ্বরনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

কাকমাচী

কাকমাচী ধ্বাঙ্ক্ষমাচী কাকাহ্বা চৈব বায়সী।
কাকমাচী ত্রিদোষঘ্না স্নিগ্ধোষ্ণা স্বরশুক্রদা॥
তিক্তা রসায়নী শোথ-কুষ্ঠার্শোজ্বরমেহজিৎ।
কটুর্নেত্রহিতা হিক্কা-চ্ছর্দ্দিহৃদ্রোগনাশিনী॥ †

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

গুড়কামাই, কাঁটাগুড়কাঁউলী

পর্য্যায়।—কাকমাচী, ধ্বাঙ্ক্ষমাচী, কাকাহ্বা ও বায়সী—এই কয়েকটি কাকমাচীর পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কবৈয়া, কাবই, মকোয়, মহারাষ্ট্রে লঘুকাবলী, কামোনি, কর্ণাটে কাবঈকাকে, গুজরাটে পীলুভী, ফারসীতে রোবাতরীখ, এনবুসসালব, ইংরাজীতে Night Shed নাইট্ সেড ও ল্যাটিনে Solanum nigrum বলে।

গুণ।—গুড়কামাই ত্রিদোষনাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্ধক, তিক্ত-কটুরস, রসায়ন ও চক্ষুর হিতকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শোথ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, জ্বর, প্রমেহ, হিক্কা, বমি ও হৃদ্‌রোগনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

কাকনাসা

কাকনাসা তু কাকাঙ্গা কাকতুণ্ডফলা চ সা।
কাকনাসা কষায়োষ্ণা কটুকা রসপাকযোঃ।
কফঘ্না বামনী তিক্তা শোথার্শঃশ্বিত্রকুষ্ঠনুৎ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

---

† কাকমাচী কটুতিক্ত-রসোষ্ণা কফনাশিনী। / শূলার্শঃশোফদোষঘ্নী কুষ্ঠকণ্ডুতিহারিণী॥
রা. নি.।

* কাকনাসা তু মধুরা শিশিরা পিত্তহারিণী। / রসায়নী দার্ঢ্যকরী বিশেষাৎ পলিতাপহা॥
রা. নি.।

কৌয়াঠুঁটী

পর্য্যায়।—কাকনাসা, কাকাঙ্গী ও কাকতুণ্ডফলা—এই কয়েকটি কৌয়াঠুঁটীর পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহা হিন্দুস্থানে কৌয়াঢোঁড়ী, মহারাষ্ট্রে থোর শ্বেতকাবলী, কর্ণাটে বড়িলিকদগুরলি, হিড়িয়কাগেডোলে, তৈলঙ্গে বেলুমসন্দিচেট্টু, পুসগুলিবিন্দচেট্টু ও কাকীদোঁড়চেট্টু নামে অভিহিত হয়। ল্যাটিন নাম Solanum Dulcamara.

গুণ।—কৌয়াঠুঁটী কষায়-তিক্ত-কটুরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য, কফনাশক ও বমনকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শোথ, অর্শঃ, শ্বিত্র ও কুষ্ঠরোগ নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

কাকজঙ্ঘা

কাকজঙ্ঘা নদীকান্তা কাকতিক্তা সুলোমশা।
পারাবতপদী দাসী কাকা চাপি প্রকীর্ত্তিতা ॥
কাকজঙ্ঘা হিমা তিক্তা কষায়া কফপিত্তজিৎ।
নিহন্তি জ্বরপিত্তাস্র-ব্রণকণ্ডুবিষক্রিমীন্ ॥ † (মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

কেউয়াঠেঙ্গা / কেওঝোকা

পর্য্যায়।—কাকজঙ্ঘা, নদীকান্তা, কাকতিক্তা, সুলোমশা, পারাবতপদী, দাসী ও কাকা—এই কয়েকটি কাকজঙ্ঘার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে পশ্চিমে মসী, হিন্দুস্থানে মসী, কাকজঙ্ঘা, মহারাষ্ট্রে কাংগাচেংঝাড়, গুজরাটে অঘেড়া, কর্ণাটে জীরীচিলেচ, তৈলঙ্গে নালাদুচ্চীকে বলে। ইংরাজী নাম Leea hirta লীয়া হির্টা।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কেউয়াঠেঙ্গা শীতবীর্য, তিক্ত-কষায়রস এবং ইহা কফ, পিত্ত, জ্বর, রক্তপিত্ত, ব্রণ, কণ্ডু, বিষ ও ক্রিমিনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

কেমুকম্

কেবুকঃ পেচুকঃ পেচুঃ পেচিকা দলসারিণী।
কেমুকং কটুকং পাকে তিক্তং গ্রাহি হিমং লঘু ॥
দীপনং পাচনং হৃদ্যং কফপিত্তজ্বরাপহম্।
কুষ্ঠকাস প্রমেহাস্র-নাশনং বাতলং কটু ॥

কেঁউমূল

পর্য্যায়। কেবুক, পেচুক, পেচু, দলসারিণী ও কেমুক—এইগুলি কেঁউমূলের নাম।

---

† কাকজঙ্ঘা তু তিক্তোষ্ণা কৃমিব্রণকফাপহা। / বাধির্য্যাজীর্ণজিৎ কটী বিষমজ্বর-হারিণী ॥ রা. নি.।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কেউআ মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে কোবী, ফারসীতে কলাম, আরবীতে কন্দকলব, ল্যাটিনে Costus speciosus বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কেঁউমূল কটু-তিক্তরস, কটু-বিপাক, মল সংগ্রাহক, শীতবীর্য, লঘু, অগ্নির দীপক, পাচক, হৃদয়গ্রাহী ও বাতজনক এবং ইহা কফ, পিত্ত, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, প্রমেহ ও রক্তদুষ্টির নাশক।

নাগপুষ্পী

নাগপুষ্পী শ্বেতপুষ্পা নাগিনী রামদূতিকা।
নাগিনী রেচনী তিক্তা তীক্ষ্ণোষ্ণা কফপিত্তনুৎ।
বিনিহন্তি বিষং শূলং যোনিদোষবমিক্রিমীন্॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

নাগপুষ্পী

পর্য্যায়।—নাগপুষ্পী, শ্বেতপুষ্পা, নাগিনী ও রামদূতিকা—এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ। ল্যাটিন Mesua roxburgha।

গুণ।—নাগপুষ্পী বিরেচক, তিক্তরস, তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, শূল, যোনিদোষ, বমি ও ক্রিমি নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

মেষশৃঙ্গী

মেষশৃঙ্গী বিষাণী স্যান্মেষবল্ল্যজশৃঙ্গিকা।
মেষশৃঙ্গী রসে তিক্তা বাতলা শ্বাসকাসহৃৎ।
রুক্ষা পাকে কটুঃ কুষ্ঠ-ব্রণশ্লেষ্মাক্ষিশূলনুৎ॥
মেষশৃঙ্গীফলং তিক্তং কুষ্ঠমেহকফপ্রণুৎ।
দীপনং স্রংসনং কাস-ক্রিমিব্রণবিষাপহম্॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

ছাগলবেঁটে, মেড়াশিঙ্গী, গাড়লশিঙ্গী

পর্য্যায়—মেষশৃঙ্গী, বিষাণী, মেষবল্লী ও অজশৃঙ্গিকা—এই কয়েকটি এক-পর্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মেঢ়াশীঙ্গী, গুড়মার, কর্ণাটে উরিম্বমর, মহারাষ্ট্রে মেণ্ডফলী, কেবণীচ্যাশেঙ্গা, গুজরাটে মৎড়াশিঙ্গী, আর্টডিণী শীঙ, ফারসীতে কিত্ত, আরবীতে বকিত্ত ও ইংরাজীতে Screw Tree স্ক্রু ট্রী এবং ল্যাটিনে Gymnema sylvestre বলে।

গুণ—মেষশৃঙ্গী তিক্তরস, বায়ুবর্ধক, রুক্ষ ও কটুবিপাক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শ্বাস, কাস, কুষ্ঠ, ব্রণ, কফ, অক্ষিশূল নাশক।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মেষশৃঙ্গীর ফল তিক্তরস, অগ্নির দীপক, স্রংসনগুণযুক্ত এবং ইহা কুষ্ঠ, প্রমেহ, কফ, কাস, ক্রিমি, ব্রণ ও বিষদোষ-নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

হংসপদী

হংসপাদী হংসপদী কীটমাতা ত্রিপাদিকা।
হংসপাদী গুরুঃ শীতা হন্তি রক্তবিষব্রণান্।
বিসর্পদাহাতিসার-লূতাভূতাগ্নিরোহিণীঃ॥ (মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)

গোয়ালে লতা

পর্য্যায়।—হংসপাদী, হংসপদী, কীটমাতা, ত্রিপাদিকা—ইহারা একার্থবাচক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে হংসপদী, হংসপাদী, গুজরাটে হংসরাজ কালীডাংডলীনা, মহারাষ্ট্রে হংসপাদী, লালগাজালু, তৈলঙ্গে হংসপাদমু, কর্ণাটে নবিলড়ি, ফারসীতে পরস্তা উশান, আরবীতে শারুসজীন্ শারুল অদ বলে। পুরাতন নাম Vitis Pedata, ভাইটিস্ পেডেটা; নতূন নাম Adinatum capillus veneris।

গুণ।—হংসপদী গুরু ও শীতবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা রক্তদোষ, বিষ, ব্রণ, বিসর্প, দাহ, অতিসার, লূতাবিষ, ভূতাবেশ ও অগ্নিরোহিণীরোগ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

সোমলতা

সোমবল্লী সোমলতা সোমক্ষীরী দ্বিজপ্রিয়া।
সোমবল্লী ত্রিদোষঘ্নী কটুস্তিক্তা রসায়নী।
শীতা মদকরী দাহ-তৃষ্ণাশোষবিনাশিনী॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

সোমলতা

পর্য্যায়।—সোমবল্লী, সোমলতা, সোমক্ষীরী ও দ্বিজপ্রিয়া—এই কয়েকটি সোমলতার নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে সোমলতা, মহারাষ্ট্রে থোর সোমবল্লী, বোম্বায়ে সোমবল্লী, তৈলঙ্গে পল্লটিজী, টিগট স্বম্মুড়ু ও পুল্লতোগে বলে। ইংরাজী নাম The moon plant, দি মূন্ প্ল্যাণ্ট্। ল্যাটিনে Sarcostemma brevistigma বলে।

* সোমবল্লী কটুঃ শীতা মধুরা পিত্তদাহহৃৎ।/ তৃষ্ণাশোষবিশমনী পাবনী যজ্ঞসাধনী॥ রা. নি.।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সোমলতা ত্রিদোষনাশক, কটু-তিক্তরস, রসায়ন, শীতবীর্য, মাদক এবং দাহ তৃষ্ণা ও শোষরোগ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

আকাশবল্লী

আকাশবল্লী তু বুধৈঃ কথিতামরবল্লরী।
খবল্লী গ্রাহিণী তিক্তা পিচ্ছিলাক্ষ্যাময়াপহা।
তুবরাগ্নিকরী হৃদ্যা পিত্তশ্লেষ্মামনাশিনী॥ *

(মাত্রা—ষডরক্তিকাঃ)।

আলোকলতা / আকাশবেল

পর্য্যায়—আকাশবল্লীকে পণ্ডিতগণ অমরবল্লরী বলিয়া থাকেন।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে অমরবেল ও আকাশবেল, কর্ণাটে নেদমুদবল্লী, গুজরাটে অজরবেল, তৈলঙ্গে ইন্দ্রজাল, আরবীতে অফতিমুন বলে। ল্যাটিন নাম Cassytha filiformis ক্যাসেইটা ফিলিফরমিস্।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—আলোকলতা ধারক, তিক্ত-কষায়রস, পিচ্ছিল, নেত্ররোগঘ্ন, অগ্নিবর্ধক, হৃদ্য এবং পিত্ত, কফ ও আমনাশক। মাত্রা—এক আনা।

পাতালগরুড়ী

ছিলিহিণ্টো মহামূলঃ পাতালগরুড়াহ্বয়ঃ।
ছিলিহিণ্টঃ পরং বৃষ্যঃ কফঘ্নঃ পবনাপহঃ॥ (মাত্রা—এক মাষকঃ)।

পাতালগরুড়ী / শিলিন্দা

পর্য্যায়।—ছিলিহিণ্ট, মহামূল ও পাতালগরুড—এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহা হিন্দুস্থানে ছিরেটা, তৈলঙ্গে দূসরতোগে, মহারাষ্ট্রে তানীচাবেল, গুজরাটে বেবড়ীওলপ ও ল্যাটিনে Cocculus villosus নামে অভিহিত হয়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পাতালগরুড়ী অত্যন্ত শুক্রবর্ধক এবং কফ ও বায়ু-নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

বন্দা

বন্দা বৃক্ষাদনী বৃক্ষ ভক্ষ্যা বৃক্ষরুহাপি চ।
বন্দাকঃ স্যাদ্ধিমস্তিক্তঃ কষায়ো মধুরো রসে।
মাঙ্গল্যঃ কফবাতাস্রঃ রক্ষোব্রণবিষাপহঃ॥ **

(মাত্রা—একমাষক)।

---

* আকাশবল্লী কটুকা মধুরা পিত্তনাশিনী।/ বৃষ্যা রসায়নী বল্যা দিব্যৌষধিপরা স্মৃতা॥ রা· নি·।

** বন্দাকস্তিক্তশিশিরঃ কফপিত্তশ্রমাপহঃ।/ বশ্যাদিসিদ্ধিদো বৃষ্যঃ কষায়শ্চ রসায়নঃ॥ রা· নি·।

বাঁদ্‌রা / পরগাছা

পর্য্যায়।—বন্দা, বৃক্ষাদনী, বৃক্ষভক্ষ্যা ও বৃক্ষরুহা—এই কয়েকটি বন্দার পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বন্দা, বংদাল, তৈলঙ্গে বাজ্জিনীকে, মহারাষ্ট্রে বাদাংগুল কামরুথ, গুজরাটে বাংদো, আসামে রঘুমলা, কর্ণাটে বংদণিকে, বলে। ল্যাটিন নাম Viscum album। ইংরাজী নাম A Parasite Plant এ প্যারাসাইট্ প্ল্যান্ট্।

গুণ।—বাঁদরা শীতবীর্য, তিক্ত-কষায়-মধুররস, মঙ্গলকর ও রক্ষোঘ্ন।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বায়ু, রক্তদোষ, রক্ষোভয়, ব্রণ ও বিষদোষ নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

বটপত্রী

বটপত্রী তু কথিতা মোহিন্যৈরাবতী বুধৈঃ।
বটপত্রী কষায়োষ্ণা যোনিমূত্রগদাপহা ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

বড়পাথরকুচি

পর্য্যায়।—বটপত্রীকে পণ্ডিতগণ মোহিনী এবং ঐরাবতী বলিয়া থাকেন।

দেশেভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বড়পত্রী, মহারাষ্ট্রে বড়বতী ও তৈলঙ্গে পিণ্ডি এবং বণ্ডচেট্টু বলে। ইংরাজী নাম Lycopodium। ল্যাটিনে Coleus aromaticus।

পরিচয়।—ইহা পাষাণভেদী বিশেষ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বড় পাথরকুচি কষায়রস, উষ্ণবীর্য এবং যোনিব্যাপৎ ও মূত্ররোগ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

হিঙ্গুপত্রী

ত্বক্‌পত্রী হিঙ্গুপত্রী চ কর্বরী পৃথুলা পৃথুঃ
বাষ্পীকা বাষ্পিকা বাষ্পী দীর্ঘিকা দারুপত্রিকা ॥
হিঙ্গুপত্রী ভবেদ্রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা পাচনী কটুঃ।
হৃদ্বস্তিরুগ্বিবন্ধার্শঃ-শ্লেষ্মগুল্মানিলাপহা ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)

রাঁধুনী

পর্য্যায়।—ত্বক্‌পত্রী, হিঙ্গুপত্রী, কর্বরী, পৃথুলা, পৃথু, বাষ্পীকা, বাষ্পিকা, বাষ্পী, দীর্ঘিকা, দারুপত্রিকা—এই কয়েকটি রাঁধুনীর নাম। (ইহার পত্র হিঙ্গুর পত্র সদৃশ)। ল্যাটিনে Carum roxburghianum।

গুণ।—রাঁধুনি রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, পাচন ও কটুরস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা হৃদ্রোগ, বস্তিগত রোগ, বিবন্ধ, অর্শঃ, কফ, গুল্ম ও বায়ুনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

বংশপত্রী

বংশপত্রী বেণুপত্রী পিঙ্গা হিঙ্গুঃ শিবাটিকা।
হিঙ্গুপত্রীগুণৈস্তুল্যা বংশপত্রী চ কীর্ত্তিতা॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

বাঁশপাতা ঘাস

পর্য্যায়।—বংশপত্রী, বেণুপত্রী, পিঙ্গা, হিঙ্গু ও শিবাটিকা—এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে বেণুপত্রী, কর্ণাটে বিদিরয়েলে ও আসামে বাহপাত্তিয়া বন বলে। ল্যাটিনে Balanites roxburghii।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বাঁশপাতা ঘাস হিঙ্গুপত্রীর তুল্য গুণদায়ক। মাত্রা—চারি আনা।

মৎস্যাক্ষী

মৎস্যাক্ষী বাহ্লিকা মৎস্যগন্ধা মৎস্যাদনীতি চ।
মৎস্যাক্ষী গ্রাহিণী শীতা কুষ্ঠপিত্তকফাস্রজিৎ।
লঘুস্তিক্তা কষায়া চ স্বাদ্বী কটুবিপাকিনী॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

হিঞ্চেশাক

পর্য্যায়।—মৎস্যাক্ষী, বাহ্লিকা, মৎস্যগন্ধা ও মৎস্যাদনী—এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে মছেচ্ছী ও মছরিয়া এবং মহারাষ্ট্রে জলব্রাহ্মী। ল্যাটিনে Enhydra heloncha বলে।

গুণ।—হিঞ্চেশাক মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য, লঘু, তিক্ত-কষায়-মধুররস ও কটুবিপাক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কুষ্ঠ, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

সর্পাক্ষী

সর্পাক্ষী স্যাৎ তু গণ্ডালী তথা মুণ্ডকপালকঃ। *
সর্পাক্ষী কটুকা তিক্তা সোষ্ণা ক্রিমিনিকৃন্তনী।
বৃশ্চিকোন্দুরুসর্পাণাং বিষঘ্নী ব্রণরোপণী।

(মাত্রা—রক্তিকাত্রয়ম্)।

গন্ধনাকুলী

পর্য্যায়।—সর্পাক্ষী, গণ্ডালী ও মুণ্ডকপালক—এই কয়েকটি সর্পাক্ষীর পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দি নাম সহবটী গণ্ডনী। ল্যাটিনে Ophiorrhiza mungos বলে।

গুণ।—গন্ধনাকুলী কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, ব্রণরোপক ও ক্রিমিঘ্ন।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বৃশ্চিক, ইন্দুর ও সর্পের বিষ নাশক। মাত্রা—তিন রতি।

শঙ্খপুষ্পী

শঙ্খপুষ্পী তু শঙ্খাহ্বা মাঙ্গল্যকুসুমাপি চ।
শঙ্খপুষ্পী সরা মেধ্যা বৃষ্যা মানসরোগহৃৎ॥
রসায়নী কষায়োষ্ণা স্মৃতিকান্তিবলাগ্নিদা।
দোষাপস্মারভূতাশ্রী-কুষ্ঠক্রিমিবিষপ্রণুৎ॥

(মাত্রা—ষড্ রক্তিকাঃ)।

শঙ্খাহুলী / ডানকুনি

পর্য্যায়।—শঙ্খপুষ্পী, শঙ্খাহ্বা ও মাঙ্গল্যকুসুমা—এই কয়েকটি শঙ্খাহুলীর পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে শংখাহুলী, কৌড়িয়ালী, গুজরাটে শংখাবলী, মহারাষ্ট্রে ও বোম্বায়ে শংখোনী ও কর্ণাটে শঙ্খপুষ্পী বলে। ল্যাটিন নাম Evolvulus alsinoidies এবং Andropogon Aciculatum অ্যাণ্ড্রোপোগন অ্যাসিকুলেটম্।

গুণ।—শঙ্খপুষ্পী সারক, মেধাজনক, শুক্রবর্ধক, রসায়ন, কষায়রস, উষ্ণবীর্য, স্মৃতিজনক, কান্তিবর্ধক, বলকারক ও অগ্নির দীপক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মানসিক ব্যাধি, ত্রিদোষ, অপস্মার, ভূতদোষ, অলক্ষ্মী, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষনাশক। মাত্রা—এক আনা।

অর্কপুষ্পী

অর্কপুষ্পী ক্রূরকর্মা পয়স্যা জলকামুকা।
অর্কপুষ্পী ক্রিমিশ্লেষ্ম-মেহচিত্তবিকারজিৎ॥ (মাত্রা—একমাষকঃ)।

---

* নাড়ীকপালক ইতি বা পাঠঃ।

শ্বেতহুড়হুড়িয়া

পর্য্যায়।—অর্কপুষ্পী, ক্রূরকর্ম্মা, পয়স্যা ও জলকামুকা—এই কয়েকটি অর্কপুষ্পীর পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে অন্ধাহুলী, অর্কহুলী, দধিয়ার, ক্ষীরবৃক্ষ, গুজরাটে খরণের ও মহারাষ্ট্রে শিরডোড়ী বলে। ইংরাজী নাম Cleome Pentaphylla ক্লিওমি পেণ্টাফিলা। ল্যাটিন Holostemma rheedii.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শ্বেত হুড়হুড়িয়া ক্রিমি, কফ, মেহ ও মনোবিকার নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

লজ্জালুঃ

লজ্জালুঃ স্যাচ্ছমীপত্রা সমঙ্গাঞ্জলিকারিকা।
রক্তপাদী নমস্কারী নাম্না খদিরিকেত্যপি ॥
লজ্জালুঃ শীতলা তিক্তা কষায়া কফপিত্তজিৎ।
রক্তপিত্তমতীসারং যোনিরোগান্ বিনাশয়েৎ ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

লজ্জাবতী লতা

পর্য্যায়।—লজ্জালু, শমীপত্রা, সমঙ্গা, অঞ্জলিকারিকা, রক্তপাদী, নমস্কারী ও খদিরিকা—এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে লাজালু, লাজরী, সংকোরণী, হিন্দুস্থানে লজ্জাবন্তী, শর্ম্মানী, ছুইমুই, গুজরাটে রিশামণী, কর্ণাটে মুদিদরেমুরুটব বলে। ল্যাটিন নাম Mimosa pudica, মাইমোসা পিউডিকা।

গুণ।—লজ্জাবতী লতা শীতবীর্য ও তিক্ত-কষায় রস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, রক্তপিত্ত, অতিসার ও যোনিরোগ নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

বিশল্যকরণী

বিশল্যকরণী বল্যা ব্রণসন্ধানকারিণী।
বারয়েচ্ছোণিতস্রাবং রক্তাতীসারমুল্বণম্ ॥ (মাত্রা—ষড়রক্তিকাঃ)।

নির্ব্বিষী বা আয়াপান

পর্য্যায়।—আয়াপানের সংস্কৃত নাম বিশল্যকরণী। আসামে নাম আজলীপান। ল্যাটিনে Eupatorium ayapana.

* রক্তপাদী কটুঃ শীতা পিত্তাতীসারনাশিনী ।/ শোকানাহভ্রমশ্বাস-ব্রণকুষ্ঠকফাস্রনুৎ। রা. নি.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বলকারক, ব্রণসন্ধায়ক, রক্তস্রাব নিবারক ও রক্তাতিসার নাশক। মাত্রা—এক আনা।

অলম্বুষা

অলম্বুষা খরত্বক্ চ তথা মেদোগলা স্মৃতা।
অলম্বুষা লঘুঃ স্বাদুঃ ক্রিমিপিত্তকফাপহা॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

ফুল শোলা

পর্য্যায়।—অলম্বুষা, খরত্বক ও মেদোগলা—এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইংরাজী নাম A sort of sensitive Plant এ সর্ট অফ্ সেনসিটিভ্ প্লাণ্ট।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ফুলশোলা লঘু, মধুররস এবং ইহা ক্রিমি, কফ ও পিত্তনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

দুগ্ধিকা

দুগ্ধিকা স্বাদুপর্ণী স্যাৎ ক্ষীরা বিক্ষীরিণী তথা।
দুগ্ধিকোষ্ণা গুরুরুক্ষা বাতলা গর্ভকারিণী॥
স্বাদুক্ষীরা কটুস্তিক্তা সৃষ্টমূত্রমলাপহা।
স্বাদুর্বিষ্টম্ভিনী বৃষ্যা কফকুষ্ঠক্রিমিপ্রণুৎ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

ক্ষীরুই

পর্য্যায়।—দুগ্ধিকা, স্বাদুপর্ণী, ক্ষীরা ও বিক্ষীরিণী—এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে দুদ্ধী, দুধিয়া, দুধীকলব, গুজরাটে দুধলেমাটী, থোরদুধী, কর্ণাটে মরিজবণীগে, মহারাষ্ট্রে লঘু দুধি, থোরদুধি, তৈলঙ্গে পিলপাকচেট্টু ও ফারসীতে নিশাশত বলে। ল্যাটিন নাম Euphorbia pilulifera।

গুণ।—ক্ষীরুই উষ্ণবীর্য, গুরু, রুক্ষ, গর্ভজনক, বায়ুবর্ধক, স্বাদুক্ষীর, কটু-তিক্ত মধুররস, মলমূত্রনাশক, বিষ্টম্ভী ও শুক্রবর্ধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, কুষ্ঠ ও ক্রিমিনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

ভূম্যামলকী

ভূম্যামলকিকা প্রোক্তা শিবা তামলকীতি চ।
বহুপত্রা বহুফলা বহুবীর্য্যজটাপি চ॥

ভূধাত্রী বাতকৃৎ তিক্তা কষায়া মধুরা হিমা।
পিপাসাকাসপিত্তাস্র-কফকণ্ডুক্ষতাপহা॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

ভুঁই আমলা

পর্য্যায়।—ভূম্যামলকিকা, শিবা, তামলকী, বহুপত্রা, বহুফলা, বহুবীর্য্যা ও বহুজটা—এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ভদ্রআম্বলা, ভোম্নি আম্বরা, মহারাষ্ট্রে ভূয়আংবলী, গুজরাটে ভোংআংবলী, কর্ণাটে আরু্নেল্লী ও তৈলঙ্গে নেলাউসিরীকে বলে। ল্যাটিন নাম Phyllanthus niruri.

গুণ।—ভুঁইআমলা বায়ুবর্ধক, তিক্ত-কষায়-মধুররস ও শীতবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিপাসা, কাস, রক্তপিত্ত, কফ, কণ্ডু ও ক্ষত বিনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

ব্রাহ্মী মণ্ডূকপর্ণী চ

ব্রাহ্মী কপোতবঙ্কা চ সোমবল্লী সরস্বতী।
মণ্ডূকপর্ণী মাণ্ডূকী ত্বষ্ট্রী দিব্যা মহৌষধী॥
ব্রাহ্মী হিমা সরা তিক্তা লঘুর্মেধ্যা চ শীতলা।
কষায়া মধুরা স্বাদু-পাকায়ুষ্যা রসায়নী॥
স্বর্য্যা স্মৃতিপ্রদা কুষ্ঠ-পাণ্ডুমেহাস্রকাসজিৎ।
বিষশোথজ্বরহরী তদ্বন্মণ্ডূকপর্ণিনী॥ (মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

ব্রাহ্মী ও থুলকুড়ি

পর্য্যায়।—ব্রাহ্মী, কপোতবঙ্কা, সোমবল্লী ও সরস্বতী—এই কয়েকটি ব্রাহ্মীর পর্য্যায়।

পর্য্যায়।—মণ্ডূকপর্ণী, মাণ্ডূকী, ত্বষ্ট্রী, দিব্যা ও মহৌষধী—এই কয়েকটি মণ্ডূকপর্ণীর নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ব্রাহ্মী ও মণ্ডূকপর্ণীকে হিন্দুস্থানে বরংভী, ব্রহ্মী, চরেলী, খুলখুড়ি ও শ্বেতচমনী, তৈলঙ্গে শম্বুনীচেট্টু, মণ্ডূকব্রহ্মী, বোম্বায়ে বাম, তামিলে বীমী, বল্লরীকেরী এবং মহারাষ্ট্রে ব্রহ্মমাণ্ডুকী, ব্রাহ্মী, গুজরাটে বিম্বাব্রাহ্মী, খরভরামী, কর্ণাটে ঔদেলগ, ফারসীতে জনরব বলে। থুলকুড়ির ল্যাটিন নাম Hydrocotyle asiatica। ব্রাহ্মীর নাম Bramia indica ব্র্যামীয়া ইণ্ডিকা।

* ভূধাত্রী, চ কষায়াম্ল-পিত্তমেহবিনাশিনী। / শিশিরা মূত্ররোধার্ত্তি-শমনী দাহনাশিনী॥ রা. নি.।

গুণ।—ব্রাহ্মী শীতবীর্য, সারক, তিক্ত-কষায়-মধুররস, লঘু, মেধাজনক, স্পর্শে শীতল, মধুরবিপাক, আয়ুষ্কর রসায়ন, স্বরবর্ধক ও স্মৃতিপ্রদ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, রক্তদোষ, কাস, বিষদোষ, শোথ ও জ্বরনাশক।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মণ্ডূকপর্ণীও ব্রাহ্মীর ন্যায় গুণকারক। মাত্রা—প্রত্যেকের চারি আনা।

দ্রোণপুষ্পী

দ্রোণা চ দ্রোণপুষ্পী চ ফলেপুষ্পা চ কীর্ত্তিতা।
দ্রোণপুষ্পী গুরুঃ স্বাদূরুক্ষোষ্ণা বাতপিত্তকৃৎ॥
সতীক্ষ্ণলবণা স্বাদু-পাকা কটু চ ভেদিনী।
কফামকামলাশোথ-তমকশ্বাসজন্তুজিৎ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

ঘলঘসিয়া

পর্য্যায়।—দ্রোণা, দ্রোণপুষ্পী ও ফলেপুষ্পা -এই কয়েকটি ঘলঘসিয়ার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে তুংবা, কুম্ভা, কর্ণাটে তুংব, হিন্দুস্থানে গুমা, গোমা, গুজরাটে কুবো এবং তৈলঙ্গে লতুগতুম্মি বলে। ল্যাটিনে **Leucas linifolia** বলে।

গুণ।—ঘলঘসিয়া গুরু, লবণ-মধুর-কটু রস, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য, বায়ু ও পিত্তবর্ধক, তীক্ষ্ণ, মধুর-বিপাক ও ভেদক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, আম, কামলা, শোথ, তমকশ্বাস ও ক্রিমিনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

সুবর্চ্চলা

সুবর্চ্চলা সূর্য্যভক্তা বরদা বদরাপি চ।
সূর্য্যাবর্ত্তা রবিপ্রীতাঽপরা ব্রহ্মসুবর্চ্চলা॥
সুবর্চ্চলা হিমা রুক্ষা স্বাদুপাকা সরা গুরুঃ।
অপিত্তলা কটুঃ ক্ষারা বিষ্টম্ভকফবাতজিৎ॥
অন্যা তিক্তা কষায়োষ্ণা সরা রুক্ষা লঘুঃ কটুঃ॥
নিহন্তি কফপিত্তাস্র-শ্বাসকাসারুচিজ্বরান্।
বিস্ফোটকুষ্ঠমেহাস্র-যোনিরুক্ক্রিমিপাণ্ডুতাঃ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

হুড়্হুড়ে / শুল্টে

পরিচয়।—শ্বেত ও পীত ভেদে সুবর্চ্চলা দ্বিবিধ।

পর্য্যায়।—সুবর্চ্চলা, সূর্য্যভক্তা, বরদা, বদরা, সূর্য্যাবর্ত্তা রবিপ্রীতা, ও ব্রহ্মসুদুর্ল্লভা—এই কয়েকটি শ্বেত হুড়্হুড়ের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে হুরহুজ, ব্রহ্মসোঞ্চলী, সোঞ্চলী, গুজরাটে সুরজমুখী, কর্ণাটে হুরহুর আদিত্যভক্তি, তৈলঙ্গে সূর্যকান্তিপু, মহারাষ্ট্রে সূর্যফুল, ফারসীতে গুলেআফতাপরস্ত, আরবীতে অরদমুন। ল্যাটিন নাম Cleome viscosa ক্লিওমি ভিসকোসা। ইংরাজী Sunflower.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শীতবীর্য, রুক্ষ, মধুরবিপাক, সারক, গুরু, সক্ষারকটুরস এবং বিষ্টম্ভ, কফ ও বায়ু নাশক। ইহা পিত্তকর নহে।

পর্য্যায়।—পীতহুড়্হুড়ের পর্য্যায় ব্রহ্মসুদুর্লভা। ল্যাটিন Gynandropsis pentaphylla.

গুণ।—ইহা তিক্ত-কষায়-কটুরস, উষ্ণবীর্য, সারক, রুক্ষ এবং লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, অরুচি, জ্বর, বিস্ফোট, কুষ্ঠ, মেহ, রক্তদোষ, যোনিব্যাপৎ, ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগ নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

বন্ধ্যাকর্কোটকী

বন্ধ্যাকর্কোটকী দেবী কন্যা যোগেশ্বরীতি চ।
নাগারির্নক্রদমনী বিষকণ্টকিনী তথা॥
বন্ধ্যাকর্কোটকী লঘ্বী কফঘ্নুদ্ ব্রণশোধিনী।
সর্পদর্পহরী তীক্ষ্ণা বিসর্পবিষহারিণী॥ * (মাত্রা—একমাষকঃ)।

তিৎকাঁকরোল

পর্য্যায়।—বন্ধ্যাকর্কোটকী, দেবী, কন্যা, যোগেশ্বরী, নাগারি, নক্রদমনী ও বিষকণ্টকিনী—এই কয়েকটি তিৎকাঁকরোলের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বাংঝখখসা, বাভূখসা, বাঁঝকলোড়া, মহারাষ্ট্রে বাংঝকর্টোলী, গুজরাটে বাঁঝকণ্টোলা, কর্ণাটে বংজেমডুবাগলু এবং বোম্বায়ে বংঝাকণ্টোলী বলে। ল্যাটিনে Momordica dioica বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—তিৎকাঁকরোল লঘু, ব্রণনাশক, তীক্ষ্ণ এবং কফ, সর্পদর্প, বিসর্প ও বিষনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

---

* বন্ধ্যাকর্কোটকী তিক্তা কটূষ্ণা চ কফাপহা। / স্থাবরাদিবিষঘ্নী চ শস্ততে সা রসায়নে॥ রা· নি·।

মার্কণ্ডিকা

মার্কণ্ডিকা ভূমিবল্লী মার্কণ্ডী মৃদুরেচনী।
মার্কণ্ডিকা কুষ্ঠহরা ঊর্দ্ধাধঃকায়শোধিনী॥
বিষদুর্গন্ধকাসঘ্নী গুল্মোদরবিনাশিনী॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

কাঁকরোল বিশেষ

পর্য্যায়:—মার্কণ্ডিকা, ভূমিবল্লী, মার্কণ্ডী ও মৃদুরেচনী—এই কয়েকটি মার্কণ্ডিকার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ভূইখখসা, ভূমিপ্রসারণশীল, বোম্বায়ে ভূইতরবড়, মহারাষ্ট্রে সোণামুখী, গুজরাটে মীঠীআবল্যা, কর্ণাটে অলাডবল্লী, তৈলঙ্গে নেলত্তংঘড়ী, ফারসীতে সনা, আরবীতে সনা, আসামে কাঁকিরল, ইংরাজীতে Alexandriain Sena। ল্যাটিনে Sennafolia বলে।

গুণ।—ইহা বমনবিরেচন ক্রিয়া দ্বারা দেহের ঊর্দ্ধাধমার্গ শোধন করে।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কুষ্ঠ, বিষ, দুর্গন্ধ, কাস, গুল্ম ও উদর রোগনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

দেবদালী

দেবদালী তু বেণী স্যাৎ কর্কটী চ গরাগরী।
দেবতাড়ো বৃত্তকোশস্তথা জীমূত ইত্যপি।
পীতাপরা খরস্পর্শা বিষঘ্নী গরনাশিনী॥
দেবদালী রসে তিক্তা কফার্শঃশোথপাণ্ডুতাঃ।
নাশয়েদ্ বামনী তীক্ষ্ণা ক্ষয়হিক্কাক্রিমিজ্বরান্॥
দেবদালীফলং তিক্তং ক্রিমিশ্লেষ্মবিনাশনম্।
স্রংসনং গুল্মশূলঘ্নমর্শোঘ্নং বাতজিৎ পরম্॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

ঘোষা

পর্য্যায়।—দেবদালী, বেণী, কর্কটী, গরাগরী, দেবতাড়, বৃত্তকোশ ও জীমূত—এই কয়েকটি দেবদালীর পর্যায়। ইহা ঘোষাভেদ।

অপর একপ্রকার পীতবর্ণ দেবদালী আছে, তাহার পর্যায়।—খরস্পর্শা, বিষঘ্নী ও গরনাশিনী।

* দেবদালী রসে পাকে তিক্তা তীক্ষ্ণা বিষাপহা। / বামনী হন্তি গুদজ-কফশোফামকামলাঃ। জ্বরকাসারুচিশ্বাস-হিক্কাপাণ্ডুক্ষয়কৃমীন্॥ রা. নি.।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বিন্দলী, সোনৈয়া, ঘঘরবেল, গুজরাটে কুকড়বেল্য, মহারাষ্ট্রে দেবদালী, দেবডঙ্গরীফল, কর্ণাটে ডেবডঙ্গর, তৈলঙ্গে ভাতবগংড়ি লতাবিশেষম্ ও যাবনিক ভাষায় বন্দাল বলে। ইংরাজী নাম Andropogon Serratus, Bristly Lufia। ল্যাটিনে Luffa echinata বলে।

ফলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ঘোষাফল তিক্তরস, স্রংসনগুণযুক্ত এবং ইহা ক্রিমি, কফ, গুল্ম, শূল, অর্শঃ ও বায়ুনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

জলপিপ্পলী

জলপিপ্পল্যভিহিতা শারদী শকুলাদনী।
মৎস্যাদনী মৎস্যগন্ধা লাঙ্গলীত্যপি কীর্ত্তিতা॥
জলপিপ্পলিকা হৃদ্যা চক্ষুষ্যা শুক্রলা লঘুঃ।
সংগ্রাহিণী হিমা রুক্ষা রক্তদাহব্রণাপহা।
কটুপাকরসা রুচ্যা কষায়া বহ্নিবর্দ্ধিনী॥
(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্)।

কাঁচড়া ঘাস

পর্য্যায়।—জলপিপ্পলী, শারদী, শকুলাদনী, মৎস্যাদনী, মৎস্যগন্ধা ও লাঙ্গলী—এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে পনিসিগা গঙ্গতিরিয়া ও জলপিপর, মহারাষ্ট্রে জলপিপ্পলী, গুজরাটে রতবেলিয়ো, কর্ণাটে হোমুগুলু, ফারসীতে পীপল আবী, আরবীতে ফিলফিলমায়। ইংরাজী Purple Lippia, ল্যাটিন নাম Lippia nodifiora.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কাঁচড়া ঘাস হৃদয়গ্রাহী, চক্ষুর হিতকারক, শুক্রবর্ধক, লঘু, ধারক, শীতবীর্য, রুক্ষ, কটুকষায়রস, কটুবিপাক, রুচিকারক, অগ্নিবর্ধক এবং রক্তদোষ, দাহ ও ব্রণনাশক। মাত্রা—আধ তোলা।

গোজিহ্বা

গোজিহ্বা গোজিকা গোভী দার্ব্বিকা খরপর্ণিনী।
গোজিহ্বা বাতলা শীতা গ্রাহিণী কফপিত্তনুৎ॥
হৃদ্যা প্রমেহকাসাস্র-ব্রণজ্বরহরী লঘুঃ।
কোমলা তুবরা তিক্তা স্বাদুপাকরসা স্মৃতা॥ *
(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্)।

---

* গোজিহ্বা কটুকা তিক্তা শীতলা ব্রণরোপিণী। / পিত্তং সর্ববিষং হন্তি কাসারুচিবিনাশিনী॥ রা. নি.।

গোজিয়া শাক

পর্য্যায়।—গোজিহ্বা, গোজিকা, গোভী, দার্ব্বিকা ও খরপর্ণিনী—এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে গোজিয়া, গোভী, তৈলঙ্গে যেদ্রনালুক-চেট্টু ও ভারলিকচেট্টু, মহারাষ্ট্রে পাথরী, গুজরাটে ভোপাথরী, ফারসীতে কলমরুভী বলে। ল্যাটিন নাম Elephantopsus scaber এলিফ্যাণ্টোপসস্ স্ক্যাবার।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—গোজিয়াশাক বায়ুবর্ধক, শীতবীর্য, ধারক, কফপিত্ত-নাশক, হৃদয়গ্রাহী, লঘু, কোমল, তিক্ত-কষায়-মধুররস, মধুরবিপাক এবং মেহ, কাস, রক্তদোষ, ব্রণ ও জ্বরনাশক। মাত্রা—আধ তোলা।

নাগদমনী

বিজ্ঞেয়া নাগদমনী বলামোটা বিষাপহা।
নাগপুষ্পী নাগপত্রা মহাযোগেশ্বরীতি চ॥
বলামোটা কটুস্তিক্তা লঘুঃ পিত্তকফাপহা।
মূত্রকৃচ্ছ্র ব্রণান্ রক্ষো নাশয়েজ্জালগর্দ্দভম্॥
উদরাধ্মানশমনী কোষ্ঠশোধনকারিণী॥
সর্ব্বগ্রহপ্রশমনী নিঃশেষবিষনাশিনী।
জয়ং সর্ব্বত্র কুরুতে ধনদা সুমতিপ্রদা॥

(মাত্রা—দো মাষকৌ)।

নাগদানা

পর্য্যায়—নাগদমনী, বলামোটা, বিষাপহা, নাগপুষ্পী, নাগপত্রা ও মহাযোগেশ্বরী—এই কয়েকটি নাগদানার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে নাগদৌন ও নাগদমন, তৈলঙ্গে ঈশ্বরীচেট্টু দরণমু, তামিলে মাচীপত্রী, বোম্বায়ে দবণা, নেপালে তিতাপাত, মহারাষ্ট্রে নাগদবণী, গুজরাটে নাগড়মণ, কর্ণাটে নাগদমনী। ইহার ইংরাজী নাম Indian Worm Wood ইণ্ডিয়ান্ ওয়ারম্ উড্। ল্যাটিনে Artemesia vulgaris বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নাগদানা কটু-তিক্তরস, লঘু, কফপিত্তনাশক, রক্ষোঘ্ন এবং ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, ব্রণ ও জালগর্দ্দভ নিবারক, উদরাধ্মান-প্রশমক, কোষ্ঠবিশোধক ও বিষনাশক। নাগদানা সর্বত্র জয়কারক, গ্রহদোষনিবারক এবং ধন ও সুমতিপ্রদ। মাত্রা—চারি আনা।

বেল্লন্তরঃ

বেল্লন্তরো জগতি বীরতরুঃ প্রসিদ্ধঃ,
শ্বেতাসিতারুণবিলোহিতনীলপুষ্পঃ।
স্যাজ্জাতিতুল্যকুসুমঃ শমিসূক্ষ্মপত্রঃ,
স্যাৎ কণ্টকী বিজলদেশজ এষ বৃক্ষঃ॥
বেল্লন্তরো রসে পাকে তিক্তস্তৃষ্ণাকফাপহঃ।
মূত্রাঘাতাশ্মজিদ্ গ্রাহী যোনিমূত্রানিলার্ত্তিজিৎ॥

(মাত্রা—দো মাষকৌ)।

বীরতরু

পরিচয়।—বেল্লন্তর ইহা জগতে বীরতরুনামে প্রসিদ্ধ। ইহার পুষ্প শ্বেত, কৃষ্ণ, অরুণ, গাঢ় লোহিত বা নীলবর্ণ হয়। আকৃতি জাতিপুষ্পসদৃশ, পত্র শমীপত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম, এই বৃক্ষ কণ্টকাবৃত, ইহা জলবিরহিত স্থানে জন্মে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বীরতরু রসে ও পাকে তিক্ত, ইহা মলসংগ্রাহক এবং তৃষ্ণা, কফ, মূত্রাঘাত অশ্মরী, যোনিরোগ, মূত্ররোগ ও বায়ুরোগ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

ছিক্কনী

ছিক্কনী ক্ষবকৃৎ তীক্ষ্ণা ছিক্কিকা ঘ্রাণদুঃখদা।
ছিক্কনী কটুকা রুচ্যা তীক্ষ্ণোষ্ণা বহ্নিপিত্তকৃৎ।
বাতরক্তহরী কুষ্ঠ-ক্রিমিবাতকফাপহা॥

হাঁচুটী

পর্য্যায়।—ছিক্কনী, ক্ষবকৃৎ, তীক্ষ্ণা, ছিক্কিকা ও ঘ্রাণদুঃখদা—এই কয়েকটি একার্থ-বাচক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দীনাম নাকছিকনী, মহারাষ্ট্রে নাকশিকণী, গুজরাটে নাকছিকণী, ফারসীতে বেরগা উজবাৎ, আরবীতে উফরক কুদুশ, ল্যাটিনে Centipeda orbicularis বলে। ইংরাজী নাম Artemesia Sternutatoria আরটিমিসিয়া ষ্টার্নুটেটোরিয়া।

গুণ।—হাঁচুটী কটুরস, রুচিকারক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, অগ্নিবর্ধক ও পিত্তজনক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ক্রিমি, বায়ু ও কফনাশক। মাত্রা—যুক্ত।

কুকুন্দরঃ

কুকুন্দরঃ পীতপুষ্পঃ কুকুরজ্রুর্মৃদুচ্ছদঃ।
কুকুন্দরঃ কটুস্তিক্তো জ্বররক্তকফাপহঃ॥
রক্তপিত্তমতীসারং দাহং ঘোরং নিহন্তি চ।
তন্মূলমাদ্রং নিক্ষিপ্তং বদনে মুখশোষহৃৎ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

কুকুরশোঁকা বা কুকুরমুতা

পর্য্যায়।—কুকুন্দর, পীতপুষ্প, কুকুরজ্রু, মৃদুচ্ছদ—এই কয়েকটি কুকুরশোঁকার পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম কুকুরৌন্দা, মহারাষ্ট্রে কুকুরবন্দা, গুজরাটে কোকরুন্দা,' ফারসীতে কমাকিস্‌স্‌, আরবীতে সনৌবরুল অদ এবং ল্যাটিনে Celsia coromandeliana বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কুকুরশোঁকা কটু-তিক্তরস এবং জ্বর রক্তদোষ ও কফনাশক। ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত অতিসার ও ঘোর দাহ প্রশমিত হয়। কুকুন্দরের কাঁচা মূল মুখে রাখিলে মুখশোষ নিবারিত হইয়া থাকে। মাত্রা—চারি আনা।

সুদর্শনা

সুদর্শনা সোমবল্লী চক্রাহ্বা মধুপর্ণিকা।
সুদর্শনা স্বাদুরুষ্ণা কফশোফাস্রবাতজিৎ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

পদ্মগুলঞ্চ

পর্য্যায়। সুদর্শন, সোমবল্লী, চক্রাহ্বা ও মধুপর্ণিকা—এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ। ইহার হিন্দী নাম সুদর্শন। ল্যাটিনে Tinospera tomentosa বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পদ্মগুলঞ্চ মধুর রস, উষ্ণবীর্য এবং কফ, শোথ ও বাতরক্ত নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

আখুপর্ণী

আখুপর্ণী আখুকর্ণী পর্ণিকা ভূদরীভবা।
আখুকর্ণী কটুস্তিক্তা কষায়া শীতলা লঘুঃ।
বিপাকে কটুকা মূত্র-কফাময়ক্রিমিপ্রণুৎ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

ইন্দুরকাণি পানা

পর্য্যায়।—আখুপর্ণী, আখুকর্ণী, পর্ণিকা ও ভূদরীভবা—এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মুসাকানী বা উন্দুরকর্ণী, মহারাষ্ট্রে উন্দিরকানী ভোপনী, কর্ণাটে বল্লীহর্হে, গুজরাটে উন্দরকনী, তৈলঙ্গে এলুকচেবিচেট্টু, ফারসীতে গোরোমুখ, সভর, আরবীতে রাজনুল্ফার ও ইউনানীতে শরদম্, ল্যাটিনে **Ipomoea reniformis** বলে।

গুণ।—ইন্দুরকাণী কটু-তিক্ত-কষায়রস, শীতবীর্য, লঘু ও কটুবিপাক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মূত্র, কফ ও ক্রিমিরোগ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

ময়ূরশিখা

ময়ূরাহ্বশিখা প্রোক্তা সহস্রাহির্মধুচ্ছদা।
নীলকণ্ঠশিখা লঘ্বী পিত্তশ্লেষ্মাতিসারজিৎ।
মধুরা মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নী বালগ্রহবিনাশিনী॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

ময়ূরশিখা

পর্য্যায়।—ময়ূরশিখা, সহস্রাহি ও মধুচ্ছদা, নীলকণ্ঠশিখা। এই কয়েকটি ময়ূর-শিখার নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মোরশিখা (লালমুর্গা), ফারসীতে অসনানে, অসলান, মহারাষ্ট্রে ময়ূরশিখা, গুজরাটে মোরশিখা, কর্ণাটে হোরেয়স্থুব ও তৈলঙ্গে ময়ূরশিখিয়নে ক্ষুপবিশেশমু, ল্যাটিনে Celosia cristata বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ময়ূরশিখা লঘু, মধুর-রস এবং ইহা পিত্ত, কফ, অতিসার, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বালরোগ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

ইতি গুড়ুচ্যাদিবর্গ।

অথ পুষ্পবর্গ

কমলম্

বা পুংসি পদ্মং নলিনমরবিন্দং মহোৎপলম্।
সহস্রপত্রং কমলং শতপত্রং কুশেশয়ম্॥
পঙ্কেরুহন্তামরসং সারসং সরসীরুহম্।
বিসপ্রসূনরাজীব-পুষ্করাম্ভোরুহাণি চ॥

কমলং শীতলং বর্ণ্যং মধুরং কফপিত্তজিৎ।
তৃষ্ণাদাহাস্রবিস্ফোট-বিষবিসর্পনাশনম্ ॥
বিশেষতঃ সিতং পদ্মং পুণ্ডরীকমিতি স্মৃতম্।
রক্তং কোকনদং জ্ঞেয়ং নীলমিন্দীবরং স্মৃতম্ ॥
পুণ্ডরীকং স্বাদু শীতং তিক্তং রক্তরুজাপহম্।
কফং দাহং শ্রমং পিত্তং পিপাসাঞ্চ বিনাশয়েৎ।
তস্মাদল্পগুণং কিঞ্চিদন্যদ্ রক্তোৎপলাদিকম্ ॥ *

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্)।

পদ্ম

পর্য্যায়।—পদ্ম, নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল, সহস্রপত্র, কমল, শতপত্র, কুশেশয়, পঙ্কেরুহ, তামরস, সারস, সরসীরুহ, বিসপ্রসূন, রাজীব, পুষ্কর ও অম্ভোরুহ—এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে কমল, তৈলঙ্গে তম্মিযুব্ব, কালাবা, তামিলে অম্বল, কর্ণাটে বিলীয়তাবরে, আসামে পদুম, ফারসীতে নীলুফর, গুলনীলোফর, আরবীতে করংবুলমা, বর্দনীলোফর বলে। ল্যাটিন নাম Nelumbium, Speciosum, Salvadora indica, নেলম্বিয়ম, স্পেসিওসম, সালভাডোরা ইণ্ডিকা। ইংরাজীতে Lotus বলে।

গুণ।—পদ্ম শীতবীর্য, বর্ণপ্রসাদক ও মধুররস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, বিস্ফোট, বিষ ও বিসর্প নাশক।

রূপভেদে নামান্তর।—শ্বেতপদ্মকে পুণ্ডরীক, রক্তপদ্মকে কোকনদ এবং নীলপদ্মকে ইন্দীবর কহে।

দেশভেদে নামভেদ।—শ্বেতপদ্মকে হিন্দীতে সফেদ কোমল, মহারাষ্ট্রে পাণ্টরে কমল, কর্ণাটে কেদাবরে, গুজরাটে ধোলাকমল ও তৈলঙ্গে নালাবা কালাবা তেল্লনামর

শ্বেতকমলগুণাঃ

শ্বেতন্তু কমলং শীতং স্বাদু তিক্তং কষায়কম্। / মধুরং বর্ণকৃন্নেত্র্যং রক্তদোষতৃষাপহম্ ॥ / কফং পিত্তং শ্রমং দাহং তৃষ্ণাং শোথং ব্রণং জ্বরম্। / সর্ব্ববিস্ফোটকঞ্চৈব নাশয়েদিতি কীর্ত্তিতম্ ॥

* রক্তকমলগুণাঃ

কোকনদং কটু তিক্তং মধুরং শিশিরঞ্চ রক্তদোষহরম্। / পিত্তকফবাতশমনং সন্তর্পণকরণং বৃষ্যম্ ॥

নীলাব্জং শীতলং স্বাদু সুগন্ধি পিত্তনাশকৃৎ। /রুচ্য রসায়নে শ্রেষ্ঠং কেশ্যঞ্চ দেহদার্ঢ্য কৃৎ ॥ রা. নি.।

বলে। ইহার ইংরাজী নাম White Lotus, হোয়াইট লোটাস্। নীলোৎপলকে হিন্দুস্থানে নীলকমল, নীলকমোদিনী, মহারাষ্ট্রে নীলেংকমল, কর্ণাটে নেইদিলু ও তৈলঙ্গে নল্তকুলবু, ল্যাটিনে Nymphaea stellatta, নিম্ফাইয়া ষ্টেলাটা বলে। রক্তপদ্মকে হিন্দীতে লালকমল, মহারাষ্ট্রে তাবড্যেং কমল, গুজরাটে রাতনা উঘেড়েতে, কর্ণাটে করিয়া তাঁবরে, তৈলঙ্গে এর্‍রা কালবা বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শ্বেতপদ্ম শীতবীর্য, মধুর-তিক্তরস এবং ইহা রক্তজ রোগ, কফ, দাহ, শ্রম, পিত্ত ও পিপাসা নাশক। রক্তোৎপল প্রভৃতি ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প গুণযুক্ত। মাত্রা—অর্ধ তোলা।

পদ্মিনী

মূলনালদলোৎফুল্ল-ফলৈঃ সমুদিতা পুনঃ।
পদ্মিনী প্রোচ্যতে প্রাজ্ঞৈর্বিসিন্যাদি চ সা স্মৃতা ॥
পদ্মিনী শীতলা গুর্বী মধুরা লবণা চ সা।
পিত্তাসৃক্‌কফনুদ্রুক্ষা বাতবিষ্টম্ভকারিণী ॥* (মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

পর্য্যায়।—মূল, নাল, পত্র ও ফল এই সমস্ত অংশ সংযুক্ত পদ্মকে পণ্ডিতগণ পদ্মিনী, বিসিনী, নলিনী ও কমলিনী প্রভৃতি সংজ্ঞা দিয়া থাকেন।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পদ্মিনী শীতবীর্য, গুরু, মধুর-লবণরস, রক্তপিত্তনাশক, কফঘ্ন ও রুক্ষ। ইহা বাতবিষ্টম্ভকারক। মাত্রা—চারি আনা।

পদ্মস্য নবপত্রাদি

সংবর্ত্তিকা নবদলং বীজকোষস্তু কর্ণিকা।
কিঞ্জল্কঃ কেশরঃ প্রোক্তো মকরন্দো রসঃ স্মৃতঃ ॥
পদ্মনালং মৃণালং স্যাৎ তথা বিসমিতি স্মৃতম্ ॥
সংবর্ত্তিকা হিমা তিক্তা কষায়া দাহতৃট্‌প্রণুৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রগুদব্যাধি-রক্তপিত্তবিনাশিনী ॥
পদ্মস্য কর্ণিকা তিক্তা কষায়া মধুরা হিমা।
মুখবৈশদ্যকৃল্লঘ্বী তৃষ্ণাস্রকফপিত্তনুৎ ॥
কিঞ্জল্কঃ শীতলো বৃষ্যঃ কষায়ো গ্রাহকোঽপি সঃ।
কফপিত্ততৃষাদাহ-রক্তার্শোবিষ'শোথজিৎ ॥
মৃণালং শীতলং বৃষ্যং পিত্তদাহাস্রজিদ্গুরু।
দুর্জ্জরং স্বাদুপাকঞ্চ স্তন্যানিলকফপ্রদম্ ॥
সংগ্রাহি মধুরং রুক্ষং শালূকমপি তদ্‌গুণম্ ॥
(মাত্রা—মাষকদ্বয়াৎ তোলকং যাবৎ)।

---

* পদ্মিনী মধুরা তিক্তা কষায়া শিশিরা পরা। / পিত্তক্রিমিশোষবান্তি-ভ্রান্তিসন্তাপশান্তিকৃৎ ॥ রা. নি.।

পর্য্যায়।—পদ্মের নূতন পত্রকে সংবর্ত্তিকা, বীজকোষকে কর্ণিকা, কেশরকে কিঞ্জল্ক, পুষ্পরসকে মকরন্দ এবং নালকে মৃণাল ও বিস বলা যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—মৃণালকে হিন্দীতে কমলকী নাল বা দণ্ডী, মহারাষ্ট্রে কমলাচা দেঁট, কর্ণাটে কমল দন্‌লু, তৈলঙ্গে তামরতুণ্ড ও তামরতোগে বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সংবর্ত্তিকা শীতবীর্য, তিক্ত-কষায়রস এবং ইহা দাহ, পিপাসা, মূত্রকৃচ্ছ, গুহ্যব্যাধি (অর্শঃ প্রভৃতি) ও রক্তপিত্তবিনাশক।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পদ্মের কর্ণিকা তিক্ত-কষায়-মধুররস, শীতবীর্য মুখবৈশদ্যকারক, লঘু এবং ইহা তৃষ্ণা, রক্তদোষ, কফ ও পিত্তনাশক।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কিঞ্জল্ক শীতবীর্য, শুক্রবর্ধক, কষায়রস ও ধারক এবং ইহা কফ, পিত্ত, পিপাসা, দাহ, রক্তার্শঃ বিষ ও শোথনাশক।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মৃণাল শীতবীর্য, শুক্রবর্ধক, গুরু, দুষ্পাচ্য, মধুরবিপাক, স্তন্যবর্ধক, বায়ুজনক, কফকারক, মলসংগ্রাহক, মধুররস ও রুক্ষ এবং ইহা পিত্ত, দাহ ও রক্তদুষ্টি নাশক। পদ্মের মূলও মৃণালতুল্য গুণযুক্ত। ইহাদের মাত্রা—চারি আনা হইতে এক তোলা পর্যন্ত।

পদ্মবীজম্

পদ্মবীজন্তু পদ্মাক্ষং গালোড্যং পদ্মকর্কটী।
পদ্মবীজং হিমং স্বাদু কষায়ং তিক্তকং গুরু॥
বিষ্টম্ভি বৃষ্যং রুক্ষঞ্চ গর্ভস্থ স্থাপকং পরম্।
কফবাতহরং বল্যং গ্রাহি পিত্তাস্রদাহনুৎ॥

পর্য্যায়।—পদ্মবীজ, পদ্মাক্ষ, গালোড্য ও পদ্মকর্কটী—এইগুলি একপর্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দিতে কমলগট্টা, মহারাষ্ট্রে কমলাক্ষ, গুজরাটে কমলকাকড়া, কর্ণাটে পদ্মাক্ষ, তৈলঙ্গে তামরকাড়া, আরবীতে বালকেকুবত্তি বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পদ্মবীজ শীতবীর্য, মধুর-তিক্ত-কষায় রস, গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, বৃষ্য, রুক্ষ, গর্ভস্থাপক, বলবর্ধক, মলসংগ্রাহক এবং কফ, বাত ও রক্তপিত্ত দাহ নাশক।

স্থলকমলম্

পদ্মচারিণ্যতিচরাব্যথা পদ্মা চ শারদা।
পদ্মানুষ্ণা কটুস্তিক্তা কষায়া কফবাতজিৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মশূলঘ্নী শ্বাসকাসবিষাপহা॥

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্)।

স্থলপদ্ম

পর্য্যায়।—পদ্মচারিণী, অতিচরা, অব্যথা, পদ্মা ও শারদা—এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে স্থলকমলিনী, স্থলপদ্মমনেপুস্তম্, আসামে থল পদ্ম ও কর্ণাটে কলুদাবরে। ল্যাটিনে Jussiaea suffruticosa বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—স্থলপদ্ম অনুষ্ণ, কটু-তিক্ত-কষায় রস এবং ইহা কফ, বায়ু, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, শূল, শ্বাস, কাস ও বিষনাশক। মাত্রা—অর্ধ তোলা।

কুমুদম্

শ্বেতং কুবলয়ং প্রোক্তং কুমুদং কৈরবং তথা।

কুমুদং পিচ্ছিলং স্নিগ্ধং মধুরং হ্লাদি শীতলম্॥ *

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্)।

হেলা

পর্য্যায়।—শ্বেতকুমুদকে কুবলয়, কুমুদ ও কৈরব কহে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে কোঈ, কমোদিনী বঘোলা, মহারাষ্ট্রে পাটরেং উৎপল, কর্ণাটে বিলিয়েতেইটিলু ও গুজরাটে পোরণা বলে। ল্যাটিন নাম Nymphaea alba নিম্ফাইয়া এলবা।

গুণ।—কুমুদ পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, মধুররস, আহ্লাদজনক এবং শীতবীর্য। মাত্রা—অর্ধ তোলা।

কুমুদিনী

কুমুদ্বতী কৈরবিকা তথা কুমুদিনীতি চ।

সা তু মূলাদিসর্ব্বাঙ্গৈরুক্তা সমুদিতা বুধৈঃ।

পদ্মিন্যা যে গুণাঃ প্রোক্তাঃ কুমুদিন্যাশ্চ তে স্মৃতাঃ।

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্)।

ছোটসুন্দী / সুন্দীঝাড়

পর্য্যায়।—কুমুদ্বতী, কৈরবিকা ও কুমুদিনী—এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম তৈলঙ্গে কলুবলুগু কোলিনু, কলুবপুব্বুলু।

পরিচয়।—মূলাদি সর্বাঙ্গের সহিত সমুদিতা কুমুদকে কুমুদিনী বলা যায়।

গুণাদি।—পূর্বে পদ্মিনীর যে-সকল গুণ বর্ণিত হইযাছে, কুমুদিনীরও সেই সকল গুণ জানিবে। মাত্রা—অর্ধ তোলা।

* কুমুদং শীতলং স্বাদু পাকে তিক্তং কফাপহম্। / রক্তদোষহরং দাহ-শ্রমপিত্ত-প্রশান্তিকৃৎ॥ রা. নি.।

কহ্লারম্

সৌগন্ধিকন্তু কহ্লারং হল্লকং রক্তসন্ধ্যকম্।
কহ্লারং শীতলং গ্রাহি বিষ্টম্ভি গুরু রুক্ষণম্॥

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্)।

শ্বেতসুঁদি ও লাল সুঁদি

পর্য্যায়।—সৌগন্ধিক ও কহ্লার—এই দুইটি শ্বেতসুঁদির এবং হল্লক ও রক্তসন্ধ্যক—এই দুইটি লালসুঁদির পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে তৈলঙ্গে কেদ্দিগা এরগাবুংড়ি, বাসনগলকলুব বলে। ল্যাটিন নাম Nymphaea lotus নিমফাইয়া লোটাস্।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কহ্লার শীতবীর্য, ধারক, বিষ্টম্ভি, গুরু ও রুক্ষ। মাত্রা—অর্ধতোলা।

বারিপর্ণী শৈবালঞ্চ

বারিপর্ণী কুম্ভিকা স্যাচ্ছৈবালং শৈবলঞ্চ তৎ।
বারিপর্ণী হিমা তিক্তা লঘ্বী স্বাদ্বী সরা কটুঃ॥
দোষত্রয়হরী রুক্ষা শোণিতজ্বরশোষহৃৎ।
শৈবালং তুবরং তিক্তং মধুরং শীতলং লঘু।
স্নিগ্ধং দাহতৃষাপিত্ত-রক্তজ্বরহরং পরম্॥

পানা ও শেওলা

পর্য্যায়।—জলকুম্ভীকে বারিপর্ণী ও কুম্ভিকা বলে এবং শেওলাকে শৈবাল ও শৈবল বলা যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—পানার নাম হিন্দীতে ও গুজরাটে জলকুম্ভী, কুম্ভী, মহারাষ্ট্রে জলমণ্ডবী, কর্ণাটে হাংবলং, তৈলঙ্গে তুটিকুর ও বোম্বায়ে জলকুম্ভী, আসামে শেলুরই, ল্যাটিন নাম Pistia stratiotes পিষ্টিয়া ষ্ট্রাটিওটিস্। শেওলাকে হিন্দীতে সিবার (কাই), মহারাষ্ট্রে সেবাল, গুজরাটে লীল, তৈলঙ্গে নাচু, ফারসীতে পশমেন্দরা, জামেংগুক, জবাল, আরবীতে তুহলব বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পানা শীতবীর্য, তিক্ত-মধুর-কটুরস, লঘু, সারক, ত্রিদোষনাশক, রুক্ষ এবং ইহা রক্তদুষ্টি, জ্বর ও শোষনাশক।

গুণ।—শেওলা কষায়-তিক্ত-মধুররস, শীতবীর্য, লঘু ও স্নিগ্ধ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা দাহ, পিপাসা, পিত্ত, রক্তদুষ্টি ও জ্বরনাশক। মাত্রা—যথোপযুক্ত।

শতপত্রী

শতপত্রী তরুণ্যুক্তা কর্ণিকা চারুকেশরা।
মহাকুমারী গন্ধাঢ্যা লাক্ষা কৃষ্ণাতিমঞ্জুলা।
শতপত্রী হিমা হৃদ্যা গ্রাহিণী শুক্রলা লঘুঃ।
দোষত্রয়াস্রজিদ্‌বর্ণ্যা তিক্তা কট্বী চ পাচনী॥ *

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্)।

শ্বেত গোলাপ

পর্য্যায়।—শতপত্রী, তরুণী, কর্ণিকা, চারুকেশরা, মহাকুমারী, গন্ধাঢ্যা, লাক্ষা, কৃষ্ণা ও অতিমঞ্জুলা—এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সেবতী, গুলাব, মহারাষ্ট্রে গুলাব চেংফুল, শেবন্তী, কর্ণাটে সেবংতিগে, চেবড়ে, তৈলঙ্গে গুলাবীপুবু, গুজরাটে শেবতী, গুলাব, মোশমীগুলাব, আসামে বগাগোলাপ, ফারসীতে গুল, গুলেমুশকি, আরবীতে জরুং-জবীন, গুলকংদ, ইংরাজীতে Cabbage Rose, ল্যাটিনে Rosa centifolia বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শ্বেত গোলাপ শীতবীর্য, হৃদয়গ্রাহী, ধারক, শুক্রবর্ধক, লঘু, ত্রিদোষনাশক, রক্তদোষঘ্ন, বর্ণপ্রসাদক, তিক্ত-কটুরস এবং পাচক। মাত্রা—অর্ধ তোলা।

বাসন্তী

নেপালী কথিতা তজ্‌জ্ঞৈঃ সপ্তলা নবমালিকা।
বাসন্তী শীতলা লঘ্বী তিক্তা দোষত্রযাস্রজিৎ॥

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্)।

নবমল্লিকা

পর্য্যায়।—নেপালী, সপ্তলা, নবমালিকা ও বাসন্তী—এইগুলি নবমল্লিকার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বাসন্তীনেবারী, মহারাষ্ট্রে রোমালী এবং বিরবন্তি ও কর্ণাটে বিরবন্তিগে বলে। ল্যাটিন নাম Jasminum angustifolium।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বাসন্তী শীতবীর্য, লঘু, তিক্তরস এবং ইহা ত্রিদোষ ও রক্তদোষনাশক। মাত্রা—অর্ধ তোলা।

* শতপত্রী হিমা তিক্তা কষায়া কুষ্ঠনাশিনী। / মুখস্ফোটহরা রুচ্যা সুরভিঃ পিত্তদাহনুৎ॥ রা· নি·।

বার্ষিকী

শ্রীপদী ষট্‌পদানন্দা বার্ষিকী মুক্তবন্ধনা।
বার্ষিকী শীতলা লঘ্বী তিক্তা দোষত্রয়াপহা।
কর্ণাক্ষিমুখরোগঘ্নী তত্তৈলং তদ্‌গুণং স্মৃতম্ ॥ *

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

বেলফুল

পর্য্যায়।—শ্রীপদী, ষট্‌পদানন্দা, বার্ষিকী ও মুক্তবন্ধনা—এই কয়েকটি বেলফুলের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহা হিন্দুস্থানে বেলা মোতিয়া, গুজরাটে বেলা, মহারাষ্ট্রে মোগরী, কর্ণাটে বল্লিমল্লিগে, তৈলঙ্গে কুলক্রান্তাচেট্টু, মল্লিপুষ্পালু বলে। ল্যাটিন নাম Jasminum sambac জাস্‌মিনম্ সামবাক্।

গুণ।—বেলফুল শীতবীর্য, লঘু, তিক্তরস, ত্রিদোষনাশক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ ও মুখরোগ নাশক। মাত্রা—তুই আনা।

তৈলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহার তৈলেরও উক্তরূপ গুণ জানিবে।

জাতি স্বর্ণজাতি চ

জাতির্জ্জাতী চ সুমনা মালতী রাজপুত্রিকা।
চেতকী হৃদ্যগন্ধা চ সা পীতা স্বর্ণজাতিকা ॥
জাতীযুগং তিক্তমুষ্ণং তুবরং লঘু দোষজিৎ।
শিরোঽক্ষিমুখদন্তার্ত্তি-বিষকুষ্ঠানিলাস্রজিৎ ॥
তৎকুটনলং ব্রণং কুষ্ঠং হন্তি নেত্রাময়ং তথা ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

জাতি বা চামেলী

পর্য্যায়।—জাতি, জাতী, সুমনা, মালতী, রাজপুত্রিকা, চেতকী ও হৃদ্যগন্ধা—এই কয়েকটি জাতীর নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—জাতী ও স্বর্ণজাতীকে হিন্দুস্থানে জাতি, চম্বেলী, জাই, পীলীজাঈ, মহারাষ্ট্রে খোর শ্বেত জাই, পিবলীজাই, কর্ণাটে জাজি, তৈলঙ্গে জাইপুষ্পালু বলে। ল্যাটিন নাম Jasminum grandiflorum জাস্‌মিনাম্ গ্র্যাণ্ডিফ্লোরাম্।

পরিচয়।—পীতবর্ণ জাতিকে স্বর্ণজাতি বলে। ল্যাটিন নাম Jasminum revolutum জাস্‌মিনম্ রিভলিউটাম।

---

* বার্ষিকী শিশিরা হৃদ্যা সুগন্ধিঃ পিত্তনাশিনী। / কফবাতবিষস্ফোট-ক্রিমিদোষামনাশিনী ॥ রা. নি.।

গুণ।—উভয় প্রকার জাতিই তিক্ত-কষায় রস, উষ্ণবীর্য, লঘু ও ত্রিদোষঘ্ন।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শিরোরোগ, নেত্ররোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, বিষ, কুষ্ঠ ও বাতরক্ত নাশক। ইহার কুটনল (কুঁড়ি) ব্রণ, কুষ্ঠ ও নেত্ররোগ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

যূথিকা

যূথিকা গণিকাম্বষ্ঠা সা পীতা হেমপুষ্পিকা।
যূথীযুগং হিমং তিক্তং কটুপাকরসং লঘু॥
মধুরং তুবরং হৃদ্যং পিত্তঘ্নং কফবাতলম্।
ব্রণাস্রমুখদন্তাক্ষি-শিরোরোগবিষাপহম্। *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

যুঁইফুল

পর্য্যায়।—যূথিকা, গণিকা ও অম্বষ্ঠা—এই কয়েকটি যূথীর নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে জুহী ও পীলীজুহী, মহারাষ্ট্রে পাণ্ডরী লহান জুই, পিংবল্লী জুই, কর্ণাটে যরড়ুমোল্লে, গুজরাটে জুই জিঙ্গরী, পীলীজুই, তৈলঙ্গে জুইপুষ্পালু ও আসামে জুতীফুল। ল্যাটিন নাম Jasminum humile।

পর্য্যায়।—পীতবর্ণ যূথীপুষ্পকে স্বর্ণযূথী ও হেমপুষ্পিকা বলে।

গুণ।—যূথীপুষ্পদ্বয় শীতবীর্য, তিক্ত-কটু-মধুর-কষায় রস, কটুবিপাক, লঘু, হৃদয়গ্রাহী, পিত্তনাশক, কফ ও বায়ুজনক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ব্রণ, রক্তদোষ, মুখরোগ, দন্তরোগ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ ও বিষনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

চম্পকঃ

চাম্পেয়শ্চম্পকঃ প্রোক্তো হেমপুষ্পশ্চ স স্মৃতঃ।
এতস্য কলিকা গন্ধফলীতি কথিতা বুধৈঃ॥
চম্পকঃ কটুকস্তিক্তঃ কষায়ো মধুরো হিমঃ।
বিষক্রিমিহরঃ কৃচ্ছ্র-কফবাতাস্রপিত্তজিৎ॥ **

চাঁপা

পর্য্যায়।—চাম্পেয়, চম্পক ও হেমপুষ্প—এই কয়েকটি চাঁপাফুলের নামান্তর। চাঁপার কলিকাকে পণ্ডিতগণ গন্ধফলী বলিয়া থাকেন।

* যূথিকাযুগলং স্বাদু শিশিরং শর্করার্ত্তিনুৎ।/ পিত্তদাহতৃষাহারী নানাত্বগ্‌দোষনাশনম্॥/ সর্ব্বাসাং যূথিকানাঞ্চ রাসবীর্য্যাদিসাম্যতা।/ স্বরূপঞ্চ সুগন্ধাঢ্যং স্বর্ণযূথ্যাং বিশেষতঃ॥ রা. নি.।

** চম্পকঃ কটুকস্তিক্তঃ শিশিরোঃ দাহনাশনঃ।/ কুষ্ঠকণ্ডূ ব্রণহরো গুণাঢ্যো রাজচম্পকঃ॥ রা. নি.।

দেশভেদে নামভেদ।—চাঁপাকে হিন্দুস্থানে চম্পা, চম্যগ, মহারাষ্ট্রে সোনাচাম্পা, পিবল্লাচাম্পা, কর্ণাটে সম্পগে, তৈলঙ্গে চম্পাগী, পুগ্‌লু, গুজরাটে রায়চম্পো পীলীচম্পো, আসামে চম্পা বলে। ইংরাজী নাম Michelia Champaca। ল্যাটিন নাম Jasminum officinale।

গুণ।—চাঁপা কটু-তিক্ত-কষায়-মধুর রস ও শীতবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বিষ, ক্রিমি, মূত্রকৃচ্ছ্র, কফ, বায়ু ও রক্তপিত্ত নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

বকুলঃ

বকুলো মধুগন্ধশ্চ সিংহকেশরকস্তথা।
বকুলস্তুবরোঽনুষ্ণঃ কটুপাকরসো গুরুঃ॥
কফপিত্তবিষশ্বিত্র-ক্রিমিদন্তগদাপহঃ।
মধুরঞ্চ কষায়ঞ্চ স্নিগ্ধং সংগ্রাহি বাকুলম্।
স্থিরীকরঞ্চ দন্তানাং বিশদং ফলমুচ্যতে॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

বকুলগাছ

পর্য্যায়।—বকুল, মধুগন্ধ ও সিংহকেশর—এইগুলি একপর্যায়ক-শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে বকুল ও মৌলসিরি, তৈলঙ্গে পাবডা, পোগড়চেট্টু, উৎকলে বউড়কুড়ি, বোম্বায়ে বকুলী, দাক্ষিণাত্যে ধোলসরী, তামিলে মোগদম্, মহারাষ্ট্রে বগৌলে, বকুলী, গুজরাটে বোলসরী, বরশোলী, দ্রাবিড়ে ধোলসরী, কর্ণাটে করক ও আসামে বকুল। ইংরাজী নাম Surinum Medler। ল্যাটিন নাম Mimusops elengi মিমুসোপস্ এলিঙ্গি।

গুণ।—বকুল কষায়-কটুরস, কটুবিপাক, অনুষ্ণ ও গুরু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, শ্বিত্র, ক্রিমি ও দন্তরোগ নাশক।

বকুলফুলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মধুর-কষায় রস, স্নিগ্ধ, মলসংগ্রাহক, ইহার ফল বিশদ ও দন্তের স্থিরতাকারক। মাত্রা—চারি আনা।

বকঃ

শিবমল্লী পাশুপত একাষ্ঠীলা বকো বসুঃ।
বকোঽনুষ্ণঃ কটুস্তিক্তঃ কফপিত্তবিষাপহঃ।
যোনিশূলতৃষাদাহ-কুষ্ঠশোথাস্রনাশনঃ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

পদ্মবক

পর্য্যায়।—শিবমল্লী, পাশুপত, একাষ্ঠীলা, বক ও বসু—এই কয়েকটি বকপুষ্পের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বাসনা, বনহুলা, বৃহৎ মৌলশিরী, মহারাষ্ট্রে অগস্ত্যা, থোরবকুল, তৈলঙ্গে অবিসি, তামিলে অর্গতি ও গুজরাটে বরশোলী, মোটীবালশিরি, ল্যাটিনে Coronilla grandiflora বলে।

গুণ।—পদ্মবক ঈষদুষ্ণ ও কটু-তিক্ত রস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, যোনিশূল, পিপাসা, দাহ, কুষ্ঠ, শোথ ও রক্তদোষ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

কদম্বঃ

কদম্বঃ প্রিয়কো নীপো বৃত্তপুষ্পো হলিপ্রিয়ঃ।
কদম্বো মধুরঃ শীতঃ কষায়ো লবণো গুরুঃ॥
সরো বিষ্টম্ভ কৃদ্রুক্ষঃ কফস্তন্যানিলপ্রদঃ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

কদম্ব

পর্য্যায়।—কদম্ব, প্রিয়ক, নীপ, বৃত্তপুষ্প ও হলিপ্রিয়—এই কয়েকটি কদম্বের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে কদমকাড়ে, গুজরাটে কদম্ব, আরবীতে কদম্ব, মহারাষ্ট্রে রাজকদম্ব, ধূলিকদম্ব, কর্ণাটে ধূলিকড়উ, কড়উ, তৈলঙ্গে কড়িমিচেট্টু, কদম্বচেট্টু ও আসামে কদম্। ল্যাটিন নাম Nauclea kadamba নক্লিয়া কদম্ব।

গুণ।—কদম্ব মধুর-কষায়-লবণ রস, শীতবীর্য, গুরু, সারক, বিষ্টম্ভকারক ও রুক্ষ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, স্তন্য ও বায়ুজনক।

ধারাকদম্ব

ধারাকদম্বঃ প্রাবৃষ্যঃ পুলকী ভৃঙ্গবল্লভঃ।
মেঘাভঃ প্রিয়কো নীপঃ প্রাবৃষেণ্য কলম্বকঃ॥
নীপস্তু তু গুণাঃ প্রোক্তাঃ কদম্বসদৃশা বুধৈঃ।
প্লীহোদরং বিশেষেণ স্বরসোহস্য বিনাশয়েৎ॥

কেলিকদম্ব

পর্য্যায়।—ধারাকদম্ব, প্রাবৃষ্য, পুলকী, ভৃঙ্গবল্লভ, মেঘাভ, প্রিয়ক, নীপ, প্রাবৃষেণ্য ও কলম্বক—এইগুলি কেলিকদম্বের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে হলদু, ধারাকদম্ব, কদম্ব, মহারাষ্ট্রে

ভূমিকদম্ব, কলংব, গুজরাটে কলম, আসামে তরুয়াকদম্, কর্ণাটে ধারের কড়উ, তৈলঙ্গে মোগুলুকডিমি বলে। ল্যাটিন নাম Nauclea cordifolia নক্লিয়া কর্ডিফোলিয়া।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কেলিকদম্বের গুণাদি সাধারণ কদম্বের ন্যায়, বিশেষত ইহার রস প্লীহোদর নাশক।

মল্লিকা

মল্লিকা মদয়ন্তী চ শীতভীরুশ্চ ভূপদী।
মল্লিকোষ্ণা লঘুর্বৃষ্যা তিক্তা চ কটুকা হরেৎ।
বাতপিত্তাস্যদৃগ্‌ব্যাধি-কুষ্ঠারুচিবিষব্রণান্॥ (মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

মল্লিকা

পর্য্যায়।—মল্লিকা, মদয়ন্তী, শীতভীরু ও ভূপদী—এই কয়েকটি মল্লিকার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মোতিয়া, ঘুঘুরুমোতিয়া, গুজরাটে ডোলর, তৈলঙ্গে মল্লেচেট্টু, মহারাষ্ট্রে রান মোগরী, কর্ণাটে বল্লিমল্লিগে ও ল্যাটিনে Jasminum arborescens বলে।

গুণ।—মল্লিকাপুষ্প উষ্ণবীর্য, লঘু, শুক্রবর্ধক, তিক্ত-কটুরস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বায়ু, পিত্ত, মুখরোগ, চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, অরুচি, বিষ ও ব্রণ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

মাধবী

মাধবী স্যাৎ তু বাসন্তী পুণ্ড্রকো মণ্ডকোঽপি চ।
অতিমুক্তো বিমুক্তশ্চ কামুকো ভ্রমরোৎসবঃ॥
মাধবী মধুরা শীতা লঘ্বী তিক্তা ত্রিদোষহা।
মদগন্ধা কষায়া চ দাহশোষব্রণাপহা॥ * (মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

মাধবী

পর্য্যায়।—মাধবী, বাসন্তী, পুণ্ড্রক, মণ্ডক, অতিমুক্ত, বিমুক্ত, কামুক ও ভ্রমরোৎসব—এই কয়েকটি মাধবীর পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মাধবী, গুজরাটে মাধবলতা ও রক্তপিত্তি, মহারাষ্ট্রে পীতবেল, কর্ণাটে চিরবস্তিগে ও ইন্দ্রগোচ্ছে, তৈলঙ্গে মাধবতোগে ও পুষ্পলগুরিবিন্দ এবং ইংরাজীতে Clustered Hiptage, ল্যাটিনে Hiptage madablota বলে।

---

* তিক্তা কষায়া মদগন্ধিকা। / পিত্তকাসব্রণান্ হন্তি দাহশোষবিনাশিনী॥ রা. নি.।

গুণ।—মাধবীপুষ্প তিক্ত-মধুর-কষায় রস, লঘু, শীতবীর্য, ত্রিদোষনাশক, মদগন্ধ এবং দাহ, শোথ ও ব্রণনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

কেতকঃ স্বুবর্ণ কেতকী চ

কেতকঃ সূচিকাপুষ্পো জম্বুকঃ ক্রকচচ্ছদঃ।
সুবর্ণকেতকী ত্বন্যা লঘুপুষ্পা সুগন্ধিনী॥
কেতকঃ কটুকঃ স্বাদুর্লঘুস্তিক্তঃ কফাপহঃ।
উষ্ণা তিক্তরসা জ্ঞেয়া চক্ষুষ্যা হেমকেতকী॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

কেয়াফুল

পর্য্যায়।—কেতক, সূচিকাপুষ্প, জম্বুক ও ক্রকচচ্ছদ—এই কয়েকটি কেয়াফুলের পর্য্যায়। সুবর্ণকেতকী উহার ভেদ মাত্র, লঘুপুষ্পা এবং সুগন্ধিনী সুবর্ণকেতকীর নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—কেতকীকে হিন্দুস্থানে কেবড়া, পীলীকেতকী, মহারাষ্ট্রে কেতকী শ্বেতকেওড়া, তৈলঙ্গে মোগিলিচেট্টু, মৃগলিপুর, কর্ণাটে কেদেগে, আসামে কেতকীফুল, ফারসীতে করজ, আরবীতে কাদী বলে। ল্যাটিন নাম Pandanus odoratissimus পাণ্ডানস্ অডোরেটিশিমস।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কেতকী কটু-মধুর-তিক্ত রস, লঘু এবং কফনাশক। সুবর্ণকেতকী— তিক্তরস উষ্ণবীর্য ও চক্ষুর হিতকারক। মাত্রা—দুই আনা।

কর্ণিকারঃ

কর্ণিকারঃ পরিব্যাধঃ পাদপোৎপল ইত্যপি।
কর্ণিকারঃ কটুস্তিক্তস্তুবরঃ শোধনো লঘুঃ।
রঞ্জনঃ সুখদঃ শোথশ্লেষ্মাস্রব্রণকুষ্ঠজিৎ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

ছোট সোন্দাল

পর্য্যায়।—কর্ণিকার, পরিব্যাধ ও পাদপোৎপল—এই কয়েকটি ছোট সোন্দালের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দুস্থানে ধনবহেড়া, মহারাষ্ট্রে লঘুবাহবা ও তৈলঙ্গে কিরুগক্কে বলে। ইংরাজী নাম A sort of cassia এ সর্ট অফ কেসিয়া।

গুণ।—ছোট সোন্দাল কটু-তিক্ত-কষায় রস, শোধন (বমনবিরেচনাদি কারক), লঘু, রঞ্জক ও সুখপ্রদ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শোথ, কফ, রক্তদোষ, ব্রণ ও কুষ্ঠনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

অশোকঃ

অশোকো হেমপুষ্পশ্চ বঞ্জুলস্তাম্রপল্লবঃ।
কঙ্কেলিঃ পিণ্ডীপুষ্পশ্চ গন্ধপুষ্পো নটস্তথা॥
অশোকঃ শীতলস্তিক্তো গ্রাহী বর্ণ্যঃ কষায়কঃ।
দোষাপচীতৃষাদাহ-ক্রিমিশোষবিষাস্রজিৎ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

অশোক

পর্য্যায়।—অশোক, হেমপুষ্প, বঞ্জুল, তাম্রপল্লব, কঙ্কেলি, পিণ্ডীপুষ্প, গন্ধপুষ্প ও নট—এই কয়েকটি অশোকের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে অশোক, অশোগি, মহারাষ্ট্রে অশোক, গুজরাটে আশুপালো রাতাংফুললো বলে। ল্যাটিন নাম—Guatterera longifolia ইংরাজী নাম Saraca Indica সারাকা ইণ্ডিকা।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অশোক শীতবীর্য, তিক্ত-কষায় রস, ধারক, বর্ণ-প্রসাদক এবং ইহা ত্রিদোষ, অপচী, পিপাসা, দাহ, ক্রিমি, শোষ, বিষ ও রক্তদোষ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

পীবরী

পীবরী যোষিণী সা স্যাৎ যোনিব্যাপদ্বিনাশিনী।
রজদোষপ্রশমনী প্রদরার্শোনিবারিণী॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

ওলট কম্বল

পর্য্যায়।—পীবরী ও যোষিণী—এই দুইটি ওলটকম্বলের সংস্কৃত নাম। ল্যাটিনে Abroma augusta, ইংরাজীতে Devils Cotton বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা যোনিব্যাপৎ, রজোদুষ্টি, প্রদর ও অর্শোরোগ নিবারক। মাত্রা—দুই আনা।

অম্লাটনঃ

অম্লাতোঽম্লাটনঃ প্রোক্তস্তথাম্লাতক ইত্যপি।
কুরন্টকো বর্ণপুষ্পঃ স এবোক্তো মহাসহঃ।
অম্লাটনঃ কষায়োষ্ণঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুশ্চ তিক্তকঃ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)

আয়না (ঝাঁটি বিশেষ)

পর্য্যায়।—অম্লাত, অম্লাটন, অম্লাতক, কুরণ্টক, বর্ণপুষ্প ও মহাসহ—এই কয়েকটি আয়নার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে কট্‌সরষ্যা, লালগুলমখ্‌খন, দক্ষিণদেশে আয়নট ও গৌড়ে বাণপুষ্প বলে। ল্যাটিন নাম Barleria prionites।

গুণ।—অম্লাটন কষায়-মধুর-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য ও স্নিগ্ধ। মাত্রা—চারি আনা।

সৈরেয়ঃ

সৈরেয়কঃ শ্বেতপুষ্পঃ সৈরেয়ঃ কটসারিকা।
সহচরঃ সহাচরঃ স চ ঝিণ্ট্যপি কথ্যতে॥
কুরণ্টকোঽত্র পীতে স্যাদ্ রক্তে কুরুবকঃ স্মৃতঃ।
নীলে বাণা দ্বয়োরুক্তো দাসী আর্ত্তগলশ্চ সঃ॥
সৈরেয় কুষ্ঠবাতাস্র-কফকণ্ডুবিষাপহঃ।
তিক্তোষ্ণো মধুরোঽনম্লঃ সুস্নিগ্ধঃ কেশরঞ্জনঃ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

ঝাঁটি

পর্য্যায়।—সৈরেয়ক, শ্বেতপুষ্প, সৈরেয়, কটসারিকা, সহাচর, সহচর ও ঝিণ্টি—এই কয়েকটি ঝাঁটির পর্যায়। পীতঝিণ্টিকে কুরু (র)ণ্টক, রক্তঝিণ্টিকে কুরুবক, নীলঝিণ্টিকে বাণা এবং নীল ও পীতঝিণ্টিকে দাসী ও আর্তগল বলে।

দেশভেদে নামভেদ।—হিন্দীতে ঝিণ্টিকে কট সরৈআ পিয়াবাসা, মহারাষ্ট্রে কোরণ্টা গুজরাটে কাংটা অশলীয়ো, কর্ণাটে হোরণদগরাটে, বণদগিড়ু, তৈলঙ্গে গোরেণ্টু বলে। ল্যাটিন নাম Barleria cristata বার্লেরিয়া ক্রিষ্টাটা।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ঝাঁটি কুষ্ঠ, বায়ু, রক্তদোষ, কফ, কণ্ডু ও বিষ নাশক। ইহা তিক্ত-মধুররস, উষ্ণবীর্য, ঈষৎ অম্ল, স্নিগ্ধ ও কেশরঞ্জক। মাত্রা—চারি আনা।

কুন্দম্

কুন্দস্তু কথিতং মাঘ্যং সদাপুষ্পঞ্চ তৎ স্মৃতম্।
কুন্দং শীতং লঘু শ্লেষ্ম-শিরোরুগ্বিষপিত্তহৃৎ॥ *

(মাত্রা— একমাষকঃ)।

* কুন্দোঽতিমধুরঃ শীতঃ কষায়ঃ কেশভাবনঃ। / কফপিত্তহরশ্চৈব সরো দীপনপাচনঃ॥
রা. নি.

কুন্দ

পর্য্যায়।—কুন্দ, মাঘ্য ও সদাপুষ্প—এই কয়েকটি কুন্দের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কুংদেকাবৃক্ষ, কুন্দেকাফুল, মহারাষ্ট্রে কুন্দ, কর্ণাটে স্বরাগি, তৈলঙ্গে মোল্ল বলে। ল্যাটিন নাম Jasminum pubescens জাস্মিনম্ পিউবেসিন্স্।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কুন্দপুষ্প, শীতবীর্য, লঘু এবং কফ, শিরোরোগে বিষ ও পিত্ত নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

আচ্ছুকঃ

আচ্ছুকস্তু রঞ্জনস্ত্রঃ পক্ষীকাক্ষিকপক্ষিকাঃ।

রক্তপিত্তমতীসারং রক্তস্রাবং হরেদয়ম্॥ (মাত্রা—ষড়্ রক্তিকাঃ)।

আচফুলগাছ / আউচ গাছ

পর্য্যায়।—আচ্ছুক, রঞ্জনস্ত্র, পক্ষীক, পক্ষিক ও আক্ষিক—এইগুলি আউচগাছের সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম আল। ল্যাটিন নাম Merinda citrifolia মেরিণ্ডা সাইট্রিফোলিয়া।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা দ্বারা রক্তপিত্ত, অতিসার ও রক্তস্রাব নিবারিত হয়। মাত্রা—৬ রতি।

মুচুকুন্দঃ

মুচুকুন্দঃ ক্ষত্রবৃক্ষশ্চিত্রকঃ প্রতিবিষ্ণুকঃ।

মুচুকুন্দঃ শিরঃপীড়া-পিত্তাস্রবিষনাশনঃ॥ (মাত্রা—একমাষকঃ)।

মুচুকুন্দ

পর্য্যায়।—মুচুকুন্দ, ক্ষত্রবৃক্ষ, চিত্রক ও প্রতিবিষ্ণুক—এই কয়েকটি মুচুকুন্দের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে, মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে ও কর্ণাটে মুচকুন্দ, তৈলঙ্গে লোলগু, উৎকলে বইলো ও তামিলে টড্ডী বলে। ল্যাটিন নাম Pterospermum suberifolium টেরস্পারমম্ সুবারিফোলিয়ম্।

গুণাদি।—মুচুকুন্দ শিরোরোগ, রক্তপিত্ত ও বিষ নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

তিলকঃ

তিলকঃ ক্ষুরকঃ শ্রীমান্ সুপুত্রশ্ছত্রপুষ্পকঃ।

তিলকঃ কটুকঃ পাকে রসে চোষ্ণো রসায়ন।

কফকুষ্ঠক্রিমীম্ বস্তি-মুখদন্তগদান হরেৎ॥

(তিলাভপুষ্পস্তিলব নাম্নৈব প্রসিদ্ধঃ)।

তিলক

পর্য্যায়।—ক্ষুরক, শ্রীমান্, সুপুত্র ও ছত্রপুষ্পক—এইগুলি তিলকের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে তিলকপুষ্প, কর্ণাটে তিলকপুষ্প বিশেষ, গুজরাটে তিলকবৃক্ষ বলে।

গুণ।—ইহা কটুরস, কটুবিপাক, উষ্ণবীর্য ও রসায়ন।

আময়িক প্রয়োগ।—তিলক কফ, কুষ্ঠ, ক্রিমি এবং বস্তিগত, মুখগত ও দন্তগত রোগের নাশক। মাত্রা—যথোপযুক্ত।

বন্ধুকঃ

বন্ধুকো বন্ধুজীবশ্চ রক্তো মাধ্যাহ্নিকোঽপি চ।
বন্ধুকঃ কফকৃদ্ গ্রাহী বাতপিত্তহরো লঘুঃ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

বাঁধুলি ফুল

পর্য্যায়।—বন্ধুক, বন্ধুজীব, রক্ত ও মাধ্যাহ্নিক—এই কয়েকটি বাঁধুলির পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে দুপহরিয়া, গেজুনিয়া, মহারাষ্ট্রে দুপারীচেংফুল, কর্ণাটে বন্দুরে, গুজরাটে বপোরিয়ো, তৈলঙ্গে মকিন চেট্টু, নিভিমল্লী, বেগসিনচেট্টু, বোম্বায়ে দুপারী ও পঞ্জাবে গুলদুফারিয়া বলে। ল্যাটিন নাম Pentapetes phoenicea পেণ্টাপিটেস ফিইনিসিয়া।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বাঁধুলি ফুল কফকারক, ধারক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক ও লঘু। মাত্রা—চারি আনা।

ওড্রপুষ্পম্

ওড্রপুষ্পং জপা চাপি ত্রিসন্ধ্যা সারুণা সিতা।
জপা সংগ্রাহিণী কেশ্যা ত্রিসন্ধ্যা কফবাতজিৎ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

জবাফুল

পর্য্যায়।—ওড্রপুষ্প, জপা ও ত্রিসন্ধ্যা—এইগুলি জবাফুলের পর্যায়। ত্রিসন্ধ্যা জবা অরুণ বা শ্বেতবর্ণ হয়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ওড়হুল, জবা, গুড়হর, মহারাষ্ট্রে জাস্বন্দ, গুজরাটে জাসুদ, কর্ণাটে দাসনল, তৈলঙ্গে মন্দারপু বলে। ইংরাজী নাম China Rose চায়না রোজ; Shoe flower। ল্যাটিন নাম Hibiscus rosa-sinensis।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—জবাপুষ্প ধারক ও কেশের হিতকারক এবং ত্রিসন্ধ্যা জবা কফ ও বায়ুনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

অগস্তিঃ

অথাগস্ত্যো বঙ্গসেনো মুনিপুষ্পো মুনিদ্রুমঃ।
অগস্তিঃ পিত্তকফজিচ্চতুর্থকহরো হিমঃ।
রুক্ষো বাতকরস্তিক্তঃ প্রতিশ্যায়নিবারণঃ॥

(মাত্রা—দো মাষকৌ)।

বকফুল

পর্য্যায়।—অগস্ত্য, বঙ্গসেন, মুনিপুষ্প ও মুনিদ্রুম—এই কয়েকটি বকপুষ্পের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে হথিয়া, হদগা ও অগস্তিয়া, তৈলঙ্গে অনীসে, অরিসি, মহারাষ্ট্রে অগস্তা, হদ্‌গা, গুজরাটে অগথিয়ো, কর্ণাটে অগসেধমরনু, তামিলে অর্গতি। ল্যাটিন নাম Sesbania grandiflora সেসবনিয়া গ্রাণ্ডীফ্লোরা।

গুণ।—বকফুল শীতবীর্য, রুক্ষ, বায়ুবর্ধক ও তিক্তরস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিত্ত, কফ, চতুর্থকজ্বর ও প্রতিশ্যায় নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

তুলসী শুক্লা কৃষ্ণা চ

তুলসা সুরসা গ্রাম্যা সুলভা বহুমঞ্জরী।
অপেতরাক্ষসী গৌরী শূলঘ্নী দেবদুন্দুভিঃ॥
তুলসী কটুকা তিক্তা হৃদ্যোষ্ণা দাহপিত্তকৃৎ।
দীপনী কুষ্ঠকৃচ্ছাস্র-পার্শ্বরুক্‌কফবাতজিৎ॥
শুক্লা কৃষ্ণা চ তুলসী গুণৈস্তুল্যা প্রকীর্ত্তিতা॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

পর্য্যায়।—তুলসী, সুরসা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, অপেতরাক্ষসী, গৌরী, শূলঘ্নী ও দেবদুন্দুভি—এই কয়েকটি তুলসীর পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও গুজরাটে তুলসী, মহারাষ্ট্রে তুলসীচে ঝাড়, তুলস, তৈলঙ্গে তুলসী গগেগরচেট্টু, তামিলে তুলসী, দাক্ষিণাত্যে তুলসী, বোম্বায়ে তুলস, কর্ণাটে এরেড তুলসী, আসামে তুলসী, ফারসীতে রেহান, আরবীতে উলসীবদরূজ, ইংরাজীতে White Basil, Holy Basil হোলি বাসিল্। ল্যাটিনে Ocimum album বলে।

গুণ।—তুলসী কটু-তিক্তরস, হৃদয়গ্রাহী, উষ্ণবীর্য, দাহজনক, পিত্তকারক ও অগ্নিদীপক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ, রক্তদোষ পার্শ্বশূল, কফ ও বায়ু নাশক। শুক্ল তুলসী ও কৃষ্ণ তুলসী উভয়ই তুল্যগুণবিশিষ্ট। মাত্রা—চারি আনা।

মরুবকঃ

মারুতোঽসৌ মরুবকো মরুন্মরুরপি স্মৃতঃ।
ফণী ফণিজ্ঝকশ্চাপি প্রস্থপুষ্পঃ সমীরণঃ॥
মরুদগ্নিপ্রদো হৃদ্যস্তীক্ষ্ণোষ্ণঃ পিত্তলো লঘুঃ।
বৃশ্চিকাদিবিষশ্লেষ্ম-বাতকুষ্ঠক্রিমিপ্রণুৎ।
কটুপাকরসে রুচ্যস্তিক্তো রুক্ষঃ সুগন্ধিকঃ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

মরুয়া ফুল

পর্য্যায়।—মারুত, মরুবক, মরুৎ, মরু, ফণী, ফণিজ্ঝক, প্রস্থপুষ্প ও সমীরণ—এই কয়েকটি মরুবক পুষ্পের নাম। ইহা তুলসীজাতীয়।

দেশভেদে নামভেদ—ইহাকে হিন্দুস্থানে মরুবা, গেদরেত, মহারাষ্ট্রে সবজা, মর্বা, গুজরাটে মরবো, তৈলঙ্গে রুদ্রজাড, কর্ণাটে মরুবা, ফারসীতে মর্জংগুম্, আরবীতে মর্জংজুম্, ফিরঙ্গতে শাহম্, ইংরাজীতে Sweet Marjoram ও ল্যাটিনে Origanum marjorana বলে।

গুণ—মরুয়া ফুল অগ্নিবর্ধক, হৃদয়গ্রাহ্য, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, পিত্তবর্ধক, লঘু, কটুবিপাক, কটুতিক্তরস, রুচিকারক, রুক্ষ ও সুগন্ধি।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বৃশ্চিকাদির বিষ, কফ, বায়ু, কুষ্ঠ ও ক্রিমিনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

দমনকঃ

উক্তো দমনকো দান্তো মুনিপুত্রস্তপোধনঃ।
গন্ধোৎকটো ব্রহ্মজটো বিনীতঃ কুলপত্রকঃ॥
দমনস্তুবরস্তিক্তো হৃদ্যো বৃষ্যঃ সুগন্ধিকঃ।
গ্রহণীবিষকুষ্ঠাস্র-ক্লেদকণ্ডূত্রিদোষজিৎ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

দোনা

পর্য্যায়।—দমনক, দান্ত, মুনিপুত্র, তপোধন, গন্ধোৎকট, ব্রহ্মজট, বিনীত ও কুলপত্রক—এই কয়েকটি দমনক পুষ্পের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে দবনা, দৌনা, পাঞ্জাবে দোনা, মহারাষ্ট্রে

দবণা, রানদবণা, গুজরাটে ডমরো, কর্ণাটে দবনা বলে। ইংরাজী Worm wood, ল্যাটিন নাম Artemesia scoparia আর্টিমিসিয়া স্কোপেরিয়া।

গুণ।—দোনা কষায়-তিক্তরস, হৃদয়গ্রাহী, শুক্রবর্ধক ও স্থগন্ধি।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা গ্রহণীরোগ, বিষ, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, ক্লেদ, কণ্ড ও ত্রিদোষ নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

বর্ব্বরী

বর্ব্বরী তুবরী তুঙ্গী খরপুষ্পাজগন্ধিকা।
পর্ণাশস্তত্র কৃষ্ণে তু কঠিঞ্জরকুঠেরকৌ ॥
কালমারঃ করালশ্চ মালুকঃ কৃষ্ণবল্লিকা।
তত্র শুক্লেঽর্জ্জকঃ প্রোক্তো বটপত্রস্ততোঽপরঃ ॥
বর্ব্বরীত্রিতয়ং রুক্ষং শীতং কটু বিদাহি চ।
তীক্ষ্ণং রুচিকরং হৃদ্যং দীপনং লঘুপাকি চ।
পিত্তলং কফবাতাস্র-কণ্ডুক্রিমিবিষাপহম্ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

বাবুই তুলসী

পর্য্যায়।—বর্ব্বরী, তুবরী, তুঙ্গী, খরপুষ্পা, অজগন্ধিকা ও পর্ণাশ—এই কয়েকটি বর্ব্বরীর (বাবুই তুলসীর) নাম।

পর্য্যায়।—কঠিঞ্জর, কুঠেরক, কালমার, করাল, মালুক ও কৃষ্ণবল্লিকা—এই কয়েকটি কৃষ্ণ বর্ব্বরীর নাম। অর্জ্জক শুক্ল বর্ব্বরীর নাম। অন্যজাতীয় বর্ব্বরীকে বটপত্র কহে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বর্ব্বরী, বনতুলসী, মহারাষ্ট্রে আজবলা, রানতুলস, কর্ণাটে কগোরলে, করীয়গোরলে, তৈলঙ্গে তেল্লগগ্গরচেট্টু, কারুতুলসী, গুজরাটে রানতুলসীভেদ, সিংহলে তোকবালাম্বা, ফারসীতে পলঙ্গমুষ্ক, আরবীতে করংজমুষ্ক; ল্যাটিনে Ocimum pilosum বলে।

গুণ।—এই ত্রিবিধ বর্ব্বরীই রুক্ষ, শীতবীর্য, কটুরস, বিদাহী, তীক্ষ্ণ, রুচিকারক, হৃদয়গ্রাহী, অগ্নিদীপক, লঘুপাকী ও পিত্তবর্ধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বায়ু, রক্তদুষ্টি, কণ্ডু, ক্রিমি ও বিষ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

॥ ইতি পুষ্পাদিবর্গ ॥

অথ বটাদিবর্গ

বটঃ

বটো রক্তফলঃ শৃঙ্গী ন্যগ্রোধঃ স্কন্ধজো ধ্রুবঃ।
ক্ষীরী বৈশ্রবণাবাসো বহুপাদো বনস্পতিঃ॥
বটঃ শীতো গুরুগ্রাহী কফপিত্তব্রণাপহঃ।
বর্ণ্যো বিসর্পদাহঘ্নঃ কষায়ো যোনিদোষহৃৎ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

বটগাছ

পর্য্যায়।—বট, রক্তফল, শৃঙ্গী, ন্যগ্রোধ, স্কন্ধজ, ধ্রুব, ক্ষীরী, বৈশ্রবণাবাস, বহুপাদ ও বনস্পতি—এই কয়েকটি বটের নাম।

দেশভেদে নামভেদ—ইহার নাম হিন্দুস্থানে বড, মহারাষ্ট্রে বড়, কর্ণাটে আল, তৈলঙ্গে মররিচেট্টু, নারি ও পেডিমারি, উৎকলে বোরু, তামিলে অল, গুজরাটে বড, আসামে বডগাছ, ফারসীতে দরখিত রেশা, বডবাই, ঐশাএব গর্দ্দ ও আরবীতে জাতুদ্‌বাইবেথআর। ইংরাজী নাম The Banyan Tree দি বেনিয়ন ট্রি। ল্যাটিন নাম Ficus bengalensis, বর্তমানে একে Ficus indica বলে।

গুণ।—বট শীতবীর্য, গুরু, ধারক, বর্ণপ্রসাদক ও কষায়রস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, ব্রণ, বিসর্প, দাহ ও যোনিদোষ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

পিপ্পলঃ

বোধিদ্রুঃ পিপ্পলোঽশ্বত্থশ্চলপত্রো গজাশনঃ।
পিপ্পলো দুর্জ্জরঃ শীতঃ পিত্তশ্লেষ্মব্রণাস্রজিৎ।
গুরুস্তবরকো রুক্ষো বর্ণ্যো যোনিবিশোধনঃ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

অশ্বত্থ

পর্য্যায়।—বোধিদ্রু, পিপ্পল, অশ্বত্থ, চলপত্র ও গজাশন—এই কয়েকটি অশ্বত্থের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পীপলবৃক্ষ, মহারাষ্ট্রে পিম্পল, তৈলঙ্গে রাঙ্গিচেট্টু, কুলুঙ্গিচেট্টু, গুজরাটে পিপলো, কর্ণাটে অরলী, আসামে আশঠগছ, ফারসীতে দরখতলরজাং বলে। ল্যাটিন নাম Ficus religiosa ফিকস্ রিলিজিওসা। ইংরাজীতে Poplar leaved fig tree বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অশ্বত্থ দুষ্পাচ্য, শীতবীর্য, পিত্তঘ্ন, কফাপহারক, ব্রণ ও রক্তদোষ নাশক, গুরু, কষায়রস, রুক্ষ, বর্ণপ্রসাদক এবং যোনিবিশোধক। মাত্রা—চারি আনা।

পিপ্পল ভেদঃ

শারীষোঽন্যঃ পলাশশ্চ কপিচূতঃ কমণ্ডলুঃ।
গর্দ্দভাণ্ডঃ কন্দরালঃ কপীতনঃ সুপার্শ্বকঃ॥
পারীষো দুর্জ্জরঃ স্নিগ্ধঃ ক্রিমিশুক্রকফপ্রদঃ।
ফলেঽম্লো মধুরো মূলে কষায়ঃ স্বাদুমজ্জকঃ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

পলাশপিপুল

পর্য্যায়।—পারীষ, পলাশ, কপিচূত, কমণ্ডলু, গর্দ্দভাণ্ড, কন্দরাল, কপীতন ও সুপার্শ্বক—এই কয়েকটি পলাশপিপুলের নাম।

দেশভেদে নামভেদ—ইহাকে হিন্দুস্থানে পারিশপিপল ও গজদণ্ড, মহারাষ্ট্রে পারসপিম্পল ভেণ্ড, গুজরাটে পারসপিপলো, কর্ণাটে বঙ্গরলী, তৈলঙ্গে গঙ্গরেয়, বেনগাঙ্গী, তামিলে পোরিপ, পূবরস, বোম্বায়ে ভেন্দি মর, ফারসীতে বলাস বেল্য বলে। ইহার ইংরাজী নাম The Tuilp tree দি টুলিপ ট্রি, ল্যাটিন নাম Thespesia populnea।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পলাশপিপুল দুষ্পাচ্য, স্নিগ্ধ এবং ইহা ক্রিমি শুক্র ও কফজনক।

স্থানভেদে গুণভেদ। ইহার ফল অম্লমধুররস, মূল কষায়রস এবং মজ্জা স্বাদুরস। মাত্রা—চারি আনা।

নন্দীবৃক্ষঃ

নন্দীবৃক্ষোঽশ্বত্থভেদঃ প্ররোহী গজপাদপঃ।
স্থালীবৃক্ষঃ ক্ষয়তরুঃ ক্ষীরী চ স্যাদ্ বনস্পতি॥
নন্দীবৃক্ষোঃ লঘুঃ স্বাদুস্তিক্তস্তুবর উষ্ণকঃ।
কটুপাকরসো গ্রাহী বিষপিত্তকফাস্রজিৎ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

গয়া অশ্বত্থ

পর্য্যায়।—নন্দীবৃক্ষ, অশ্বত্থভেদ, প্ররোহী, গজপাদপ, স্থালীবৃক্ষ, ক্ষয়তরু, ক্ষীরী ও বনস্পতি—এই কয়েকটি গয়া অশ্বত্থের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম বেলিয়াপিপল ও তৈলঙ্গী নাম বট্টিচেট্টু, ল্যাটিন নাম Ficus rumphii।

গুণ।—গয়া অশ্বত্থ লঘু, মধুর-তিক্ত-কষায় ও কটুরস, উষ্ণবীর্য, কটুবিপাক ও ধারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বিষ, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

উড়ুম্বরঃ

উড়ুম্বরো জন্তুফলো যজ্ঞাঙ্গো হেমদুগ্ধকঃ।
উড়ুম্বরো হিমো রুক্ষো গুরুঃ পিত্তকফাস্রজিৎ।
মধুরস্তুবরো বর্ণ্যো ব্রণশোধনরোপণঃ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

যজ্ঞডুমুর

পর্য্যায়।—উড়ুম্বর, জন্তুফল, যজ্ঞাঙ্গ ও হেমদুগ্ধক—এই কয়েকটি যজ্ঞডুমুরের সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে গুর্জ্জরদেশে ও হিন্দুস্থানে গূলর, মহারাষ্ট্রে উম্বর, উৎকলে উড়ুম্বব, গুজরাটে উংবরো, কর্ণাটে অত্তি, তৈলঙ্গে বাড়ুচেট্ট, আসামে ডিমরু, ফারসীতে অংজীরে আদম, আরবীতে জম ঝ বলে। ইংরাজী নাম Keg tree ও Glomerius fig tree গ্লোমিবিয়স্ ফিগ ট্রি। ল্যাটিন নাম Ficus glomerata.

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—যজ্ঞডুমুর শীতবীর্য, রুক্ষ, গুরু, পিত্ত, কফ ও রক্তদুষ্টি নাশক, মধুব-কষায়-রস, বর্ণপ্রসাদক, ব্রণশোধক ও ব্রণরোপক। মাত্রা—চারি আনা।

কাকোড়ুম্বরিকা

কাকোড়ুম্বরিকা ফল্গু মলপূ জ ঘনেফলা।
মলপূঃ স্তম্ভকৃৎ তিক্তা শীতলা তুবরা জয়েৎ।
কফপিত্তব্রণশ্বিত্র-কুষ্ঠপাণ্ড্বর্শঃকামলাঃ।

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

কাকডুমুর

পর্য্যায়।—কাকোড়ুম্বরিকা, ফলগু, মলপূ ও জঘনেফলা—এই কয়েকটি কাকডুমুরের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কঠূমর, মহারাষ্ট্রে বোখাড়া, কাসাউম্বর, তৈলঙ্গে ব্রহ্মমেডিয়চেট্টু, কাকীবাডুচেট্টু, গুজরাটে টেটউম্বরো, কর্ণাটে কাঅত্তি, ফারসীতে অংজীরেদস্তী, আরবীতে তনবরি বলে। ইহার ল্যাটিন নাম Ficus oppositifolia ফিকাস্ অপোজিটীফোলিয়া।

গুণ।—কাকডুমুর স্তম্ভনকারক, তিক্ত-কষায়রস ও শীতবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, ব্রণ, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, অর্শঃ ও কামলা নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

প্লক্ষঃ

প্লক্ষো জটী পর্করী চ পর্কটী চারুদর্শিনী ॥
প্লক্ষঃ কষায়ঃ শিশিরো ব্রণযোনিগদাপহঃ।
দাহপিত্তকফাস্রঘ্নঃ শোথহা রক্তপিত্তহৃৎ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

পাকুড়

পর্য্যায়।—প্লক্ষ, জটী, পর্করী, পর্কটী ও চারুদর্শিনী—এই কয়েকটি পাকুড়ের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে পাকড়, পাখর ও পিলখন, তৈলঙ্গে গজরর জুব্বি, তামিলে পোরিশরাবি, মহারাষ্ট্রে পীম্পরীবৃক্ষ, গুজরাটে পীপর্ষ্য, কর্ণাটে বসুরি। ইহার ইংরাজী নাম Waved leaf fig tree ওয়েভডলিফ্ ফিগ ট্রি, ল্যাটিন নাম Ficus infectoria।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ —পাকুড় কষায়রস, শীতবীর্য এবং ইহা ব্রণ, যোনিরোগ, দাহ, পিত্ত, কফ, রক্তদোষ, শোথ ও রক্তপিত্তনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

শিরিষঃ

শিরীষো ভণ্ডিলো ভণ্ডী ভণ্ডীরশ্চ কপীতনঃ।
শুকপুষ্পঃ শুকতরুর্মৃদুপুষ্পঃ শুকপ্রিয়ঃ ॥
শিরীষো মধুরোঽনুষ্ণস্তিক্তশ্চ তুবরো লঘুঃ।
দোষশোথবিসর্পঘ্ন কাসব্রণবিষাপহঃ ॥ *

(মাত্রা—এক মাষকঃ)।

শিরিষ গাছ

পর্য্যায়।—শিরীষ, ভণ্ডীল, ভণ্ডী, ভণ্ডীর, কপীতন, শুকপুষ্প, শুকতরু, মৃদুপুষ্প ও শুকপ্রিয়—এই কয়েকটি শিরীষ বৃক্ষের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহা হিন্দুস্থানে শিরীষ, সিরস্, ললরীন ও কলসিস্, তৈলঙ্গে দিরসন, শিরীষংমানু, মহারাষ্ট্রে শিরসী, গুজরাটে শরশডো, কর্ণাটে শিরস্থ, ফারসীতে দরখতে জকরিয়া, তুখ্মে দরখতে জকরিয়া, আরবীতে সুলতামুল অসজার নামে অভিহিত হয়। ইহার ল্যাটিন নাম Albizzia lebbeke অ্যালেবিজিয়া লেবেক।

গুণ।—শিরীষ মধুর-কষায়-তিক্তরস, ঈষদুষ্ণ ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা দোষত্রয়, শোথ, বিসর্প, কাস, ব্রণ ও বিষনাশক। মাত্রা দুই আনা।

* শিরীষঃ কটুকঃ শীতো বিষবাতহরঃ স্মৃতঃ। / পামাস্রকুষ্ঠকণ্ডূতি-ত্বগ্ দোষস্য বিনাশনঃ ॥ রা. নি.।

ক্ষীরিবৃক্ষাঃ পঞ্চবল্কলঞ্চ

ন্যগ্রোধোডুম্বরাশ্বত্থ-পারীষপ্লক্ষপাদপাঃ।
পঞ্চৈতে ক্ষীরিণো বৃক্ষাস্তেষাং ত্বক্ পঞ্চবল্কম্॥
ক্ষীরিবৃক্ষা হিমা বর্ণ্যা যোনিরোগব্রণাপহাঃ।
রুক্ষাঃ কষায়া মেদোঘ্না বিসর্পাময়নাশনাঃ।
শোথপিত্তকফাস্রঘ্নাঃ স্তন্যা ভগ্নাস্থিযোজকাঃ॥
ত্বক্পঞ্চকং হিমং গ্রাহি ব্রণশোথবিসর্পজিৎ॥
তেষাং পত্রং হিমং গ্রাহি কফবাতাস্রনুল্লঘু।
বিষ্টম্ভাধ্মানজিৎ তিক্তং কষায়ং লঘু লেখনম্॥
(কেচিৎ তু পারীষস্থানে শিরীষং, বেতসমপরে বদন্তীতি শেষঃ)।

সংজ্ঞা।—বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পারীষ (পলাশ পিপুল) ও পাকুড়—এই পাঁচটিকে ক্ষীরিবৃক্ষ এবং ইহাদের বল্কলকে পঞ্চবল্কল বলা যায়। পারীষস্থলে কেহ শিরীষ, কেহ বা বেতসও বলিয়া থাকেন।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ক্ষীরিবৃক্ষ শীতবীর্য, বর্ণপ্রসাদক, রুক্ষ, কষায়রস, স্তন্যজনক, ভগ্নাস্থিসংযোজক এবং যোনিরোগ, ব্রণ, মেদোদোষ, বিসর্প, শোথ, পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নাশক।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পঞ্চবল্কল শীতবীর্য, ধারক এবং ব্রণ, শোথ ও বিসর্প নাশক।

গুণাদি।—ক্ষীরিবৃক্ষের পত্র শীতবীর্য, ধারক, লঘু, তিক্ত-কষায়রস, লেখন এবং ইহা কফ, বায়ু, রক্তদোষ, বিষ্টম্ভ, উদরাধ্মাননাশক।

শালঃ

শালস্তু সর্জ্জকার্শ্যাশ্ব-কর্ণিকাশস্যসংবরঃ।
অশ্বকর্ণঃ কষায়ঃ স্যাদ ব্রণস্বেদকফক্রিমীন্।
ব্রধ্নবিদ্রধিবাধির্য্য-যোনিকর্ণগদান্ হরেৎ॥
(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

শালগাছ

পর্য্যায়।—শাল, সর্জ্জ, কার্শ্য, অশ্বকর্ণিকা ও শস্যসংবর—এই কয়েকটি শালের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—শালকে হিন্দীতে সাল, সখুয়া ও সাংখু, তৈলঙ্গে এপচেট্টু, তামিলে কুঙ্গিলিয়ম্, গুজরাটে গল, মহারাষ্ট্রে লঘুবালেচা বৃক্ষ, সাজরা, কর্ণাটে সর্জ্জর-দামর, আসামে শাল, ইংরাজীতে Sal tree বলে। ল্যাটিন নাম Shorea robusta সোরিয়া রোবাস্টা।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শালবৃক্ষ কষায়রস এবং ব্রণ, ঘর্ম, কফ, ক্রিমি, ব্রধ্ন, বিদ্রধি, বাধির্য্য, যোনিরোগ ও কর্ণরোগ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

শালভেদঃ

সর্জ্জকোঽন্যোঽজকর্ণঃ স্যাচ্ছালো মরিচপত্রকঃ।
অজকর্ণঃ কটুস্তিক্তঃ কষায়োষ্ণো ব্যপোহতি।
কফপাণ্ডুশ্রুতিগদান্ মেহকুষ্ঠবিষব্রণান্॥ *

(মাত্রা—এক মাষকঃ)।

ঝাঁজিশাল

পর্য্যায়। সর্জক, অজকর্ণ, শাল ও মরিচপত্রক—এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ। গুণ —ঝাঁজি শাল কটু-তিক্ত-কষায়রস ও উষ্ণবর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহ কফ, পাণ্ডু, কর্ণরোগ, প্রমে , কুষ্ঠ, বিষ ও ব্রণনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

শাকবৃক্ষঃ

শাকঃ ক্রকচপত্রঃ স্যাৎ স্থিরসারো গৃহদ্রুমঃ।
খরপত্রঃ শ্রেষ্ঠকাষ্ঠঃ শরপত্রোঽর্জ্জুনোপমঃ॥
শাকবৃক্ষঃ সরঃ স্বাদুর্দাহপিত্তশ্রমাপহঃ।
কষায়ঃ কফহৃদ্রুক্ষো বল্যো জ্বরহরো মতঃ॥ †

(অস্য ত্বগ্ গ্রাহ্যা-মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

সেগুন গাছ

পর্য্যায়।—শাক, ক্রকচপত্র, স্থিরসার, গৃহদ্রুম, খরপত্র, শ্রেষ্ঠকাষ্ঠ, শরপত্র ও অর্জ্জুনোপম—এইগুলি সেগুন গাছের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে শাগোণ, সাগবন, উৎকলে সিঙ্গুরু, তামিলে টেক, বোম্বায়ে খরুপত্র, মহারাষ্ট্রে সোয়ে, সাগ, কর্ণাটে নৈগু, তৈলঙ্গে টেকুচেট্টু, গুজরাটে শাগ, ফারসীতে ফিলগ্রোস্, আরবীতে ফিলজোশ্, উজন্নপিল, ল্যাটিনে Tectona grandis বলে। ইংরাজী নাম Teak wood tree।

* সর্জ্জস্তু কটুতিক্তোষ্ণো হিমঃ স্নিগ্ধোঽতিসারজিৎ। / পিত্তাস্রদোষকুষ্ঠঘ্নঃ কণ্ডুবিস্ফোট-বাতজিৎ॥ রা. নি.।

† শাকস্তু সারকঃ প্রোক্তঃ পিত্তদাহশ্রমাপহঃ। / কফঘ্ন মধুরং রুক্ষং কষায়ং শাকবল্কলম্॥ রা. নি.।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মধুর-কষায়রস, সারক, রুক্ষ, বলকর এবং জ্বর, দাহ, কফ, পিত্ত ও শ্রমনাশক। ছালের মাত্রা—চারি আনা।

শল্লকী

শল্লকী গজভক্ষ্যা চ সুবহা সুরভী রসা।
মহেরুণা কুন্দুরুকী বল্লকী চ বহুস্রবা॥
শল্লকী তুবরা শীতা পিত্তশ্লেষ্মাতিসারজিৎ।
রক্তপিত্তব্রণহরী পুষ্টিকৃৎ সমুদীরিতা॥ (মাত্রা—এক মাষকঃ)।

কুন্দুরু

পর্য্যায়।—শল্লকী, গজভক্ষ্যা, সুবহা, সুরভী, রসা, মহেরুণা, কুন্দুরুকী, বল্লকী ও বহুস্রবা—এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে শালই, সলই, শলগ, তামিলে কুংলি, মহারাষ্ট্রে শালই রুক্ষ, গুজরাটে শালেডুং, ধুপেডো, কর্ণাটে তদীকু বলে। ল্যাটিন নাম Boswellia serrata বসোয়েলিয়া সেরাটা

গুণ।—শল্লকী কষায়রস, শীতবীর্য ও পুষ্টিকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিত্ত, কফ, অতিসার, রক্তপিত্ত ও ব্রণনাশক। মাত্রা—তুই আনা।

শিংশপা

শিংশপা পিচ্ছিলা শ্যামা কৃষ্ণসারা চ সাগুরুঃ।
কপিলা সৈব মুনিভির্ভস্মগর্ভেতি কীর্ত্তিতা॥
শিংশপা কটুকা তিক্তা কষায়া শোষহারিণী।
উষ্ণবীর্য্যা হরেন্মেদঃ-কুষ্ঠশ্বিত্রবমিক্রিমীন্।
বস্তিরুগ্ ব্রণদাহাস্র-বলাসান্ গর্ভপাতিনী॥ *
(মাত্রা—এক মাষকঃ)।

শিশু

পর্য্যায়।—শিংশপা, পিচ্ছিলা, শ্যামা, কৃষ্ণসারা, অগুরু, কপিলা ও ভস্মগর্ভা—এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে শীসম, শিশো ও শীসই, তৈলঙ্গে শিশুকর্‌ব জিট্টরেগুচেট্টু, তামিলে জানুক্‌কুট্টই, পংশকেদর, মহারাষ্ট্রে কালাশিশবা,

---

* শিংশপাত্রিতয়ং বর্ণ্যং হিমং শোফবিসর্পজিৎ। পিত্তদাহপ্রশমনং বল্যং রুচিকরং পরম্॥ রা. নি.।

গুজরাটে শিশম্, কর্ণাটে করীপইবিড়ু, আরবীতে সাসম বলে। ইংরাজীতে Black wood, Sisoo tree ; ল্যাটিনে Dalbergia sissoo বলে।

গুণ।—শিংশপা কটু তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য ও গর্ভপাতক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শোষ, মেদঃ, কুষ্ঠ, শ্বিত্র, বমি, ক্রিমি, বস্তিবেদনা, ব্রণ, দাহ, রক্তদোষ ও কফনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

ককুভঃ

ককুভোঽর্জ্জুননামাখ্যো নদীসর্জ্জশ্চ কীর্ত্তিতঃ।
ইন্দ্রদ্রুর্বীরবৃক্ষশ্চ বীরশ্চ ধবলঃ স্মৃতঃ॥
ককুভঃ শীতলো হৃদ্যঃ ক্ষতক্ষয়বিষাস্রজিৎ।
মেদোমেহব্রণান্ হন্তি তুবরঃ কফপিত্তহৃৎ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

অর্জ্জুন

পর্য্যায়।—ককুভ, নদীসর্জ্জ, ইন্দ্রদ্রু, বীরবৃক্ষ, বীর ও ধবল এবং অর্জ্জুন পর্যায়ক সমস্ত শব্দ অর্জ্জুন বৃক্ষের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে কোহ কৌহ, মহারাষ্ট্রে অর্জ্জুন-সাদড়া ও সারটোল, কর্ণাটে তাংরেমত্তি, গুজরাটে কড়ায়ো, তৈলঙ্গে, মাট্টিচেট্ট, আসামে অর্জ্জুন। ইংরাজী নাম Terminalia arjuna টার্মিনেলিয়া অর্জুন।

গুণ।—অর্জ্জুন শীতবীর্য, হৃদ্য (হৃদয়-হিত) ও কষায়রস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ক্ষত, ক্ষয়, বিষ, রক্তদোষ, মেদোদোষ, প্রমেহ, ব্রণ, কফ ও পিত্ত নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

অসনঃ

বীজকঃ পীতসারশ্চ পীতশালক ইত্যপি।
বন্ধূকপুষ্পঃ প্রিয়কঃ সর্জ্জকশ্চাসনঃ স্মৃতঃ॥
বীজকঃ কুষ্ঠবীসর্প শ্বিত্রমেহগুদক্রিমীন্।
হন্তি শ্লেষ্মাস্রপিত্তঞ্চ ত্বচ্যঃ কেশ্যো রসায়নঃ॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

পিয়াশাল

পর্য্যায়।—বীজক, পীতসার, পীতশালক, বন্ধূকপুষ্প, প্রিয়ক, সর্জ্জক ও অসন—এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ।

---

* অসনঃ কটুরুষ্ণশ্চ তিক্তো-বাতার্ত্তিদোষনুৎ। / সারকো গলদোষঘ্নো রক্তমণ্ডলনাশনঃ॥ রা. নি.।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহা হিন্দুস্থানে আসন, বিজয়সার, বিজয়সারকাগোঁদ, মহারাষ্ট্রে বিবলা, বিবল্যাচা গোঁদ, গুজরাটে বীয়াং, কর্ণাটে কেপিন্নহোনে, তৈলঙ্গে মদ্দি, বোম্বায়ে অইন, ফারসীতে কমরকস্ নামে অভিহিত হয়। ইংরাজী Indian Kino tree, ল্যাটিন নাম Pentaptera tomentosa পেণ্টাপ্টেরা টোমেন্টোসা, Pterocarpus marsupium।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পিয়াশাল চর্মের হিতকারক, কেশের উপকারক এবং রসায়ন। ইহা কুষ্ঠ, বিসর্প, শ্বিত্র, প্রমেহ, গুহ্যক্রিমি, কফ ও রক্তপিত্ত নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

হিন্তালঃ

হিন্তালঃ স্থূলতালশ্চ পূগরোটো বৃহদ্দলঃ।
স্থিরপত্রো দ্বিধালেখ্যঃ শিরাপত্রোঽস্থিরাঙ্ঘ্রিকঃ॥
হিন্তালো মধুরোঽম্লশ্চ কফকৃৎ পিত্তদাহনুৎ।
শ্রমতৃষ্ণাপহারী চ শিশিরো বাতদোষকৃৎ॥

হিন্তাল (হেঁতাল)

পর্য্যায়।—হিন্তাল, স্থূলতাল, পূগরোট, বৃহদ্দল, স্থিরপত্র, দ্বিধালেখ্য, শিরাপত্র ও অস্থিরাঙ্ঘ্রিক—এইগুলি হিন্তালের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও গুজরাটে হিন্তাল, মহারাষ্ট্রে কালাতাড়, তামিলে পনম, ফারসীতে তাল ও আরবীতে তার বলে। ইংরাজী নাম Palmyra Palm, ল্যাটিন নাম Phoenix paludosa।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ—হিন্তাল অম্ল-মধুর রস, কফজনক, পিত্তনাশক শৈত্যকর ও বাতপ্রকোপক। ইহা দ্বারা দাহ, শ্রম ও তৃষ্ণা নিবারিত হয়। (ইহার ত্বক ও স্বরসাদি গ্রহণীয়)।

খদিরঃ

খদিরো রক্তসারশ্চ গায়ত্রী দন্তধাবনঃ।
কণ্টকী বালপত্রশ্চ বহুশল্যশ্চ যজ্ঞিয়ঃ॥
খদিরঃ শীতলো দন্ত্যঃ কণ্ডুকাসারুচিপ্রণুৎ।
তিক্তঃ কষায়ো মেদোঘ্নঃ ক্রিমিমেহজ্বরব্রণান্॥
শ্বিত্রশোথামপিত্তাস্র-পাণ্ডুকুষ্ঠকফাময়ান্।
বহ্নিমান্দ্যমতীসারং প্রদরঞ্চ বিনাশয়েৎ॥

(মাত্রা—এক মাষকঃ) ৮

খদির খয়ের

পর্য্যায়।—খদির, রক্তসার, গায়ত্রী, দন্তধাবন, কণ্টকী, বালপত্র, বহুশল্য ও যজ্ঞিয়—এই কয়েকটি খদিরের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দিতে, মহারাষ্ট্রে ও উৎকলে খৈর, তৈলঙ্গে চণ্ডচেট্রু, কর্ণাটে কেম্পিন খৈর, গুজরাটে খেরিয়ো, আসামে খয়ের বলে। ইংরাজী নাম **Acacia Catechu** অ্যাকেসিয়া ক্যাটেচু।

গুণ।—খদির শীতবীর্য, দন্তের হিতকারক ও তিক্ত-কষায়রস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কণ্ডু, কাস, অরুচি, মেদোদোষ, ক্রিমি, প্রমেহ, জ্বর, ব্রণ, শ্বিত্র, শোথ, আমদোষ, পিত্ত, রক্তদোষ, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, কফরোগ, অগ্নিমান্দ্য অতিসার ও প্রদরনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

শ্বেতখদিরঃ

খদিরঃ শ্বেতসারোঽন্যঃ কদরঃ সোমবল্কলঃ।
কদরো বিশদো বর্ণ্যো মুখরোগকফাস্রজিৎ ॥ *

(মাত্রা—এক মাষকঃ)।

পাপড়ি খয়ের

পর্য্যায়।—খদির শ্বেতসার, কদর ও সোমবল্কল—এই কয়েকটি পাপড়ি খয়েরের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সফেদ খৈর, পাপড়িয়া, খৈর্ (কথা), মহারাষ্ট্রে পাংঢরা খৈর, কর্ণাটে বিলিয়ত্তি, তৈলঙ্গে রবাসু তেলচণ্ড, গুজরাটে গোড়ড, ল্যাটিনে **Mimosa sama** বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পাপড়ি খয়ের বিশদ, বর্ণপ্রসাদক এবং মুখরোগ, রক্তদোষ ও কফনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

ইরিমেদঃ

ইরিমেদো বিট্‌খদিরঃ কালস্কন্ধোঽরিমেদকঃ।
ইরিমেদঃ কষায়োষ্ণো মুখদন্তগদাস্রজিৎ।
হন্তি কণ্ডুবিষশ্লেষ্ম-ক্রিমিকুষ্ঠবিষব্রণান্ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

গুয়ে বাবলা

পর্য্যায়।—ইরিমেদ, বিট্‌খদির, কালস্কন্ধ ও অরিমেদক—এইগুলি গুয়ে বাবলার নাম।

---

* শ্বেতস্তু খদিরস্তিক্তঃ কষায়ঃ কটুরুক্ষকঃ। / কণ্ডুতিকুষ্ঠভূতঘ্নঃ কফবাতব্রণাপহঃ ॥ রা.নি.।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে দুর্গন্ধখৈর, গন্ধাবুল, কর্ণাটে করর্ধ্যবেলু, গুজরাটে ইরিমেদ, গন্ধিলো খৈর ও মহারাষ্ট্রে গন্ধিয়াহিংবর ও শেণ্যাখৈর বলে। ইংরাজী নাম Mimosa Farnesiona, Sponge tree। ল্যাটিন নাম Acacia farnesiana।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—গুয়েবাব্লা কষায়রস, উষ্ণবীর্য এবং ইহা মুখরোগ, দন্তরোগ, রক্তদোষ, কণ্ডু, বিষ, কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও বিষজ-ক্ষতনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

রোহিতঃ

রোহীতকো রোহিতকো রোহী দাড়িমপুষ্পকঃ।
রোহিতকঃ প্লীহঘাতা রুচ্যো রক্তপ্রসাধনঃ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

রোড়া, রয়না, কড়ার

পর্য্যায়।—রোহীতক, রোহিতক, রোহী, দাড়িমপুষ্পক—এই কয়েকটি এক পর্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে রোহেড়া, মহারাষ্ট্রে রক্তরোহিড়া, গুজরাটে রগত রোহিড়ো, কর্ণাটে ষরডমল, মৃত্তল, তৈলঙ্গী ভাষায় মূলুমোত্রচেট্টু বলে ইংরাজী নাম Amoora Rohituka, ল্যাটিন নাম Tecoma undulata।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—রোড়া প্লীহানাশক, রুচিকারক এবং রক্তপ্রসাদক। মাত্রা—চারি আনা।

বব্বুলঃ

বব্বুলঃ কিঙ্কিরালঃ স্যাৎ কিঙ্কিরাতঃ সপীতকঃ।
স এব কথিতস্তজ্জ্ঞৈরাভা ষট্পদমোদিনী॥
বব্বুলঃ কফনুদ্ গ্রাহী কুষ্ঠক্রিমিবিষাপহঃ।
বব্বুলস্য তু নির্য্যাসো গ্রাহী পিত্তানিলাপহঃ॥
রক্তাতীসারপিত্তাস্র-মেহপ্রদরনাশনঃ।
ভগ্নসন্ধায়কঃ শীতঃ শোণিতস্রুতিবারণঃ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

বাবলা

পর্য্যায়।—বব্বুল, কিঙ্কিরাল, কিঙ্কিরাত, সপীতক, আভা ও ষট্পদমোদিনী—এই কয়েকটি বাবলার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে ববূর, কীকর, বাবুল, তৈলঙ্গে বলবংতুড্ডু

ও নারতুম, বোম্বায়ে রোমকড়ি মহারাষ্ট্রে বাভুল, কীকর, বাভলীচা গোঁদ, উৎকলে গুইতা, দাক্ষিণাত্যে কলিকিকর, গুজরাটে বাবল, কর্ণাটে পুলুই, ফারসীতে মুগিলাং গোন, আরবীতে আমুগিলাং সিমগ বলে। ল্যাটিন নাম Acacia arabica, অ্যাকেসিয়া অ্যারেবিকা। ইংরাজী নাম Acacia gummi।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বাব্‌লা ধারক। ইহা কফ, কুষ্ঠ, ক্রিমি ও বিষ-নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

বাব্‌লার আটার গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মলসংগ্রাহক, পিত্ত ও বায়ু-নাশক, শীতবীর্য ও ভগ্নসন্ধায়ক এবং রক্তাতিসার, রক্তপিত্ত, মেহ, প্রদর ও রক্তস্রাব নিবারক।

অরিষ্টকঃ

অরিষ্টকস্তু মাঙ্গল্যঃ কৃষ্ণবর্ণোঽর্থসাধনঃ।
রক্তবীজঃ পীতফেনঃ ফেনিলো গর্ভপাতনঃ॥
অরিষ্টঃ কটুকঃ পাকে তীক্ষ্ণশ্চোষ্ণশ্চ লেখনঃ।
গর্ভপাতকরঃ প্রোক্তো লঘুঃ স্নিগ্ধস্ত্রিদোষহা।
গ্রহপীডাদাহশূল-নাশনশ্চ প্রকীর্তিতঃ॥ (মাত্রা—ষড়্ রক্তিকাঃ)।

রীটা

পর্য্যায়।—অরিষ্টক, মাঙ্গল্য, কৃষ্ণবর্ণ, অর্থসাধন, রক্তবীজ, পীতফেন, ফেনিল ও গর্ভপাতন—এইগুলি রীটার সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে রীঠা, মহারাষ্ট্রে রিঠা, গুজরাটে অরিঠা, তৈলঙ্গে কুকুড়, ফারসীতে ফিংদকহিংদী, আরবীতে বুংদক বলে। ইংরাজীতে Soap berri, Soap nut, ল্যাটিনে Sapindus trifoliatus বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অরিষ্টক (রীটা) কটুবিপাক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, লেখন ও গর্ভপাতক, লঘু, স্নিগ্ধ এবং ত্রিদোষ, গ্রহজনিত পীড়া, দাহ ও শূলনাশক। মাত্রা—এক আনা।

পুত্রঞ্জীবঃ

পুত্রঞ্জীবো গর্ভকরো যষ্টিপুষ্পোঽর্থসাধকঃ।
পুত্রজীবো গুরুর্বৃষ্যো গর্ভদঃ শ্লেষ্মবাতহৃৎ।
সৃষ্টমূত্রমলো রুক্ষো হিমঃ স্বাদুঃ পটুঃ কটুঃ॥ *
(মাত্রা—এক মাষকঃ)।

---

* পুত্রজীবো হিমো বৃষ্যঃ শ্লেষ্মদো গর্ভজীবদা। / চক্ষুষ্যঃ পিত্তশমনো দাহতৃষ্ণানিবারণঃ।
রা. নি.

জিয়াপুতা

পর্য্যায়।—পুত্রজীব, গর্ভকর, যষ্টিপুষ্প ও অর্থসাধক—এই কয়েকটি জিয়াপুতার সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে পিতৌজিয়া জিয়াপতি, হিনাজীরা, মহারাষ্ট্রে জিবন্ পুত্ র, পুত্রজীবক বৃক্ষ, তৈলঙ্গে শীশ, কুঁবজুবি, কর্ণাটে ও গুজরাটে পুত্রজীব এবং বোম্বায়ে জীবনপুতর। ইংরাজী নাম Nageia putranjiva।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—জিয়াপুতা গুরু, শুক্রবর্ধক, গর্ভপ্রদ, কফঘ্ন, বাতনাশক, মলমূত্র-নিঃসারক, রুক্ষ ও শীতবীর্য ; ইহা মধুর-লবণ-কটুরস। মাত্রা—দুই আনা।

ইঙ্গুদঃ

ইঙ্গুদোঽঙ্গারবৃক্ষশ্চ তিক্তকস্তাপসদ্রুমঃ।
ইঙ্গুদঃ কুষ্ঠভূতাদি-গ্রহব্রণবিষক্রিমীন্।
হন্ত্যুষ্ণঃ শ্বিত্রশূলঘ্নস্তিক্তকঃ কটুপাকবান্॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

ইঙ্গুদী

পর্য্যায়।— ইঙ্গুদ, অঙ্গারবৃক্ষ, তিক্তক ও তাপসদ্রুম—এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে হিংগোট, গোংদী, মহারাষ্ট্রে হিংগণবেট, গুজরাটে ইংগোরিয়া তৈলঙ্গে গরা, আরবীতে হিলেলজে। ল্যাটিনে Balanites roxburghii বলে।

গুণ।—ইঙ্গুদী কুষ্ঠ, ভূতাদিগ্রহদোষ, ব্রণ, বিষ, ক্রিমি, শ্বিত্র ও শূলনাশক। ইহা উষ্ণবীর্য, তিক্তরস এবং কটুবিপাক। মাত্রা—চারি আনা।

জিঙ্গিনী

জিঙ্গিনী ঝিঙ্গিনী ঝিঙ্গী সুনির্য্যাসা প্রমোদিনী।
জিঙ্গিনী মধুরা সোষ্ণা কষায়া ব্রণশোধিনী॥
কটুকা ব্রণহৃদ্রোগ-বাতাতীসারহৃৎ পটুঃ।
তমালশালবদ্ বেত্তা দাহবিস্ফোটহৃৎ পুনঃ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

জিঙ্গিনী (শাল্মলীজাতীয় বৃক্ষভেদ)

পর্য্যায়।—জিঙ্গিনী, ঝিঙ্গিনী, ঝিঙ্গী, সুনির্যাসা ও প্রমোদনী—এই কয়েকটি এক পর্য্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে জিজিনী, মহারাষ্ট্রে মোক, মোই, গুজরাটে মবেডী, কর্ণাটে মরম্ ও ঔরিথ। ইংরাজী নাম Odina Wodier।

জিজিনী—মধুর-কষায়-কটু-লবণ-রস, উষ্ণবীর্য ও ব্রণশোধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ব্রণ, হৃদ্‌রোগ, বায়ু ও অতিসার নাশক। জিজিনী তমাল ও শালের ন্যায় গুণ বিশিষ্ট এবং দাহ ও বিস্ফোট নাশক। মাত্রা—দুই আনা।

তুণী

তুণী তুন্নক আপীনস্তুণিকঃ কচ্ছুপস্তথা।
কুঠেরকঃ কান্তলকো নন্দিবৃক্ষশ্চ নন্দকঃ॥
তুণী রক্তঃ কটুঃ পাকে কষায়ো মধুরো লঘুঃ।
তিক্তো গ্রাহী হিমো বৃষ্যো ব্রণকুষ্ঠাস্রপিত্তজিৎ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

তুঁদগাছ

পর্য্যায়।—তুণী, তুন্নক, আপীন, তুণিক, কচ্ছপ, কুঠেরক, কান্তলক, নন্দিবৃক্ষ ও নন্দক—এই কয়েকটি তুঁদগাছের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে তুণী, তুন্ ও মহানিম্, উৎকলে মহালিম্বু এবং পাঞ্জাবে দ্রাবী। ইংরাজী নাম Cedrela Toona কেড্রিলা তুণ।

গুণ।—তুঁদবৃক্ষ রক্তবর্ণ, কটুবিপাক, কষায়-মধুর-তিক্তরস, লঘু, ধারক, শীতবীর্য ও শুক্রবর্ধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ব্রণ, কুষ্ঠ, রক্তপিত্তনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

ভূর্জ্জপত্রঃ

ভূর্জ্জপত্রঃ স্মৃতো ভূর্জ্জশ্চর্ম্মী বহুলবল্কলঃ।
ভূর্জ্জো ভূতগ্রহশ্লেষ্ম-কর্ণরুক্‌পিত্তরক্তজিৎ।
কষায়ো রাক্ষসঘ্নশ্চ মেদোবিষহরঃ পরঃ॥

(মাত্রা—এক মাষকঃ)।

ভূর্জ্জপত্র

পর্য্যায়।—ভূর্জ্জপত্র, ভূর্জ্জ, চর্ম্মী ও বহুলবল্কল—এই কয়েকটি ভূর্জ্জপত্রের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ভোজপত্র, মহারাষ্ট্রে ভূর্জ্জপত্র, গুজরাটে ভোজপত্র, কর্ণাটে ভূর্জ্জপত্র, হিমালয়ের সমীপবর্ত্তি স্থানে কটক, বোম্বায়ে ভূর্জ্জপত্র ও আসামে ভূজপত্র বলে। ইংরাজী নাম The birch দি বার্চ্চ। ল্যাটিনে Betula utilis বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ভূর্জ্জপত্র কষায়রস, ইহা ভূতগ্রহ, কফ, কর্ণরোগ, রক্তপিত্ত, রাক্ষস, মেদোদোষ ও বিষনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

পলাশঃ

পলাশঃ কিংশুকঃ পর্ণো যজ্ঞিয়ো রক্তপুষ্পকঃ।
ক্ষারশ্রেষ্ঠো বাতপোথো ব্রহ্মবৃক্ষঃ সমিদ্বরঃ॥
পলাশো দীপনো বৃষ্যঃ সরোষ্ণো ব্রণগুল্মজিৎ।
কষায়ঃ কটুকস্তিক্তঃ স্নিগ্ধো গুদজরোগজিৎ॥
ভগ্নসন্ধানকৃদ্ দোষ-গ্রহণ্যর্শঃক্রিমীন্ হরেৎ।
তৎপুষ্পং স্বাদু পাকে তু কটু তিক্তং কষায়কম্॥
বাতলং কফপিত্তাস্র-কৃচ্ছ্রজিদ্ গ্রাহি শীতলম্।
তৃড়্দাহশমকং বাত-রক্তকুষ্ঠহরং পরম্॥
ফলং লঘুষ্ণং মেহার্শঃ-ক্রিমিবাতকফাপহম।
বিপাকে কটুকং রুক্ষং কুষ্ঠগুল্মোদরপ্রণুৎ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

পলাশ

পর্য্যায়।—পলাশ, কিংশুক, পর্ণ, যজ্ঞিয, রক্তপুষ্পক, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, বাতপোথ, ব্রহ্মবৃক্ষ ও সমিদ্বর—এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ধারা, কেসু, ঢাক, মহারাষ্ট্রে পলস, কর্ণাটে মুত্তলু, তৈলঙ্গে মোটুগ, মাতুকাচেট্টু, উৎকলে পরাস, বোম্বায়ে খাকরো, আসামে পলাশ, গুজরাটে খাখরো এবং তামিলে পরশন্ বলে। ইংরাজীতে Downy branch butea, ল্যাটিনে Butea Frondosa বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পলাশ অগ্নিদীপক, শুক্রবর্ধক, সারক, উষ্ণবীর্য, ব্রণনাশক, গুল্মঘ্ন, কষায়-কটু-তিক্তরস, স্নিগ্ধ, গুহ্যজাতরোগনাশক, ভগ্নসন্ধানকারক এবং ইহা বাতাদিদোষ, গ্রহণীরোগ, অর্শঃ ও ক্রিমিনাশক।

পুষ্পের গুণাদি।—পলাশপুষ্প স্বাদু-তিক্ত-কষায়রস, পাকে কটু, বায়ুবর্ধক, ধারক ও শীতবীর্য এবং ইহা কফ, রক্তপিত্ত, মূত্রকৃচ্ছ্র, পিপাসা, দাহ, বাতরক্ত ও কুষ্ঠ নাশক।

ফলের গুণাদি।—পলাশফল লঘু, উষ্ণবীর্য, কটুবিপাক, রুক্ষ এবং ইহা প্রমেহ, অর্শঃ, ক্রিমি, বায়ু, কফ, কুষ্ঠ, গুল্ম ও উদররোগ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

শাল্মলিঃ

শাল্মলিস্তু ভবেন্মোচা পিচ্ছিলা পূরণীতি চ।
রক্তপুষ্পা স্থিরায়ুশ্চ কণ্টকাঢ্যা চ তূলিনী॥
শাল্মলী শীতলা স্বাদ্বী রসে পাকে রসায়নী।
শ্লেষ্মলা পিত্তবাতাস্র-হারিণী রক্তপিত্তজিৎ॥
(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

শিমুল

পর্য্যায়।—শাল্মলি, মোচা, পিচ্ছিলা, পূরণী, রক্তপুষ্পা, স্থিরায়ুঃ, কণ্টকাঢ্যা ও তুলিনী এই কয়েকটি শিমুলের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে শেম্বল ও সেমল, উৎকলে বোনরো, তামিলে পুলা, মহারাষ্ট্রে সাম্বরি, তৈলঙ্গে রুগচেট্টু, কর্ণাটে ধবলবদমর, গুজরাটে শেমলো, আসামে শিমলুগছ বলে। ল্যাটিন নাম Bombax malabaricum।

গুণ।—শিমূল শীতবীর্য, মধুররস, মধুরবিপাক, রসায়ন ও কফকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিত্ত, বাতরক্ত ও রক্তপিত্তনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

মোচরসঃ

নির্য্যাসঃ শাল্মলেঃ পিচ্ছো শাল্মলীবেষ্টকোঽপি চ।
মোচাস্রাবো মোচরসো মোচনির্য্যাস ইত্যপি॥
মোচাস্রাবো হিমো গ্রাহী স্নিগ্ধো বৃষ্যঃ কষায়কঃ।
প্রবাহিকাতিসারামা-কফপিত্তাস্রদাহনুৎ॥
(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

মোচরস (শিমুলের আঠা)

পরিচয়।—শাল্মলির নির্য্যাসকে মোচরস বলে।

পর্য্যায়।—পিচ্ছ, শাল্মলীবেষ্টক, মোচাস্রাব, মোচরস ও মোচনির্যাস—এই কয়েকটি মোচরসের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে মোচরস, সেমরকা, গোঁদ, মহারাষ্ট্রে সাম্বরী চা ডাক, গুজরাটে সেমলানো গুন্দ এবং অন্যত্র মোচরস বলে।

গুণ।—মোচরস শীতবীর্য, ধারক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্ধক ও কষায়রস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা প্রবাহিকা, অতিসার, আমদোষ, কফ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি ও দাহনাশক।

কূটশাল্মলিঃ

কুৎসিতঃ শাল্মলিঃ প্রোক্তো রেচনঃ কূটশাল্মলিঃ।
কূটশাল্মলিকস্তিক্তঃ কটুকঃ কফবাতনুৎ॥
ভেদ্যুষ্ণঃ প্লীহজঠর-যকৃদ্গুল্মবিষাপহঃ।
ভূতানাহবিবন্ধাস্র-মেদঃশূলকফাপহঃ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

রক্ত রোহিতক

পর্য্যায়।—কুৎসিত শাল্মলিকে রেচন ও কূটশাল্মলি বলে। ল্যাটিনে Bombax gosypinum বলে।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বাতশ্লেষ্মদোষ, প্লীহা, উদর, যকৃৎ, গুল্ম, বিষ, ভূতগ্রহ, আনাহ, বিবন্ধ, রক্তদোষ, মেদঃ, শূল ও কফনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

ধবঃ

ধবো ঘটো নন্দিতকঃ স্থিরো গৌরো ধুরন্ধরঃ।
ধবঃ শীতঃ প্রমেহার্শঃ-পাণ্ডুপিত্তকফাপহঃ।
মধুরস্তুবরস্তস্য ফলঞ্চ মধুরং মনাক্॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

ধাওয়া

পর্য্যায়।—ধব, ঘট, নন্দিতক, স্থির, গৌর ও ধুরন্ধর—এই কয়েকটি ধববৃক্ষের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে ধাবড়া, কর্ণাটে সিরিবক, ধাড়ো, তৈলঙ্গে নারিংজচেট্টু, হিন্দুস্থানে ধোং ধাবা, গুজরাটে ধাবড়ো বলে। ল্যাটিন নাম Anogeissus latifolia।

গুণ।—ধব শীতবীর্য ও মধুর-কষায়রস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা প্রমেহ, অর্শঃ, পাণ্ডু, পিত্ত ও কফনাশক। ইহার ফল অল্পমধুররস।

ধম্বনঃ

ধম্বনস্তু ধনুর্বৃক্ষো গোত্রবৃক্ষঃ সুতেজনঃ।
ধম্বনঃ কফপিত্তাস্র-কাসঘ্নং তুবরো লঘুঃ।
বৃংহণো বলকৃদ্রুক্ষঃ সন্ধিকৃদ্ ব্রণরোপণঃ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

ধামনা গাছ

পর্য্যায়।—ধন্বজ, ধনুর্ব্বৃক্ষ, গোত্রবৃক্ষ ও স্নুতেজন—এই কয়েকটি ধামনার পর্যায়। ল্যাটিনে Grewia tiliaefolia বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ধামনা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ ও কাস নাশক এবং কষায়রস, লঘু, শরীরের উপচয়কারক, বলবর্ধক, রুক্ষ, ভগ্নসন্ধানকারক ও ব্রণনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

করীরঃ

করীরঃ ক্রকরোঽপত্রো গ্রন্থিলো মরুভূরুহঃ।
করীরঃ কটুকস্তিক্তঃ স্বেদ্যুষ্ণো ভেদনঃ স্মৃতঃ।
দুর্নামকফবাতাম-গরশোথব্রণপ্রণুৎ ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

করীবৃক্ষ

পরিচয়।—মরুভূমিজাত উষ্ট্রপ্রিয় তীক্ষ্ণ কণ্টকান্বিত বৃক্ষবিশেষ।

পর্য্যায়।—করীর, ক্রকর, অপত্র, গ্রন্থিল ও মরুভূরুহ—এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে করীল, মহারাষ্ট্রে নেবতী, গুজরাটে কের, কর্ণাটে তপ্পতিগে, তৈলঙ্গে কবরকুরাক, ফারসীতে কবার বলে। ল্যাটিনে Capparis aphylla বলে।

গুণ।—করীর কটু-তিক্তরস, ঘর্ম্মকারক, উষ্ণবীর্য ও ভেদক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা অর্শঃ, কফ, বায়ু, আমদোষ, গরদোষ, শোথ ও ব্রণনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

শাখোটঃ

শাখোটঃ পীতফলকো ভূতাবাসঃ খরচ্ছদঃ।
শাখোটো রক্তপিত্তার্শো-বাতশ্লেষ্মাতিসারজিৎ ॥

(মাত্রা—ষড় রক্তিকাঃ)।

শেওড়া গাছ

পর্য্যায়।—শাখোট, পীতফল, ভূতাবাস ও খরচ্ছদ—এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে সহোরা, রুসাসিওড়, কর্ণাটে আখোড় মরণু, মহারাষ্ট্রে সহোড, তৈলঙ্গে ভারিণিকেচেট্টু ও বরনকী এবং গুজরাটে ও বোম্বায়ে সাহোড়া। ল্যাটিন নাম Streblus asper।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শেওড়া রক্তপিত্ত, অর্শঃ, বায়ু, কফ ও অতিসার-নাশক। মাত্রা—এক আনা।

আস্ফোটঃ

বদরক্রশ্চাস্ফোটঃ সপিত্তকফনাশনঃ।
বাতলশ্চ ক্রিমিং হস্তি পাণ্ডুতাজ্বরকামলাঃ॥

আস্‌শেওড়া

পর্য্যায়।—বদরক্র ও আস্ফোট—এই দুইটি আস্‌শেওড়ার নাম।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বাতজনক এবং পিত্ত, কফ, ক্রিমি, পাণ্ডুতা, জ্বর ও কামলা নষ্ট করে। ইংরাজী নাম—Glycosmis Pentaphylla।

বরুণঃ

বরুণো বরণঃ সেতুস্তিক্তশাকোঽগ্নিদীপনঃ।
বরুণঃ পিত্তলো ভেদী শ্লেষ্মকৃচ্ছ্রাশ্মমারুতান্॥
নিহন্তি গুল্মবাতাস্র-ক্রিমীংশ্চোষ্ণোঽগ্নিদীপনঃ।
কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কটুকো রুক্ষকো লঘুঃ॥ *
(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

বরুণ গাছ

পর্য্যায়।—বরুণ, বরণ, সেতু, তিক্তশাক ও অগ্নিদীপন—এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ

দেশভেদে নামভেদ।—হিন্দুস্থানে বিলি, বরনা, মহারাষ্ট্রে বায়ুবরণা, ভাটবরণা, কর্ণাটে মদবসলে, তৈলঙ্গে উরুমট্টি, জাজিচেট্টু ও উলিমিরিচেট্টু, বোম্বায়ে বায়বরণা, তামিলে মরলিঙ্গম, আসামে বরুণগছ ও গুজরাটে বরণো বলে। ল্যাটিন নাম Crataeva religiosa।

গুণ।—বরুণ পিত্তবর্দ্ধক, ভেদক, উষ্ণবীর্য, অগ্নিদীপক, কষায় মধুর-তিক্ত-কটুরস, রুক্ষ ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, বায়ু, গুল্ম, বাতরক্ত ও ক্রিমি নাশক মাত্রা—চারি আনা।

কটভী

কটভী স্বাদুপুষ্পশ্চ মধুরেণুঃ কটম্ভরঃ।
কটভী তু প্রমেহার্শো-নাড়ীব্রণবিষক্রিমীন্।

---

* বরুণঃ কটুরুষ্ণশ্চ রক্তদোষহরঃ পরঃ। / শীতবাতহরঃ স্নিগ্ধো দীপ্যো বিদ্রধিবাতজিৎ॥ রা. নি.।

হৃদ্যাঙ্গা কফকুষ্ঠঘ্নী কটুরুক্ষা চ কীর্ত্তিতা।
তৎফলং তদ্‌গুণং জ্ঞেয়ং বিশেষাৎ কফশুক্রকৃৎ॥ †

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

কাঁটা শিরীষ

পর্য্যায়।—কটভী, স্বাদুপুষ্প, মধুরেণু ও কটম্ভর—এই কয়েকটি কাঁটাশিরীষের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে করহী, হরিমল, মহারাষ্ট্রে বাকুংভা, গুজরাটে বাপুঙ্গা, কর্ণাটে বেল্লাল বলে। ল্যাটিন নাম Careya arborea।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কাঁটাশিরীষ উষ্ণবীর্য, কটুরস এবং রুক্ষ। ইহা প্রমেহ, অর্শঃ, নাড়ীব্রণ, বিষ, ক্রিমি, কফ ও কুষ্ঠনাশক। কটভীর ফলও উক্তরূপ গুণযুক্ত; বিশেষত কফ ও শুক্রনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

জলশিরীষিকা

শিরীষিকা টিন্টিণিকা দুর্ব্বলাম্বুশিরীষিকা।
ত্রিদোষবিষকুষ্ঠার্শোহরী বারিশিরীষিকা॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

জলশিরীষ

পরিচয়।—জলশিরীষের পত্র শিরীষপত্রের ন্যায়, ইহা জলে জন্মে।

পর্য্যায়।—শিরীষিকা, টিন্টিণিকা, দুর্ব্বলা, অম্বুশিরীষিকা—এইগুলি ইহার নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে জলশিরস, ঢাঢো ও মহারাষ্ট্রে জলশিরসী বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—জলশিরীষিকা ত্রিদোষ, বিষ, কুষ্ঠ ও অর্শোবিনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

শমী

শমী শক্তুফলা তুঙ্গা কেশহন্ত্রী শিবাফলা।
মঙ্গল্যা চ তথা লক্ষ্মীঃ শম্যারঃ শাল্মিকা স্মৃতা॥
শমী তিক্তা কটুঃ শীতা কষায়া রেচনী লঘুঃ।
কফকাসভ্রমশ্বাস-কুষ্ঠার্শঃক্রিমিজিৎ স্মৃতঃ॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

† কটভী চেৎ কটুরুক্ষা গুল্মবিষাধ্মান শূলদোষঘ্নী। / বাতকফাজীর্ণরুজাং শমনী শ্বেতা চ তত্র গুণযুক্তা॥ রা. নি.।

* শমী রুক্ষা কষায়া চ রক্তপিত্তাতিসারজিৎ। / তৎফলন্তু গুরু স্বাদু রুক্ষোষ্ণং নখকেশহৃৎ॥ রা. নি.।

শাঁইগাছ

পর্য্যায়।—শমী, শক্তুফলা, তুঙ্গা, কেশহন্ত্রী, শিবাফলা, মঙ্গল্যা ও লক্ষ্মী—এই কয়েকটি শমীর পর্যায়। ক্ষুদ্রশমীকে শমীর বলে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে ছোঁকর, সমী, সফেদকীকর, মহারাষ্ট্রে খোরশমী ও লঘুশমী, কর্ণাটে বন্নি ও কাবন্নি, উৎকলে শুমি, গুজরাটে খিজড়ো, তৈলঙ্গে শমীচেট্টু। ইংরাজীতে Spung tree, ল্যাটিনে Prosopis spicigera বলে।

গুণ।—শাঁইগাছ তিক্ত-কটু কষায়রস, শীতবীর্য, রেচক ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কাস, কফ, ভ্রম, শ্বাস, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও ক্রিমিনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

সপ্তপর্ণঃ

সপ্তপর্ণো বিশালত্বক্ শারদো বিষমচ্ছদঃ।
সপ্তপর্ণো ব্রণশ্লেষ্ম-বাতকুষ্ঠাস্রজন্তুজিৎ॥
দীপনঃ শ্বাসগুল্মঘ্নঃ স্নিগ্ধোষ্ণস্তুবর সরঃ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

ছাতিম

পর্য্যায়।—সপ্তপর্ণ, বিশালত্বক্, শারদ ও বিষমচ্ছদ—এই কয়েকটি ছাতিমের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ছাতিয়ান, সতোনা, ছতিবন, কর্ণাটে এলেলেগ, মহারাষ্ট্রে সাতবনা, সাত্বিণ, তৈলঙ্গে এডাকুল ও অরিটাকু, বোম্বাইয়ে ছাতবিণ্ ও গুজরাটে সপ্তপর্ণ বলে। ল্যাটিন নাম Alstonia scholaris, Echites scholaris।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ—ছাতিম অগ্নিপ্রদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য, কষায়রস ও সারক এবং ব্রণ, কফ, বায়ু, কুষ্ঠ, রক্তদোষ, ক্রিমি, শ্বাস ও শুক্রনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

তিনিশঃ

তিনিশঃ স্যন্দনো নেমী রথদ্রুর্বঞ্জুলস্তথা।
তিনিশঃ শ্লেষ্মপিত্তাস্র-মেদঃকুষ্ঠপ্রমেহজিৎ।
তুবরঃ শ্বিত্রদাহঘ্নো ব্রণপাণ্ডুক্রিমিপ্রণুৎ॥

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

জারুলগাছ

পর্য্যায়—তিনিশ, স্যন্দন, নেমী, রথদ্রু ও বঞ্জুল—এই কয়েকটি জারুলের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে তিবস, কর্ণাটে শুন্দন, হিন্দীতে তিরিচ্ছ, গুজরাটে হর্মো ও মিণোহর্মো বলে। ল্যাটিন নাম Dalbergia oujeinensis।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—তিনিশ কষায়-রস এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদোষ, মেদঃ, কুষ্ঠ, প্রমেহ, শ্বিত্র, দাহ, ব্রণ, পাণ্ডু ও ক্রিমিনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

ভূমিসহঃ

ভূমীসহো দ্বারদারুর্বরদারুঃ খরচ্ছদঃ।
ভূমীসহস্তু শিশিরো রক্তপিত্তপ্রসাদনঃ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

ভূমিসহ

পর্য্যায়।—ভূমীসহ, দ্বারদারু ও খরচ্ছদ—এই কয়েকটি ভূমীসহের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম ভূরংসহ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ভূমীসহ শীতবীর্য এবং রক্তপিত্তপ্রসাদক। মাত্রা—চারি আনা।

॥ ইতি বটাদিবর্গ ॥

অথাম্রাদিফলবর্গ

আম্রঃ

আম্রশ্চূতো রসালোঽসৌ সহকারোঽতিসৌরভঃ।
কামাঙ্গো মধুদূতশ্চ মাকন্দঃ পিকবল্লভঃ॥
আম্রপুষ্পমতীসার-কফপিত্তপ্রমেহনুৎ।
অসৃগ্দুষ্টিহরঃ শীতং রুচিকৃদ্ গ্রাহি বাতলম্॥
আম্রং বালং কষায়াম্লং রুচ্যং মারুতপিত্তকৃৎ।
তরুণন্তু তদত্যম্লং রুক্ষং দোষত্রয়াস্রকৃৎ॥
আম্রমামং ত্বচা হীনমাতপেঽতিবিশোষিতম্।
অম্লং স্বাদু কষায়ং স্যাদ্ভেদনং কফবাতজিৎ॥
পক্কন্তু মধুরং বৃষ্যং স্নিগ্ধং বলসুখপ্রদম্।
গুরু বাতহরং হৃদ্যং বর্ণ্যং শীতমপিত্তলম্।
কষায়ানুরসং বহ্নি-শ্লেষ্মশুক্রবিবর্দ্ধনম্॥

তদেব বৃক্ষসম্পক্বং গুরু বাতহরং পরম্ ।
মধুরাম্লরসং কিঞ্চিদ্ভবেৎ পিত্তপ্রকোপণম্ ॥
আম্রং কৃত্রিমপক্বঞ্চ তদ্ভবেৎ পিত্তনাশনম্ ।
রসস্যাম্লস্য হীনত্বাম্মাধুর্য্যাচ্চ বিশেষতঃ ॥
চূষিতং তৎ পরং রুচ্যং বল্যং বীর্য্যকরং লঘু ।
শীতলং শীঘ্রপাকি স্যাদ্ বাতপিত্তহরং সরম্ ॥
তদ্রসো গালিতো বল্যো গুরুর্বাতহরঃ সরঃ ।
অহৃদ্যস্তর্পণোঽতীব বৃংহণঃ কফবর্দ্ধনঃ ॥
তস্য খণ্ডং গুরু পরং রোচনং চিরপাকি চ ।
মধুরং বৃংহণং বল্যং শীতলং বাতনাশম ॥
বৃষ্যং বর্ণকরং স্বাদু দুগ্ধাম্রং গুরু শীতলম্ ।
বাতপিত্তহরং রুচ্যং বৃংহণং বলবর্দ্ধনম্ ॥
মন্দানলত্বং বিষমজ্বরঞ্চ রক্তাময়ং বদ্ধগুদোদরঞ্চ ।
আম্রাতিযোগো নয়নাময়ং বা করোতি তস্মাদতি তানি নাদ্যাৎ ॥
এতদম্লাম্রবিষয়ং মধুরাম্রপরং ন তু ।
মধুরস্য পরং নেত্র-হিতত্বাদ্যা গুণা যতঃ ॥
শুণ্ঠ্যম্ভসোঽনুপানং স্যাদাম্রাণামতিভক্ষণে ।
জীরকং বা প্রযোক্তব্যং সহ সৌবর্চ্চলেন চ ॥

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম্)।

আম

পর্য্যায়।—আম্র, চূত, রসাল, কামাঙ্গ, মধুদূত, মাকন্দ ও পিকবল্লভ—এই কয়েকটি আম্রের পর্য্যায়। অতিসৌরভ আম্রের নাম সহকার।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে আম, মহারাষ্ট্রে আম্বাফল, কর্ণাটে মাবিন ফল, তৈলঙ্গে মাবিড়ি, গুজরাটে আংবো, আসামে আম, ফারসীতে আম্বা ও আরবীতে অম্বজ, ল্যাটিনে Mangifera indica, ইংরাজীতে Mango বলে।

মুকুলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—আম্রপুষ্প (বোল) অতিসার, কফ, পিত্ত, প্রমেহ ও রক্তদোষ নাশক, শীতবীর্য, রুচিকারক, ধারক এবং বায়ুবর্ধক।

আম্রের অবস্থাভেদে গুণভেদ।—কচি আম কষায়-অম্ল-রস, রুচিকারক, বায়ু ও পিত্তবর্ধক। তরুণ আম্র অর্থাৎ কাঁচা আম—অত্যন্ত অম্লরস, রুক্ষ, ত্রিদোষজনক ও রক্তদূষক। কাঁচা আমের ছাল ফেলিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে তাহাকে আম্রপেশী (আমচুর) বলে। আমচুর—অম্ল-মধুর, কষায়রস, ভেদক এবং কফ ও বায়ুনাশক।

পাকা আম—মধুররস, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, বলকর, সুখপ্রদ, গুরুপাক, বাতঘ্ন, হৃদ্য, বর্ণপ্রসাদক, শীতবীর্য, কষায়নুরস এবং অগ্নি, কফ ও শুক্রবর্ধক। ইহা পিত্তকর নহে।

গাছপাকা আম—মধুরাম্লরস, গুরুপাক, বায়ুনাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর। কৃত্রিম পক্ব আম্র—অম্লরস-বিহীন ও মধুররস বলিয়া উহা পিত্তনাশক। পর্যুসিত আম্র অর্থাৎ পক্ব আম্র বাসি হইলে তাহা অতি রুচিকারক, বলপ্রদ, বীর্যবর্ধক, লঘু, শীতবীর্য, শীঘ্রপাকী, বাতপিত্তনাশক ও সারক হইয়া থাকে। পক্ব আম্রের গালিত রস—বলকারক, গুরুপাক, বায়ুনাশক, সারক, অহৃদ্য, তৃপ্তিজনক, অত্যন্ত পুষ্টিকারক এবং কফবর্ধক। আম্র খণ্ড খণ্ড করিয়া লইলে তাহা গুরু, রুচিকারক, চিরপাকী (অর্থাৎ বিলম্বে পরিপাক হয়), মধুর রস শরীরের উপচয়কারক, বলকারক, শীতবীর্য ও বায়ু-নাশক হয়।

দুগ্ধযুক্ত আম্রের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—দুগ্ধযুক্ত আম্র শুক্রবর্ধক, বর্ণপ্রসাদক, মধুররস, গুরু, শীতবীর্য, বায়ুপিত্তনাশক, রুচিকারক, পুষ্টিকারক এবং বলবর্ধক।

অধিক আম্র ভক্ষণের দোষ।—অতিশয় আম্র ভক্ষণ করিলে অগ্নিমান্দ্য, বিষমজ্বর, রক্তদুষ্টি, বদ্ধগুদোদর ও চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয়, অতএব অধিক আম্র, ভক্ষণ নিষিদ্ধ। কিন্তু এই নিষেধ—অম্লরসযুক্ত আম্র সম্বন্ধে জানিবে, মধুর রসযুক্ত আম্র সম্বন্ধে নহে, যেহেতু মধুর আম্রের চক্ষুর হিতকারিতাদি গুণ উক্ত হইয়াছে। অতিরিক্ত আম্র ভক্ষণ করিলে শুণ্ঠীর ক্বাথ পান, অথবা সচল লবণের সহিত জীরা সেবন করা কর্তব্য।

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলা)।

আম্রাবর্ত্তঃ

পক্বস্য সহকারস্য পটে বিস্তারিতো রসঃ।
ঘর্মশুষ্কো মুহুর্দত্ত আম্রাবর্ত্ত ইতি স্মৃতঃ॥
আম্রাবর্ত্তস্তৃষাচ্ছর্দ্দি-বাতপিত্তহরঃ সরঃ।
রুচ্যঃ সূর্য্যাংশুভি পাকাল্লঘুশ্চ স হি কীর্ত্তিতঃ॥

(মাত্রা—তোলকমেকম্)।

আমট / আমসত্ব

প্রস্তুতবিধি।—সুপক্ব আম্রের রস প্যাকড়ায় ছাঁকিয়া কোন পটে বিস্তারপূর্বক লেপন করিয়া রৌদ্রে রাখিবে, শুষ্ক হইলে পুনরায় ঐরূপ লেপন করিবে, এই প্রকার পুনঃপুনঃ লেপন করিয়া শুষ্ক করিবে, যখন পুরু হইবে তখন আম্রাবর্ত্ত প্রস্তুত হইল জানিয়া, পট হইতে পৃথক করিয়া লইবে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে অম্বট, মহারাষ্ট্রে আঁবেরদাচীং পোলী। ইংরাজী নাম Inspissated mango juice।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—আমট তৃষ্ণা, বমি, বায়ু ও পিত্তনাশক, সারক এবং রুচিকারক। ইহা সূর্যতাপে পাক হওয়ায় লঘু হইয়া থাকে। (মাত্রা—এক তোলা)।

আম্রবীজম্

আম্রবীজম্ কষায়ং স্যাচ্ছর্দ্যতীসারনাশনম্।
ঈষদম্লঞ্চ মধুরং তথা হৃদয়দাহনুৎ

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

আম্রকেশী

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম কোইলিয়া।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—আম্রবীজ ঈষৎ অম্ল, মধুর ও কষায়রস। ইহা বমি, অতিসার ও হৃদয়ের দাহনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

আম্রনবপল্লবম্

আম্রস্য পল্লবং রুচ্যং কফপিত্তবিনাশনম্।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নব আম্রপল্লব রুচিকারক এবং কফ ও পিত্তনাশক।

আম্রাতকঃ

আম্রাতকঃ পীতনশ্চ মর্কটাম্রঃ কপীতনঃ।
আম্রাতমম্লং বাতঘ্নং গুরূষ্ণং রুচিকৃদ্ সরম্॥
পক্বন্তু তুবরং স্বাদু রসে পাকে হিমং স্মৃতম্।
তর্পণং শ্লেষ্মলং স্নিগ্ধং বৃষ্যং বিষ্টম্ভি বৃংহণম্।
গুরু বল্যং মরুৎপিত্ত-ক্ষতদাহক্ষয়াস্রজিৎ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

আমড়া

পর্য্যায়।—আম্রাতক, পীতন, মর্কটাম্র ও কপীতন—এই কয়েকটি আমড়ার সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে নাম হিন্দুস্থানে অংবাড়া, মহারাষ্ট্রে আম্ববচার ও আম্বাড়া, কর্ণাটে আংবোড়েকারি, তৈলঙ্গে আম্বাটং, গুজরাটে অংভেড়া, আসামে অ'মরা আমরা বলে। ল্যাটিন নাম Spondias mangifera, ইহার ইংরাজী নাম The hog plum।

কাঁচা আমড়ার গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অপক্ব আম্রাতক অম্লরস, বায়ুনাশক, গুরু, উষ্ণবীর্য, রুচিকারক ও সারক।

পাকা আমড়ার গুণ।—পক্ব আম্রাতক কষায়-মধুররস, মধুর-বিপাক, শীতবীর্য, তৃপ্তিকারক, কফবর্ধক, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্ধক, বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকর, গুরু ও বলকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বায়ু, পিত্ত, ক্ষত, দাহ, ক্ষয় ও রক্তদোষ নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

রাজাম্রঃ

রাজাম্রষ্টঙ্ক আম্রাতঃ কমাহ্বো রাজপুত্রকঃ।
রাজাম্রং তুবরং স্বাদু বিশদং শীতলং গুরু।
গ্রাহি রুক্ষং বিবন্ধাধ্ম বাতকৃৎ কফপিত্তনুৎ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

পর্য্যায়।—রাজাম্র, টঙ্ক, আম্রাত, কামাহ্ব ও রাজপুত্রক—এই কয়েকটি রাজাম্রের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে রাজাংবা, কর্ণাটে রায়মচ ও তৈলঙ্গে বাচমামিডিচেট্টু বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—রাজাম্র কষায়-মধুররস, বিশদ (অপিচ্ছিল), শীতবীর্য, গুরু, ধারক, রুক্ষ, বিবন্ধ ও আধ্মান জনক, বায়ুবর্ধক, কফঘ্ন ও পিত্তনাশক। মাত্রা—চারি আনা।

কোশাম্রঃ

কোশাম্র উক্তঃ ক্ষুদ্রাম্রঃ ক্রিমিবৃক্ষঃ সুকোশকঃ।
কোশাম্রঃকুষ্ঠশোথাস্র-পিত্তব্রণকফাপহঃ॥
তৎফলং গ্রাহি বাতঘ্নমম্লোষ্ণং গুরু পিত্তলম্।
পক্বন্তু দীপনং রুচ্যং লঘূষ্ণং কফবাতনুৎ॥ *

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

কেওড়া

পর্য্যায়।—কোশাম্র, ক্ষুদ্রাম্র, ক্রিমিবৃক্ষ ও সুকোশক—এই কয়েকটি কেওড়ার নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে কোংশভ, মহারাষ্ট্রে বারী আম্বা, কোশাম্র ও কর্ণাটে জুরিমাচু বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কোশাম্র কুষ্ঠ, শোথ, রক্তপিত্ত ব্রণ ও কফ নাশক। কোশাম্রের অপক্ব ফল ধারক, বায়ুনাশক, অম্লরস, উষ্ণবীর্য গুরু ও পিত্তবর্ধক। কোশাম্রের পক্বফল—অগ্নিদীপ্তিকারক, রুচিজনক, লঘু, উষ্ণবীর্য এবং ও বায়ু-নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

* কোশাম্রমম্লমনিলাপহরং.কফার্ত্তিপিত্তপ্রদং গুরু বিদাহবিশোষকারি।/ পক্বং ভবেন্মধুরমীষদপারম্লং পটাদিযুক্তরুচিদীপনপুষ্টিদায়ি॥ রা. নি.।

পনসঃ

পনশঃ কণ্টকিফলঃ পনসোঽতিবৃহৎফলঃ।
পনসং শীতলং পক্বং স্নিগ্ধং পিত্তানিলাপহম্॥
তর্পণং বৃংহনং স্বাদু মাংসলং শ্লেষ্মলং ভৃশম্।
বল্যং শুক্রপ্রদং হন্তি রক্তপিত্তক্ষতব্রণান্॥
আমং তদেব বিষ্টম্ভি বাতলং তুবরং গুরু।
দাহকৃন্মধুরং বল্যং কফমেদোবিবর্দ্ধনম্॥
পনসোদ্ভূতবীজানি বৃষ্যাণি মধুরাণি চ।
গুরূণি বদ্ধবিট্কানি সৃষ্টমূত্রাণি সংবদেৎ॥
মজ্জা পনসজো বৃষ্যো বাতপিত্তকফাপহঃ॥
বিশেষাৎ পনসো বর্জ্জ্যো গুল্মিভির্মন্দবহ্নিভিঃ॥

(মাত্রা—যথোপযুক্তম্)।

কাঁঠাল

পর্য্যায়।—পনশ, কণ্টকিফল, পনস ও অতিবৃহৎ ফল—এই কয়েকটি কাঁটালের সংস্কৃত শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে কট্হর, কটহল, মহারাষ্ট্রে ফনস, গুজরাটে পণস, কর্ণাটে হলসিন্ হণু, তৈলঙ্গে পনসকারা, উৎকলে পণস, তামিলে পিলা এবং আসামে কাঁঠাল বলে। ইহার ল্যাটিন নাম Artocarpus integrifolia।

পাকা কাঁঠালের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পাকা কাঁঠাল শীতবীর্য, স্নিগ্ধ, তৃপ্তিকারক, পুষ্টিজনক, মধুররস, মাংসবর্ধক, অত্যন্ত কফকর, বলকারক, শুক্রজনক এবং ইহা পিত্ত, বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ব্রণনাশক।

এঁচোড়ের গুণ।—অপক্ব কাঁঠাল (এঁচোড়) বিষ্টম্ভী, বায়ুবর্ধক, কষায়-মধুররস, গুরু, দাহজনক, বলকারক এবং ইহা কফ ও মেদোবর্ধক।

কাঁঠালবীজের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কাঁঠালের বীজ শুক্রবর্ধক, মধুররস, গুরু, মলরোধক ও মূত্রনিঃসারক। কাঁঠালের মজ্জা শুক্রবর্ধক এবং ইহা বায়ু পিত্ত ও কফনাশক।—গুল্মরোগাক্রান্ত ও মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কাঁঠাল অহিতকর। মাত্রা—যথোপযুক্ত।

লকুচঃ

লকুচঃ ক্ষুদ্রপনসো লিকুচো ডহুরিত্যপি।
আমং লকুচমুষ্ণঞ্চ গুরু বিষ্টম্ভকৃৎ তথা॥

মধুরঞ্চ তথাম্লঞ্চ দোষত্রিতয়রক্তকৃৎ।
শুক্রাগ্নিনাশনং বাপি নেত্রয়োরহিতং স্মৃতম্ ॥
সুপক্কং তৎ তু মধুরমম্লঞ্চানিলপিত্তকৃৎ।
কফবহ্নিকরং রুচ্যং বৃষ্যং বিষ্টম্ভকঞ্চ তৎ ॥

ডেলো মান্দার, ডহুয়াগাছ

পর্য্যায়।—লকুচ, ক্ষুদ্রপনস, লিকুচ ও ডহু—এই কয়েকটি ডেলো মান্দারের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দীনাম বড়হর, মহারাষ্ট্রে বটারফল, ক্ষুদ্র ফণস, গুজরাটে লকুচ্, ল্যাটিনে Atrocarpus lokoocha বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অপক্ক ডেলো উষ্ণবীর্য, গুরু, বিষ্টম্ভকারক, মধুরাম্লরস, ত্রিদোষজনক, রক্তকারক, শুক্রঘ্ন, অগ্নিনাশক ও চক্ষুর অহিতকর।

পাকা ডেলোর গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পাকা ডেলো অম্ল-মধুররস এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, অগ্নি ও বিষ্টম্ভকারক, রুচিকর ও শুক্রজনক। মাত্রা—যথোপযুক্ত।

কদলী

কদলী বারণা মোচাম্বুসারাংশুমতীফলা।
মোচাফলং স্বাদু শীতং বিষ্টম্ভি কফকৃদ্ গুরু ॥
স্নিগ্ধং পিত্তাস্রতৃড়্দাহ-ক্ষতক্ষয়সমীরজিৎ।
পক্কং স্বাদু হিমং পাকে স্বাদু বৃষ্যঞ্চ বৃংহণম্।
ক্ষুত্তৃষ্ণানেত্রগদহৃন্মেহঘ্নং রুচিমাংসকৃৎ।
মাণিক্যমর্ত্ত্যামৃতচম্পকাদ্যা ভেদাঃ কদল্যা বহবোঽপি সন্তি।
উক্তা গুণাস্তেষধিকা ভবন্তি নির্দ্দোষতা স্যাল্লঘুতা চ তেষাম্ ॥

কলারম্ভা

পর্য্যায়।—কদলী, বারণা, মোচা, অম্বুসারা ও অংশুমতীফলা—এই কয়েকটি কদলীর নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে কেলা, কেরা, সবেজ্ ও কেলা পেড়্, তৈলঙ্গে অরটিচেট্টু, বুরগ্চেট্টু, দোংড়ভোগে, মহারাষ্ট্রে কেল, সোনকেল, গুজরাটে কেল্য, কর্ণাটে ররবালেকাষ্ঠ, কদলী, তামিলে পাজমব্রণপিপসী, আসামে কল্, ব্রহ্মদেশে হ্গাপী, লুসাই ভাষায় বাহ্বলা, পালিভাষায় তল ও তলমপজ, ফারসীতে মাবজ, মোঝ, আরবীতে তনা, ইংরাজীতে Plantain, ল্যাটিনে Musa sapientum বলে।

গুণ।—কাঁচাকলা মধুররস, শীতবীর্য, বিষ্টম্ভী, কফঘ্ন, গুরু ও স্নিগ্ধকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা রক্তপিত্ত, পিপাসা, দাহ, ক্ষত, ক্ষয় ও বায়ুনাশক।

গুণ।—পাকাকলা মধুররস, শীতবীর্য, মধুরবিপাক, শুক্রবর্ধক, পুষ্টিজনক, রুচিকারক ও মাংসবর্ধক।

আময়িক প্রয়োগ—ইহা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, চক্ষুরোগ ও প্রমেহনাশক।

প্রকারভেদ ও গুণ।—মাণিক্য, মর্ত (মর্তমান), অমৃত ও চম্পকাদি জাতিভেদে কদলী অনেক প্রকার; সেই সকল কদলীতে উক্ত গুণ সকল বাহুল্যরূপে অবস্থান করে। তাহারা অন্যান্য কদলী অপেক্ষা নির্দোষ ও লঘু। মাত্রা—যথোপযুক্ত।

চির্ভিটম্

চির্ভিটং ধেনুদুগ্ধঞ্চ তথা গোরক্ষকর্কটী।
চির্ভিটং মধুরং রুক্ষং গুরু পিত্তকফাপহম্।
অনুষ্ণং গ্রাহি বিষ্টম্ভি পকন্তুষ্ণঞ্চ পিত্তলম্॥

কাঁকুড় ও ফুটী

পর্য্যায়।—চির্ভিট, ধেনুদুগ্ধ, গোরক্ষকর্কটী—এই কয়েকটি চির্ভিটের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কচরিয়া, ককুর, ফুট, মহারাষ্ট্রে বেলসেন্ধাকং অরমেক্কে, চিবুড, সেঁদাড়, গুজরাটে চিভড়াং, রাজগরাং, কোটীবাং, তৈলঙ্গে বুড়রংগপুংড়ু বলে। ইংরাজীতে Pubescent cucumber, ল্যাটিনে Cucumis utilissimas বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অপক্ক চির্ভিট (কাঁকুড়) মধুররস, রুক্ষ, গুরু, পিত্তঘ্ন, কফনাশক, ঈষৎ উষ্ণ, ধারক ও বিষ্টম্ভকারক। পাকা চির্ভিট (ফুটী) উষ্ণবীর্য এবং পিত্তবর্ধক। মাত্রা—যথোপযুক্ত।

নারিকেরঃ

নারিকেরো দৃঢ়ফলো লাঙ্গলী কূর্চ্চশীর্ষকঃ।
তুঙ্গঃ স্কন্ধফলশ্চৈব তৃণরাজঃ সদাফলঃ॥
নারিকেলফলং শীতং দুর্জরং বস্তিশোধনম্।
বিষ্টম্ভি বৃংহণং বল্যং বাতপিত্তাস্রদাহনুৎ॥
বিশেষতঃ কোমলনারিকেরং নিহন্তি পিত্তজ্বরপিত্তদোষান্।
তদেব জীর্ণং গুরু পিত্তকারি বিদাহি বিষ্টম্ভি মতং ভিষগ্‌ভিঃ॥
তস্যাম্ভঃ শীতলং হৃদ্যং দীপনং শুক্রলং লঘু।
পিপসাপিত্তজিৎ স্বাদু বস্তিশুদ্ধিকরং পরম্॥
নারিকেরস্য তালস্য খর্জ্জূরস্য শিরাংসি তু।
কষায়স্নিগ্ধমধুর-বৃংহণানি গুরূণি চ॥

নারিকেল

পর্য্যায়।—নারিকের, দৃঢ়ফল, লাঙ্গলী, কূর্চ্চশীর্ষক, তুঙ্গ, স্কন্ধফল, তৃণরাজ ও সদাফল —এই কয়েকটি নারিকেলের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে নেরিয়ল, খোপরা, মহারাষ্ট্রে নারলী, কর্ণাটে নারিয়লবম্ম, তৈলঙ্গে নারিকদম, টেংকায়া, উৎকলে নড়িয়া, বোম্বায়ে নারলী, তামিলে টেংা ও টেঙ্গা, গুজরাটে নালীয়র, নারিকল, আসামে নারিকল্, ফারসীতে জোজহিন্দীনারীগল, আরবীতে নারীজল্, ইংরাজীতে Cocoanut plam ; ল্যাটিনে Cocos nucifera বলে।

গুণ—নারিকেল শীতবীর্য, দুষ্পাচ্য, বস্তিশোধক, বিষ্টম্ভী, পুষ্টিকারক ও বলকর।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহ বাত, পিত্ত, রক্তদোষ ও দাহনাশক।

কাঁচা ও পাকা নারিকেলের গুণ।—কোমল নারিকেল পিত্তজ্বর ও পিত্তজনিত সমস্ত রোগনাশক। নারিকেল পরিণত হইলে গুরু, পিত্তবর্ধক, বিদাহী ও বিষ্টম্ভী হয়।

ডাবের জলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ডাবের জল শীতল, হৃদয়গ্রাহী, অগ্নির, দীপক, শুক্রবর্ধক, লঘু, পিপসানাশক, পিত্তঘ্ন, মধুররস এবং বস্তিশোধক।

নারিকেল, তাল ও খেজুর মাতির গুণ।—নারিকেল, তাল ও খর্জ্জুর বৃক্ষের মস্তক—কষায় মধুররস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও গুরু।

কালিন্দম্

কালিন্দং কৃষ্ণবীজং স্যাৎ কালিঙ্গঞ্চ সুবর্ত্তুলম্।
কালিন্দং গ্রাহি দৃক্‌পিত্ত-শুক্রঘ্নঞ্চশীতলং গুরু।
পক্বন্তু সোষ্ণং সক্ষারং পিত্তলং কফবাতজিৎ॥ *

তরমুজ

পর্য্যায়।—কালিন্দ, কৃষ্ণবীজ, কালিঙ্গ ও সুবর্ত্তুল—এই কয়েকটি তরমুজের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে তরবুজ, উৎকলে তরপুজ, মহারাষ্ট্রে কলিংগড়, গুজরাটে তড়বুচ, কর্ণাটে কোঁড়ে, তৈলঙ্গে তরবুজংপুচ্চকায়া, আসামে তর্মুজা, ফারসীতে হিন্দবানা, আরবীতে বত্তিখহিন্দী। ইংরাজী নাম Water melon, ল্যাটিন Citrullus vulgaris।

গুণ।—অপক্ব তরমুজ শীতল ও গুরু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহার দৃষ্টি, পিত্ত ও শুক্রনাশক।

---

* কালিন্দো মধুরঃ শীতঃ পিত্তদাহশ্রমাপহঃ।/ বৃষ্যঃ সন্তর্পণো বল্যো বীর্য্যপুষ্টিবিবর্দ্ধনঃ॥ রা. নি.।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পক্ব তরমুজ ঈষৎ উষ্ণ, কিঞ্চিৎ ক্ষারবিশিষ্ট, পিত্তকারক এবং কফ ও বায়ুনাশক।

খর্ব্বুজম্

দশাঙ্গুলন্তু খর্ব্বুজং কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ।
খর্ব্বুজং মূত্রলং বল্যং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং গুরু॥
স্নিগ্ধং স্বাদুতরং শীতং বৃষ্যং পিত্তানিলাপহম্।
তেষু যচ্চাম্লমধুরং সক্ষারঞ্চ রসাদ্ ভবেৎ।
রক্তপিত্তকরং তৎ তু মূত্রকৃচ্ছ্রকরং পরম্॥

খরমুজ

পর্য্যায়।—খর্ব্বুজকে দশাঙ্গুল বলে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে খরমুজা, মহারাষ্ট্রে খর্ব্বুজ, গুজরাটে ত'লিয়াশকরটেটি, কর্ণাটে ষড়জসৌতে, তৈলঙ্গে খরবুজৎ, আসামে খর্ম্মুজা, ফারসীতে খুরপূজা, আরবীতে বিত্তিখ, ইংরাজীতে Melon, ল্যাটিনে Cucumis melo বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—খরমুজ মূত্রকারক, বলকর, কোষ্ঠশোধক, গুরু, স্নিগ্ধ, মধুররস, শীতবীর্য, শুক্রবর্ধক এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক। যে সকল খর্ব্বুজ সক্ষার, অম্ল-মধুররস, তাহারা রক্তপিত্ত ও মূত্রকৃচ্ছ্রকারক।

ত্রপুষম্

ত্রপুষং কণ্টকিফলং সুধাবাসঃ সুশীতকম্।
ত্রপুষং লঘু নীলঞ্চ নবং তৃট্ক্লমদাহজিৎ।
স্বাদু পিত্তাপহং শীতং রক্তপিত্তহরং পরম্॥
তৎ পক্বমম্লমুষ্ণং স্যাৎ পিত্তলং কফবাতনুৎ।
তদ্বীজং মূত্রলং শীতং রুক্ষং পিত্তাস্রকৃচ্ছ্রজিৎ। *

শশা

পর্য্যায়।—ত্রপুষ, কণ্টকিফল, সুধাবাস ও সুশীতল—এই কয়েকটি শশার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে খীরা, লঘুক্ষীরা ও বালমখীরা, মহারাষ্ট্রে তৌলং, কাংকড়ী, কর্ণাটে তসেংযকারি, তৈলঙ্গে দোস্ককইঅ, উৎকলে কণ্টআরি ও কাকুড়ি, গুজরাটে তাংসলি, আসামে ত্রিয়ই, তিহুঁ, ফারসীতে শিয়ারখুর্দ এবং তামিলে মহেবেহরি কোম্বণো। ইংরাজী নাম Cucumber, ল্যাটিনে Cucumis sativus।

---

* স্যাৎ ত্রপুষীফলং রুচ্যং মধুরং শিশিরং গুরু। / ভ্রমপিত্তবিদাহার্ত্তি-কান্তিহৃদ্ বহুমূত্রদম্।
রা. নি.।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কচি শশা নীলবর্ণ, লঘু, মধুররস, শীতবীর্য এবং ইহা পিপাসা, ক্লান্তি, দাহ, পিত্ত ও রক্তপিত্তনাশক।

পাকা শশার গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পাকা শশা অম্লরস, উষ্ণবীর্য, পিত্তবর্ধক, কফ ও বায়ুনাশক।

শশাবীজের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শশার বীজ মূত্রকারক, শীতবীর্য, রুক্ষ, এবং পিত্ত, রক্তদোষ ও মূত্রকৃচ্ছ্রনাশক।

গুবাকঃ

খপূরঃ পূগী পূগশ্চ গুবাকঃ ক্রমুকোঽস্য তু।
ফলং পূগীফলং প্রোক্তমুদ্বেগঞ্চ তদীরিতম্ ॥
পূগং গুরু হিমং রুক্ষং কষায়ং কফপিত্তজিৎ।
মোহনং দীপনং রুচ্যমাস্যবৈরস্যনাশনম্ ॥
আর্দ্রং তদ্ গুর্ব্বভিষ্যন্দি বহ্নিদৃষ্টিহরং স্মৃতম্।
স্বিন্নং দোষত্রয়চ্ছেদি দৃঢ়মধ্যং তদুত্তমম্ ॥

সুপারি

পর্য্যায়।—খপূর, পূগী, পূগ, গুবাক ও ক্রমুক—এই কয়েকটি সুপারীর পর্যায়। ইহার ফলকে পূগীফল ও উদ্বেগ বলা যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও উৎকলে গুয়া ও সুপারী ছোটি এবং মহারাষ্ট্রে সুপারী, গুজরাটে শোপারী, কর্ণাটে অড়কেয়হেসরুবৃক্ষ, তৈলঙ্গে পৌকাকায়া, আসামে তামোল, ছুফারি, আরবীতে ফোফিল, ফারসীতে পোপিল বলে। ইংরাজীতে **Betel nut**, ল্যাটিনে **Areca catechu** বলে।

গুণ।—সুপারি গুরু, শীতবীর্য, রুক্ষ, কষায়রস, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, মদকারক, অগ্নি-প্রদীপক, রুচিকারক ও মুখের বিরসতা নাশক।

কাঁচা সুপারির গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অপক্ব সুপারির ফল গুরু, অভিষ্যন্দি এবং অগ্নি ও দৃষ্টিনাশক। স্বিন্ন পূগফল ত্রিদোষনাশক। যে পূগ ফলের মধ্যভাগ কঠিন, তাহাই শ্রেষ্ঠ।

আতৃপ্যম্

আতৃপ্যং গণ্ডগাত্রঞ্চ বহুবীজমপি স্মৃতম্।
আতৃপ্যং তৃপ্তিজননং বলপুষ্টিকরং পরম্ ॥
শীতলং স্বাদু রুক্ষঞ্চ বাতপিত্তপ্রনাশনম্।
রক্তদুষ্টিপ্রশমনং দাহঘ্নং রক্তবর্দ্ধনম্।
শ্লেষ্মলং তর্ষশমনং বাত্যুৎক্লেশনিশাতনম্ ॥

আতা

পর্য্যায়।—আতৃপ্য, গণ্ডগাত্র, বহুবীজ—এই কয়েকটি আতার পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে সরিফা, মহারাষ্ট্রে শিতাফল, তৈলঙ্গে সীতাফল, আসামে আঁত্‌লচ্ছ কঠাল, ফারসীতে কাজ, আরবীতে সরীফা, ইংরাজীতে Custard apple, ল্যাটিনে Anona squamosa বলে।

গুণ।—আতা তৃপ্তিজনক, বল ও পুষ্টিকারক, শীতল মধুররস, হৃদ্য, রক্তবর্দ্ধক, শ্লেষ্মজনক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বাত, পিত্ত, রক্তদুষ্টি, দাহ, তৃষ্ণা, বমি ও বমনবেগ নিবারক।

পারেবতম্

পারেবতন্তু বৈবতমারেবতকঞ্চ কিঞ্চ রৈবতকম্।
মধুফলামৃতফলাখ্যং পারেবতকঞ্চ সপ্তাহ্বম্॥
পারেবতন্তু মধুরং ক্রিমিবাতহারি বৃষ্যং তৃষাজ্বরবিদাহহরঞ্চ হৃদ্যম্।
মূর্চ্ছাভ্রমশ্রমবিশোষবিনাশকারী স্নিগ্ধঞ্চ রুচ্যমুদিতং বহুবীর্য্যদায়ি।
মহাপারেবতঞ্চান্যৎ স্বর্ণপারেবতং তথা।
সাম্রাণিজং খারিকঞ্চ রক্তরৈবতকঞ্চ তৎ॥
বৃহৎ পারেবতং প্রোক্তং দ্বীপজং দ্বীপখর্জ্জুরে।
মহাপারেবতং গৌল্যং বলকৃৎ পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
বৃষ্যং মূর্চ্ছাজ্বরঘ্নঞ্চ পূর্ব্বোক্তাদধিকং গুণৈঃ॥

পেয়ারা

পর্য্যায়।—পারেবত, বৈরত, আরেবতক, রৈবতক, মধুফল, অমৃতফল ও পারেবতক—এই সাতটি পেয়ারার পর্য্যায় শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে পেয়ারা, উৎকলে প্যাড়া, কামরূপে বৈরাত, তৈলঙ্গে উত্তরিগে, আসামে ম'ধুরি আম বলে। ইংরাজীতে Guava, ল্যাটিনে Psidium guyava বলে।

গুণ।—পেয়ারা মধুররস, বলকারক, হৃদয়গ্রাহী, স্নিগ্ধ, রুচিকর ও শুক্রজনক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ক্রিমি, বায়ু, তৃষ্ণা, জ্বর, বিদাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, শ্রম ও শোষ বিনাশক।

প্রকারভেদ।—আর একপ্রকার পেয়ারা আছে, তাহা অতি বৃহৎ ও গোলাকার।

পর্য্যায়।—মহাপারেবত, স্বর্ণপারেবত, সাম্রাণিজ, খারিক, রক্তরৈবতক, বৃহৎ পারেবত, দ্বীপজ ও দ্বীপখর্জ্জুর—এইগুলি বড় পেয়ারার পর্য্যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বলকারক, পুষ্টিকর, বৃষ্য এবং মূর্চ্ছা ও জ্বর নাশক। ইহা পূর্বোক্ত পেয়ারা অপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট।

পারীশফলম্

পারীশং শীতলং রুচ্যং দীপনং পাচনং সরম্।
মধুরং রক্তপিত্তঘ্নং বিশেষাদর্শসে হিতম্।
পারীশক্ষীরযোগেন প্লীহা গুল্মশ্চ নশ্যতি॥

পেঁপে

পর্য্যায়।—পেঁপের সংস্কৃত নাম পারীশ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে উৎকলে অমৃতভাণ্ড ও আসামে অম্মিতা বলে। ইংরাজীতে Papow, ল্যাটিনে Carica papaya বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পেঁপে শীতবীর্য, রুচিকর, অগ্নির দীপক, পাচক, সারক, মধুররস ও রক্তপিত্তনাশক। ইহা অর্শোরোগে বিশেষ উপকারক। পেঁপের ২।১ ফোঁটা আঠা কলা বা অন্য কোন দ্রব্যের মধ্যে পুরিয়া সেবন করিলে প্লীহা ও গুল্ম বিনষ্ট হয়।

বহুনেত্রম্

বহুনেত্রফলঞ্চাম্লং ক্রিমিঘ্নং মধুরং সরম্।
বল্যং বাতহরং রুচ্যং শ্লেষ্মলং তর্পণং গুরু॥

আনারস

পর্য্যায়।—আনারসের সংস্কৃত নাম বহুনেত্র। আসামে মাটি কাঁঠাল, আনারস, বলে। ইংরাজী Pineapple, ল্যাটিন Ananas sativus।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—আনারস অম্ল-মধুররস, ক্রিমিনাশক, সারক, বলকর, বায়ুনাশক, রুচিজনক, শ্লেষ্মকারক, তৃপ্তিপ্রদ ও গুরুপাক।

তালঃ

তলস্তু লেখ্যপত্রঃ স্যাৎ তৃণরাজো মহোন্নতঃ।
পক্বং তালফলং পিত্ত-রক্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনম্।
দুর্জ্জরং বহুমূত্রঞ্চ তন্দ্রাভিষ্যন্দি শুক্রকম্॥
তালমজ্জা তু তরুণা কিঞ্চিন্মদকরো লঘুঃ।
শ্লেষ্মলো বাতপিত্তঘ্নঃ সস্নেহো মধুরঃ সরঃ॥
তালজং তরুণং তোয়মতীব মদকৃন্মতম্।
অম্লীভূতং তদা তু স্যাৎ পিত্তকৃদ্ বাতদোষহৃৎ॥

তাল

পর্য্যায়।—তাল লেখ্যপত্র, তৃণরাজ ও মহোন্নত—এই কয়েকটি তালের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে তাল ও তাড়, উৎকলে তাড়, গুর্জরে তাড়, তামিলে পনম, মহারাষ্ট্রে তাড়, আসামে তাল, গুজরাটে তাড়, ফারসীতে তাল, আরবীতে তার। ইংরাজী Palmyra palm, ইহার ল্যাটিন নাম Borassus flabellier linn।

পাকা তালের গুণ।—পক্ক তাল পিত্ত, রক্ত ও কফবর্ধক, দুষ্পাচ্য, বহুমূত্রজনক, তন্দ্রাকারক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, মধুররস এবং সারক।

তাড়ির গুণ।—তাড়ি অত্যন্ত মত্ততাজনক, ইহা অম্লরসান্বিত হইলে পিত্তবর্ধক ও বাতদুষ্টি নাশক হইয়া থাকে।

বিল্বঃ

বিল্বঃ শাণ্ডিল্যশৈলূষৌ মালুরশ্রীফলাবপি।
বালং বিল্বফলং বিল্ব-কর্কটী বিল্বপেষিকা॥
বালং বিল্বফলং গ্রাহি দীপনং পাচনং কটু।
কষায়োষ্ণং লঘু স্নিগ্ধং তিক্তং বাতকফাপহম্॥
পক্কং গুরু ত্রিদোষং স্যাদ্ দুর্জ্জরং পূতিমারুতম্।
বিদাহি বিষ্টম্ভকরং মধুরং বহ্নিমান্দ্যকৃৎ॥

বেল

পর্য্যায়।—বিল্ব, শাণ্ডিল্য, শৈলূষ, মালুর ও শ্রীফল—এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বেল, মহারাষ্ট্রে ও বোম্বায়ে বেলফল, বিল, গুজরাটে বিলোবিলু, কর্ণাটে তৈলঙ্গে বেললু, মারেডীপন্দুবিল্ব, আসামে বেল, তামিলে বিল্বপাঝাম বলে। ইহার ল্যাটিন নাম Aegle marmelos।

পর্য্যায়।—কচি বেলকে বিল্বকর্কটী ও বিল্বপেষিকা বলে।

কচি বেলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কচি বেল ধারক, অগ্নির দীপক, আমের পাচক, কটু-কষায়-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য, লঘু, স্নিগ্ধ এবং ইহা বায়ু ও কফনাশক।

পাকা বেলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পাকা বেল গুরু, ত্রিদোষজনক, দুষ্পাচ্য পূতিবায়ুজনক, বিদাহী, বিষ্টম্ভকারক, মধুররস ও অগ্নিমান্দ্যকর।

কপিত্থঃ

কপিত্থস্তু দধিত্থঃ স্যাৎ তথা পুষ্পফলঃ স্মৃতঃ।
কপিপ্রিয়ো দধিফলস্তথা দন্তশঠোঽপি চ॥
কপিত্থমামং সংগ্রাহি কষায়ং লঘু লেখনম্।
পক্কং গুরু তৃষাহিক্কা-শমনং বাতপিত্তজিৎ।
স্বাদম্লং তুবরং কণ্ঠ-শোধনং গ্রাহি দুর্জ্জরম্॥

কয়েতবেল

পর্য্যায়।—কপিত্থ, দধিত্থ, পুষ্পফল, কপিপ্রিয়, দধিফল ও দন্তশঠ—এই কয়েকটি কয়েতবেলের সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কৈথ, মহারাষ্ট্রে কবিঠ, কর্ণাটে বেললু, তৈলঙ্গে এলাঙ্কায়া, বেলগচেট্টু, আসামে কাথ্‌বেল্‌, গুজরাটে কোণ্ট, কাঠ, কোঠবড়ী বলে। ইংরাজী Wood apple, Elephant apple, ল্যাটিন নাম Feronia elephantum।

গুণ।—অপক্ক কয়েতবেল ধারক, কষায়রস, লঘু ও লেখনগুণযুক্ত।

পাকা কয়েতবেলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পাকা কয়েতবেল পিপাসা, হিক্কা, বায়ু ও পিত্তনাশক, গুরু, অম্লকষায়রস, কণ্ঠশোধক, ধারক এবং দুষ্পাচ্য।

নারঙ্গঃ

নারঙ্গো নাগরঙ্গঃ স্যাৎ ত্বক্‌সুগন্ধো মুখপ্রিয়ঃ।
নারঙ্গং মধুরাম্লং স্যাদ্‌ দীপনং বাতনাশনম্‌।
অপরন্ত্বম্লমত্যুষ্ণং দুর্জ্জরং বাতহৃৎ সরম্‌॥

কমলালেবু

পর্য্যায়।—নারঙ্গ, নাগরঙ্গ, ত্বক্‌সুগন্ধ ও মুখপ্রিয়—এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে নারঙ্গী, মহারাষ্ট্রে নারিঙ্গ, গুজরাটে নারঙ্গীলিম্বু, কর্ণাটে মাধবলা, তৈলঙ্গে দয়াকায়া, গঞ্জনির্ম্ম, তামিলে কিচিলি, উৎকলে নারিঙ্গী, আরবীতে ও ফারসীতে নারঙ্গ, আসামে শুম্‌থিরা তেঙ্গা। ল্যাটিনে Citrus aurantium, ইংরাজীতে Orange বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নারাঙ্গীলেবু অম্ল মধুররস, অগ্নির দীপক ও বায়ুনাশক।

প্রকারভেদ ও গুণ।—অপর একরকম নারাঙ্গীলেবু আছে তাহা অম্লরস, উষ্ণবীর্য, দুষ্পাচ্য, বায়ুনাশক ও সারক।

মজ্জফলম্‌

কীটাবাসো মজ্জফলং গ্রাহি বল্যং জরাপহম্‌।
শোণিতস্রুতিহৃৎ হন্তি মুখদন্তগতান্‌ গদান্‌॥
শ্বেতপ্রদরমর্শাংসি যোনিকন্দং সুদারুণম্‌।
অতীসারং মহাঘোরং গ্রহণীং সপ্রবাহিকাম্‌॥

মাজুফল

পর্য্যায়।—কীটাবাস ও মজ্জুফল—এই কয়েকটি মাজুফলের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মাজুফল, গুজরাটে মাংয়াং, মহারাষ্ট্রে মাগাফল, ফারসীতে মাজুম্, আরবীতে আপ্স সমরতুল, তুরফা, ইংরাজীতে Dyer's oak, Gall nuts বলে। ল্যাটিন নাম Quercus infectoria।

গুণ—মাজুফল গ্রাহি, বলকারক, জরঘ্ন ও রক্তস্রাবরোধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মুখ ও দন্তরোগ, শ্বেতপ্রদর, অর্শঃ, যোনিকন্দ, অতিসার, গ্রহণী ও প্রবাহিকা রোগ নাশ করে।

তিন্দুকঃ

তিন্দুকঃ স্ফূর্জকঃ কাল-স্কন্ধশ্চ শিতিসারকঃ।
স্যাদামং তিন্দুকং গ্রাহি বাতলং শীতলং লঘু।
পক্বং পিত্তপ্রমেহাস্র-শ্লেষ্মঘ্নং মধুরং গুরুঃ॥

গাব

পর্য্যায়।—তিন্দুক, স্ফূর্জক, কালস্কন্ধ ও শিতিসারক—এই কয়েকটি গাবের সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে তেন্দু, মহারাষ্ট্রে টেংভূর্ণী, আপন, কর্ণাটে রুংবুরু, তৈলঙ্গে তমিক, তামিলে তুম্বিক, বোম্বায়ে তিম্বোরী, গুজরাটে টিংবরবো, ফারসীতে অবনুস্‌ঝাড় বলে। ল্যাটিন নাম Diospyros cordifolia।

অপক্ব ও পক্ব গাবের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অপক্ব গাব ধারক, বায়ুবর্ধক, শীতবীর্য ও লঘু। পাকা গাব—মধুররস, গুরু এবং ইহা পিত্ত, প্রমেহ, রক্তদোষ ও কফনাশক।

কাকতিন্দুকঃ

কাকেন্দুঃ কুলকঃ কাক-পীলুকঃ কাকতিন্দুকঃ।
কাষায়ো মধুরোঽম্লশ্চ কাকেন্দুঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ।
বাতপিত্তার্ত্তিশমনো বান্তিশ্রান্তিনিসূদনঃ॥

মাকড়া গাব

পর্য্যায়।—কাকেন্দু, কুলক, কাকপীলুক, কাকতিন্দুক—এই কয়েকটি মাকড়া গাবের সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে কাকতেংদু, মকর, তেংদুআ, মহারাষ্ট্রে কাকটেংভুর্ণী, গুজরাটে কাকটিংবরবো, তৈলঙ্গে তুমি, তুমকি, তামিলে তুম্বি।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কষায়-মধুর-অম্লরস, শ্লেষ্মবর্ধক, গুরু, বাতপিত্তজ ব্যাধিনাশক, বমননিবারক ও শ্রান্তিহর।

কুপীলুঃ

তিন্দুকো যস্তু কথিতো জলদো দীর্ঘপত্রকঃ।
কুপীলুঃ কুলকঃ কাল-তিন্দুকঃ কাকপীলুকঃ ॥
কাকেন্দুর্বিষতিন্দুশ্চ তথা মর্কটতিন্দুকঃ।
কুপীলু শীতলং তিক্তং বাতলং মদকৃল্লঘু ॥
পরং ব্যথাহরং গ্রাহি কফপিত্তাস্রনাশনম্।
মূত্রপ্রবর্ত্তনং বল্যং বহ্নিকৃৎ কামদীপনম্ ॥
শূলমেকাঙ্গরোগঞ্চ শুক্রমেহমপস্মৃতিম্।
গ্রহণীমতিসারঞ্চ গুদভ্রংশং মদাত্যয়ম্ ॥
সর্ব্বাঙ্গকম্পং দৌর্ব্বল্যং ন চিরেণ বিনাশয়েৎ।
সারমেয়বিষোন্মাদ-হরো মদকরঃ সরঃ ॥
অস্য বীজং গ্রাহ্যম্। (মাত্রা—দ্বে রক্তিকে)।

কুঁচিলা

পর্য্যায়।—তিন্দুক, জলদ, দীর্ঘপত্রক, কুপীলু, কুলক, কালতিন্দুক, কাকপীলুক, কাকেন্দু, বিষতিন্দু ও মর্কটতিন্দুক—এই কয়েকটি কুঁচিলার পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে বিষতেন্দু, কুচ্‌লা, তৈলঙ্গে মুষ্টিগিঞ্জা, গুজরাটে ঝেরকোচলাং, মহারাষ্ট্রে কাজরা, কর্ণাটে কাজিবার, ফারসীতে ইফারাকী, আরবীতে কাতিলুল্‌কল্ব ফলুজমাহী। ইংরাজী Poison nut, ল্যাটিন Strychnos nuxvomica।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কুঁচিলা শীতবীর্য, বলকারক, ধারক, তিক্তরস, অগ্নি ও বায়ুবর্ধক, মদকারক, কামোদ্দীপক, লঘু, বেদনানাশক, মূত্রপ্রবর্ত্তক, সরগুণবিশিষ্ট এবং ইহা শূল, একাঙ্গবাত, শুক্রমেহ, অপস্মার, গ্রহণীরোগ, অতিসার, গুদভ্রংশ, মদাত্যয়, সর্বাঙ্গকম্প, কুক্কুরবিষজনিত উন্মাদ এবং কফ, পিত্ত ও রক্তদুষ্টি নাশক। কুঁচিলা অতি শীঘ্র দুর্ব্বলতা নষ্ট করে। ইহার বীজের মাত্রা—দুই রতি।

ফলেন্দ্রা

ফলেন্দ্রা কথিতা নন্দা রাজজম্বুর্মহাফলা।
তথা সুরভিপত্রা চ মহাজম্বুরপি স্মৃতা।
রাজজম্বুফলং স্বাদু বিষ্টম্ভি গুরু রোচনম্ ॥

গোলাপজাম

পর্য্যায়—ফলেন্দ্রা, নন্দা, রাজজম্বু, মহাফলা, সুরভিপত্রা ও মহাজম্বু—এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দীনাম গুলাবজামুন ও তৈলঙ্গী নাম নীরনেরড়িচেট্টু, আসামী নাম গোলাপী জামু। ল্যাটিন Eugenia jambos।

গুণ।—গোলাপজাম মধুররস, বিষ্টম্ভি, গুরু ও রুচিকারক।

জম্বু ঃ

জম্বূস্তু সুরভিপত্রা নীলফলা শ্যামলা মহাস্কন্ধা।
রাজার্হা রাজফলা শুকপ্রিয়া মেঘমোদিনী চ নবাহ্বা॥
জম্বূবৃক্ষস্তু তুবরো গ্রাহি মধুরপাচকঃ।
মলস্তম্ভকরো রুক্ষো রুচিকৃৎ পিত্তদাহহা॥
অম্ল কণ্ঠ্যঃ ক্রিমিশ্বাস-শোষাতীসারকাসহা।
রক্তদোষং কফঞ্চৈব ব্রণঞ্চৈব বিনাশয়েৎ॥
জাম্ববং গুরু বিষ্টম্ভি কষায়ং স্বাদু শীতলম্।
অগ্নিঞ্চ দূষণং রুক্ষং বাতলং কফপিত্তজিৎ॥

জাম

পর্য্যায়।—জম্বু, সুরভিপত্রা, নীলফলা, শ্যামলা, মহাস্কন্ধা, রাজার্হা, রাজফলা, শুকপ্রিয়া এবং মেঘমোদিনী—এই নয়টি জম্বুর পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে জামুন, বড়াজামুন, মহারাষ্ট্রে থোর জাম্ভুল, নদীজাম্ভুল, কোঙ্কণ দেশে রাজিলে, গুজরাটে রাজজাম্বু, বারণাং বেলরোপাজাম্বু, কর্ণাটে নিরলু, তৈলঙ্গে নীরনেরড়ি, আসামে কালাজাম। ইংরাজীতে Black plum, ল্যাটিনে Eugenia jambolana বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—জামগাছ কষায়রস, গ্রাহি, মধুররস, পাচক, মলস্তম্ভকারক, রুক্ষ, রুচিকারক, অম্লরস ও স্বরবর্ধক। ইহা পিত্ত, দাহ, ক্রিমি, শ্বাস শোষরোগ, অতিসার, কাস, রক্তদোষ, কফরোগ ও ব্রণ নষ্ট করে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—জামফল গুরুপাক, বিষ্টম্ভি, কষায়-মধুররস, শীতবীর্য, অগ্নিদূষক, রুক্ষ, বাতজনক এবং কফ ও পিত্তনাশক।

ক্ষুদ্রজম্বু ঃ

ক্ষুদ্রজম্বুঃ সূক্ষ্মপত্রা নাদেয়ী জলজম্বুকা।
জম্বুঃ সংগ্রাহিণী রুক্ষা কফপিত্তাস্রদাহজিৎ॥

ছোট জাম (বনজাম)

পর্য্যায়।—ক্ষুদ্রজম্বু, সূক্ষ্মপত্রা, নাদেয়ী ও জলজম্বুকা—এই কয়েকটি ক্ষুদ্র জম্বুর পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দিতে জামুনী, ছোটাজামুন ও বন জামুনী, মহারাষ্ট্রে নদীজাম্ভুল, গুজরাটে ভুঙ্গরিজাম্বু।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ছোটজাম ধারক, রুক্ষ এবং ইহা কফ, পিত্ত, রক্তদুষ্টি ও দাহনাশক।

বদরী

পুংসি স্ত্রিয়াঞ্চ কর্কন্ধুর্বদরী কোলমিত্যপি।
ফেনিলং কুবলং ঘোণ্টা সৌবীরং বদরং মহৎ॥
অজাপ্রিয়া কুহা কোলী বিষমোভয়কণ্টকা।
পচ্যমানং সুমধুরং সৌবীরং বদরং মহৎ॥
সৌবীরং বদরং শীতং ভেদনং গুরু শুক্রলম্।
বৃংহণং পিত্তদাহাস্র-ক্ষয়তৃষ্ণানিবারণম্॥
সৌবীরাল্লঘু সম্পকং মধুরং কোলমুচ্যতে॥
কোলন্তু বদরং গ্রাহি রুচ্যমুষ্ণঞ্চ বাতলম্।
কফপিত্তকরঞ্চাপি গুরু সারকমীরিতম্।
কর্কন্ধুঃ ক্ষুদ্রবদরং কথিতং পূর্ব্বসূরিভিঃ।
অম্লং স্যাৎ ক্ষুদ্রবদরং কষায়ং মধুরং মনাক্॥
স্নিগ্ধং গুরু চ তিক্তঞ্চ বাতপিত্তাপহং স্মৃতম্।
শুষ্কং ভেদ্যগ্নিকৃৎ সর্ব্বং লঘু তৃষ্ণাক্লমাস্রজিৎ॥

কুল

পর্য্যায়।—কর্কন্ধু শব্দ পুং ও স্ত্রী উভয়লিঙ্গই হয়। কর্কন্ধু, বদরী, কোল, ফেনিল, কুবল, ঘোণ্টা, সৌবীর ও বদর—এইগুলি বড় কুলের এবং অজাপ্রিয়া, কুহা, কোলী, বিষমোভয়কণ্টকা—এই কয়েকটি ছোটকুলের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে বেরীকা পেড়, বের, ছোটে বের, বড়ে বের, তৈলঙ্গে রেগুচেট্টু ও রেগু, উৎকলে কুড়ি, বোম্বায়ে বোর, তামিলে রেয়ন্থি, মহারাষ্ট্রে বোরীচেংঝাড়, বোর, গুজরাটে মোটীবোরডী, নানীবোরডী, কর্ণাটে যেরসু, আসামে ব'গ'রী, ফারসীতে কুনার, আরবীতে সীদরনবংক। ল্যাটিন Zizyphus jujuba।

কুল অনেক প্রকার, তাহাদের লক্ষণ ও গুণ বলা যাইতেছে।

পরিচয়।—যে কুল পচ্যমান অবস্থাতেই মধুররস হয় এবং আয়তনে বৃহৎ তাহাকে সৌবীর বদর বলে। উহাকে চলতি ভাষায় নারকুলে কুল বলা হয়।

গুণ।—নারকুলে কুল শীতবীর্য, ভেদক, গুরু, শুক্রবর্ধক ও পুষ্টিকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, ক্ষয় ও পিপাসা নাশক।

পরিচয়।—যে বদরী, সৌবীর বদর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট অর্থাৎ মধ্যপ্রমাণ এবং যাহা সম্যক্ পাকিলে মধুররস হয় তাহাকে কোল বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কোলাখ্য বদর ধারক, রুচিকারক, উষ্ণবীর্য, বায়ুবর্ধক, কফজনক, গুরু ও সারক।

পরিচয়।—ক্ষুদ্র বদরকে কর্কন্ধু বলা যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কর্কন্ধু ঈষৎ মধুর-কষায়-তিক্তরসান্বিত, অম্লরস, স্নিগ্ধ, গুরু এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শুষ্কবদরী ভেদক, অগ্নিবর্ধক, লঘু এবং ইহা পিপাসা, ক্লান্তি ও রক্তদোষনাশক।

পানীয়ামলকম্

প্রাচীনামলকং লোকে পানীয়ামলকং স্মৃতম্।
প্রাচীনামলকং দোষ-ত্রয়জিৎ জ্বরঘাতি চ॥

পানী আমলা

পর্য্যায়।—প্রাচীনামলক ও পানীয়ামলক—এই দুইটি পানী আমলার নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে পানী আমলা, মহারাষ্ট্রে পাণ আম্বলে, গুজরাটে পাণি আম্বলা, ল্যাটিন Flacourtia cataphracta।

গুণাদি।—প্রাচীনামলক ত্রিদোষনাশক ও জ্বরঘ্ন।

লবলী

সুগন্ধমূলা লবলী পাণ্ডুঃ কোমলবল্কলা।
লবলীভলমশ্মার্শঃ-কফপিত্তহরং গুরু।
বিশদং রোচনং রুক্ষং স্বাদ্বম্লং তুবরং রসে॥

নোয়াড়্

পর্য্যায়।—সুগন্ধমূলা, লবলী, পাণ্ডু ও কোমলবল্কলা—এই কয়েকটি একপর্য্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে হরফারেবড়া, মহারাষ্ট্রে কাথ আম্বলা, রায়আম্বলী, গুজরাটে খাটিআম্বলী। ল্যাটিন Phyllanthus distichus।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নোয়াড়্ অশ্মরী, অর্শঃ, কফ ও পিত্তনাশক, গুরু, বিশদ, রুচিকারক, রুক্ষ এবং অম্ল-মধুর-কষায়রস।

করমর্দ্দঃ

করমর্দ্দঃ সুষেণঃ স্যাৎ কৃষ্ণপাকফলস্তথা।
তস্মাল্লঘুফলা যা তু সা জ্ঞেয়া করমর্দ্দিকা ॥
করমর্দ্দদ্বয়ন্ত্বামমম্লং গুরু তৃষাহরম্।
উষ্ণং রুচিকরং প্রোক্তং রক্তপিত্তকফপ্রদম্।
তৎ পক্বং মধুরং রুচ্যং লঘু পিত্তসমীরজিৎ ॥

করম্‌চা

পর্য্যায়।—করমর্দ্দ, সুষেণ ও কৃষ্ণপাকফল—এই কয়েকটি করম্‌চার সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে করোন্দা, করৌন্দী, মহারাষ্ট্রে করবন্দী, কর্ণাটে করিজিগে, গুজরাটে করমদী, করমন্দরা, তৈলঙ্গে বাকা, পারিকচেট্টু, ইংরাজীতে **Bengal currants,** ল্যাটিনে Carissa carandus বলে।

প্রকারভেদ।—অপর একপ্রকার করমর্দ্দ আছে তাহার ফল ইহা অপেক্ষা ছোট, তাহাকে করমর্দ্দিকা বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—এই দ্বিবিধ করমর্দ্দই অপক্ব অবস্থায় অম্লরস, গুরুপাক, পিপাসানাশক, উষ্ণবীর্য, রুচিকারক এবং রক্তপিত্ত ও কফজনক। পক্ব অবস্থায় মধুররস, রুচিকারক, লঘু এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক।

পিয়ালঃ

পিয়ালস্তু খরস্কন্ধশ্চারো বহুলবল্কলঃ।
রাজদনস্তাপসেষ্টঃ সন্নকদ্রুর্দ্ধনুষ্পটঃ ॥
চারঃ পিত্তকফাস্রঘ্নস্তৎফলং মধুরং গুরু।
স্নিগ্ধং সরং মরুৎপিত্ত-দাহজ্বরতৃষাপহম্ ॥
পিয়ালমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ।
হৃদ্যোঽতিদুর্জ্জরঃ স্নিগ্ধো বিষ্টম্ভি চামবর্দ্ধনঃ ॥ *

(মাত্রা—দো মাষকৌ)।

পিয়াল

পর্য্যায়।—পিয়াল, খরস্কন্ধ, চার, বহুলবল্কল, রাজাদন, তাপসেষ্ট, সন্নকদ্রু ও ধনুষ্পট—এই কয়েকটি এক পর্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে চিরৌঞ্জী, চিরোংজী, মহারাষ্ট্রে চারোলী, পঞ্জাবে চিরোলী, উৎকলে চরু, তামিলে কাটমরা, গুজরাটে চারোলী, কর্ণাটে

* পিয়ালং মধুরং স্নিগ্ধং বৃংহণং বাতপিত্তজিৎ। রা. নি.।

চারবীজ, তৈলঙ্গে, সারুরপু, ফারসীতে বুকলেখাজা, আরবীতে, হবুস্‌সমানা। ল্যাটিন নাম **Buchanania latifolia**।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পিয়াল পিত্ত, কফ ও রক্তদোষনাশক। পিয়ালফল মধুররস, গুরু, স্নিগ্ধ, সারক এবং বায়ু, পিত্ত, দাহ, জ্বর ও পিপসানাশক। পিয়ালমজ্জা মধুররস, শুক্রবর্ধক, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, হৃদয়গ্রাহী, অতিশয় দুষ্পাচ্য, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভি এবং আমবর্ধক। মাত্রা—চারি আনা।

ক্ষীরিকা

রাজাদনঃ ফলাধ্যক্ষো রাজন্যঃ ক্ষীরিকাপি চ।
ক্ষীরিকায়াঃ ফলং বৃষ্যং বল্যং স্নিগ্ধং হিমং গুরু।
তৃষ্ণামূর্চ্ছামদভ্রান্তি-ক্ষয়দোষত্রয়াস্রজিৎ॥

ক্ষীরুই

পর্য্যায়।—রাজাদন, ফলাধ্যক্ষ, রাজন্য ও ক্ষীরিকা—এই কয়েকটি উহার পর্য্যায়।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহাকে হিন্দীতে ক্ষীরী, মহারাষ্ট্রে রায়ণী ও রেবণে, বোম্বায়ে কেণী, তামিলে পল্ল এবং গুর্জরে খিরণী বলে। ল্যাটিন নাম Mimusops hexandra।

গুণ—ক্ষীরিকাফল শুক্রবর্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য ও গুরু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিপাসা, মূর্চ্ছা, মত্ততা, ভ্রান্তি, ক্ষয়, ত্রিদোষ ও রক্তদোষ নাশক।

বিকঙ্কতঃ

বিকঙ্কতঃ স্রুবাবৃক্ষো গ্রন্থিলঃ স্বাদুকণ্টকঃ।
স এব যজ্ঞবৃক্ষশ্চ কণ্টকী ব্যাঘ্রপাদপি।
বিকঙ্কতফলং পক্বং মধুরং সর্বদোষজিৎ। *

বৈঁচী

পর্য্যায়।—বিকঙ্কত, স্রুবাবৃক্ষ, গ্রন্থিল, স্বাদুকণ্টক, যজ্ঞবৃক্ষ, কণ্টকী ও ব্যাঘ্রপাৎ—এই কয়েকটি বৈঁচীর সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে কংটাই, কিঙ্কিণী ও বঞ্জ, মহারাষ্ট্রে গুলঘোণ্টি, বেহকল, কর্ণাটে হলুমাণিকা মালেগু, তৈলঙ্গে কানবেগুচেট্টু, উৎকলে বইচকুড়ি, পাঞ্জাবে কুকোয়া ও গুজরাটে বিরলো বলে। ল্যাটিন নাম **Flacurtia ramontchi**।

* বিকঙ্কতোঽম্লমধুরঃ পাকেঽতিমধুরো লঘুঃ। / দীপনঃ কামলাঘ্নঃ পাচনঃ পিত্তনাশনঃ॥ রা॰ নি॰।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পাকা বৈচী মধুররস, ইহা বাতাদি দোষনাশক।

মখান্নম্

মখান্নং পদ্মবীজাভং পানীয়ফলমিত্যপি।

মখান্নং পদ্মবীজস্য গুণৈস্তুল্যং বিনির্দ্দিশেৎ ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

মাখ্না

পর্য্যায়।—মখান্ন, পদ্মবীজাভ ও পানীয়ফল—এই তিনটি একপর্য্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে মখনা, মহারাষ্ট্রে মখানে, গুজরাটে মখানা, ল্যাটিন Euryale ferox।

গুণ।—মখান্ন পদ্মবীজসদৃশ গুণকারক। মাত্রা—চারি আনা।

শৃঙ্গাটকম

শৃঙ্গাটকং জলফলং ত্রিকোণফলমিত্যপি।

শৃঙ্গাটকং হিমং স্বাদু গুরু বৃষ্যং কষায়কম্।

গ্রাহি শুক্রানিলশ্লেষ্ম-প্রদং পিত্তাস্রদাহনুৎ ॥

পানিফল / শিঙাড়া

পর্য্যায়।—শৃঙ্গাটক, জলফল ও ত্রিকোণফল—এই কয়েকটি পানিফলের সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে সিংঘাড়ে, তৈলঙ্গে পরিকেগড্ডু, মহারাষ্ট্রে শিঙ্গাড়ে, গুজরাটে শিগোড়া, কর্ণাটে সিংঘাড়ে, ফারসীতে সুরঞ্জান, আসামে শিঙরী, ইংরাজীতে Water chestnut, ল্যাটিন নাম Trapa bispinosa।

গুণ।—পানীফল শীতবীর্য, কষায়-মধুর-রস, গুরু, পুষ্টিকারক, ধারক, শুক্রজনক, বায়ুবর্ধক ও কফকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিত্তদোষ, রক্তদোষ ও দাহনাশক।

কুমুদবীজম্

উক্তং কুমুদবীজন্তু বুধৈঃ কৈরবিণীফলম্।

ভবেৎ কুমুদ্বতীবীজং স্বাদু রুক্ষং হিমং গুরু ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

কুমুদ বীজ

পর্য্যায়।—পণ্ডিতগণ কুমুদবীজকে কৈরবিণীফল বলিয়া থাকেন।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম ভেট বেরা।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কুমুদবীজ মধুররস, রুক্ষ, শীতবীর্য ও গুরু। মাত্রা—চারি আনা।

মধুকাঃ

মধূকা গুড়পুষ্পঃ স্যান্মধুপুষ্পো মধুস্রবঃ।
বানপ্রস্থো মধুষ্ঠীলো জলজে তু মধূলকঃ॥
মধুকপুষ্পং মধুরং শীতলং গুরু বৃংহণম্।
বলশুক্রকরং প্রোক্তং বাতপিত্তবিনাশনম্॥
ফলং শীতং গুরু স্বাদু শুক্রলং বাতপিত্তনুৎ।
অহৃদ্যং হন্তি তৃষ্ণাস্র-দাহশ্বাসক্ষতক্ষয়ান্॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

মৌল

পর্যায়।—মধূক, গুড়পুষ্প, মধুপুষ্প, মধুস্রব, বানপ্রস্থ ও মধুষ্ঠীল—এই কয়েকটি মৌল বৃক্ষের নাম। জলজ মৌলকে মধূলক বলে।

দেশভেদে নামভেদ।—মৌলকে হিন্দীতে মহুয়া ও জলমহুয়া, তামিলে কঠইল্লুপি, তৈলঙ্গে ইপা, পিপ্পা, বোম্বাইয়ে মোহা, মহারাষ্ট্রে মোহাচা বৃক্ষ, মোহবৃক্ষ, জলমোহা, গুজরাটে মহুড়ো, জলমহুড়ো, কর্ণাটে মহুইপ্পে, ষরডুইপ্পে, ফারসীতে চকাং, ইংরাজীতে Indian butter tree, ল্যাটিন নাম Bassia latifolia।

গুণ।—এই উভয়ের পুষ্প মধুররস, শীতবীর্য, গুরু, পুষ্টিকারক, বলপ্রদ ও শুক্রবর্ধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক।

মৌলফলের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মৌলফল শীতবীর্য, গুরু, মধুররস, শুক্রবর্ধক, অহৃদ্য এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, পিপাসা, রক্তদোষ, দাহ, শ্বাস, ক্ষত ও ক্ষয়-নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

পরূষকম্

পরূষকন্তু পরুষমল্পাস্থি চ পরাপরম্।
পরূষকং কষায়াম্লমামং পিত্তকরং লঘু॥
তৎপক্বং মধুরং পাকে শীতং বিস্টম্ভি বৃংহণম্।
হৃদ্যন্তু পিত্তদাহাস্র-জ্বরক্ষয়সমীরহৃৎ॥ *

ফলসা

পর্য্যায়;—পরূষক, পরুষ, অল্পাস্থি ও পরাপর—এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে ফালসা ও পরূষা, মহারাষ্ট্রে ফালসা,

* পরূষমম্লং কটুকং কফার্তিজিৎ বাতাপহং তৎফলমামপিত্তকৃৎ। / সোঞ্চঞ্চ পক্বং মধুরং রুচিপ্রদং পিত্তাপহং শোষহরঞ্চ তর্পণম্॥ রা° নি°।

কর্ণাটে বেট্টহা, তৈলঙ্গে পুটিকী, গুজরাটে ধ্রামণ, ফারসীতে পালসা, আরবীতে ফালসা।
ল্যাটিন Grewia asiatica।

অপক্ক ও পক্ক পরূষকের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অপক্ক পরূষকফল অম্ল-কষায় রস, পিত্তবর্ধক এবং লঘু। পক্ক পরূষকফল—মধুর-বিপাক, শীতবীর্য, বিষ্টম্ভি, পুষ্টিকারক ও হৃদয়গ্রাহী এবং ইহা পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, জ্বর, ক্ষয় ও বায়ুনাশক।

তুদঃ

তূদস্তূলশ্চ পূগশ্চ ক্রমুকো ব্রহ্মদারু চ।
তূল পক্বং গুরু স্বাদু হিমং পিত্তানিলাপহম্।
তদেবামং গুরু সরমম্লোষ্ণং রক্তপিত্তকৃৎ॥

তুত

পর্য্যায়।—তুদ, তূল, পূগ, ক্রমুক ও ব্রহ্মদারু—এই কয়েকটি এক পর্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে সহতুত, তুত, মহারাষ্ট্রে তুতেং ও বজরলি, তৈলঙ্গে কব্বলীচেট্টু, তামিলে মধুকট্টইচেড়ি, কোঙ্কণে তুতীচাং ফলেং, গুজরাটে শেতুত তুত, আসামে হুনি, ফারসীতে শাহতুত, তুতর্তুর্ণ, আরবীতে কুত্তহামিজ, তুত, ইংরাজীতে Mulberries বলে। ল্যাটিন নাম Morus alba।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পাকা তুতফল গুরু, মধুররস, শীতবীর্য এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অপক্ক তুতফল গুরু, সারক, অম্লরস, উষ্ণবীর্য এবং রক্তপিত্তকারক।

দাড়িমঃ

দাড়িমঃ করকো দন্ত-বীজো লোহিতপুষ্পকঃ।
তৎফলং ত্রিবিধং স্বাদু স্বাদ্বম্লং কেবলাম্লকম্॥
তৎ তু স্বাদু ত্রিদোষঘ্নং তৃড় দাহজ্বরনাশনম্।
হৃৎকণ্ঠমুখরোগঘ্নং তর্পণং শুক্রলং লঘু॥
কষায়ানুরসং গ্রাহি স্নিগ্ধং মেধাবলাবহম্।
স্বাদ্বম্লং দীপনং রুচ্যং কিঞ্চিৎপিত্তকরং লঘু।
অম্লন্তু পিত্তজনকমম্লং বাতকফাপহম্॥

পর্য্যায়।—দাড়িম, করক, দন্তবীজ ও লোহিতপুষ্পক—এই কয়েকটি দাড়িমের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে আনার, অনার, মহারাষ্ট্রে দাড়িম, ডালিম্ব, কর্ণাটে দালিম্ব, তৈলঙ্গে ডানিম্মচেট্টু, উৎকলে দাড়িম্ব, তামিলে মাদলই চেহেড্ডি, গুর্জরে ডালম, গুজরাটে দাড়ম্ম্, আসামে দালিম, ফারসীতে অনার, তুরস, আরবীতে রুমানহামীজ। ল্যাটিন নাম Punica granatum, ইংরাজী নাম Pomegranate।

প্রকারভেদ।—দাড়িম্ব রসভেদে তিনপ্রকার, যথা—মধুর, অম্লমধুর ও অম্ল।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—তন্মধ্যে মধুর দাড়িম্ব বায়ু, পিত্ত, কফ, পিপাসা, দাহ, জ্বর, হৃদ্রোগ, কণ্ঠগতরোগ, ও মুখরোগনাশক, তৃপ্তিকারক, শুক্রবর্ধক, লঘু, ঈষৎ কষায়রস, ধারক, স্নিগ্ধ এবং মেধা ও বলবর্ধক। অম্লমধুর দাড়িম্ব অগ্নি দীপ্তিকারক, রুচিকর, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্ধক ও লঘু। অম্ল দাড়িম্ব পিত্তবর্ধক, অম্লরস, কফ ও বায়ুনাশক।

ভব্যম্

ভবং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ ভাবনং বক্ত্রশোধনম্।
তথা পিচ্ছলবীজঞ্চ তচ্চ লোমফলং স্মৃতম্॥
ভব্যমম্লং কটূষ্ণঞ্চ বালং বাতকফাপহম্।
পক্বন্তু মধুরাম্লঞ্চ রুচিকৃৎ শ্রমশূলহৃৎ॥
ভব্যং স্বাদুকষায়াম্লং হৃদ্যমাস্যবিশোধনম্।
তদেবা পকং দোষঘ্নং গুরু গ্রাহি বিষাপহম্॥

চালতা

পর্য্যায়।—ভব, ভব্য, ভবিষ্য, ভাবন, বক্ত্রশোধন, পিচ্ছলবীজ ও লোমফল—এই কয়েকটি চালতার নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—হিন্দীতে গুট্, মহারাষ্ট্রে ওঁটোটে ঝাড়, গুজরাটে ওঁটুফল, ফারসীতে চকী, ল্যাটিনে Dillenia indica বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অপক্ব চালতা অম্লকটুরস, উষ্ণবীর্য, বায়ু ও কফনাশক। পক্ব চালতা মধুরাম্লরস, রুচিকারক এবং শ্রান্তি ও শূলনাশক। অপর মত—পাকা চালতা মধুর-কষায়-অম্লরস, হৃদয়গ্রাহী ও মুখশোধক। অপক্ব চালতা গুরু, ত্রিদোষনাশক, ধারক ও বিষনাশক।

বহুবারঃ

বহুবারস্তু শীতঃ স্যাদুদ্দালো বহুবারকঃ।
শেলুঃ শ্লেষ্মাতকশ্চাপি পিচ্ছিলো ভূতবৃক্ষকঃ॥
বহুবারো বিষস্ফোট-ব্রণবিসর্পকুষ্ঠনুৎ।
মধুরস্তুবরস্তিক্তঃ কেশ্যশ্চ কফপিত্তহৃৎ॥

ফলমামন্ত বিষ্টম্ভি রুক্ষং পিত্তকফাস্রজিৎ।
তৎ পক্বং মধুরং স্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং শীতলং গুরু ॥

বহুবার

পর্য্যায়।—বহুবার, শীত, উদ্দাল, বহুবারক, শেলু, শ্লেষ্মাতক, পিচ্ছিল ও ভূতবৃক্ষক—এই কয়েকটি বহুবারের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে লিসোড়া, লভেরা, বোম্বাইয়ে ভোক্বির, মহারাষ্ট্রে ভোক্বর, শেলবণ্ট, গুজরাটে গুন্দোমোটো, কর্ণাটে চেলু, গোন্দিণী, তৈলঙ্গে নাকেরু, মুবুকেরু, আসামে ঔটেঙ্গা, উৎকলে অড়, তামিলে বিডি, ফারসীতে সিপিস্তান্ ও আরবীতে সেফিস্থান্ দবক। ল্যাটিন নাম Cordia myxa।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বহুবার, বিষ স্ফোটক, ব্রণ, বিসর্প, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশক, মধুর-কষায়-তিক্তরস এবং ইহা কেশের হিতকারক।

গুণাদি।—অপক্ক বহুবারফল বিষ্টম্ভি, রুক্ষ এবং পিত্ত, কফ ও রক্তদোষ নাশক। পাকা বহুবারফল মধুররস, স্নিগ্ধ, কফকারক, শীতবীর্য ও গুরু।

কতকম্

পয়ঃপ্রসাদি কতকং কতং কতফলঞ্চ তৎ।
কতকস্য ফলং নেত্র্যং জলনির্ম্মলতাকরম্।
বাতশ্লেষ্মহরঃ শীতং মধুরং তুবরং গুরু ॥

নির্ম্মলীফল

পর্য্যায়।—পয়ঃপ্রসাদি, কতক, কত ও কতফল—এই কয়েকটি নির্মলীফলের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে নির্মলীফল, পায়পসারা, মহারাষ্ট্রে নিবলীচ্যা, বিয়া, গজরা, কর্ণাটে চীল ও চিল্লিকাপি, গুজরাটে নির্মলী, ইংরাজীতে Clearing nut tree, ল্যাটিনে Strychnos potatorum বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নির্মলীফল চক্ষুর হিতকর, জলের নির্মলতাকারক, বাতঘ্ন, কফনাশক, শীতবীর্য, মধুর-কষায়রস ও গুরু।

দ্রাক্ষা

দ্রাক্ষা স্বাদুফলা প্রোক্তা তথা মধুরসাপি চ।
মৃদ্বীকা হারহুরা চ গোস্তনী চাপি কীর্ত্তিতা ॥
দ্রাক্ষা পক্কা সরা শীতা চক্ষুষ্যা বৃংহণী গুরুঃ।
স্বাদুপাকরসা স্বর্য্যা তুবরা সৃষ্টমূত্রবিট্ ॥
কোষ্ঠমারুতকৃদ্ বৃষ্যা কফপুষ্টিরুচিপ্রদা।
হন্তি তৃষ্ণাজ্বরশ্বাস-বাতবাতাস্রকামলাঃ ॥

কৃচ্ছ্র প্রপিত্তসংমেহ দাহশোষমদাত্যয়ান্।
আমা স্বল্পগুণা গুর্ব্বী সৈবাম্লা রক্তপিত্তকৃৎ॥
বৃষ্যা স্যাদ্ গোস্তনী দ্রাক্ষা গুর্ব্বী চ কফপিত্তহৃৎ।
অবীজান্যা স্বল্পতরা গোস্তনীসদৃশী গুণৈঃ॥
দ্রাক্ষা পর্ব্বতজা লঘ্বীসাম্লা শ্লেষ্মাম্লপিত্তকৃৎ।
দ্রাক্ষা পর্ব্বতজা যাদৃক্ তাদৃশী করমর্দ্দিকা॥

মনক্কা / কিস্‌মিস্

পর্য্যায়।—দ্রাক্ষা, স্বাদুফলা, মধুরসা, মৃদ্বীকা, হারহুরা ও গোস্তনী—এই কয়েকটি দ্রাক্ষার পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে দাখ ও অঙ্গুর, মহারাষ্ট্রে কালেং দ্রাক্ষ, তৈলঙ্গে দ্রাক্ষা, পোণ্ড, কিসিমিসি ও দ্রাক্ষাচেট্টু, তামিলে কোড়িমণ্ডিরিপ্পঝাম্, গুজরাটে ধরাখ, কর্ণাটে বেড়গণদ্রাক্ষে, আসামে খিস্‌মিশ, ফারসীতে অংগুর্ মুনক্কা, আরবীতে কীসমীস, এনব জবীব, ইংরাজীতে Grape, ল্যাটিন নাম Vitis vinifera।

গুণ।—পাকা দ্রাক্ষা সারক, শীতবীর্য, চক্ষুর হিতকর, শরীরের উপচয়কারক, মধুর-বিপাক, কষায়-মধুররস, স্বরপ্রসাদক, মলমূত্রনিঃসারক, কোষ্ঠে বায়ুজনক, শুক্রবর্ধক, কফকারক, পুষ্টি ও রুচিজনক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিপাসা, জ্বর, শ্বাস, বাত, বাতরক্ত, কামলা, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত, মেহ, দাহ, শোষ ও মদাত্যয় রোগনাশক।

গুণ—অপক্ব দ্রাক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প-গুণযুক্ত। ইহা গুরু, অম্লরস ও রক্তপিত্ত-কারক।

প্রকারভেদে গুণভেদ।—গোস্তনী দ্রাক্ষা অর্থাৎ মনক্কা শুক্রবর্ধক, গুরু ও কফ-পিত্তনাশক। অল্পবীজসংযুক্ত ছোট দ্রাক্ষা অর্থাৎ যাহাকে কিস্‌মিস্ কহে উহা মনক্কার তুল্য গুণবিশিষ্ট। পর্বতজা দ্রাক্ষা লঘু, অম্লরস এবং কফ ও অম্লপিত্তকারক। করমর্দ্দিকা দ্রাক্ষা পর্বতজা দ্রাক্ষার তুল্য গুণকারক।

ক্ষুদ্রখর্জ্জুরী পিণ্ডখর্জ্জুরী চ

ভূমিখর্জ্জুরিকা স্বাদ্বী দুরারোহা মৃদুচ্ছদা।
তথা স্কন্ধফলা কাক-কর্কটী স্বাদুমস্তকা॥
পিণ্ডখর্জ্জুরিকা ত্বন্যা সা দেশে পশ্চিমে ভবেৎ।
খর্জ্জুরী গোস্তনাকারা পরদ্বীপাদিহাগতা॥
জায়তে পশ্চিমে দেশে সা ছোহারেতি কীর্ত্যতে।
খর্জ্জুরীত্রিতয়ং শীতং মধুরং রসপাকয়োঃ॥

স্নিগ্ধং রুচিকরং হৃদ্যং ক্ষতক্ষয়হরং গুরু।
তর্পণং রক্তপিত্তঘ্নং পুষ্টিবিষ্টম্ভশুক্রদম্ ॥
কোষ্ঠমারুতহৃদ্ বল্যং বান্তিবাতকফাপহম্।
জ্বরাতিসারক্ষুতৃষ্ণা-কাসশ্বাসনিবারকম্ ॥
মদমূর্চ্ছামরুৎপিত্ত-মদ্যোদ্ভূতগদান্তকৃৎ।
মহদ্ভিশ্চ গুণৈরল্পা স্বল্পখর্জ্জুরিকা স্মৃতা ॥
খর্জ্জূরীতরুতোয়ন্তু মদপিত্তকরং ভবেৎ।
বাতশ্লেষ্মহরং রুচ্যং দীপনং বলশুক্রকৃৎ ॥

খেজুর ও পিণ্ডখেজুর

পর্য্যায়।—ভূমিখর্জ্জূরিকা, স্বাদ্বী, দুরারোহা, মৃদুচ্ছদা, স্কন্ধফলা, কাককর্কটী ও স্বাদুমস্তকা—এই কয়েকটি ক্ষুদ্রখর্জ্জূরীর নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে খজুর, পিণ্ডখজুর, মহারাষ্ট্রে শিন্দী, খজুরী, কর্ণাটে ইঞ্চিলু, করীইংচিলু, গুজরাটে খজুরী, খারক, তৈলঙ্গে ইংটাচেট্টু, খজুর পুপংডু, আসামে খ জুরি, ফারসীতে তমররুতব, আরবীতে খুর্মাতর, খুর্মখুশ্ক, ইংরাজীতে Date palm বলে। খেজুরের নাম Phoenix sylvestris। পিণ্ডখেজুরের ল্যাটিন নাম Phoenix dactylifera।

প্রকারভেদ।—অপর একপ্রকার খর্জ্জূর পশ্চিমপ্রদেশে জন্মে, উহাকে পিণ্ডখর্জ্জূরিকা বলে। আর একপ্রকার খর্জ্জূর দ্রাক্ষার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট, উহা দ্বীপান্তর হইতে আগত, এখন পশ্চিম প্রদেশে জন্মে. ইহা হিন্দীভাষায় ছোহারা নামে প্রসিদ্ধ।

গুণ।—এই তিনপ্রকার খর্জ্জুর শীতবীর্য, মধুররস ও মধুর-বিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, হৃদয়গ্রাহী, ক্ষত ও ক্ষয় নাশক, গুরু, তৃপ্তিকর, রক্তপিত্তনাশক, পুষ্টিকর ও বিষ্টম্ভি, শুক্রবর্ধক ও বলকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কোষ্ঠগত বায়ু, বমি, বাতশ্লেষ্মদোষ, জ্বর, অতিসার, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাস, শ্বাস, মত্ততা, মূর্চ্ছা, বাতপৈত্তিক রোগ ও মদাত্যয় নাশক।

ক্ষুদ্রখর্জ্জূরের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ক্ষুদ্রখর্জ্জূরিকা অপেক্ষাকৃত অল্পগুণবিশিষ্ট।

খর্জ্জূরের রসের গুণ।—খর্জ্জূরের রস মত্ততাজনক, পিত্তকারক, বাতঘ্ন, কফনাশক, রুচিজনক, অগ্নির দীপক, বলকর এবং শুক্রবর্ধক।

সুনেপালী (পিণ্ডখর্জ্জূরী ভেদঃ)

সুনেপালী তু মৃদুলা দলহীনফলা চ সা।
সুনেপালী শ্রমভ্রান্তি-দাহমূর্চ্ছাস্রপিত্তহৃৎ ॥

পিণ্ডখেজুর বিশেষ

পর্য্যায়।—স্থূলনেপালী, মৃদুলা ও দলহীনফলা—এই কয়েকটি এক পর্য্যায়ক শব্দ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—স্থূলনেপালী (পিণ্ডখর্জ্জুর বিশেষ) শ্রান্তি, ভ্রান্তি, দাহ, মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্তনাশক।

বাতাদঃ

বাতাদো বাতবৈরী স্যান্নেত্রোপমফলস্তথা।
বাতাদ উষ্ণঃ সুস্নিগ্ধো বাতঘ্নঃ শুক্রকৃদ্ গুরুঃ॥
বাতাদমজ্জা মধুরো বৃষ্যঃ পিত্তানিলাপহঃ।
স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফকৃন্নেষ্টো রক্তপিত্তবিকারিনাম্॥

বাদাম

পর্য্যায়।—বাতাদ, বাতবৈরী ও নেত্রোপমফল—এই কয়েকটি বাদামের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বাদাম মীঠে, বাদাম কড়বে, বোম্বায়ে জংলিবাদাম, তৈলঙ্গে বেদম, তামিলে নটবড়ুম, মহারাষ্ট্রে বাদাম গোড়ে, বাদাম কড়ু, গুজরাটে বাদামমীঠী, বাদাম কড়্বী, আসামে বাদাম, আরবীতে লোজল্হলু, ফারসীতে বাদামশীরী, ইংরাজীতে Sweet almond, ল্যাটিনে Prunus amygdalus বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বাদাম উষ্ণবীর্য, সুস্নিগ্ধ, বায়ুনাশক, শুক্রবর্দ্ধক ও গুরু।

বাদামের মজ্জার গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বাদামের মজ্জা মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য এবং কফকারক। ইহা রক্তপিত্তরোগীর পক্ষে অহিতকারক।

সেবম্

মুষ্টিপ্রমাণং বদরং সেবং সিবিতিকাফলম্।
সেবং সমীরপিত্তঘ্নং বৃংহণং কফকৃদ গুরু।
রসে পাকে চ মধুরং শিশিরং রুচিশুক্রকৃৎ॥

সেউফল

পর্য্যায়।—মুষ্টিপ্রমাণ, বদর, সেব ও সিবিতিকাফল—এই কয়েকটি সেউফলের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে সেব, মহারাষ্ট্রে মোঠেং বোর, গুজরাটে শেব, ফারসীতে সেব, আরবীতে তুফাহ। ইংরাজীতে Apple, ল্যাটিনে Pyrus malus বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সেউফল বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, পুষ্টিকারক, কফজনক, গুরু, মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য, রুচিকারক এবং শুক্রবর্ধক।

অমৃতফলম্

যদ্ বদক্সানকাবিলপ্রভৃতিষু দেশেষু নাসপাতি ইতি প্রসিদ্ধম্।

অমৃতফলং লঘু বৃষ্যং সুস্বাদু ত্রীন্ হরেদ্ দোষান্।
দেশেষু মুদ্গলানাং বহুলং অল্লভ্যতে লোকৈঃ॥

ন্যাসপাতি

পরিচয়।—বদক্সান্ কাবুল প্রভৃতি দেশে অমৃতফল ন্যাসপাতি নামে প্রসিদ্ধ। ইহার সংস্কৃত নাম অমৃতফল। ল্যাটিন নাম Prunus persica।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে পাঞ্জাবে নাক বলে।

গুণাদি।—অমৃতফল লঘু, শুক্রবর্ধক, সুস্বাদু, ত্রিদোষনাশক। ইহা মোগলদেশে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়।

পীলুঃ

পীলুর্গুড়ফলং স্রংসী তথা শীতফলোঽপি চ।
পীলু শ্লেষ্মসমীরঘ্নং পিত্তলং ভেদি গুল্মনুৎ।
স্বাদু তিক্তঞ্চ যৎ পীলু তন্নাত্যুষ্ণং ত্রিদোষহৃৎ॥

পীলুফল

পর্য্যায়।—পীলু, গুড়ফল, স্রংসী ও শীতফল—এই কয়েকটি একার্থবাচক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে পীলু, বড়াপিলু, মহারাষ্ট্রে লঘু পিলু, তৈলঙ্গে গোলুগুচেট্টু ও পিন্নবরগোগু, বোম্বাইয়ে বকৃহন্, তামিলে কোবু, গুজরাটে খারীজাল্য, মোটিজাল্য, কর্ণাটে দোড্ডপিলু, ফারসীতে দর্খতে মিস্বাক, আরবীতে ইরাক, ল্যাটিনে Salvadora persica, ইংরাজী নাম Tooth brush tree।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পীলু কফঘ্ন, বায়ুনাশক, পিত্তবর্ধক, ভেদক ও গুল্মনাশক। মধুর-তিক্ত-রসান্বিত পীলু ত্রিদোষনাশক। ইহা অতি উষ্ণবীর্য নহে।

অক্ষোটঃ

পীলুঃ শৈলভবোঽক্ষোটঃ কর্পরালশ্চ কীর্ত্তিতঃ।
অক্ষোটকোঽপি বাতাদ-সদৃশঃ কফপিত্তকৃৎ॥

আখরোট

পর্য্যায়।—অক্ষোট ও কর্পরাল—এই দুইটি পর্বতজাত পীলুর (আখরোটের) নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে অখরোট, মহারাষ্ট্রে অক্রোড়, গুজরাটে

অখোড, দাক্ষিণাত্যে উক্রকাই, কর্ণাটে আখোট, ফারসীতে চার্ত্তগজ, আরবীতে জোঝ অক্রুশম্ মগজ, ইংরাজীতে Walnut, ল্যাটিনে Juglans regia বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—আখরোট বাদামের তুল্য গুণদায়ক। ইহা কফ ও পিত্তকারক।

বীজপূরঃ

বীজপূরো মাতুলুঙ্গো রুচকঃ ফলপূরকঃ।
বীজপূরফলং স্বাদু রসেঽম্লং দীপনং লঘু॥
রক্তপিত্তহরং কণ্ঠ-জিহ্বাহৃদয়শোধনম্।
শ্বাসকাসারুচিহরং হৃদ্যং তৃষ্ণাহরং স্মৃতম॥

টাবালেবু

পর্য্যায়।—বীজপুর, মাতুলুঙ্গ, রুচক ও ফলপূরক—এই কয়েকটি টাবালেবুর নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে বিজৌরা, নিবু, মহারাষ্ট্রে মহালুঙ্গ, গুজরাটে বাজোকলিংবু, কর্ণাটে মাদবলা, তৈলঙ্গে দবাকায়া, মাধোফল, পুচেট্টু, উৎকলে কলংবা, ফারসীতে তুরংজ, আরবীতে উত্তরংজ। ল্যাটিন নাম Citrus limmeta।

গুণ।—টাবালেবু অম্ল মধুররস, অগ্নির দীপক, লঘু, হৃদয়গ্রাহী এবং কণ্ঠ, জিহ্বা ও হৃদয় শোধন কারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা রক্তপিত্ত, শ্বাস, কাস, অরুচি ও পিপাসা নাশক।

মধুকর্কটী

বীজপূরোঽপরঃ প্রোক্তো মধুরো মধুকর্কটি
মধুকর্কটিকা স্বাদ্বী রোচনী শীতলা গুরুঃ।
রক্তপিত্তক্ষয়শ্বাস-কাসহিক্কাভ্রমাপহা॥

বাতাবিলেবু

পরিচয় ও পর্য্যায়।—অন্য একপ্রকার বীজপূর আছে তাহাকে মধুর ও মধুকর্কটী বলে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে মীঠাজম্বীরীনিংবু, মধুকাকড়ী ও মউফুটি বলে। ল্যাটিন নাম Citrus decumana।

গুণ।—মধুকর্কটী (বাতাবি) মধুররস, রুচিকারক, শীতবীর্য ও গুরু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা রক্তপিত্ত, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, হিক্কা ও ভ্রমনাশক।

জম্বীরদ্বয়ম্

জম্বীরো দন্তশঠো জন্ত-জম্ভীর-জন্তলাঃ।
জম্ভীরমুষ্ণং গুর্ব্বম্লং বাতশ্লেষ্মবিবন্ধনুৎ॥
শূলকাসকফোৎক্লেশ-চ্ছর্দ্দিতৃষ্ণামদোষজিৎ।
আস্যবৈরস্যহৃৎপীড়া-বহ্নিমান্দ্যক্রিমীন্ হরেৎ॥
স্বল্পজম্বীরিকা তদ্বৎ তৃষ্ণাচ্ছর্দ্দিনিবারণী॥ *

গোঁড়ালেবু

পর্য্যায়।—জম্বীর দন্তশঠ, জন্ত, জম্ভীর ও জম্ভল—এই কয়েকটি জম্ভীরের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে নীবু, জম্বীরী নেবু, মহারাষ্ট্রে সাখরলিম্বু, কর্ণাটে কচিলে, কনিলে, তৈলঙ্গে জংভিরং, নিম্মপণ্ডু, গুজরাটে দোড়িঙ্গা-লিংবু, ফারসীতে লিমুনেত্রুশ, লিমুনেশিরি, আরবীতে লিমুনেহামিজ, ইংরাজীতে Lemons, ল্যাটিন নাম Citrus acida।

গুণ।—জম্বীর (গোঁড়ালেবু) উষ্ণবীর্য, গুরু ও অম্লরস।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বায়ু, কফ, বিবন্ধ, শূল, কাস, বমনবেগ, বমি, পিপাসা, আমদোষ, মুখের বিরসতা, হৃৎপীড়া, মন্দাগ্নি ও ক্রিমিনাশক।

ক্ষুদ্র জম্বীরের গুণাদি।—ক্ষুদ্র জম্বীরও উক্ত প্রকার গুণদায়ক। ইহা তৃষ্ণা ও বমি নাশক।

নিম্বুঃ

নিম্বূঃ স্ত্রী নিম্বুকং ক্লীবে নিম্বুকমপি কীর্ত্তিতম্।
নিম্বুকমম্লং বাতঘ্নং দীপনং পাচনং লঘু॥

অপরঞ্চ।—নিম্বুকং ক্রিমিসমূহনাশনং তীক্ষ্ণমম্লমুদরগ্রহাপহম্।
বাতপিত্তকফশূলিনে হিতং কষ্টনষ্টরুচিরোচনং পরম্॥
ত্রিদোষবহ্নিক্ষয়বাতরোগ-নিপীড়িতানাং বিষবিহ্বলানাম্।
গলগ্রহে বদ্ধগুদে প্রদেয়ং বিসূচিকায়াং মুনয়ো বদন্তি॥

---

* জম্বীরস্য ফলং রসেঽম্লমধুরং বাতাপহং পিত্তকৃৎ/পথ্যং পাচনরোচনং বলকরং বহ্নের্বিবৃদ্ধিপ্রদম্।/পক্বং চেন্মধুরং কফার্ত্তিশমনং পিত্তাস্রদোষাপহৃৎ/বর্ণ্যং বীর্য্যবিবর্দ্ধনং রুচিকরং তর্পণম্॥ রা. নি.।

কাগজী ও পাতিলেবু

পর্য্যায়।—নিম্বু, নিম্বূক ও নিম্বূক—এই তিনটি একার্থবাচক শব্দ। নিম্বু শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এবং নিম্বূক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ জানিবে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে নীবু, কাগজীনীবু, মহারাষ্ট্রে লঘুইড়লিম্বু, গুজরাটে কাগদীলিম্বু, মীটালিম্বু, কর্ণাটে কচিলে, তৈলঙ্গে নিম্মপডু, আসামে নেমুটেঙ্গা, ফারসীতে লিমুনেশিরি, আরবীতে লিমুনে হামিজ, ইংরাজীতে Lemon বলে। ল্যাটিন নাম Citrus medica।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নিম্বু অম্লরস, বায়ুনাশক, অগ্নির দীপক, পাচক ও লঘু।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নিম্বূক ক্রিমিনাশক, তীক্ষ্ণ, অম্লরস, উদররোগ নাশক। ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ ও শূলরোগে হিতকর। যাহার একেবারে রুচি নষ্ট হইয়াছে অথবা যাহার কৃচ্ছ্রসাধ্য অরুচিরোগ জন্মিয়াছে, তাহার পক্ষে উক্ত লেবু হিতজনক। ইহা ত্রিদোষ, অগ্নিমান্দ্য, ক্ষয়রোগ, বাতরোগ, রক্তদুষ্টি, গলরোগ, বদ্ধগুদ ও বিসূচিকা রোগে প্রযোজ্য।

মিষ্টনিম্বুঃ

মিষ্টনিম্বূফলং স্বাদু গুরু মারুতপিত্তনুৎ।
গররোগবিষধ্বংসি কফোৎক্লেশি চ রক্তহৃৎ।
শোষারুচিতৃষাচ্ছর্দ্দি-হরং বলকৃৎ বৃংহণম্॥

মিঠালেবু

ইহাকে ইংরাজীতে Citrus Limonum বলে।

গুণ।—মিষ্টনিম্বূফল মধুররস, গুরু, কফোৎক্লেশী, বলকারক ও পুষ্টিজনক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বায়ু, পিত্ত, গরদোষ, বিষ, রক্তদোষ, অরুচি, পিপাসা ও বমিনাশক।

কর্ম্মরঙ্গম্

কর্ম্মরঙ্গঃ শিরালশ্চ বৃহদম্লো রুজাকরঃ।
কর্ম্মরঙ্গং হিমং গ্রাহি স্বাদ্বম্লং কফবাতহৃৎ॥

কামরাঙ্গা

পর্য্যায়।—কর্ম্মরঙ্গ, শিরাল, বৃহদম্ল ও রুজাকর—এই কয়েকটি কামরাঙ্গার সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে করমথ, গুজরাটে কমরকথাটাং

খীরাখবেছে, মহারাষ্ট্রে বর্ম্মরাচে ছাড়, কর্ম্মর বলে। ইংরাজী নাম Carambola, ল্যাটিন নাম Averrhoa carambola।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কামরাঙ্গা শীতবীর্য, ধারক, অম্ল-মধুররস এবং কফ ও বায়ুনাশক।

অম্লিকা

অম্লিকা চুক্রিকাম্লী চ চুক্রা দন্তশঠাপি চ।
অম্লা চ চিঞ্চিকা চিঞ্চা তিন্তিডী কাচতিন্তিডী॥
অম্লিকাম্লা গুরুর্বাত-হরী পিত্তকফাস্রকৃৎ।
পক্কা তু দীপনী রুক্ষা সরোষ্ণা কফবাতনুৎ॥

তেঁতুল

পর্য্যায়।—অম্লিকা, চুক্রিকা, অম্লী, চুক্রা, দন্তশঠা, অম্লা, চিঞ্চিকা, চিঞ্চা, তিন্তিডী ও কাচতিন্তিডী—এই কয়েকটি তেঁতুলের সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে অম্লী ও ইম্‌ল, মহারাষ্ট্রে ইম্‌লী ও চিঞ্চ, কর্ণাটে হুনিসে হুনিশেহন, তৈলঙ্গে চিণ্ট, উৎকলে কঁআ, তামিলে পুলি, বোম্বাইে টিন্‌টঞ্জ, গুজরাটে আংবলী, আসামে চেতেঁলি, আরবীতে তমর হিংদ, ইংরাজীতে Tamarind বলে। ল্যাটিন নাম Tamarindus indica।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কাঁচা তেঁতুল অম্লরস, গুরু, বায়ুনাশক। ইহা পিত্ত কফজনক ও রক্তদুষ্টিকারক।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পাকা তেঁতুল অগ্নিদীপক, রুক্ষ, সারক ও উষ্ণবীর্য। ইহা কফ ও বায়ুনাশক।

ম্লেচ্ছাম্লিকা

ম্লেচ্ছাম্লিকা পারসীক-ফলং তদ্রোচনং সরম্॥

আলুবোখরা

পর্য্যায়।—ম্লেচ্ছাম্লিকা ও পারসীক-ফল—এই দুইটি আলুবোখরার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে আলুবুখারা, মহারাষ্ট্রে বীরারুক, গুজরাটে আলু, কর্ণাটে আরুক, ফারসীতে আলুস্তা, আরবীতে ইজ্জাম্ বলে। ইংরাজী নাম Cherry plum, ল্যাটিনে Prunus communis বলে।

গুণ।—ইহা রুচিকর ও সারক।

অম্লবেতসঃ

স্যাদম্লবেতসশ্চুক্রং শতবেধি সহস্রনুৎ।
অম্লবেতসমত্যম্লং ভেদনং লঘু দীপনম্॥

হৃদ্রোগশূলগুল্মঘ্নং পিত্তলং লোমহর্ষণম্।
রুক্ষং বিণ্মূত্রদোষঘ্নং প্লীহোদাবর্ত্তনাশনম্ ॥
হিক্কানাহারুচিশ্বাস-কাসাজীর্ণবমিপ্রণুৎ ।
কফবাতাময়ধ্বংসি চ্ছাগমাংসদ্রবত্বকৃৎ ।
চণকাম্লগুণং জ্ঞেয়ং লোহসূচীদ্রবত্বকৃৎ ॥

(মাত্রা—অর্দ্ধতোলকম)।

থৈকল

পর্য্যায়।-অম্লবেতস, চুক্র, শতবেধি ও সহস্রণুৎ—এই কয়েকটি অম্লবেতসের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে অম্‌লবেৎত, মহারাষ্ট্রে চুকা, গুজরাটে অম্‌লবেত, ফারসীতে তুর্ষক, ইংরাজীতে Sorrel, ল্যাটিন নাম Rumex vasicarius।

গুণ।—অম্লবেতস অত্যন্ত অম্লরস, ভেদক, লঘু, অগ্নির দীপক, পিত্তবর্ধক, রোমহর্ষজনক ও রুক্ষ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা হৃদ্‌রোগ, শূল, গুল্ম, পুরীষদোষ, মূত্রদোষ, প্লীহা, উদাবর্ত, হিক্কা, আনাহ, অরুচি, শ্বাস, কাস, অজীর্ণ, বমি, কফরোগ ও বায়ুরোগনাশক। ইহা ছাগমাংসের দ্রবত্বসম্পাদক অর্থাৎ ইহা দ্বারা ছাগমাংস সহজে দ্রবীভূত হয়। অম্লবেতস চণকাম্লসদৃশ গুণকারক, ইহা দ্বারা লৌহসূচীও দ্রব হয়। মাত্রা—অর্ধ তোলা।

বৃক্ষাম্লম্

বৃক্ষাম্লং তিন্তিড়ীকঞ্চ চুক্রং স্যাদম্লবৃক্ষকম্।
বৃক্ষাম্লমামমম্লোষ্ণং বাতঘ্নং কফপিত্তলম্।
পক্কন্তু গুরু সংগ্রাহি কটুকং তুবরং লঘু।
অম্লোষ্ণং রোচনং রুক্ষং দীপনং কফবাতকৃৎ।
তৃষ্ণার্শোগ্রহণীগুল্ম-শূলহৃদ্রোগজন্তুজিৎ ॥

মহাদা

পর্য্যায়।—বৃক্ষাম্ল, তিন্তিড়ীক, চুক্র ও অম্লবৃক্ষক—এই কয়েকটি মহাদার পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ—ইহার নাম হিন্দুস্থানে বিষাংবিল, মহারাষ্ট্রে আম সোল, কোকংবসোল, কর্ণাটে তিন্তীড়িক, গুজরাটে কোকম, ইংরাজীতে Kokum butter tree, ল্যাটিন নাম Garcinia indica।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অপক্ব বৃক্ষাম্ল অম্লরস, উষ্ণবীর্য, বায়ুনাশক, কফকারক ও পিত্তবর্ধক।

গুণ।—পক্ব বৃক্ষাম্ল গুরু, ধারক, কটু-কষায়-অম্লরস, লঘু, উষ্ণবীর্য, রুচিকারক, রুক্ষ, অগ্নির দীপক, কফজনক ও বায়ুবর্ধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিপাসা, অর্শঃ, গ্রহণীরোগ, গুল্ম, শূল, হৃদ্রোগ ও ক্রিমিনাশক।

চতুরম্ল-পঞ্চাম্লয়োর্লক্ষণম

অম্লবেতসবৃক্ষাম্ল-বৃহজ্জম্বীরনিম্বুকৈঃ
চতুরম্লং হি পঞ্চাম্লং বীজপূরযুতৈর্ভবেৎ ॥

লক্ষণ।—অম্লবেতস, বৃক্ষাম্ল, বৃহজ্জম্বীর ও কাগজীলেবু—এই চারিটির সংযোগকে চতুরম্ল, এই চতুরম্লের সহিত টাবালেবু সংযুক্ত করিলে তাহাকে পঞ্চাম্ল বলে।

পরিভাষা

ফলেষু পরিপক্বং যদ্ গুণবৎ তদুদাহৃতম্।
বিল্বাদন্যত্র বিজ্ঞেয়মামং তদ্ধি গুণাধিকম্ ॥
ফলেষু সরসং যৎ স্যাদ্ গুণবৎ তদুদাহৃতম্।
দ্রাক্ষাবিল্বশিবাদীনাং ফলং শুষ্কং গুণাধিকম্ ॥
ফলতুল্যগুণং সর্ব্বং মজ্জানমপি নির্দ্দিশেৎ ॥
ফলং হিমাগ্নিদুর্ব্বাত-ব্যালকীটাদিদূষিতম্।
অকালজং কুভূমিজং পাকাতীতং ন ভক্ষয়েৎ ॥
(পাকাতীতং পাকমতিক্রম্য স্থিতম্)

বিল্বভিন্ন সমুদায় ফলই পাকিলে গুণদায়ক হয়, কিন্তু বিল্বফল অপক্বই বিশিষ্ট গুণদায়ক।

ফলের মধ্যে সরস ফলই গুণদায়ক, কিন্তু দ্রাক্ষা, বিল্ব ও শিবাদির অর্থাৎ হরীতকী, আমলকী প্রভৃতির শুষ্ক ফলই গুণকর হইয়া থাকে।

যে সকল ফলের যে-যে গুণ উক্ত হইল, সেই-সেই ফলের মজ্জারও উক্ত গুণ জানিবে।

যে সকল ফল হিম-অগ্নি-দূষিত বায়ু-ব্যাল ও কীটাদিকর্ত্তৃক দূষিত, অথবা অকালজাত কিংবা কুভূমিতে জাত বা অতিশয় পক্বতাপ্রযুক্ত ক্লিন্ন, তাহা ভক্ষণ করিবে না।

॥ ইত্যাম্রাদিফলবর্গ ॥

অথ ধাতূপধাতু-রসোপরস-রত্নোপরত্ন-বিষোপবিষ-বর্গঃ

স্বর্ণম্

স্বর্ণং সুবর্ণং কনকং হিরণ্যং হেম হাটকম্।
তপনীয়ঞ্চ গাঙ্গেয়ং কলধৌতঞ্চ কাঞ্চনম্॥
চামীকরং শাতকুম্ভং তথা কার্ত্তস্বরঞ্চ তৎ।
জাম্বূনদং জাতরূপং মহারজতমিত্যপি॥
দাহে রক্তং সিতং ছেদে নিকষে কুঙ্কুমপ্রভম্।
তারশুল্বোজ্ঝিতং স্নিগ্ধং কোমলং গুরু হেম সৎ॥
তচ্ছ্বেতং কঠিনং রূক্ষং বিবর্ণং সমলং দলম্।
দাহে ছেদেঽসিতং শ্বেতং কষে ত্যাজ্যং লঘু স্ফুটম্॥
সুবর্ণং শীতলং বৃষ্যং বল্যং গুরু রসায়নম্।
স্বাদু তিক্তঞ্চ তুবরং পাকে চ স্বাদু পিচ্ছিলম্॥
পবিত্রং বৃংহণং নেত্র্যং মেধাস্মৃতিমতিপ্রদম্।
হৃদ্যমায়ুষ্করং কান্তি-বাগ্‌বিশুদ্ধিস্থিরত্বকৃৎ।
বিষদ্বয়ক্ষয়োন্মাদ-ত্রিদোষজ্বরশোষজিৎ।
বলং সবীর্য্যং হরতে নরাণাং রোগব্রজান্ পোষয়তীহ কায়ে।
অসৌখ্যকার্য্যেব সদা সুবর্ণমশুদ্ধমেতন্মরণঞ্চ কুর্য্যাৎ॥
অসম্যঙ্‌মারিতং স্বর্ণং বলং বীর্য্যঞ্চ নাশয়েৎ।
করোতি রোগান্ মৃত্যুঞ্চ তস্মাৎ সংশোধ্য মারয়েৎ॥

(মাত্রা—এক রক্তিকা)।

সোনা

পর্য্যায়।—স্বর্ণ, সুবর্ণ, কনক, হিরণ্য, হেম, হাটক, তপনীয়, গাঙ্গেয়, কলধৌত, কাঞ্চন, চামীকর, শাতকুম্ভ, কার্ত্তস্বর, জাম্বূনদ, জাতরূপ ও মহারজত—এই কয়েকটি সুবর্ণের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সোনা, মহারাষ্ট্রে সোনে, গুজরাটে সোন্থ, কর্ণাটে স্বর্ণ, তৈলঙ্গে বগারং, আসামে সোণ, ফারসীতে তিলা, আরবীতে জহব্, ল্যাটিনে Aurum, ইংরাজীতে Gold বলে।

উৎকৃষ্ট স্বর্ণের লক্ষণ।—যে স্বর্ণ পোড়াইলে রক্তবর্ণ, ছেদন করিলে শ্বেতবর্ণ,

কষে বুস্কুমসদৃশ, যাহা রূপা ও তামা বর্জ্জিত, স্নিগ্ধ, কোমল ও ভারযুক্ত, সেই স্বর্ণ উৎকৃষ্ট।

অপকৃষ্টস্বর্ণলক্ষণ।—যে স্বর্ণ শ্বেতবর্ণ, কঠিন, রুক্ষ, বিবর্ণ, মলসংযুক্ত ও স্তরবৎ, যাহা দগ্ধ করিলে ও ছেদন করিলে অসিতবর্ণ, কষে শ্বেতবর্ণ এবং লঘু ও দলে পুরু থাকিলেও পাত করিবার সময় ফাটিয়া যায়, তাহা ত্যাজ্য।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—স্বর্ণ শীতবীর্য, শুক্রবর্ধক, বলকারক, গুরু, রসায়ন, মধুর তিক্ত-কষায়রস, মধুরবিপাক, পিচ্ছিল, পবিত্র, পুষ্টিকারক, চক্ষুর হিতকর, মেধাজনক, স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিপ্রদ হৃদয়গ্রাহী, আয়ুষ্কর, কান্তিজনক, বাক্যের শুদ্ধি ও স্থিরতা সম্পাদক এবং ইহা স্থাবরবিষ, জঙ্গমবিষ, ক্ষয়, উন্মাদ, ত্রিদোষ, জ্বর ও শোষরোগ নাশক।

অবিশুদ্ধ ও অসম্যক্ জারিত স্বর্ণের দোষ।—অবিশুদ্ধ ও অসম্যক্ জারিত স্বর্ণ সেবন করিলে বলবীর্যনাশ, বহুরোগের উৎপত্তি, গ্লানি এবং মৃত্যু পর্যন্ত উপস্থিত হয়। অতএব উহা শোধন ও জারণ করিয়া ব্যবহার করা উচিত। মাত্রা—এক রতি।

রজতম্

রূপ্যন্তু রজতং তারং চন্দ্রকান্তি সিতপ্রভম্।
গুরু স্নিগ্ধং মৃদু শ্বেতং দাহে চ্ছেদে ঘনক্ষমম্।
বর্ণাঢ্যং চন্দ্রবৎ স্বচ্ছং রূপ্যং নবগুণং শুভম্।
কঠিনং কৃত্রিমং রুক্ষং রক্তং পীতদলং লঘু।
দাহচ্ছেদঘনৈর্নষ্টং রূপ্যং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতম্॥
রূপ্যং শীতং কষায়াম্লং স্বাদুপাকরসং সরম্।
বয়সঃ স্থাপনং স্নিগ্ধং লেখনং বাতপিত্তজিৎ।
প্রমেহাদিকরোগাংশ্চ নাশয়ত্যচিরাদ্ ধ্রুবম॥
তারং শরীরস্য করোতি তাপং বিধ্বংসনং যচ্ছতি শুক্রনাশম্।
বীর্য্যং বলং হন্তি তনোশ্চ পুষ্টিং মহাগদান্ পোষয়তি হ্যশুদ্ধম্॥

(মাত্রা—এক রক্তিকা)।

রূপা

পর্য্যায়।—রূপ্য, রজত, তার, চন্দ্রকান্তি ও সিতপ্রভ—এই কয়েকটি রূপার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে চান্দী, রূপা, মহারাষ্ট্রে রূপেং, গুজরাটে রূপুং, কর্ণাটে বেল্লি, তৈলঙ্গে ঐণ্ডী, আসামে রূপ, ফারসীতে নুকরা, আরবীতে ফিদ্দা বলে। ইংরাজীতে Silver, ল্যাটিনে Argentum বলে।

উৎকৃষ্ট রৌপ্যলক্ষণ।—যে রৌপ্য গুরু, চিক্কণ ও কোমল, যাহা দগ্ধ বা ছেদন করিলে শুভ্রবর্ণ, যাহা আঘাতসহ অর্থাৎ পাত করিতে ফাটিয়া না যায়, যাহা চন্দ্রের ন্যায় বিপুল প্রভাসম্পন্ন ও স্বচ্ছ, তাহাই উৎকৃষ্ট।

অপকৃষ্ট রৌপ্যলক্ষণ।—যে রৌপ্য কঠিন, কৃত্রিম, রুক্ষ, রক্তবর্ণ, পীতদলযুক্ত, লঘু এবং যাহা দগ্ধ, ছেদন ও আঘাত করিলে বিকৃতাকৃতি হয়, তাহা অপকৃষ্ট।

গুণ।—রূপা শীতবীর্য, অম্ল-কষায়-মধুররস, মধুরবিপাক, সারক, বয়ঃস্থাপক, স্নিগ্ধ ও লেখনগুণযুক্ত।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বায়ু, পিত্ত ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ শীঘ্রই বিনষ্ট করে।

অশোধিত রৌপ্যের দোষ।—অশোধিত রৌপ্য শরীরের তাপজনক ও শরীর-নাশক এবং ইহা শুক্র, বল, বীর্য ও শরীরের পুষ্টিনাশক এবং মহারোগ সমূহের উৎপাদক। মাত্রা—এক রতি।

তাম্রম্

তাম্রমৌদুম্বরং শুল্বমুদুম্বরমপি স্মৃতম্।
রবিপ্রিয়ং ম্লেচ্ছমুখং সূর্য্যপর্য্যায়নামকম্॥
জবাকুসুমসঙ্কাশং স্নিগ্ধং মৃদু ঘনক্ষমম্।
লোহনাগোজ্ঝিতং তাম্রং মারণায় প্রশস্যতে॥
কৃষ্ণং রুক্ষমতিস্তব্ধং শ্বেতঞ্চাপি ঘনাসহম্।
লোহনাগোযুতঞ্চেতি শুল্বং দুষ্টং প্রকীর্ত্তিতম্॥
তাম্রং কষায়ং মধুরঞ্চ তিক্তমম্লঞ্চ পাকে কটু সারকঞ্চ।
পিত্তাপহং শ্লেষ্মহরঞ্চ শীতং তদ্ রোপণং স্যাল্লঘু লেখনঞ্চ॥
পাণ্ডূদরার্শোজ্বরকুষ্ঠকাস-শ্বাসক্ষয়ান্ পীনসমম্লপিত্তম্।
শোথং ক্রিমিং শূলমপাকরোতি প্রাহুঃ পরে বৃংহণমল্পমেতৎ॥
একো দোষো বিষে তাম্রে ত্বষ্টৌ দুষ্টৌ ভ্রমো বমিঃ।
বিরেচকঃ স্বেদ উৎক্লেদো মূর্চ্ছা দাহোঽরুচিস্তথা॥

(মাত্রা—এক রক্তিকা)।

তামা

পর্য্যায়।—তাম্র, ঔদুম্বর, শুল্ব, উদুম্বর, রবিপ্রিয়, ম্লেচ্ছমুখ এবং সূর্যপর্যায়ক সমস্ত শব্দ তাম্রের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।-ইহার নাম হিন্দুস্থানে তাঁবা, তৈলঙ্গে রাগী, তামিলে সেনবু, মহারাষ্ট্রে তাম্বেং, গুজরাটে ত্রাম্বো, কর্ণাটে তাম্র, আসামে তাম্, ফারসীতে মিস্, আরবীতে নুহাস। ইংরাজী নাম Copper, ল্যাটিনে Cuprum বলে।

উৎকৃষ্ট তাম্রলক্ষণ।—যে তাম্র জবাপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, চিক্কণ, কোমল, ঘাতসহ এবং লৌহ ও সীসক বর্জ্জিত, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। মারণার্থ এই তাম্রই প্রশস্ত।

অপকৃষ্ট তাম্রের লক্ষণ।—যাহা কৃষ্ণ অথবা শ্বেতবর্ণ, রুক্ষ, অত্যন্ত স্তব্ধ, লৌহ ও সীসক মিশ্রিত এবং আঘাত লাগিলে যাহা ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা অপকৃষ্ট।

গুণ।—তাম্র কষায়-মধুর-তিক্ত-অম্লরস, কটুবিপাক, সারক, পিত্ত ও শ্লেষ্মনাশক, শীতবীর্য, ব্রণরোপক, লঘু, লেখনগুণযুক্ত ও অল্পবৃংহণ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পাণ্ডু, উদর, অর্শঃ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাস, শ্বাস, ক্ষয়, পীনস, অম্লপিত্ত, শোথ, ক্রিমি ও শূলপ্রশমক।

অশোধিত তাম্রের দোষ।—অশোধিত তাম্রের দোষ বিষ অপেক্ষাও অত্যন্ত অনিষ্টোৎপাদক, যেহেতু বিষে একটি দোষ, অবিশুদ্ধ তাম্রে ভ্রম, বমি, বিরেচন, স্বেদ, বমনবেগ, মূর্চ্ছা, দাহ ও অরুচি—এই আটটি দোষ বিদ্যমান আছে। অতএব উহা যথাবিধি শোধন ও জারণ করিয়া সেবন করিবে। মাত্রা—এক রতি।

বঙ্গম্

রঙ্গং বঙ্গং ত্রপু প্রোক্তং তথা পিচ্চটমিত্যপি।
ক্ষুরকং মিশ্রকঞ্চাপি দ্বিবিধং বঙ্গমুচ্যতে॥
উত্তমং ক্ষুরকং তত্র মিশ্রকন্তবরং মতম॥
রঙ্গং লঘু সরং রুক্ষমুষ্ণং মেহমফক্রিমীম্।
নিহন্তি পাণ্ডুং সশ্বাসং চক্ষুষ্যং পিত্তলং মনাক্॥
সিংহো যথা হস্তিগণং নিহন্তি তথৈব বঙ্গোঽখিলমেহবর্গম্।
দেহস্য সৌখ্যং প্রবলেন্দ্রিয়ত্বং নরস্য পুষ্টিং বিদধাতি নূনম্॥ *

(মাত্রা—এক রক্তিকা)।

রাঙ

পর্য্যায়।—রঙ্গ, বঙ্গ, ত্রপু ও পিচ্চট—এই কয়েকটি বঙ্গের পর্যায়।

প্রকারভেদে উৎকর্ষ।—বঙ্গ দুইপ্রকার, যথা—ক্ষুরক ও মিশ্রক, তন্মধ্যে মিশ্রক অপেক্ষা ক্ষুরক বঙ্গ উত্তম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে রাংগ, রাংগা, বঙ্গ ও কলঈ, মহারাষ্ট্রে কথীল, গুজরাটে কলঈ, কথীর, খরিপারী, কর্ণাটে তবর, তৈলঙ্গে তাগারাম্, আসামে টীং, ফারসীতে অরজীজ, আরবীতে রুসাম্, ইংরাজীতে Tin, ল্যাটিনে Stannum বলে।

---

* ত্রপুকং কটুতিক্তহিমং কষায়লবণং সরঞ্চ মেহঘ্নম্।/ কৃমিদাহপাণ্ডুশমনং কান্তিকরং তদ্ রসায়নঞ্চ॥ রা. নি.।

গুণ।—বঙ্গ লঘু, সারক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য, চক্ষুর হিতকারক এবং ঈষৎ পিত্তবর্ধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা প্রমেহ, কফ, ক্রিমি, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগ নাশক। সিংহ যেরূপ হস্তিসমূহ বিনাশ করে, বঙ্গ তদ্রূপ সমস্ত প্রমেহ নষ্ট করিয়া থাকে। ইহা শরীরের সুখদায়ক। ইন্দ্রিয়গণের প্রবলতা সম্পাদক ও নিশ্চয়ই মানবের পুষ্টিবিধায়ক। মাত্রা—এক রতি।

যসদম্

যসদং রঙ্গসদৃশং রীতিহেতুশ্চ তন্মতম্।
যসদং তুবরং তিক্তং শীতলং কফপিত্তহৃৎ।
চক্ষুষ্যং পরমং মেহান্ পাণ্ডুং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ।

দস্তা

পরিচয়।—দস্তা বঙ্গসদৃশ, ইহা পিত্তলের উপাদান কারণ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে জস্ত, মহারাষ্ট্রে জস্ত, গুজরাটে জসত, তৈলঙ্গে খর্পরং, ফারসীতে রূএতুতিয়া, আরবীতে শব্ হা, ইংরাজীতে Zinc, ল্যাটিনে Zincum বলে।

গুণ।—দস্তা কষায়-তিক্তরস, শীতবীর্য এবং চক্ষুর হিতসম্পাদক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, প্রমেহ, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগ নাশক। মাত্রা—এক রতি।

সীসম্

সীসং ব্রধ্নঞ্চ বপ্রঞ্চ যোগেষ্টং নাগনামকম্।
সীসং রঙ্গগুণং জ্ঞেয়ং বিশেষান্মেহনাশনম্॥
নাগস্তু নাগশততুল্যবলং দদাতি ব্যাধিং বিনাশয়তি জীবনমাতনোতি।
বহ্নিং প্রদীপয়তি কামবলং করোতি মৃত্যুঞ্চ নাশয়তি সন্ততসেবিতঃ সঃ॥
পাকেন হীনৌ কিল বঙ্গনাগৌ কুষ্ঠানি গুল্মাংশ্চ তথাতিকষ্টান্।
কণ্ডুং প্রমেহানিলসাদশোথ-ভগন্দরাদীন্ কুরুতঃ প্রযুক্তৌ॥
নাগনামকং—নাগঃ ভুজঙ্গ ইত্যাদি।

(মাত্রা—দ্বে রক্তিকে)।

সীসা

পর্য্যায়।—সীস, ব্রধ্ন, বপ্র ও যোগেষ্ট এবং নাগবাচক সমস্ত শব্দ সীসকের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে সীসক ও সীসা, তৈলঙ্গে শীশ, সীষমু, দাক্ষিণাত্যে শিশ, মহারাষ্ট্রে শিসেং, গুজরাটে শীসুং, কর্ণাটে সীসা, আসামে সীহ, ফারসীতে সুর্ব, আরবীতে রসাস্থল অস্বদ। ইংরাজী নাম Lead, ল্যাটিনে Plumbum বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সীসক বঙ্গের তুল্য গুণকারক। ইহা প্রমেহ রোগের বিশেষ উপকারী। এই সীসক জারণপূর্ব্বক সতত সেবন করিলে শতনাগের তুল্য বল এবং রোগসমূহের নাশ, শরীরের উপচয়, অগ্নির দীপ্তি এবং কাম ও বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা মৃত্যু পর্য্যন্ত নিবারিত হইতে পারে।

অজারিত বঙ্গ ও সীসকের দোষ।—অজারিত বঙ্গ ও সীসক সেবন করিলে অতি কষ্টতম কুষ্ঠ, গুল্ম, কণ্ডু, প্রমেহ, বায়ুরোগ, অবসন্নতা, শোথ ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। মাত্রা—দুই রতি।

লৌহম্

লোহোঽস্ত্রী শস্ত্রকং তীক্ষ্ণং পিণ্ডং কালায়সায়সী।
গুরুতা দৃঢ়তোৎক্লেদঃ কশ্মলং দাহকারিতা।
অশ্মদোষঃ সুদুর্গন্ধো দোষাঃ সপ্তায়সস্য তু॥
লোহং তিক্তং সরং শীতং মধুরং তুবরং গুরু।
রুক্ষং বয়স্যং চক্ষুষ্যং লেখনং বাতলং জয়েৎ॥
কফং পিত্তং গরং শূলং শোথার্শঃপ্লীহপাণ্ডুতাঃ।
মেদোমেহক্রিমীন্ কুষ্ঠং তৎকিট্টং তদ্বদেব হি॥
ষণ্ডত্বকুষ্ঠাময়মৃত্যুদং ভবেদ্ হৃদ্রোগশূলৌ কুরুতেঽশ্মরীঞ্চ।
নানারুজানাঞ্চ তথা প্রকোপং করোতি হৃল্লাসমশুদ্ধলোহম্॥
গুঞ্জামেকাং সমারভ্য যাবৎ স্যুর্নব রক্তিকাঃ।
তাবল্লোহং সমশ্নীয়াদ্ যথাদোষানলং নরঃ॥
কুষ্মাণ্ডং তিলতৈলঞ্চ মাষান্নং রাজিকাং তথা।
মদ্যমম্লরসঞ্চাপি ত্যজেল্লোহস্য সেবকঃ॥

লৌহ

পর্য্যায়।—লৌহ, শস্ত্রক, তীক্ষ্ণ, পিণ্ড, কালায়স ও আয়স—এই কয়টি লৌহের পর্য্যায়। লৌহ অস্ত্রীলিঙ্গে অর্থাৎ পুংলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে লৌহা, ফোলাদ, ইস্পাত, তৈলঙ্গে ইহুমু, মহারাষ্ট্রে লোখণ্ড, তিখেং, গুজরাটে লোটুং, মোলুং, কর্ণাটে অয়স্কান্ত, কবুন, আসামে লোহা, লোলো, ফারসীতে আহন্, আরবীতে হদীদ, হজ্রুল, ল্যাটিনে Ferrum এবং ইংরাজীতে Iron বলে।

লৌহের দোষ—লৌহের সাতটি দোষ। যথা—গুরুতা, কঠিনতা, উৎক্লেদকারিতা, মূর্চ্ছাজনকতা, দাহকারিতা, অশ্মদোষ এবং দুর্গন্ধ।

গুণ।—লৌহ তিক্ত-মধুর-কষায়রস, সারক, শীতবীর্য, গুরু, রুক্ষ, বয়ঃস্থাপক, চক্ষুর হিতকারক, লেখন গুণযুক্ত ও বায়ুবর্ধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, গরদোষ, শূল, শোথ, অর্শঃ, প্লীহা, পাণ্ডুতা, মেদঃ, মেহ, ক্রিমি ও কুষ্ঠরোগনাশক।

মণ্ডূরের গুণ।—লৌহের মল অর্থাৎ মণ্ডূর লৌহতুল্য গুণদায়ক।

অশোধিত লৌহের দোষ।—অশোধিত লৌহ সেবন করিলে ষণ্ডত্ব, কুষ্ঠ, হৃদ্‌রোগ, শূল, অশ্মরী, হৃল্লাস, বিবিধ বেদনা ও বাতাদির প্রকোপ হয়। ইহা দ্বারা মৃত্যু পর্যন্তও হইয়া থাকে।

মাত্রা—দোষ অগ্নি বিবেচনা করিয়া একরতি হইতে নয়রতি পর্যন্ত মাত্রা সেবনার্থ ব্যবস্থা করিবে।

লৌহসেবীর বর্জনীয়।—লৌহসেবী ব্যক্তি কুষ্মাণ্ড, তিলতৈল, মাষান্ন, সর্ষপ, মদ্য ও অম্ল-রসযুক্ত দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে।

সারলৌহম্

ক্ষমাভৃচ্ছিখরাকারাণ্যঙ্গান্যম্লেন লেপয়েৎ।
লৌহে সূর্ধ্যত্র সূক্ষ্মাণি তৎ সারমভিধীয়তে॥
লৌহং সারাহ্বয়ং হন্যাদ্ গ্রহণীমতিসারকম্।
অর্দ্ধসর্ব্বাঙ্গজং বাতং শূলঞ্চ পরিণামজম্।
ছর্দ্দিঞ্চ পীনসং পিত্তং শ্বাসং কাসং ব্যপোহতি॥

(মাত্রা—নব রক্তিকা যাবৎ)।

ইস্পাৎ

সারলৌহের লক্ষণ।—অম্ললেপন করিলে যে লৌহাঙ্গগুলি পর্বতশিখরের ন্যায় সূক্ষ্মাগ্র হয়, তাহাকে সার-লৌহ বলা যায়। ইংরাজীতে Steel বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইস্পাৎ গ্রহণীরোগ, অতিসার, অর্ধাঙ্গ ও সর্বাঙ্গগত বাত, পরিণামশূল, বমি, পীনস, পিত্ত, শ্বাস ও কাস নাশক। মাত্রা—এক রতি হইতে নয় রতি পর্যন্ত।

কান্তলৌহম্

যৎ পাত্রে ন প্রসরতি জলে তৈলবিন্দুঃ প্রতপ্তে।
হিঙ্গুর্গন্ধং ত্যজতি চ নিজং তিক্ততাং নিম্বকল্কঃ॥
তপ্তং দুগ্ধং ভবতি শিখরাকারকং নৈতি ভূমিং।
কৃষ্ণাঙ্গঃ স্যাৎ সজলচণকঃ কান্তলোহং তদুক্তম্॥

গুল্মোদরার্শঃশূলামমামবাতং ভগন্দরম্।
কামলাশোথকুষ্ঠানি ক্ষয়ং কান্তময়ো হরেৎ ॥
প্লীহানমম্লপিত্তঞ্চ যকৃচ্চাপি শিরোরুজম্।
সর্ব্বান্ রোগান্ বিজয়তে কান্তলোহং ন সংশয়ঃ।
বলং বীর্য্যং বপুঃপুষ্টিং কুরুতেঽগ্নিং বিবর্দ্ধয়েৎ ॥

(মাত্রা—নব রক্তিকা যাবৎ)।

কান্তলৌহের লক্ষণ।—যে লৌহপাত্রে জল উত্তপ্ত করিয়া, সেই জলে তৈলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে তাহা প্রসৃত হয় না এবং যাহাতে হিঙ্গু ভাজিলে হিঙ্গু নিজ গন্ধ ত্যাগ করে, নিম্ববল্কল সিদ্ধ করিলে তাহার তিক্ততা থাকে না, দুগ্ধ তপ্ত করিলে ফাঁপিয়া উঠে অথচ পড়িয়া যায় না এবং যাহাতে ছোলা ও জল কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহাকে কান্তলৌহ বলে।

আময়িক প্রয়োগ।—কান্তলৌহ গুল্ম, উদর, অর্শঃ, শূল, আমদোষ, আমবাত, ভগন্দর, কামলা, শোথ, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, অম্লপিত্ত, শিরোরোগ প্রভৃতি সমস্ত রোগ বিনাশ করে।

গুণ।—ইহা বল, বীর্য, পুষ্টি ও অগ্নিকারক। মাত্রা—এক হইতে নয় রতি পর্যন্ত।

মণ্ডূরম্

ধ্মায়মানস্য লোহস্য মলং মণ্ডূরমুচ্যতে।
লোহসিংহানিকা কিট্টং সিংহানঞ্চ নিগদ্যতে।
যল্লোহং যদ্গুণং প্রোক্তং তৎকিট্টমপি তদ্গুণম্ ॥

মণ্ডূর

মণ্ডূরের লক্ষণ।—লৌহ পোড়াইবার সময় তাহা হইতে যে-মল নির্গত হয়, তাহাকে মণ্ডূর বলে। ইংরাজীতে Rust of iron বলে।

পর্য্যায়—লোহসিংহানিকা, কিট্ট ও সিংহান—ইহারা মণ্ডূরের পর্যায়।

গুণ।—মণ্ডূর লৌহসদৃশ গুণযুক্ত। যে-লৌহের যেরূপ গুণ, তজ্জাত মণ্ডূরেরও তদ্রূপ গুণ জানিবে। মাত্রা—পূর্ব্ববৎ।

উপধাতবঃ

সপ্তোপধাতবঃ স্বর্ণ-মাক্ষিকং তারমাক্ষিকম্
তুত্থং কাংস্যঞ্চ রীতিশ্চ সিন্দূরঞ্চ শিলাজতু ॥
উপধাতুষু সর্ব্বেষু তত্তদ্ধাতুগুণা অপি।
সন্তি কিন্তেষু তে গৌণাস্তত্তদংশাল্পভাবতঃ ॥

উপধাতু

উপধাতুর সংখ্যা।—উপধাতুও সাতটি, যথা—স্বর্ণমাক্ষিক, তারমাক্ষিক, তুঁতিয়া, কাঁসা, পিত্তল, সিন্দুর ও শিলাজতু।

গুণাদি।—যে-যে ধাতুর যে-যে গুণ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের উপধাতুরও সেই-সব গুণ জানিবে, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অল্প; কারণ উপধাতুতে মূল ধাতুর অংশ অতি অল্প পরিমাণেই থাকে।

স্বর্ণমাক্ষিকম্

স্বর্ণমাক্ষিকমাখ্যাতং তাপীজং মধুমাক্ষিকম্।
তাপ্যং মাক্ষিকধাতুশ্চ মধুধাতুশ্চ স স্মৃতঃ॥
কিঞ্চিৎ সুবর্ণসাহিত্যাৎ স্বর্ণমাক্ষিকমীরিতম্।
উপধাতুঃ সুবর্ণস্য কিঞ্চিৎ স্বর্ণগুণান্বিতঃ।
কিন্তু তস্যানুকল্পত্বাৎ কিঞ্চিদূনগুণস্ততঃ॥
ন কেবলং স্বর্ণগুণা বর্ত্তন্তে স্বর্ণমাক্ষিকে।
দ্রব্যান্তরস্য সংসর্গাৎ সন্ত্যন্যেঽপি গুণা যতঃ॥
স্বর্ণমাক্ষিকং স্বাদু তিক্তং বৃষ্যং রসায়নম্।
চক্ষুষ্যং বস্তিরুক্কুষ্ঠ-পাণ্ডুমেহবিষোদরান্॥
অর্শঃ শোথং ক্ষয়ং কণ্ডুং ত্রিদোষমপি নাশয়েৎ॥
মন্দানলত্বং বলহানিমুগ্রাং বিষ্টম্ভিতাং নেত্রগদান্-সকুষ্ঠান্।
তথৈব মালাং ব্রণপূর্ব্বিকাঞ্চ করোতি তাপীজমশুদ্ধমেতৎ॥

(মাত্রা)—দ্বে রক্তিকে)।

পর্য্যায়।—তাপীজ, মধুমাক্ষিক, তাপ্য, মাক্ষিক ধাতু ও মধুধাতু—ইহারা স্বর্ণমাক্ষিকের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে সোনামাখী, মহারাষ্ট্রে দগডী সোনা-মখী, গুজরাটে সোনামাখী, কর্ণাটে ধাতুমাক্ষিক, তৈলঙ্গে স্বর্ণমাখী ও আরবীতে মুর্কশীশাজহবী। ইংরাজীতে Copper Pyrites বলে।

পরিচয়।—স্বর্ণমাক্ষিক স্বর্ণধাতুর উপধাতু। ইহাতে স্বর্ণের কিঞ্চিৎ অংশ মিশ্রিত থাকে বলিয়া ইহাকে স্বর্ণমাক্ষিক বলে।

ব্যবহার।—স্বর্ণমাক্ষিকে স্বর্ণের গুণ কিঞ্চিৎ পরিমাণে অবস্থিতি করে, এ-কারণ স্বর্ণের অভাবে ইহা ব্যবহার করা যাইতে পারে। স্বর্ণমাক্ষিক স্বর্ণ অপেক্ষা অপ্রধান, সুতরাং স্বর্ণ অপেক্ষা অল্পগুণ হওয়াই সম্ভব। কিন্তু স্বর্ণমাক্ষিকে যে, স্বর্ণের গুণমাত্র

অবস্থিতি করে এরূপ নহে, অন্যান্য দ্রব্যের সংশ্লেষ থাকা প্রযুক্ত অপরাপর গুণও ইহাতে আছে।

গুণ।—স্বর্ণমাক্ষিক মধুর-তিক্তরস, শুক্রবর্ধক, রসায়ন ও চক্ষুর হিতকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বস্তিবেদনা, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষ, উদর, অর্শঃ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডু ও ত্রিদোষ নাশক।

অশোধিত স্বর্ণমাক্ষিকের দোষ।—অবিশোধিত স্বর্ণমাক্ষিক মন্দাগ্নিকারক, অত্যন্ত বলনাশক ও বিষ্টম্ভি। ইহা চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, গণ্ডমালা ও ব্রণরোগ উৎপাদন করে। মাত্রা—দুই রতি।

তারমাক্ষিকম্

তারমাক্ষিকমন্যৎ তু তদ্ভবেদ্রজতোপমম্।
কিঞ্চিদ্রজতসাহিত্যাৎ তারামাক্ষিকমারিতম্॥
অনুকল্পতয়া তস্য ততো হীনগুণং স্মৃতম্।
ন কেবলং রূপ্যগুণা বর্ত্তন্তে তারমাক্ষিকে।
দ্রব্যান্তরস্য সংসর্গাৎ সন্ত্যন্যেঽপি গুণা যতঃ॥
স্বাদু পাকে রসে কিঞ্চিৎ-তিক্তং বৃষ্যং রসায়নম্।
চক্ষুষ্যং বস্তিরুক্‌কুষ্ঠ-পাণ্ডুমেহবিষোদরান্।
অর্শঃ শোথং ক্ষয়ং কণ্ডুং ত্রিদোষমপি নাশয়েৎ॥
মন্দানলত্বং বলহানিমুগ্রাং বিষ্টম্ভিতাং নেত্রাময়ং সকুষ্ঠান্।
তথৈব মালাং ব্রণপূর্ব্বিকাঞ্চ করোতি তাপীজমিদঞ্চ তদ্বৎ।
(মাত্রা—দ্বে রক্তিকে)।

তারমাক্ষিক বা রৌপ্যমাক্ষিক

পরিচয়।—তারমাক্ষিক রূপার উপধাতু। ইহা রূপার তুল্য গুণযুক্ত, কিঞ্চিৎ রূপাসংশ্লিষ্ট থাকা প্রযুক্ত ইহাকে তারমাক্ষিক বলে। রূপা অপেক্ষা অপ্রধানতা হেতু গুণেতেও তাহা অপেক্ষা অপ্রধান। তারমাক্ষিকে যে কেবল রূপার গুণসকল অবস্থিতি করে এরূপ নহে, অন্যান্য দ্রব্যের সংযোগ হেতু ইহাতে অন্যান্য গুণও আছে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে তারামুখী, রূপামাখী, মহারাষ্ট্রে রৌপ্য-মাক্ষী, গুজরাটে ও তৈলঙ্গে রূপামাখী, কর্ণাটে যডড়মাক্ষিক, আরবীতে মুর্কশীশাফিদ্দা বলে। ইংরাজী নাম Iron Pyrites।

গুণ।—তারমাক্ষিক কিঞ্চিৎ তিক্ত-মধুররস, মধুরবিপাক, শুক্রবর্ধক, রসায়ন ও চক্ষুর হিতকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বস্তিরোগ, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, প্রমেহ, বিষ, উদর, অর্শঃ, শোথ, ক্ষয়, কণ্ডু ও ত্রিদোষ নাশক।

অশোধিত তারমাক্ষিকের দোষ।—অবিশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিক যেরূপ মন্দাগ্নিজনক, অতিশয় বলনাশক, বিষ্টম্ভি এবং নেত্ররোগ, কুষ্ঠরোগ, গণ্ডমালা ও ব্রণরোগ উৎপাদন করে, অবিশুদ্ধ তারমাক্ষিকও তদ্রূপ কার্য্যকরী জানিবে। মাত্রা—দুই রতি।

তুত্থম

তুত্থং বিতুন্নকঞ্চাপি শিখিগ্রীবং ময়ূরকম্।
তুত্থং তাম্রোপধাতুর্হি কিঞ্চিত্তাম্রেণ তদ্ভবেৎ॥
কিঞ্চিত্তাম্রগুণস্তস্মাদ্ বক্ষ্যমাণগুণঞ্চ তৎ।
তুত্থকং কটুকং ক্ষারং কষায়ং বামকং লঘু॥
লেখনং ভেদনং শীতং চক্ষুষ্যং কফপিত্তহৃৎ।
বিষাশ্মকুষ্ঠকণ্ডুঘ্নং খর্পরঞ্চাপি তদ্‌গুণম্॥ *

(মাত্রা—অর্দ্ধরক্তিকাতঃ ষড়্রক্তিকা যাবৎ)।

তুঁতে

পর্য্যায়।—তুত্থ, বিতুন্নক, শিখিগ্রীব ও ময়ূরক—ইহার তুঁতের পর্য্যায়।

পরিচয়।—তুতিয়া তাম্রের উপধাতু। কিঞ্চিৎ তাম্রাংশ থাকা প্রযুক্ত ইহার গুণ তাম্রের তুল্য, কিন্তু অপধানতা হেতু ইহাতে তাম্রের গুণ সকল অতি অল্প পরিমাণে আছে; এবং বক্ষ্যমাণ অপরাপর গুণ সকলও ইহাতে অবস্থিত করে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে নীলাথোথা, নীলাতুতিয়া, মহারাষ্ট্রে মোরচুক, গুজরাটে মোরথুথু, কর্ণাটে ময়ূরতুত্থ, তৈলঙ্গে মেলতুত্থ, আসামে তুতিয়া, ফারসীতে দূদিয়া, আরবীতে অকজর, ল্যাটিনে Cuprii sulphas বলে। ইংরাজী নাম Sulphate of copper।

গুণ।—তুঁতিয়া সক্ষার, কটু-কষায়রস, বমনকারক, লঘু, লেখনগুণযুক্ত, ভেদক, শীতবীর্য এবং চক্ষুর হিতকর।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, পিত্ত, বিষ, অশ্মরী, কুষ্ঠ ও কণ্ডুনাশক। খর্পরও তুঁতিয়ার ন্যায় গুণকারক। মাত্রা—অর্ধরতি। (বমনার্থ মাত্রা—ছয় রতি। পিচকারীর জন্য এক হইতে তিন রতি, জল অর্ধছটাক)।

কাংস্যাম্

তাম্রত্রপুজমাখ্যাতং কাংস্যং ঘোষঞ্চ কংসকম্।
উপধাতুর্ভবেৎ কাংস্যং দ্বয়োস্তরণিরঙ্গয়োঃ॥

---

* তুত্থং কটুকষায়োষ্ণং শ্বিত্রনেত্রাময়াপহম্। / বিষদোষেষু সর্ব্বেষু প্রশস্তং কান্তিকারকম্॥ রা. নি.।

কাংস্যস্য তু গুণা জ্ঞেয়াঃ স্বযোনিসদৃশা জনৈঃ।
সংযোগজপ্রভাবেণ তস্যান্যেঽপি গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥
কাংস্যং কষায়ং তিক্তোষ্ণং লেখনং বিশদং সরম্।
গুরু নেত্রহিতং রুক্ষং কফপিত্তহরং পরম্ ॥ *

(মাত্রা—এক রক্তিকা)।

কাঁসা

পরিচয়।—তাম্র ও রঙ্গ, এই উভয় ধাতুর সংযোগে কাঁসা প্রস্তুত হয়, এ-কারণ উহাকে উভয় ধাতুরই উপধাতু বলা যাইতে পারে।

পর্য্যায়।—কাংস্য, ঘোষ, কংসক—এই কয়েকটি কাঁসার সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কাংসা, কাঁসী, মহারাষ্ট্রে কাংসে, কর্ণাটে কংসেং এবং কংচু, গুজরাটে কাংস্য, তৈলঙ্গে কংচু, আসামে কাঁহ, ফারসীতে রোঈন, আরবীতে তালিকুন বলে। ইংরাজী নাম Bell metal, Queen's metal।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ। কাঁসার গুণ তাহার উপাদান কারণের তুল্য জানিবে, কিন্তু দ্রব্যদ্বয়ের সংযোগ প্রভাবে ইহাতে অন্যান্য গুণও অবস্থিতি করে। কাঁসা—কষায়-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য, লেখন, বিশদ, সারক, গুরু, চক্ষুর হিতকর, রুক্ষ এবং ইহা কফপিত্ত নাশক। মাত্রা—এক রত্তি।

পিত্তলম্

পিত্তলস্ত্বারকূটং স্যাদারো রীতিশ্চ কথ্যতে।
রাজরীতির্ব্রহ্মরীতিঃ কপিলা পিঙ্গলাপি চ ॥
রীতিরপ্যুপধাতুঃ স্যাৎ তাম্রস্য যসদস্য চ।
পিত্তলস্য গুণা জ্ঞেয়াঃ স্বযোনিসদৃশা জনৈঃ ॥
সংযোগজপ্রভাবেণ তস্যাপ্যন্যে গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥
রীতিকা-যুগলং রুক্ষং তিক্তঞ্চ লবণং রসে।
শোধং পাণ্ডুরোগঘ্নং ক্রিমিঘ্নং নাতিলেখনম্ ॥

(মাত্রা—এক রক্তিকা)।

পিত্তল ও রাজপিত্তল

পর্য্যায়।—পিত্তল, আরকূট, আর ও রীতি—এই কয়েকটি পিত্তলের পর্য্যায়। রাজপিত্তলকে—রাজরীতি, ব্রহ্মরীতি, কপিলা ও পিঙ্গলা বলে। পিত্তল—তামা ও দস্তা এই উভয় ধাতুর উপধাতু।

---

* কাংস্যন্তু তিক্তমুষ্ণং চক্ষুষ্যং বাতকফবিকারঘ্নম্।/ রুক্ষং কষায়ং রুচ্যং লঘু দীপনপাচনং পথ্যম্ ॥ রা. নি.।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে পীতরী, পীতল ও কাঁচী পীতল, মহারাষ্ট্রে পিতল, সোনপিতল, গুজরাটে পীতল, কর্ণাটে পিত্তালেয়রডু, তৈলঙ্গে ইওডী, ফারসীতে বিরংজ বলে। ইংরাজী নাম Brass।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পিত্তলের গুণ, তাহার উপাদান কাংণের তুল্য কিন্তু সংযোগপ্রভাবে তাহাতে অপরাপর গুণও অবস্থিতি করে। উভয়বিধ পিত্তলই, রুক্ষ, তিক্ত-লবণরস, শোধনকারক, পাণ্ডুরোগ ও ক্রিমিনাশক। ইহা অতিশয় লেখন-যুক্ত নহে।

সিন্দূরম্

সিন্দূরং রক্তরেণুশ্চ নাগগর্ভঞ্চ সীসজম্।
সীসোপধাতুঃ সিন্দূরং গুণৈস্তৎ সীসবণ্মতম্।
সংযোগজপ্রভাবেণ তস্যাপ্যন্যে গুণাঃ স্মৃতাঃ॥
সিন্দূরমুষ্ণং বীসর্প কুষ্ঠ-কণ্ডূবিষাপহম্।
ভগ্নসন্ধানজননং ব্রণশোধনরোপণম্।

পর্য্যায়।—সিন্দুর, রক্তরেণু, নাগগর্ভ ও সীসজ—এই কয়েকটি সিন্দুরের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম দাক্ষিণাত্যে ও হিন্দীতে সিন্দুর, মহারাষ্ট্রে শেংদুর, তৈলঙ্গে চেন্দুরমু, তামিলে চেন্দুরম্ ও ফারসীতে সিরিন্জ। ইহার ইংরাজী নাম Red oxide of Lead।

পরিচয়।—ইহা সীসকের উপধাতু একারণ উহার গুণ সীসকের ন্যায় এবং অপর দ্রব্যের সংযোগ হেতু ইহাতে অন্যান্য গুণও অবস্থিতি করে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সিন্দূর উষ্ণবীর্য, বিসর্পঘ্ন, কুষ্ঠ, ও কণ্ডু নাশক, বিষাপহারক, ভগ্ন সন্ধানকারক, ব্রণশোধক এবং ব্রণরোপক।

শিলাজতু

নিদাঘে ঘর্ম্মসন্তপ্তা ধাতুসারং ধরাধরাঃ।
নির্য্যাসবৎ প্রমুঞ্চন্তি তচ্ছিলাজতু কীর্ত্তিতম্।
সৌবর্ণং রাজতং তাম্রমায়সং তচ্চতুর্ব্বিধম্॥
শিলাজত্বদ্রিজতু চ শৈলনির্য্যাস ইত্যপি।
গৈরেয়মশ্মজঞ্চাপি গিরিজং শৈলধাতুজম্॥
শিলাজং কটুতিক্তোষ্ণং কটুপাকং রসায়নম্।
ছেদি যোগবহং হন্তি কফমেদোঽশ্মশর্করাঃ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রং ক্ষয়ং শ্বাসং বাতার্শাংসি চ পাণ্ডুতাম্।
অপস্মারং তথোন্মাদং শোথকুষ্ঠোদরক্রিমীন্॥

সৌবর্ণন্তু জবাপুষ্প-বর্ণং ভবতি তদ্ রসাৎ।
মধুরং কটুতিক্তঞ্চ শীতলং কটুপাকি চ॥
রাজতং পাণ্ডুরং শীতং কটুকং স্বাদুপাকি চ।
তাম্রংময়ূরকণ্ঠাভং তীক্ষ্ণমুষ্ণঞ্চ জায়তে॥
লৌহং জটায়ুপক্ষাভং তৎ তিক্তং লবণং ভবেৎ।
বিপাকে কটুকং শীতং সর্ব্বশ্রেষ্ঠমুদাহৃতম্॥

(মাত্রা—দশ রক্তিকা)

শিলাজতু

উৎপত্তি।—গ্রীষ্মঋতুতে সূর্য্যেরকিরণসন্তপ্ত-পর্বত হইতে নির্যাসবৎ যে-ধাতুর সার বিগলিত হয়, তাহাকে শিলাজতু বলা যায়।

প্রকারভেদ।—শিলাজতু চারিপ্রকার যথা—সৌবর্ণ, রাজত, তাম্র ও আয়স।

পর্য্যায়।—শিলাজতু, অদ্রিজতু, শৈলনির্যাস, গৈরেয়, অশ্মজ, গিরিজ ও শৈলধাতুজ—এই কয়েকটি শিলজতুর পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহা হিন্দুস্থানে শিলাজীত, মহারাষ্ট্রে শিলাজিৎ, কর্ণাটে কলুবেচক্র, ইংরাজীতে Asphalt, Bitumen বলে।

গুণ।—শিলাজতু কটু-তিক্তরস, উষ্ণবীর্য, কটুবিপাক, রসায়ন, ছেদি ও যোগবাহি।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, মেদঃ, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র, ক্ষয়, শ্বাস, বায়ু, অর্শঃ, পাণ্ডু, অপস্মার, উন্মাদ, শোথ, কুষ্ঠ, উদর ও ক্রিমি নাশক।

প্রকারভেদ ও গুণভেদ।—সৌবর্ণ-শিলাজতু—জবাপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, কটু-তিক্ত-মধুররস, শীতবীর্য এবং কটুবিপাক। রাজত-শিলাজতু—পাণ্ডুরবর্ণ, শীতবীর্য, কটুরস ও মধুরবিপাক। তাম্র-শিলাজতু ময়ূরকণ্ঠাভ, তীক্ষ্ণ এবং উষ্ণবীর্য। লৌহ-শিলাজতু জটায়ুর পক্ষসদৃশ আভাবিশিষ্ট, তিক্ত-লবণরস, কটুবিপাক এবং শীতবীর্য। এই লৌহ-শিলাজতুই সবাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মাত্রা—দশ রতি।

অথরসঃ

রসায়নার্থিভির্লোকৈঃ পারদো রস্যতে যতঃ।
ততো রস ইতি প্রোক্তঃ স চ ধাতুরতি স্মৃতঃ॥
পারদো রসধাতুশ্চ রসেন্দ্রশ্চ মহারসঃ।
চপলঃ শিববীর্য্যঞ্চ রসঃ সূতঃ শিবাহ্বয়ঃ॥
পারদঃ ষড়্ রসঃ স্নিগ্ধস্ত্রিদোষঘ্নো রসায়নঃ।
যোগবাহী মহাবৃষ্যঃ তথা দৃষ্টিবলপ্রদঃ।
সর্ব্বাময়হরঃ প্রোক্তো বিশেষাৎ সর্ব্বকুষ্ঠনুৎ।

পারা

পরিচয়।—রসায়নার্থি ব্যক্তিগণ কর্তৃক পারদ আস্বাদিত (সেবিত) হয় বলিয়া ইহাকে রস বলে। পারদকে ধাতুও বলা যায়।

পর্য্যায়।—পারদ, রসধাতু, রসেন্দ্র, মহারস, চপল, শিববীর্য, রস ও সূত এবং শিববাচক যাবতীয় শব্দ পারদের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পারা, মহারাষ্ট্রে পারা, গুজরাটে পারো, কর্ণাটে পারদরসঃ, তৈলঙ্গে পারদমং, ফারসীতে সিমাব, আরবীতে জীবক বলে। ইংরাজী নাম Mercury, ল্যাটিন নাম Hydrargyrum।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পারদ মধুরাদি ছয় রসবিশিষ্ট স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক, রসায়ন, যোগবাহী, অত্যন্ত শুক্রকারক, চক্ষুর বলপ্রদ ও সর্বরোগনাশক, বিশেষত ইহা সর্বপ্রকার কুষ্ঠনাশক।

উপরসাঃ

গন্ধো হিঙ্গুলমভ্রতালকশিলাঃ স্রোতোঽঞ্জনং টঙ্কণম্।
রাজাবর্ত্তকচুম্বকৌ স্ফটিকয়া শঙ্খ খটী গৈরিকম্॥
কাসীসং রসকং কপর্দ্দসিকতাবোলাশ্চ কঙ্কুষ্ঠকম্।
সৌরাষ্ট্রী চ মতা অমী উপরসাঃ সূতস্য কিঞ্চিদ্‌গুণৈঃ॥

গন্ধক, হিঙ্গুল, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, স্রোতোঽঞ্জন, সোহাগা, রাজাবর্ত্ত, চুম্বক, ফট্‌কিরী, শঙ্খ, খড়ী, গেরিমাটি, হীরাকস, খর্পর, কড়ি, বালুকা বোল, কঙ্কুষ্ঠ ও সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা—এই সকল দ্রব্যে রসের কিঞ্চিৎ গুণ আছে বলিয়া ইহাদিগকে উপরস বলা যায়।

হিঙ্গুলম্

হিঙ্গুলং দরদং ম্লেচ্ছং চিত্রাঙ্গং চূর্ণপারদম।
দরদস্ত্রিবিধঃ প্রোক্তশ্চর্ম্মারঃ শুকতুণ্ডকঃ।
হংসপাদস্তৃতীয়ঃ স্যাদ্ গুণবানুত্তরোত্তরঃ॥
চর্ম্মারঃ শুক্লবর্ণঃ স্যাৎ সপীতঃ শুকতুণ্ডকঃ।
জবাকুসুমসঙ্কাশো হংসপাদো মহোত্তমঃ॥
তিক্তং কষায়ং কটু হিঙ্গুলং স্যান্নেত্রাময়ঘ্নং কফপিত্তহারি।
হৃল্লাসকুষ্ঠজ্বরকামলাশ্চ প্লীহামবাতৌ চ গরং নিহন্তি॥
ঊর্দ্ধপাতনযুক্ত্যা তু ডমরুযন্ত্রপাচিতম্।
হিঙ্গুলং তস্য সূতস্তু শুদ্ধ এব ন শোধয়েৎ॥

(মাত্রা—দ্বে রক্তিকে)।

হিঙ্গুল

পর্য্যায়।—হিঙ্গুল, দরদ, ম্লেচ্ছ, চিত্রাঙ্গ ও চূর্ণপারদ—এইগুলি হিঙ্গুলের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সিংগরফ, হিংগলু, ইঙ্গুর, মহারাষ্ট্রে হিংগূল, গুজরাটে হিংগলো, কর্ণাটে ইংগুলিযক, তৈলঙ্গে হংগিলাকামু, ফারসাতে সিংগ্রফ, আরবীতে জংজফর, আসামে হেঙ্গুল বলে। ইংরাজী নাম Sulphide of Mercury, ল্যাটিনে Cinnabar।

প্রকারভেদ ও উৎকর্ষ —হিঙ্গুল তিনপ্রকার, যথা—চর্ম্মার, শুকতুণ্ডক ও হংসপাদ। ইহারা উত্তরোত্তর যথাক্রমে গুণদায়ক অর্থাৎ চর্ম্মার অপেক্ষা শুকতুণ্ডক গুণদায়ক, শুকতুণ্ডক অপেক্ষা হংসপাদ নামক হিঙ্গুল অধিক গুণদায়ক।

পরিচয়।—চর্ম্মার শ্বেতবর্ণ, শুকতুণ্ডক ঈষৎ পীতবর্ণ এবং হংসপাদ জবাপুষ্পসদৃশ লোহিতবর্ণ। হংসপাদ হিঙ্গুলই সর্বোৎকৃষ্ট, সুতরাং ঔষধার্থ ব্যবহার্য।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শোধিত হিঙ্গুল তিক্ত-কষায়-কটুরস এবং ইহা চক্ষুরোগ কফ, পিত্ত, হৃল্লাস, কুষ্ঠ, জ্বর, কামলা, প্লীহা, আমবাত ও গরদোষ নাশক।

ঊর্দ্ধপাতনের নিয়মানুসারে ডমরু-যন্ত্রে হিঙ্গুল পাক করিলে তাহা হইতে যে রস প্রস্তুত হয়, তাহা স্বভাবত বিশুদ্ধ। সুতরাং পুনরায় তাহার শোধন করিবে না।

মাত্রা—দুই রতি।

গন্ধকঃ

গন্ধকো গন্ধিকশ্চাপি গন্ধপাষাণ ইত্যপি।
সৌগন্ধিকশ্চ কথিতো বলির্বলবসাপি চ॥
চতুর্দ্ধা গন্ধকঃ প্রোক্তো রক্তঃ পীতঃ সিতোঽসিতঃ।
রক্তো হেমক্রিয়াসূক্তঃ পীতশ্চৈব রসায়নে॥
ব্রণবিলেপনে শ্বেতঃ কৃষ্ণঃ শ্রেষ্ঠঃ সুদুর্লভঃ।
গন্ধকঃ কটুকস্তিক্তো বীর্য্যোষ্ণস্তুবরঃ সরঃ॥
পিত্তলঃ কটুকঃ পাকে কণ্ডূবিসর্পজন্তুজিৎ।
হন্তি কুষ্ঠক্ষয়প্লীহ-কফবাতান্ রসায়নঃ।
অশোধিত গন্ধক এষ কুষ্ঠং করোতি তাপং বিষমং শরীরে॥
সৌখ্যঞ্চ রূপঞ্চ বলং তথৌজঃ শুক্রং নিহন্ত্যেব করোতি চাস্রম্॥
["শ্রেষ্ঠঃ" হেমক্রিয়াদিষু সর্বত্র প্রশস্ততরঃ।]

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

গন্ধক

পর্য্যায়।—গন্ধক, গন্ধিক, গন্ধপাষাণ, সৌগন্ধিক, বলি ও বলবসা—এই কয়েকটি গন্ধকের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে আসামে গন্ধক ও হিন্দী মহারাষ্ট্রী গুজরাটী প্রভৃতি ভাষাতে গন্ধক বলে। ফারসী নাম গোগির্দ। ইংরাজী নাম Sulphur।

প্রকারভেদে উৎকর্ষ।—গন্ধক বর্ণভেদে চারিপ্রকার, যথা—রক্ত, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ। স্বর্ণসংস্কার বিষয়ে লোহিতবর্ণ, রসায়ন ক্রিয়াতে পীতবর্ণ এবং ব্রণবিলেপন কার্যে শ্বেতবর্ণ গন্ধক প্রশস্ত। কৃষ্ণবর্ণ গন্ধক, স্বর্ণসংস্কারাদি সমস্ত কার্যে সর্বাপেক্ষা প্রশস্ততর। ইহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

গুণ।—গন্ধক কটু-তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য, সারক, পিত্তবর্ধক, কটুবিপাক ও রসায়ন।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কণ্ডু, বিসর্প, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ ও বায়ুনাশক।

অশোধিত গন্ধকের দোষ।—অপরিশুদ্ধ গন্ধক কুষ্ঠজনক, দেহের সন্তাপ উৎপাদক এবং ইহা সৌখ্য, রূপ, বল, ওজোধাতু ও শুক্রনাশক এবং রক্তদুষ্টিকারক। মাত্রা—চারি আনা।

অভ্রম্

পিনাকং দর্দ্দুরং নাগং বজ্রঞ্চেতি চতুর্ব্বিধম্।
মুক্তত্যগ্নৌ বিনিক্ষিপ্তং পিনাকং দলসঞ্চয়ম্॥
অজ্ঞানাদ্ ভক্ষণং তস্য মহাকুষ্ঠপ্রদায়কম্।
দর্দ্দুরস্ত্বগ্নিনিক্ষিপ্তং কুরুতে দর্দ্দুরধ্বনিম্ ।
গোলকান্ বহুশঃ কৃত্বা স স্যান্মৃত্যুপ্রদায়কঃ।
নাগস্তু নাগবদ্ বহ্নৌ ফুৎকারং পরিমুঞ্চতি ॥
তদ্ভক্ষিতমবশ্যন্তু বিদধাতি ভগন্দরম্।
বজ্রন্তু বজ্রবৎ তিষ্ঠেৎ তন্নাগ্নৌ বিকৃতিং ব্রজেৎ ॥
সর্ব্বাভ্রেষু বরং বজ্রং ব্যাধিবার্দ্ধক্যমৃত্যুহৃৎ।
অভ্রমুত্তরশৈলোত্থং বহুসত্ত্বং গুণাধিকম্।
দাক্ষিণাদ্রিভবং স্বল্প-সত্ত্বমল্পগুণপ্রদম্ ॥
অভ্রং কষায়ং মধুরং সুশীতমায়ুষ্করং ধাতুবিবর্দ্ধনঞ্চ।
হন্যাৎ ত্রিদোষং ব্রণমেহকুষ্ঠ প্লীহোদরগ্রন্থিবিষক্রিমীংশ্চ ॥
রোগান্ হন্তি দ্রঢয়তি বপুর্বীর্য্যবৃদ্ধিং বিধত্তে।
তারুণ্যাঢ্যং রময়তি শতং যোষিতাং নিত্যমেব ॥
দীর্ঘায়ুষ্কান্ জনয়তি সুতান্ বিক্রমৈঃ সিংহতুল্যান্।
মৃত্যোর্ভীতিং হরতি সততং সেব্যমানং মৃতাভ্রম্ ॥
পীড়াং বিধত্তেবিবিধাং নরাণাং কুষ্ঠং ক্ষয়ং পাণ্ডুগদঞ্চ শোথম্।
হৃতপার্শ্বপীড়াঞ্চ করোত্যশুদ্ধমভ্রন্ত্বসিদ্ধং গুরু তাপদং স্যাৎ ॥

(মাত্রা—একরক্তিকাতো নবরক্তিকা যাবৎ)।

অভ্র

প্রকারভেদ।—পিনাক, দর্দ্দুর, নাগ ও বজ্র—এই চারিপ্রকার অভ্র আছে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে অব্‌রক, আভ, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে অভ্রক, গুজরাটে অভরখ, তৈলঙ্গে অভ্রকং, ফারসীতে সীতারাজমীন, আরবীতে তলক, ইংরাজীতে Talc বলে। ল্যাটিনে Mica।

পরিচয়।—পিনাক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে দল সঞ্চয় হয় অর্থাৎ স্তবকাকারে সমস্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত উহা ভক্ষণ করিলে মহাকুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়। দর্দ্দুর নামক অভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে, তাহা গোল গোল আকৃতি বিশিষ্ট হইয়া ভেকের ন্যায় শব্দ করে। এই জাতীয় অভ্র ভক্ষণ করিলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে। নাগাভ্র অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে সর্পের ফুৎকার সদৃশ শব্দ হয়, উহা ভক্ষণ করিলে নিশ্চয়ই ভগন্দর রোগ জন্মে। বজ্রাভ্র অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে বজ্রের ন্যায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, কোন প্রকার বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না, উহা অন্য সকল প্রকার অভ্র হইতে উৎকৃষ্ট। বজ্রাভ্র ব্যাধি, বার্ধক্য ও অকাল-মৃত্যু নিবারক। উত্তরদেশীয় পর্বতজাত অভ্র—অত্যন্ত সত্ত্ববান্ ও গুণদায়ক। দক্ষিণ পর্বতজাত অভ্র অল্পসত্ত্ব-সম্পন্ন ও অল্পগুণযুক্ত।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অভ্র কষায়-মধুররস, শীতবীর্য, আয়ুষ্কর, ধাতুবর্ধক এবং ইহা ত্রিদোষ, ব্রণ, প্রমেহ, কুষ্ঠ, প্লীহা, উদর, গ্রন্থি, বিষ ও ক্রিমিনাশক।

নিত্যসেবিত জারিতাভ্রের গুণ।—নিত্যসেবিত জারিত অভ্র রোগনাশক, শরীরের দৃঢ়তা-সম্পাদক, বীর্যবর্ধক, দীর্ঘায়ুঃ ও সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী পুত্রজনক, অকাল-মৃত্যুনাশক ও রতিশক্তি-বর্ধক।

অশোধিত অভ্রের দোষ।—অশোধিত অভ্র মানবগণের নানাবিধ পীড়াজনক এবং ইহা কুষ্ঠ, ক্ষয়, পাণ্ডু, শোথ, হৃদগত ও পার্শ্বগত বেদনা উৎপাদক। অশুদ্ধ অভ্র শরীরের গুরুতা ও সন্তাপ উৎপাদক। মাত্রা—এক রতি হইতে নয় রতি পর্যন্ত।

হরিতালম্

হরিতালন্তু তালং স্যাদালং তালকমিত্যপি।
হরিতালং দ্বিধা প্রোক্তং পত্রাখ্যং পিণ্ডসংজ্ঞকম্॥
তয়োরাদ্যং গুণৈঃ শ্রেষ্ঠং ততো হীনগুণং পরম্।
স্বর্ণবর্ণং গুরু স্নিগ্ধং সপত্রঞ্চাভ্রপত্রবৎ॥
পত্রাখ্যং তালকং বিদ্যাদ্‌গুণাঢ্যং তদ্রসায়নম্।
নিষ্পত্রং পিণ্ডসদৃশং স্বল্পসত্ত্বং তথা গুরু॥

স্ত্রীপুষ্পহারকং স্বল্প-গুণং তৎ পিণ্ডতালকম্।
হরিতালং কটু স্নিগ্ধং কষায়োষ্ণং হরেদ্ বিষম্।
কণ্ডুকুষ্ঠাস্যরোগাস্র-কফপিত্তকচব্রণান্॥

হরতি চ হরিতালং চারুতাং দেহজাতাং সৃজতি চ বহুতাপানঙ্গসঙ্কোচপীড়াম্।
বিতরতি কফবাতৌকুষ্ঠরোগং বিদধ্যাদিদমশিতমশুদ্ধং মারিতঞ্চাপ্যসম্যক্॥

(মাত্রা—এক রক্তিকা)।

হরিতাল

পর্য্যায়।—হরিতাল, তাল, আল ও তালক—এই কয়েকটি হরিতালের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে ও মহারাষ্ট্রে হরতাল, আসামে হাইতাল বলে। ইংরাজীতে Orpiment, Yellow arsenic বলে।

প্রকারভেদে শ্রেষ্ঠতা।—হরিতাল দুই প্রকার; পত্র হরিতাল ও পিণ্ড হরিতাল। তন্মধ্যে আদ্য অর্থাৎ পত্রাখ্য হরিতালগুণে শ্রেষ্ঠ, পিণ্ডসংজ্ঞক হরিতাল উহা পূর্বাপেক্ষা অল্পগুণযুক্ত। পত্রাখ্য হরিতাল—সুবর্ণবর্ণ, ভারবহুল, স্নিগ্ধ, অভ্রের ন্যায় স্তরসমন্বিত, শ্রেষ্ঠ গুণদায়ক ও রসায়ন। পিণ্ডাখ্য হরিতাল স্তরহীন পিণ্ডসদৃশ, স্বল্পসত্ত্ব ও অল্প গুণযুক্ত, লঘু এবং রজোনাশক।

গুণ।—হরিতাল কটু-কষায় রস, স্নিগ্ধ ও উষ্ণবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বিষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, মুখরোগ, রক্তদোষ, কফ, পিত্ত, কেশ ও ব্রণনাশক।

অশোধিত ও অসম্যক্ মারিত হরিতালের দোষ।—অশোধিত ও অসম্যক্ মারিত হরিতাল শরীরের লাবণ্যনাশক, বাতশ্লেষ্মাবর্ধক এবং উহা বহুবিধ সন্তাপ, আক্ষেপ ও কুষ্ঠরোগ উৎপাদক। মাত্রা—এক রতি।

মনঃশিলা

মনঃশিলা মনোগুপ্তা মনোহ্বা নাগজিহ্বিকা।
নৈপালী কুনটী গোল্লা শিলা দিব্যৌষধিঃ স্মৃতা॥
মনঃশিলা গুরুর্বর্ণ্যা সরোষ্ণা লেখনী কটুঃ।
তিক্তা স্নিগ্ধা বিষশ্বাস-কাসভূতকফাস্রনুৎ॥
মনঃশিলা মন্দবলং করোতি জন্তুং ধ্রুবং শোধনমন্তরেণ।
মলানুবন্ধং কিল মূত্ররোধং সশর্করং কৃচ্ছ্র গদঞ্চ কুর্য্যাৎ॥

(মাত্রা—দ্বে রক্তিকে)।

মনছাল

পর্য্যায়।—মনঃশিলা, মনোগুপ্তা, মনোহ্বা, নাগজিহ্বিকা, নৈপালী, কুনটী, গোলা, শিলা ও দিব্যৌষধি—এই কয়েকটি মনছালের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে মৈনশিল, মনশীল, মহারাষ্ট্রে মনশীল, ইংরাজী নাম Realgar।

গুণ।—মনঃশিলা গুরু, বর্ণকর, সারক, উষ্ণবীর্য, লেখনগুণযুক্ত, কটু-তিক্ত-রস ও স্নিগ্ধ।

আময়িক প্রয়োগ —ইহা বিষদোষ, শ্বাস, কাস, ভূতদোষ, কফ ও রক্তদোষনাশক।

অশোধিত মনঃশিলার দোষ।—অশোধিত মনঃশিলা সেবনে বলহানি হয় এবং নিশ্চয়ই ক্রিমি, মলমূত্ররোধ, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মাত্রা—দুই রতি।

পীতিকা

পীতিকারুণনাগশ্চ সা স্যাদ্ ব্রণনিসূদনী ॥

মুদ্রাশঙ্খ

পর্য্যায়।—পীতিকা ও অরুণনাগ—এই দুইটি মুদ্রাশঙ্খের নাম। ইহা ঈষৎ পীত বা অরুণবর্ণ। মুদ্রাশঙ্খ ক্ষতনিবারণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ইহাকে ইংরাজীতে Turpeth mineral বলে।

সৌবীরম্

অঞ্জনং যামুনঞ্চাপি কাপোতাঞ্জনমিত্যপি।
তৎ তু স্রোতোঽঞ্জনং কৃষ্ণং সৌবীরং শ্বেতমীরিতম্ ॥
বল্মীকশিখরাকারং ভিন্নমঞ্জনসন্নিভম্।
ঘৃষ্টন্তু গৈরিকাকারমেতৎ স্রোতোঽঞ্জনং স্মৃতম্ ॥
স্রোতোঽঞ্জনসমং জ্ঞেয়ং সৌবীরং তৎ তু পাণ্ডুরম্।
স্রোতোঽঞ্জনং স্মৃতং স্বাদু চক্ষুষ্যং কফপিত্তনুৎ ॥
কষায়ং লেখনং স্নিগ্ধং গ্রাহি চ্ছর্দ্দিবিষাপহম।
সিধ্মক্ষয়াস্রহৃচ্ছীতং সেবনীয়ং সদা বুধৈঃ ॥
স্রোতোঽঞ্জনগুণাঃ সর্ব্বে সৌবীরেঽপি মতা বুধৈঃ।
কিন্তু দ্বয়োরঞ্জনয়োঃ শ্রেষ্ঠং স্রোতোঽঞ্জনং স্মৃতম ॥

(মাত্রা—রক্তিকাত্রয়ম্)।

নীলাঞ্জন, নীলসুর্ম্মা ও শ্বেতসুর্ম্মা

পর্য্যায়।—অঞ্জন, যামুন ও কাপোতাঞ্জন—এই তিনটি স্রোতোঽঞ্জনের অপর নাম। কৃষ্ণবর্ণ অঞ্জনকে স্রোতোঽঞ্জন এবং শ্বেতবর্ণ অঞ্জনকে সৌবীরাঞ্জন কহে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সুরমা, অঞ্জন, শ্বেতসুর্মা, কালাসুর্মা, মহারাষ্ট্রে কালাসুর্মা, গুজরাটে সুরমো, লালসুরমা, কর্ণাটে স্রোতোংজন, তৈলঙ্গে সৌবীরাঞ্জন, ফারসীতে সুর্ম্ম অস্ফহানি, আরবীতে কুহলইস্‌মুদ বলে। ইংরাজী নাম Sulphide of Antimony।

পরিচয়।—স্রোতোঽঞ্জন বল্মীকের শিখরতুল্য আকৃতিবিশিষ্ট, ভাঙ্গিলে অভ্যন্তরদেশে অঞ্জনসদৃশ আভা প্রকাশ পায় এবং ঘর্ষণ করিলে গেরিমাটির ন্যায় বর্ণ দৃষ্ট হয়। সৌবীরাঞ্জন স্রোতোঽঞ্জনের তুল্য, কিন্তু পাণ্ডুবর্ণ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—স্রোতোঽঞ্জন মধুর-কষায়রস, চক্ষুর হিতকারক, কফপিত্তনাশক, শীতবীর্য, লেখনগুণযুক্ত, স্নিগ্ধ, ধারক এবং ইহা বমি, বিষ, সিধ্ম, ও রক্তদোষনাশক।

সৌবীরাঞ্জনের গুণাদি।—সৌবীরাঞ্জন ও স্রোতোঽঞ্জনসদৃশ গুণদায়ক কিন্তু এই দ্বিবিধ অঞ্জনের মধ্যে স্রোতোঽঞ্জনই শ্রেষ্ঠ। মাত্রা—তিন রতি।

টঙ্কনঃ

টঙ্কণোঽগ্নিকরো রুক্ষঃ কফঘ্নো বাতপিত্তকৃৎ ॥

(অয়মূপরসত্বাৎ পুনরুক্তঃ)

সোহাগা

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে টঙ্কণক্ষার কহে। ইংরাজী নাম Borax।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সোহাগা অগ্নিবর্ধক, রুক্ষ এবং ইহা কফঘ্ন ও বাতপিত্ত-বর্ধক। (মাত্রা—অতিসারাদি রোগে দুই রতি, রজঃকৃচ্ছ্রে ছয় রতি, গর্ভস্রাবার্থে দুই আনা)।

স্ফটী

স্ফটী চ স্ফটিকা প্রোক্তা শ্বেতা শুভ্রা চ রঙ্গদা।
দৃঢ়রঙ্গা রঙ্গদৃঢ়া রঙ্গাঙ্গাপি চ কথ্যতে ॥
স্ফটিকা তু কষায়োষ্ণা বাতপিত্তকফব্রণান্।
নিহন্তি শ্বিত্রবিসর্পান্ যোনিসঙ্কোচকারিণী।

(মাত্রা—একমাষকঃ)।

ফট্‌কিরি

পর্য্যায়।—স্ফটী, স্ফটিকা, শ্বেতা, শুভ্রা, রঙ্গদা, দৃঢ়রঙ্গা, রঙ্গদৃঢ়া ও রঙ্গাঙ্গ—এই কয়েকটি ফট্‌কিরির নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম ফট্‌কারী, মহারাষ্ট্রে তুটী, ফটকরী, আসামে ফিট্‌কিরি, ইংরাজী নাম Alum।

গুণ।—ফট্‌কিরি কষায়-রস, উষ্ণবীর্য ও যোনিসঙ্কোচক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, ব্রণ, শ্বিত্র ও বিসর্পরোগনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

রাজাবর্ত্তঃ

রাজাবর্ত্তঃ কটুস্তিক্তঃ শিশিরঃ পিত্তনাশনঃ।
রাজাবর্ত্তঃ প্রমেহঘ্নশ্ছর্দ্দিহিক্কনিবারণঃ ॥

(মাত্রা—ষড়্‌রক্তিকা)।

রাজাবর্ত্ত / স্ফটিকবিশেষ

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম রেবটি। ইংরাজী নাম Lapis-lazuli।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—রাজাবর্ত্ত কটু-তিক্তরস, শীতবীর্য, পিত্তনাশক এবং ইহা প্রমেহ, বমি ও হিক্কা নিবারণ করিয়া থাকে। মাত্রা—এক আনা।

চুম্বকঃ

চুম্বকঃ কান্তপাষাণো যঃ কান্তো লৌহকর্ষকঃ।
চুম্বকো লেখনঃ শীতো মেদোবিষগরাপহঃ ॥

(মাত্রা—ষড়্‌রক্তিকঃ)।

চুম্বক পাথর

পর্য্যায় ও পরিচয়।—যে কান্তদ্বারা লৌহ আকৃষ্ট হয়, তাহাকে কান্তপাষাণ ও চুম্বক বলে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম চুম্বুক পত্থর ও ইংরাজী নাম Lode stone, Magnet stone।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—চুম্বক লেখন, শীতবীর্য এবং ইহা মেদ, বিষ ও গরদোষ নাশক। মাত্রা—এক আনা।

গৈরিকং সুবর্ণ-গৈরিকঞ্চ

গৈরিকং রক্তধাতুশ্চ গৈরেয়ং গিরিজং তথা।
সুবর্ণ-গৈরিকন্ত্বৎ ততো রক্ততরং হি তৎ ॥
গৈরিকদ্বিতয়ং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং হিমম্।
চক্ষুষ্যং দাহপিত্তাস্র-কফাহিক্কাবিষাপহম্ ॥

(মাত্রা—এক মাষকঃ)।

গেরিমাটী

পর্য্যায়।—গৈরিক, রক্তধাতু, গৈরেয় ও গিরিজ—এই কয়েকটি গেরিমাটীর সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে গেরু, পীলাগেরু ও স্বর্ণগেরু, মহারাষ্ট্রে সোনগেরু, তাংবেগেরু, গুজরাটে গেরু সোণাগেরু ও হড়মচী, কর্ণাটে কাভু, হোকাভু, আসামে গেরিমাটী, ফারসীতে গিলেমুর্খ মিস্রো, আরবীতে তীনে মগরেবী অহ্‌মর্‌, ইংরাজীতে Red ochre বলে।

পরিচয়।—গৈরিক দুইপ্রকার সামান্যগৈরিক ও স্বর্ণগৈরিক। সামান্যগৈরিক অপেক্ষা স্বর্ণগৈরিক অধিক রক্তবর্ণ।

গুণ।—এই উভয় প্রকার গৈরিকই স্নিগ্ধ, মধুর-কষায়-রস, শীতবীর্য ও চক্ষুর হিতকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা দাহ, পিত্ত, রক্তদোষ, কফ, হিক্কা ও বিষনাশক। মাত্রা—দুই আনা।

খটী গৌরখটী চ

খটিকা কঠিনী চাপি লেখনী চ নিগদ্যতে।
খটিকা দাহজিচ্ছীতা মধুরা বিষশোথজিৎ॥
লেপাদেতদ্‌গুণা প্রোক্তা ভক্ষিতা মৃত্তিকাসমা।
খটী গৌরখটি দ্বে চ গুণৈস্তুল্যে প্রকীর্ত্তিতে॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)

খড়া ও রামখড়া

পর্য্যায়।—খটিকা, কঠিনী ও লেখনী—এই কয়েকটি খড়ীর সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে খরীয়ামাটি ও গৌরখরী, মহারাষ্ট্রে খড়ু, গুজরাটে খড়ী, কর্ণাটে বেনেবহু, আসামে খইমাটি, ফা'রসীতে গিলেসুফেদ, আরবীতে তিনে অবীপদ বলে। ইংরাজীতে Pipeclay বলে।

প্রকারভেদ।—খটিকা দুইপ্রকার—সামান্য খটি ও গৌরখটি, ইহারা উভয়েই তুল্যগুণ।

গুণ।—খটিকা মধুর ও শীতল।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা লেপনে দাহ, বিষ ও শোথ নষ্ট করে। ভক্ষণ করিলে মৃত্তিকার ন্যায় গুণদায়ক হয়। মাত্রা—চারি আনা।

দুগ্ধপাষাণঃ

দুগ্ধপাষাণকঃ ক্ষীরী দুগ্ধাশ্মা ক্ষীরসম্ভবঃ।
দীপ্তিকো দুগ্ধপাষাণো দুগ্ধী বজ্রাভ এব চ॥
দুগ্ধপাষাণকো রুচ্যো নাত্যুষ্ণো জ্বরপিত্তহৃৎ।
শূলহৃদ্রোগশমনঃ কাসাধ্মানবিনাশনঃ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)॥

ফুলখড়ী

পর্য্যায়।—দুগ্ধপাষাণক, ক্ষীরী, দুগ্ধাশ্মা, ক্ষীরসম্ভব, দীপ্তিক, দুগ্ধপাষাণ, দুগ্ধী ও খল্লাভ—এইগুলি ফুলখড়ির পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে শিরগোলা, মহারাষ্ট্রে শিরগোল্লা, গুজরাটে দুধিয়ো পাণো ও কর্ণাটে রংগবালিয়হরেল, ইংরাজীতে Chalk বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ফুলকড়ি রুচিকর ও অনতি উষ্ণবীর্য। ইহা জ্বর, পিত্তবৃদ্ধি, শূল, হৃদরোগ, কাস ও উদরাধ্মান নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

বালুকা

বালুকা সিকতা সূক্ষ্ম শর্করা শীতলাপি চ।
বালুকা লেখনী শীতা ব্রণোরঃক্ষতনাশিনী॥

বালুকা

পর্য্যায়।—বালুকা, সিকতা, সূক্ষ্মশর্করা ও শীতলা—এই কয়েকটি বালুকার নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে বালু, রেত, মহারাষ্ট্রে বাল্লু, গুজরাটে রেতী, বেলু, কর্ণাটে হালুলু, তৈলঙ্গে বিশিকা, আসামে বালি, ফারসীতে রেগ ও আরবীতে রমল বলে। ইহার ইংরাজী নাম Sand, ল্যাটিন নাম Silica।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বালুকা লেখন, শীতল এবং ব্রণ ও উরঃক্ষত বিনাশক।

খর্পরীতুত্থম্

খর্পরীতুত্থকং তুত্থাদন্যৎ তদ্রসকং স্মৃতম্।
যে গুণাস্তুত্থকে প্রোক্তাস্তে গুণা রসকে স্মৃতাঃ॥

খর্পর

পরিচয়।—খর্পরীতুত্থ তুঁতিয়ার ভেদমাত্র, রসক উহার নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে খপরিয়া, খাপরিয়া, মহারাষ্ট্রে কল খপরী, গুজরাটে খাপরিয়ুংকালুং, কর্ণাটে খর্পর', তৈলঙ্গে খর্পরং, ফারসীতে সংগবসরী, আরবীতে তুঁতিয়া, কিরমাণী, মকস্থল বলে। ইংরাজী নাম Calamine।

গুণাদি।—তুঁতিয়ার যেরূপ গুণ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে ইহারও তদ্রূপ গুণ জানিবে।

কাশীশম্

কাশীশং ধাতুকাশীশং পাংশুকাশীশমিত্যপি।
তদেব কিঞ্চিৎ পীতন্তু পুষ্পকাশীশমুচ্যতে॥

কাশীশমম্লমুষ্ণঞ্চ তিক্তঞ্চ তুবরং তথা।
বাতশ্লেষ্মহরং কেশ্যং নেত্রকণ্ডুবিষপ্রণুৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীশ্বিত্র-নাশনং পরিকীর্ত্তিতম্॥

(মাত্রা—দ্বে রক্তিকে)।

হীরাকস্

পর্য্যায়।—কাশীশ, ধাতুকাশীশ ও পাংশুকাশীশ—এই কয়েকটি হীরাকসের সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম কুসিস ও কৌশিশ, মহারাষ্ট্রে হিরাকস শ্বেতনীলি, গুজরাটে হীরাকশী, কর্ণাটে কাসীস, ফারসীতে জাকেস, আরবীতে জাকে অথদর, ল্যাটিনে Ferri sulphas বলে। ইংরাজী নাম Sulphate of iron।

পরিচয়।—কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ কাশীশকে পুষ্পকাশীশ বলে।

গুণ।—হীরাকস অম্ল তিক্ত-কষায়রস, উষ্ণবীর্য ও কেশের হিতকর।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বায়ু, কফ, নেত্রকণ্ডু, বিষ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী ও শ্বিত্ররোগ নাশক। মাত্রা দুই রতি।

সৌরাষ্ট্রী

সৌরাষ্ট্রী তুবরী কাঙ্ক্ষী মৃতালকসুরাষ্ট্রজে।
আঢকী চাপি সা খ্যাতা মৃৎস্না চ সুরমৃত্তিকা॥
স্ফটিকায়া গুণাঃ সর্ব্বে সৌরাষ্ট্র্যা অপি কীর্ত্তিতাঃ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা

পর্য্যায়।—সৌরাষ্ট্রী, তুবরী, কাঙ্ক্ষী, মৃতালক, সুরাষ্ট্রজ, আঢকী, মৃৎস্না ও সুরমৃত্তিকা—এই কয়েকটি সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকার নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে গোপীচন্দন, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে গোপীচন্দন, কর্ণাটে তুবরিয়মণ্ণু ও বোম্বায়ে সোরটী, মাতী বলে। ইংরাজী নাম Alum earth।

গুণ।—ফট্‌কিরির যে-গুণ উক্ত হইয়াছে, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকাতেও সেই সকল গুণ অবস্থিতি করে। মাত্রা—চারি আনা।

কৃষ্ণমৃত্তিকা

কৃষ্ণমৃৎ ক্ষতদাহাস্র-প্রদরশ্লেষ্মপিত্তনুৎ॥

(মাত্রা—দ্বৌ মাষকৌ)।

কৃষ্ণ মৃত্তিকা

দেশভেদে নামভেদ।—কৃষ্ণমৃত্তিকাকে হিন্দুস্থানে কালীমিট্টি, মহারাষ্ট্রে চিখল, গুজরাটে গারো, তৈলঙ্গে নোবুলু বলে। ইংরাজী নাম Black earth।

আময়িক প্রয়োগ।—কৃষ্ণমৃত্তিকা ক্ষত, দাহ, রক্তদোষ, প্রদর, কফ ও পিত্ত নাশক। মাত্রা—চারি আনা।

চূর্ণম্

চূর্ণোঽগ্নী চূর্ণকং বাত-শ্লেষ্মমেদঃপ্রশান্তিকৃৎ।
হন্ত্যম্লপিত্তং শূলঞ্চ গ্রহণীঞ্চ ব্রণং ক্রিমীন্॥
চতুঃকর্ষমিতে চূর্ণে তোয়ে পঞ্চশরাবকে।
ক্ষিপ্তে চূর্ণোদকং তৎ স্যাৎ প্রহরদ্বয়সংস্থিতম্॥
সদুগ্ধং চূর্ণসলিলং মধুমেহে হিতং মতম্॥
অম্লপিত্তে চ শূলে চ পথ্যমপ্যৌষধঞ্চ তৎ॥

চূর্ণ

পর্য্যায়।—চূর্ণ ও চূর্ণক—এই দুইটি চূর্ণের সংস্কৃত নাম। ইংরাজীতে Lime বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ—চূর্ণ বাতশ্লেষ্মা, মেদোরোগ, অম্লপিত্ত, শূল, গ্রহণী, ব্রণ ও ক্রিমি নষ্ট করে। আট তোলা পরিমিত চূর্ণ দশ সের জলে দুই প্রহর ভিজাইয়া রাখিলে চূর্ণোদক প্রস্তুত হয়। এই চূর্ণোদক দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মধুমেহরোগে উপকার হয়। ইহা অম্লপিত্ত ও শূলরোগে পথ্য এবং ঔষধ।

কর্দ্দমঃ

কর্দ্দমো দাহপিত্তার্ত্তি-শোথঘ্নঃ শীতলঃ সরঃ॥

কাদা

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে কীচ, গারা, মহারাষ্ট্রে মাতী, গুজরাটে গারো বলে। ইংরাজী নাম Mud, Clay।

গুণাদি।—কর্দ্দম দাহ, পিত্তরোগ ও শোথনাশক, শীতবীর্য এবং সারক।
(মাত্রা—চারি আনা।

বোলম্

বোলং গন্ধরসং প্রাণ-পিণ্ডগোপরসাঃ সমাঃ।
বোলং রক্তহরং শীতং মেধ্যং দীপনপাচনম্॥
মধুরং কটুতিক্তঞ্চ দাহস্বেদত্রিদোষজিৎ।
জ্বরাপস্মারকুষ্ঠঘ্নং গর্ভাশয়বিশুদ্ধিকৃৎ॥

(মাত্রা—ষড়্ রক্তিকাঃ)।

গন্ধবোল

পর্য্যায়।—বোল, গন্ধরস, প্রাণ, পিণ্ড ও গোপরস—এই কয়েকটি বোলের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে, মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাটে বোল, তৈলঙ্গে বালিম্ ত্রোপোলম্, তামিলে বেল্লইপ্পোলম্, বোম্বাইয়ে রক্ত্যাবোল, গুজরাটে হিরাবোল, ফারসীতে মুর, আরবীতে মুরসাফ, মুরমক্কী। ইংরাজী নাম Myrrha।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বোল রক্তনাশক, শীতবীর্য, মেধাজনক, অগ্নির দীপক, পাচক, মধুর-কটু-তিক্তরস ও গর্ভাশয়-বিশোধক এবং ইহা দাহ, স্বেদ, ত্রিদোষ, জ্বর, অপস্মার ও কুষ্ঠনাশক। মাত্রা—এক আনা।

কঙ্কুষ্ঠম্

কঙ্কুষ্ঠং কালকুষ্ঠঞ্চ বিরঙ্গং রঙ্গদায়কম্।
কঙ্কুষ্ঠং রেচনং তিক্তং কটূষ্ণং বর্ণকারকম্।
ক্রিমিশোথোদরাধ্মানং গুল্মানাহকফাপহম্॥

কঙ্কুষ্ঠ

পর্য্যায়।—কঙ্কুষ্ঠ, কালকুষ্ঠ, বিরঙ্গ ও রঙ্গদায়ক—এই কয়েকটি কঙ্কুষ্ঠের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে ও মহারাষ্ট্রে কঙ্কুষ্ঠ, গুজরাটে পীলীয়ো বলে। ইংরাজী A kind of medicinal earth in hilly region।

গুণ।—কঙ্কুষ্ঠ রেচক, তিক্ত-কটুরস, উষ্ণবীর্য ও বর্ণপ্রদ।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ক্রিমি, শোথ, উদরাধ্মান, গুল্ম, আনাহ ও কফনাশক।

অথ রত্নস্য নিরুক্তিঃ

ধনার্থিনো জনাঃ সর্ব্বে রমন্তেঽস্মিন্নতীব যৎ।
ততো রত্নমিতি প্রোক্তং শব্দশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥

রত্ননিরুক্তি।—ধনাভিলাষী সমস্তলোকই রত্ন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত এবং উহাতে অত্যন্ত রত হয়, এ কারণ, শব্দশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ উহাকে রত্ন বলিয়া থাকেন।

রত্নানাং নিরূপণম্

রত্নং গারুত্মতং পুষ্প রাগো মাণিক্যমেব চ।
ইন্দ্রনীলশ্চ গোমেদস্তথা বৈদূর্য্যমিত্যপি।
মৌক্তিকং বিদ্রুমশ্চেতি রত্নান্যুক্তানি বৈ নব॥

রত্ননিরূপণ—রত্ন নয়টি, যথা—হীরা, গারুত্মত (পান্না), পুষ্পরাগমণি (পোখরাজ) মাণিক্য (চুণী), ইন্দ্রনীল (নীলকান্তমণি, নীলা), গোমেদ, বৈদূর্য, মুক্তা ও প্রবাল।

হীরকঃ

হীরকঃ পুংসি বজ্রোঽস্ত্রী চন্দ্রো মণি বরশ্চ সঃ।
স তু শ্বেতঃ স্মৃতো বিপ্রো লোহিতঃ ক্ষত্রিয়ঃ স্মৃতঃ॥

পীতো বৈশ্যোঽসিতঃ শূদ্রশ্চতুর্ব্বর্ণাত্মকশ্চ সঃ।
রসায়নে মতো বিপ্রঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ ॥
ক্ষত্রিয়ো ব্যাধিবিধ্বংসী জরামৃত্যুহরঃ স্মৃতঃ।
বৈশ্যো ধনপ্রদঃ প্রোক্তস্তথা দেহস্য দার্ঢ্যকৃৎ ॥
শূদ্রো নাশয়তি ব্যাধীন্ বয়ঃস্তম্ভং করোতি চ।
পুংস্ত্রীনপুংসকানীহ লক্ষণীয়ানি লক্ষণৈঃ ॥
সুবৃত্তাঃ ফলসম্পূর্ণাস্তেজোযুক্তা বৃহত্তরাঃ।
পুরুষাস্তে সমাখ্যাতা রেখাবিন্দুবিবর্জ্জিতাঃ ॥
রেখাবিন্দুসমাযুক্তাঃ ষড়স্রাস্তে স্ত্রিয়ঃ স্মৃতাঃ।
ত্রিকোণাশ্চ সুদীর্ঘাস্তে বিজ্ঞেয়াশ্চ নপুংসকাঃ ॥
তেষু স্যুঃ পুরুষাঃ শ্রেষ্ঠা বসবন্ধনকারিণঃ।
স্ত্রিয়ঃ কুর্ব্বন্তি কায়স্য কান্তিং স্ত্রীণাং সুখপ্রদাঃ ॥
নপুংসকাস্ত্ববীর্য্যাঃ স্যুরকামাঃ সত্ত্ববর্জ্জিতাঃ।
স্ত্রিয়ঃ স্ত্রীভ্যঃ প্রদাতব্যাঃ ক্লীবং ক্লীবে প্রযোজয়েৎ ॥
সর্ব্বেভ্যঃ সর্ব্বদা দেয়াঃ পুরুষা বীর্য্যবর্দ্ধনাঃ।
অশুদ্ধং কুরুতে বজ্রং কুষ্ঠং পার্শ্বব্যথাং তথা ॥
পাণ্ডুতাং পঙ্গুরত্বঞ্চ তস্মাৎ সংশোধ্য মারয়েৎ।
আয়ুঃ পুষ্টিং বলং বীর্য্যং বর্ণং সৌখ্যং করোতি চ।
সেবিতং সর্ব্বরোগঘ্নং মৃতং বজ্রং ন সংশয়ঃ।
ভেষজান্তরসংযোগৈর্ব্যবহার্য্যো ন চান্যথা ॥

(মাত্রা—একধান্যম্)।

হীরা

পর্য্যায়।—হীরক, বজ্র, চন্দ্র ও মণিবর—এই কয়েকটি হীরার নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে হীরা, গুজরাটে হিরো, কর্ণাটে বজ্র, তৈলঙ্গে বজ্রং আসামে হ রা, ফারসীতে ইল্মাশ বলে। ইংরাজী নাম Diamond।

প্রকারভেদ ও পরিচয়।—হীরক বর্ণভেদে চারিপ্রকার, যথা—শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ। এই চারি প্রকার হীরক যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি বলিয়া অভিহিত হয়, অর্থাৎ শুক্লবর্ণ হীরক ব্রাহ্মণ, রক্তবর্ণ হীরক ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ হীরক বৈশ্য এবং কৃষ্ণবর্ণ হীরক শূদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে রসায়ন কার্য্যে ব্রাহ্মণ (শ্বেতবর্ণ হীরক) প্রশস্ত, ইহা সমস্ত ক্রিয়াতে সিদ্ধিদায়ক, ক্ষত্রিয়-

জাতীয় (রক্তবর্ণ) হীরক রোগনাশক এবং জরা ও অকালমৃত্যু নিবারক, বৈশ্যজাতীয় (পীতবর্ণ) হীরক সম্পত্তিপ্রদায়ক ও শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদক এবং শূদ্রজাতীয় (কৃষ্ণবর্ণ) হীরক রোগনাশক ও বয়ঃস্থাপক।

জাতিনির্ণয়।—পুং, স্ত্রী ও নংপুংসক ভেদেও হীরকের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। যথা—যে হীরক সুন্দর গোলাকার, সম্পূর্ণ ফল (পূর্ণাঙ্গ), জ্যোতির্ম্ময়, বৃহত্তর এবং রেখা বা বিন্দু-বিহীন তাহাকে পুংজাতীয়, যে হীরক রেখা বা বিন্দু-সমন্বিত ও ষট্কোণ তাহাকে স্ত্রীজাতীয় এবং যে হীরক তিনটি কোণসমন্বিত ও সুদীর্ঘ, তাহাকে নপুংসক জাতীয় বলে।

জাতিভেদে হীরকধারণবিধি—এই ত্রিবিধ হীরকের মধ্যে রসবন্ধনকারিদিগের পক্ষে পুরুষজাতীয় হীরক উৎকৃষ্ট, স্ত্রীজাতীয় হীরক স্ত্রীদিগের শরীরের শোভাসম্পাদক ও সুখপ্রদায়ক এবং নপুংসকজাতীয় হীরক বীর্য্যবিহিন ও সত্ত্ববর্জ্জিত, সুতরাং অকর্ম্মণ্য। স্ত্রীলোকদিগকে স্ত্রীজাতীয় হীরক ও ক্লীব লোকদিগকে নপুংসক জাতীয় হীরক প্রয়োগ করিবে। পুংজাতীয় হীরক সকলেরই ব্যবহারোপযোগী ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

অশোধিত ও অমারিত হীরকের দোষ।—অশোধিত ও অমারিত হীরক কুষ্ঠ, পার্শ্ববেদনা, পাণ্ডুতা ও পঙ্গুত্ব উৎপাদক, অতএব উহা শোধন পূর্ব্বক জারণ করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মারিত হীরক সেবন করিলে পরমায়ু, শরীরের পুষ্টি, বল, বীর্য, বর্ণ ও সুখ বৃদ্ধি হয় এবং সমস্ত রোগ নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার স্বতন্ত্র প্রয়োগ নিষিদ্ধ, তজ্জন্য ঔষধের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিতে হয়। মাত্রা—এক ধান।

হরিন্মণিঃ

গারুত্মতং মরকতমশ্মগর্ভো হরিন্মণিঃ।

পান্না

পর্য্যায়।—গারুত্মত, মরকত, অশ্মগর্ভ এবং হরিন্মণি —এই কয়েকটি পান্নার নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে পন্না, মহারাষ্ট্রে পাচুরত্ন, গুজরাটে নীলুম্-পান্নুং, কর্ণাটে পাচীপচ্চে, তৈলঙ্গে নীলম্, ফারসীতে জুমুরংইপ, আরবীতে জুমুইদ্, আসামে মিনা, ইংরাজীতে Emerald বলে।

মাণিক্যম্

মাণিক্যং পদ্মরাগঃ স্যাচ্ছোণরত্নঞ্চ লোহিতম্।

মাণিক (চুণী)

পর্য্যায়।—মাণিক্য, পদ্মরাগ, শোণরত্ন ও লোহিত—এই কয়েকটি মাণিক্যের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মাণিক, লাল, মহারাষ্ট্রে মাণিক, গুজরাটে মাণ্যাক, চুণী, কর্ণাটে মাণক, তৈলঙ্গে মাণিক্যং ফারসীতে লালবদশানী, আরবীতে লাল বলে। ইংরাজি নাম Ruby।

পুষ্পরাগঃ

পুষ্পরাগো মঞ্জুমণিঃ স্যাদ্বাচস্পতিবল্লভঃ ॥

পোখরাজ মণি

পর্য্যায়।—পুষ্পরাগ, মঞ্জুমণি ও বাচস্পতিবল্লভঃ—এই কয়েকটি পুষ্পরাগ অর্থাৎ পোখ্‌রাজ মণির নাম।

দেশভেদে নামভেদ—ইহাকে হিন্দুস্থানে পুখরাজ, মহারাষ্ট্রে পুষ্করাজ, গুজরাটে পুখরাজ, পীলুরত্ন, কর্ণাটে পুষ্পরাগং তৈলঙ্গে ও ইংরাজীতে Topaz বলে।

ইন্দ্রনীলং / গোমেদশ্চ

নীলস্তথেন্দ্রনীলশ্চ গোমেদঃ পীতরত্নকম্ ॥

নীলকান্তমণি ও গোমেদ মণি

পর্য্যায়।—নীল ও ইন্দ্রনীল—এই দুইটি নীলকান্ত মণির এবং গোমেদ ও পীতরত্ন—এই দুইটি গোমেদ মণির নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে নীলমণি, মহারাষ্ট্রে নীলমণি, গুজরাটে, নীলং কর্ণাটে নীল, তৈলঙ্গে নীলং ও ইংরাজীতে Saphire বলে। গোমেদকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে গোমেদমণি, গুজরাটে গোমূত্র জেবুং পীলারংগন্থং, কর্ণাটে গোমেদ, তৈলঙ্গে গোমেদকং বলে। ইংরাজী নাম Onyx।

বৈদুর্য্যম্

বৈদূর্য্যং দূরজং রত্নং স্যাৎ কেতুগ্রহবল্লভম্।

বৈদুর্য্যমণি (বিড়ালচোখী)

পর্য্যায়।—বৈদূর্য্য, দূরজ, রত্ন ও কেতুগ্রহবল্লভ—এইগুলি বৈদূর্য্যমণির পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে লহশুনিয়া, বৈডূর্য্য, মহারাষ্ট্রে বৈডূর্য্যরত্ন, কর্ণাটে ও তৈলঙ্গে বৈডূর্য্য, গুজরাটে মিজরাণী আখযজেবুং সণিয়ো বলে। ইংরাজী নাম Cat's eye।

মৌক্তিকম্

মৌক্তিকং শৌক্তিকং মুক্তা তথা মুক্তাফলঞ্চ তৎ।
শুক্তিঃ শঙ্খো গজক্রোড়ঃ ফণী মৎস্যশ্চ দর্দ্দুরঃ ॥
বেণুরেতে সমাখ্যাতাস্তজ্‌জ্ঞৈ মৌক্তিকযোনয়ঃ।
মুক্তা কষায়া স্বাদী চ বলপুষ্টিপ্রদায়িনী ॥

বৃষ্যা নেত্রহিতা রাজ-যক্ষ্মঘ্নী বিষনাশিনী।
স্ত্রীণাং কান্তিরতিকরী ধারণাৎ গ্রহপাপনুৎ॥
(মাত্রা—অর্ধ মাষকম্)।

মুক্তা

পর্য্যায়।—মৌক্তিক, শৌক্তিক, মুক্তা ও মুক্তাফল—এই কয়েকটি মুক্তার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মোতী, মহারাষ্ট্রে মোতীং, গুজরাটে মোতী, কর্ণাটে মৌক্তিক, তৈলঙ্গে মোত্যালু, ফারসীতে মখারিদ, আরবীতে লোলো, আসামে মুকুতা মাণিক, ইংরাজীতে pearl বলে।

উৎপত্তিস্থান।—শুক্তি, শঙ্খ, গজক্রোড়, সর্প, মৎস্য, ভেক ও বেণু—এই কয়েকটি মুক্তার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থানে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মুক্তা কষায়-মধুররস, বলকারক, পুষ্টিবর্ধক, বৃষ্য, নেত্রের হিতকর, বিষদোষ ও রাজযক্ষ্মা নাশক। ইহা স্ত্রীদিগের কান্তি ও রতিশক্তি বর্ধিত করে। মুক্তা অঙ্গে ধারণ করিলে গ্রহদোষ-ও পাপ নষ্ট হয়। (মাত্রা—এক আনা)।

প্রবালম্

প্রবালোঽস্ত্রী ভৌমরত্নং রক্তাকারো লতামণিঃ।
বিদ্রুমোঽঙ্গারকমণী রক্তাঙ্গাম্ভোধিবল্লভৌ॥
প্রবালো মধুরোঽম্লশ্চ কষায়শ্চ সরো হিমঃ॥
চক্ষুষ্যঃ কফপিত্তাদি-দোষঘ্নঃ কাসনাশনঃ॥
ধৃতোঽসৌ যোষিতাং বীর্য্য-কান্তিকৃৎ রতিবর্দ্ধনঃ।
পাপালক্ষ্মীপ্রশমনো গ্রহদোষনিবর্হণঃ॥

পলা

পরিচয়।—প্রবাল ও বিদ্রুম—এই দুইটি প্রবালের নাম। প্রবাল শব্দ পুংলিঙ্গে ও ক্লীবলিঙ্গে এবং বিদ্রুম শব্দ কেবল পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

পর্য্যায়।—প্রবাল, ভৌমরত্ন, রক্তাকার, লতামণি, বিদ্রুম, অঙ্গারকমণি, রক্তাঙ্গ ও অম্ভোধিবল্লভ এইগুলি প্রবালের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে মুগা, মহারাষ্ট্রে পোংবলেং, গুজরাটে পরবলা, কর্ণাটে অবলেহবত, তৈলঙ্গে প্রবালকং, পাগড়লু, ফারসীতে মিরজান, বেথমিরজাং, আরবীতে এহেমখুম্ সুদ, আসামে লাতুমণি, ইংরাজীতে Red coral বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—প্রবাল মধুরাম্লকষায় রস, সারক, শীতবীর্য, চক্ষুর হিতকারক, কফপিত্তাদি দোষনাশক ও কাসহর। প্রবাল অঙ্গে ধারণ করিলে

স্ত্রীলোকদের বীর্য, কান্তি ও রতি বর্ধন করে। ইহা পাপ অলক্ষ্মী ও গ্রহদোষ নষ্ট করিয়া থাকে।

রত্নানাং গুণাঃ

রত্নানি ভক্ষিতানি স্যুর্মধুরাণি সরাণি চ।
চক্ষুষ্যাণি চ শীতানি বিষঘ্নানি ধৃতানি চ।
মঙ্গল্যানি মনোজ্ঞানি গ্রহদোষহরাণি চ॥
মাণিক্যং তরণেঃ সুজাতমমলং মুক্তাফলং শীতগো।
মাহেয়স্য তু বিক্রমো নিগদিতঃ সৌম্যস্য গারুত্মতম্॥
দেবেজ্যস্য চ পুষ্পরাগমসুরাচার্য্যস্য বজ্রং শনে-
র্নীলং নির্ম্মলমন্যয়োর্নিগদিতে গোমেদবৈদূর্য্যকে॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শোধিত সমস্ত রত্নই ভক্ষণে মধুর, সারক, চক্ষুর হিতকারক, শীতবীর্য ও বিষনাশক।

রত্নধারণ গুণ।—অঙ্গধৃত রত্ন মঙ্গলজনক, মনোজ্ঞ এবং গ্রহদোষবিনাশক। রবিগ্রহের প্রতিকারার্থ মাণিক্য, সোমগ্রহের প্রতীকার নিমিত্ত সুজাত ও সুনির্মল মুক্তাফল, মঙ্গল গ্রহের প্রতিকার নিমিত্ত প্রবাল, বুধগ্রহের শান্তির জন্য পান্না, বৃহস্পতির শান্তিহেতু পুষ্পরাগ, শুক্রের শান্তির নিমিত্ত হীরক, শনিগ্রহের শান্ত্যর্থ ইন্দ্রনীলমণি, রাহুগ্রহের প্রতিকার নিমিত্ত গোমেদ এবং কেতুগ্রহের শান্তির জন্য বৈদূর্য্যমণি ব্যবহার করিবে। (মাত্রা—তিন যব)।

সূর্য্যকান্তমণিঃ

দীপ্তোপলঃ সূর্য্যকান্তো জ্বলনাশ্মাগ্নিগর্ভকঃ।
সূর্য্যকান্তো ভবেদুষ্ণো নির্ম্মলশ্চ রসায়নঃ।
বাতশ্লেষ্মহরো মেধ্যঃ পূজনাদ্ রবিতুষ্টিদঃ॥

আতসপাথর

পর্য্যায়।—দীপ্তোপল, সূর্য্যকান্ত, জ্বলনাশ্মা ও অগ্নিগর্ভ এইগুলি আতস পাথরের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে আতসী সীসা, সূর্যকান্ত, মহারাষ্ট্রে সূর্যকান্তমণি, গুজরাট অগনচশমানো কাচ, ইংরাজীতে Sun stone বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সূর্য্যকান্তমণি উষ্ণবীর্য, নির্মল, রসায়ন, মেধ্য ও বাতশ্লেষ্মনাশক। ইহার পূজা করিলে রবি তুষ্ট হন।

চন্দ্রকান্তমণিঃ

চন্দ্রকান্তঃ সোমমণিঃ সিতাশ্মা প্রস্তরোপলঃ।
চন্দ্রকান্তমণিঃ শীতঃ স্নিগ্ধঃ স্বচ্ছঃ শিবপ্রিয়ঃ।
অস্রদাহগ্রহালক্ষ্মীবিনাশনো নিরন্তরম্॥

চন্দ্রকান্তমণি

পর্য্যায়।—চন্দ্রকান্ত, সোমমণি, সিতাশ্মা ও প্রস্তরোপল—এইগুলি চন্দ্রকান্তমণির পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে চন্দ্রকান্ত, মহারাষ্ট্রে চন্দ্রকান্তমণি, কর্ণাটে চন্দ্রকান্তঃ ও তৈলঙ্গে চন্দ্রকান্তং, ইংরাজীতে Moon stone বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—চন্দ্রকান্তমণি শীতবীর্য, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, শিবপ্রিয় এবং রক্তদুষ্টি, দাহ, গ্রহদোষ ও অলক্ষ্মী বিনাশক।

উপরত্নানাং নিরূপণম

উপরত্নানি কাচশ্চ কর্পূরাশ্ম তথৈব চ।
মুক্তাশুক্তস্তথা শঙ্খ ইত্যাদীনি বহূন্যপি॥
গুণা যথৈব রত্নানামুপরত্নেষু তে তথা।
কিন্তু কিঞ্চিৎ ততোহল্পা বিশেষোহয়মুদাহৃতঃ॥

প্রকারভেদ।—কাচ, কর্পূরাশ্ম, মুক্তাশুক্তি ও শঙ্খ প্রভৃতি অনেক প্রকার উপরত্ন আছে।

গুণাদি।—রত্নের যেরূপ গুণ বর্ণিত হইয়াছে, উপরত্নেরও গুণ তদ্রূপ জানিবে। কিন্তু বিশেষ এই যে, রত্ন অপেক্ষা উপরত্নে ঐ সকল গুণ ন্যূনভাবে অবস্থিত করে।

অথ বিষাণি

বিষন্তু গরলং ক্ষ্বেড়স্তস্য ভেদানুদাহরে।
বৎসনাভঃ সহারিদ্রঃ সক্তুকশ্চ প্রদীপনঃ॥
সৌরাষ্ট্রিকঃ শৃঙ্গিকশ্চ কালকূটস্তথৈব চ।
হালাহলো ব্রহ্মপুত্রো বিষভেদা অমী নব॥

বিষ

প্রকারভেদ ও সংজ্ঞা।—বিষ, গরল ও ক্ষ্বেড়—এইগুলি বিষের পর্যায়। বিষ নয় প্রকার; যথা—বৎসনাভ, হারিদ্র, সক্তুক, প্রদীপন, সৌরাষ্ট্রিক, শৃঙ্গিক, কালকূট, হালাহল ও ব্রহ্মপুত্র।

বৎসনাভস্য স্বরূপম্

সিন্দুবারসদৃক্‌পত্রো বৎসনাভ্যাকৃতিস্তথা॥
যৎপার্শ্বে ন তরোর্বৃদ্ধির্বৎসনাভঃ স ভাষিতঃ॥*

বৎসনাভবিষের স্বরূপ

* বৎসনাভোহতিমধুরঃ সোষ্ণো বাতকফাপহঃ। / কণ্ঠরুকসন্নিপাতঘ্নঃ পিত্তসন্তাপকারকঃ॥ রা. নি.।

পরিচয়।—যে বিষবৃক্ষের পত্র নিসিন্দাপত্রের তুল্য ও যাহার আকৃতি বাছুরের নাভির ন্যায় হয় এবং যে বিষবৃক্ষের পার্শ্ববর্তী বৃক্ষ সমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না, তাহাকে বৎসনাভ বিষ বলা যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে মিঠাবিষ, বচনাগ, তামিলে বসনবী, মহারাষ্ট্রে বচনাগ, গুজরাটে বছনাগ, ছিংগরিয়ো, কাটে বশনবা, তৈলঙ্গে নাভী, ফারসীতে জহর, আরবীতে বিষ বলে। ইংরাজী নাম Aconite, ল্যাটিন নাম Aconitum ferox।

হারিদ্রস্য স্বরূপম্

হরিদ্রাতুল্যমূলো যো হারিদ্রঃ স উদাহৃতঃ॥

হারিদ্রবিষের স্বরূপ

পরিচয়।—যে বিষবৃক্ষের মূল হরিদ্রার মূলসদৃশ, তাহার নাম হারিদ্র বিষ। (হরিদ্রা বর্ণ কাঠবিষ)।

সক্তুকস্য স্বরূপম

যদ্গ্রন্থিঃ সক্তুকেনৈব পূর্ণমধ্যঃ স সক্তুকঃ॥

সক্তুকবিষের স্বরূপ

পরিচয়।—যে বিষবৃক্ষের গ্রন্থিসমূহ সক্তুক তুল্য চূর্ণ পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, তাহার নাম সক্তুক বিষ।

প্রদীপনস্য স্বরূপম্

বর্ণতো লোহিতো যঃ স্যাদ্ দীপ্তিমান্ দহনপ্রভঃ।
মহাদাহকরঃ পূর্বৈঃ কথিতঃ স প্রদীপনঃ।

প্রদীপনবিষের স্বরূপ

পরিচয়।—যে বিষ রক্তবর্ণ, দীপ্তিশীল ও অগ্নির ন্যায় প্রভাযুক্ত এবং যাহা সেবিত হইলে অত্যন্ত দাহ উপস্থিত হয়, তাহাকে প্রদীপন বিষ বলে।

সৌরাষ্ট্রিকস্য স্বরূপম

সুরাষ্ট্রবিষয়ে যঃ স্যাৎ স সৌরাষ্ট্রিক উচ্যতে॥

সৌরাষ্ট্রিকবিষের স্বরূপ

পরিচয়।—সৌরাষ্ট্রিক বিষ সুরাষ্ট্র দেশে উৎপন্ন হয়।

শৃঙ্গিকস্য স্বরূপম্

যস্মিন্ গোশৃঙ্গকে বদ্ধে দুগ্ধং ভবতি লোহিতম্।
স শৃঙ্গিক ইতি প্রোক্তো দ্রব্যতত্ত্ববিশারদৈঃ॥

শৃঙ্গিকবিষের স্বরূপ

পরিচয়।—দ্রব্যতত্ত্ববিশারদগণ বলিয়া থাকেন যে-বিষ গোশৃঙ্গে বাঁধিলে সেই গোরুর দুগ্ধ রক্তবর্ণ হয়, তাহার নাম শৃঙ্গিকবিষ।

কালকূটস্য স্বরূপম্

দেবাসুর রণে দেবৈর্হতস্য পৃথুমালিনঃ।
দৈত্যস্য রুধিরাজ্জাতস্তরুরশ্বত্থসন্নিভঃ॥
নির্য্যাসঃ কালকূটোঽস্য মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সোঽহিক্ষেত্রে শৃঙ্গবেরে কোকণে মলয়ে ভবেৎ॥

কালকূটবিষের স্বরূপ

পরিচয়।—প্রবাদ আছে, দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতা কর্তৃক আহত পৃথুমালি দৈত্যের যে রক্ত পতিত হইয়াছিল ঐ রক্ত হইতে অশ্বত্থবৃক্ষাকৃতি একটি বিষবৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেই বিষবৃক্ষের নির্যাসকে মুনিগণ কালকূট বিষ বলিয়া থাকেন। উহা অহিক্ষেত্র, শৃঙ্গবের, কোকণ ও মলয় দেশে উৎপন্ন হয়।

হালাহলস্য স্বরূপম্

গোস্তনাভফলো গুচ্ছস্তালপত্রচ্ছদস্তথা।
তেজসা যস্য দহ্যন্তে সমীপস্থা দ্রুমাদয়ঃ॥
অসৌ হালাহলো জ্ঞেয়ঃ কিষ্কিন্ধ্যায়াং হিমালয়ে।
দক্ষিণাব্ধিতটে দেশে কোকণেঽপি চ জায়তে॥

হালাহলবিষের স্বরূপ

পরিচয়।—যে বিষবৃক্ষের ফল দ্রাক্ষাসদৃশ ও গুচ্ছাকার এবং যাহার পত্র তালপত্রবৎ, যাহার তেজে নিকটস্থ বৃক্ষাদি সমস্ত দগ্ধ হইয়া যায়, তাহাকে হালাহল বিষ বলে। ইহা কিষ্কিন্ধ্যায়, হিমালয়ে, দক্ষিণ সমুদ্রের তীরভূমিতে এবং কোকণ প্রদেশে উৎপন্ন হয়।

ব্রহ্মপুত্রস্য স্বরূপম্

বর্ণতঃ কপিলো যঃ স্যাৎ তথা ভবতি সারতঃ।
ব্রহ্মপুত্রঃ স বিজ্ঞেয়ো জায়তে মলয়াচলে॥
ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডুরস্তেষু ক্ষত্রিয়ো লোহিতপ্রভঃ।
বৈশ্যঃ পীতোঽসিতঃ শূদ্রো বিষ উক্তশ্চতুর্বিধঃ॥
রসায়নে বিষং বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং দেহপুষ্টয়ে।
বৈশ্যং কুষ্ঠবিনাশায় শূদ্রং দদ্যাদ্ বধায় হি॥

ব্রহ্মপুত্রবিষের স্বরূপ

পরিচয়।—ব্রহ্মপুত্র নামক বিষবৃক্ষের বর্ণ এবং সারভাগ কপিলবর্ণ। উহা মলয় পর্বতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রকারভেদ ও জাতিনির্ণয়।—জাতিভেদে এই বিষ চারিপ্রকার। যাহা পাণ্ডুবর্ণ তাহা ব্রাহ্মণ, যাহা রক্তবর্ণ তাহা ক্ষত্রিয়, যাহা পীতবর্ণ তাহা বৈশ্য এবং যাহা কৃষ্ণবর্ণ তাহা শূদ্র-জাতীয়। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ-জাতীয় বিষ রসায়ন কার্যে, ক্ষত্রিয় শরীর পোষণে ও বৈশ্য কুষ্ঠবিনাশনে প্রশস্ত। শূদ্রজাতীয় বিষ প্রাণনাশক।

বিষাণাং সাধারণগুণাঃ

বিষং প্রাণহরং প্রোক্তং ব্যবায়ি চ বিকাশি চ।
আগ্নেয়ং বাতকফঘ্নং যোগবাহি মদাবহম্॥
তদেব যুক্তিযুক্তন্তু প্রাণদায়ি রসায়নম্।
যোগবাহি ত্রিদোষঘ্নং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম॥
যে দুর্গুণা বিষেঽশুদ্ধে তে স্যুর্হীনা বিশোধনাৎ।
তস্মাদ্ বিষং প্রয়োগেষু শোধয়িত্বা প্রযোজয়েৎ॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বিষ প্রাণনাশক, ব্যবায়ি গুণযুক্ত (অগ্রে উহার গুণ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পরে পরিপাক হয়), বিকাশিগুণান্বিত (ওজোধাতু শোষণানন্তর সন্ধিবন্ধন সমূহকে শিথিল করিয়া দেয়), অগ্নিগুণবহুল, বাতঘ্ন, কফনাশক, যোগবাহি (যে দ্রব্যের সহিত মিলিত হয়, তাহার গুণ গ্রহণ করে) এবং মত্ততাজনক (তমোগুণাধিক্যপ্রযুক্ত বুদ্ধিনাশক)। ঐ বিষ যদি বিবেচনার সহিত উপযুক্ত মাত্রায় প্রযোজিত হয়, তাহা হইলে উহা প্রাণপদ, রসায়ন, যোগবাহি, ত্রিদোষঘ্ন, পুষ্টিকারক ও বীর্যবর্ধক হইয়া থাকে। অবিশুদ্ধ বিষের অনিষ্টজনক তীব্রতর যে-সকল দুর্গুণ বর্ণিত হইয়াছে, শোধন করিলে তাহার বীর্য কমিয়া যায়। অতএব বিষ প্রয়োগ করিতে হইলে শোধন করিয়া প্রয়োগ করা কর্তব্য।

অমৃতম্

নেপালশৃঙ্গী নৈপালী চামৃতং বিষনামকম্।
অমৃতং তিক্তকটুকং স্বেচ্ছং মূত্রলমেব চ॥
আগ্নেয়ং বেদনাঘ্নঞ্চ সাদনং শূলনাশনম্।
অভিঘাতরুজং হন্তি বীসর্পং কফজান্ গদান্॥
বাতজান্ নিখিলাংশ্চাপি সন্নিপাতোদ্ভবং জ্বরম্।
আমবাতং মহাঘোরং হৃদ্রোগমপি দারুণম্॥

মিঠাবিষ

পর্যায়।—নেপালশৃঙ্গী, নৈপালী, অমৃত ও বিষবাচক সমস্ত শব্দ মিঠাবিষের নামান্তর

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার ইংরাজী নাম Aconite।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মিঠাবিষ তিক্ত-কটুরস, স্বেদজনক, মূত্রকারক, আগ্নেয়, বেদনানাশক, অবসাদক ও শূলনাশক। ইহা দ্বারা অভিঘাতজ বেদনা, বীসর্প, কফজ ও বাতজ রোগসমূহ, সন্নিপাত জ্বর, উৎকট আমবাত ও দারুণ হৃদ্‌রোগ নিবারিত হয়।

উপবিষাণাং নিরূপণম

অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং লাঙ্গলী করবীরকঃ।
গুঞ্জাহিফেনো ধুস্তুরঃ সপ্তোপবিষজাতয়ঃ॥

আকন্দের আঠা, মনসাসিজের আঠা, ঈশ্‌লাঙ্গলা, করবীর, কুঁচ, অহিফেন ও ধুস্তুর—এই সাতটি উপবিষ।

॥ ইতি ধাতূপধাতু-রসোপরস রত্নোপরত্ন-বিষোপবিষবর্গঃ ॥

অথ ধান্যবর্গঃ

অথ ব্রীহিধান্যম

বার্ষিকাঃ কণ্ডিতাঃ শুক্লা ব্রীহয়শ্চিরপাকিণঃ।
কৃষ্ণব্রীহিঃ পাটলশ্চ কুক্কুটাণ্ডক ইত্যপি।
শালামুখো জতুমুখ ইত্যাদ্যা ব্রীহয়ঃ স্মৃতাঃ॥
কৃষ্ণব্রীহিঃ স বিজ্ঞেয়ো যঃ কৃষ্ণতুষতণ্ডুলঃ।
পাটলঃ পাটলাপুষ্প-বর্ণকো ব্রীহিরুচ্যতে॥
কুক্কুটাণ্ডাকৃতিব্রীহিঃ কুক্কুটাণ্ডক উচ্যতে।
শালামুখঃ কৃষ্ণশূকঃ কৃষ্ণতণ্ডুল উচ্যতে॥
লাক্ষাবর্ণং মুখং যস্য জ্ঞেয়ো জতুমুখস্তু সঃ।
ব্রীহয়ঃ কথিতাঃ পাকে মধুরা বীর্য্যতো হিমাঃ
অল্পাভিষ্যন্দিনো বদ্ধ-বর্চ্চস্কাঃ ষষ্টিকৈঃ সমাঃ।
কৃষ্ণব্রীহির্বরস্তেষাং তস্মাদল্পগুণাঃ পরে॥

ব্রীহিধান্য

এক বৎসরের ব্রীহিধান্য কণ্ডিত (কাঁড়া) হইলে শুক্লবর্ণ হয়। ইহা বিলম্বে পরিপাক পায়। ব্রীহিধান্য অনেক প্রকার; যথা—কৃষ্ণব্রীহি, পাটল, কুক্কুটাণ্ডক, শালামুখ ও জতুমুখ ইত্যাদি। যাহার তুষ ও তণ্ডুল কৃষ্ণবর্ণ, তাহার নাম কৃষ্ণব্রীহি, যাহার বর্ণ পাটলাপুষ্পের ন্যায় তাহাকে পাটলব্রীহি, যাহার আকার কুক্কুটের ডিম্বের ন্যায় তাহাকে কুক্কুটাণ্ডক; যাহার শূক (শূয়া) ও তণ্ডুল কৃষ্ণবর্ণ তাহাকে শালামুখ ও যাহার মুখের বর্ণ লাক্ষার ন্যায় তাহাকে জতুমুখ ব্রীহি কহে। ব্রীহিধান্য—মধুরবিপাক ও শীতবীর্য বলিয়া কথিত। ইহা অল্প অভিষ্যন্দী, মলরোধক এবং ষষ্টিক ধান্যের তুল্য গুণবিশিষ্ট। ব্রীহিধান্যের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহি উৎকৃষ্ট, অন্যান্য ব্রীহি সমস্ত অল্পগুণবিশিষ্ট।

শালিধান্যম

কণ্ডনেন বিনা শুক্লা হৈমন্তাঃ শালয়ঃ স্মৃতাঃ।
শালয়ো মধুরাঃ স্নিগ্ধা বল্যা বদ্ধাল্পবর্চ্চসঃ॥
কষায়া লঘবো রুচ্যাঃ স্বর্য্যা বৃষ্যাশ্চ বৃংহণাঃ।
অল্পানিলকফাঃ শীতাঃ পিত্তঘ্না মূত্রলাস্তথা॥

শালিধান্য

শালিধান্যের লক্ষণ।—যে সকল হৈমন্তিক ধান্য কণ্ডন (কাঁড়া অর্থাৎ ছাঁটন) ব্যতীতও শ্বেতবর্ণ তাহাদিগকে শালিধান্য কহে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ধান, শালিধান, চাবল, মহারাষ্ট্রে সালী, ভাত, গুজরাটে শাল্য, চোখা, কর্ণাটে নেলু, তৈলঙ্গে ধান্যমু, বীরমু, আসামে শালিধান, ফারসীতে বিরংজ, আরবীতে উরজ, ইংরাজীতে Rice, ল্যাটিনে Oriza Sativa বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শালিধান্যসমূহ মধুর-কষায় রস, স্নিগ্ধ, বলকর, মলের কাঠিন্য ও অল্পতাকারক, লঘুপাক, রুচিকর, স্বরপ্রসাদক, শুক্রবর্ধক, পুষ্টিকারক, বায়ু ও কফের কিঞ্চিৎ বর্ধক, শীতবীর্য, পিত্তনাশক ও মূত্রবর্ধক।

রক্তশালিধান্যম

রক্তশালির্বরস্তেষু বল্যো বর্ণ্যস্ত্রিদোষজিৎ।
চক্ষুষ্যো মূত্রলঃ স্বর্য্যঃ শুক্রলস্তৃড় জ্বরাপহঃ॥
বিষব্রণশ্বাসকাস-দাহনুদ্ বহ্নিপুষ্টিদঃ।
তস্মাদল্পান্তরগুণাঃ শালয়ো মহদাদয়ঃ॥

দাউদখানি

শালিধান্যের মধ্যে রক্তশালিধান্যই শ্রেষ্ঠ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার তৈলঙ্গী নাম এরনিবর্ণং গন্ধধান্যম্। ল্যাটিন নাম Oriza Sativa।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বলকর, বর্ণপ্রসাদক, ত্রিদোষনাশক, চক্ষুর হিতকর, মূত্রকারক, স্বরবর্ধক, শুক্রজনক, অগ্নিদীপক ও পুষ্টিকারক এবং ইহা পিপাসা, জ্বর, বিষদোষ, ব্রণ, শ্বাস, কাস ও দাহ নিবারক। মহাশালি প্রভৃতি ধান্য, রক্তশালি অপেক্ষা অল্প গুণযুক্ত।

ষষ্টিকধান্যম

গর্ভস্থা এব যে পাকং যান্তি তে ষষ্টিকা মতাঃ।
ষষ্টিকাঃ মধুরাঃ শীতা লঘবো বদ্ধবর্চ্চসঃ।
বাতপিত্তপ্রশমনাঃ শালিভিঃ সদৃশা গুণৈঃ॥

ষষ্টিকধান্য

পরিচয়।—গর্ভস্থ অবস্থাতেই যে ধান্য পক্ক হয়, তাহাকে ষষ্টিক ধান্য কহে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মধুর রস, শীতবীর্য, লঘু, মলরোধক, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং ইহা শালিধান্যের ন্যায় গুণযুক্ত।

ষষ্টিকা

ষষ্টিকা প্রবরা তেষাং লঘ্বী স্নিগ্ধা ত্রিদোষজিৎ।
স্বাদ্বী মৃদ্বী গ্রাহিণী চ বলদা জ্বরহারিণী।
রক্তশালিগুণৈস্তুল্যা ততঃ স্বল্পগুণাঃ পরে॥

ষাটিধান্য / আশু ধান্য / আসামে আহুধান্

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা লঘু, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষ-নাশক, স্বাদু, মৃদুবীর্য, মলসংগ্রাহক, বলপ্রদ, জ্বরনাশক এবং ইহা রক্তশালির ন্যায় গুণযুক্ত। ষষ্টিক ধান্যসমূহের মধ্যে ষাটিধান্য শ্রেষ্ঠ।

নীবারঃ

প্রসাধিকা তু নীবারস্তৃণান্নমিতি চ স্মৃতম্।
নীবারঃ শীতলো গ্রাহী পিত্তঘ্নঃ কফবাতকৃৎ॥

নীবার, উড়িধান

পর্যায়।—প্রসাধিকা (প্রশাধিকা), নীবার ও তৃণান্ন—এইগুলি উড়িধান্যের সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে তীনী, তিনী, তৈলঙ্গে নিবরি বট্‌টু,

মহারাষ্ট্রে দেবভাত, গুজরাটে বংটী কর্ণাটে জ্যরহুমেধে বলে। ল্যাটিনে Panicum italicum বলে।

গুণাদি।—শীতল, মলসংগ্রাহক, পিত্তঘ্ন ও কফবাতকারক।

বরকঃ

বরকো মধুরো রুক্ষঃ কষায়ো বাতপিত্তকৃৎ।

বরকধান্য

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে চীনাভেদ, মহারাষ্ট্রে বর্য্যা, গুজরাটে বর্য্যো বলে।

গুণাদি।—ইহা মধুর-কষায়রস, রুক্ষ ও বাত-পিত্তজনক।

অথ শূকধান্যম

যবঃ

যবস্তু সিতশূকঃ স্যান্নিঃশূকোঽতিযবঃ স্মৃতঃ।
তোক্যস্তদ্বৎ সহরিতস্ততঃ স্বল্পশ্চ কীর্ত্তিতঃ॥
যবঃ কষায়ো মধুরঃ শীতলো লেখনো মৃদুঃ।
ব্রণেষু তিলবৎ পথ্যো রুক্ষো মেধাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥
কটুপাকোঽনভিষ্যন্দী স্বর্য্যো বলকরো গুরুঃ।
বহুবাতমলো বর্ণ-স্থৈর্য্যকারী চ পিচ্ছিলঃ॥
কণ্ঠত্বগাময়শ্লেষ্ম-পিত্তমেদঃপ্রণাশনঃ।
পীনসশ্বাসকাসোরু-স্তম্ভলোহিততৃট্‌প্রণুৎ॥

পরিচয় ও পর্য্যায়।—যাহার শূক (শুঁয়া) শুক্লবর্ণ তাহার নাম যব। শূকশূন্য যবকে অতিযব বলে। হরিতবর্ণ যবকে তোক্য ও সামান্য যবকে স্বল্পযব বলা যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—যবকে হিন্দীতে জৌ, মহারাষ্ট্রে জব ও জোং, কর্ণাটে মুংডজষণ, তৈলঙ্গে যবধান্য, যবলনেড়ধান্যমু ও বালিবিয়ম, তামিলে বালিঅরিস, গুজরাটে জব, আসামে যধান, ফারসীতে জব, আরবীতে শঈর, ইংরাজীতে Pearl Barley, ল্যাটিনে Hordeum vulgare বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—যব কষায়-মধুররস, শীতল, লেখনগুণযুক্ত, মৃদুবীর্য, ব্রণরোগে তিলের ন্যায় হিতকর, রুক্ষ, মেধা ও অগ্নিবর্ধক, কটুবিপাক, অনভিষ্যন্দী, স্বরপ্রসাদক, বলকারক, গুরু, বায়ু ও মলের অতিশয় বর্ধক, প্রসাদক, শরীরের

স্থিরতাসম্পাদক, পিচ্ছিল এবং ইহা কণ্ঠরোগ, চর্মরোগ, শ্লেষ্মা, পিত্ত, মেদঃ, পীনস, শ্বাস, উরুস্তম্ভ, রক্তদোষ ও তৃষ্ণানাশক।

গোধূমঃ

গোধূমঃ সুমনোঽপিস্যাৎ ত্রিবিধঃ স চ কীর্ত্তিতঃ।
মহাগোধূম ইত্যাখ্যঃ পশ্চাদ্দেশাৎ সমাগতঃ॥
মধূলী তু ততঃ কিঞ্চিদল্পা সা মধ্যদেশজা।
নিঃশূকো দীর্ঘগোধূমঃ কচিন্নন্দীমুখাভিধঃ॥
গোধূমো মধুরঃ শীতো বাতপিত্তহরো গুরুঃ।
কফশুক্রপ্রদো বল্যঃ স্নিগ্ধঃ সন্ধানকৃৎ সরঃ।
জীবনো বৃংহণো বর্ণ্যো ব্রণ্যো রুচ্যঃ স্থিরত্বকৃৎ॥
(কফপ্রদো নবীনো ন তু পুরাণঃ)।

গম

পরিচয় ও পর্যায়।—গোধূমের অপর নাম সুমনঃ। গোধূম তিনপ্রকার; যথা—মহাগোধূম, মধূলী ও দীর্ঘগোধূম। মহাগোধূম পশ্চিম প্রদেশ হইতে আনীত হয়। মধূলী গোধূম তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহা মধ্য প্রদেশে জন্মে। দীর্ঘগোধূম শূকবিহীন। ইহা স্থানবিশেষে নন্দীমুখ বলিয়া অভিহিত হয়।

দেশভেদে নামভেদ।—গমের নাম হিন্দুস্থানে গেহুং, তৈলঙ্গে গোহ্মু, গোধূমলু, মহারাষ্ট্রে গহু, পোটেগুনধূবে, গুজরাটে ঘউং, কর্ণাটে গোধী, ফারসীতে গংদুম, আরবীতে হিংতা, ইংরাজীতে Wheat, ল্যাটিনে Triticum sativum বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—গোধূম মধুররস, শীতবীর্য, বাতপিত্তনাশক, গুরু, কফজনক, শুক্রবর্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, ভগ্নসন্ধানকারক, সারক, আয়ুষ্কর, পুষ্টিকারক, বর্ণপ্রসাদক, ব্রণরোগে হিতকর, রুচিজনক এবং ইহা শরীরের স্থিরতাসম্পাদক। (নূতন গোধূমই কফকারক, পুরাতন গোধূম কফকর নহে)।

অথ শিম্বিধান্যম

শমীজাঃ শিম্বিজাঃ শিম্বী-ভবাঃ সূর্প্যাশ্চ বৈদলাঃ।
বৈদলা মধুরা রুক্ষাঃ কষায়াঃ কটুপাকিনঃ॥
বাতলাঃ কফপিত্তঘ্না বদ্ধমূত্রমলা হিমাঃ।
ঋতে মুদ্গমসূরাভ্যামন্যে ত্বাধ্মানকারকাঃ॥
মুদ্গমসূরয়োরাধ্মানকারিত্বমল্প বৈদলাপেক্ষয়া, ন তু সর্ব্বথা, এতয়োরপি কিঞ্চিদাধ্মানকারিত্বাৎ॥ *

* শিম্বীধান্যন্ত মধুরং শীতং রুক্ষং কষায়কম্। পাকে কটু বাতলঞ্চ মূত্রলং মলস্তম্ভকৃৎ। মসূরমুদ্গরহিতং গুরু চাধ্মানকারকম্। লেপাদিনা রক্তদোষ-মেদঃ পিত্তকফাপহম্॥ রা. নি.।

ডাইল

পর্য্যায়।—শমীজ, শিম্বিজ, শিম্বাভব, সূর্য ও বৈদল—এইগুলি বৈদলের পর্য্যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বিদল (ডাইল) মধুর-কষায়রস, কটুবিপাক, রুক্ষ, বাতজনক, কফপিত্তনাশক, মল ও মূত্রের অবরোধক এবং শীতবীর্য। মুদ্গ ও মসূর ভিন্ন অন্যান্য বিদল আধ্মানকারক।

মুদ্গঃ

মুদ্গো রুক্ষো লঘুর্গ্রাহী কফপিত্তহরো হিমঃ।
স্বাদুরল্পানিলো নেত্র্যো জ্বরঘ্নো বনজস্তথা॥
মুদ্গো বহুবিধঃ শ্যামো হরিতঃ পীতকস্তথা।
শ্বেতো রক্তশ্চ তেষান্তু পূর্ব্বঃ পূর্ব্বো লঘুঃ স্মৃতঃ॥
সুশ্রুতেন পুনঃ প্রোক্তো হরিতঃ প্রবরো গুণৈঃ।
চরকাদিভিরপ্যুক্ত এষ এব গুণাধিকঃ॥ †

মুগ

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে হারিমুং, মুগ; মহারাষ্ট্রে হিরবে মুগ, কর্ণাটে হেসবেরু, তৈলঙ্গে পেসলু, পঞ্জাবে মুঙ্গি, গুজরাটে মগলীলা, আসামে মগুমাহ, ফারসীতে বুনুমাষ, আরবীতে মজ, ইংরাজীতে Green grain বলে। ল্যাটিন নাম Phaseolus Mungo।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মুগ রুক্ষ, লঘু, মলসংগ্রাহক, কফপিত্তহারক, শীতবীর্য, মধুররস, অল্পবায়ুবর্ধক, চক্ষুর হিতকর ও জ্বরনিবারক। বনজ মুগও এইরূপ গুণযুক্ত। শ্যাম, হরিত, পীত, শ্বেত ও রক্তবর্ণ ভেদে নানাপ্রকার মুগ আছে। ইহার পূর্বানুক্রমে লঘু অর্থাৎ রক্তবর্ণ মুগ অপেক্ষা শ্বেতবর্ণ মুগ লঘু, শ্বেতবর্ণ মুগ অপেক্ষা পীতবর্ণ মুগ লঘু ইত্যাদি। কিন্তু সুশ্রুত বলেন—হরিদ্বর্ণ মুগই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। চরকাদি মুনিগণেরও সেই মত।

মাষঃ

মাষো গুরুঃ স্বাদুপাকঃ স্নিগ্ধো রুচ্যোঽনিলাপহঃ।
উষ্ণঃ সন্তর্পণো বল্যঃ শুক্রলো বৃংহণঃ পরঃ॥

† মুদ্গঃ কষায়ো মধুরঃ কফপিত্তাস্রজিল্লঘুঃ। / গ্রাহী শীতঃ কটুঃ পাকে চক্ষুষ্যো নাতিবাতলঃ॥
রা. নি.।

ভিন্নমূত্রমলঃ শুক্রো মেদঃপিত্তকফপ্রদঃ।
গুদকীলার্দ্দিতশ্বাস-পক্তিশূলানি নাশয়েৎ ॥
কফপিত্তকরা মাষাঃ কফপিত্তকরং দধি।
কফপিত্তকরা মৎস্যা বৃন্তাকঃ কফপিত্তকৃৎ ॥ *

মাষকলায়

দেশভেদে নামভেদ।—মাষকলায়কে হিন্দুস্থানে উড়দ, উরীদ, তৈলঙ্গে মিনুউলু, মহারাষ্ট্রে উড়িদ, গুজরাটে অড়দ, কর্ণাটে উদ্দু, আসামে মাটিমাহঁ, ফারসীতে মাষ, আরবীতে মাষা বলে। ল্যাটিন নাম Phaseolus radiatus, ইংরাজীতে Pulses বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মাষকলায় গুরু, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, রুচিকারক, বায়ুনাশক, উষ্ণবীর্য, তৃপ্তিকর, বলকারক, শুক্রবর্ধক, শরীরের অত্যন্ত উপচয়কারক, মলমূত্রনিঃসারক, স্তন্যবর্ধক, মেদোজনক ও পিত্তকফবর্ধক এবং ইহা অর্শোবলি, অর্দ্দিত, শ্বাস ও পরিণামশূল নাশক। মাষকলায়, দধি, বেগুণ ও মৎস্য—এই চারিটি দ্রব্যই কফপিত্তকারক।

রাজমাষঃ

রাজমাষো মহামাষশ্চপলশ্চবনঃ স্মৃতঃ।
রাজমাষো গুরুঃ স্বাদুস্তুবরস্তর্পণঃ সরঃ ॥
রুক্ষো বাতকরো রুচ্যঃ স্তন্যভূরিবলপ্রদঃ।
শ্বেতো রক্তস্তথা কৃষ্ণ স্ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ।
যো মহাংস্তেষু ভবতি স এবোক্তো গুণাধিকঃ ॥

বরবটী

পর্যায়।—রাজমাষ, মহামাষ, চপল ও চবন—এইগুলি বরবটির নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—বরবটিকে হিন্দীতে লোবিয়া, রৈস ও বোড়া, মহারাষ্ট্রে নীলউরীদ, চংবল্যা, কর্ণাটে বরবটা, অলসংদে, গুজরাটে চোলা, পাঞ্জাবে রৈস, ফারসীতে লোবিয়া, আরবীতে ফরিকা বলে। ইংরাজী নাম Kidney-bean, ল্যাটিন নাম Dolichos catiang।

---

* মাষঃ স্নিগ্ধো বহুমলকরঃ শোষণঃ শ্লেষ্মকারী, বীর্য্যে উষ্ণো ঝটিতি কুরুতে রক্তপিত্ত প্রকোপম্।

হস্তাঘাতং গুরুবলকরো রোচনো ভক্ষ্যমাণঃ, স্বাদুর্নিত্যং শ্রমসুখবতাং সেবনীয়ো নরাণাম্ ॥ রা. নি.।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বরবটি গুরু, মধুর-কষায়রস, তৃপ্তিকারক, সারক, রুক্ষ, বাতবর্ধক, রুচিপ্রদ, স্তন্যজনক ও অতীব বলকারক।

প্রকারভেদে শ্রেষ্ঠতা।—ইহা শ্বেত, রক্ত ও কৃষ্ণ ভেদে তিনপ্রকার হয়। তাহার মধ্যে যেগুলির দানা বড়, সেইগুলিই উৎকৃষ্ট জানিবে।

মসূরঃ

মঙ্গল্যকো মসূরঃ স্যান্মঙ্গল্যা চ মসূরিকা।
মসূরো মধুরঃ পাকে সংগ্রাহী শীতলো লঘুঃ।
কফপিত্তাস্রজিদ্ রুক্ষো বাতলো জ্বরনাশনঃ॥ *

মসূর

পর্যায়।—মঙ্গল্যক, মসূর, মঙ্গল্যা ও মসূরিকা—এইগুলি মসূরের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—মসূর কলায়কে হিন্দীতে মসূর, মহারাষ্ট্রে চণই, মসূরা, কর্ণাটে চণগী, তৈলঙ্গে চিরিশনমলু ও মসূরপপ্প, তামিলে মসূর, পুরপুর, আসামে মছুর মাঁহ, ফারসীতে বুনোসুর্খ, আরবীতে অদম্ বলে। ল্যাটিন নাম Lens esculenta, ইংরাজী নাম Lentil।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মসূর মধুরবিপাক, মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য, রুক্ষ, লঘু, বাতকর এবং ইহা কফ, পিত্ত ও জ্বরনাশক।

আঢ়কী

আঢকী তুবরী চাপি সা প্রোক্তা শণপুষ্পিকা।
আঢকী তুবরা রুক্ষা মধুরা শীতলা লঘুঃ।
গ্রাহিণী বাতজননী বর্ণ্যা পিত্তকফাস্রজিৎ।

অড়হর / আইরিকলায়

পর্যায়।—আঢকী, তুবরী ও শণপুষ্পিকা—এইগুলি অডহরের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—অডহরের হিন্দী নাম রহড়, অডহর, তুবরী ও টুমুর, মহারাষ্ট্রে তুরী, গুজরাটে তুলদাল্য, কর্ণাটে কটলাকটু, তোগরী, তৈলঙ্গে কাডুল, আসামে রহয়মাঁহ, ফারসীতে শ্যাখুল। ইংরাজী নাম Pigeon pea, ল্যাটিন নাম Cajanus indicus।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অড়হর কষায়-মধুররস, শীতবীর্য, রুক্ষ, লঘু, মলসংগ্রাহক, বাযুজনক, বর্ণপ্রসাদক এবং পিত্ত, কফ ও রক্তদুষ্টি নাশক।

---

* মসূরো মধুরঃ শীতঃ, সংগ্রাহী কফপিত্তজিৎ। / বাতাময়করশ্চৈব মূত্রকৃচ্ছ্রহরো লঘুঃ॥ রা. নি.।

চণকঃ

চণকো হরিমন্থঃ স্যাৎ সকলপ্রিয় ইত্যপি।
চণকঃ শীতলো রুক্ষঃ পিত্তরক্তকফাপহঃ॥
লঘুঃ কষায়ো বিষ্টম্ভী বাতলো জ্বরনাশনঃ।
স চাঙ্গারেণ সংভৃষ্টস্তৈলভৃষ্টশ্চ তদ্গুণঃ॥
আর্দ্রভৃষ্টো বলকরো রোচনশ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শুষ্কভৃষ্টোঽতিরুক্ষশ্চ বাতকুষ্ঠপ্রকোপনঃ॥
স্বিন্নঃ পিত্তকফং হন্যাৎ সূপঃ ক্ষোভকরো মতঃ।
আর্দ্রোঽতিকোমলো রুচ্যঃ পিত্তরক্তহরো হিমঃ।
কষায়ো বাতলো গ্রাহী কফপিত্তহরো লঘুঃ॥

ছোলা

পর্যায়।—চণক, হরিমন্থ ও সকলপ্রিয়—এইগুলি ছোলার নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ছোলাকে হিন্দীতে চনা ও চনে, মহারাষ্ট্রে হরভরে, কর্ণাটে কডলে, গুজরাটে চণা, তৈলঙ্গে শলংগালু, আসামে বুট মাঁহ, ফারসীতে নখুদ, আরবীতে হুমস্ ও ইংরাজীতে Gram, ল্যাটিনে Cicerarientinum বলে।

গুণ।—ছোলা শীতবীর্য, রুক্ষ, লঘু, কষায়রস, বিষ্টম্ভী ও বাতনাশক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিত্ত, রক্তদোষ, কফ ও জ্বরনাশক।

অঙ্গারভৃষ্ট ও তৈলভৃষ্ট ছোলার গুণ।—অঙ্গারভৃষ্ট ও তৈলভৃষ্ট ছোলাও উক্তবিধ গুণযুক্ত।

ভিজাছোলা ভাজা।—ছোলা জলে ভিজাইয়া ভাজিলে বলকারক ও রুচিজনক হয়।

ভাজা ছোলা।—শুষ্ক ভর্জ্জিত ছোলা অত্যন্ত রুক্ষ, বাতপ্রকোপক ও কুষ্ঠজনক।

সিদ্ধছোলা।—সিদ্ধছোলা পিত্ত ও কফনাশক।

ছোলার ডাল।—ছোলার সূপ অর্থাৎ ডাল উদরের ক্ষোভকারক।

কাঁচা ও নরম ছোলা।—অপক্ক ও কোমলতর ছোলা রুচিকারক, শীতবীর্য, কষায়রস, বায়ুবর্ধক, মলসংগ্রাহক, লঘু এবং ইহা রক্তপিত্ত কফ ও পিত্তনাশক।

কলায়ঃ

কলায়ো বর্ত্তুলঃ প্রোক্তঃ সতীনশ্চ হরেণুকঃ।
কলায়ো মধুরঃ স্বাদুঃ পাকে রুক্ষশ্চ শীতলঃ।
পিত্তদাহকফধ্বংসী কষায় আমদোষকৃৎ॥ *

* কলায়ঃ বুরুতে বাতং পিত্তং দাহকফাপহঃ। / রুচিপুষ্টিপ্রদঃ শীতঃ কষায়শ্চামদোষকৃৎ॥
রা. নি.

মটর

পর্যায়।—কলায়, বর্ত্তুল, সতীনক ও হরেণুক—এইগুলি মটরের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—মটরের নাম হিন্দুস্থানে মটর, কেরাব, তৈলঙ্গে পেদ্দইর্ব্ব, মহারাষ্ট্রে বাটাণে, গুজরাটে মটাণা, কর্ণাটে বট্টকডলে, আসামে মটরমাহ, ইংরাজীতে Field pea, ল্যাটিনে Pisum sativum বলে।

গুণাদি।—মটর কষায়-মধুররস, মধুরবিপাক, রুক্ষ শীতবীর্য, আমদোষকারক এবং পিত্ত, দাহ ও কফবিনাশক।

ত্রিপুটঃ

ত্রিপুটঃ খণ্ডিকোঽপি স্যাৎ কথ্যন্তে তদ্‌গুণা অথ।
ত্রিপুটো মধুরস্তিক্তস্তুবরো রুক্ষণো ভৃশম্॥
কফপিত্তহরো রুচ্যো গ্রাহকঃ শীতলস্তথা।
কিন্তু খঞ্জত্বপঙ্গুত্ব-কারী বাতাতিকোপনঃ॥

খেঁসারী

পর্যায়—ত্রিপুট ও খণ্ডিক—এই দুইটি খেঁসারীর নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে খেসারী, কস্থর, কস্‌লা, মহারাষ্ট্রে লাংগ, লাংক, গুজরাটে মটর, তৈলঙ্গে লাংক, আসামে কলামাই, আরবীতে হবুল বকর, খলজ, ফারসীতে মাসংগ, জলবান্, ইংরাজীতে Vetch, ল্যাটিনে Lathyrus sativus বলে।

গুণ।—খেঁসারী মধুর-তিক্ত-কষায়রস, অতীব রুক্ষ, কফপিত্তনাশক, রুচিকারক, মলসংগ্রাহক ও শীতবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ :—ইহা খঞ্জতা ও পঙ্গুতা কারক এবং অত্যন্ত বায়ুবর্ধক।

কুলত্থঃ

কুলত্থিকা কুলত্থশ্চ কথ্যন্তে তদ্‌গুণা অথ।
কুলত্থঃ কটুকঃ পাকে কষায়ঃ পিত্তরক্তকৃৎ॥
লঘুর্বিদাহী বীর্য্যোষ্ণঃ শ্বাসকাসকফানিলান।
হন্তি হিক্কাশ্মরীশুক্র-দাহানাহান্ সপীনসান্।
স্বেদসংগ্রাহকো মেদো জ্বরক্রিমিহরঃ পরঃ॥

কুলথ / কলায়

পর্যায়।—কুলত্থিকা ও কুলত্থ—এই দুইটি কুলত্থ কলায়ের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—কুলত্থ কলায়কে হিন্দিতে কুলথী, তৈলঙ্গে বুলাবুলু, মহারাষ্ট্রে কুলীথ, গুজরাটে কলথী, কর্ণাটে হুলুবলেতিসী, আরবীতে হবুলকিলত, ফারসীতে কিল্লুত, মুখেহিংদী বলে। ইংরাজী নাম Horse gram, ল্যাটিন নাম Dolichos biflorus।

গুণ।—কুলত্থকলায় কটুবিপাক, কষায়রস, রক্তপিত্তকারক, লঘু, বিদাহী, উষ্ণবীর্য ও ঘর্ম্মরোধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শ্বাস, কাস, কফ, বায়ু, হিক্কা, অশ্মরী, শুক্র, দাহ, আনাহ, পীনস, মেদোরোগ, জ্বর ও ক্রিমিনাশক।

তিলঃ

স্নেহগর্ভস্তিলঃ পৈত্রঃ পবিত্রো হেমধান্যকম্।
তিলো রসে কটুস্তিক্তো মধুরস্তুবরো গুরুঃ ॥
বিপাকে কটুকঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফপিত্তনুৎ।
বল্যঃ কেশ্যো হিমস্পর্শস্ত্বচ্যঃ স্তন্যো ব্রণে হিতঃ ॥
দন্ত্যোঽল্পমূত্রকৃদ্ গ্রাহী বাতঘ্নোঽগ্নিমতিপ্রদঃ।
কৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ তমস্তেষু শুক্রলো মধ্যমঃ সিতঃ ॥
অন্যে হীনতরাঃ প্রোক্তাস্তজ্ জ্ঞৈরক্তাদয়স্তিলাঃ ॥

তিল

পর্যায়।—স্নেহগর্ভ, তিল, পৈত্র, পবিত্র ও হেমধান্যক—এইগুলি তিলের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—তিলের নাম হিন্দুস্থানে তিল, মহারাষ্ট্রে তীল, আসামে তীল, কর্ণাটে এলু, তৈলঙ্গে তোবুলু, মঞ্চিনুনে, নুব্বুলু, তামিলে বাল্লেনেয়, দাক্ষিণাত্যে বারিক তিল, গুজরাটে তিল, দ্রাবিড়ে বারিকতিল, ফারসীতে বুশুদ, আরবীতে সিমসিম, ইংরাজীতে Gingilly seeds বলে। ল্যাটিন নাম Sesamum indicum।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—তিল কটু-তিক্ত-কষায়-মধুররস, গুরু, কটু ও মধুর-বিপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য, কফপিত্তনাশক, বলকর, কেশ্য, শীতলস্পর্শ, চর্মের হিতকর, স্তন্যবর্ধক, ব্রণে হিতকর, দন্তের দৃঢ়তাসম্পাদক, অল্পমূত্রকারী, মলসংগ্রাহক, বাতঘ্ন এবং অগ্নিকর ও বুদ্ধিপ্রদ।

প্রকারভেদে শ্রেষ্ঠতা।—কৃষ্ণতিল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা শুক্রকর। শুক্লতিল মধ্যম গুণযুক্ত। রক্তাদিবর্ণ তিল অপেক্ষাকৃত অল্পগুণযুক্ত।

অতসী

অতসী নীলপুষ্পী চ পার্ব্বতী স্যাদুমা ক্ষুমা।
অতসী মধুরা স্নিগ্ধা গুর্ব্বী চোষ্ণা বলপ্রদা ॥
পাকে কট্বী চ তিক্তা চ কফবাতব্রণাপহা।
পৃষ্ঠশূলঞ্চ শোথঞ্চ পিত্তং শুক্রং দৃশং জয়েৎ।
পর্ণমস্যাঃ কাসকফ-বাতমুদ্ বীজকং তথা ॥ *

মসিনা

পর্যায়।—অতসী, নীলপুষ্পী, পার্ব্বতী, উমা ও ক্ষুমা—এইগুলি মসিনার নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—মসিনাকে হিন্দুস্থানে তিসী, অলসী, তৈলঙ্গে নল্লপগলিচেট্টু, মহারাষ্ট্রে জবস্, অলশী, গুজরাটে অলশী, কর্ণাটে অসগে, আরবীতে বজরুল্‌কতান, ফারসীতে তুখ্‌মেকতান বলে। ল্যাটিন নাম Linum usitatissimum, ইংরাজী নাম Linseed।

গুণ।—মসিনা মধুর-রস, স্নিগ্ধ, গুরু, উষ্ণবীর্য্য বলপ্রদ ও তিক্তকটুবিপাক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বাত, পৃষ্ঠশূল, শোথ, পিত্ত, শুক্র, নেত্ররোগ ও ব্রণরোগ নাশক। ব্রণে মসিনার পুলটিশ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

পত্রের গুণাদি।—মসিনাপত্র কাস, কফ ও বায়ুনাশক। মসিনাবীজও উক্তপ্রকার গুণযুক্ত।

সর্ষপঃ

সর্ষপঃ কটুকঃ স্নেহস্তন্তুভশ্চ কদম্বকঃ।
গৌরস্তু সর্ষপঃ প্রাজ্ঞৈঃ সিদ্ধার্থ ইতি কথ্যতে ॥
সর্ষপস্তু রসে পাকে কটুঃ স্নিগ্ধঃ সতিক্তকঃ।
তীক্ষ্ণোষ্ণঃ কফবাতঘ্নো রক্তপিত্তাগ্নিবর্দ্ধনঃ ॥
রক্ষোহরো জয়েৎ কণ্ডুং কুষ্ঠকোঠক্রিমিগ্রহান্।
যথা রক্তস্তথা গৌরঃ কিন্তু গৌরো বরো মতঃ ॥

সরিষা

পর্যায়।—সর্ষপ, কটুক, স্নেহ, তন্তুভ ও কদম্বক—এইগুলি সরিষার নাম। গৌর সর্ষপকে পণ্ডিতেরা সিদ্ধার্থ কহেন।

দেশভেদে নামভেদ।—সর্ষপের নাম হিন্দীতে সর্সোঁ ও সফেদ সর্সোঁ, মহারাষ্ট্রে শিরস্, শ্বেতশিরস্ গুজরাটে শরশব, কর্ণাটে বিলীয়সাসেব, তৈলঙ্গে পাচ্চা অবালু,

---

* অতসী মদগন্ধা স্যান্মধুরা বলকারিকা। / কফবাতকরী চৈবং-পিত্তহৃৎ কুষ্ঠবাতমুৎ ॥ রা. নি.।

ফারসীতে সর্ষফ, আরবীতে উর্ফে অবীয়দ, আসামে সরিয়হ, ইংরাজীতে Colza, ল্যাটিনে Brassica camprestris বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সর্ষপ তিক্ত-কটুরস, কটুবিপাক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, কফবাত-বিনাশক, রক্তপিত্ত ও অগ্নিবর্ধক, রক্ষোঘ্ন এবং কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোঠ, ক্রিমি ও গ্রহদোষ নাশক।

প্রকারভেদ ও গুণাদি।—রক্ত ও গৌরবর্ণ ভেদে সর্ষপ দ্বিবিধ। উভয় সর্ষপই প্রায় তুল্যগুণ, তবে রক্তসর্ষপ অপেক্ষা গৌরসর্ষপ শ্রেষ্ঠ।

রাজিকা

রাজি তু রাজিকা তীক্ষ্ণ গন্ধা ক্ষুজ্জনিকাসুরী।
ক্ষবঃ ক্ষুতাভিজনকঃ ক্রিমিঘ্নৎ কৃষ্ণসর্ষপঃ॥
রাজিকা কফপিত্তঘ্নী তীক্ষ্ণোষ্ণা রক্তপিত্তকৃৎ।
কিঞ্চিদ্রুক্ষাগ্নিদা কণ্ডু কুষ্ঠকোঠক্রিমীন্ হরেৎ।
অতিতীক্ষ্ণা বিশেষেণ তদ্বৎ কৃষ্ণাপি রাজিকা॥ *

রাইসর্ষপ

পর্য্যায়।—রাজী, রাজিকা, তীক্ষ্ণগন্ধা, ক্ষুজ্জনিকা ও আসুরী—এইগুলি শ্বেতবর্ণ রাইসর্ষপের ও ক্ষব, ক্ষুতাভিজনক, ক্রিমিঘ্নৎ ও কৃষ্ণসর্ষপ—এইগুলি কৃষ্ণবর্ণ রাইসর্ষপের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—রাইসর্ষপের হিন্দী নাম রাই, লাঙ্গ, তৈলঙ্গী নাম বর্ণালু, মহারাষ্ট্রে মোহরী, রায়ী, গুজরাটে রাঙ্গ, জম্বুসরী, কর্ণাটে সাসিরাঙ্গ, আরবীতে খরদল, ইংরাজীতে Mustard, ল্যাটিনে Brassica juncea বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—রাইসর্ষপ কফপিত্তঘ্ন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, রক্তপিত্তকারক, কিঞ্চিৎ রুক্ষ, অগ্নিকারক এবং ইহা কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোঠ ও ক্রিমি নিবারক। কৃষ্ণসর্ষপ উক্তবিধ গুণযুক্ত, বিশেষত ইহা অতি তীক্ষ্ণ।

ক্ষুদ্রধান্যম্

ক্ষুদ্রধান্যং কুধান্যঞ্চ তৃণধান্যমিতি স্মৃতম্।
ক্ষুদ্রধান্যমনুষ্ণং স্যাৎ কষায়ং লঘু লেখনম্॥
মধুরং কটুকং পাকে রুক্ষঞ্চ ক্লেদশোষকম্।
বাতকৃদ্ বদ্ধবিট্‌কঞ্চ পিত্তরক্তকফাপহম্॥

পর্য্যায়।—ক্ষুদ্রধান্য, কুধান্য ও তৃণধান্য ঈষদুষ্ণ, কষায়-মধুররস, কটুবিপাক, লঘু, লেখনগুণযুক্ত, রুক্ষ, ক্লেদশোষক, বায়ুবর্ধক, মলরোধক এবং পিত্ত রক্ত ও কফনাশক।

* আসুরী কটুতিক্তোষ্ণা বাতপ্লীহার্তিশূলনুৎ। / দাহপিত্তপ্রদা হন্তি কফগুল্মকৃমিব্রণান্॥
রা. নি.।

কঙ্গুঃ

স্ত্রিয়াং কঙ্গু প্রিয়ঙ্গু দ্বে কৃষ্ণা রক্তা সিতা তথা।
পীতা চতুর্ব্বিধা কঙ্গুস্তাসাং পীতা বরা স্মৃতা॥
কঙ্গুস্তু ভগ্নসন্ধান-বাতকৃদ বৃংহণী গুরুঃ।
রুক্ষা শ্লেষ্মহরাতীব বাজিনাং গুণকৃদ্ ভৃশম্॥

কাংনী ধান বা কাংনী দানা

প্রকারভেদ।—কঙ্গুধান্য চারিপ্রকার; যথা—কৃষ্ণ, রক্ত, শ্বেত ও পীত। ইহাদের মধ্যে পীতবর্ণ কঙ্গুই শ্রেষ্ঠ।

পর্য্যায়।—প্রিয়ঙ্গু ও কঙ্গু—এই দুটি ইহার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কঙ্গুনী, কংগ্নী, তৈলঙ্গে পেংকণপুচেট্টু, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে কাংগ, কর্ণাটে নবণে ও ফারসীতে গল বলে। ল্যাটিন নাম Panicum italicum।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কাংনীদানা ভগ্নস্থানের সংযোজক, বাতবর্ধক, বৃংহণ, গুরুপাক, রুক্ষ, অতিশয় শ্লেষ্মানাশক ও অশ্বগণের বিশেষ হিতকর।

শ্যামা

শ্যামাকঃ শোষণো রুক্ষো বাতলঃ কফপিত্তহৃৎ॥ *

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সমা, মহারাষ্ট্রে সাগুবে, কাথ্নী, গুজরাটে শামো, কর্ণাটে সংধে, তৈলঙ্গে শ্যামালু, ফারসীতে শামাখ বলে। ল্যাটিন Panicum frumentaceum।

গুণ।—ইহা শোষণ, রুক্ষ, বাতজনক ও কফপিত্তনাশক।

কোদ্রবঃ

কোদ্রবঃ কোরদূষঃ স্যাদুদ্দালো বনকোদ্রবঃ।
কোদ্রবো বাতলো গ্রাহী হিমঃ পিত্তকফাপহঃ।
উদ্দালস্তু ভবেদুষ্ণো গ্রাহী বাতকরো ভৃশম্॥ *

কোদোধান্য

পর্য্যায়।—কোদ্রব ও কোরদূষ—এই দুইটি কোদোধান্যের এবং উদ্দাল ও বনকোদ্রব—এই দুইটি বনজ কোদোধান্যের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কোদোং, মহারাষ্ট্রে হীরক, গুজরাটে

---

* শ্যামাকো মধুরঃ স্নিগ্ধঃ কষায়ো লঘুশীতলঃ। / বাতকৃৎ কফপিত্তঘ্নঃ সংগ্রাহী বিষদোষনুৎ॥ রা. নি.।

কোদরো, কর্ণাটে হারকং, তৈলঙ্গে আলুবালু, আরবীতে কোক্র, ইংরাজীতে Paspalum বলে। ল্যাটিন নাম Paspalum scrobiculatum।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কোদোধান্য বাতজনক, সংগ্রাহী, শীতল ও পিত্ত-কফনাশক। বনকোদ্রব উষ্ণবীর্য, গ্রাহী এবং অত্যন্ত বাতজনক।

পবনালঃ

পবনালো হিমঃ স্বাদুর্লোহিতঃ শ্লেষ্মপিত্তজিৎ।
অবৃষ্যস্তুবরো রুক্ষঃ ক্লেদকৃৎ কথিতো লঘুঃ॥

দেধান

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দীনাম পুনেরা। ল্যাটিন নাম Andropogon saccharatus।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা শীতল ও মধুর-কষায়রস, লোহিতবর্ণ শ্লেষ্মপিত্ত-নাশক, অবৃষ্য, রুক্ষ, ক্লেদকারক ও লঘু।

নূতন পুরাতন ধান্য-যবগোধূমাদীনাং গুণাঃ

ধান্যং সর্ব্বং নবং স্বাদু গুরু শ্লেষ্মকরং স্মৃতম্।
তৎ তু বর্ষোষিতং পথ্যং যতো লঘুতরং হিতং॥
বর্ষোষিতং সর্ব্বধান্যং গৌরবং পরিমুঞ্চতি।
ন তু তজ্জাতি বীর্য্যং স্বং ক্রমান্মুঞ্চত্যতঃ পরম্॥
এতেষু যবগোধূম-তিলমাষা নবা হিতাঃ।
পুরাণা বিরসা রুক্ষা ন তথা গুণকারিণঃ॥
(পুরাণাঃ বৎসরদ্বয়াদূর্দ্ধপরিস্থিতাঃ। যবাদয়ো নবাঃ স্বস্থান্ প্রতি হিতাঃ,
পথ্যাশিনাস্তু পুরাণা হিতাঃ)।

নূতন ও পুরাতন ধান্য, যব ও গোধূম প্রভৃতির গুণ

গুণাদি।—নূতন ধান্য মধুররস, গুরু ও শ্লেষ্মকর। সংবৎসরোষিত ধান্য লঘু হয় বলিয়া সুপথ্য। সকল ধান্যই এক বৎসরের পুরাতন হইলে গুরুত্ব পরিত্যাগ করে, কিন্তু নিজ বীর্য পরিত্যাগ করে না। পরন্তু এক বৎসরের পর ক্রমশঃ বীর্য ত্যাগ করিতে থাকে। যব, গোধূম, তিল ও মাষকলায় নূতন হিতকর, পুরাণ অর্থাৎ দুই বৎসর অতিক্রম করিলে বিরস ও রুক্ষ হয়, পূর্ববৎ গুণ থাকে না। (নূতন যব, গোধূমাদি সুস্থদেহিব্যক্তির এবং পুরাতন যব, গোধূমাদি পথ্যভোজিদিগের পক্ষে প্রশস্ত)।

॥ ইতি ধান্যবর্গ ॥

অথ শাকবর্গঃ

শাকম্

প্রায়ঃ শাকানি সর্ব্বাণি বিষ্টম্ভীণি গুরূণি চ।
রুক্ষাণি বহুবর্চ্চাংসি সৃষ্টবিণ্মারুতানি চ ॥
শাকং ভিনত্তি বপুরস্থি নিহন্তি নেত্রং বর্ণং বিনাশয়তি রক্তমথাপি শুক্রম্।
প্রজ্ঞাক্ষয়ঞ্চ কুরুতে পলিতঞ্চ নূনং হন্তি স্মৃতিং গতিমিতিপ্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥
শাকেষু সর্ব্বেষু বসন্তি রোগাস্তে হেতবো দেহবিনাশনায়।
তস্মাদ্ বুধঃ শাকবিবর্জ্জনন্তু কুর্য্যাৎ তথাম্লেষু স এব দোষঃ ॥

শাক

শাকের সাধারণ গুণ ও দোষ।—প্রায় সমস্ত শাকই বিষ্টম্ভী, গুরু, রুক্ষ, অতিশয় মলজনক ও মলবাতনিঃসারক। শাক শরীর ও অস্থি নাশ করে, নেত্র, বর্ণ, রক্ত, শুক্র, প্রজ্ঞা, স্মৃতি ও গতি বিনষ্ট করে এবং ইহা অকালে বার্ধক্য জন্মাইয়া থাকে। শাকে সমস্ত রোগ বাস করে, সুতরাং ইহা শরীর বিনাশের হেতু। অতএব সুবুদ্ধি ব্যক্তি শাক পরিত্যাগ করিবেন। অম্লেও প্রায় এই সকল দোষ বর্তমান থাকে।

বাস্তুকদ্বয়ম্

বাস্তুকং বাস্তকঞ্চ স্যাৎ ক্ষারপত্রঞ্চ শাকরাট্।
তদেব তু বৃহৎপত্রং রক্তং স্যাদ্ গৌড়বাস্তকম্ ॥
প্রায়শো যবমধ্যে স্যাদ্ যবশাকমতঃ স্মৃতম্।
বাস্তুকদ্বিতয়ং স্বাদু ক্ষারং পাকে কটূদিতম্ ॥
দীপনং পাচনং রুচ্যং লঘু শুক্রবলপ্রদম্।
সরং প্লীহাস্রপিত্তার্শঃ-ক্রিমিদোষত্রয়াপহম্ ॥

বেতোশাক

পর্য্যায়।—বাস্তুক, বাস্তক, ক্ষারপত্র, শাকরাট্—এইগুলি বেতোশাকের নাম। অপর একপ্রকার রক্তবর্ণ বৃহৎপত্র বেতোশাক আছে, তাহাকে গৌড়বাস্তক বলে। প্রায়ই যবের মধ্যে হয় বলিয়া বেতোশাককে যবশাকও বলে।

প্রকারভেদ ও দেশভেদে নামভেদ।—বেতোশাক দুইপ্রকার। ইহাকে হিন্দুস্থানে বথুয়া, চিল্লী, মহারাষ্ট্রে চাকবত, চিবিল, কর্ণাটে চক্রবর্ত্তী, বিলিপ চিল্লীকে, গুজরাটে ট্যাংকো, চীল, ফারসীতে মুসেলেশা সরমক, আরবীতে রোক্‌বতুল বজামেলকুতুফ বলে। ইংরাজী নাম White goose foot, ল্যাটিন নাম Chenopondium album।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—উভয় প্রকার বেতোশাকই মধুররস, ক্ষারযুক্ত কটুবিপাক, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, রুচিপ্রদ, লঘু, শুক্র ও বলকারক, সারক এবং প্লীহা, রক্তপিত্ত, অর্শঃ, ক্রিমি ও ত্রিদোষনাশক।

গ্রীষ্মসুন্দরকঃ

গ্রীষ্মসুন্দরকস্তিক্তো লঘুঃ পিত্তকফপ্রণুৎ।
রুচিকৃৎ কামলাপাণ্ডু জ্বরপ্লীহনিকৃন্তনঃ॥

গীমেশাক

ইহাকে ল্যাটিনে Mollugo speigula বা Mollugo oppositi folia linn বলা হয়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—গীমেশাক তিক্তরস, লঘুপাক, রুচিকারক এবং পিত্ত, কফ, কামলা, পাণ্ডু, জ্বর ও প্লীহারোগ নাশক।

শালিঞ্চঃ

শালিঞ্চঃ শিতসারশ্চ শালঞ্চো লোহসারকঃ।
শালিঞ্চো দীপনস্তিক্তঃ প্লীহার্শঃকফবাতনুৎ॥

শালিঞ্চ / সাঞ্চেশাক

পর্য্যায়।—শালিঞ্চ, শিতসার, শালঞ্চ ও লোহসার—এই কয়েকটি শাঞ্চে শাকের নাম। ল্যাটিন নাম Alternanthera sessilis।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা অগ্নিবর্ধক, কফবাতপ্রশমক, তিক্তরস এবং প্লীহা ও অর্শোরোগ নাশক।

পোতকী

পোতক্যুপোদিকা সা তু মানবামৃতবল্লরী।
পোতকী শীতলা স্নিগ্ধা শ্লেষ্মলা বাতপিত্তজিৎ॥
অকণ্ঠ্যা পিচ্ছিলা নিদ্রা-শুক্রদা রক্তপিত্তজিৎ।
বলদা রুচিকৃৎ পথ্যা বৃংহণী তৃপ্তিকারিণী॥

পুঁইশাক

পর্য্যায়।—পোতকী, উপোদিকা, মানবা ও অমৃতবল্লরী এইগুলি পুঁইশাকের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে পোইকা সাগ, গুজরাটে পোথী, মহারাষ্ট্রে মায়ালু, লঘু ও থোর বলে। ইংরাজীতে White basil, ল্যাটিনে Basella alba বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পুঁইশাক শীতবীর্য, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকর, বায়ু ও পিত্তনাশক, কণ্ঠের অহিতকর, পিচ্ছিল, নিদ্রাজনক, শুক্রবর্ধক, রক্তপিত্তনিবারক, বলকর, রুচিপ্রদ, সুপথ্য, পুষ্টিকারক ও তৃপ্তিজনক।

রোচনী

রোচনী বহ্নিজননী বক্ত্রজাড্যনিসূদনী।
কফবাতহরী বল্যা ছর্দ্দ্যরোচকবারিণী॥

পুদিনা

পর্য্যায়।—পুদিনার সংস্কৃত নাম রোচনী।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে পোদিনা, মহারাষ্ট্রে পুদিনা, গুজরাটে ফোদিনী, ফারসীতে নোংনা, আরবীতে হবা, আসামে পদিনা, ইংরাজীতে Marshment, ল্যাটিনে Mentha arvensis বলে।

গুণ।—পুদিনা অগ্নিদীপক, মুখের জড়তানাশক, কফ ও বায়ু নিবারক, বলকর এবং বমি ও অরুচি নিবারক।

তণ্ডুলীয়ম্

তণ্ডুলীয়ো মেঘনাদঃ কাণ্ডেরস্তণ্ডুলেরকঃ।
ভণ্ডীরস্তণ্ডুলীবীজো বিষঘ্নস্ত্বল্পমারিষঃ॥
তণ্ডুলীয়ো লঘুঃ শীতো রুক্ষঃ পিত্তকফাস্রজিৎ।
সৃষ্টমূত্রমলো রুচ্যো দীপনো বিষহারকঃ॥

কাঁটানটেশাক

পর্য্যায়।—তণ্ডুলীয়, মেঘনাদ, কাণ্ডের, তণ্ডুলেরক, ভণ্ডীর, তণ্ডুলীবীজ, বিষঘ্ন ও অল্পমারিষ—এইগুলি নটেশাকের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে চৌলাইকা শাক, জলচৌলাই চবড়াই, মহারাষ্ট্রে তাংদুলজা, কর্ণাটে কিরুকুশালে, তামিলে মুলুক্কিরই, গুজরাটে তংজলজো, তৈলঙ্গে মোলাকুরা, দ্রাবিড়ে কাণ্ডেমাট, ফারসীতে সুপেজমর্জ্জ, আরবীতে বুকলেয়মানীয়, আসামে খুটরিয়া শাক বলে। ল্যাটিন Amarantus spinosus।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নটে শাক লঘু, শীতবীর্য, রুক্ষ, মলমূত্রপ্রবর্ত্তক, রুচিকর, অগ্নিদীপক এবং ইহা পিত্ত, কফ, রক্তদুষ্টি ও বিষনাশক।

পালঙ্ক্যা

পালঙ্ক্যা বাস্তুকাকারা ছুরিকা চীরিতচ্ছদা।
পালঙ্ক্যা বাতলা শীতা শ্লেষ্মলা ভেদিনী গুরুঃ।
বিষ্টম্ভিনী মদশ্বাস-পিত্তরক্তবিষাপহা॥ *

* পালক্যমীষৎ কটুকং মধুরং পথ্যশীতলম্।/ রক্তপিত্তহরং গ্রাহী শ্রেয়ং সন্তর্পণং পরম্। রা. নি.।

পালঙ্‌শাক

আকৃতি ও পর্য্যায়।—পালঙ্‌শাকের আকৃতি বেতোশাকের মত। উহার অপর নাম ছুরিকা ও চীরিতচ্ছদা।

দেশভেদে নামভেদ।—পালঙ্‌শাককে হিন্দীতে পালগকাশাক, পলকী, দাক্ষিণাত্যে পালক্য শাক, মহারাষ্ট্রে পালখ, পোঙ্গশাক, গুজরাটে পালখনীভাজী, কর্ণাটে পালক্য, আসামে পালেঙ, ফারসীতে ইস্তনাথ, আরবীতে অস্তনাথ বলে। ইংরাজী নাম Spinach, ল্যাটিন Spinacia oleracea।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পালঙ্‌শাক বাতজনক, শীতবীর্য, শ্লেষ্মকর, ভেদক, গুরু, বিষ্টম্ভী এবং মদরোগ, শ্বাস, রক্তপিত্ত ও বিষদোষ বিনাশক।

পট্টশাকঃ

পট্টশাকস্তু নাড়ীকো নাড়ীশাকশ্চ স স্মৃতঃ।
নাড়ীকো রক্তপিত্তঘ্নো বিষ্টম্ভী বাতকোপনঃ॥

পাটশাক বা নালিতাশাক

পর্য্যায়।—পট্টশাক, নাড়ীক ও নাড়ীশাক—এইগুলি পাটশাকের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম পটুয়া সাগ, মহারাষ্ট্রী নাড়ীশাক, গুজরাটী নালিনাভাজী আসামে মোকোতা, ল্যাটিনে Corchorus olitorius বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পাটশাক রক্তপিত্তনাশক, বিষ্টম্ভী ও বাতপ্রকোপ।

কলম্বী

কলম্বী শতপর্ব্বা চ কথ্যন্তে তদ্‌গুণা যথা।
কলম্বী স্তন্যদা প্রোক্তা মধুরা শুক্রকারিণী॥

কলমীশাক

পর্য্যায়।—কলম্বী ও শতপর্ব্বা—এই দুইটি কলমীশাকের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে করেমু বলমীশাক ও তৈলঙ্গে তামেবচ্চলিচেট্টু, আসামে কলমৌ। ল্যাটিন নাম Ipomoea aquatica, Ipomoea reptans।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কলমীশাক স্তনদুগ্ধজনক, মধুররস ও শুক্রবর্ধক।

লোণী বৃহল্লোণী চ

লোণা লোণী চ কথিতা বৃহল্লোণী তু ঘোটিকা।
লোণী রুক্ষা স্মৃতা গুর্ব্বী বাতশ্লেষ্মহরী পটুঃ॥
অর্শোঘ্নী দীপনী চাম্লা মন্দাগ্নিবিষনাশিনী।
ঘোটিকাম্লা সরা চোষ্ণা বাতকৃৎ কফপিত্তহৃৎ॥

ত্বগদোষব্রণগুল্মঘ্নী শ্বাসকাসপ্রমেহনুৎ।
শোথলোচনরোগে চ হিতা তজ্জ্ঞৈরুদাহৃতা ॥

ছোটো বড় লুণে শাক

পর্য্যায়।—লোণা ও লোণী—এই দুইটি ছোট লুণের এবং বৃহল্লোণী ও ঘোটিকা—এই দুইটি বড় লুণে শাকের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে নোনিয়া, লোণী, কুলফা, তৈলঙ্গে অইলকুস, বোম্বায়ে কুর্ফা, তামিলে কোরিলকীরই, মহারাষ্ট্রে ঘোল, লহানঘোল, গুজরাটে লুণীঝীণী, লুণীমোটি, কর্ণাটে গোলি, ফারসীতে খুরফা, আরবীতে বক্লতুলহমকা। ইংরাজী নাম Parselane, ল্যাটিন নাম Portulaca oleracea।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ছোটলুণে রুক্ষ, গুরু, অগ্নিদীপক, অম্লরস, লবণাস্বাদ এবং ইহা অর্শোরোগ, বায়ু, শ্লেষ্মা, অগ্নিমান্দ্য ও বিষদোষনাশক।

বড়লুণে—অম্লরস, সারক, উষ্ণবীর্য, বাতবর্ধক এবং ইহা শোথ ও নেত্ররোগে হিতকর। ইহা দ্বারা কফ, পিত্ত, চর্ম্মরোগ, ব্রণ, গুল্ম, শ্বাস, কাস ও প্রমেহ রোগের শান্তি হয়।

চাঙ্গেরী

চাঙ্গেরী চুক্রিকা দন্তশঠাম্বষ্ঠাম্ললোণিকা।
অশ্মন্তকস্তু শফরী কুশলী চাম্লপত্রকঃ ॥
চাঙ্গেরী দীপনী রুচ্যা রুক্ষোষ্ণা কফবাতনুৎ।
পিত্তলাম্লা গ্রহণ্যর্শঃ-কুষ্ঠাতীসারনাশিনী ॥

আমরুল

পর্য্যায়।—চাঙ্গেরী, চুক্রিকা, দন্তশঠা, অম্বষ্ঠা, অম্ললোণিকা, অশ্মন্তক, শফরী, কুশলী ও অম্লপত্রক—এইগুলি আমরুলের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে চৌপতিয়া, আংববর্তী, কর্ণাটে পুলুমুনিসে, আসামে চাঙেরী বলে। ইংরাজী নাম Indian sorrel ল্যাটিন নাম Oxalis corniculata।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—আমরুল অগ্নিদীপক, রুচিকর, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য, পিত্তকর, অম্লরস এবং ইহা কফ, বাত, গ্রহণীরোগ, অর্শঃ, কুষ্ঠ ও অতিসার নিবারক।

চুক্রা

চুক্রিকা স্যাৎ তু পত্রাম্লা রোচনী শতবেধিনী।
চুক্রা অম্লতরা স্বাদ্বী বাতঘ্নী কফপিত্তকৃৎ।
রুচ্যা লঘুতরা পাকে বৃন্তাকেনাতিরোচনী ॥

চুকাপালঙ্

পর্য্যায়।—চুক্রিকা, পত্রাম্লা, রোচনী, শতবেধিনী—এইগুলি চুকাপালঙের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে চুকা, চুকা কা শাক, মহারাষ্ট্রে আংবটচুকা লঘু বথোর, গুজরাটে চুকোখাটীভাজী, কর্ণাটে হুলিচকোত, ফারসীতে তুরশক্‌বড়া, তুর্কে খুরাসানীচোটা, আরবীতে হুমাজবুকলে হামেজা ও আসামে চুকা বলে। ইংরাজী নাম Field sorrel, ল্যাটিন নাম Rumex vesicarius।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—চুকাপালঙ্ মধুর ও অতিশয় অম্লরস, বাতঘ্ন, কফ ও পিত্তকারক, রুচিপ্রদ ও লঘুপাক। ইহা বেগুনের সহিত পাক করিলে বিশেষ রুচিজনক হয়।

হিলমোচিকা

ব্রাহ্মী শঙ্খধরাচারী মৎস্যাক্ষী হিলমোচিকা।
শোথং কুষ্ঠং কফং পিত্তং হরতে হিলমোচিকা॥

হেলেঞ্চা বা হিঞ্চে শাক

পর্য্যায়।—ব্রাহ্মী, শঙ্খধরা, আচারী, মৎস্যাক্ষী ও হিলমোচিকা—এইগুলি হেলেঞ্চের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে হুরহুল, বোম্বায়ে হুরহুচী, উৎকলে হিরমিচা ও আসামে মনোয়া শাক, ল্যাটিনে Enhydra fluctuans বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—হেলেঞ্চা শাক শোথ, কুষ্ঠ, কফ ও পিত্তনাশক।

সুনিষণ্ণঃ

শিতিবারঃ শিতিবরঃ স্বস্তিকঃ সুনিষণ্ণকঃ।
শ্রীবারকঃ সূচীপত্রঃ পর্ণকঃ কুক্কুটঃ শিখী॥
শাকো জলান্বিতে দেশে চতুষ্পত্রীতি চোচ্যতে।
সুনিষণ্ণো হিমো গ্রাহী মেদোদোষত্রয়াপহঃ॥
অবিদাহী লঘুঃ স্বাদুঃ কষায়ো রুক্ষদীপনঃ।
বৃষ্যো রুচ্যো জ্বরশ্বাস-মেহকুষ্ঠভ্রমপ্রণুৎ।
মেধ্যো রসায়নো নিদ্রা-করো দাহবিনাশনঃ॥

সুষুণিশাক

পর্য্যায়।—শিতিবার, শিতিবর, স্বস্তিক, সুনিষণ্ণক, শ্রীবারক, সূচীপত্র, পর্ণক, কুক্কুট ও শিখী—এইগুলি সুষুণিশাকের নাম।

পরিচয়।—সুষুণিশাক সজল প্রদেশে উৎপন্ন হয়। ইহার চারিটি দল, তজ্জন্য ইহাকে চতুষ্পত্রী বলে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে চৌপতিয়া, উটিংগণ, গুঠবা শিরীআরী, মহারাষ্ট্রে কুরড়ু, কর্ণাটে কুরড়াহকে ও খড়কতিয়া, তৈলঙ্গে সুনিষন্নমনেশাকম্, উৎকলে সুনুসুনিয়া, গুজরাটে খটাগণ, ওটিগণ নাবী, খরকতিয়া ফারসীতে অংজরা তুখমে অংজরা, আরবীতে অংজরা, বজহুল, অংজরা, ল্যাটিনে Marsilea quadrifolia বলে।

গুণ।—সুষুণিশাক শীতবীর্য, মলসংগ্রাহক, অবিদাহী, লঘু, কষায়, মধুররস, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, বীর্যকারক, রুচিপ্রদ, মেধাজনক, রসায়ন ও নিদ্রাকর।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মেদোরোগ, ত্রিদোষ, জ্বর, শ্বাস, মেহ, কুষ্ঠ, ভ্রম ও দাহ নিবারক।

মূলকপত্রম্

পাচনং লঘু রুচ্যোষ্ণং পত্রং মূলকজং নবম।
স্নেহসিদ্ধং ত্রিদোষঘ্নমসিদ্ধং কফপিত্তকৃৎ॥

মূলার পত্র / আসামে মূলাপাত

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মূলার নূতন পত্র পাচক, লঘু, রুচিকর ও উষ্ণবীর্য। ইহা তৈলাদি স্নেহের সহিত সম্যক্‌রূপে পাক করা হইলে ত্রিদোষ নাশক, কিন্তু সিদ্ধ না হইলে কফপিত্তবর্ধক হয়।

যমানীশাকম্

যমানীশাকমাগ্নেয়ং রুচ্যং বাতকফপ্রণুৎ।
উষ্ণং কটু চ তিক্তঞ্চ পিত্তলং লঘু শূলকৃৎ॥

যোয়ান শাক

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—যোয়ানশাক অগ্নিবৃদ্ধিকর, রুচিকর, বায়ু ও কফনাশক, উষ্ণবীর্য, কটু-তিক্তরস, লঘু, পিত্তবৃদ্ধিকর ও শূলজনক।

পটোলপত্রম্

পটোলপত্রং পিত্তঘ্নং দীপকং পাচনং লঘু।
স্নিগ্ধং বৃষ্যং তথোষ্ণঞ্চ জ্বরকাসক্রিমিপ্রণুৎ॥

পলতা / আসামে পটলপাত

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পলতা পিত্তনাশক, অগ্নিদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, শুক্রকর, উষ্ণবীর্য এবং ইহা জ্বর, কাস ও ক্রিমিরোগ নিবারক।

ঘণ্টাকর্ণঃ

ঘণ্টাকর্ণো হণ্টকশ্চ জ্বরশ্লেষ্মক্রিমিপ্রণুৎ॥

ঘেঁটু

পর্য্যায়।—ঘণ্টাকর্ণ ও ঘণ্টক—এই দুইটি ঘেঁটুর সংস্কৃত নাম। বাংলার চলতি নাম ভাঁট বা ভাণ্ডি।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম ভাঁটা, ল্যাটিন নাম Clerodendron infortunatum।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ঘেঁটু জ্বর, শ্লেষ্মদুষ্টি ও ক্রিমিনাশক।

চণকশাকম্

রুচ্যং চণকশাকং স্যাদ দুর্জ্জরং কফবাতকৃৎ।
অম্লং বিষ্টম্ভজনকং পিত্তনুদ্ দন্তশোথহৃৎ॥

ছোলাশাক

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ছোলাশাক রুচিপ্রদ, দুষ্পাচ্য, কফবাতবর্ধক, অম্লরস, বিষ্টম্ভী এবং ইহা পিত্তনাশক ও দন্তশোথ নিবারক।

কলায়শাকম্

কলায়শাকং ভেদি স্যাল্লঘু তিক্তং ত্রিদোষজিৎ॥

মটর শাক

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মটর শাক ভেদক, লঘু, তিক্ত ও ত্রিদোষনাশক।

সর্ষপশাকম্

কটুকং সার্ষপং শাকং বহুমূত্রমলং গুরু।
অম্লপাকং বিদাহী স্যাদুষ্ণং রুক্ষং ত্রিদোষকৃৎ।
সক্ষারং লবণং তীক্ষ্ণং স্বাদু শাকেষু নিন্দিতম্॥ *

সরিষার শাক

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সর্ষপশাক ঈষৎ ক্ষারযুক্ত, লবণ-কটু-মধুররস, মলমূত্রবর্ধক, গুরু, অম্লবিপাক, বিদাহী, উষ্ণবীর্য, রুক্ষ, ত্রিদোষজনক ও তীক্ষ্ণবীর্য। ইহা সমস্ত শাক হইতে নিকৃষ্ট।

ভদ্রবল্লী

ভদ্রবল্লী শীতভীরুর্ভূমিমণ্ডোঽষ্টপাদিকা।
ব্রণং ভগ্নাময়ং নাড়ী-ব্রণমেষা বিনাশয়েৎ॥

হাপরমালী

পর্য্যায়।—ভদ্রবলী, শীতভীরু, ভূমিমণ্ড ও অষ্টপাদিকা—এইগুলি হাপরমালীর নাম। ইহার ল্যাটিন নাম Vallaris heynei।

* সার্ষপং পত্রমত্যুষ্ণং রক্তপিত্তপ্রকোপণম্। / বিদাহি কটুকং স্বাদু গুরুবৃদ্ রুচিদায়কম্॥
রা. নি.।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—হাপরমালী ব্রণ, ভগ্নক্ষত নাড়ীব্রণ বিনাশক।

হস্তিশুণ্ডী

হস্তিনী হস্তিশুণ্ডী চ শুণ্ডী ধূসরপত্রিকা।
শুণ্ডী কটূষ্ণা তথোক্তা চ সন্নিপাতজ্বরান্তকৃৎ॥

হাতীশুঁড়া

পর্য্যায়।—হস্তিনী, হস্তিশুণ্ডী, শুণ্ডী ও ধূসরপত্রিকা—এইগুলি হাতীশুঁড়ার পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ—ইহাকে মহারাষ্ট্রে নেলবা ও কর্ণাটে নলদাবয়ে বলে। ইংরাজী নাম Indian turn sole, ল্যাটিন নাম Heliotropium indicum।

গুণাদি।—হাতীশুঁড়া কটু, উষ্ণবীর্য ও সন্নিপাতজ্বর নাশক।

মুক্তাবর্চ্চাঃ

মুক্তাবর্চ্চাস্তথা রুদ্রা বাস্তিরুচ্চ বিরেচনী।
কাসশ্বাসগরঘ্নী চ জ্বরহৃৎ কফবাতহৃৎ॥
এতস্যাঃ স্বরসঃ পীতঃ কফোৎসারী চ বামনঃ।
পায়ুলেপাম্মলোৎসারী কল্কো বালেষু যুজ্যতে॥

মুক্তবর্ষী বা বিড়ালহাঁচী

পর্য্যায়।—মুক্তাবর্চ্চা ও রুদ্রা—এই মুক্তবর্ষীর পর্য্যায়। ইহার ল্যাটিন নাম Acalypha indica।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মুক্তবর্ষী বমনকারক, বিরেচক ও বাতশ্লেষ্মনাশক। ইহা কাস, শ্বাস, জ্বর ও বিষরোগ প্রযুক্ত হয়। ইহার রস পান করিলে কফ নির্গত হয় ও বমন হইয়া থাকে। ইহা বাটিয়া গুহ্যদেশে প্রলেপ দিলে শিশুদিগের বিরেচন হয়।

অগস্তিপুষ্পম্

অগস্তিকুসুমং শীতং চতুর্থকনিবারণম্।
নক্তান্ধ্যনাশনং তিক্তং কষায়ং কটুপাকি চ।
পীনসশ্লেষ্মপিত্তঘ্নং বাতঘ্নং মুনিভির্মতম্॥

বকপুষ্প

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে বকফুল বলে। ইহার ল্যাটিন নাম Agati grandiflora।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বকপুষ্প শীতবীর্য, চতুর্থক-জ্বরনাশক, রাত্র্যান্ধ (রাতকাণা) নিবারক, তিক্ত-কষায়-রস, কটুবিপাক এবং ইহা পীনস, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বাতপ্রশমক।

কদলীপুষ্পম্

কদল্যাঃ কুসুমং স্নিগ্ধং মধুরং তুবরং গুরু।
বাতপিত্তহরং শীতং রক্তপিত্তক্ষয়প্রণুৎ॥

মোচা

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে কলাদিল্, ইংরাজীতে Plantain flower বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মোচা স্নিগ্ধ, মধুর-কষায়রস, গুরু, শীতবীর্য এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, রক্তপিত্ত ও ক্ষয় নিবারক।

শোভাঞ্জনপুষ্পম্

শিগ্রোঃ পুষ্পন্তু কটুকং তীক্ষ্ণোষ্ণং স্নায়ুশোথকৃৎ।
ক্রিমিঘ্নং কফবাতঘ্নং বিদ্রধিপ্লীহগুল্মজিৎ।
মধুশিগ্রোস্তু কিহিতং রক্তপিত্তপ্রসাদনম্॥

শজিনাপুষ্প

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে সজিনা বলে। ইহার ল্যাটিন নাম Moringa pterygosperma, Hyperenthera moringa।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শজিনাপুষ্প কটুরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য স্নায়ুশোথকারক এবং ইহা ক্রিমি কফ, বায়ু, বিদ্রধি, প্লীহা ও গুল্মনিবারক। রক্তশজিনাপুষ্প রক্তপিত্তের প্রসাদক।

শেফালিকা

শেফালী রজনীহাসা শুক্লাঙ্গী নিশিপুষ্পিকা।
শেফালিকা রক্তবৃন্তা বিজয়া শীতমঞ্জরী॥
শেফালিঃ কটুতিক্তোষ্ণা রুক্ষা বাতক্ষয়াপহা।
স্যাদঙ্গসন্ধিবাতঘ্নী গুদবাতাদিদোষনুৎ॥

শিউলি ফুল

পর্য্যায়।—শেফালী, রজনীহাসা, শুক্লাঙ্গী, নিশিপুষ্পিকা, শেফালিকা, রক্তবৃন্তা, বিজয়া ও শীতমঞ্জরী—এইগুলি শিউলি ফুলের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে হারশিঙ্গার, গুজরাটে পরবুটি, তৈলঙ্গে পগলমূলী, পাঞ্জাবে পহরবুটী এবং কোকণে শিউল বলে। ইংরাজী নাম Night Jesmine, ল্যাটিন নাম Nyctanthes arbortristis।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ। শিউলি কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য ও রুক্ষ। ইহা বাত, ক্ষয়রোগ, অঙ্গ ও সন্ধিগত বাতরোগ এবং অপানবায়ু নাশক।

কুষ্মাণ্ডম্

কুষ্মাণ্ডং স্যাৎ পুষ্পফলং পীতপুষ্পং বৃহৎফলম্।
কুষ্মাণ্ডং বৃংহণং বৃষ্যং গুরু পিত্তাস্রবাতনুৎ॥
বালং পিত্তাপহং শীতং মধ্যমং কফকারকম্।
বৃদ্ধং নাতিহিমং স্বাদু সক্ষারং দীপনং লঘু।
বস্তিশুদ্ধিকরং চেতো রোগহৃৎ সর্ব্বদোষজিৎ॥ *

চাল কুমড়া

পর্য্যায়।—কুষ্মাণ্ড, পুষ্পফল, পীতপুষ্প ও বৃহৎফল—এইগুলি কুষ্মাণ্ডের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে কুষ্মড়া, পেঠা, কোহড়া, তৈলঙ্গে গুম্মডি, পুল্লাহা, বর্ড়ীকা, উৎকলে কখারু, পানীকখারু, মহারাষ্ট্রে কোহোল্লা, গুজরাটে ভূরুংকোলুং, কর্ণাটে দারকোহল্লা, ফারসীতে ভূরা, আরবীতে মহন্দেশ ও আসামে কোমোরা বলে। ইংরাজি নাম White melon, ল্যাটিন নাম Benicassa cerifera।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—চাল কুমড়া পুষ্টিকারক, শুক্রবর্ধক, গুরু এবং ইহা রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক।

প্রকারভেদে গুণভেদ।—কচিকুমড়া পিত্তনাশক ও শীতবীর্য। মধ্যম (মাঝারি) কুমড়া কফকারক। পক্ক কুমড়া নাতিশীতল, সক্ষার-মধুর-রস, অগ্নিদীপক, লঘু, বস্তি-শোধক এবং চিত্তবিকৃতি ও সর্বদোষপ্রশমক।

অলাবূঃ

অলাবূঃ কথিতা তুম্বী দ্বিধা দীর্ঘা চ বর্ত্তুলা।
মিষ্টং তুম্বীফলং হৃদ্যং পিত্তশ্লেষ্মাপহং গুরু।
বৃষ্যং রুচিকরং প্রোক্তং ধাতুপুষ্টি-বিবর্দ্ধনম্॥ **

লাউ

পর্য্যায়।—অলাবু ও তুম্বী—এই দুইটি লাউয়ের নাম।

প্রকারভেদ।—ইহা দীর্ঘ ও বর্ত্তুল ভেদে দুই প্রকার হয়।

দেশভেদে নামভেদ। ইহার নাম হিন্দীতে কদ্দু, তোম্বী, লম্বালৌকা ও গ্রহালৌকা, রামতোরঈ, মহারাষ্ট্রে দুধ্যাভোংপলা, গুজরাটে দুধীম্বুং, দুধুলুং, কর্ণাটে

---

* কুষ্মাণ্ডং হরং প্রমেহশমনং কৃচ্ছ্রাশ্মরীচ্ছেদনম্, / বিণ্মূত্রগ্রহণং তৃষার্ত্তিশমনং জীর্ণাঙ্গ-পুষ্টিপ্রদম্ / বৃষ্যং স্বাদু রক্তরোচকহরং বল্যঞ্চ পিত্তাপহম্ / কুষ্মাণ্ডং প্রবরং বদন্তি ভিষজো বল্লীফলানাং পুনঃ॥ রা. নি.।

** তুম্বী সুমধুরা স্নিগ্ধা পিত্তঘ্নী গর্ভপোষকৃৎ।/বৃষ্যা বাতপ্রদা চৈব বলপুষ্টিবিবর্দ্ধিনী। রা. নি.।

কড়ুংউবলকায়ি, তৈলঙ্গে তীয়াতুখড়ীকায়া, আসামে লাও, ফারসীতে কুত্তশিরিন্, কুহুএদয়োজ. আরবীতে যুক্তিনেহশুকরা, ইংরাজীতে Gourd, ল্যাটিনে Cucurbita maxima বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—লাউ হৃদ্য, গুরুপাক, বৃষ্য, রুচিকারক, ধাতুবর্ধক, পুষ্টিকারক ও পিত্তশ্লেষ্মনাশক।

কটুতুম্বী

ইক্ষ্বাকুঃ কটুতুম্ব স্যাৎ সা তুম্বী চ মহাফলা।
কটুতুম্বী হিমাহৃদ্যা পিত্তকাসবিষাপহা।
তিক্তা কটুর্বিপাকে চ বাতপিত্তজ্বরান্তকৃৎ॥ *

তিতলাউ

পর্য্যায়।—ইক্ষ্বাকু, কটুতুম্বী তুম্বী ও মহাফলা—এই কয়েকটি তিতলাউয়ের সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে তুম্বা, তিতলোকী, কডবী তোম্ব, মহারাষ্ট্রে কড়ুভোংপলা, কর্ণাটে কড়ুহ্ধ, কহীসোরে, তৈলঙ্গে চেতিআনব, গুজরাটে কডবীতুংবডী, ফারসীতে কুটুতলখ, আবরীতে করউলমুব বলে। ইংরাজী নাম Bitter groud, ল্যাটিন নাম Lagenaria vulgaris।

গুণ।—তিতলাউ শীতবীর্য, অরুচিকারক, তিক্তরস ও কটুবিপাক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিত্ত, কাস, বিষ, বায়ু ও পিত্তজ্বর বিনাশক।

কর্কটী

কর্কটী শীতলা রুক্ষা গ্রাহিণী মধুরা গুরুঃ।
রুচ্যা পিত্তহরা সামা পক্ব তৃষ্ণাগ্নিপিত্তকৃৎ॥

বড় কাঁকুড়

দেশভেদে নামভেদ—ইহাকে হিন্দুস্থানে ককডী, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে কাংকড়ী, কর্ণাটে কোয়সৌত, তৈলঙ্গে দোষকায়া, ফারসীতে খ্যাটজাব, দহংজ খ্যারদরাজ, আরবীতে কিস্সাকদস্ বলে। ইংরাজী নাম Green melon, ল্যাটিন নাম Cucumis utilissimus।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অপক্ক বড কাঁকুড শীতল, রুক্ষ, মলসংগ্রাহক, মধুররস, গুরু, রুচিপ্রদ ও পিত্তনাশক। পাকা কাঁকুড তৃষ্ণা, পিত্ত ও অগ্নিকারক।

চিচিণ্ডঃ

চিচিণ্ডঃ শ্বেতরাজিঃ স্যাৎ সুদীর্ঘো গৃহকূলকঃ
চিচিণ্ডো বাতপিত্তঘ্নো বল্যঃ পথ্যো রুচিপ্রদঃ।
শোষিণোঽতিহিতঃ কিঞ্চিদ্গুণৈর্ন্যূনঃ পটোলতঃ॥

---

*. কটুতুম্বী কটুস্তীক্ষ্ণা বান্তিকৃৎ শ্বাসবাতজিৎ। / কাসঘ্নী শোধনী শোফ-ব্রণশূলবিষাপহা॥ রা. নি.।

চিচিঙ্গে

পর্য্যায়।—চিচিণ্ড, শ্বেতরাজি, সুদীর্ঘ ও গৃহকূলক—এই কয়েকটি চিচিঙ্গের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে চচেণ্ডা, চিচিংড়া, মহারাষ্ট্রে টরকাংকড়ী, গুজরাটে পংড়োলাং, তৈলঙ্গে পোটপাকায়া, আসামে ঝিকা, ইংরাজীতে Snake gourd বলে। ল্যাটিন নাম Trichosanthes anguina।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—চিচিঙ্গে বাতপিত্তনাশক, বলকারক, পথ্য ও রুচিপ্রদ। ইহা শোষরোগীর পক্ষে অত্যন্ত হিতকর। চিচিঙ্গে পটোল অপেক্ষা অল্পগুণযুক্ত।

কারবেল্লম্

কারবেল্লং কঠিল্লং স্যাৎ কারবেল্লী ততো লঘুঃ।
কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিক্তমবাতলম্॥
জ্বরপিত্তকফাস্রঘ্নং পাণ্ডুমেহক্রিমীন্ হরেৎ।
তদ্গুণা কারবেল্লী স্যাদ্ বিশেষাদ্দীপনী লঘু॥ *

করেলা ও উচ্ছে

পর্য্যায়।—কারবেল্ল ও কঠিল্ল—এই দুইটি করেলার নাম। কারবেল্লী (উচ্ছে) করেলা অপেক্ষা ক্ষুদ্র।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে করেলা, করেলী, তৈলঙ্গে কাকরকায়া, উৎকলে শলরা, মহারাষ্ট্রে কারলেং, ক্ষুদ্রকারলী, গুজরাটে কারেলা, কড়বাবেলা, কর্ণাটে হাগল, আসামে তিতাকেরেলা, আরবীতে কিস্সা, উল্‌হিমার ও ফারসীতে কারেলাহ বলে। ল্যাটিন নাম Momordica charantia।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—করেলা, শীতবীর্য্য, ভেদক, লঘু ও তিক্তরস এবং ইহা জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্ত, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমিনাশক। ইহা বাতকারক নহে।

গুণাদি।—উচ্ছের গুণ করেলার ন্যায়, বিশেষত ইহা অগ্নিদীপক ও লঘু।

মহাকোশাতকী

মহাকোশাতকী প্রোক্তা হস্তিঘোষা মহাফলা।
ধামার্গবো ঘোষকশ্চ হস্তিপর্ণশ্চ স স্মৃতঃ।
মহাকোশাতকী স্নিগ্ধা রক্তপিত্তানিলাপহা॥ †

ধুঁধুল

পর্য্যায়।—মহাকোশাতকী, হস্তিঘোষা, মহাফলা, ধামার্গব, ঘোষক ও হস্তিপর্ণ—এই কয়েকটি ধুঁধুলের নাম।

---

* কারবেল্লমবৃষ্যঞ্চ রোচনং কফপিত্তজিৎ। রা. নি.।

† হস্তিকোশাতকী স্নিগ্ধা মধুরাম্লানবাতকৃৎ। বৃষ্যা রুচিকরী চৈব ব্রণসংরোপণী চ সা॥ রা. নি.।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে খিয়াতোরঈ, নেনুআ, তৈলঙ্গে পুছাবীর-কায়া, এনুগবীর, উড়িষ্যায় তরড়ি, মহারাষ্ট্রে ঘোষালী, পারোশী, গুজরাটে গলকাং, আসামে ধুন্দুলি, কর্ণাটে অরহিরে, ফারসীতে খিয়ার বলে। ল্যাটিন নাম Luffa aegyptsaca।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মহাকোশাতকী স্নিগ্ধ এবং রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক।

ধামার্গবঃ

ধামার্গবঃ পীতপুষ্পো জালিনী কৃতবেধনা।
রাজকোশাতকী চেতি তথোক্তা রাজিমৎফলা॥
রাজকোষাতকী শীতং মধুরা কফবাতলা।
পিত্তঘ্নী দীপনী শ্বাস-জ্বরকাসক্রিমিপ্রণুৎ॥

তিত্ ধুঁধুল বা ঘোষাফল

পর্য্যায়।—ধামার্গব, পীতপুষ্প, জালিনী, কৃতবেধনা, রাজকোশাতকী ও রাজিমৎ-ফলা—এই কয়েকটি ঘোষাফলের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে কারবী, তোরঈ, মহারাষ্ট্রে কড়ুকোকরা, তৈলঙ্গে সোন্দুবীরাকঈ, ইংরাজীতে Bitter Luffa ল্যাটিনে Luffa amara বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ঘোষাফল শীতল, মধুররস, কফবাতকারক, পিত্তনাশক ও অগ্নিদীপক এবং ইহা শ্বাস, জ্বর, কাস ও ক্রিমিনিবারক।

ধারাকোশাতকী

ধারাকোশাতকী স্বাদু-ফলা ধারাফলা মতা।
পীতপুষ্পা সুপুষ্পা সু-কোশা দীর্ঘফলা ভবেৎ॥
ধারাকোশাতকী স্নিগ্ধা মধুরা কফপিত্তনুৎ।
ঈষদ্ বাতকরী পথ্যা রুচিকৃদ্ বলবীর্য্যদা॥

ধারাকোশাতকী / ঝিঙ্গা

পর্য্যায়।—ধারাকোশাতকী স্বাদুফলা, ধারাফলা, পীতপুষ্প, সুপুষ্পা, সুকোশা ও দীর্ঘফলা—এই কয়েকটি ধারাকোশাতকীর নাম।

দেশভেদে নামভেদ। ইহাকে হিন্দীতে তোরঈ, মহারাষ্ট্রে কড়দোড়কী, তৈলঙ্গে চেতুবির্কায়া, কর্ণাটে কাহিরে, ফারসীতে তুরীয়ে তল্খ, ল্যাটিনে Luffa acutangula বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ধারাকোশাতকী স্নিগ্ধ, মধুররস, কফপিত্তনাশক, ঈষৎ বায়ুবর্ধক এবং ক্ষুধা, রুচি, বল ও বীর্যবর্ধক।

পটোলঃ

পটোলঃ কুলকস্তিক্তঃ পাণ্ডুকঃ কর্কশচ্ছদঃ।
রাজীফলঃ পাণ্ডুফলো রাজেয়শ্চামৃতাফলঃ॥
বীজগর্ভঃ প্রতীকশ্চ কুষ্ঠহা কাসভঞ্জনঃ।
পটোলং পাচনং হৃদ্যং বৃষ্যং লঘ্বগ্নিদীপনম্॥
স্নিগ্ধোষ্ণং হন্তি কাসাস্র-জ্বরদোষত্রয়ক্রিমীন্।
পটোলস্য ভবেৎ মূলং বিরেচনকরং সুখাৎ॥
নালং শ্লেষ্মহরং পত্রং পিত্তহারি ফলং পুনঃ।
দোষত্রয়হরং প্রোক্তং তদ্বৎ তিক্তা পটোলিকা॥ *

পটোল

পর্য্যায়।—পটোল, কুলক, তিক্ত, পাণ্ডুক, কর্কশচ্ছদ, রাজীফল, পাণ্ডুফল, রাজেয়, অমৃতাফল, বীজগর্ভ, প্রতীক, কুষ্ঠহা ও কাসভঞ্জন এইগুলি পটোলের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে পরবল, মহারাষ্ট্রে পডবল ও পড়োল কর্ণাটে কোহিপডবল, তৈলঙ্গে কোম্মুপটোল, গুর্জ্জরদেশে চুরনিহার, কপিলবর্ণী, তামিলে কোম্বুপুড়লৈ, আসামে পটল এবং কান্যকুব্জে মোরহড়া। ল্যাটিন নাম Trichosanthes dioica।

গুণ।—পটোল পাচক, হৃদ্য, শুক্রকারক, লঘু, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ ও উষ্ণবীর্য।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কাস, রক্তদোষ, জ্বর, ক্রিমি ও ত্রিদোষ নাশক।

মূলাদির গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহার মূল উৎকৃষ্ট বিরেচক, নাল্ (ডাটা)—কফঘ্ন, পত্র—পিত্তনাশক ও ফল—ত্রিদোষ নাশক। তিক্ত পটোলিকাও উক্তবিধগুণযুক্ত।

বিম্বীফলম্

বিম্বী রক্তফলা তুম্বী তুণ্ডিকেরী চ বিম্বিকা।
ওষ্ঠোপমফলা প্রোক্তা পীলুপর্ণী চ কথ্যতে॥
বিম্বীফলং স্বাদু শীতং গুরু পিত্তাস্রবাতজিৎ।
স্তম্ভনং লেখনং রুচ্যং বিবন্ধাধ্মানকারকম্॥

তেলাকুচা

পর্য্যায়।—বিম্বী, রক্তফলা, তুম্বী, তুণ্ডিকেরী, বিম্বিকা, ওষ্ঠোপমফলা ও পীলুপর্ণী—এইগুলি তেলাকুচার নামান্তর।

---

* পটোলঃ কটুতিক্তোষ্ণঃ সরঃ পিত্তবলাসজিৎ। / কফকণ্ডূবিকুষ্ঠাস্রগ্-জ্বরদাহার্ত্তিনাশনঃ॥ রা. নি.।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে কন্দুরী, মহারাষ্ট্রে গোড়তোণ্ডলী, গুজরাটে ঘোলাংমিঠাং ও আসামে কোয়াভাতুরি বলে। ল্যাটিন নাম Cephalandra indica এবং Coccinia india।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ। বিম্বীফল মধুররস, শীতবীর্য, গুরু, রক্তপিত্তপ্রশমক, বায়ুনাশক, স্তম্ভনকারক, লেখন, রুচিপ্রদ এবং বিবন্ধ ও আধ্মান কারক।

শিম্বী

শিম্বিঃ শিম্বি পুস্তশিম্বী তথা পুস্তকশিম্বিকা।
শিম্বীদ্বয়ঞ্চ মধুরং রসে পাকে হিমং গুরু।
বল্যং দাহকরং প্রোক্তং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তজিৎ॥ *

শিম

প্রকারভেদ ও পর্য্যায়।—শিম দুই প্রকার। শ্বেতশিমকে শিম্বি ও শিম্বী এবং মোগলাই শিমকে পুস্তশিম্বী ও পুস্তকশিম্বিকা বলে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সেম, সুফরাসেম, গোজিয়া সেম, শেম্বি, মহারাষ্ট্রে খড়সাংবল, আবঈচা, শেংগ, গুজরাটে পরবোলিয়া তরবারড়ী, তৈলঙ্গে কারুচিকটু, আসামে উরহী, আরবীতে গলাফুলগোল বলে। ল্যাটিন নাম Dolichos lablab।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—এই দ্বিবিধ শিমই আস্বাদে ও পাকে মধুররস, শীতবীর্য গুরু, বলকারক, দাহজনক, শ্লেষ্মবর্ধক ও বাতপিত্তনাশক।

বৃশ্চিকালী

বৃশ্চিকালী বৃশ্চিপত্রী বিষঘ্নী নাগদন্তিকা।
সর্পদংষ্ট্রামরা কালী চোষ্ট্রধূসরপুচ্ছিকা॥
কটুরী তিক্তা বৃশ্চিকালী হৃদবক্ত্র পরিশোধিনী।
বলকৃদ্ রক্তপিত্তঘ্নী কাসশ্বাসপ্রণাশিনী।
বিষঘ্নী রোচনী বহ্নি মান্দ্যান্নজ্বরনাশিনী॥

বিছুটি

পর্য্যায়:—বৃশ্চিকালী, বৃশ্চিপত্রী, বিষঘ্না, নাগদন্তিকা, সর্পদংষ্ট্রা, অমরা, কালী, উষ্ট্রধূসরপুচ্ছিকা—এই সকল বিছুটির নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বর্হণ্টা, বিছবাঘাস, মহারাষ্ট্রে বৃশ্চিকালী, আগ্যা, বিচবা, কর্ণাটে হলিগুলু, গুজরাটে খাজবণী, তৈলঙ্গে ডুলঘোড়ী ও আসামে ছোরাট বলে। ইহার ল্যাটিন নাম Tragia involucrata।

---

* অগ্নিশিম্বী তু মধুরা কষায়া শ্লেষ্মপিত্তজিৎ। / ব্রণদোষোপহন্ত্রী চ শীতলা রুচিদীপনী॥
রা· নি·।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বিচুটী কটু-তিক্তরস, হৃদয়শোধক, মুখপরিষ্কারক, বলবর্ধক, বিষঘ্ন ও রুচিপ্রদ। ইহা রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বর নিবারক।

শোভাঞ্জনফলম্

শোভাঞ্জনফলং স্বাদু কষায়ং কফপিত্তনুৎ।
শূলকুষ্ঠক্ষয়শ্বাস-গুল্মহৃদ্ দীপনং পরম্॥

সজিনা ডাঁটা

দেশভেদে নামভেদ।—সজিনা ডাঁটাকে তৈলঙ্গে মুনগপুংডু ও ইংরাজীতে **Drumstick Plant** বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মধুর কষায়রস, অত্যন্ত অগ্নিদীপক এবং কফ, পিত্ত, শূল, কুষ্ঠ, ক্ষয়, শ্বাস ও গুল্ম বিনাশক।

বৃন্তাকম্

বৃন্তাকং স্ত্রী তু বার্ত্তাবুর্ভণ্টাকী ভাণ্টিকাপি চ।
বৃন্তাকং স্বাদু তীক্ষ্ণোষ্ণং কটুপাকমপিত্তলম্॥
জ্বরবাতবলাসঘ্নং দীপনং শুক্রদং লঘু।
তদ্ বালং কফপিত্তঘ্নং বৃদ্ধং পিত্তকরং গুরু॥
বৃন্তাকং পিত্তলং কিঞ্চিদঙ্গারপরিপাচিতম্।
কফমেদোঽনিলামঘ্নমত্যর্থং লঘু দীপনম্।
তদেব হি গুরু স্নিগ্ধং সতৈলং লবণান্বিতম্॥
অপরং শ্বেতবৃন্তাকং কুক্কুটাণ্ডসমং ভবেৎ।
তদর্শঃসু বিশেষেণ হিতং হীনঞ্চ পূর্ব্ববৎ॥ *

বেগুন

পর্য্যায়।—বৃন্তাক, বার্ত্তাকু, ভণ্টাকী, ভণ্টিকা—এই কয়েকটি বেগুনের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে বৈংগন, ভণ্টা, ভটা, মহারাষ্ট্রে বাংগে, গুজরাটে রিংগণা, রিংগণী, কর্ণাটে বদনে, তৈলঙ্গে বংকায়া, উৎকলে বাইগুণ, আসামে বেঙেনা, তামিলে বুঠিকেরকই, আরবীতে বাদিজান, ফারসীতে বাদংগান্ বলে। ল্যাটিন নাম Solanum melongena, ইংরাজী নাম Brinjal।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বেগুন মধুররস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, কটুবিপাক, অপিত্তকর, অগ্নিদীপক, শুক্রজনক, লঘু এবং ইহা জ্বর, বায়ু ও শ্লেষ্মবিনাশক।

প্রকারভেদে গুণভেদ।—কচি বেগুন কফ ও পিত্তনাশক। পাকা বেগুন—পিত্ত-

---

* বার্ত্তাকী কটুকা রুচ্যা মধুরা পিত্তনাশিনী। / বলপুষ্টিকরী হৃদ্যা গুরুর্বাতেষু নিন্দিতা॥ রা. নি.।

কারক ও গুরু। অঙ্গারদগ্ধ বেগুন—কিঞ্চিৎ পিত্তকর, অত্যন্ত লঘু, অগ্নিদীপক, এবং ইহা কফ, মেদঃ, বায়ু ও আমদোষের শান্তিকারক। দগ্ধবেগুন (বেগুন পোড়া) লবণ ও তৈল মিশ্রিত করিলে গুরু ও স্নিগ্ধ হয়। কুক্কুটাণ্ডের ন্যায় আর এক প্রকার শ্বেতবেগুন আছে, তাহা পূর্বোক্ত বেগুন হইতে হীনগুণ, কিন্তু অর্শোরোগে বিশেষ হিতকর।

ডিণ্ডিশঃ

ডিণ্ডিশো রোমশফলো মুনিনির্ম্মিত ইত্যপি।
ডিণ্ডিশো রুচিকৃদ্ ভেদী পিত্তশ্লেষ্মাপহঃ স্মৃতঃ।
সুশীতো বাতলো রুক্ষো মূত্রলশ্চাশ্মরীহরঃ॥

ঢেঁড়স

পর্য্যায়।—ডিণ্ডিশ, রোমশফল ও মুনিনির্ম্মিত—এই কয়েকটি ঢেঁড়শের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে ঢেঁড়সে ফল। আসামে ভেরেণ্ডা। ল্যাটিন নাম Hibiscus cules।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ঢেঁড়স রুচিকর, ভেদক, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, শীতবীর্য বাতবর্ধক, রুক্ষ, মূত্রজনক ও অশ্মরীপ্রশমক।

কর্কোটকী

কর্কোটকী পীতপুষ্পা মহাজালীতি চোচ্যতে।
কর্কোটী মলহৃৎ কুষ্ঠ-হৃল্লাসারুচিনাশিনী।
শ্বাসকাসজ্বরান্ হন্তি কটুপাকা চ দীপনী॥ *

কাঁকরোল

পর্য্যায়।—কর্কোটকী, পীতপুষ্প, মহাজালী—এইগুলি কাঁকরোলের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে খেখসা, ককোড়া, মহারাষ্ট্রে কাংটলী, কণ্টোলী, গুজরাটে কংটোলী, তৈলঙ্গে অগোরকর, আসামে কাঁকিরল। ল্যাটিন নাম Momordica cochinchinensis।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কাঁকরোল মল, কুষ্ঠ, হৃল্লাস, অরুচি, শ্বাস, কাস ও জ্বরনাশক এবং কটুবিপাক। ইহা অগ্নিদীপক।

বিদারী

বিদারী স্বাদুকন্দা চ সা তু ক্রোষ্ট্রী সিতা স্মৃতা।
ইক্ষুগন্ধা ক্ষীরবল্লী ক্ষীরশুক্লা পয়স্বিনী॥
বিদারী মধুরা স্নিগ্ধা বৃংহণী স্তন্যশুক্রদা।

* কর্কোটকী কটুষ্ণা চ তিক্তা বিষবিনাশিনী। / বাতঘ্নী পিত্তহৃচ্চৈব দীপনী রুচিকারিণী॥ রা. নি.।

শীতা স্বর্য্যা মূত্রলা চ জীবনী বলবর্ণদা।
গুরুঃ পিত্তাস্রপবন-দাহান্ হন্তি রসায়নী॥

ভূমিকুষ্মাণ্ড / ভুঁইকুমড়া

পর্য্যায়।—বিদারী, স্বাদুকন্দা, ক্রোষ্ট্রী, সিতা, ইক্ষুগন্ধা, ক্ষীরবল্লী, ক্ষীরশুক্লা ও পয়স্বিনী—এই কয়েকটি ভুঁইকুমড়ার নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে বিলাঈকন্দ, বিল্লৈয়াকন্দ, বিদারীকন্দ, বিলারীকন্দ, মহারাষ্ট্রে ভুঈকোহলা বেল্ডিচাবেল, গুজরাটে ফগবেলানোকন্দ, ভোকোপু, তৈলঙ্গে মট্টমলতিগ, নেলগুংবুডু, উৎকলে ভূঁকখরবক, কর্ণাটে বেলবুম্বল ও আসামে পাতালি কোমোরা বলে। ল্যাটিন নাম Ipomoea digitata।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ভূমিকুষ্মাণ্ড মধুররস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, শীতবীর্য, স্বরবর্ধক, মূত্রকারক, গুরুপাক, স্তন্যত, শুক্র ও বলের বর্ধক, বর্ণপ্রসাদক, জীবনীশক্তি-বর্ধক ও রসায়ন। ইহা পিত্তদোষ, রক্তদুষ্টি, বায়ুবিকৃতি ও দাহ নষ্ট করে।

শূরণঃ

শূরণঃ কন্দ ওলশ্চ কন্দলোঽর্শোঘ্ন ইত্যপি।
শূরণো দীপনো রুক্ষঃ কষায়ঃ কণ্ডুকৃৎ কটুঃ॥
বিষ্টম্ভী বিশদো রুচ্যঃ কফার্শঃকৃন্তনো লঘুঃ।
বিশেষাদর্শসে পথ্যঃ প্লীহগুল্মবিনাশনঃ।
সর্ব্বেষাং কন্দশাকানাং শূরণঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
দদ্রুণাং রক্তপিত্তানাং কুষ্ঠানাং ন হিতো হি সঃ।
সন্ধানযোগসংপ্রাপ্তঃ শূরণো গুণবত্তরঃ॥ *

ওল

পর্য্যায়।—শূরণ, কন্দ, ওল, কন্দল ও অর্শোঘ্ন—এই কয়েকটি ওলের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে সূরণ জমীকন্দ, তৈলঙ্গে মংচাকন্দা, দোলকন্দা, বোম্বায়ে জংলি-শূরণ, তামিলে সূরণ, কর্ণাটে সুরণ, মহারাষ্ট্রে গোড়াসুরণ, গুজরাটে সূরণ, আসামে ওলকচু, ফারসীতে ওল বলে। ল্যাটিন নাম Amorphophalus campanulatus।

গুণ।—ওল অগ্নিদীপক, রুক্ষ, কষায়-কটুরস, কণ্ডুকারক, বিষ্টম্ভী, বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক ও লঘু।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, অর্শঃ, প্লীহা ও গুল্মবিনাশক। বিশেষত অর্শোরোগে সুপথ্য। সর্ব্বপ্রকার কন্দশাকের মধ্যে ওলই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দদ্রু, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠরোগে ইহা হিতকর নহে। সন্ধানযোগপ্রাপ্ত শূরণ অধিক গুণদায়ক।

---

* বন্যশূরণকো রুচ্যঃ কটুকঃ ক্রিমিনাশনঃ। / গুল্মশূলাদিদোষঘ্নঃ স চারোচকহারকঃ॥ রা. নি.।

আলুকম্

আলুকং শীতলং সর্ব্বং বিষ্টম্ভি মধুরং গুরু।
সৃষ্টমূত্রমলং রুক্ষং দুর্জ্জরং রক্তপিত্তনুৎ।
কফানিলকরং বল্যং বৃষ্যং শুক্রবিবর্দ্ধনম্॥

আলু

দেশভেদে নামভেদ।—ইংরাজী Potato, ল্যাটিন Solanum tuberosum।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—আলু শীতবীর্য, বিষ্টম্ভী, মধুররস, গুরু, মলমূত্র নিঃসারক, রুক্ষ, দুষ্পাচ্য, রক্তপিত্তনাশক, কফানিলবর্ধক, বলকারক, শুক্রজনক ও ও স্তন্যবর্ধক।

পিণ্ডালুঃ

শ্বেতঃ পিণ্ডীতকঃ পিণ্ড-কন্দো রোমশকন্দকঃ।
কন্দগ্রন্থিশ্চ পিণ্ডালুঃ পিচ্ছিলঃ স্বাদুকন্দকঃ॥
পিণ্ডালুর্মধুরঃ শীতো মূত্রকৃচ্ছ্রাময়াপহঃ।
দাহশোষপ্রমেহঘ্নো বৃষ্যঃ সন্তর্পণো গুরুঃ॥

শ্বেতপিণ্ডালু / চুবড়ি আলু

পর্য্যায়—পিণ্ডীতক, পিণ্ডকন্দ, রোমশকন্দ, কন্দগ্রন্থি, পিণ্ডালু, পিচ্ছিল ও স্বাদুকন্দক—এইগুলি শ্বেতপিণ্ডালুর পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ—ইহার নাম হিন্দুস্থানে রতালু, পিণ্ডালু, কাঁদু, শকরকন্দী, মহারাষ্ট্রে রতালে, গোড়ে রতালে, গুজরাটে রতালু, শ্বেতালু, কর্ণাটে কেপিন হেণ্ডল, বিলয় হেণ্ডল, তৈলঙ্গে চিংগেড, তামসে যামংস্কোলং, উৎকলে ঘরাআলু, ফারসীতে জরদাক্ লাহোরী, ইংরাজীতে Yam, ল্যাটিনে Dioscorea sativa বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পিণ্ডালু মধুররস, শীতবীর্য, বৃষ্য, সন্তর্পণ ও গুরু এবং ইহা মূত্রকৃচ্ছ, দাহ, শোষ, প্রমেহনাশক।

আলুকী

আলুকী বলকৃৎ স্নিগ্ধা গুর্ব্বী হৃৎকফনাশিনী।
বিষ্টম্ভকারিণী তৈলে লম্বিতাতিরুচিপ্রদা॥

লালআলু

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম বারুই ল্যাটিন Ipomoea batatas বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—লালআলু বলকর, স্নিগ্ধ, গুরু, হৃদয়গত কফনাশক ও বিষ্টম্ভী। ইহা তৈলে ভাজিলে অত্যন্ত রুচিকর হয়।

মূলকম্

মূলকং হরিপর্ণঞ্চ ভূমিকাক্ষার এব চ।
নীলকণ্ঠং মহাকন্দং রুচিরং হস্তিদন্তকম্॥
লঘুমূলং কটূষ্ণং স্যাদ্ রুচ্যং লঘু চ পাচনম্।
দোষত্রয়হরং স্বর্য্যং জ্বরশ্বাসবিনাশনম্॥
নাসিকাকণ্ঠরোগঘ্নং নয়নাময়নাশনম্।
মহৎ তদেব রুক্ষোষ্ণং গুরু দোষত্রয়প্রদম।
স্নেহসিদ্ধং তদেব স্যাদ্ দোষত্রয়বিনাশনম॥

মূলা

প্রকারভেদ।—মূলা ছোট ও বড় দুইপ্রকার।

পর্য্যায়।—মূলক, হরিপর্ণ, ভূমিকাক্ষার, নীলকণ্ঠ, মহাকন্দ, রুচির ও হস্তিদন্তক —এইগুলি মূলার পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ—ইহার নাম হিন্দুস্থানে মূলী, বড়ীমূলী, মূলীকী, মূলা, ফলী, মহারাষ্ট্রে মূলা, চণকমূলী, কর্ণাটে মূলংগী, তৈলঙ্গে মূলংগিচেট্টু, শৃত্তিদংপা, গুজরাটে মূলা, মূলাফলী, মোগরী, আসামে মূলা, আরবীতে ফজল্, বকুল ফুজল, ফারসীতে তুখ্ তুখ্মতুখ, ল্যাটিনে R. phanus sativus, ইংরাজীতে Radish বলে।

গুণ।—তন্মধ্যে ছোট জাতীয় মূলা, কটুরস, উষ্ণবীর্য, রুচিকর, লঘু, পাচক, ত্রিদোষ-নাশক ও স্বরপ্রসাদক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা জ্বর, শ্বাস, নাসিকারোগ, কণ্ঠরোগ ও নেত্ররোগ বিনাশক।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বড়জাতীয় মূলা রুক্ষ, উষ্ণবীর্য, গুরু ও ত্রিদোষজনক। ইহা তৈলাদিতে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষনাশক হয়।

গাজরম্

গাজরং গৃঞ্জনং প্রোক্তং তথা নাগরবর্ণকম।
গাজরং মধুরং তীক্ষ্ণং তিক্তোষ্ণং দীপনং লঘু।
সংগ্রাহি রক্তপিত্তার্শোগ্রহণীকফবাতজিৎ॥

গাজর

পর্য্যায়।—গাজর, গৃঞ্জন ও নাগরবর্ণক—এই কয়েকটি গাজরের নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দীতে গাজর, জংগলীগাজর, গোলমূলী, মহারাষ্ট্রে গাজর, রানগাজর, কর্ণাটে চণ্ডিকেয় মূলংগি, গুজরাটে গাজর, পত্তালুগাজর, জড়বাউ-গাজর, তৈলঙ্গে গৃঞ্জনং, ফারসীতে জর্দ্দক, গজ্জর, গজরেদস্তি, তুখমেজর্দ্দক, আরবীতে

জজর, জজরে বীরং, বজরুলজজর বলে। ইংরাজী নাম Carrot, ল্যাটিন নাম Daucus carota।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—গাজর মধুর-তিক্তরস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, অগ্নিদীপক, লঘু, মলসংগ্রাহক এবং ইহা রক্তপিত্ত, অর্শঃ, গ্রহণী, কফ ও বায়ু বিনাশক।

কদলীকন্দঃ

শীতলঃ কদলীকন্দো বল্যঃ কেশ্যোঽম্লপিত্তজিৎ।
বহ্নিকৃদ্ দাহহারী চ মধুরো রুচিকারকঃ॥

কদলীকন্দ / কলার এঁটে

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে কেরাকন্দ ও তৈলঙ্গে অরটি দুংপ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কদলীকন্দ বলকর, কেশ্য, অম্লপিত্তনাশক, অগ্নিবর্ধক, দাহনাশক, মধুররস ও রুচিকারক।

কদলীদণ্ডঃ

যোনিদোষহরো দণ্ডঃ কাদল্যোঽস্যগ্দরং জয়েৎ।
রক্তপিত্তহরঃ শীতঃ সুরুচ্যোঽগ্নিপ্রবর্ধনঃ॥

থোড়্

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—থোড় শীতবীর্য, রুচিজনক, অগ্নিবর্ধক; ইহা যোনি-দোষ, অস্দদর ও রক্তপিত্তনাশক।

মাণকন্দঃ

মাণকঃ স্থান্মহাপত্রঃ কথ্যতে তদ্গুণা অথ।
মাণকঃ শোথহৃচ্ছীতঃ পিত্তরক্তহরো লঘুঃ॥ *

মাণকচু

পর্য্যায়।—মাণক ও মহাপত্র—এই দুইটি মাণকচুর পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে আসামে মান্‌কচু বলে। ইহার ল্যাটিন নাম Alocasia indica।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মাণকচু শোথহারক, শীতবীর্য, লঘু এবং ইহা পিত্ত ও রক্তনাশক।

কসেরুকম্

কসেরুকদ্বয়ং শীতং মধুরং তুবরং গুরু।
পিত্তশোণিতদাহঘ্নং নয়নাময়নাশনম্।
গ্রাহি শুক্রানিলশ্লেষ্মারুচিস্তন্যকরং স্মৃতম্॥

---

* মাণকঃ স্বাদুঃ শীতশ্চ গুরুঃ শোথহরঃ কটুঃ। রা. নি.।

কেশুর

প্রকারভেদ ও দেশভেদে নামভেদ।—কেশুর দুই প্রকার। ইহাকে হিন্দুস্থানে কসেরু, মহারাষ্ট্রে কচরা, ক্ষুরত্যা, কর্ণাটে কসেরুবা, সেকিনগডে, আসামে কেঁহেরু, এবং তৈলঙ্গে ইট্টিকোতি বলে। ল্যাটিন নাম Scirpus grossus।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—দ্বিবিধ কেশুরই শীতবীর্য, মধুর-কষায়রস, গুরু, মলসংগ্রাহক, শুক্রবর্ধক, বায়ু ও শ্লেষ্মজনক, অরুচিকারক, স্তন্যবর্ধক এবং ইহা পিত্ত, রক্ত, দাহ ও নেত্ররোগ নাশক।

সংস্বেদজশাকানি

উক্তং সংস্বেদজং শাকং ভূমিচ্ছত্রং শিলীন্ধ্রকম।
ক্ষিতিগোময়কাষ্ঠেষু বৃক্ষাদিষু তদুদ্ভবেৎ ॥
সর্ব্বে সংস্বেদজাঃ শীতা দোষলাঃ পিচ্ছিলাশ্চ তে।
গুরবশ্ছর্দ্যতীসার-জ্বরশ্লেষ্মাময়প্রদাঃ ॥
শ্বেতাঃ শুচিস্থলীকাষ্ঠ-বংশগোময়সম্ভবাঃ
নাতিদোষকরাস্তে স্যুঃ শেষাস্তেভ্যো বিগর্হিতাঃ ॥

ভূঁইছাতা

পরিচয়।—ভূমিতে, গোময়ে, কাষ্ঠে ও বৃক্ষাদিতে ভূঁইছাতা উৎপন্ন হয়।

পর্য্যায়।—ভূমিচ্ছত্র ও শিলীন্ধ্রক উহার পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে সংপকী ছত্রী, ছাতা, ছতোনা, মহারাষ্ট্রে ভূঈফোড়, কোকণে কালিম, গুজরাটে ফুগা, মীংত্রড়ানীবলী, আসামে কাঠফুলা, ল্যাটিনে Fungi, Agaricus campestris, ইংরাজীতে Mushroom বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সকল প্রকার ভূঁইছাতা শীতবীর্য, ত্রিদোষজনক, পিচ্ছিল, গুরু এবং ইহা বমি, অতিসার, জ্বর ও কফরোগজনক।

উৎপত্তিভেদে গুণভেদ।—যে সকল ছত্রক শুচিপ্রদেশে, কাষ্ঠে, বংশে ও গোময়ে সমুদ্ভূত হয়, এবং যাহা শ্বেতবর্ণ, তাহা অতিশয় দোষকারক নহে, তদ্ভিন্ন অপর সমস্ত ছত্রকই দোষকর।

॥ ইতি শাকবর্গঃ ॥

অথ মাংসবর্গ

মাংসম্

মাংসন্ত পিশিতং ক্রব্যমামিষং পললং পলম্ ।
মাংসং বাতহরং সর্ব্বং বৃংহণং বলপুষ্টিকৃৎ ।
প্রাণদং গুরু হৃদ্যঞ্চ মধুরং রসপাকয়োঃ ॥

মাংস

পর্য্যায়।—মাংস, পিশিত, ক্রব্য, আমিষ, পলল ও পল—এইগুলি মাংসের নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে আসামে মঙ্গহ, মাংস বলে।

গুণাদি।—সমস্ত মাংসই বায়ুনাশক, বৃংহণ, বলবর্ধক, পুষ্টিকারক, তৃপ্তিপ্রদ, গুরুপাক, হৃদ্য, মধুররস ও মধুরবিপাক।

মাংসভেদঃ

মাংসবর্গো দ্বিধা প্রোক্তো জাঙ্গলানূপভেদতঃ ॥

মাংসবর্গ দুইভাগে বিভক্ত, যথা—জাঙ্গল ও আনূপ মাংস।

জাঙ্গলস্য লক্ষণং গুণাশ্চ

মাংসবর্গেঽত্র জঙ্ঘালা বিলস্থাশ্চ গুহাশয়াঃ
তথা পর্ণমৃগা জ্ঞেয়া বিষ্কিরাঃ প্রতুদাঃ অপি ॥
প্রসহা অথ চ গ্রাম্যা অষ্টৌ জাঙ্গলজাতয়ঃ।
জাঙ্গলা মধুরা রুক্ষাস্তুবরা লঘবস্তথা ॥
বল্যাস্তে বৃংহণা বৃষ্যা দীপনা দোষহারিণঃ।
মূকতাং মিম্মিনত্বঞ্চ গদগদত্বার্দ্দিতে তথা ॥
বাধির্য্যমরুচিচ্ছর্দ্দি-প্রমেহমুখজান্ গদান্।
শ্লীপদং গলগণ্ডঞ্চ নাশয়ত্যনিলাময়ান্ ॥

জাঙ্গল মাংসের লক্ষণ ও গুণ

জাঙ্গল জাতি আটপ্রকার—জঙ্ঘাল, বিলস্থ, গুহাশয়, পর্ণমৃগ, বিষ্কির, প্রতুদ, প্রসহ ও গ্রাম্য। জাঙ্গলমাংস—কষায়-মধুর রস, রুক্ষ, লঘু, বলকর, বৃংহণ, বৃষ্য, অগ্নিদীপক ও ত্রিদোষনাশক। ইহা মূকতা, মিম্মিনত্ব, গদগদত্ব, অর্দ্দিত, বধিরতা, অরুচি, বমি, প্রমেহ, মুখগত রোগ, শ্লীপদ, গলগণ্ড ও বাতব্যাধিতে প্রশস্ত।

আনূপস্য লক্ষণং গুণাশ্চ

কূলেচরাঃ প্লবাশ্চাপি কোশস্থাঃ পাদিনস্তথা।
মৎস্যা এতে সমাখ্যাতাঃ পঞ্চধানূপজাতয়ঃ॥
আনূপা মধুরাঃ স্নিগ্ধা গুরবো বহ্নিসাদনাঃ।
শ্লেষ্মলাঃ পিচ্ছিলাশ্চাপি মাংসপুষ্টিপ্রদা ভৃশম্।
তথাভিষ্যন্দিনস্তে হি প্রায়ঃ পথ্যতমাঃ স্মৃতাঃ॥

আনূপ মাংসের লক্ষণ ও গুণ

কূলেচর, প্লব, কোশস্থ, পাদী ও মৎস্য—এই পাঁচপ্রকার আনূপ মাংস। আনূপ মাংস—মধুররস, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, অগ্নিমান্দ্যকারক, শ্লেষ্মবর্ধক, পিচ্ছিল, মাংসবর্ধক, পুষ্টিজনক, অভিষ্যন্দী ও সুপথ্য।

লাবাঃ

লাবা বিষ্কিরবর্গেষু তে চতুর্দ্ধা মতা বুধৈঃ।
পাংশুলো গৌরকো বাপি পৌণ্ড্রকো দর্ম্মরস্তথা॥
লাবা বহ্নিকরা স্নিগ্ধা গরঘ্না গ্রাহিকা হিতাঃ।
পাংশুলঃ শ্লেষ্মকৃত্তেষু বীর্য্যোষ্ণোঽনিলনাশনঃ॥
গৌরো লঘুতরো রুক্ষো বহ্নিকারী ত্রিদোষজিৎ।
পৌণ্ড্রকঃ পিত্তকৃৎ কিঞ্চিল্লঘুর্বাতকফাপহঃ।
দর্ম্মরো রক্তপিত্তঘ্নো হৃদাময়হরো হিমঃ॥

লাব মাংস

পরিচয়।—বিষ্কির বর্গের মধ্যে লাবপক্ষী চারিপ্রকার—পাংশুল, গৌর, পৌণ্ডক ও দর্ম্মর।

গুণাদি।—লাব মাংস অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, বিষঘ্ন, সংগ্রাহী ও সুপথ্য। পাংশুল লাবের মাংস—শ্লেষ্মকর, উষ্ণবীর্য ও বায়ুনাশক। গৌর লাবের মাংস অতিশয় লঘু, রুক্ষ, অগ্নিকারক ও ত্রিদোষনাশক। পৌণ্ড্রক লাব মাংস—পিত্তকারক, কিঞ্চিৎ লঘু ও বাতশ্লেষ্মনাশক। দর্ম্মর লাবমাংস—শীতবীর্য, রক্তপিত্ত ও হৃদরোগনাশক।

বর্ত্তিকো বর্ত্তকশ্চিত্রস্তস্তোঽন্যা বর্ত্তকা স্মৃতা।
বর্ত্তকোঽগ্নিকরঃ শীতো জ্বরদোষত্রয়াপহঃ।
সুরুচ্যঃ শুক্রদো বল্যো বর্ত্তকাল্পগুণা ততঃ।

বটের

পর্য্যায়।—বর্ত্তিক, বর্ত্তক ও চিত্র—এই কয়টি বটের পক্ষীর নাম। আর এক প্রকার বটের আছে, তাহার নাম বর্ত্তকা।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম বটেরী গুড়ুগুড়ে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ—বর্ত্তক অগ্নিকারক, শীতবীর্য, রুচিকারক শুক্রবর্ধক, বলকর এবং ইহা জ্বর ও ত্রিদোষনাশক। বর্ত্তকা বটের উহা অপেক্ষা অল্পগুণযুক্ত।

কৃষ্ণতিত্তিরি-গৌরতিত্তিরিশ্চ

তিত্তিরিঃ কৃষ্ণবর্ণঃ স্যাচ্চিত্রোঽন্যো গৌরতিত্তিরিঃ।
তিত্তিরির্বলদো গ্রাহী হিক্কাদোষত্রয়াপহঃ।
শ্বাসকাসজ্বরহরস্তস্মাদ্ গৌরোঽধিকো গুণৈঃ॥

তিত্তির

প্রকারভেদ ও পরিচয়।—তিত্তিরি পক্ষী দুইপ্রকার। তন্মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ তিত্তিরিকে কৃষ্ণতিত্তিরি ও চিত্র-বিচিত্রবর্ণ তিত্তিরিকে গৌরতিত্তিরি কহে।

দেশভেদে নামভেদ।—তৈলঙ্গে ইহার নাম তোতুকপিট্ট ও বসন্ত গৌর। ইংরাজী নাম Frarcolire Partridge।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—তিত্তিরি বলপ্রদ, মলসংগ্রাহক এবং ইহা হিক্কা, ত্রিদোষ, শ্বাস, কাস ও জ্বর নিবারক। গৌরতিত্তিরি ইহা অপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত।

হারীতঃ

হারীতো রক্তকণ্ঠঃ স্যাদ্ধরিতোঽপি স কথ্যতে।
হারীতো রুক্ষ উষ্ণশ্চ রক্তপিত্তকফাপহঃ।
স্বেদস্বরকরঃ প্রোক্ত ঈষদ্বাতকরশ্চ সঃ॥

হরিয়াল বা হরিতাল

পর্য্যায়।—হারীত, রক্তকণ্ঠ ও হরিত—এইগুলি হারীত পক্ষীর নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দী নাম হারীল্।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—হারীত মাংস রুক্ষ, উষ্ণ, রক্তপিত্ত-শান্তিকর, কফঘ্ন, ঘর্মকারক, স্বরবিশুদ্ধিকারক ও অল্প বায়ুনাশক।

চটকঃ

চটকঃ কলবিঙ্কঃ স্যাৎ কুলিঙ্গঃ কালকণ্ঠকঃ।
কুলিঙ্গঃ শীতলঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুঃ শুক্রকফপ্রদঃ।
সন্নিপাতহরো বেশ্ম-চটকশ্চাতিশুক্রলঃ॥

চড়াই পক্ষী

পর্য্যায়।—চটক, কলবিঙ্ক, কুলিঙ্গ ও কালকণ্ঠ—এই কয়েকটি চড়াইপক্ষীর নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—চড়াই পাখীকে হিন্দীতে চবুড়িয়া, মহারাষ্ট্রে চিমণা, আসামে ঘন্‌চিরিকা ও ইংরাজীতে Sparrow বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—চড়াই পক্ষী শীতবীর্য, স্নিগ্ধ, মধুররস, শুক্রজনক, কফকারক ও সন্নিপাত প্রশমক। গৃহচটক অত্যন্ত শুক্রবর্ধক।

কুক্কুটো বনকুক্কুটশ্চ

কুক্কুটঃ কৃকবাকুঃ স্যাৎ কালজ্ঞশ্চরণায়ুধঃ।
তাম্রচূড়স্তথা দক্ষো যামনাদী শিখণ্ডিকঃ॥
কুক্কুটো বৃংহণঃ স্নিগ্ধো বীর্য্যেঽষ্ণোঽনিলহৃদ্‌ গুরুঃ।
চক্ষুষ্যঃ শুক্রকফকৃদ্‌ বল্যো বৃষ্যঃ কষায়কঃ॥
আরণ্যকুক্কুটঃ স্নিগ্ধো বৃংহণঃ শ্লেষ্মলো গুরুঃ।
বাতপিত্তক্ষয়বমি বিষমজ্বরনাশনঃ॥

মোরগ, মুরগী ও বন্যমোরগ

পর্য্যায়।—কুক্কুট, কৃকবাকু, কালজ্ঞ, চরণায়ুধ, তাম্রচূড়, দক্ষ, যামনাদী ও শিখণ্ডিক—এই কয়েকটি কুঁকড়ার নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—মোরগ ও মুরগীর হিন্দীনাম মুর্গা ও তৈলঙ্গী নাম কোড়ি ও কুক্কুট, আসামে কুকুরা, মুর্গী, ইংরাজীতে Cock, Hen, বন্যকুক্কুটকে তৈলঙ্গে অডিবিকোড়ি, ইংরাজীতে Wild Fowl বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মুরগী পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য, বায়ুনাশক, গুরু, চক্ষুর হিতকর, শুক্রবর্ধক, কফকারক, বলকর, বৃষ্য ও কষায়রস।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বনজাত কুক্কুট স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, শ্লেষ্মাবর্ধক, গুরু, এবং বায়ু, পিত্ত, ক্ষয় ও বিষমজ্বর নিবারক।

পারাবতঃ

পারাবতঃ কলরবঃ কপোতো রক্তলোচনঃ।
পারাবতো গুরুঃ স্নিগ্ধো রক্তপিত্তানিলাপহঃ।
সংগ্রাহী শীতলস্তজ্জ্ঞৈঃ কথিতো বীর্য্যবর্দ্ধনঃ।

পায়রা

পর্য্যায়।—পারাবত, কলরব কপোত ও রক্তলোচন—এইগুলি পায়রার নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার হিন্দীনাম কবুতর, মহারাষ্ট্রী নাম পারাব পিট্ট, আসামী নাম পার ও ইংরাজী নাম Pegion।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পায়রা গুরু, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্তনাশক, বাতঘ্ন, মলসংগ্রাহক, শীতবীর্য ও বীর্যবর্ধক।

পক্ষ্যণ্ডানি

নাতিস্নিগ্ধানি বৃষ্যাণি স্বাদুপাকরসানি চ।
বাতঘ্নান্যতিশুক্রাণি গুরূণ্যণ্ডানি পক্ষিণাম্ ॥

পক্ষিডিম্ব

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পক্ষিডিম্ব অনতিস্নিগ্ধ, বৃষ্য, মধুররস, মধুরবিপাক, বাতঘ্ন, অত্যন্ত শুক্রবর্ধক ও গুরু। ইহাকে আসামে চড়াইকনি বলে।

ছাগমাংসম্

ছাগলো বর্করশ্ছাগো বস্তো২জশ্ছেলকঃ স্তুভঃ।
অজা ছাগী স্তুভা চাপি ছেলিকা চ গলস্তনী ॥
ছাগমাংসং লঘু স্নিগ্ধং স্বাদুপাকং ত্রিদোষনুৎ।
নাতিশীতমদাহি স্যাৎ স্বাদু পীনসনাশনম্ ॥
পরং বলকরং রুচ্যং বৃংহণং বীর্য্যবর্দ্ধনম্ ॥
অজায়া অপ্রসূতায়া মাংসং পীনসনাশনম্।
শুষ্ককাসে২রুচৌ শোষে হিতমগ্নেশ্চ দীপনম্ ॥
অজাসুতস্য বালস্য মাংসং লঘুতরং স্মৃতম্।
হৃদ্যং জ্বরহরং শ্রেষ্ঠং সুখদং বলদং ভৃশম্ ॥
মাংসং নিষ্কাশিতাণ্ডস্য ছাগস্য কফকৃদ্ গুরুঃ।
স্রোতঃশুদ্ধিকরং বল্যং মাংসদং বাতপিত্তনুৎ ॥
বৃদ্ধস্য বাতলং রুক্ষং তথা ব্যাধিমৃতস্য চ।
ঊর্দ্ধজত্রুবিকারঘ্নং ছাগমুণ্ডং রুচিপ্রদম্ ॥

ছাগমাংস / ইংরাজী Goat's flesh

পর্য্যায়।—ছাগল, বর্কর, ছাগ, বস্ত, অজ, ছেলক ও স্তুভ—এই কয়েকটি ছাগলের নাম এবং অজা, ছাগী, স্তুভা, ছেলিকা ও গলস্তনী—এইগুলি ছাগীর নাম।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ছাগমাংস লঘু, স্নিগ্ধ, মধুরবিপাক, ত্রিদোষনাশক, অনতিশীতল, অদাহকর, মধুররস, পীনসনাশক, অত্যন্ত বলকর, রুচিপ্রদ, পুষ্টিবর্ধক ও বীর্যকারক।

অবস্থাভেদে গুণভেদ।—অপ্রসূতা ছাগীর মাংস পীনসনাশক ও অগ্নিদীপক। ইহা শুষ্ককাস, অরুচি ও শোষরোগে হিতকর। কচি ছাগমাংস—অত্যন্ত লঘু, হৃদ্য, শ্রেষ্ঠ, জ্বরহারক, সুখপ্রদ ও অত্যন্ত বলদায়ক। খাসী ছাগের মাংস কফজনক, গুরু,

স্রোতঃশুদ্ধিকারক, বলপ্রদ, মাংসবর্ধক ও বাতপিত্তনাশক। বৃদ্ধ এবং ব্যাধিযুক্ত ছাগের মাংস—বাতজনক ও রুক্ষ। ছাগমূত্র উর্ধ্বজত্রুগত রোগনাশক ও রুচিপ্রদ।

মেষমাংস

মোঢ্রো ভেডো হুডো মেষ উরভ্র উরণোঽপি চ।
অবির্বৃষ্ণিস্তথোর্ণায়ুঃ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ॥
মেষস্য মাংসং পুষ্টৌ স্যাৎ পিত্তশ্লেষ্মকরং গুরু।
তস্যৈব মুষ্কহীনস্য মাংসং কিঞ্চিল্লঘু স্মৃতম্॥

ভেড়ার মাংস / Mutton

পর্যায়।—মেঢ্র, ভেড, হুড, মেষ, উরভ্র, উরণ, অবি, বৃষ্ণি ও ঊর্ণায়ু—এই কয়েকটি ভেড়ার নাম।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মেষমাংস পুষ্টিকারক, পিত্তশ্লেষ্মাবর্ধক ও গুরু। খাসী মেষের মাংস কিঞ্চিৎ লঘু।

এড়কমাংসম্

এডকঃ পৃথুশৃঙ্গঃ স্যা মেদঃপুচ্ছস্তু দুম্বকঃ।
এড়কস্য পলং জ্ঞেয়ং মেষামিষসমং গুণৈঃ॥
মেদঃপুচ্ছোদ্ভবং মাংসং হৃদ্যং বৃষ্যং শ্রমাপহম্।
পিত্তশ্লেষ্মকরং কিঞ্চিদ্ বাতব্যাধিবিনাশনম্॥

দুম্বামাংস

পর্যায়।—এডক, পৃথুশৃঙ্গ, মেদঃপুচ্ছ ও দুম্বক—এই কয়েকটি দুম্বার নাম।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—দুম্বামাংস মেষমাংসসদৃশ গুণবিশিষ্ট। ইহার পুচ্ছোদ্ভব মাংস হৃদ্য, শুক্রজনক, শ্রমনাশক, কিঞ্চিৎ পিত্তশ্লেষ্মবর্ধক ও বাতব্যাধিনাশক।

হরিণ মাংসম্

হরিণঃ শীতলো বদ্ধ-বিণ্মূত্রো দীপনো লঘুঃ।
রসে পাকে চ মধুরঃ সুগন্ধিঃ সন্নিপাতহা॥

হরিণ মাংস

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে পহুমাংস। ইংরাজী Venision।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—হরিণমাংস শীতবীর্য, মলমূত্ররোধক, অগ্নিদীপক, লঘু, মধুররস, মধুরবিপাক, সুগন্ধি ও সন্নিপাতনাশক। (হরিণ—তাম্রবর্ণ)।

কুরঙ্গমাংসম্

কুরঙ্গো বৃংহণো বল্যঃ শীতলঃ পিত্তহৃদ্ গুরুঃ।
মধুরো বাতহৃদ্ গ্রাহী কিঞ্চিৎকফকরঃ স্মৃতঃ ॥

কুরঙ্গমাংস

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে হাতিমাংস। ইংরাজী Stag's flesh।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কুরঙ্গমাংস, বৃংহণ, বলকারক, শীতবীর্য, বাতপিত্ত-নাশক, গুরু, মধুররস, সংগ্রাহী ও কিঞ্চিৎ কফকারক। (ঈষৎ তাম্রবর্ণ ও বৃহৎকায় হরিণকে কুরঙ্গ বলে।)

ন্যঙ্কুমাংসম্

ন্যঙ্কুঃ স্বাদুর্লঘুর্বল্যো বৃষ্যো দোষত্রয়াপহঃ ॥

ন্যঙ্কুমাংস / ইংরাজী Antelope's meat

ন্যঙ্কুমৃগমাংস।—মধুররস, লঘু, বলকারক, বৃষ্য ও ত্রিদোষনাশক। (অনেক শৃঙ্গযুক্ত হরিণকে ন্যঙ্কু বলে)।

শশমাংসম্

শশঃ শীতো লঘুর্গ্রাহী রুক্ষঃ স্বাদুঃ সদা হিতঃ।
বহ্নিকৃৎ কফপিত্তঘ্নো বাতসাধারণঃ স্মৃতঃ
জ্বরাতিসারশোষাস্র-শ্বাসাময়হরশ্চ সঃ ॥

খরগোশ মাংস

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে শহাপহুর মাংস। ইংরাজী Rabbit।

খরগোশমাংস।—শীতবীর্য, লঘু, সংগ্রাহক, রুক্ষ, মধুররস, সর্বথা হিতকারক, অগ্নিকারক এবং কফপিত্ত, সর্বপ্রকার বায়ুবিকৃতি, জ্বর, অতিসার, শোষ, রক্তদুষ্টি ও শ্বাসরোগ নাশক।

কচ্ছপঃ

কচ্ছপো গূঢ়পাৎ কূর্মঃ কমঠো দৃঢ়পৃষ্ঠকঃ
কচ্ছপো বলদো বাত-পিত্তনুৎ পুংস্ত্বকারকঃ ॥

কচ্ছপ / বারকোল / কাছিম

পর্য্যায়।—কচ্ছপ, গূঢ়পাৎ, কূর্ম, কমঠ ও দৃঢ়পৃষ্ঠক—এই কয়েকটি কচ্ছপের পর্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে কাসব ও আসামে কাছ বলে। ইংরাজী নাম Tortoise।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কচ্ছপ মাংস বলবর্ধক, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং পুংস্ত্বকারক।

মণ্ডূকঃ

মণ্ডূকঃ প্লবগো ভেকো বর্ষাভূর্দ্দর্দ্দুরো হরিঃ।
মণ্ডূকঃ শ্লেষ্মলো নাতি-পিত্তলো বলকারকঃ॥

ব্যাঙ্

পর্য্যায়।—মণ্ডূক, প্লবগ, ভেক, বর্ষাভূ, দর্দ্দুর ও হরি—এই কয়েকটি ব্যাঙের পর্যায়। ইহাকে আসামে ভেকুলিং বেং বলে। ইংরাজী নাম Frog।

গুণ।—ব্যাঙ কফজনক ও বলকারক। ইহা অধিক পিত্তজনক নহে।

সদ্যোহতস্য মাংসম্

সদ্যোহতস্য মাংসং স্যাদ্ ব্যাধিঘাতি যথামৃতম্।
বয়স্যং বৃংহণং সাত্ম্যমন্যথা তদ্ বিবর্জ্জয়েৎ॥

টাট্‌কা মাংস

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সদ্যোহত জীবের মাংস অমৃতের ন্যায় ব্যাধিনাশক। ইহা বয়ঃস্থাপক, পুষ্টিকারক এবং সাত্ম্য। পর্য্যুষিত (বাসি) মাংস ত্যাজ্য।

মাংসানাং স্থানভেদে গুণভেদঃ

বিহঙ্গেষু পুমান্ শ্রেষ্ঠঃ স্ত্রী চতুষ্পাদজাতিষু।
পরার্দ্ধং লঘু পুংসাং স্যাৎ স্ত্রীণাং পূর্ব্বার্দ্ধমাদিশেৎ।
দেহমধ্যং গুরুপ্রায়ং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং স্মৃতম্।
পক্ষক্ষেপাদ বিহঙ্গানাং তদেব লঘু কথ্যতে॥
গুরূণ্যণ্ডানি সর্ব্বেষাং গুর্ব্বী গ্রীবা চ পক্ষিণাম্।
উরঃস্কন্ধোদরং কুক্ষা পাদৌ পাণী কটী তথা।
পৃষ্ঠত্বগ্‌যকৃদন্ত্রাণি গুরূণীহ যথোত্তরম্॥
লঘু বাতকরং মাংসং খগানাং বাল্ডচারিণাম্।
মৎস্যাশিনাং পিত্তকরং বাতঘ্নং গুরু কীর্ত্তিতম্॥
ফলাশিনাং শ্লেষ্মকরং লঘু রুক্ষমুদীরিতম্।
বৃংহণং গুরু বাতঘ্নং স্নেহো মেব পলাশিনাম্॥
ভূম্যজাতেষল্পদেহা মহাদেহেষু পূজিতাঃ।
অল্পদেহেষু শস্যন্তে তথৈব স্থূলদেহিনঃ॥

মাংসের স্থানভেদে গুণভেদ

পক্ষীগণের মধ্যে পুরুষজাতির এবং চতুষ্পদ প্রাণীগণের মধ্যে স্ত্রীজাতির মাংস শ্রেষ্ঠ। পুরুষ জাতীয়ের দেহের নিম্নার্ধ ও স্ত্রীজাতীয়ের দেহের ঊর্দ্ধাংশ লঘু এবং স্ত্রী পুরুষ সমস্ত প্রাণীরই দেহের মধ্যভাগ গুরুপ্রায় হয়। কিন্তু পক্ষীজাতির দেহের মধ্যাংশ সর্ব্বদা পক্ষক্ষেপ হেতু লঘু হইয়া থাকে। পক্ষীগণের অণ্ড ও গ্রীবা গুরু। প্রাণীগণের বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, উদর, কুক্ষি, পদ, হস্ত, কটি, পৃষ্ঠ, ত্বক্‌, যকৃৎ ও অন্ত্র এইগুলি উত্তরোত্তর গুরু। ধান্যভোজী পক্ষীগণের মাংস লঘুপাক ও বাতজনক। মাংসাশী পক্ষীর মাংস পিত্তজনক, বাতঘ্ন ও গুরুপাক। ফলভুক্‌ পক্ষীদিগের মাংস শ্লেষ্মজনক, লঘুপাক ও রুক্ষ। মাংসাশী পক্ষীর মাংস বৃংহণ, গুরু ও বায়ুনাশক বৃহৎকায় প্রাণীগণের মধ্যে তজ্জাতীয় ক্ষুদ্রকায় প্রাণীর মাংস হিতকর এবং অল্পদেহ প্রাণীগণের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত স্থূলকায় তাহার মাংস প্রশস্ত।

মৎস্যগুণাঃ

মৎস্যাস্তু বৃংহণাঃ সর্ব্বে গুরবঃ শুক্রবর্দ্ধনাঃ।
বল্যাঃ স্নিগ্ধোষ্ণমধুরাঃ কফপিত্তকরাঃ স্মৃতাঃ॥
ব্যায়ামাধ্বরতানাঞ্চ বাতার্ত্তানাঞ্চ পূজিতাঃ।
মৎস্যাশিনো ন বাধন্তে রোগা বাতসমুদ্ভবাঃ॥

মৎস্যের সাধারণ গুণাদি

সকল মৎস্য—সাধারণতঃ পুষ্টিকারক, গুরু, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য, মধুররস ও কফপিত্তজনক। ব্যায়ামশীল, পথশ্রান্ত ও বাতার্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে মৎস্য হিতকর। মৎস্যাশী মানব বাতরোগে আক্রান্ত হন না।

বৃহন্মৎস্যঃ

মহাপ্রমাণা গুরবঃ শুক্রলা বদ্ধবর্চ্চসঃ॥

বড় মাছ

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বড় মাছ গুরু, শুক্রজনক ও মলরোধক।

ক্ষুদ্রমৎস্যঃ

ক্ষুদ্রমৎস্যাস্তু লঘবো গ্রাহিণো গ্রহণীহিতাঃ॥

ছোটমাছ

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ক্ষুদ্র মৎস্য লঘু, মল সংগ্রাহক ও গ্রহণীরোগে হিতজনক।

রোহিতমৎস্যঃ

রক্তোদরো রক্তমুখো রক্তাক্ষো রক্তপক্ষতিঃ।
কৃষ্ণপক্ষো ঝষশ্রেষ্ঠো রোহিতঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥

রোহিতঃ সর্ব্বমৎস্যানাং বরো বৃষ্যোঽর্দ্দিতার্ত্তিজিৎ।
কষায়ানুরসং স্বাদুর্বাতঘ্নো নাতিপিত্তকৃৎ।
ঊর্দ্ধজত্রুগতান্ রোগান্ হন্যাদ্রোহিতমুণ্ডকম্॥

রুইমাছ / ল্যাটিন নাম Labeo rohita

পর্য্যায়।—রক্তোদর, রক্তমুখ, রক্তাক্ষ, রক্তশল্কতি, রক্তপক্ষ, ঝষশ্রেষ্ঠ ও রোহিত—এইগুলি রুই মৎস্যের পর্যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সর্বপ্রকার মৎস্যের মধ্যে রোহিত মৎস্য শ্রেষ্ঠ। ইহা শুক্রবর্ধক, অর্দ্দিতরোগ নাশক, ঈষৎ কষায়যুক্ত মধুররস, বাতঘ্ন ও অনতিপিত্তকারক। রোহিতমুণ্ড ঊর্দ্ধজত্রুগতরোগ নিবারক।

কাতলমৎস্যঃ

কাতলো গুরুপাকী স্যাৎ স্বাদুরুষ্ণস্ত্রিদোষনুৎ॥

কাত্‌লামাছ

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে ধেকেরামাছ। ল্যাটিনে Catla buchanani।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কাত্‌লা মাছ গুরুপাক, মধুররস ও উষ্ণবীর্য। ইহা ত্রিদোষনাশক।

মৃদ্গালমৎস্যঃ

মৃদ্গালস্তু গুণৈর্জ্ঞেয়ঃ প্রায়ো রোহিতমৎস্যবৎ॥

মিরগেল মাছ / ল্যাটিন নাম Cirrhina mrigala

গুণাদি।—মিরগেল মাছও প্রায় রুইমাছের তুল্য গুণকারক।

পাঠীনঃ

পাঠীনঃ শ্লেষ্মলো বল্যো নিদ্রালুঃ পিশিতাশনঃ।
দূষয়েদ্রুধিরং পিত্তং কুষ্ঠরোগং করোতি চ॥

বোয়াল মাছ

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে বড়ালিমাছ, ল্যাটিনে Wallago attu বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বোয়াল মাছ শ্লেষ্মকর ও বলবর্ধক। ইহা দ্বারা রক্ত ও পিত্ত দূষিত এবং কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হয়। বোয়ালমাছ নিদ্রাশীল ও মাংসভোজী।

শৃঙ্গীমৎস্যঃ

শৃঙ্গী তু বাতশমনী স্নিগ্ধা শ্লেষ্মপ্রকোপণী।
রসে তিক্তা কষায়া চ লঘ্বী রুচ্যা স্মৃতা বুধৈঃ॥

শিঙিমাছ

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে শিঙিরিপোনা, ল্যাটিনে Saccobranphus ossills বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শিঙ্গিমাছ বাতশান্তিকারক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মপ্রকোপক. তিক্ত-কষায় রস, লঘু ও রুচিকারক।

ইল্লিশমৎস্যঃ

ইল্লিশো মধুরঃ স্নিগ্ধো রোচনো বহ্নিবর্দ্ধনঃ।

পিত্তঘ্নং কফকৃৎ কিঞ্চিল্লঘুর্বৃষ্যোঽনিলাপহঃ॥

ইলিশ মাছ

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে ঈলিহা মাছ। ল্যাটিন নাম Clupea ilisha।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইলিশমাছ মধুররস, স্নিগ্ধ, মুখরোচক, অগ্নিবর্ধক, পিত্তনাশক, কফকারক, কিঞ্চিৎ লঘু, শুক্রকর ও বায়ুনাশক।

ভাকুটমৎস্যঃ

ভাকুটো মধুরঃ শীতো বৃষ্যঃ শ্লেষ্মকরো গুরুঃ।

আমবাতকরো হৃদ্যো বাতপিত্তহরো মতঃ॥

ভেট্‌কী মাছ / ল্যাটিন নাম Lates calcarifer।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ভেট্‌কীমাছ মধুররস, শীতবীর্য, শুক্রজনক, শ্লেষ্মকর, গুরু, আমবাতজনক, রুচিকারক এবং ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক।

শিলিন্দমৎস্যঃ

শিলিন্দঃ শ্লেষ্মলো বল্যো বিপাকে মধুরো গুরুঃ।

বাতপিত্তহরো হৃদ্য আমবাতকরশ্চ সঃ॥

শিলন্ মৎস্য

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে পুঙ্গামাছ। ল্যাটিনে Silumpia silompill বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শিলন মৎস্য শ্লেষ্মকর, বলবর্ধক, মধুরবিপাক, গুরু, বাতপিত্তনাশক, হৃদ্য ও আমবাত-কারক।

শঙ্কুলীমৎস্যঃ

শঙ্কুলী গ্রাহিণী হৃদ্যা মধুরা তুবরা স্মৃতা॥

শালমাছ

দেশভেদে নামভেদ।—হিন্দীনাম সৌরী, ল্যাটিনে Odhicephalus marulius বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শালমাছ মলসংগ্রাহক, হৃদ্য ও কষায় মধুররস।

গর্গরমৎস্যঃ

গর্গরঃ পিত্তলঃ কিঞ্চিদ্ বাতজিৎ কফকোপনঃ॥

গাগরমাছ / আসামে গাগল মাছ

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—গাগরমাছ কিঞ্চিৎ পিত্তজনক, বাতনাশক ও কফপ্রকোপ।

কবিকামৎস্যঃ

কবিকা মধুরা স্নিগ্ধা কফঘ্না রুচিকারিণী।
কিঞ্চিৎ পিত্তকারী বাত-নাশিনী বহ্নিবর্দ্ধিনী ॥

কইমাছ

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে কাবৈমাছ। ল্যাটিনে Anabas scandens বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কইমাছ মধুররস, স্নিগ্ধ, কফপ্রশমক, রুচিকারক, কিঞ্চিৎ পিত্তকর, বায়ুনাশক ও অগ্নিবর্ধক।

বর্ম্মিমৎস্যঃ

বর্ম্মিমৎস্যো গুরুর্বৃষ্যঃ কষায়ো রক্তপিত্তহা ॥

বাইন মাছ / ল্যাটিনে Mastacembelus armatus বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বাইন মাছ গুরু, শুক্রবর্ধক, কষায়রস ও রক্তপিত্তনাশক।

আড়িমৎস্যঃ

আড়িমৎস্যো গুরুঃ স্নিগ্ধো বাতশ্লেষ্মপ্রকোপণঃ ॥

আড়মাছ

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে আড়িমাছ। ল্যাটিন নাম Arius arius।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—আড়মাছ গুরু, স্নিগ্ধ এবং বায়ু ও শ্লেষ্মপ্রকোপক।

মদ্গুরমৎস্যঃ

মদ্গুরো মধুরঃ স্নিগ্ধঃ সংগ্রাহী শুক্রলো গুরুঃ।

মাগুর মাছ

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে মাগুরমাছ। ল্যাটিন নাম Clarius magur।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মাগুরমাছ মধুররস, স্নিগ্ধ, মলসংগ্রাহক, শুক্রকারক ও গুরু।

ত্রিকণ্টকমৎস্যঃ

ত্রিকণ্টঃ পিত্তহা রুক্ষো দীপনঃ কফজিল্লঘুঃ ॥

টেঙ্গরামাছ / ল্যাটিন নাম Aoria tengara।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—টেঙ্গরা মাছ পিত্তনাশক, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, কফনাশক ও লঘু।

এরঙ্গমৎস্যঃ

এরঙ্গো মধুরঃ স্নিগ্ধো বিষ্টম্ভী শীতলো লঘুঃ ॥

চ্যাং মাছ

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে আসামে ছেং মাছ, ল্যাটিনে Ophicephalus gaohua বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—চ্যাং মাছ মধুররস, স্নিগ্ধ, বিষ্টম্ভী, শীতবীর্য ও লঘুপাক।

প্রোষ্ঠীমৎস্যঃ / সফরী

প্রোষ্ঠী তিক্তা কটুঃ স্বাদুঃ শুক্রলা কফবাতজিৎ।
স্নিগ্ধাস্যকণ্ঠরোগঘ্নী রোচনী চ লঘুঃ স্মৃতা ॥

পুঁটিমাছ / ইংরাজী নাম Minnows

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পুঁটিমাছ তিক্ত-কটু-মধুররস, শুক্রজনক, কফ-বাত-নাশক, স্নিগ্ধ, মুখগত ও কণ্ঠগত রোগনাশক, মুখরোচক ও লঘু।

বৃহচ্ছফরীমৎস্যঃ

স্নিগ্ধাস্যকণ্ঠরোগঘ্না শ্রেষ্ঠা প্রোষ্ঠী প্রকীর্তিতা ॥

বড় পুঁটিমাছ / ল্যাটিন নাম Trichiurus haumela

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বড়পুঁটিমাছ স্নিগ্ধ, মুখগত ও কণ্ঠগত রোগনাশক।

ভল্লকী মৎস্যঃ

ভল্লকী মধুরঃ শীতো বৃষ্যঃ শ্লেষ্মকরো গুরুঃ ॥

ভেলেমাছ / ইংরাজী নাম Gobies

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ভেলেমাছ মধুররস, শীতবীর্য, শুক্রজনক, শ্লেষ্মবর্ধক ও গুরু।

চিত্রফলমৎস্যঃ

চিত্রফলো গুরুঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধো বৃষ্যো বলপ্রদঃ ॥

চিতলমাছ / ল্যাটিন নাম Natopterus chitala

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—চিতলমাছ গুরু, মধুররস, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক ও বলপ্রদ

কুলিশমৎস্যঃ

কুলিশো মধুরো হৃদ্যঃ কষায়ো দীপনো মতঃ।
বল্যঃ স্নিগ্ধো লঘুর্গ্রাহী হিতো বাতে চ রোচনঃ ॥

বেলেমাছ / ল্যাটিনে Glossogobius giuris বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বেলেমাছ কষায়-মধুররস, হৃদ্য, অগ্নিদীপক, বলবর্ধক, স্নিগ্ধ, লঘু ও মলসংগ্রাহক। ইহা বায়ুরোগে হিতকর ও রুচিজনক।

বায়ুষমৎস্যঃ

বায়ুষো মধুরো বৃষ্যো বৃংহণো ধাতুবর্দ্ধনঃ ॥

কালবোস মাছ

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম আসামে মালিমাছ। ল্যাটিন নাম Labeo calbasu।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কালবোস্‌মাছ মধুররস, শুক্রজনক, পুষ্টিকারক ও ধাতুবর্ধক।

শকুলমৎস্যঃ

শকুলো মধুরো গ্রাহী রুক্ষঃ পিত্তাস্রজিদ্ গুরুঃ ॥

শোলমাছ / ল্যাটিনে Ophicephalus striatus বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শোলমাছ মধুররস, মলসংগ্রাহক, রুক্ষ, রক্তপিত্তনাশক ও গুরু।

চিঙ্গড়মৎস্যঃ

চিঙ্গড়স্তু গুরুগ্রাহী মধুরো বলবর্ধনঃ।

মেদঃপিত্তাস্রজিদ্ বৃষ্যো রোচনঃ কফবাতলঃ ॥

চিঙ্গড়ীমাছ

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে মিছামাছ, ইংরাজীতে Prawn fish, ল্যাটিনে Palaemon carcinus এবং Phylum arthapoda বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—চিঙ্গড়ীমাছ গুরু, মলসংগ্রাহক, মধুররস, বলবর্ধক, শুক্রজনক, রুচিকর, কফবাতবর্ধক এবং ইহা মেদঃ, পিত্ত ও রক্তদোষনাশক।

শকুলীমৎস্যঃ

শকুলী রোহিতাকারা ভূমৌ প্রায়শ্চরত্যসৌ।

গুর্ব্বী পাকে চ মধুরা ভেদিনী দোষ-কপনী ॥

পিপ্‌লেশোলমাছ / আসামে শলঠারি

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পিপ্‌লেশোল্ রোহিত মৎস্যের ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট। ইহারা প্রায়ই ভূমিতে বিচরণ করিয়া থাকে। এই মৎস্য গুরু, মধুরবিপাক, ভেদক ও দোষপ্রকোপক।

চন্দ্রকমৎস্যঃ

চন্দ্রকস্তনভিষ্যন্দী মধুরো বলবর্ধনঃ ॥

চাঁদামাছ / ইংরাজী নাম Glass fish

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—চাঁদামাছ অনভিষ্যন্দী, মধুররস, ও বলবর্ধক।

চম্পকুন্দমৎস্যঃ

চম্পকুন্দো গুরুর্বৃষ্যো মধুরো বাতপিত্তজিৎ।

শুক্রলো বলকৃৎ প্রোক্তঃ স্নেহনঃ শ্লেষ্মকোপনঃ ॥

দেশভেদে নামভেদ।—চাপিলা (খয়রা) মাছ। আসামে করতি মাছ, ইংরাজীতে Herrings বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—খয়রামাছ গুরু, বৃষ্য, মধুররস, বাতপিত্তনাশক, শুক্রজনক, বলবর্ধক, স্নিগ্ধকারক ও শ্লেষ্মপ্রকোপক।

দণ্ডিকমৎস্যঃ

দণ্ডিকঃ কফজিৎ তিক্তো বাতপিত্তহরো লঘুঃ ॥

ডানকুনি মাছ

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে দারকণা। ল্যাটিন নাম Rasbora daniconius।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ। ডানকুনিমাছ তিক্তরস, লঘু এবং ইহা কফ, বায়ু ও পিত্তনাশক।

মলঙ্গীমৎস্যঃ

মলঙ্গী মধুরা হৃদ্যা বাতঘ্নী শ্লেষ্মহা গুরু ॥

মৌরলা মাছ / ল্যাটিনে Ambly pharyugodon mola বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মৌরলা মাছ মধুররস, হৃদ্য, বাতনাশক, শ্লেষ্মকারক ও গুরু।

ফলিমৎস্যঃ

ফলিঃ স্বাদুর্গুরুঃ স্নিগ্ধো বলকৃৎ শুক্রবর্ধনঃ ॥

ফলুইমাছ

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে ইহাকে কামুসিমাছ, ল্যাটিনে Natopterus natopters বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ফলুইমাছ মধুররস, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকারক ও শুক্রবর্ধক।

খলিশমৎস্যঃ

খলিশঃ কথিতো বল্যো বাতপিত্তকফাপহঃ।
রুক্ষো লঘুঃ শূলহরঃ কিঞ্চিদামবিনাশনঃ ॥

খলিশা মাছ

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে আসামে খলিহনা বলে। ল্যাটিন নাম Trychogaster fasciatus।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—খলিশা মাছ বলকারক, রুক্ষ, লঘু এবং ইহা বায়ু, পিত্ত, কফ, শূল ও কিঞ্চিৎ আমবিনাশক।

গড়কমৎস্যঃ

গড়কো মধুরো রুক্ষঃ কষায়ো শীতলো লঘুঃ।

গড়ুই (ল্যাটা) মাছ / ল্যাটিনে Ophicephalus punctatus বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ল্যাটামাছ কষায়-মধুররস, রুক্ষ, শীতবীর্য ও লঘু।

পর্ব্বতমৎস্যঃ

পর্ব্বতো বাতহা স্নিগ্ধঃ শুক্রলো বলবর্দ্ধনঃ ॥

পাব্দামাছ / পাভ্‌মাছ / ল্যাটিনে Callichrous pabda

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পাব্দামাছ বাতনাশক, স্নিগ্ধ, শুক্রজনক ও বলবর্ধক ;

বাচমৎস্যঃ

বাচঃ স্বাদুর্গুরুঃ স্নিগ্ধঃ শ্লেষ্মকো বাতপিত্তজিৎ ॥

বাচামাছ / ল্যাটিনে Eutropiichthys Vacha বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—বাচামাছ মধুররস, গুরু, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকর ও বাতপিত্তনাশক ।

গবাটীমৎস্যঃ

গবাট্যজীর্ণজননী গুর্ব্বী শ্লেষ্মপ্রকোপণী ॥

পাঁকালমাছ / ল্যাটিনে Mastacembelus parcalus

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পাঁকালমাছ অজীর্ণকারক, গুরু ও শ্লেষ্মপ্রকোপক ।

মৎস্যাণ্ডঃ

মৎস্যগর্ভো ভৃশং বৃষ্যঃ স্নিগ্ধঃ পুষ্টিকরো লঘুঃ ।

কফমেদঃপ্রদো বল্যো গ্লানিকৃন্মেহনাশনঃ ॥

মাছের ডিম / আসামে ইহাকে শুকানমাছ বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—মাছের ডিম অত্যন্ত শুক্রকর, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, লঘু, বলবর্ধক, গ্লানিকারক, মেহনাশক এবং কফ ও মেদঃবর্ধক ।

শুষ্কমৎস্যঃ

শুষ্কমৎস্যা নবা বল্যা দুর্জ্জরা বিড্‌বিবন্ধিনঃ ॥

শুকটীমাছ / আসামে ইহাকে শুকানমাছ বলে ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—নূতন শুকটীমাছ বলকর, দুষ্পাচ্য ও মলবদ্ধতাকারক ।

দগ্ধমৎস্যঃ

দগ্ধমৎস্যো গুণৈঃ শ্রেষ্ঠঃ পুষ্টিকৃদ্ বলবর্দ্ধনঃ ॥

পোড়ামাছ

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ ।—পোড়া মাছ পুষ্টিকারক ও বলবর্ধক । ইহা গুণে শ্রেষ্ঠ ।

॥ ইতি মাংসবর্গ ॥

অথ বারিবর্গঃ

পানীয়ম্

পানীয়ং সলিলং নীরং কীলালং জলমম্বু চ।
অপো বার্ বারিকং তোয়ং পয়ঃ পাথস্তথোদকম্ ॥
জীবনং বনমম্ভোঽর্ণোঽমৃতং ঘনরসোঽপি চ।
পানীয়ং ভ্রমনাশনং ক্লমহরং মূর্চ্ছাপিপাসাপহম্ ॥
তন্দ্রাচ্ছর্দ্দিবিবন্ধহৃদ্বলকরং নিদ্রাহরং তর্পণম্।
হৃদ্যং গুপ্তরসং হ্যজীর্ণশমকং নিত্যং হিতং শীতলম্।
লঘ্বচ্ছং রসকারণং তু গদিতং পীয়ূষবজ্জীবিনাম্ ॥

পর্য্যায়।—পানীয়, সলিল, নীর, কীলাল, জল, অম্বু, আপ, বার্, বারিক, তোয়, পয়ঃ, পাথঃ, উদক, জীবন, বন, অম্ভঃ, অর্ণঃ, অমৃত ও ঘনরস—এই কয়েকটি জলের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে জল, পানী, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে পাণী, আসামে পানি, কর্ণাটে মুনীক, তৈলঙ্গে নীরু, ফারসীতে আব, আরবীতে মায, ইংরাজীতে Water, ল্যাটিনে Aqua বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—জল ভ্রম, ক্লান্তি, মূর্চ্ছা, পিপাসা, তন্দ্রা, বমি, বিবন্ধ ও নিদ্রানাশক, বলকর, তৃপ্তিকারক, হৃদ্য, অব্যক্তরস, অজীর্ণপ্রশমক, সর্বদা হিতকর, শীতল, লঘু ও স্বচ্ছ। ইহা মধুরাদি ছয় রসের কারণ। প্রাণীগণের পক্ষে ইহা অমৃতস্বরূপ।

করকা জলম্

দিব্যবায়্বগ্নিসংযোগাৎ সংহতাঃ খাৎ পতন্তি যাঃ
পাষাণখণ্ডবচ্চাপস্তাঃ কারক্যোঽমৃতোপমাঃ ॥
করকাভং জলং রুক্ষং বিশদং গুরু চ স্থিরম্।
দারুণং শীতলং সান্দ্রং পিত্তহৃৎ কফবাতকৃৎ।
কৃত্রিমা তু দৃষৎ প্রোক্তা করকাসদৃশী গুণৈঃ ॥

করকাজল ও বরফ / ইংরাজী নাম Hail-stone water

পরিচয়।—দিব্য বায়ু ও তেজঃ সংযোগে যে-জল পাষাণখণ্ডবৎ হইয়া আকাশ হইতে পতিত হয় তাহাকে করকা বা শিলাবৃষ্টি বলা যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শিলাজল অমৃতের ন্যায় গুণকারক। ইহা রুক্ষ, বিশদ, গুরুপাক, স্থিরগুণ, অতিশয় শীতল, কঠিন, পিত্তনাশক ও কফবায়ুবর্ধক। কৃত্রিমশিলা অর্থাৎ বরফও প্রায় এইরূপ গুণবিশিষ্ট।

বৃষ্টিজলম্

বার্ষিকং তদহর্বৃষ্টিং ভূমিষ্ঠমহিতং জলম্।
ত্রিরাত্র মুষিতং তৎ তু প্রসন্নমমৃতোপমম্।

বৃষ্টিজল

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে ইহাকে ব'র'ষুণর পাণী ও ইংরাজীতে Rain water বলে।

গুণাদি।—বর্ষাকালে সদ্যোবৃষ্ট ভূমিপতিত জল অহিতজনক। কিন্তু উহা তিন রাত্রি পরে নির্মল ও অমৃত-তুল্য হইয়া থাকে।

নৈর্ঝরজলম্

শৈলসানুস্রবদ্‌বারি-প্রবাহো নির্ঝরো ঝরঃ।
স তু প্রস্রবণশ্চাপি তত্রত্যং নৈর্ঝরং জলম্॥
নৈর্ঝরং রুচিকৃন্নীরং কফঘ্নং দীপনং লঘু।
মধুরং কটুপাকঞ্চ বাতলং স্বাদপিত্তলম্॥

ঝরণা জল / ইংরাজী নাম Spring water

পরিচয়।—পর্বতের সানুদেশ হইতে যে জলধারা নিঃসৃত হয়, তাহাকে নির্ঝরজল বলে।

পর্য্যায়।—নির্ঝর, ঝর ও প্রস্রবণ—এইগুলি ঝরণার সংস্কৃত নাম।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ঝরণার জল রুচিকারক, কফঘ্ন, অগ্নিদীপক, লঘু, মধুররস, কটুবিপাক, বাতবর্ধক ও অপিত্তল।

সারসজলম্

নদ্যাঃ শৈলাদিরুদ্ধায়া যত্র সংস্রুত্য তিষ্ঠতি।
তৎ সরো জলসম্পন্নং তদম্ভঃ সারসং স্মৃতম্॥
সারসং সলিলং বল্যং তৃষ্ণাঘ্নং মধুরং লঘু।
রোচনং তুবরং রুক্ষং বদ্ধমূত্রমলং স্মৃতম্॥

সারসজল / ইংরাজী নাম Pool water

পরিচয়।—শৈলাদি-রুদ্ধ নদী হইতে জল সংস্রুত হইয়া যে-স্থলে সঞ্চিত থাকে, তাহাকে সরঃ কহে। উহার জলের নাম সারস জল।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সারসজল বলকারক, মধুরকষায়রস, লঘু, রুচিজনক, রুক্ষ, তৃষ্ণানাশক ও মলমূত্ররোধক।

তাড়াগজলম্

প্রশস্তভূমিভাগস্থো বহুসংবৎসরোষিতঃ।
জলাশয়াস্তড়াগঃ স্যাৎ তাড়াগং তজ্জলং স্মৃতম্॥
তাড়াগমুদকং স্বাদু কষায়ং কটুপাকি চ।
বাতলং বদ্ধবিণ্মূত্রমসৃক্‌পিত্তকফাপহম্॥

তাড়াগজল / ইংরাজী নাম Water of old large pond

পরিচয়।—প্রশস্ত ভূভাগস্থিত বহু বৎসরের জলাশয়কে তড়াগ কহে। তড়াগের জলকে তাড়াগ জল বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ। - ইহা মধুর-কষায়-রস কটুবিপাক, বায়ুজনক, মলমূত্র-ধারক এবং রক্তপিত্ত ও কফনাশক।

বাপ্যজলম্

পাষাণৈরিষ্টকাভির্বা বদ্ধকূপা বৃহত্তরা।
সসোপানা ভবেদ্বাপী তজ্জলং বাপ্যমুচ্যতে॥
বাপ্যং বারি যদি ক্ষারং পিত্তকৃৎ কফবাতহৃৎ।
তদেব মিষ্টং কফকৃৎ বাত পিত্তহর ভবেৎ॥

বাপ্যজল / ইংরাজী নাম Masonry built tank water

পরিচয়।—প্রস্তর বা ইষ্টকাদি বদ্ধ (বাঁধান) সোপানবিশিষ্ট, বৃত্তহর কূপবৎ জলাশয়কে বাপী কহে; বাপীর জলকে বাপ্যজল বলা যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বাপীর জল ক্ষারগুণবিশিষ্ট হইলে পিত্তকারক ও বাতশ্লেষ্মনাশক হয় এবং মিষ্ট হইলে কফজনক ও বায়ুনাশক হইয়া থাকে।

কৌপজলম্

ভূমৌ খাতোঽল্পবিস্তারো গম্ভীরো মণ্ডলাকৃতিঃ।
বদ্ধোঽবদ্ধঃ স কূপঃ স্যাৎ তদম্ভঃ কৌপমুচ্যতে॥
কৌপং পয়ো যদি স্বাদু ত্রিদোষঘ্নং হিতং লঘু।
তৎ ক্ষারং কফবাতঘ্নং দীপনং পিত্তকৃৎ পরম্॥

কূপের জল / ইংরাজী নাম Well water

পরিচয়।—বদ্ধ বা অবদ্ধ, অল্পবিস্তৃত, মণ্ডলাকার গভীর খাতকে কূপ কহে।

গুণ।—কূপের জল স্বাদু হইলে ত্রিদোষঘ্ন, পথ্য ও লঘু হয়। আর ক্ষারবিশিষ্ট হইলে বাতশ্লেষ্মনাশক, দীপক ও অতিশয় পিত্তকারক হয়।

চৌণ্ড্যজলম্

শিলাকীর্ণং স্বয়ং শুভ্রং নীলাঞ্জনসমোদকম্।
লতাবিতানসঞ্ছন্নং চৌণ্ড্যমিত্যভিধীয়তে ॥ *
অশ্মাদিভিরবদ্ধং যৎ তচ্চৌণ্ড্যমিতি চাপরে।
তত্রত্যমুদকং চৌণ্ড্যং মুনিভিঃ সমুদাহৃতম্ ॥
চৌণ্ড্যং বহ্নিকরং নীরং রুক্ষং কফহরং লঘু।
মধুরং পিত্তহৃদ্ রুচ্যং পাচনং বিশদং স্মৃতম্ ॥

চৌণ্ড্য জল / ইংরাজী নাম Stream water

পরিচয়।—লতাদিদ্বারা আচ্ছন্ন, নীলাঞ্জন-সদৃশ জলবিশিষ্ট, শিলাকীর্ণ, অকৃত্রিম গহ্বরকে চৌণ্ড্য বলে। কেহ কেহ বলেন—যাহা প্রস্তরাদি দ্বারা বদ্ধ নহে, তাহার নাম চৌণ্ড্য। তত্রত্য জলকে চৌণ্ড্য জল বলে।

গুণ।—চৌণ্ড্য জল অগ্নিকারক, রুক্ষ, কফনাশক, লঘু, মধুররস, পিত্তনাশক, রুচিজনক, পাচক ও বিশদগুণযুক্ত।

পাল্বলজলম্

অল্পং সরঃ পল্বলং স্যাদ্ যত্র চন্দ্রার্কগে রবৌ।
ন তিষ্ঠতি জলং কিঞ্চিৎ তত্রত্যং বারি পাল্বলম্।
পল্বলং বাধ্যভিষ্যন্দি গুরু স্বাদু ত্রিদোষকৃৎ ॥

পল্বলজল / ইংরাজী নাম Pit water

পরিচয়।—যে ক্ষুদ্র জলাশয়ের জল অগ্রহায়ণ মাসেই শুষ্ক হইয়া যায় তাহার নাম পল্বল।

গুণ।—পল্বলের জল অভিষ্যন্দী, গুরু, স্বাদু ও ত্রিদোষজনক।

বিকিরজলম্

নদ্যাদিনিকটে ভূমির্যা ভবেদ্ বালুকাময়ী।
উদ্ধৃতাদ্যন্তে ততো যত্তু তজ্জলং বিকিরং বিদুঃ ॥
বিকিরং শীতলং স্বচ্ছং নির্দোষং লঘু চ স্মৃতম্।
তুবরং স্বাদু পিত্তঘ্নং ক্ষারং তৎ পিত্তলং মনাক্ ॥

বিকির জল / ইংরাজী নাম Water under sandy bed

পরিচয়।—নদী প্রভৃতির নিকটস্থ বালুকাময় ভূমিতে যে-সকল জল উদ্ভূত হয় তাহার নাম বিকির।

* চৌণ্ট্যমিতি বা পাঠঃ

গুণ।—বিকির জল শীতল, স্বচ্ছ, নির্দোষ, লঘু, কষায়মধুররস ও পিত্তনাশক। এ জল ক্ষারবিশিষ্ট হইলে কিঞ্চিৎ পিত্তকর হয়।

কৈদারজলম্

কেদারং ক্ষেত্রমুদ্দিষ্টং কৈদারং তজ্জলং স্মৃতম্।
কৈদারং বার্য্যভিষ্যন্দি মধুরং গুরু দোষকৃৎ॥

কৈদার জল / ইংরাজী নাম Water flowing through the field

পরিচয়।—ক্ষেত্রকে কেদার ও তাহার জলকে কৈদার কহে।

গুণ।—কৈদার জল অভিষ্যন্দী, মধুর, গুরু ও দোষজনক।

জলস্য পানবিধিঃ

অত্যম্বুপানান্ন বিপচ্যতেহন্নং নিরম্বুপ নাচ্চ স এব দোষঃ।
তস্মান্নরো বহ্নিবিবৃদ্ধনায় মুহুর্মুহুর্বারি পিবেদভূরি॥

জলপান বিধি

অত্যধিক জলপান করিলে অথবা একেবারেই জলপান না করিলে অন্ন পরিপাক হয় না। অতএব আহারকালে অল্প অল্প করিয়া মুহুর্মুহু জল পান করিবে। ইহাতে অগ্নি বর্ধিত হয়।

শীতল জলপানস্য বিষয়াঃ

মূর্চ্ছাপিত্তোষ্ণদাহেষু বিষে রক্তে মদাত্যয়ে।
শ্রমে ভ্রম বিদগ্ধেহন্নে তমকে বমথৌ তথা।
উর্দ্ধগে রক্তপিত্তে চ শীতমম্ভঃ প্রশস্যতে॥

শীতল জলপানের বিষয়

মূর্চ্ছারোগ, পিত্তপ্রকোপ, তাপাদিহেতুক উষ্ণতা, দাহ, বিষদোষ, রক্তদোষ, মদাত্যয়, শ্রম, ভুক্ত দ্রব্যের বিদগ্ধতা, তমকশ্বাস, বমি ও ঊর্ধ্বগরক্তপিত্তে শীতল জলপান প্রশস্ত।

শীতল জলপান নিষেধঃ

পার্শ্বশূলে প্রতিশ্যায়ে বাতরোগে গলগ্রহে।
আধ্মানে স্তিমিতে কোষ্ঠে সদ্যঃশুদ্ধৌ নবজ্বরে॥
অরুচিগ্রহণীগুল্ম শ্বাসকাসেষু বিদ্রধৌ।
হিক্কায়াং স্নেহপানে চ শীতাম্বু পরিবর্জ্জয়েৎ॥

পার্শ্বশূল, প্রতিশ্যায়, বাতরোগ, গলগ্রহ, উদরাধ্মান, স্তিমিতকোষ্ঠ, নবজ্বর, অরুচি, গ্রহণী, গুল্ম, শ্বাস, কাস, বিদ্রধি ও হিক্কা প্রভৃতি রোগে, সদ্যোবমনবিরেচনাদি শোধনক্রিয়ার পর এবং ঘৃতাদি স্নেহপানের পর, শীতল জল পান করিবে না।

অল্প জলপানস্য বিষয়াঃ

অরোচকে প্রতিশ্যায়ে মন্দেঽগ্নৌ শ্বয়থৌ ক্ষয়ে।
মুখপ্রসেকে জঠরে কুষ্ঠে নেত্রাময়ে জ্বরে।
ব্রণে চ মধুমেহে চ পিবেৎ পানীয়মল্পকম্॥

অল্প জলপানের বিষয়

অরোচক, প্রতিশ্যায়, মন্দাগ্নি, শোথ, ক্ষয়, মুখস্রাব, উদররোগ, কুষ্ঠ, নেত্ররোগ, জ্বর, ব্রণরোগ ও মধুমেহ রোগে অল্পপরিমাণে জলপান করিবে।

জল পানস্যাবশ্যকতা

তৃষ্ণা গরীয়সী ঘোরা সদ্যঃপ্রাণবিনাশিনী।
তস্মাদ্দেয়ং তৃষ্ণার্ত্তায় পানীয়ং প্রাণধারণম্॥
তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি।
অতঃ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন ক্বচিদ্ বারি বারয়েৎ॥

জলপানের আবশ্যকতা

অতি দুঃসহ প্রবল পিপাসা সদ্যপ্রাণঘাতিনী, অতএব তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে প্রাণধারণার্থ পানীয় প্রদান করিবে। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি, পানীয় জল না পাইলে মোহ প্রাপ্ত হয় ও মোহ হইতে প্রাণত্যাগ করে। এই হেতু সকল অবস্থাতেই তৃষিতকে জল দিবে, কখনও তাহা বারণ করিবে না।

প্রশস্তং জলম্

অগন্ধমব্যক্তরসং সুশীতং তর্ষনাশনম্।
অচ্ছং লঘু চ হৃদ্যঞ্চ তোয়ং গুণবদুচ্যতে॥

প্রশস্ত জলের লক্ষণ

যে-জলে কোনপ্রকার গন্ধ নাই এবং মধুরাম্লাদি কোন রস ব্যক্ত নাই, যাহা অতিশয় শীতল, তৃষ্ণানাশক, স্বচ্ছ, লঘু ও হৃদয়গ্রাহি সেই জল গুণকারক।

নিন্দিতজলম্

পিচ্ছিলং ক্রিমিলং ক্লিন্নং পর্ণ-শৈবালকর্দ্দমৈঃ।
বিবর্ণং বিরসং সান্দ্রং দুর্গন্ধং ন হিতং জলম্।
কলুষং ছন্নমম্ভোজ পর্ণনালীতৃণাদিভিঃ।
দুর্দ্দিশগমসংস্পৃষ্টং সৌরচান্দ্রমরীচিভিঃ॥
অনার্ত্তবং বার্ষিকস্তু প্রথমং তচ্চ ভূমিগম্।
ব্যাপন্নং পরিহর্ত্তব্যং সর্ব্বদোষপ্রকোপণম্॥
তৎ কুর্য্যাৎ স্নানপানাভ্যাং তৃষ্ণাধ্মানোদরজ্বরান্।
কাসাগ্নিমান্দ্যাভিষ্যন্দ-কণ্ডুগণ্ডাদিকং তথা॥

যে-জল পিচ্ছিল, ক্রিমিবিশিষ্ট, পত্র, শৈবাল ও কর্দমাদি দ্বারা ক্লিন্ন, বিবর্ণ, বিরস, ঘন ও দুর্গন্ধ, যাহা জলজপত্র নীলিকা ও তৃণাদি দ্বারা আচ্ছন্ন এবং কলুষিত, যাহা বুদেশজাত, সূর্য্য ও চন্দ্রের কিরণ দ্বারা অসংপৃষ্ট, যাহা অসময়ে অর্থাৎ পৌষমাঘাদি কালে বৃষ্ট, বর্ষাকালে প্রথমে ভূমিপতিত ও ব্যাপন্ন, তাহা পরিত্যাগ করিবে, কারণ এই জল ত্রিদোষের প্রকোপক। উক্ত সকল প্রকার জল স্নান ও পানার্থ ব্যবহার করিলে তৃষ্ণা, উদরাধ্মান, উদর, জ্বর, কাস, অগ্নিমান্দ্য, অভিষ্যন্দনামক নেত্ররোগ, কণ্ডু ও গলগণ্ড প্রভৃতি বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

দুষ্টজলস্য নির্দোষীকরণোপায়ঃ

নিন্দিতঞ্চাপি পানীয়ং ক্বথিতং সূর্য্যতাপিতম্।
সুবর্ণং রজতং লৌহং পাষাণং সিকতাং মৃদম্॥
ভৃশং সন্তাপ্য নির্ব্বাপ্য সপ্তধা সাধিতং তথা।
কর্পূরজাতিপুন্নাগ-পাটলাদিসুবাসিতম্॥
শুচিসান্দ্রপটস্রাবি ক্ষুদ্রজন্তুবিবর্জ্জিতম্।
স্বচ্ছং কনকমুক্তাদ্যৈঃ শুদ্ধং স্যাদ্ দোষবর্জ্জিতম্॥
পর্ণমূলবিসগ্রন্থি-মুক্তাকনকশৈবলৈঃ।
গোমেদেন চ বস্ত্রেণ কুর্য্যাদম্বুপ্রসাদনম্॥

দুষ্ট জলের নির্দোষীকরণ

দুষ্টজল অগ্নিতে সিদ্ধ বা রৌদ্রে তপ্ত করিবে, কিংবা স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, প্রস্তর, বালুকা অথবা মৃত্তিকা তপ্ত করিয়া উক্ত জলে নিমগ্ন করিতে হইবে। এইরূপ সাতবার করিবে। পরে কর্পূর, জাতিপুষ্প, পুন্নাগ ও পাটলাদি পুষ্প দ্বারা সুবাসিত করিয়া পরিষ্কৃত ঘন বস্ত্রে ছাঁকিবে। ইহা দ্বারা ক্ষুদ্রক্রিমি সকল বহির্গত হইয়া যাইবে। অনন্তর কনক মুক্তাদি জলপ্রসাদক দ্রব্য দ্বারা স্বচ্ছ ও দোষবর্জিত করিয়া লইবে। জলপ্রসাদক দ্রব্য যথা—পর্ণমূল, মৃণালগ্রন্থি, মুক্তা, শৈবাল, গোমেদ (মণিবিশেষ) ও পরিষ্কৃত বস্ত্র।

কালবিশেষে বিহিতজলবিশেষঃ

পৌষে বারি সরোজাতং মাঘে তৎ তু তড়াগজম্।
ফাল্গুনে কূপসম্ভূতং চৈত্রে চৌণ্ড্যং হিতং মতম্॥
বৈশাখে নৈর্ঝরং নীরং জ্যৈষ্ঠে শস্তং তথৌদ্ভিদম্।
আষাঢ়ে শস্যতে কৌপং শ্রাবণে দিব্যমেব চ॥
ভাদ্রে কৌপং পয়ঃ শস্তমাশ্বিনে চৌণ্ড্যমেব চ।
কার্ত্তিকে মার্গশীর্ষে চ জলমাত্রং প্রশস্যতে॥

কালবিশেষে বিহিত জলবিশেষ

পৌষ মাসে সরোবরের জল, মাঘে তড়াগের জল, ফাল্গুনে কূপের জল, চৈত্রে চৌঞ্চ্যের জল, বৈশাখে নির্ঝরের জল, জ্যৈষ্ঠে উদ্ভিদের জল, আষাঢ়ে কূপের জল, শ্রাবণে মেঘের জল, ভাদ্রে কূপের জল, আশ্বিনে চৌঞ্চ্যের জল, এবং কার্তিক ও অগ্রহায়ণে সকল জল প্রশস্ত।

পীতজলস্য পাককালঃ

আমং জলং জীর্য্যতি যামমাত্রং তদর্দ্ধমাত্রং শৃতশীতলঞ্চ।
তদর্দ্ধমাত্রঞ্চ শৃতং কদুষ্ণং পয়ঃপ্রপাকে ত্রয় এব কালাঃ॥

পীত জলের পাককাল

কাঁচা জল একপ্রহরে পরিপাক হয়। গরম জল শীতল করিয়া পান করিলে অর্দ্ধ প্রহরে এবং ঈষৎ গরম অবস্থায় পান করিলে সিকি প্রহরে পরিপাক হয়। জল-পরিপাকের এই তিনটি কাল নির্দিষ্ট আছে।

॥ ইতি বারিবর্গ ॥

অথ দুগ্ধবর্গঃ

দুগ্ধং ক্ষীরং পয়ঃ স্তন্যং বালজীবনমিত্যপি।
দুগ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধং বাতপিত্তহরং সরম্।
সদ্যঃশুক্রকরং শীতং সাত্ম্যং সর্ব্বশরীরিণাম্।
জীবনং বৃংহণং বল্যং মেধ্যং বাজীকরং পরম্॥
বয়ঃস্থাপনমায়ুষ্যং সন্ধিকারি রসায়নম্।
বিরেক-বান্তি-বস্তীনাং তুল্যমোজোবিবর্দ্ধনম্॥
জীর্ণজ্বরে মনোরোগে শোষমূর্চ্ছাভ্রমেষু চ।
গ্রহণ্যাং পাণ্ডুরোগে চ দাহে তৃষি হৃদাময়ে॥
শূলোদাবর্ত্তগুল্মেষু বস্তিরোগে গুদাঙ্কুরে।
রক্তপিত্তেঽতিসারে চ যোনিরোগে শ্রমে ক্লমে।
গর্ভস্রাবে চ সততং হিতং মুনিবরৈঃ স্মৃতম্।
বাল-বৃদ্ধ-ক্ষত-ক্ষীণাঃ ক্ষুদ্ব্যবায়কৃশাশ্চ যে।
তেভ্যঃ সদাতিশয়িতং হিতমেতদুদাহৃতম্॥

দুগ্ধ / দুধ

দুগ্ধের পর্য্যায়।—দুগ্ধ, ক্ষীর, পয়ঃ, স্তন্য ও বালজীবন—এই কয়েকটি দুগ্ধের পর্য্যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও মহারাষ্ট্রে দুধ, আসামে গাখীর, গুজরাটে দুধ, কর্ণাটে হালু, তৈলঙ্গে পালু, ফারসীতে শীরে, আরবীতে লবনুল বলে। ল্যাটিন নাম Lactus, ইংরাজী নাম Milk।

গুণ।—দুগ্ধ সুমধুর, স্নিগ্ধ, বাতপিত্তঘ্ন, সারক, সদ্যঃশুক্রকর, শীতল, সকল প্রাণীরই সাত্ম্য, জীবন, বৃংহণ, বলকারক, মেধাবর্ধক, শ্রেষ্ঠ বাজীকর, বয়ঃস্থাপক, আয়ুষ্য, যোজনকারী, রসায়ন, বমন-বিরেচন-বস্তিক্রিয়ার উপযোগী এবং ওজোবর্ধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা জীর্ণজ্বর, মানসিক রোগ, শোষ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, গ্রহণী রোগ, পাণ্ডুরোগ, দাহ, তৃষ্ণা, হৃদ্‌রোগ, শূল উদাবর্ত্ত, গুল্ম, বস্তিরোগ, অর্শঃ, রক্তপিত্ত, অতিসার, যোনিরোগ, শ্রম, ক্লান্তি, গর্ভস্রাব প্রভৃতি রোগে মুনিগণ কর্তৃক হিতকর কথিত হইয়াছে। বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত ও ক্ষীণ রোগীদিগের পক্ষে এবং ক্ষুধা বা অতি-মৈথুন-কৃশ ব্যক্তিদের পক্ষে দুগ্ধ অতি প্রশস্ত।

গোদুগ্ধম্

গব্যং দুগ্ধং বিশেষেণ মধুরং রসপাকয়োঃ।
শীতলং স্তন্যকৃৎ স্নিগ্ধং বাতপিত্তাস্রনাশনম্॥
দোষধাতুমলস্রোতঃ কিঞ্চিৎক্লেদকরং গুরু।
জরাসমস্তরোগাণাং শান্তিকৃৎ সেবিনাং সদা॥

গব্যদুগ্ধ / আসামে গরুগাখীর

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—গব্যদুগ্ধ মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য, স্তন্যকারক ও স্নিগ্ধ এবং ইহা দোষ, ধাতু, মল ও স্রোতঃসমূহের কিঞ্চিৎ ক্লিন্নতাকারক, গুরু এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, জরা ও সমস্ত রোগের শান্তিকারক।

মহিষীদুগ্ধম্

মাহিষং মধুরং গব্যাৎ স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু।
নিদ্রাকরমভিষ্যন্দি ক্ষুধাধিক্যকরং হিমম্॥

মাহিষ দুগ্ধ

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ভৈঁষীদুধ, কর্ণাটে যাম্মোয় ছালু ও আসামে মহর গাখীর বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মহিষ দুগ্ধ গব্যদুগ্ধ অপেক্ষা মধুররস, স্নিগ্ধ, শুক্রকারক, গুরু, নিদ্রাকারক, অভিষ্যন্দী, ক্ষুধাবর্ধক ও শীতবীর্য।

ছাগীদুগ্ধম্

ছাগং কষায়মধুরং শীতং গ্রাহি তথা লঘু।
রক্তপিত্তাতিসারঘ্নং ক্ষয়কাসজ্বরাপহম্ ॥
অজানামল্পকায়ত্বাৎ কটুতিক্তাদিসেবনাৎ।
স্তোকাম্বুপানাদ্ ব্যায়ামাৎ সর্ব্বরোগাপহং পয়ঃ ॥

ছাগীদুগ্ধ

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে মহারাষ্ট্রে শেলী দুধ, কর্ণাটে পুট্টআডি নহালু ও আসামে ছাগলি গাখীর বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ছাগীদুগ্ধ কষায়-মধুররস, শীতবীর্য, মলসংগ্রাহক, লঘু এবং ইহা রক্তপিত্ত, অতিসার, ক্ষয়, কাস ও জ্বরনাশক। অজার অল্পকায়ত্বহেতু এবং তাহারা কটু তিক্ত প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, অল্প জলপান ও ব্যায়াম করে বলিয়া তাহাদের দুগ্ধ সর্ব্বরোগনাশক হইয়া থাকে।

মেষীদুগ্ধম্

আবিকং লবণং স্বাদু স্নিগ্ধোষ্ণঞ্চাশ্মরপ্রণুৎ।
অহৃদ্যং তর্পণং কেশ্যং শুক্রপিত্তকফপ্রদম্।
গুরু কাসেঽনিলে ভূত কেবলে চানিলে বরম্ ॥

ভেড়ীর দুগ্ধ / আসামে ভেড়ী গাখীর

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ভেড়ীর দুগ্ধ লবণ-মধুররস, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য, অশ্মরীহারক, অহৃদ্য, তৃপ্তিজনক, কেশের হিতকারক, গুরু, শুক্রবর্ধক, পিত্ত ও কফকারক এবং ইহা বাতজ কাস ও বায়ুরোগে হিতকর।

ঘোটকীদুগ্ধম্

রুক্ষোষ্ণং বড়বাক্ষীরং বল্যং শোষানিলাপহম্।
অম্লং পটু লঘু স্বাদু সর্ব্বমেকশফং তথা ॥

ঘোটকীদুগ্ধ / আসামে ঘোড়ার গাখীর

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ঘোটকীদুগ্ধ রুক্ষ, উষ্ণবীর্য, বলকারক, শোষরোগশান্তিকর, বায়ুনাশক, অম্ল-লবণাস্বাদ, লঘু ও স্বাদু।

অখণ্ডিত ক্ষুরবিশিষ্ট সমুদায় প্রাণীর দুগ্ধও এইরূপ গুণযুক্ত।

গর্দ্দভীদুগ্ধম্

শ্বাসবাতহরং সাম্লং লবণং রুচিদীপ্তিকৃৎ।
কফকাসহরং বাল-রোগঘ্নং গর্দ্দভীপয়ঃ ॥

গাধার দুধ

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—গৰ্দ্দভীদুগ্ধ অম্ল-লবণরস, রুচিজনক ও অগ্নিবৰ্দ্ধক এবং ইহা শ্বাস, বায়ু, কফ, কাস ও বাল্যাবস্থার রোগ নাশ করিয়া থাকে।

উষ্ট্রীদুগ্ধম্

ঔষ্ট্রং দুগ্ধং লঘু স্বাদু লবণং দীপনং তথা।
ক্রিমিকুষ্ঠকফানাহ-শোথোদরহরং সরম্ ॥

উষ্ট্রীদুগ্ধ / আসামে উটর গাখীর

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—উষ্ট্রীদুগ্ধ লঘু, স্বাদু, লবণরস, অগ্নিদীপক ও সারক ইহা পান করিলে ক্রিমি, কুষ্ঠ, কফ, আনাহরোগ, শোথ ও উদররোগ নিবারিত হয়।

নারীদুগ্ধম্

নার্য্যা লঘু পয়ঃ শীতং দীপনং বাতপিত্তজিৎ।
চক্ষুঃশূলাভিঘাতঘ্নং নস্যাশ্চ্যোতনয়োর্বরম্ ॥

নারীদুগ্ধ / আসামে মানুহর গাখীর

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নারীদুগ্ধ লঘু, শীতল, দীপন, বায়ু, পিত্ত, চক্ষুঃশূল এবং অভিঘাতজ নেত্ররোগ নাশক। ইহা নস্য ও আশ্চ্যোতন ক্রিয়ায় অতি উপযোগী।

ধারোষ্ণাদিদুগ্ধম্

ধারোষ্ণং গোপয়ো বল্যং লঘু শীতং সুধাসমম্।
দীপনঞ্চ ত্রিদোষঘ্নং তদ্ধারাশিশিরং ত্যজেৎ ॥
ধারোষ্ণং শস্যতে গব্যং ধারাশীতন্তু মাহিষম্।
শৃতোষ্ণমাবিকং পথ্যং শৃতশীতমজাপয়ঃ ॥
আমং ক্ষীরমভিষ্যন্দি গুরু শ্লেষ্মামবৰ্দ্ধনম্।
জ্ঞেয়ং সর্ব্বমপথ্যন্তু গব্যমাহিষবর্জ্জিতম্ ॥
নারীক্ষীরন্ত্বামমেব হিতং ন তু শৃতং হিতম্।
শৃতোষ্ণং কফবাতঘ্নং শৃতশীতন্তু পিত্তনুৎ।
অৰ্দ্ধোদকং ক্ষীরশিষ্টমামাল্লঘুতরং পয়ঃ ॥
জলেন রহিতং দুগ্ধমতিপক্বং যথা যথা।
তথা তথা গুরু স্নিগ্ধং বৃষ্যং বলবিবৰ্দ্ধনম্ ॥

দুগ্ধের অবস্থা বিশেষে গুণ

ধারোষ্ণ দুগ্ধের গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ধারোষ্ণ গব্য দুগ্ধ বলকারক, লঘু, শীতল, অমৃততুল্য, অগ্নিদীপক ও ত্রিদোষনাশক। গাভীদোহনকালে দুগ্ধ

স্বভাবত গরম থাকে, তাহাকে ধারোষ্ণ দুগ্ধ কহে। ধারোষ্ণ গব্য দুগ্ধই প্রশস্ত, কিন্তু ঐ দুগ্ধ শীতল হইলে তাহা পরিত্যাগ করিবে। মহিষ দুগ্ধ দোহনের পর শীতল হইলে গুণকারী হয়। মেষীদুগ্ধ শৃতোষ্ণ অবস্থায় (জ্বাল দেওয়া পর শীতল না হওয়া পর্যন্ত) এবং ছাগীদুগ্ধ শৃতশীলত (জ্বাল দেওয়ার পর শীতল) হইলে গুণকারক হয়। গব্য ও মহিষদুগ্ধ ভিন্ন সমস্ত কাঁচা দুধ অভিষ্যন্দী, গুরু, শ্লেষ্মা ও আমবর্ধক এবং অপথ্য। নারীদুগ্ধ কাঁচাই হিতকর, ইহা সিদ্ধ অহিতকর। জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ গরম অবস্থায় পান করিল কফ ও বায়ু এবং শীতল করিয়া পান করিলে পিত্ত নষ্ট হয়। অর্ধেক জল অর্ধেক দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইলে তাহা অত্যন্ত লঘু হয়। জলহীন দুগ্ধ যত অধিক পাক করা যায়, ততই তাহা গুরু, স্নিগ্ধ বীর্যকারক ও বলবর্ধক হয়।

সন্তানিকা

সন্তানিকা গুরুঃ শীতা বৃষ্যা পিত্তাস্রবাতহৃৎ।
তর্পণী বৃংহণী স্নিগ্ধা বলাসবলশুক্রলা॥

দুগ্ধের সর

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে আসামে গাখীরর সর, ইংরাজী নাম Cream।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—দুগ্ধের সর গুরু, শীতবীর্য, রতিশক্তি বর্ধক, রক্তপিত্তনাশক, বাতঘ্ন, তৃপ্তিকর, পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ এবং ইহা কফ, বল ও শুক্রজনক।

খণ্ডাদিযুক্তদুগ্ধম্

খণ্ডেন সহিতং দুগ্ধং কফকৃৎ পবনাপহম্।
সিতাসিতোপলাযুক্তং শুক্রলং ত্রিমলাপহম্।
সগুড়ং মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং পিত্তশ্লেষ্মকরং পরম্॥

খণ্ডাদি-মিশ্রিত দুগ্ধ

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—খণ্ডযুক্ত দুগ্ধ কফকারক ও বায়ুনাশক। চিনি ও মিছরি সংযুক্ত দুগ্ধ শুক্রজনক ও ত্রিদোষনাশক। গুড় মিশ্রিত দুগ্ধ মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক এবং পিত্ত ও শ্লেষ্মবর্ধক।

সময়বিশেষে দুগ্ধপানগুণাঃ

বৃষ্যং বৃংহণমগ্নিদীপকরং পূর্ব্বাহ্নকালে পয়ো।
মধ্যাহ্নে তু বলাবহং কফহরং পিত্তাপহং দীপনম্।
বালে বৃদ্ধিকরং ক্ষয়েহক্ষয়করং বৃদ্ধেষু রেতোবহং।
রাত্রৌ পথ্যমনেকদোষশমনং চক্ষুর্হিতং সংস্মৃতম্॥
বদন্তি পেয়ং নিশি কেবলং পয়ো ভোজ্যং ন তেনেহ সহোদনাদিকম্।
ভবেদজীর্ণং ন শয়ীত সর্ব্বথা ক্ষীরস্য পীতস্য ন শেষমুৎসৃজেৎ॥

বিদাহ্যন্নপানানি দিবা ভুঙ্‌ক্তে হি যো নরঃ।
তদ্‌বিদাহপ্রশান্ত্যর্থং রাত্রৌ ক্ষীরং সদা পিবেৎ॥
দীপ্তানলে কৃশে পুংসি বালে বৃদ্ধে পয়ঃপ্রিয়ে।
মতং হিততমং দুগ্ধং সদ্যঃশুক্রকরং যতঃ॥

সময়বিশেষে দুগ্ধপানের গুণাদি

পূর্বাহ্ণে দুগ্ধ পান করিলে শরীরের পুষ্টি, অগ্নির দীপ্তি ও শুক্রের বৃদ্ধি হয়। মধ্যাহ্নে সেবিত দুগ্ধ বলকারক, কফহারক, পিত্তনাশক ও অগ্নিদীপক ; বাল্যবস্থায় দুগ্ধ পান করিলে শরীরের পুষ্টি, ক্ষয়রোগে দুগ্ধ পান করিলে ক্ষয়ের নিবারণ, বৃদ্ধাবস্থায় দুগ্ধ পান করিলে শুক্রের বর্ধন এবং রাত্রিতে দুগ্ধ পান করিলে শরীরের হিতসাধন এবং নানাদোষের নাশ ও চক্ষুর জ্যোতিবৃদ্ধি হয়। রাত্রিকালে অন্নাদির সহিত দুগ্ধ পান না করিয়া কেবল দুগ্ধ পান করিবে। অজীর্ণ আশঙ্কায় কিছুক্ষণ শয়ন করিবে না। দুগ্ধ-পান করিয়া পাত্রে অবশেষ রাখা উচিত নহে। যে ব্যক্তি বিদাহী অন্ন পান ভোজন করে, তজ্জনিত বিদাহ শান্তির নিমিত্ত তাহার রাত্রিকালে কেবল দুগ্ধ পান করা উচিত। কৃশ, বালক, বৃদ্ধ এবং দুগ্ধপ্রিয় ও দীপ্তানল ব্যক্তির পক্ষে দুগ্ধ বিশেষ হিতকারক যেহেতু দুগ্ধ সেবনে সদ্যঃ শুক্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মথিতদুগ্ধম

ক্ষীরং গব্যমথাজং বা কোষ্ণং দণ্ডাহতং পিবেৎ।
লঘু বৃষ্যং জ্বরহরং বাতপিত্তকফাপহম্।

মথিত দুগ্ধ (ইংরাজী Churned milk)

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মথিত উষ্ণ গব্য কিংবা ছাগদুগ্ধ লঘু, বৃষ্য এবং জ্বর, বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক।

নিন্দিতং দুগ্ধম্

বিবর্ণং বিরসঞ্চাম্লং দুর্গন্ধং গ্রথিতং পয়ঃ।
বর্জ্জয়েদম্ললবণযুক্তং কুষ্ঠাদিকৃদ্ যতঃ॥

নিন্দিত দুগ্ধ

যে দুগ্ধ বিবর্ণ, বিরস, অম্লরসান্বিত, দুর্গন্ধযুক্ত ও গ্রথিত (ছাকড়া ছাকড়া) এবং যাহা অম্ল অথবা লবণ রস সংযুক্ত, তাহা পরিত্যাগ করিবে, কারণ এতাদৃশ দুগ্ধ সেবনে কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ জন্মে।

॥ ইতি দুগ্ধবর্গঃ ॥

অথ দধি বর্গঃ

দধি

দধ্যুষ্ণং দীপনং স্নিগ্ধং কষায়াম্লরসং গুরু।
পাকেঽম্লং গ্রাহি পিত্তাস্র-শোথমেদঃকফপ্রদম্॥
মূত্রকৃচ্ছ্রে প্রতিশ্যায়ে শীতকে বিষমজ্বরে।
অতীসারেঽরুচৌ কার্শ্যে শস্যতে বলশুক্রকৃৎ॥ *

দধি / দই

দেশভেদে নামভেদ।—দধিকে হিন্দীতে দহী, মহারাষ্ট্রে দহিং, কর্ণাটে মোসর, গুজরাটে দহি, তৈলঙ্গে হৃগু, আসামে দই, ফারসীতে দোগ, আরবীতে হুগরাত্ত বলে। ইংরাজী নাম Curdled Milk।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—দধি উষ্ণবীর্য, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, কষায়াম্লরস, গুরু, অম্লবিপাক, মলসংগ্রাহক এবং ইহা রক্তপিত্ত, শোথ, মেদঃ ও কফবর্ধক। ইহা মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রতিশ্যায়, শীতকজ্বর, বিষমজ্বর, অতিসার, অরুচি ও কার্শ্যরোগে প্রশস্ত এবং বল ও শুক্রবর্ধক।

গোদধি

গব্যং দধি বিশেষেণ স্বাদ্বম্লং রুচিপ্রদম্।
পবিত্রং দীপনং স্নিগ্ধং পুষ্টিকৃৎ পবনাপহম্।
উক্তং দধ্নামশেষাণাং মধ্যে গব্যং গুণাধিকম্॥ **

গব্য দধি

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—গব্যদধি অতি মধুররস, বলকারক, রুচিপ্রদ, পবিত্র, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক ও বায়ুনাশক। সকল প্রকার দধির মধ্যে গব্যদধিই শ্রেষ্ঠ। আসামে দই গাখীর।

মহিষ দধি

মাহিষং দধি সুস্নিগ্ধং শ্লেষ্মলং বাতপিত্তনুৎ
স্বাদুপাকমভিষ্যন্দি বৃষ্যং গুর্বস্রদূষকম্।

---

* দধ্যম্লং গুরু বাতদোষশমনং সংগ্রাহি মূত্রাবহং / বল্যং শোফকঞ্চ রুচ্যাশমদং বহ্নেশ্চ শান্তিপ্রদম্ / কাসশ্বাসসপীনসেষু বিষমে শীতজ্বরে শস্যিতম্ / রক্তোদ্রেককরং করোতি শুক্রস্য বৃদ্ধিং পরাম্॥ রা. নি.।

** দধি গব্যমতিপবিত্রং শীতং স্নিগ্ধঞ্চ দীপনং বলকৃৎ / মধুরমোরচকহারি গ্রাহি চ বাতাময়ঘ্নঞ্চ॥ রা. নি.।

মাহিষ দধি

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মাহিষ দধি অতিশয় স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকারক, বাতপিত্ত-নাশক, মধুরবিপাক, অভিষ্যন্দী, শুক্রকারক, গুরু ও রক্তদূষক।

ছাগদধি

আজং দধ্যুত্তমং গ্রাহি লঘু দোষত্রয়াপহম্।
শস্যতে শ্বাসকাসার্শঃ-ক্ষয়কার্শ্যেষু দীপনং॥ †

ছাগদধি

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ছাগদধি অত্যন্ত সংগ্রাহী, লঘু, ত্রিদোষনাশক, অগ্নিদীপক এবং ইহা শ্বাস, কাস, অর্শঃ, ক্ষয় ও কার্শ্যরোগে প্রশস্ত।

শর্করাদিমিশ্রিতদধিগুণাঃ

সশর্করং দধিশ্রেষ্ঠং তৃষ্ণাপিত্তাস্রদাহজিৎ।
সগুড়ং বাতহৃদ্ বৃষ্যং বৃংহণং তর্পণং গুরু॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—চিনি মিশ্রিত দধি শ্রেষ্ঠ এবং ইহা তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত ও দাহনাশক। গুড়যুক্ত দধি বাতনাশক, শুক্রজনক, পুষ্টিবর্ধক, তৃপ্তিকারক ও গুরুপাক।

রাত্রৌ দধিভোজননিষেধঃ

ন নক্তং দধি ভুঞ্জীত ন চাপ্যঘৃতশর্করম্।
নামুদ্গসূপং নাক্ষৌদ্রং নোষ্ণং নামলকৈর্বিনা॥
শস্যতে দধি নো রাত্রৌ শস্তঞ্চাম্বুঘৃতান্বিতম্।
রক্তপিত্তকফোত্থেষু বিকারেষু তু নৈব তৎ॥

রাত্রিতে দধিভোজন নিষেধ

রাত্রিতে দধিভোজন করিবে না। ভোজন করিতে হইলে ঘৃত, চিনি, মুদ্গযূষ, মধু বা আমলকী ইহাদের কোন একটি মিশ্রিত না করিয়া বা উষ্ণ করিয়া পান করিবে না। অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্য সংযুক্ত বা উষ্ণ না করিয়া দধি পান করিবে। গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে—রাত্রিতে দধি প্রশস্ত নহে, কিন্তু ঘৃত ও জল সংযুক্ত করিয়া পান করিলে দোষ হয় না। রক্তপিত্ত ও কফোত্থ রোগে দধি সেব্য নহে।

সরো মস্তু চ

দধ্নস্তূপরি যো ভাগো ঘনঃ স্নেহসমন্বিতঃ।
স লোকে সর ইত্যুক্তো দধ্নো মণ্ডস্তু মস্ত্বিতি॥

---

† দধ্যাজং কফবাতঘ্নং লঘূষ্ণং নেত্রদোষজিৎ। / দুর্নামশ্বাসকাসঘ্নং ক্ষ্যাং দীপনপাচনম্॥

রা. নি.॥

সরঃ স্বাদুগুর্রুর্বৃষ্যো বাতবহ্নিপ্রণাশনঃ।
সোঽম্লো বস্তিপ্রশমনঃ পিত্তশ্লেষ্মবিবর্দ্ধনঃ॥
মস্তু ক্লমহরং বল্যং লঘু ভক্তাভিলাষকৃৎ।
স্রোতোবিশোধনং হ্লাদি কফতৃষ্ণানিলাপহম্।
অবৃষ্যং প্রীণনং শীঘ্রং ভিনত্তি মলসঞ্চয়ম্॥

দধির সর ও মাত

লক্ষণ।—দধির উপরিস্থিত স্নেহসংশ্লিষ্ট ঘনীভূত পদার্থকে দধির সর বলা যায় এবং দধির মণ্ডকে মস্তু বা মাত্ বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—দধির সর মধুররস, গুরুপাক ও শুক্রবর্ধক। ইহা বায়ু ও অগ্নিনাশক। ঐ সর অম্লরসান্বিত হইলে বস্তিশোধক এবং পিত্ত ও কফবর্ধক হইয়া থাকে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—দধির মাত্ ক্লান্তিনাশক, বলকারক, লঘু, অন্নাভিলাষজনক, স্রোতঃসমূহের শোধনকারক, আহ্লাদজনক, কফঘ্ন, পিপাসানাশক, বাতাপহারক, অবৃষ্য ও তৃপ্তিজনক। ইহা শীঘ্রই সঞ্চিত মল বিরেচিত করিয়া থাকে।

। ইতি দধিবর্গঃ ॥

অথ তক্রবর্গঃ

তক্রম্

ঘোলন্তু মথিতং তক্রমুদশ্বিচ্ছচ্ছিকাপি চ।
সসরং নির্জলং ঘোলং মথিতন্ত্বসরোদকম্।
তক্রং পাদজলং প্রোক্তমুদশ্বিৎ ত্বর্দ্ধবারিকম্।
চচ্ছিকা সারহীনা স্যাৎ স্বচ্ছা প্রচুরবারিকা।
ঘোলন্তু শর্করাযুক্তং গুণৈর্জ্ঞেয়ং রসালবৎ।
বাতপিত্তহরং ঘোলং মথিতং কফপিত্তনুৎ॥
তক্রং গ্রাহি কষায়াম্লং স্বাদুপাকরসং লঘু।
বীর্য্যোষ্ণং দীপনং বৃষ্যং প্রীণনং বাতনাশনম্॥
গ্রহণ্যাদিমতাং পথ্যং ভবেৎ সংগ্রাহি লাঘবাৎ।
কিঞ্চ স্বাদুবিপাকিত্বান্ন চ পিত্তপ্রকোপণম্।
কষায়োষ্ণবিকাশিত্বাদ্ রৌক্ষ্যাচ্চাপি কফাপহম্।

উদশ্বিৎ কফকৃদ্ বল্যং শ্রমঘ্নং পরমং মতম্।
ছচ্ছিকা শীতলা লঘ্বী পিত্তশ্রমতৃষাহরী।
বাতঘ্নং কফকৃৎ সা তু দীপনী লবণান্বিতা॥
ন তক্রসেবী ব্যথতে কদাচিন্ন তক্রদগ্ধাঃ প্রভবন্তি রোগাঃ।
যথা সুরাণামমৃতং সুখায় তথা নরাণাং ভুবি তক্রমাহুঃ॥

তক্র

প্রকারভেদ ও লক্ষণ।—ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা এই পাঁচটি তক্রের ভেদ। তন্মধ্যে সরের সহিত নির্জল দধি মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল বলে, সরবিহীন দধি জলের সহিত মর্দন করিলে তাহাকে মথিত বলে, চতুর্থাংশ জলের সহিত মন্থন করিলে তাহাকে তক্র ও অর্ধাংশ জলের সহিত দধি মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ এবং বহুপরিমাণে জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে যে স্বচ্ছপদার্থ থাকে, তাহাকে ছচ্ছিকা বলা যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ছাচ বা মাঠ্‌ঠা, মহারাষ্ট্রে তাক্, আসামে ঘোল, গুজরাটে ছাস, ঘোলবু, কর্ণাটে অলিমজ্জিগ, তৈলঙ্গে মজ্জিকে, ফারসীতে মস্ত, মঠা, আরবীতে হমীজ ও ইংরাজীতে Butter milk, Whey বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—চিনিসংযুক্ত ঘোল রসালার ন্যায় গুণকারী। ঘোল—বায়ু ও পিত্তনাশক। মথিত—কফ ও পিত্তনাশক। তক্র—ধারক, কষায়-অম্ল-মধুরবিপাক, লঘু, উষ্ণবীর্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, শুক্রবর্ধক, তৃপ্তিজনক ও বায়ুনাশক। ইহা গ্রহণী প্রভৃতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে হিতকর, পরন্তু তক্র লঘু বলিয়া ধারক, বিপাকে মধুর হয় বলিয়া তাহা পিত্ত প্রকোপক নহে। কষায়ত্ব, উষ্ণত্ব, অবিকাশিত্ব এবং রুক্ষত্ব হেতু তক্র কফ নষ্ট করিয়া থাকে। উদশ্বিৎ—কফবর্ধক, বলকারক এবং অত্যন্ত শ্রান্তিনাশক। ছচ্ছিকা—শীতবীর্য, লঘু, কফকারক এবং ইহা পিত্ত, শ্রম, পিপাসা ও বায়ুনাশক। উহা লবণসংযুক্ত হইলে অগ্নিদীপ্তিকারক হইয়া থাকে।

তক্রসেবনকারী ব্যক্তিকে কোন ক্লেশ অনুভব করিতে হয় না। তক্র-সেবন-প্রভাবে রোগসকল দগ্ধ হইয়া বর্ধিত হইতে পারে না। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যেমন অমৃত পান দেবগণের সুখাবহ, তদ্রূপ তক্রপান মানবগণের সুখপ্রদ হয়

উদ্ধৃতস্তোকোদ্ধৃতানুদ্ধৃতঘৃতানাং তক্রানাং গুণাঃ

সমুদ্ধৃতঘৃতং তক্রং পথ্যং লঘু বিশেষতঃ।
স্তোকোদ্ধৃতঘৃতং তস্মাদ্ গুরু বৃষ্যং কফাপহম্।
অনুদ্ধৃতঘৃতং সান্দ্রং গুরু পুষ্টিকফপ্রদম্॥

উদ্ধৃত, অল্প উদ্ধৃত ও অনুদ্ধৃত ঘৃতের তক্রের গুণ

গুণাদি।—যে তক্রের ঘৃত সম্যক্ উদ্ধৃত করা হইয়াছে ইহা অত্যন্ত হিতকর ও লঘু,

যে-তক্রের ঘৃত অল্প পরিমাণে উদ্ধৃত করা হয়, তাহা উহা অপেক্ষা গুরু, শুক্রকারক এবং কফনাশক। যে তক্র হইতে একেবারে ঘৃত উদ্ধৃত করা হয় না, তাহা ঘন, গুরু, পুষ্টিকারক এবং কফজনক হইয়া থাকে।

দোষবিশেষে ব্যাধিবিশেষে চ তক্রপ্রয়োগবিধিঃ

বাতেঽম্লং শস্যতে তক্রং শুণ্ঠীসৈন্ধবসংযুতম্।
পিত্তে স্বাদু সিতাযুক্তং সব্যোষমধিকে কফে॥
হিঙ্গুজীরযুতং ঘোলং সৈন্ধবেন চ সংযুতম্।
ভবেদতীব বাতঘ্নমর্শোঽতিসারহৃৎ পরম্॥
রুচিদং পুষ্টিদং বল্যং বস্তিশূলবিনাশনম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রে তু সগুড়ং পাণ্ডুরোগে সচিত্রকম্॥

দোষ ও ব্যাধিবিশেষে তক্রপ্রয়োগবিধি

বায়ুপ্রশান্তির নিমিত্ত শুণ্ঠি ও সৈন্ধব সমন্বিত অম্লরস যুক্ত তক্র প্রশস্ত, পিত্তপ্রশমনের নিমিত্ত চিনিসংযুক্ত মধুররসান্বিত ঘোল ব্যবহার্য। কফ উপশমের নিমিত্ত ত্রিকটু-সংযুক্ত ঘোল প্রযোজ্য। হিঙ্গু, জীরা ও সৈন্ধব সংযুক্ত ঘোল—অত্যন্ত বায়ুনাশক, রুচিজনক, পুষ্টিকারক, বলপ্রদ ও বস্তিগতশূলনাশক। ইহা অর্শঃ ও অতিসার বিনাশের পক্ষে শ্রেষ্ঠ। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে গুড়ের সহিত এবং পাণ্ডুরোগে চিতামূলের সহিত ঘোল প্রযোজ্য।

অপক্বতক্রম্

তক্রমামং কফং কোষ্ঠে হন্তি কণ্ঠে করোতি চ
পীনসশ্বাসকাসাদৌ পক্বমেব প্রযুজ্যতে॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অপক্ব তক্র কোষ্ঠগত কফনাশক, কিন্তু কণ্ঠগত কফের বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পক্ব তক্র—পীনস, শ্বাস ও কাস প্রভৃতি রোগে প্রযোজ্য।

তক্রসেবনবিষয়াঃ

শীতকালেঽগ্নিমান্দ্যে চ তথা বাতাময়েষু চ।
অরুচৌ স্রোতসাং রোধে তক্রং স্যাদমৃতোপমম্॥
তৎ তু হন্তি গরচ্ছর্দ্দি প্রসেকবিষমজ্বরান্।
পাণ্ডুমেদোগ্রহণ্যর্শো-মূত্রগ্রহভগন্দরান্॥
মেহং গুল্মমতীসারং শূলপ্লীহোদরারুচীঃ।
শ্বিত্রকোষ্ঠগতব্যাধীন্ কুষ্ঠশোথতৃষাক্রিমীন্॥

তক্রসেবনের বিষয়।—শীতকালে মন্দাগ্নিতে, বায়ুরোগে, অরুচিতে এবং স্রোতঃ সকল রুদ্ধ হইলে তক্র অমৃতের ন্যায় উপকার করে।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা গরদোষ, বমি, প্রসেক, বিষমজ্বর, পাণ্ডু, মেদঃ, গ্রহণীরোগ, অর্শঃ, মূত্রাঘাত, ভগন্দর, প্রমেহ, গুল্ম, অতিসার, শূল, প্লীহা, উদর, অরুচি, শ্বিত্র, কোষ্ঠগতরোগ, কুষ্ঠ, শোথ, পিপাসা ও ক্রিমি বিনষ্ট করিয়া থাকে।

তক্রস্যাবিষয়াঃ

নৈব তক্রং ক্ষতে দদ্যান্নোষ্ণকালে ন দুর্ব্বলে।
ন মূর্চ্ছাভ্রমদাহেষু ন রোগে রক্তপিত্তজে॥

তক্র সেবনের নিষেধ।—ক্ষতরোগে, উষ্ণকালে, দুর্ব্বল ব্যক্তিকে, মূর্চ্ছারোগে, ভ্রমরোগে, দাহরোগে এবং রক্তপিত্তে তক্রপ্রয়োগ করিবে না।

গব্যাদীনাং তক্রাণাং বিশিষ্টা গুণাঃ

যান্যুক্তানি দধীন্যষ্টৌ তদ্গুণং তক্রমাদিশেৎ॥

গব্য দধি প্রভৃতি আট প্রকার দধির যেরূপ গুণ কথিত হইয়াছে, তজ্জাত তক্রেরও সেই-সকল গুণ জানিবে।

কিলাটঃ

কিলাটোঽনিলহা বৃষ্যঃ কফনিদ্রাকরো গুরুঃ॥

ছানা / ইংরাজী নাম Posset

গুণ।—কিলাট গুরু, শুক্রবর্ধক, বাতনাশক, কফকারক ও নিদ্রাজনক।

॥ ইতি তক্রবর্গঃ॥

অথ নবনীতবর্গঃ

নবনীতম্

মৃক্ষণং সরজং হৈয়ঙ্গবীনং নবনীতকম্।
নবনীতং হিতং গব্যং বৃষ্যং বর্ণবলাগ্নিকৃৎ॥
সংগ্রাহি বাতপিত্তাসৃক্-ক্ষয়ার্শোঽর্দ্দিতকাসহৃৎ।
তদ্ধিতং বালকে বৃদ্ধে বিশেষাদমৃতং শিশোঃ॥ *

* শীতং বর্ণবলাবহং সুমধুরং বৃষ্যঞ্চ সংগ্রাহকং / বাতঘ্নং কফকারকং রুচিকরং সর্ব্বাঙ্গ-শূলাপহম্। / কাসঘ্নং শ্রমনাশনং সুখকরং কান্তিপ্রদং পুষ্টিদং / চক্ষুষ্যং নবনীতমুদ্ধৃতনবং গোঃ সর্ব্বদোষাপহম্॥ রা. নি.।

ননী

পর্য্যায়।—মৃক্ষণ, সরজ, হৈয়ঙ্গবীন ও নবনীত—এই কয়েকটি একপর্যায়ক শব্দ। মাখন ইহার প্রচলিত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে নবনী, নোনী, মক্খন, আসামে মাখন, মহারাষ্ট্রে লোণী, গুজরাটে মাখন, কর্ণাটে বেণে, তৈলঙ্গে পেন্না, ফারসীতে মসকা, আরবীতে জুব্দ বলে। ইংরাজী নাম Butter।

গুণ।—গব্যনবনীত হিতজনক, বৃষ্য, বর্ণপ্রসাদক, বলকারক, অগ্নিবর্দ্ধক ও ধারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বায়ু, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, অর্শঃ, অর্দ্দিত ও কাস নাশক। নবনীত বালক ও বৃদ্ধ সকলেরই উপকারী বিশেষত ইহা শিশুর পক্ষে অমৃততুল্য।

মাহিষনবনীতম্

নবনীতং মহিষ্যাস্তু বাতশ্লেষ্মকরং গুরু।
দাহপিত্তশ্রমহরং মেদঃশুক্রবিবর্দ্ধনম্॥ †

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মাহিষ নবনীত বায়ুবর্দ্ধক, কফকারক, গুরু, মেদো বর্দ্ধক, শুক্রজনক এবং ইহা দাহ, পিত্ত ও শ্রমনাশক।

পয়সো নবনীতম্

দুগ্ধোত্থং নবনীতন্তু চক্ষুষ্যং রক্তপিত্তনুৎ।
বৃষ্যং বল্যমতিস্নিগ্ধং মধুরং গ্রাহি শীতলম্॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—দুগ্ধোদ্ভূত নবনীত চক্ষুর হিতকারক, রক্তপিত্তনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, অতিশয় স্নিগ্ধ, মধুররস, ধারক ও শীতবীর্য।

সদ্যঃসমুদ্ধৃত-নবনীতম্

নবনীতন্তু সদ্যস্কং স্বাদু গ্রাহি হিমং লঘু।
মেধ্যং কিঞ্চিৎ কষায়াম্লমীষৎ তক্রাংশসংক্রমাৎ॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সদ্য উদ্ধৃত নবনীত মধুররস, ধারক, শীতবীর্য, লঘু ও মেধাজনক। ঈষৎ তক্রাংশসংযুক্ত থাকায়, নবনীত কিঞ্চিৎ কষায়াম্লরস।

চিরন্তননবনীতম্

সক্ষারং কটুকাম্লঞ্চ ছর্দ্দ্যর্শঃকুষ্ঠকারকম্।
শ্লেষ্মলং গুরু মেদস্যং নবনীতং চিরন্তনম্॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বহুকালোৎপন্ন নবনীত গুরু, কফকারক ও মেদোবর্দ্ধক এবং ইহা ক্ষারসংযুক্ত কটু-অম্লরস বলিয়া বমি, অর্শঃ ও কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

॥ ইতি নবনীতবর্গঃ ॥

---

† মাহিষং নবনীতন্তু কষায়ং মধুরং রসে। শীতং বৃষ্যপ্রদং গ্রাহি পিত্তঘ্নন্তু বলপ্রদম্। রা.নি.।

অথ ঘৃতবর্গঃ

ঘৃতম্

ঘৃতমাজ্যং হবিঃ সর্পিঃ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ ।
ঘৃতং রসায়নং স্বাদু চক্ষুষ্যং বহ্নিদীপনম্ ।
শীতবীর্য্যং বিষালক্ষ্মী-পাপপিত্তানিলাপহম্ ।
অল্পাভিষ্যন্দি কান্ত্যোজস্তেজোলাবণ্যবুদ্ধিকৃৎ ।
স্বরস্মৃতিকরং মেধ্যমায়ুষ্যং বলকৃদ্ গুরু ।
উদাবর্ত্তজ্বরোন্মাদ শূলানাহব্রণান্ হরেৎ ।
স্নিগ্ধং কফকরং রক্ষঃ-ক্ষয়বীসর্পরক্তনুৎ ।

পর্য্যায়।—ঘৃত, আজ্য, হবিঃ ও সর্পিঃ—এই কয়েকটি এক পর্যায়ক শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ঘিউ, ঘৃত, ঘী, মহারাষ্ট্রে তুপ, গুজরাটে ঘি, আসামে ঘিউ, তৈলঙ্গে নেই, ফারসীতে রোঘনেজর্দ, আরবীতে সমন দহনুলবকর বলে। ইংরাজী নাম Clarified butter।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ঘৃত রসায়ন, মধুররস, চক্ষুর হিতকারক, অগ্নির দীপক, শীতবীর্য, অল্প-অভিষ্যন্দি, কান্তিজনক, ওজোধাতুবর্ধক, তেজস্কর, লাবণ্যবর্ধক, বুদ্ধিজনক, স্বরবর্ধক, স্মৃতিকারক, মেধাজনক, আয়ুষ্কর, বলজনক, গুরু, স্নিগ্ধ, কফকর, রক্ষোঘ্ন এবং ইহা বিষ, অলক্ষ্মী, পাপ, পিত্ত, বায়ু, উদাবর্ত, জ্বর, উন্মাদ, শূল, আনাহ, ব্রণ, ক্ষয়, বিসর্প ও রক্তদোষনাশক।

গব্যঘৃতম

গব্যং ঘৃতং বিশেষেণ চক্ষুষ্যং বৃষ্যমগ্নিকৃৎ ।
স্বাদুপাকরসং শীতং বাতপিত্তকফাপহম্ ॥
মেধালাবণ্যকান্ত্যোজস্তেজোবৃদ্ধিকরং পরম্ ।
অলক্ষ্মীপাপরক্ষোঘ্নং বয়সঃ স্থাপকং গুরু ॥
বল্যং পবিত্রমায়ুষ্যং সুমঙ্গল্যং রসায়নম্ ।
সুগন্ধি রোচনঞ্চারু সর্ব্বাজ্যেষু গুণাধিকম্ ॥ *

গব্যঘৃত

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—গব্যঘৃত চক্ষুর অত্যন্ত হিতকর, শুক্রজনক, অগ্নিবর্ধক, মধুররস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, কফহারক, মেধাজনক, লাবণ্য-

---

* ধীকান্তিস্মৃতিদায়কং বলকরং মেধাপ্রদং পুষ্টিকৃদ্ / বাতশ্লেষ্মহরং শ্রমোপশমনং পিত্তাপহং হৃদ্যদ / বহ্নের্বৃদ্ধিকরং বিপাকমধুরং বৃষ্যং বপুঃস্থৈর্য্যদং / গব্যং হব্যতমং ঘৃতং বহুগুণং ভোগ্যং ভবেদ্ ভাগ্যতঃ ॥ রা. নি.।

বর্ধক, কান্তিপ্রদ, ওজোধাতুবর্ধক, অত্যন্ত তেজস্কর, অলক্ষ্মী (দুর্ভাগ্য) বিনাশক, পাপহারক, রক্ষোঘ্ন, বয়ঃস্থাপক, গুরু, বলকর, পবিত্র, আয়ুষ্কর, মঙ্গলজনক, রসায়ন, সুগন্ধ, রুচিকারক ও মনোজ্ঞ। ইহা সমস্ত ঘৃত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মাহিষঘৃত

মাহিষস্য ঘৃতং স্বাদু পিত্তরক্তানিলাপহম্।
শীতলং শ্লেষ্মলং বৃষ্যং গুরু স্বাদু বিপচ্যতে॥ *

মাহিষঘৃতম্

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মাহিষ ঘৃত মধুররস, রক্তপিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, শীতবীর্য, কফকারক, শুক্রবর্ধক, গুরু এবং বিপাকে মধুর।

আবিক ঘৃতম্

পাকে লঘ্বাবিকং সর্পিঃ সর্বরোগবিনাশনম্।
বৃদ্ধিং করোতি চাস্থীনামশ্মরীশর্করাপহম্॥
চক্ষুষ্যমগ্নিজননং বাতদোষনিবারণম॥

মেষীঘৃত

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মেষ ঘৃত লঘুপাক, সর্বরোগনাশক, অস্থিবর্ধক, চক্ষুর হিতকর এবং অগ্নিবর্ধক। ইহা অশ্মরী, শর্করা ও বাতরোগ বিনষ্ট করে। (ঊর্ধ্বশ্লেষ্মজনিত জিহ্বাদি ক্ষতে মেষ ঘৃত ব্যবহার করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়)।

ছাগঘৃতম্

আজমাজ্যং রয়োত্যাগ্নং চক্ষুষ্যং বলবর্দ্ধনম্।
কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে চাপি হিতং পাকে ভবেৎ কটু॥

ছাগীঘৃত

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ছাগীঘৃত অগ্নিবর্ধক, চক্ষুর হিতকারক, বলবর্ধক, কটুবিপাক এবং ইহা কাস, শ্বাস ও ক্ষয়রোগে হিতকর।

উষ্ট্রঘৃতম্

ঔষ্ট্রং কটু ঘৃতং পাকে শোষ ক্রিমিবিষাপহম্।
দীপনং কফবাতঘ্নং কুষ্ঠগুল্মোদরাপহম্॥

উষ্ট্রীঘৃত

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—উষ্ট্রীঘৃত কটুবিপাক, অগ্নিদীপ্তিকারক এবং উহা শোষ, ক্রিমি, বিষ, কফ, বায়ু, গুল্ম ও উদররোগনাশক।

---

* সর্পির্মাহিষমুত্তমং ধৃতিকরং সৌখ্যপ্রদং কান্তিকৃদ্/বাতশ্লেষ্মনিবর্হণং বলকরং বর্ণপ্রদানে ক্ষমম্। / দুর্নামগ্রহণীবিকারশমনং মন্দানলোদ্দীপনং /চক্ষুষ্যং নবগব্যতঃ পরিমিদং হৃদ্যং মনোহারি চ॥ রা. নি.।

নারীঘৃতম্

কফেহগ্নিসে যোনিদোষে পিত্তে রক্তে চ তদ্ধিতম্।
চক্ষুষ্যমাজ্যং স্ত্রীণান্তু রুচ্যং স্যাদমৃতোপমম্ ॥

মানুষীঘৃত

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নারীদুগ্ধজাত ঘৃত চক্ষুর হিতকর ও রুচিজনক এবং ইহা কফ, বায়ু, যোনিব্যাপৎ, রক্তদুষ্টি ও পিত্তে হিতকারক। ইহা অমৃততুল্য গুণকারী।

অশ্বাঘৃতম্

বৃদ্ধিং করোতি দেহাগ্ন্যোর্লঘু পাকে বিষাপহম্।
তর্পণং নেত্ররোগঘ্নং দাহনুদ্ বড়বাঘৃতম্ ॥

ঘোটকীঘৃত

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ঘোটকীদুগ্ধজাত ঘৃত দেহ ও অগ্নির বৃদ্ধিকারক, লঘুপাক, তৃপ্তিকর এবং বিষদোষ, নেত্ররোগ ও দাহরোগনাশক।

দুগ্ধঘৃতম্

ঘৃতং দুগ্ধভবং গ্রাহি শীতলং নেত্ররোগহৃৎ।
নিহন্তি পিত্তদাহাস্র মদমূর্চ্ছাভ্রমানিলান্ ॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—দুগ্ধমন্থনোদ্ভূত ঘৃত ধারক ও শীতবীর্য এবং ইহা নেত্ররোগ, পিত্ত, দাহ, রক্তদোষ, মদরোগ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও বায়ুনাশক।

হ্যস্তনদুগ্ধোত্থঘৃতম্

হবির্হ্যস্তনদুগ্ধোত্থং তৎ স্যাদ্ধৈয়ঙ্গবীনকম্।
হৈয়ঙ্গবীনং চক্ষুষ্যং দীপনং রুচিকৃৎ পরম্।
বলকৃদ্ বৃংহণং বৃষ্যং বিশেষাজ্জ্বরনাশনম্ ॥

পরিচয়।—গতদিবসীয় দুগ্ধোদ্ভব ঘৃতকে হৈয়ঙ্গবীন বলা যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—হৈয়ঙ্গবীন চক্ষুর হিতকারক, অগ্নির দীপক, অত্যন্ত রুচিকর, বলবর্ধক, পুষ্টিকারক ও শুক্রবর্ধক। ইহা জ্বরে অত্যন্ত উপকার করে।

পুরাণঘৃতম্

বর্ষাদূর্দ্ধং ভবেদাজ্যং পুরাণং তৎ ত্রিদোষনুৎ।
মূর্চ্ছাকুষ্ঠবিষোন্মাদাপস্মারতিমিরাপহম্।

যথা যথাধিকং সর্পিঃ পুরাণমধিকং ভবেৎ।
তথা তথা গুণৈঃ স্বৈঃ স্বৈরধিকং তদুদাহৃতম্ ॥

সংবৎসরোষিত ঘৃতকে পুরাতন ঘৃত বলা যায়। পুরাতন ঘৃত ত্রিদোষনাশক এবং ইহা মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ ও অপস্মার ও তিমিররোগ নষ্ট করিয়া থাকে। উপরোক্ত সমস্ত ঘৃতই যত অধিক পুরাতন হইবে, ততই তাহাদের গুণের আধিক্য হইবে।

নূতনস্য ঘৃতস্য বিষয়াঃ

যোজয়েন্নবমেবাজ্যং ভোজনে তর্পণে শ্রমে।
বলক্ষয়ে পাণ্ডুরোগে কামলানেত্ররোগয়োঃ ॥

নূতন ঘৃতের বিষয়।—ভোজন, তর্পণ, শ্রম, বলক্ষয়, পাণ্ডুরোগ, কামলা ও নেত্র-রোগে নূতন ঘৃত ব্যবহার করিবে।

ঘৃতপ্রয়োগস্য বিষয়াঃ

রাজযক্ষ্মণি বালে চ বৃদ্ধে শ্লেষ্মকৃতে গদে।
রোগে সামে বিসূচ্যাঞ্চ বিবন্ধে চ মদাত্যয়ে।
জ্বরে চ দহনে মন্দে ন সর্পিবহু মন্যতে ॥

ঘৃত সেবনে নিষেধ।—রাজযক্ষ্মা, কফরোগ, আমজন্য রোগ, বিসূচিকা, বিবন্ধ, মদাত্যয়, জ্বর ও অগ্নিমান্দ্য—এই সকল রোগে এবং বালক ও বৃদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে ঘৃত উপকারী নহে।

॥ ইতি ঘৃতবর্গঃ ॥

অথ মূত্রবর্গঃ

গোমূত্রম্

গোমূত্রং কটু তীক্ষ্ণোষ্ণ-ক্ষারং তিক্ত-কষায়কম্
লঘ্বগ্নিদীপনং মেধ্যং পিত্তরুৎ কফবাতহৃৎ ॥
শূলগুল্মোদরানাহ-কণ্ডুক্ষিমুখরোগজিৎ।
কিলাসগদবাতাম-বস্তিরুক্কুষ্ঠনাশনম্।
কাসশ্বাসাপহং শোথ-কামলাপাণ্ডুরোগহৃৎ ॥

কণ্ডুকিলাসগদশূলমুখাক্ষিরোগান্ গুল্মাতিসারমরুদাময়মূত্ররোধান্।
কাসং সকুষ্ঠজঠরক্রিমিপাণ্ডুরোগান্ গোমূত্রমেকমপি পীতমপাকরোতি॥
সর্ব্বেষ্বপি চ মূত্রেষু গোমূত্রং গুণতোঽধিকম্।
অতোঽবিশেষাৎ কথনে মূত্রং গোমূত্রমুচ্যতে॥
প্লীহোদরশ্বাসকাস-শোথবর্চ্চোগ্রহাপহম্।
শূলগুল্মরুজানাহ-কামলাপাণ্ডুরোগহৃৎ।
কষায়ং তিক্ততীক্ষ্ণঞ্চ পূরণাৎ কর্ণশূলনুৎ॥

দেশভেদে সাধারণ মূত্রের নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে মূত, পেশাব, মহারাষ্ট্রে মূত, মূত্র, গুজরাটে মতা, কর্ণাটে আকলগোত, মূত্র, তৈলঙ্গে উচ্চা ও আসামে মূত্ বলে। ইংরাজী নাম Urine।

গুণ।—গোমূত্র লবণ কটু-তিক্ত-কষায়রস, তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, লঘু, অগ্নিদীপ্তিকারক, মেধাজনক ও পিত্তবর্দ্ধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, বায়ু, শূল, গুল্ম, উদর, আনাহ, কণ্ডু, নেত্ররোগ, মুখরোগ, কিলাসরোগ, আমবাত, কুষ্ঠ, বস্তিরোগ, কাস, শ্বাস, শোথ, কামলা ও পাণ্ডুরোগনাশক।

গোমূত্র পানের গুণ।—গ্রন্থান্তরে কথিত হইয়াছে যে, একমাত্র গোমূত্র পান করিলেই কণ্ডু, কিলাস, শূল, মুখরোগ, নেত্ররোগ, গুল্ম, অতিসার, বাতরোগ, মূত্রাঘাত, কাস, কুষ্ঠ, উদর, ক্রিমি ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

গোমূত্রের শ্রেষ্ঠতা।—সকল মূত্র হইতে গোমূত্র শ্রেষ্ঠ। অতএব যে-স্থলে বিশেষ নির্দ্দিষ্ট না করিয়া, কেবল মূত্র বলিয়া কথিত হইবে, সে-স্থলে গোমূত্র প্রযোজ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

গ্রন্থান্তরোক্ত গুণাদি।—গ্রন্থান্তরেও উক্ত আছে যে, গোমূত্র—কষায়-তিক্ত-রস, তীক্ষ্ণ এবং ইহা প্লীহা, উদর, শ্বাস, কাস, শোথ, মলবদ্ধতা, শূল, গুল্মরোগ, আনাহ, কামলা ও পাণ্ডুরোগনাশক। গোমূত্র কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মেষমূত্রম্

অবিমূত্রং সতিক্তং স্যাৎ স্নিগ্ধং পিত্তাবিরোধি চ॥

গুণাদি।—মেষমূত্র তিক্তরস, স্নিগ্ধ ও পিত্তের অবিরোধি (অর্থাৎ পিত্তবর্দ্ধক নহে)।

ছাগমূত্রম্

আজং কষায়মধুরং পথ্যং দোষান্ নিহন্তি চ॥

গুণাদি।—ছাগমূত্র কষায়-মধুররস, পথ্য ও ত্রিদোষনাশক।

মাহিষমূত্রম্

অর্শঃশোথোদরঘ্নন্তু সক্ষারং মাহিষং সরম্॥

গুণাদি—মাহিষমূত্র ক্ষারযুক্ত ও সারক এবং অর্শঃ, শোথ ও উদররোগনাশক।

হস্তিমূত্রম্

হাস্তিকং লবণং মূত্রং হিতন্তু ক্রিমিকুষ্ঠিনাম্।

প্রশস্তং বদ্ধবিন্মূত্র বিষশ্লেষ্মাময়ার্শসাম্॥

গুণাদি।—হস্তিমূত্র লবণরস। ইহা ক্রিমি, কুষ্ঠ, মলমূত্রবিবদ্ধতা, বিষরোগ, কফজ ব্যাধি ও অর্শোরোগে হিতকর।

উষ্ট্রমূত্রম্

সতিক্তং শ্বাসকাসঘ্নমর্শোঘ্নঞ্চৌষ্ট্রমুচ্যতে॥

গুণাদি।—উষ্ট্রমূত্র তিক্তরস এবং শ্বাস, কাস ও অর্শোরোগে হিতকর।

অশ্বমূত্রম্

বাজিনাং তিক্তকটুকং কুষ্ঠব্রণবিষাপহম্॥

গুণাদি।—অশ্বমূত্র কটুতিক্ত-রস এবং কুষ্ঠ, ব্রণ ও বিষরোগ নাশক

গর্দ্দভমূত্রম্

খরমূত্রমপস্মারোন্মাদ গ্রহবিনাশনম্॥ *

গুণাদি।—গর্দ্দভমূত্র অপস্মার উন্মাদ ও গ্রহরোগ বিনাশক।

মানুষমূত্রম্

নরমূত্রং গরং হন্তি সেবিতং তদ্ রসায়নম্।

রক্তপামাহরং তীক্ষ্ণ সক্ষারলবণং স্মৃতম্॥

নরমূত্র

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নরমূত্র রসায়ন, তীক্ষ্ণ, ক্ষারযুক্ত, লবণরস এবং ইহা বিষদোষ, রক্তদুষ্টি ও পামা বিনাশক।

* খরমূত্রং কটুষ্ণঞ্চ ক্ষারং তীক্ষ্ণং কফাপহম্। মহাবাতাপহং ভূত-কম্পোন্মাদহরং পরম্॥ রা. নি.।

প্রশস্তমূত্রম্

গোঽজাবীমহিষীণাস্তু স্ত্রীণাং মূত্রং প্রশস্যতে।
খরোষ্ট্রেভনরাশ্বানাং পুংসাং মূত্রং হিতং স্মৃতম্ ॥

গো, ছাগ, মেষ ও মহিষের স্ত্রীজাতির মূত্র এবং গর্দ্দভ, উষ্ট্র, হস্তী, মানুষ ও অশ্বের পুরুষজাতির মূত্র প্রশস্ত।

॥ ইতি মূত্রবর্গঃ ॥

অথ তৈলবর্গঃ

তৈলস্য স্বরূপনিরূপণম্

তিলাদিস্নিগ্ধবস্তূনাং স্নেহস্তৈলমুদাহৃতম্।
তৎ তু বাতহরং সর্ব্বং বিশেষাৎ তিলসম্ভবম্ ॥

স্বরূপ।—তিল প্রভৃতি স্নিগ্ধদ্রব্যের স্নেহকে তৈল বলা যায়।

দেশভেদে নামভেদ —ইহাকে হিন্দুস্থানে, মহারাষ্ট্রে, আসামে ও গুজরাটে তেল, কর্ণাটে তৈলং, তৈলঙ্গে নুনে, ফারসীতে রোগন, রোগেনেকুংজদ, আরবীতে দোহনুসিম-সিগ, বলে। ইংরাজী নাম Oil।

সাধারণ গুণ।—সকল প্রকার তৈলই বায়ু নাশক, কিন্তু তিলোদ্ভব তৈল বায়ু-নাশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তিল-তৈলম্

তিলতৈলং গুরু স্থৈর্য্য-বলবর্ণকরং সরম্।
বৃষ্যং বিকাশি বিশদং মধুরং রসপাকয়োঃ ॥
সূক্ষ্মং কষায়ানুরসং তিক্তং বাতকফাপহম্।
বীর্য্যেণোষ্ণং হিমং স্পর্শে বৃংহণং রক্তপিত্তকৃৎ ॥
লেখনং বদ্ধবিণ্মূত্র-গর্ভাশয়বিশোধনম্।
দীপনং বুদ্ধিদং মেধ্যং ব্যাবায়ি ব্রণমেহনুৎ ॥
শ্রোত্রযোনিশিরঃশূল-নাশনং লঘুতাকরম্।
ত্বচ্যং কেশ্যঞ্চ চাক্ষুষ্যমভ্যঙ্গে ভোজনেঽন্যথা।
ছিন্নভিন্নচ্যুতোৎপিষ্ট-মথিতে ক্ষতপিচ্ছিতে।
ভগ্নস্ফুটিতবিদ্ধাগ্নি-দগ্ধবিশ্লিষ্টদারিতে ॥

তথাভিহতনির্ভুগ্ন-মৃগব্যাঘ্রাদিবিক্ষতে।
বস্তৌ পানেঽন্নসংস্কারে নস্তে কর্ণাক্ষিপূরণে॥
সেকাভ্যঙ্গাবগাহেষু তিলতৈলং প্রশস্যতে।
(নন্বু বৃংহণলেখনয়োঃ কথং সামানাধিকরণ্যমিত্যাহ)॥
রুক্ষাদিদুষ্টপবনঃ স্রোতঃ সঙ্কোচয়েদ্ যদা।
রসোঽসম্যগ্ বহন্ কার্শ্যং কুর্য্যাদ্ রক্তাদ্যবর্দ্ধয়ন্॥
তেষু প্রবিষ্টং সরত্ব-সৌক্ষ্ম্যস্নিগ্ধত্বমার্দ্দবৈঃ।
তৈলং ক্ষমং রসং নেতুং কৃশানাং তেন বৃংহণম্॥
ব্যবায়িসূক্ষ্মতীক্ষ্ণোষ্ণ-সরৈর্ধর্মৈর্মেদসঃ ক্ষয়ম্।
শনৈঃ প্রকুরুতে তৈলং তেন লেখনমীরিতম্॥
রুদ্ধং পুরীষং বধ্নাতি স্খলিতং তৎ প্রবর্ত্তয়েৎ।
গ্রাহকং সারকঞ্চাপি তেন তৈলমুদীরিতম্॥
ঘৃতমব্দাৎ পরং পক্কং হীনবীর্য্যং প্রজায়তে।
তৈলং পক্কমপক্কং বা চিরস্থায়ি গুণাধিকম্॥

তিলতৈল / ইংরাজী নাম Sesame oil

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—তিলতৈল গুরু, শরীরের স্থিরতাসম্পাদক, বলকারক, বর্ণপ্রসাদক, সরগুণান্বিত, বীর্য্যকারক, বিকাশিগুণযুক্ত, বিশদগুণান্বিত, ঈষৎকষায়-সংযুক্ত মধুর-তিক্তরস, মধুর বিপাক, সূক্ষ্মমার্গানুসারী, তীক্ষ্ণ, কফনাশক, উষ্ণবীর্য, স্পর্শশীতল, পুষ্টিকারক, রক্তপিত্তজনক, লেখনগুণযুক্ত, মলমূত্ররোধক, গর্ভাশয়ের শোধক, অগ্নিদীপ্তিকর, বুদ্ধিপ্রদ, মেধাজনক, ব্যবায়ী, ব্রণঘ্ন, মেহনাশক, কর্ণশূল-যোনিশূল-শিরঃশূলাপহারক এবং শরীরের লঘুতা সম্পাদক। তিলতৈলাভ্যঙ্গে চর্মের, কেশের ও চক্ষুর হিতসাধন হয়, কিন্তু ভোজন দ্বারা অহিত হইয়া থাকে। ইহ ছিন্ন, ভিন্ন, সঞ্চিচ্যুত, উৎপিষ্ট, মথিত, ক্ষত, পিচ্চিত, ভগ্ন, স্ফুটিত, বিদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ, বিশ্লিষ্ট, বিদারিত, অভিহিত ও নির্ভুগ্ন এবং মৃগ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি কর্তৃক বিক্ষত ব্যক্তিদিগের পক্ষে উপকারী। বস্তিক্রিয়াতে, পানে, অন্নসংস্কারে, নস্যে, কর্ণপূরণে, অক্ষিপূরণে, পরিষেকে, অভ্যঙ্গে ও অবগাহনে তিলতৈল প্রশস্ত।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, এক বস্তুতে কিরূপ বৃংহণ ও লেখন এই বিরোধী দুই গুণ থাকিতে পারে? তদুত্তরস্থলে বলা যাইতেছে যে, যৎকালে রুক্ষদ্রব্যাদি সেবন দ্বারা শরীরস্থ বায়ু দূষিত হইয়া স্রোতঃসমূহকে সঙ্কুচিত করে, তখন সম্যক্ প্রকারে রস হইতে প্রবাহিত হইতে পারে না, সুতরাং রক্তাদিবৃদ্ধি হওয়ার প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত শরীরের কৃশতা হইয়া থাকে। সরত্ব, সূক্ষ্মত্ব, স্নিগ্ধত্ব ও মৃদুত্ব গুণ থাকা প্রযুক্ত

তিলতৈল স্রোতোমার্গে প্রবেশ করিয়া রস বহন করিতে সমর্থ হয়, একারণ কৃশব্যক্তির পক্ষে তৈল পুষ্টিকারক হইয়া থাকে। ব্যবায়ী, সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও রসগুণদ্বারা তৈল ক্রমে-ক্রমে মেদোধাতুর ক্ষয় করিয়া থাকে, একারণ তৈলকে লেখন গুণসম্পন্ন বলা যায়। তৈল ব্যবহার দ্বারা পুরীষ রুদ্ধ হয়, একারণ উহাকে গ্রাহী এবং স্খলিত মল বিবেচিত হয়, একারণ উহাকে সারক বলা যাইতে পারে।

পক্ক ঘৃত এক বৎসরের অধিক হইলে হীনবীর্য হয়, কিন্তু তৈল পক্কই হউক বা অপক্কই হউক, যত অধিক দিন স্থায়ী হইবে ততই তাহার গুণাধিক্য হইবে।

সার্ষপ-তৈলম্

দীপনং সার্ষপং তৈলং কটুপাকরসং লঘু।
লেখনং স্পর্শবীর্যোষ্ণং তীক্ষ্ণং পিত্তাস্রদূষকম্॥
কফমেদোঽনিলার্শোঘ্নং শিরঃকর্ণাময়াপহম্।
কণ্ডুকুষ্ঠক্রিমিশ্বিত্র-কোঠদুষ্টব্রণঘ্নকৃৎ।
তদ্বদ্ রাজিকয়োস্তৈলং বিশেষান্মূত্রকৃচ্ছ্রকৃৎ॥

সরিষার তৈল / ল্যাটিন নাম Oleum sinapis

গুণ।—সর্ষপতৈল অগ্নিদীপ্তিকারক, কটুরস, কটুবিপাক, লঘু, কৃশতাকারক, উষ্ণস্পর্শ, উষ্ণবীর্য, তীক্ষ্ণ ও রক্তপিত্তপ্রকোপক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, মেদঃ, বায়ু, অর্শঃ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ ক্রিমি, শ্বিত্র, কোঠ ও দুষ্টব্রণনাশক। কৃষ্ণ ও আরক্ত রাইসর্ষপ সম্ভূত তৈল উক্তরূপ গুণসম্পন্ন, কিন্তু তাহা মূত্রকৃচ্ছ্র কারক।

তুবরী-তৈলম

তীক্ষ্ণোষ্ণং তুবরীতৈলং লঘু গ্রাহি কফাস্রজিৎ।
বহ্নিকৃদ্ বিষহৃৎ কণ্ডু কুষ্ঠকোঠক্রিমিপ্রণুৎ॥
মেদোদোষাপহঞ্চাপি ব্রণশোথহরং পরম্॥

রাইসরিষার তৈল / ইংরাজী নাম Mustard oil

গুণ।—রাইসরিষার তৈল তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, লঘু, ধারক ও অগ্নিবর্ধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কফ, রক্তদোষ, বিষদোষ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, কোঠ, ক্রিমি, মেদোদোষ ও ব্রণশোথ নাশক।

অতসী তৈলম্

অতসীতৈলমাগ্নেয়ং স্নিগ্ধোষ্ণং কফপিত্তকৃৎ।
কটুপাকমচক্ষুষ্যং বল্যং বাতহরং গুরু॥
মলকৃদ্ রসতঃ স্বাদু গ্রাহি ত্বগ্দোষহৃদ্ ঘনম্।

বস্তৌ পানে তথাভ্যঙ্গে নস্যে কর্ণস্য পূরণে।
অনুপানবিধৌ চাপি প্রযোজ্য বাতশান্তয়ে॥ *

মসিনা তৈল / ইংরাজী নাম Linseed oil

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মসিনার তৈল অগ্নিগুণবহুল, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য, কফ ও পিত্তবর্ধক, কটুবিপাক, চক্ষুর অহিতকারক, বলজনক, বায়ুনাশক, গুরু, মলবর্ধক, মধুররস ধারক, ত্বগদোষনাশক ও ঘন। বস্তিক্রিয়াতে, পানে, অভ্যঙ্গে, নস্যে, কর্ণপূরণে, অনুপানে ও বায়ুশান্তির নিমিত্ত ইহা প্রয়োজ্য।

কুসুম্ভতৈলম্

কুসুম্ভতৈলমম্লং স্যাদুষ্ণং গুরু বিদাহি চ।
চক্ষুর্ভ্যামহিতং বল্যং রক্তপিত্তকফপ্রদম্॥

কুসুমবীজের তৈল / ইংরাজী নাম Oil cf carthamus

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কুসুম্ভতৈল অম্লরস, উষ্ণবীর্য, গুরু, বিদাহি, চক্ষুর অহিতজনক, বলকারক এবং রক্তপিত্ত ও কফকারক।

খসবীজতৈলম্

তৈলন্তু খসবীজানাং বল্যং বৃষ্যং গুরু স্মৃতম্।
বাতঘ্নং কফহৃচ্ছীতং স্বাদুপাকরসঞ্চ তৎ॥

পোস্তদানার তৈল / ইংরাজী নাম Oil of papaveris

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পোস্তের তৈল বলজনক, শুক্রকারক, গুরু, বায়ুনাশক, কফঘ্ন, শীতবীর্য, মধুররস এবং মধুরবিপাক।

এরণ্ডতৈলম্

এরণ্ডতৈলং তীক্ষ্ণোষ্ণং দীপনং পিচ্ছিলং গুরু।
বৃষ্যং ত্বচ্যং বয়ঃস্থাপি মেধাকান্তিবলপ্রদম্॥
কষায়ানুরসং সূক্ষ্মং যোনিশুক্রবিশোধনম্।
বিস্রং স্বাদু রসে পাকে সতিক্তং কটুবং সরম্॥
বিষমজ্বরহৃদ্রোগ-পৃষ্ঠগুহ্যাদিশূলনুৎ।
হন্তি বাতোদরানাহ গুল্মাষ্ঠীলাকটীগ্রহান্।
বাতশোণিতবিড্বন্ধ ব্রধ্নশোথামশ্বিদ্রধীন্।
আমবাতগজেন্দ্রস্য শরীরবনচারিণঃ।
এক এব নিহন্তাহয়মেরণ্ডস্নেহকেশরী॥

* মধুরস্তন্তরীতৈলং পিচ্ছি-লানিলাপহম্। / মদগন্ধি কষায়ঞ্চ কফকাসাপহারকম্॥ রা. নি.।

ভেরেণ্ডা তৈল

দেশভেদে নামভেদ—ইহাকে হিন্দুস্থানে রেড়িকা তৈল ও এরণ্ডতৈল, আসামে এড়ির তৈল বলে। ইংরাজী নাম Castor oil, ল্যাটিন নাম oleum ricini।

গুণ।—ভেরেণ্ডার তৈল তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, অগ্নিদীপ্তিকারক, পিচ্ছিল, গুরু, বৃষ্য, চর্মের হিতসম্পাদক, বয়ঃস্থাপক, মেধাজনক, কান্তি ও বলপ্রদ, ঈষৎ কষায়সংযুক্ত মধুর-তিক্ত-কটু-রস, সূক্ষ্ম, যোনি ও শুক্রশোধক, পূতিগন্ধ, মধুরবিপাক, সারক এবং ইহা বিষমজ্বর, হৃদ্রোগ, পৃষ্ঠ ও গুহ্যদিগত শূল, বাতোদর, আনাহ, গুল্ম, অষ্ঠীলা, কটিগ্রহ, বাতরক্ত, মলবদ্ধতা, ব্রধ্ন, শোথ ও অপক্ক বিদ্রধি বিনাশক। এই এরণ্ডতৈলরূপ কেশরীই শরীর-বনচারি- আমবাতরূপ গজেন্দ্রের একমাত্র নিহন্তা।

রালতৈলম্

তৈলং সর্জ্জরসোদ্ভূতং বিস্ফোটব্রণনাশনম্।
কুষ্ঠপামাক্রিমিহরং বাতশ্লেষ্মাময়াপহম্॥

ধুনার তৈল / ইংরাজী নাম Oil of resin

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বিস্ফোট, ব্রণ, কুষ্ঠ, খোস পাঁচড়া, ক্রিমি ও বাতশ্লেষ্মজ রোগ বিনাশ করে।

শীতাংশু-তৈলম্

কর্পূরতৈলং দ্বৈপেয়ং সৌগন্ধিকমথৈলকম্।
শীতাংশু-তৈলং পর্ণোত্থং শ্যাবতৈলমপি স্মৃতম্॥
শীতাংশু-তৈলমাক্ষেপ শমনং বায়ুনাশনম্।
স্বেদনং শূলহৃচ্চোগ্রং জ্বরঘ্নং কফনুৎ পরম্॥
আমবাতে তথাধ্মানে জ্বরে চ শিরসো গদে।
দন্তরোগে চ ভগ্নে চ দ্বৈপেয়ং পবিযুজ্যতে॥

কাজিপুট তৈল / ইংরাজী নাম Oil of Cajuput

পর্য্যায়।—কর্পূরতৈল, দ্বৈপেয, সৌগন্ধিক, ঐলক, শীতাংশুতৈল, পর্ণোত্থ ও শ্যাব-তৈল—এইগুলি কাজিপুট তৈলের সংস্কৃত নাম।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কাজিপুট তৈল আক্ষেপ-নাশক, বায়ুশান্তিকর, স্বেদ-জনক, শূলপ্রশমক, উগ্রবীর্য, জ্বরঘ্ন ও কফনাশক। ইহা আমবাত, উদরাধ্মান, জ্বর, শিরঃপীড়া, দন্তরোগ ও ভগ্নরোগে প্রযোজ্য।

করঞ্জ-তৈলম্

করঞ্জতৈলং তীক্ষ্ণোষ্ণং ক্রিমিহৃদ্ রক্তপিত্তকৃৎ।
নয়নাময়বাতার্ত্তি-কুষ্ঠকণ্ডুব্রণপ্রণুৎ।
বায়ুনুৎ পিত্তকৃৎ কিঞ্চিৎ লেপনাচ্চর্ম্মদোষনুৎ॥

করঞ্জ-তৈল / ল্যাটিন নাম Oleo de pongamia glabra

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ডহরকরঞ্জ তৈল তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, রক্তপিত্তজনক ও কিঞ্চিৎ পিত্তকারক এবং ইহা ক্রিমি, নেত্ররোগ, বাতব্যাধি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ব্রণ ও বাতদুষ্টি নাশ করিয়া থাকে। ইহা গাত্রে মাখিলে সর্বপ্রকারে চর্মরোগ নিবারিত হয়।

যজ্ঞক্র-তৈলম্

যজ্ঞক্রতৈলং ক্ষতহৃৎ কুষ্ঠাময়বিনাশনম্।
কফঘ্নং লেখনং কণ্ডু-হরং জন্তুবিষাপহম্॥

গর্জ্জন তৈল / ইংরাজী নাম Varnish oil

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—গর্জন তৈল লেখন ও কফনাশক এবং ইহা কুষ্ঠরোগ, কণ্ডু, ক্রিমি, বিষদোষ ও ক্ষতরোগ নষ্ট করে।

পাটলী-তৈলম্

বামনং পাটলী তৈলং কুষ্ঠকণ্ডুবিমর্দ্দনম্।
বলবহ্নিপ্রদং চর্ম্ম-দোষহন্তৃ রসায়নম্॥

চাউলমুগরার তৈল / Gynccardia oil

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—চাউলমুগরার তৈল বমনকারক, বলবর্ধক, অগ্নিবর্ধক ও রসায়ন। ইহা কুষ্ঠ, কণ্ডু ও চর্মদোষ নাশ করে।

বাতাদ তৈলম্

বাতাদতৈলং মৃদুরেচনং স্যাদ্ বাজীকরং মূর্দ্ধগদপ্রহন্তৃ।
পিত্তানিলঘ্নং খলু দাহনাশি লাবণ্যদং মেহহরং সুশীতম্॥

বাদাম তৈল / ইংরাজী নাম Almond oil

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বাদামের তৈল মৃদু বিরেচক, বাজীকারক, বায়ুপিত্তনাশক, দাহঘ্ন, লাবণ্যবর্ধক, শীতবীর্য এবং ও মেহনাশক।

নারিকেল তৈলম্

নারিকেলফলোদ্ভূতং তৈলং বাজীকরং গুরু।
পোষণং ক্ষীণধাতূনাং বাতপিত্তপ্রণাশনম্॥
শুক্রে নষ্টে প্রমেহে চ শ্বাসে কাসে চ যক্ষ্মণি।
মেধালোপে চ হিতদং ক্ষতাস্তকরণং শুভম্॥

নারিকেল তৈল

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে নারিকেলের তেল, ইংরাজীতে Cocoanut oil বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নারিকেলের ফলজাত তৈল বাজীকারক, গুরুপাক, ক্ষীণধাতুসমূহের পুষ্টিকারক ও বাতপিত্তপ্রশমক। ইহা নষ্টশুক্র, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা, স্মরণশক্তিহীনতা ও ক্ষতরোগে প্রশস্ত।

সর্ব্ব-তৈলগুণাঃ

তৈলং স্বযোনিগুণকৃদ বাগ্‌ভটেনাখিলং মতম্।
অতঃ শেষস্য তৈলস্য গুণা জ্ঞেয়া স্বযোনিবৎ ॥

তৈলের সাধারণ গুণ।—বাগ্‌ভট বলেন যে-যে দ্রব্য হইতে যে-সকল তৈল উৎপন্ন হয়, সেই-সকল তৈল তত্তদ্ দ্রব্যের গুণানুকারী হইয়া থাকে, অতএব যে-সব তৈলের গুণ উল্লিখিত হইল না—ত হারা উপাদান কারণের তুল্য গুণকারী বুঝিতে হইবে।

॥ ইতি তৈলবর্গঃ ॥

অথ সন্ধানবর্গঃ

মদ্যম্

মদ্যং বহুবিধঃ প্রোক্তং তন্নাম মদিরা সুরা।
বারুণীরা মহানন্দা তত্ত্বকারণমাণিকাঃ ॥
অমৃতা মাধবী মত্তা মদনী মোদিনী মধু।
হলিপ্রিয়া দেবসৃষ্টা কামিনী কপিশীত্যপি ॥

মদ্য

দেশভেদে নামভেদ।—আসামে মদ, চারাপ, হিন্দুস্থানে দারু, ইংরাজীতে Wine বলে।

পর্য্যায়।—মদিরা, সুরা, বারুণী, ইরা, মহানন্দা, তত্ত্ব, কারণ, মাণিকা, অমৃতা, মাধবী, মত্তা, মদনী, মোদনা, মধু, হলিপ্রিয়া, দেবসৃষ্টা, কামিনী ও কপিশী প্রভৃতি শব্দ মদ্যের পর্যায়।

মদ্য অনেক প্রকার, তন্মধ্যে নিম্নে কতকগুলির বিবরণ লিখিত হইতেছে।

গৌড়ী

ধাতকী গুড়মুখ্যা যা গোড়ী সা মদিরোচ্যতে।
তীক্ষ্ণোষ্ণা মধুরা গৌড়ী বাতঘ্নী বলপিত্তকৃৎ।
কান্তিতৃপ্তিকরী পথ্যা বহ্নিকামপ্রদীপনী ॥

পরিচয়।—ধাইফুল ও গুড় দ্বারা সন্ধান-ক্রিয়োক্ত নিয়মানুসারে প্রস্তুত মদিরাকে গৌড়ী বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—গৌড়ি মদীরা তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য, মধুররস, বায়ুনাশক, পিত্তকর, বলপ্রদ, কান্তিবর্ধক, তৃপ্তিজনক, পথ্য, বহ্নিবর্ধক ও কামোদ্দীপক।

মাধ্বী

মধ্বাদিবিহিতা যা তু মাধ্বী সা মদিরোচ্যতে।
নাত্যুষ্ণা মধুরা মাধ্বী পিত্তানিলনিসূদনী ॥
কামলাপাণ্ডুগুল্মার্শঃ-প্রমেহপ্লীহঘাতিনী ॥

পরিচয়।—মধু প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত মদিরাকে মাধ্বী বলা যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মাধ্বী অনতিউষ্ণ, মধুর এবং বায়ু, পিত্ত, কামলা, পাণ্ডুরোগ, গুল্ম, অর্শঃ, প্রমেহ ও প্লীহারোগ নাশক।

পৈষ্টী

কৃত্বা বহুবিধৈর্ধান্যৈঃ পৈষ্টীতি মদিরোচ্যতে।
কট্বম্লা বাতকফহৃৎ তীক্ষ্ণা গৌড়ীসমা চ সা ॥

পরিচয়।—বহুবিধ ধান্য দ্বারা প্রস্তুত মদিরাকে পৈষ্টী বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কটু ও অম্লাস্বাদ, বাতশ্লেষ্মনাশক, তীক্ষ্ণবীর্য ও গৌড়ীর ন্যায় গুণবিশিষ্ট।

কাদম্বরী

কাদম্বরীতি কথিতা নানাদ্রব্যকদম্বজা।
কাদম্বরী সুমধুরা শ্রমপিত্তপ্রণাশিনী ॥

পরিচয়।—নানা দ্রব্য কৃত মদিরার নাম কাদম্বরী।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা সুমধুর, শ্রান্তিহর ও পিত্তঘ্ন।

মাধূকী

মধূকপুষ্পজাতা যা মাধূকী সা নিগদ্যতে।
মাধূকী মাদিনী বল্যা পুষ্টিকৃৎ কামবর্দ্ধিনী ॥

পরিচয়।—মউল ফুল হইতে প্রস্তুত সুরাকে মাধূকী বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা মাদক, বলকর, পুষ্টিকর ও কামবর্ধক।

মৈরেয়ী

মালুরমূল বদরী শর্করা চ তথৈব চ।
এষামেকত্র সন্ধানান্মৈরেয়ী মদিরা মতা।
মৈরেয়ী বাতহৃদ্ বল্যা জরঘ্নী বহ্নিদীপনী ॥

পরিচয়।—বিল্বমূল, কুল ও চিনি ইহাদের সন্ধান ক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত মদিরাকে মৈরেয়ী বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ। মৈরেয়ী সুরা বায়ুনাশক, বলকারক জরঘ্ন ও অগ্নিদীপক।

মার্দ্বীকম

মৃদ্বীকাভিঃ কৃত মদ্যং মার্দ্বীকমিতি চোচ্যতে।
মার্দ্বীকমবিদাহিত্বান্মধুরত্বাৎ তথা ॥
রক্তপিত্তেঽপি সততং বুধৈর্ন প্রতিষিধ্যতে।
মধুরং তদ্ধি রুক্ষঞ্চ কষায়ানুরসং লঘু।
লঘুপাকি সরং শোষ বিষমজ্বরনাশনম্ ॥

পরিচয়।—মৃদ্বীকা (দ্রাক্ষা) কৃত যে মদ্য, তাহাকে মার্দ্বীক বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মার্দ্বীক মধুররস, রুক্ষ, কষায়ানুরস, লঘু, লঘুপাকী, সারক এবং শোষ ও বিষমজ্বর নাশক। ইহা অবিদাহী ও মধুররসান্বিত বলিয়া পণ্ডিতেরা রক্ত পিত্তরোগেও প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

সর্ব্বাসাং সুরাণাং সামান্যগুণাঃ

রোচনং দীপনং হৃদ্যং স্বরবর্ণ প্রসাদনম্।
প্রীণনং বৃংহণং বল্যং ভয়শোকশ্রমাপহম্ ॥
স্বাপনং নষ্টনিদ্রাণাং মূকানাং বাগ্‌বিবোধনম্।
বোধনঞ্চাতিনিদ্রাণাং বিবদ্ধানাং বিবন্ধনুৎ ॥
বধবন্ধপরিক্লেশ-দুঃখানাঞ্চাবমোহনম্।
পরং বাজীকরং মদ্যং প্রীতিসংযোগবর্দ্ধনম্ ॥
বহুদুঃখক্ষতস্যাস্য শোকেনোপহতস্য চ।
বিশ্রামো জীবলোকস্য মদ্যং যুক্ত্যা নিষেবিতম্ ॥

মদ্যের সাধারণ গুণ

মদ্য।—রোচক, অগ্নিদীপক, হৃদ্য, স্বরপরিষ্কারক, বর্ণপ্রসাদক, তৃপ্তিজনক, বৃংহণ, বলকর, ভয়, শোক ও শ্রান্তি নিবারক, নষ্টনিদ্রব্যক্তিগণের নিদ্রা প্রদায়ক, বাক্‌শক্তি-বিহীনদিগের বাক্য প্রবর্ত্তক, অতি নিদ্রাশীল ব্যক্তিগণের নিদ্রা-নিবারক,

মলাদি-রোধ-পীড়িত ব্যক্তিদিগের বিবদ্ধনাশক, বধ-বন্ধ-ক্লেশোৎপাদক কার্য হেতুক দুঃখের বিস্মারক, অতিশয় বাজীকর, প্রীতি উৎপাদক ও প্রীতিবর্ধক। বহুদুঃখ ক্ষত ও শোকোপহতচিত্ত ব্যক্তির যথাবিধি নিষেবিত মদ্য তত্তদ্দুঃখবিস্মারক ও কিয়ৎকাল বিশ্রামপ্রদ।

পীয়মানস্য মদ্যস্য বিজ্ঞাতব্যাস্ত্রয়ো মদাঃ।
প্রথমো মধ্যমোঽন্ত্যশ্চ লক্ষণৈস্তান্ নিশাময়॥
হর্ষণঃ প্রীতিকরঃ পানান্নগুণদর্শকঃ।
বাদ্যগীতহাস্যানাং কথানাঞ্চ প্রবর্ত্তকঃ॥
ন চ বুদ্ধিস্মৃতিহরো বিষয়েষু ন শক্তিহৃৎ।
সুখনিদ্রাপ্রবোধশ্চ প্রথমঃ স সুখো মদঃ॥
কিমুক্তেনাত্র বহুনা যৎ সুখং প্রথমে মদে।
তস্যোপমা জগত্যত্র ক্বচিদেব ন দৃশ্যতে॥
মুহুঃ স্মৃতির্মুহুর্মোহো ব্যক্তা সজ্জতি বা মুহুঃ॥
যুক্তাযুক্তপ্রলাপশ্চ প্রচলায়নমেব চ॥
স্থানপানান্নসংকথ্যে যোজনা সবিপর্য্যয়া।
লিঙ্গান্যেতানি জানীয়াদাবিষ্টে মধ্যমে মদে॥
তৃতীয়ন্তু মদং প্রাপ্য ভগ্নদার্ব্বিব নিষ্ক্রিয়ঃ।
মদমোহাবৃতমনা জীবন্নপি মৃতোপমঃ॥
রমণীয়ান্ স বিষয়ান্ ন বেত্তি ন সুহৃজ্জনম্।
যদর্থং পীয়তে মদ্যং রতিং তাঞ্চ ন বিন্দতি।
কার্য্যাকার্য্যং সুখং দুঃখং লোকে যচ্চ হিতাহিতম্।
যদবস্থো ন জানাতি কোঽবস্থাং তাং ব্রজেদ্ বুধঃ॥
মদ্যোপহতবিজ্ঞানো বিযুক্তঃ সাত্ত্বিকৈর্গুণৈঃ।
স দুষ্যঃ সর্ব্বভূতানাং নিন্দ্যশ্চাগ্রাহ্য এব চ॥

মদ্যকৃত অবস্থা।—পীয়মান মদ্যকৃত মদাবস্থা তিনপ্রকার দৃষ্ট হয়। অল্প উত্তেজনাবস্থাকে প্রথম মদ, তাহা অপেক্ষা অধিক মত্ততাবস্থাকে মধ্যম বা দ্বিতীয় মদ ও সংজ্ঞাহীন অবস্থাকে অন্ত্য বা তৃতীয় মদ বলা যায়। পীয়মান মদ্যের এই তিনপ্রকার মদের (মত্ততাজনীন শক্তির) বিষয় ক্রমশ বর্ণিত হইতেছে।

প্রথম মদ লক্ষণ।—প্রথম মদ হর্ষোৎপাদক, প্রীতিজনক, পান ভোজনের সম্যক্ ক্রিয়াসাধক, বাদ্য গীত হাস্য ও বিবিধ কথায় প্রবর্ত্তক। ইহা দ্বারা বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না এবং কার্য সম্পাদনাদিতেও শক্তির লোপ হয় না। ইহাতে

সুখনিদ্রা ও সুখপ্রবোধ হয়। ফলত প্রথম মদ অতিশয় সুখপ্রদ। অধিক কি প্রথম মদে যেরূপ সুখ সঞ্জাত হয় জগতে তাহার তুলনা নাই।

দ্বিতীয় মদ লক্ষণ।—দ্বিতীয় মদে মুহুর্মুহুঃ স্মৃতি ও মুহুর্মুহুঃ মোহ উপস্থিত হয়। কখন-কখন ঐ স্মৃতি অর্থাৎ চৈতন্যাবস্থা সম্যক্ ব্যক্ত হইয়া পুনর্বার লীন হইয়া যায়। যুক্ত ও অযুক্ত প্রলাপ, স্খলিতভাবে চলিয়া বেড়ান এবং অবস্থান, পান, ভোজন ও পরস্পর সম্ভাষণ বিষয়ে সবিপর্যয় যোজনা—এই সকল অবস্থা উপস্থিত হইয়া থাকে।

তৃতীয় মদ লক্ষণ।—তৃতীয় মদপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভগ্নকাষ্ঠের ন্যায় নিষ্ক্রিয় এবং মোহাবৃত চিত্ত হইয়া জীবিত থাকিয়াও মৃতসদৃশ হইয়া পড়ে। সে-ব্যক্তি রমণীয় বিষয় সমস্ত বা বন্ধুজন কিছুই জানিতে পারে না এবং যে-উদ্দেশ্যে মদ্য পান করা যায়, সেই রতিও লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে-অবস্থায় কার্য্যাকার্য্য, সুখ-দুঃখ ও হিতাহিত জ্ঞানের নাশ হয়, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন? মদ্যপান হেতু হতজ্ঞান ও সদ্গুণ-বিযুক্ত ব্যক্তি, সকলের নিকট দূষ্য নিন্দনীয় এবং অগ্রাহ্য হইয়া থাকে।

মুখ-কর্ণাক্ষিরোগেষু বেদনায়াং স্তনাময়ে।
বৃদ্ধৌ ব্রণে তথা ভগ্নে বহির্মদ্যং প্রযুজ্যতে॥

বাহ্য প্রয়োগ।—মুখরোগ, কর্ণরোগ, নেত্ররোগ, বেদনা, স্তনরোগ, বৃদ্ধিরোগ, ব্রণরোগ ও ভগ্নস্থানে মদ্যের বাহ্য প্রয়োগ করা যায়।

সীধুঃ

ইক্ষোঃ পক্বৈঃ রসৈঃ সিদ্ধঃ সীধুঃ পক্বরসশ্চ সঃ।
আমৈস্তৈরেব যঃ সীধুঃ স চ শীতরসঃ স্মৃতঃ॥
সীধুঃ পক্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ স্বরাগ্নিবলবর্ণকৃৎ।
বাতপিত্তকরো হৃদ্যঃ স্নেহনো রোচনো হরেৎ॥
বিবন্ধাধ্মানশোথার্শঃ-প্রমেহান শ্লৈষ্মিকামযান্।
তস্মাদল্পগুণঃ শীত-রসঃ পক্তিব প্রদঃ॥

সির্কা / ইংরাজীতে Rum বলে

পরিচয়।—পক্ব ইক্ষুরস দ্বারা প্রস্তুত সীধুকে পক্বরস সীধু ও অপক্ব ইক্ষুরস দ্বারা প্রস্তুত সীধুকে শীতরস সীধু বলা যায়। এই দুইয়ের মধ্যে পক্বরস সীধু শ্রেষ্ঠ।

গুণ।—পক্বরস সীধু স্বর পরিষ্কারক, অগ্নিকর, বলবর্ধক, শরীরের বর্ণজনক, বাতপিত্তকর, হৃদ্য, সুস্নিগ্ধকারক ও রোচক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বিবন্ধ, আধ্মান, শোথ, অর্শঃ, প্রমেহ ও শ্লৈষ্মিক ব্যাধিসমূহের উপকারক।

গুণাদি।—শীতরস মধু পক্করস সীধু অপেক্ষা অল্পগুণবিশিষ্ট, ইহা পুষ্টিকর ও বলবর্ধক।

গুড়শুক্তম্

গুডাম্বুনা সতৈলেন কন্দশাকফলৈস্তথা।
সন্ধিতঞ্চাম্লতাং যাতং গুডশুক্তং প্রচক্ষতে॥

গুড়মিশ্রিত জল, তিলতৈল, নানাবিধ কন্দ, শাক ও ফল সমুদায় দ্রব্য সন্ধিত হইয়া অম্লতা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে গুড়শুক্ত কহা যায়।

আসবারিষ্টয়োর্লক্ষণম্

যদপক্বৌষধাম্বুভ্যাং সিদ্ধং মদ্যং স আসবঃ।
অরিষ্টং ক্বাথসাধ্যং স্যাৎ তয়োর্মানং পলোন্মিতম্॥
আপ্লাব্য সুরয়া সম্যগ্ দ্রব্যাণি বিবিধানি চ।
সপ্তাহান্তে পরিস্রাব্য রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ॥
এষোঽরিষ্টাভিধানেন ভিষগ্‌ভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অরিষ্টস্য গুণা জ্ঞেয়া বীজদ্রব্যগুণৈঃ সমাঃ॥

আসব ও অরিষ্ট লক্ষণ

অপক্ক ঔষধ ও জল দ্বারা সিদ্ধ মদ্যকে আসব কহে এবং ক্বাথসিদ্ধ মদ্যের নাম অরিষ্ট। সুরাতে সমস্ত দ্রব্য আলোড়িত করিয়া সপ্তাহান্তে ছাঁকিয়া দ্রবাংশ লইতে হয়। সেই দ্রবাংশকে অরিষ্ট কহে। যে যে দ্রব্য সুরাতে মিশ্রিত করা যায়, তাহাদের গুণ অরিষ্টে পাওয়া যায়। অরিষ্ট ও আসবের মাত্রা—এক পল।

কাঞ্জিকস্য সাধনং গুণাশ্চ

তুলামিতং ষষ্টিকতণ্ডুলঞ্চ প্রগৃহ্য চান্নং বিধিবদ্ বিধায়।
দ্রোণেঽম্ভসি ক্ষিপ্তমথ ত্রিযামান্তং সপ্ত রক্ষেৎ পিহিতং প্রযত্নাৎ॥
ততস্তু কল্কং সকলং নিরস্যেৎ তং কাঞ্জিকং কথ্যতে আরনালম্।
তদ্ ভেদি তীক্ষ্ণং লঘু পাচনঞ্চ দাহজ্বরঘ্নং কফবাতনাশি॥
কাঞ্জিকং রোচনং রুচ্যং পাচনং বহ্নিদীপনম্।
শূলাজীর্ণবিবন্ধঘ্নং কোষ্ঠশুদ্ধিকরং পরম্।
ন ভবেৎ কাঞ্জিকং যত্র তত্র জালিঃ প্রদীয়তে॥

কাঁজি / ইংরাজী নাম Fermented rice gruel

প্রস্তুত।—সাড়ে বার সের ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন প্রস্তুত করিয়া ৬৩ কিলো জলে ভিজাইয়া একটি আচ্ছাদিত পাত্রে সাতদিন রাখিবে। পরে অন্ন সকল ছাঁকিয়া ফেলিয়া সুরক্ষিতভাবে রাখিবে। ইহার নাম কাঞ্জিক। কাঞ্জিকের অপর নাম আরনাল

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা ভেদক, তীক্ষ্ণ, লঘু, পাচক, দাহজ্বর-নাশক, কফঘ্ন ও বায়ুশান্তিকারক। কাঁজি—মুখরোচক, রুচিজনক, পাচক অগ্নিপ্রদীপক, শূলঘ্ন, অজীর্ণ-নাশক, বিবন্ধাপহারক এবং অত্যন্ত কোষ্ঠশোধক। কাঁজি যে-স্থানে অপ্রাপ্য হইবে, সে-স্থলে তৎপরিবর্তে জালি প্রদান করিবে।

ধান্যাম্লম্

প্রস্থং যষ্টিকধান্যস্য নীরপ্রস্থদ্বয়ে ক্ষিপেৎ।
আধারভাণ্ডং সংরুধ্য ভূমের্গর্ভে নিধাপয়েৎ॥
পশ্চাদথ সমুদ্ধৃত্য বস্ত্রপূতঞ্চ কারয়েৎ।
ততো জাতরসং যোজ্যং ধান্যাম্লং সর্ব্বকর্ম্মসু॥
ধান্যাম্লং শালিচূর্ণাচ্চ কোদ্রবাদিকৃতং ভবেৎ।
ধান্যাম্লং ধান্যযোনিত্বাৎ প্রীণনং লঘু দীপনম্।
অরুচৌ বাতরোগেষু হিতমাস্থাপনে চ তৎ॥

ধান্যাম্ল

প্রস্তুত বিধি।—সতুষ যষ্টিক (আশু) ধান্য দুই কিলো কুট্টিত করিয়া একটি পাত্রে আট কিলো জলে ভিজাইয়া সেই পাত্রটি আবৃত করতঃ ভূগর্ভে পুঁতিয়া রাখিবে। পশ্চাতে পাত্র উদ্ধৃত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ইহার নাম ধান্যাম্ল। ইহা শালি ও কোদ্রবাদি ধান্য হইতেও প্রস্তুত হয়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ধান্যাম্ল ধান্য হইতে প্রস্তুত বলিয়া তৃপ্তিপ্রদ, লঘু ও অগ্নিদীপক। ইহা অরুচি ও বাতরোগ এবং আস্থাপনে প্রযোজ্য।

শ্যামপর্ণী

শ্লেষ্মারি গিরিভিচ্ছ্যাম-পর্ণ্যতন্দ্রী স্ত্রিয়ামুভে।
শ্লেষ্মারিপত্রং কফঘ্নং স্বেদনং বলবর্দ্ধনম্॥
প্রতিশ্যায়হরং প্রোক্তং জ্বরঘ্নং কামদীপনম্।
কাসসংহরণং বহ্নি-দীপনং জাড্যনাশনম্।
ফাণ্টোঽস্য সতয়া যুক্তঃ সেব্যো নৈরুজ্যমিচ্ছতা॥

চা

পর্য্যায়।—শ্লেষ্মারি, গিরিভিৎ, শ্যামপর্ণী ও অতন্দ্রী—এইগুলি চায়ের সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে চায়, চাহ, মহারাষ্ট্রে চাহা, আসামে চাহ, গুজরাটে চা ও ফারসীতে চাখতাঈ। ল্যাটিন নাম Camellia theifera ইংরাজী নাম Tea।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহার পত্র কফঘ্ন, স্বেদজনক, বলবর্ধক, প্রতিশ্যায়-নিবারক, জ্বরঘ্ন, কামোদ্দীপক, কাসনিবারক, অগ্নিদীপক ও শরীরের জড়তানাশক। ইহার কাণ্ট চিনির সহিত সেবনীয়।

॥ ইতি সন্ধানবর্গঃ ॥

অথ মধুবর্গঃ

মধু

মধুমাক্ষিকমাধ্বীক-ক্ষৌদ্রসারঘমীরিতম্।
মক্ষিকাবরটীভৃঙ্গ-বান্তং পুষ্পরসোদ্ভবম্ ॥
মধু শীতং লঘু স্বাদু রুক্ষং গ্রাহি বিলেখনম্।
চক্ষুষ্যং দীপনং স্বর্য্যং ব্রণশোধনরোপণম্ ॥
সৌকুমার্য্যকরং সূক্ষ্মং পরং স্রোতোবিশোধনম্।
কষায়ানুরসং হ্লাদি প্রসাদজনকং পরম্ ॥
বর্ণ্যং মেধাকরং বৃষ্যং বিশদং রোচনং হরেৎ।
কুষ্ঠার্শঃকাসপিত্তাস্র-কফমেহক্লমক্রিমীন্ ॥
মেদস্তৃষ্ণাবমিশ্বাস-হিক্কাতিসারবিড়্গ্রহান্।
দাহক্ষতক্ষয়াংস্তত্তু যোগবাহ্যল্পবাতলম্ ॥

পর্য্যায়।—মধু, মাক্ষিক, মাধ্বীক, ক্ষৌদ্র, সারঘা, মক্ষিকাবান্ত, বরটীবান্ত, ভৃঙ্গ-বান্ত ও পুষ্পরসোদ্ভব—এই কয়েকটি মধুর নামান্তর।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে ও তামিলে সহত, মধু, আসামে মৌ, তৈলঙ্গে তেনী, মহারাষ্ট্রে ও গুজরাটে মধ, কর্ণাটে জেন তুপ্প, ফারসীতে শহদ্, অংবীন, আরবীতে অসলুল্ নহল্ বলে। ইংরাজী নাম Honey।

গুণ।—মধু শীতবীর্য, লঘু, ঈষৎ কষায়রসযুক্ত মধুররস, রুক্ষ, ধারক, কৃশতাকারক, চক্ষুর হিতকারক, অগ্নিদীপক, স্বরবর্ধক, ব্রণরোপক ও ব্রণশোধক, শরীরের কোমলতা সম্পাদক, সূক্ষ্মস্রোতোগামী, স্রোতসমূহের বিশোধক, আহ্লাদ-জনক, অত্যন্ত প্রসন্নতাকারক, বর্ণপ্রসাদক, মেধাজনক, শুক্রবর্ধক, বিশদগুণযুক্ত, রুচিকারক, যোগবাহী ও কিঞ্চিৎ বায়ুবর্ধক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা কুষ্ঠ, অর্শঃ, কাস, রক্তপিত্ত, কফ, প্রমেহ, ক্লান্তি, ক্রিমি, মেদঃ, পিপাসা, বমি, শ্বাস, হিক্কা, অতিসার, মলবদ্ধতা, দাহ, ক্ষত ও ক্ষয়রোগ নাশক।

মধুভেদাঃ

মাক্ষিকং ভ্রামরং ক্ষৌদ্রং পৌত্তিকং ছাত্রমিত্যপি।
আর্ঘ্যমৌদ্দালকং দালমিত্যষ্টৌ মধুজাতয়ঃ ॥

প্রকার ভেদ।—জাতিভেদে মধু আটপ্রকার, যথা—মাক্ষিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র, পৌত্তিক, ছাত্র, আর্ঘ্য, ঔদ্দালক ও দাল।

মাক্ষিকম্

মক্ষিকাঃ পিঙ্গবর্ণাস্তু মহত্যো মধুমক্ষিকাঃ।
তাভিঃ কৃতং তৈলবর্ণং মাক্ষিকং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
মাক্ষিকং মধুষু শ্রেষ্ঠং নেত্রাময়হরং লঘু।
কামলার্শঃক্ষতশ্বাস-কাসক্ষয়বিনাশনম্ ॥

পরিচয়।—পিঙ্গলবর্ণ বৃহৎমক্ষিকাকে মধুমক্ষিকা বলে, তৎকৃত তৈলবর্ণ মধুকে মাক্ষিক মধু বলা যায়। মাক্ষিক মধু সকল মধু হইতে শ্রেষ্ঠ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা লঘু এবং নেত্ররোগ, কামলা, অর্শঃ, ক্ষত, শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগ বিনাশক।

ভ্রামরম্

কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মৈঃ প্রসিদ্ধেভ্যঃ ষট্‌পদেভ্যোঽলিভিশ্চিতম্।
নির্ম্মলং স্ফটিকাভং যৎ তন্মধু ভ্রামরং স্মৃতম্ ॥
ভ্রামরং রক্তপিত্তঘ্নং মূত্রজাড্যকরং গুরু।
স্বাদুপাকমভিষ্যন্দি বিশেষাৎ পিচ্ছিলং হিমম্ ॥

পরিচয়।—সচরাচর যে-সকল ভ্রমর দেখা যায়, তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট ভ্রমর কর্তৃক সঞ্চিত স্ফটিকতুল্য নির্ম্মল মধুকে ভ্রামর মধু বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ভ্রামরমধু রক্তপিত্তনাশক, মূত্রজনক, জাড্যকর, গুরু, মধুরবিপাক, অভিষ্যন্দী, অত্যন্ত পিচ্ছিল ও শীতবীর্য।

ক্ষৌদ্রম্

মক্ষিকাঃ কপিলাঃ সূক্ষ্মাঃ ক্ষুদ্রাখ্যাস্তৎকৃতং মধু।
মুনিভিঃ ক্ষৌদ্রমিত্যুক্তং তদ্ বর্ণাৎ কপিলং ভবেৎ।
গুণৈর্মাক্ষিকবৎ ক্ষৌদ্রং বিশেষান্মেহনাশনম্ ॥

পরিচয়।—কপিলবর্ণ সূক্ষ্ম মক্ষিকাকে ক্ষুদ্রা বলে, তৎকৃত মধুই ক্ষৌদ্র বলিয়া মুনিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। ইহা কপিলবর্ণ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ক্ষৌদ্রমধু মাক্ষিকমধুর ন্যায় গুণযুক্ত, বিশেষতঃ ইহা প্রমেহ নাশক।

পৌত্তিকম্

কৃষ্ণা যা মশকোপমা লঘুতরাঃ প্রায়ো মহাপীড়িকাঃ।
বৃক্ষাণাং তনুকোটরান্তরগতাঃ পুষ্পাসবং কুর্ব্বতে॥
তাস্তজ্জ্ঞৈরিহ পুত্তিকা নিগদিতাস্তাভিঃ কৃতং সর্পিষা।
তুল্যং তন্মধু তদ্ বনেচরজনৈঃ সংকীর্ত্তিতং পৌত্তিকম্॥
পৌত্তিকং মধু রুক্ষোষ্ণং পিত্তদাহপ্রবাতকৃৎ।
বিদাহী মেহকৃচ্ছ্রঘ্নং গ্রন্থ্যাদিক্ষতশোষি চ॥

পরিচয়।—মশকের ন্যায় ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ ও অত্যন্ত পীড়াদায়ক একপ্রকার মধুমক্ষিকা বৃক্ষের তনু কোটরাভ্যন্তরে মধু সঞ্চিত করে; পণ্ডিতগণ উহাকে পুত্তিকা বলিয়া থাকেন, তৎকর্তৃক উৎপন্ন ঘৃতের ন্যায় মধুকে বনচরগণ পৌত্তিক মধু বলিয়া থাকে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পৌত্তিকমধু রুক্ষ, উষ্ণবীর্য, পিত্তবর্ধক, রক্তদূষক, দাহজনক, বাতবর্ধক, বিদাহী, প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক এবং গ্রন্থি প্রভৃতির ক্ষতশোষক।

ছাত্রম্

বরটাঃ কপিলাঃ পীতাঃ প্রায়ো হিমবতো বনে।
কুর্ব্বন্তি ছত্রকাকারং তজ্জং ছাত্রং মধু স্মৃতম্॥
ছাত্রং কপিলপীতং স্যাৎ পিচ্ছিলং শীতলং গুরু।
স্বাদুপাকং কৃমিশ্বিত্র-রক্তপিত্তপ্রমেহজিৎ।
ভ্রমতৃণ্মোহবিষঘ্নং তর্পণঞ্চ গুণাধিকম্॥

পরিচয়।—কপিল পীতবর্ণ একপ্রকার মক্ষিকা আছে, তাহারা হিমালয়স্থ বনে প্রায়ই ছত্রাকার মৌচাক প্রস্তুত করে, ঐ চাক হইতে উৎপন্ন মধুকে ছাত্রমধু বলা যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ছাত্রমধু কপিলপীতবর্ণ, পিচ্ছিল, শীতবীর্য, গুরু, মধুরবিপাক এবং ইহা ক্রিমি, শ্বিত্র, রক্তপিত্ত, প্রমেহ, ভ্রম, পিপাসা, মোহ ও বিষদোষনাশক। ছাত্রমধু তৃপ্তিকর ও অধিক গুণবিশিষ্ট।

আর্ঘ্যম্

মধূকবৃক্ষনির্য্যাসং স্রুৎকার্ব্বি শ্রমোদ্ভবম্।
অর্ঘ্যার্ঘ্যং তদাখ্যাতং শ্বেতকং মালবে পুনঃ॥
তীক্ষ্ণতুণ্ডাস্তু যাঃ পীতা মক্ষিকাঃ ষট্পদোপমাঃ।
আর্ঘ্যাস্তাস্তৎকৃতং যৎ তদার্ঘ্যমিত্যপরে জগুঃ॥
আর্ঘ্যং মধ্বতিচক্ষুষ্যং কফপিত্তহরং পরম্।
কষায়ং কটুকং পাকে তিক্তঞ্চ বলপুষ্টিকৃৎ॥

পরিচয়।—শরৎকালে মুনির আশ্রমজাত মধুক বৃক্ষের নির্যাসকে আর্ঘ্য বলা যায়, মালবদেশে উহাকে শ্বেতক বলিয়া থাকে। কেহ-কেহ বলিয়া থাকেন যে, তীক্ষ্ণমুখ-বিশিষ্ট পীতবর্ণ ষট্পদ-সদৃশ একপ্রকার পীতবর্ণ মক্ষিকা আছে, তাহাকে আর্ঘ কহে, তৎকৃত মধুই আর্ঘ্য নামে অভিহিত।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—আর্ঘ্যমধু চক্ষুর অত্যন্ত হিতকারক, কফ ও পিত্ত-বিনাশক, কষায়-তিক্ত-রস, কটুবিপাক এবং বল ও পুষ্টিবর্ধক।

ঔদ্দালকম্

প্রায়ো বল্মীকমধ্যস্থাঃ কপিলাঃ স্বল্পকীটকাঃ।
কুর্ব্বন্তি কপিলং স্বল্পং তৎ স্যাদৌদ্দালকং মধু॥
ঔদ্দালকং রুচিকরং স্বর্য্যং কুষ্ঠবিষাপহম্।
কষায়মুষ্ণমম্লঞ্চ কটুপাকঞ্চ পিত্তকৃৎ॥

উইমধু

পরিচয়।—কপিলবর্ণ ক্ষুদ্রকায় একপ্রকার মক্ষিকা আছে, উহারা প্রায়ই বল্মীক (উয়ের ঢিপী) মধ্যে বাস করে, এই মক্ষিকা দ্বারা কপিলবর্ণ অল্প পরিমিত যে মধু প্রস্তুত হয়, তাহাকে ঔদ্দালক বলা যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ঔদ্দালকমধু রুচিকারক, স্বরবর্ধক, কুষ্ঠ ও বিষদোষ-নাশক। ইহা অম্ল কষায় রস, উষ্ণবীর্য, কটুবিপাক এবং পিত্তবর্ধক।

দালম্

সংস্রুত্য পতিতং পুষ্পাদ্ যৎ তু পত্রোপরি স্থিতম্।
মধুরাম্লকষায়ঞ্চ তদ্ দালং মধু কীর্ত্তিতম্॥
দালং মধু লঘু প্রোক্তং দীপনীয়ং কফাপহম্।
কষায়ানুরসং রুক্ষং রুচ্যং ছর্দ্দিপ্রমেহজিৎ।
অধিকং মধুরং স্নিগ্ধং বৃংহণং গুরুভারিকম্॥

কুটুরে মধু

পরিচয়।—যে মধু পুষ্প হইতে ক্ষরিত হইয়া পত্রোপরি সঞ্চিত হইতে থাকে তাহাকে দালমধু বলা যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কুটুরে মধু অম্ল মধুর-কষায়রস, কিন্তু তাহার কষায়রস অম্ল ও মধুররস অধিক। ইহা লঘুপাক, অগ্নির দীপ্তিকারক, কফঘ্ন, রুক্ষ, রুচিকারক, বমি ও প্রমেহনাশক, স্নিগ্ধ ও পুষ্টিকারক এবং ওজনে গুরু।

পদ্মমধু

অরবিন্দ'স্রুতঃ শীতো মকরন্দোঽতিবৃংহণঃ।
ত্রিদোষশমনঃ সর্ব্ব-নেত্রাময়নিসূদনঃ॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পদ্মমধু শীতবীর্য, অতিশয় বৃংহণ, ত্রিদোষনাশক ও ইহা সর্বপ্রকার চক্ষুরোগের শান্তিকারক।

নবপুরাণমধুগুণাঃ

নবং মধু ভবেৎ পুষ্টৈ নাতিশ্লেষ্মহরং সরম্।
পুরাণং গ্রাহকং রুক্ষং মেদোঘ্নমতিলেখনম্॥
মধুনঃ শর্করায়াশ্চ গুড়স্যাপি বিশেষতঃ।
একসংবৎসরেঽতীতে পুরাণত্বং স্মৃতং বুধৈঃ॥

নূতন ও পুরাতন মধুর গুণ

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নূতন মধু পুষ্টিকারক ও সারক, ইহা তাদৃশ কফনাশক নহে। পুরাতন মধু ধারক, রুক্ষ, মেদোনাশক ও অত্যন্ত কৃশতাকারক। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, মধু, চিনি ও গুড় সংবৎসর অতিক্রান্ত হইলেই পুরাণত্ব প্রাপ্ত হয়।

মধুনঃ শীতলস্য গুণাধিক্যমুষ্ণতায়া নিষেধঃ

বিষপুষ্পাদপি রসং সবিষা ভ্রমরাদয়ঃ।
গৃহীত্বা মধু কুর্ব্বন্তি তচ্ছীতং গুণবন্মধু॥
বিষান্বয়াৎ তদুষ্ণস্থ দ্রব্যেণোষ্ণেন বা সহ।
উষ্ণার্ত্তস্যোষ্ণকালে চ স্মৃতং বিষসমং মধু॥

প্রশস্তমধু।—সবিষ ভ্রমরগণ বিষাক্ত পুষ্প হইতেও রস আহরণ করিয়া মধু প্রস্তুত করে, অতএব শীতল মধুই গুণকারক। বিষসম্বন্ধ থাকায় উষ্ণমধু অথবা উষ্ণদ্রব্যের সহিত মধু সেবন করিবে না। উষ্ণার্ত ব্যক্তির পক্ষে মধু সেবন বা উষ্ণকালে মধু সেবন নিষিদ্ধ, কারণ উহা বিষের ন্যায় অপকার করে।

মধুচ্ছিষ্টম্

মদনস্তু মধুচ্ছিষ্টং মধুশেষঞ্চ সিক্থকম্।
মধ্বাধারো মদনকং মধূত্থিতমপি স্মৃতম্॥
মদনং মৃদু সুস্নিগ্ধং ভূতঘ্নং ব্রণরোপণম্।
ভগ্নসন্ধানকৃদ্ বাত-কুষ্ঠবীসর্পরক্তজিৎ॥

মোম্

পর্য্যায়।—মদন, মধুচ্ছিষ্ট, মধুশেষ, সিক্থক, মধ্বাধার, মদনক ও মধূত্থিত—এই কয়েকটি মোমের সংস্কৃত নাম।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দীতে মোম, আসামে মৌঠা, মম, তৈলঙ্গে মৈনম, তামিলে মধুক্ক, মহারাষ্ট্রে মেণ, গুজরাটে মিণ, ফারসীতে মোমেজর্দ্দ। ইংরাজী নাম Wax।

গুণ।—মোম কোমল, স্নিগ্ধ, ভূতাপসারক, ব্রণরোপক ও ভগ্নসন্ধায়ক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা বায়ু, কুষ্ঠ, বিসর্প ও রক্তদোষ নাশক।

॥ ইতি মধুবর্গঃ ॥

অথেক্ষুবর্গঃ

ইক্ষুঃ

ইক্ষুর্দীর্ঘচ্ছদঃ প্রোক্তস্তথা ভূমিরসোঽপি চ।
গুড়মূলোঽসিপত্রশ্চ তথা মধুতৃণঃ স্মৃতঃ॥
ইক্ষবো রক্তপিত্তঘ্না বল্যা বৃষ্যাঃ কফপ্রদাঃ।
স্বাদুপাকরসাঃ স্নিগ্ধা গুরবো মূত্রলা হিমাঃ॥
কৃষ্ণেক্ষুমূলং শীতং স্যান্মূত্রলং পিত্তনাশনম্।
বাতানুলোমনং মেধ্যং দাহকৃচ্ছ্র বিনাশনম্॥

আক্

পর্য্যায়।—ইক্ষু, দীর্ঘচ্ছদ, ভূমিরস, গুড়মূল, অসিপত্র ও মধুতৃণ—এই কয়েকটি ইক্ষুর পর্য্যায় শব্দ।

দেশভেদে নামভেদ।—ইক্ষুকে হিন্দুস্থানে গন্না, ইখ, গণ্ডা, পোংডা, আসামে কুঁহিয়ার, তৈলঙ্গে চিরকু, মহারাষ্ট্রে উঁস, গুজরাটে শেরডী, শেরডীমুৎমূল, কর্ণাটে কবু, কব্বিনামরু, ফারসীতে নেশকর, আরবীতে কস্‌বুস শক্কর বলে। ইংরাজী নাম Sugarcane, ল্যাটিন নাম Saccharum officinarum।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইক্ষু রক্তপিত্তনাশক, বলকারক, শুক্রবর্ধক, কফকারক, মধুররস, মধুরবিপাক, স্নিগ্ধ, গুরু, মূত্রবর্ধক এবং শীতবীর্য।

গুণাদি।—কৃষ্ণেক্ষুমূল শীতবীর্য, মূত্রকারক, পিত্তনাশক, বাতানুলোমক, মেধ্য এবং দাহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক।

বালযুববৃদ্ধেক্ষুঃ

বাল ইক্ষুঃ কফং কুর্য্যান্মেদ মেহকরশ্চ সঃ।
যুবা তু বাতহৃৎ স্বাদুরীষত্তীক্ষ্ণশ্চ পিত্তনুৎ।
রক্তপিত্তহরো বৃদ্ধঃ ক্ষতহৃদ্ বলবীর্য্যকৃৎ॥

ইক্ষুর অবস্থাভেদে গুণভেদ।—বাল ইক্ষু কফকারক, মেদোবর্ধক ও প্রমেহজনক। মধ্যম ইক্ষু বাতনাশক, মধুররস, ঈষৎ তীক্ষ্ণ ও পিত্তনাশক। বৃদ্ধ ইক্ষু বল ও বীর্য-বর্ধক এবং ক্ষত ও রক্তপিত্তনাশক।

দন্তপীড়িতেক্ষুরসঃ

দন্তনিষ্পাড়িতস্তেক্ষো রসঃ পিত্তাস্রনাশনঃ।
শর্করাসমবীর্য্যঃ স্যাদবিদাহী কফপ্রদঃ॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—দন্তচর্বিত ইক্ষুরস রক্তপিত্তনাশক, চিনির ন্যায় বীর্যবান্, অবিদাহী এবং কফবর্ধক।

যন্ত্রপীড়িতেক্ষুরসঃ

মূলাগ্রজন্তুজগ্ধ্যাদি-পীড়নান্মলসঙ্করাৎ।
কিঞ্চিৎকালবিধৃত্যা চ বিকৃতিং যাতি যান্ত্রিকঃ।
তস্মাদ্ বিদাহী বিষ্টম্ভী গুরুঃ স্যাদ্ যন্ত্রিকো রসঃ॥

যন্ত্রনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস

গুণাদি।—মূল, অগ্রভাগ, জন্তু ও গ্রন্থি প্রভৃতির সহিত ইক্ষু নিষ্পীড়িত হওয়ায় ও তাহাতে মলাদি সংযুক্ত থাকায় এবং কিছুকাল পাত্রে থাকা প্রযুক্ত যান্ত্রিক রস বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, একারণ যন্ত্রনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস বিদাহী বিষ্টম্ভী এবং গুরু হয়।

পর্য্যুষিতেক্ষুরসঃ

রসঃ পর্য্যুষিতো নেষ্টো হ্যম্লো বাতাপহো গুরুঃ।
কফপিত্তকরঃ শোষী ভেদনশ্চাতিমূত্রলঃ।

বাসি ইক্ষুরস

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বাসি ইক্ষুরস অহিতকারী, অম্লরস, বায়ুনাশক, গুরু, কফ-পিত্তবর্ধক, শোষজনক, ভেদক এবং অত্যন্ত মূত্রবর্ধক।

পক্ক ইক্ষুরসঃ

পক্বো রসো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ সুতীক্ষ্ণঃ কফবাতনুৎ।
গুল্মানাহপ্রশমনঃ কিঞ্চিৎপিত্তকরঃ স্মৃতঃ॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—অগ্নিপক্ক ইক্ষুরস গুরু, স্নিগ্ধ, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, কিঞ্চিৎ পিত্তবর্ধক এবং ইহা কফ, বায়ু, গুল্ম ও আনাহ নাশক।

ইক্ষুরসবিকারঃ

ইক্ষোর্বিকারাস্তৃড়্ দাহ মূর্চ্ছা পিত্তাস্রনাশনাঃ।
গুরবো মধুরা বল্যাঃ স্নিগ্ধা বাতহরাঃ সরাঃ।
বৃষ্যা মোহহরাঃ শীতা বৃংহণা বিষহারিণঃ॥

গুণ।—ইক্ষুবিকার গুরুপাক, মধুররস, বলকারক, স্নিগ্ধ, সারক, শুক্রবর্ধক, শীতবীর্য ও পুষ্টিকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিপাসা, দাহ, মূর্চ্ছা, রক্তপিত্ত, বায়ু, মোহ ও বিষদোষ নাশক।

ফাণিতম্

ইক্ষো রসস্তু যঃ পক্কঃ কিঞ্চিদ্গাঢ়ো বহুদ্রবঃ।
স এবেক্ষুবিকারেষু খ্যাতঃ ফাণিতসংজ্ঞয়া॥
ফাণিতং গুর্ব্বভিষ্যন্দি বৃংহণং কফশুক্রকৃৎ।
বাতপিত্তশ্রমান্ হন্তি মূত্রবস্তিবিশোধনম্॥

পরিচয়।—কিঞ্চিৎগাঢ় ও বহুদ্রবাবিশিষ্ট পক্ক ইক্ষুরসকে ফাণিত কহে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ফাণিত গুরু, অভিষ্যন্দী, পুষ্টিকারক, কফ ও শুক্রবর্ধক, বাতঘ্ন, পিত্তনাশক, শ্রমাপহারক এবং মূত্র ও বস্তি শোধনকারক।

মৎস্যণ্ডী

ইক্ষো রসো যঃ সম্পক্কো ঘনঃ কিঞ্চিদ্দ্রবান্বিতঃ।
মন্দং যৎ স্যন্দতে তস্মাৎ তন্মৎস্যণ্ডী নিগদ্যতে॥
মৎস্যণ্ডী ভেদিনী বল্যা লঘ্বী পিত্তানিলাপহা।
মধুরা বৃংহণী বৃষ্যা রক্তদোষাপহা স্মৃতা॥

সারগুড়

পরিচয়।—ঈষৎ দ্রবভাবাপন্ন গাঢ়তর পক্ক ইক্ষুরসকে মৎস্যণ্ডী (সার গুড়) বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—সারগুড় ভেদক, বলকারক, লঘু, মধুররস, শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্ধক এবং ইহা পিত্ত বায়ু ও রক্তদোষ নাশক।

গুড়ঃ

ইক্ষো রসো যঃ সম্পক্কো জায়তে লোষ্ট্রবদ্ দৃঢ়ঃ।
স গুড়ো গৌড়দেশে তু মৎস্যণ্ড্যেব গুড়ো মতঃ॥

গুড়ো বৃষ্যো গুরুঃ স্নিগ্ধো বাতঘ্নো মূত্রশোধনঃ।
নাতিপিত্তহরো মেদঃ-কফক্রিমিবলপ্রদঃ॥

গুড়

পরিচয়।—ইক্ষুরস অগ্নিসংযোগে পরিপাক হইয়া লোষ্ট্রসদৃশ কঠিনাকারে পরিণত হইলে তাহাকে গুড় বলে, গৌড়দেশে মৎস্তণ্ডীকেও গুড় বলিয়া থাকে।

দেশভেদে নামভেদ।—ইহাকে হিন্দুস্থানে গুড়, মহারাষ্ট্রে গূল, আসামে মিঠৈ, গুড়, গুজরাটে গোল, কর্ণাটে হোসে কংদ হেলরু, তৈলঙ্গে বেল্লামু, ফারসীতে কংদেসিয়া, আরবীতে কংদেঅস্বদ বলে। ইংরাজী নাম Treacle, Molasses।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—গুড় শুক্রবর্ধক, গুরু, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক ও মূত্রশোধক এবং মেদঃ, কফ, ক্রিমি ও বলপ্রদায়ক। ইহা অতিশয় পিত্তনাশক নহে।

পুরাণগুড়ঃ

গুড়ো জীর্ণো লঘুঃ পথ্যোঽনভিষ্যন্দ্যগ্নিপুষ্টিকৃৎ।
পিত্তঘ্নো মধুরো বৃষ্যো বাতঘ্নোঽসৃক্প্রসাদনঃ॥ *

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—পুরাতন গুড় লঘু, হিতকর, অনভিষ্যন্দী, অগ্নিবর্ধক, পুষ্টিকারক, পিত্তনাশক, মধুররস, শুক্রবর্ধক, বায়ুনাশক এবং রক্তের প্রসন্নতাকারক।

নবীনগুড়ঃ

(গুড়ো নবঃ কফশ্বাস-কাসক্রিমিকরোঽগ্নিকৃৎ।)
শ্লেষ্মাণমাশু বিনিহন্তি সদার্দ্রকেন পিত্তং নিহন্তি চ তদেব হরীতকীভিঃ।
শুণ্ঠ্যা সমং হরতি বাতমশেষমিত্থং দোষত্রয়ক্ষয়কারায় নমো গুড়ায়॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—নূতন গুড় কফ, শ্বাস, কাস, ক্রিমি এবং অগ্নিবর্ধক।

অনুপানভেদে গুণভেদ।—গুড় আর্দ্রকের সহিত সেবন করিলে কফ নষ্ট হয়, হরীতকীর সহিত সেবন করিলে পিত্ত বিনষ্ট হয় এবং শুণ্ঠির সহিত সেবিত হইলে বহুবিধ বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে, অতএব গুড় ত্রিদোষনাশক।

---

* পিত্তঘ্নঃ পবনাপহো দ্রুতিকরো হৃদ্যস্তিদোষাপহঃ / সংযোগেন বিশেষতো জরহরঃ সন্তাপশান্তিপ্রদঃ। / বিণ্মূত্রাময়নাশনোঽগ্নিজননঃ পাণ্ডুপ্রমেহান্তকঃ / স্নিগ্ধঃ স্বাদুরসো লঘুঃ সমহর পথ্যঃ পুরাণো গুড়ঃ॥ রা. নি.।

খণ্ডঃ

খণ্ডস্তু মধুরো বৃষ্যো চক্ষুষ্যো বৃংহণো হিমঃ।
বাতপিত্তহরঃ স্নিগ্ধো বল্যো বান্তিহরঃ পরঃ ॥

খাঁড় / ভুরো

দেশভেদে নামভেদ।—ইহার নাম হিন্দুস্থানে ও গুজরাটে খাংড়, মহারাষ্ট্রে সাখর, কর্ণাটে মালখংড়, তৈলঙ্গে পাঁচদারা, ফারসীতে সক্কর, আরবীতে সক্কর। ইংরাজীতে Coarse sugar বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—খাঁড়গুড় শুক্রবর্ধক, চক্ষুর হিতকারক, শরীরের উপচায়ক, শীতবীর্য, বায়ু ও পিত্তনাশক, স্নিগ্ধ, বলকারক এবং বমননাশক।

শর্করা

খণ্ডস্তু সিকতারূপঃ সুশ্বেতঃ শর্করা সিতা।
সিতা সুমধুরা রুচ্যা বাতপিত্তাস্রদাহহৃৎ।
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিজ্বরান্ হন্তি সুশীতা শুক্রকারিণী।

চিনি

পরিচয় ও পর্য্যায়।—অতি শ্বেতবর্ণ বালুকাকার খণ্ডকে শর্করা অথবা সিতা বলে। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে চিনি বলা যায়।

দেশভেদে নামভেদ।—চিনিকে হিন্দুস্থানে বুরা, মিশ্রী, বাতাসে কংদ, আসামে চেনি, মহারাষ্ট্রে পিঠীসাখর, গুজরাটে শাকর, কর্ণাটে গুডগুডাংগীতু, তৈলঙ্গে ফাটিকে-পাংচাদারা, ফারসীতে খড়ীশক্করনরাত, আরবীতে সকরে অবিয়দ বলে। ইংরাজী নাম Refined sugar।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—চিনি অতিশয় মধুররস, রুচিকারক, শীতবীর্য, শুক্র-বর্ধক এবং বায়ু, রক্তপিত্ত, দাহ, মূর্চ্ছা, বমি ও জ্বরনাশক।

পুষ্পসিতা সিতোপলা চ

ভাবৎ পুষ্পসিতা শীতা রক্তপিত্তহরী লঘুঃ।
সিতোপলা সরা লঘ্বী বাতপিত্তহরী হিমা ॥

ফুলচিনি ও মিশ্রী / ইংরাজী Sugar-candy

গুণাদি।—পুষ্পসিতা (ফুলচিনি) শীতবীর্য, রক্তপিত্তনাশক এবং লঘু। সিতোপলা (মিশ্রী)- সারক, লঘু, শীতবীর্য এবং ইহা বায়ু ও পিত্তনাশক।

। ইতিক্ষুবর্গঃ ।

অথ কৃতান্নবর্গঃ

ভক্তম্

ভক্তমন্নং তথান্ধশ্চ ক্বচিৎ কূরঞ্চ কীর্ত্তিতম্।
ওদনোঽস্ত্রী স্ত্রিয়াং ভিস্সা দীদিবিঃ পুংসি ভাষিতঃ॥
সুধৌতাংস্তণ্ডুলান্ স্ফীতাংস্তোয়ে পঞ্চগুণে পচেৎ।
তদ্ভক্তং প্রস্রুতোষ্ণং বিশদং গুণবন্মতম্॥
ভক্তং বহ্নিকরং পথ্যং তর্পণং রোচনং লঘু।
অধৌতমস্রুতং শীতং গুর্ব্বরুচ্যং কফপ্রদম্॥

অন্ন / ভাত

পর্য্যায়।—ভক্ত, অন্ন, অন্ধস্, কূর, ওদন, ভিস্সা ও দীদিবি—এইগুলি অন্নের নাম।

পাকবিধি।—তণ্ডুল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া স্ফীত হইলে তাহা পাঁচগুণ জলে পাক করিবে। সুসিদ্ধ হওয়ার পর ফেন গালিয়া ফেলিলে তাহাকে অন্ন বলা হয়। ঈষদুষ্ণ অন্ন বিশদ ও অধিক গুণবান্।

গুণ।—অন্ন অগ্নিবর্ধক, পথ্য, তৃপ্তিজনক, রুচিকর ও লঘু। অধৌত তণ্ডুলের মণ্ডযুক্ত অন্ন—শীতবীর্য, গুরু, অরুচিকারক ও কফপ্রদ।

দালী

দালী তু সলিলে সিদ্ধা লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ।
সংযুক্তা সূপনাম্নী স্যাৎ কথ্যন্তে তদ্গুণা অথ॥

সূপো বিষ্টম্ভকো রুক্ষঃ শীতস্তু স বিশেষতঃ।
নিস্তুষো ভৃষ্টসংসিদ্ধো লাঘবং সুতরাং ব্রজেৎ॥

দাইল

পাকবিধি।—দাইল জলে সিদ্ধ করিয়া লবণ, আর্দ্রক ও হিঙ্গু প্রভৃতির সহিত পাক করিলে তাহাকে সূপ (দাইল) বহে।

গুণ।—দাইল বিষ্টম্ভী, রুক্ষ ও অতিশয় শীতবীর্য। ভৃষ্ট ও তুষ রহিত ডাইল সিদ্ধ করিলে অধিক লঘু হয়।

কৃশরা

তণ্ডুলা দালিসংমিশ্রা লবণার্দ্রকহিঙ্গুভিঃ।
সংযুক্তাঃ সলিলে সিদ্ধাঃ কৃশরা কথিত বুধৈঃ॥
কৃশরা শুক্রলা বল্যা গুরুঃ পিত্তকফপ্রদা।
দুর্জ্জরা বুদ্ধিবিষ্টম্ভ-মলমূত্রকারী স্মৃতা॥

খিচুড়ী

পাকবিধি।—চাউল ও দাইল একত্র লবণ, হিঙ্গু ও আর্দ্রক প্রভৃতির সহিত পাক করিলে খিচুড়ী হয়।

গুণ।—ইহা শুক্রজনক, বলকর; গুরু, পিত্ত ও কফবর্ধক, দুষ্পাচ্য এবং বুদ্ধি, বিষ্টম্ভ, মল ও মূত্রকারক।

পায়সম্

পায়সং পরমান্নং স্যাৎ ক্ষীরিকাপি তদুচ্যতে।
শুদ্ধেঽর্দ্ধপক্কে দুগ্ধে তু ঘৃতাক্তাংস্তণ্ডুলান্ পচেৎ॥
তে সিদ্ধাঃ ক্ষীরিকা খ্যাতা সসিতাজ্যযুতোত্তমা।
ক্ষীরিকা দুর্জ্জরা প্রোক্তা বৃংহণী বলবর্দ্ধিনী।
বিষ্টম্ভিনী হরেৎ পিত্ত-রক্তপিত্তাগ্নিমারুতান্॥

পায়স

পর্য্যায়।—পায়স, পরমান্ন ও ক্ষীরিকা—এইগুলি পায়সের পর্য্যায়।

পাকবিধি।—নির্জ্জল দুগ্ধ অর্ধপক্ক করিয়া তাহার সহিত ঘৃতম্রক্ষিত তণ্ডুল পাক করিবে। ঐ তণ্ডুল উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে এবং তাহা চিনি ও ঘৃতসংযুক্ত করিলে পায়স প্রস্তুত হয়।

গুণাদি।—পায়স দুষ্পাচ্য, পুষ্টিকারক, বলবর্ধক ও বিষ্টম্ভী এবং ইহা পিত্ত, রক্তপিত্ত, জঠরাগ্নি ও বায়ু বিনাশক।

নারিকেলক্ষীরী

নারিকেলং তনূকৃত্য ছিন্নং পয়সি গোঃ ক্ষিপেৎ।
সিতাগব্যাজ্যসংযুক্তে তৎ পচেন্ মৃদুনাগ্নিনা॥
নারিকেলোদ্ভবা ক্ষীরী স্নিগ্ধা শীতাতিপুষ্টিদা।
গুর্ব্বী সুমধুরা বৃষ্যা রক্তপিত্তানিলাপহা॥

অমৃতকেলি

পাকবিধি।—নারিকেল কুরিয়া লইয়া বা পাতলা করিয়া চিরিয়া তাহা গোদুগ্ধ চিনি ও গব্যঘৃত সহ একত্র মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিলে যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে নারিকেলক্ষীরী (অমৃতকেলি) বলে।

গুণাদি।—অমৃতকেলি স্নিগ্ধ, শীতল, অতিশয় পুষ্টিকারক, গুরু, অত্যন্ত মধুররস, শুক্রবর্ধক এবং ইহা রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক।

মণ্ডকঃ

গোধূমা ধবলা ধৌতাঃ কুট্টিতাঃ শোষিতাস্ততঃ।
প্রোক্ষিতা যন্ত্রনিষ্পিষ্টাশ্চালিতাঃ সমিতাঃ স্মৃতাঃ॥
বারিণা কোমলাং কৃত্বা সমিতাং সাধু মর্দ্দয়েৎ।
হস্তচালনয়া তস্যা লোপত্রীং সম্যক্ প্রসারয়েৎ॥
অধোমুখঘটস্যৈতদ্ বিস্তৃতং প্রক্ষিপেদ্ বহিঃ।
মৃদুনা বহ্নিনা সাধ্যঃ সিদ্ধো মণ্ডক উচ্যতে॥
দুগ্ধেন সাজ্যখণ্ডেন মণ্ডকং ভক্ষয়েন্নরঃ।
অথবা সিদ্ধমাংসেন সতক্রবটকেন বা॥
মণ্ডকো বৃংহণো বৃষ্যো বল্যো রুচিকরো ভৃশম্।
পাকেঽপি মধুরো গ্রাহী লঘুর্দোষত্রয়াপহঃ॥

মণ্ডক / লোপত্রী

প্রস্তুতবিধি।—শ্বেতগোধূম ধৌত ও কুট্টিত করিয়া শুকাইয়া লইবে, তৎপরে তাহা ছাকিয়া যন্ত্রে পেষণপূর্বক চালিয়া লইলে যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে সমিতা (ময়দা, সুজি) বলে। ময়দা জলদ্বারা কোমল করিয়া উত্তমরূপে মর্দন করিবে এবং তাহার

লোপ্‌ত্রী (কেটী বা লোই) প্রস্তুত করিয়া হস্তচালনা দ্বারা সম্যক্‌রূপে প্রসারিত করিবে। তৎপরে সেই দ্রব্য একটি অধোমুখ ঘটের উপর বিস্তারিত করিয়া মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিলে যে-সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে মণ্ডক (লোপ্‌ত্রী) বলে। এই মণ্ডক, দুগ্ধ ঘৃত ও গুড়াদি ইক্ষুবিকারের সহিত অথবা সুসিদ্ধ মাংস ও শুক্রবটকের সহিত ভক্ষণ করিবে।

গুণাদি।—মণ্ডক পুষ্টিকারক, শুক্রবর্ধক, বলকারক, অত্যন্ত রুচিজনক, মধুররস, মধুরবিপাক, মলরোধক, লঘু ও ত্রিদোষনাশক।

পোলিকা

কুর্য্যাৎ সমিতয়াতীব তন্বী পর্পটিকা ততঃ।
স্বেদয়েৎ তপ্তকে তাঞ্চ পোলিকাং জগদুর্বুধাঃ।
তাং খাদেল্লপ্‌সিকাযুক্তাং তস্যা মণ্ডকবদ্‌গুণাঃ॥

পাত্‌লা রুটী

পাকবিধি।—ময়দার অতি পাতলা পর্পটি প্রস্তুত করিয়া অর্থাৎ পাতলা করিয়া বেলিয়া, তপ্তকে (তাওয়ায়) সেকিয়া লইলে তাহাকে রুটী কহে। ইহা মোহনভোগের সহিত ভক্ষণ করিবে।

গুণাদি।—এই রুটির গুণ মণ্ডকের ন্যায়।

লপ্সিকা

সমিতাং সর্পিষা ভৃষ্টাং শর্করাং পয়সি ক্ষিপেৎ।
তস্মিন্ ঘনীকৃতে ন্যস্তলবঙ্গং মরিচাদিকম্॥
সিদ্ধৈষা লপ্সিকা খ্যাতা গুণানস্যা বদাম্যহম্।
লপ্সিকা বৃংহণী বৃষ্যা বল্যা পিত্তানিলাপহা।
স্নিগ্ধা শ্লেষ্মকরী গুর্ব্বী রোচনী তর্পণী পরম্॥

মোহনভোগ

প্রস্তুতবিধি।—ময়দা বা সুজী ঘৃতে ভাজিয়া তাহা দুগ্ধ ও চিনির সহিত পাক করিবে। ঘনীভূত হইলে তাহাতে লবঙ্গ ও মরিচ প্রভৃতি মসলা প্রক্ষেপ দিলে মোহনভোগ প্রস্তুত হয়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পুষ্টিকারক, শুক্রজনক, বলকর, বাতপিত্তবিনাশক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মকর, গুরু, রুচিজনক ও অত্যন্ত তৃপ্তিকারক।

রোটী

শুষ্কগোধূমচূর্ণেন কিঞ্চিৎপুষ্টাঞ্চ পোলিকাম্।
তপ্তকে স্বেদয়েৎ কৃত্বা ভূর্য্যঙ্গারেঽপি তাং পচেৎ॥
সিদ্ধৈষা রোটিকা প্রোক্তা গুণানস্যাঃ প্রচক্ষ্মহে।
রোটিকা বলকৃদ্ রুচ্যা বৃংহণী ধাতুবর্দ্ধনী।
বাতঘ্নী কফকৃদ্ গুর্ব্বী দীপ্তাগ্নীনাং প্রপূজিতা॥

রোটী

পাকবিধি।—শুষ্কগোধূম চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা কিঞ্চিৎ পুরু পোলিকা প্রস্তুত করত তপ্তকে (তাওয়ায়) সেঁকিয়া অঙ্গারের অগ্নিতে পাক করিবে, এইরূপ সিদ্ধ দ্রব্যকে রোটী বলা হয়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—রোটী বলকারক, রুচিজনক, শরীরের উপচয়কারক, ধাতুবর্ধক, বায়ুনাশক, কফকারক এবং গুরু। ইহা প্রবলাগ্নি মানবগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

অঙ্গারকর্কটী

শুষ্কগোধূমচূর্ণন্তু সাম্বু গাঢ়ং বিমর্দ্দয়েৎ।
বিধায় বটকাকারং নির্দ্ধূমেঽগ্নৌ শনৈঃ পচেৎ॥
অঙ্গারকর্কটী হ্যেষা বৃংহণী শুক্রলা লঘুঃ।
দীপনী কফকৃদ্ বল্যা পীনসশ্বাসকাসজিৎ॥

পাকবিধি।—শুষ্ক গোধূমচূর্ণ অল্প জলের সহিত গাঢ়ভাবে মর্দন এবং তাহা বটকাকৃতি করিয়া নির্দ্ধূম অগ্নিতে অল্পে অল্পে সিদ্ধ করিবে। এইরূপ যে সমগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে অঙ্গারকর্কটী বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—উহা শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্ধক, লঘু, অগ্নির দীপক, কফকারক, বলবর্ধক এবং পীনস ও কাসরোগ বিনাশক।

বেষ্টনিকা

মাষপিষ্টিকয়া পূর্ণগর্ভা গোধূমচূর্ণতঃ।
রচিতা রোটিকা সৈব প্রোক্তা বেষ্টনিকা বুধৈঃ॥

ভবেদ্ বেষ্টনিকা বল্যা বৃষ্যা রুচ্যানিলাপহা।
উষ্ণা সন্তর্পণী গুর্ব্বী বৃংহণী শুক্রলা পরম্।
ভিন্নমূত্রমলা স্তন্য মেদঃ পিত্তকফপ্রদা।
গুদকীলার্দ্দিতশ্বাস-পক্তিশূলানি নাশয়েৎ।

দালপুরী

পাকবিধি।—ময়দার মধ্যে মাষকলাইয়ের দাইল বাটা দিয়া যে রোটিকা প্রস্তুত করা যায়, তাহাকে পণ্ডিতগণ বেষ্টনিকা (দালপুরী) বলিয়া থাকেন।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ—দালপুরী বলকারক, ধাতুপোষক, রুচিজনক, বায়ুনাশক, উষ্ণবীর্য, তৃপ্তিজনক, গুরু, শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্ধক, ভেদক, মূত্র-প্রবর্ত্তক, স্তনদুগ্ধজনক, মেদোবর্ধক, পিত্তকারক, কফপ্রদ এবং অর্শঃ, অর্দ্দিত, শ্বাস ও পরিণামশূল বিনাশক।

পর্পটী

ধূমসী রচিতা হিঙ্গু হরিদ্রালবণেযুতাঃ।
জীরকস্বর্জিকাভ্যাঞ্চ তনূকৃত্য চ বেল্লিতাঃ।
পর্পটাস্তে সদাঙ্গার-ভৃষ্টাঃ পরমরোচকাঃ।
দীপনাঃ পাচনা রুক্ষা গুরবঃ কিঞ্চিদীরিতাঃ।
মৌদ্গাশ্চ তদ্গুণাঃ প্রোক্তা বিশেষ লঘবো হিতাঃ।
চণকস্য গুণৈর্যুক্তাঃ পর্পটাশ্চণকোদ্ভবাঃ।
স্নেহভৃষ্টস্তু তে সর্ব্বে ভবেয়ুর্মধ্যমা গুণৈঃ।

পাঁপর / আসামে পাপর

পাকবিধি।—ধূমসীর (মাষকলাই চূর্ণের) সহিত হিঙ্গু, হরিদ্রা, লবণ, জীরা ও স্বর্জিকা ক্ষার মিশ্রিত করত অতিশয় পাতলা করিয়া রোটির ন্যায় বেলিয়া লইলে যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে পর্পটী বা পাঁপর বলা যায়। অঙ্গারের অগ্নিতে পাক করিয়া ব্যবহার করিলে ইহা অতিশয় মুখরোচক হইয়া থাকে।

গুণাদি।—পাপর অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, রুক্ষ ও কিঞ্চিৎ গুরু।

উপাদানভেদে গুণভেদ।—মুগের দাইল দ্বারা যে পাঁপর প্রস্তুত করা যায়, তাহাও ধূমসীকৃত পাঁপরের ন্যায় গুণযুক্ত, বিশেষ এই যে, মুদ্গাকৃত পাঁপর উহা অপেক্ষা লঘু ও হিতজনক। ছোলা দ্বারা যে পাঁপর প্রস্তুত হয়, তাহা ছোলার গুণযুক্ত। উপরি-

উক্ত সর্বপ্রকার পাপরই ঘৃতাদি স্নেহ দ্বারা ভাজিয়া লইলে তাহা মধ্যগুণযুক্ত হইয়া থাকে।

পুরিকা

মাষাণাং পিষ্টিকাং যুক্ত্যা লবণাদ্রককহিঙ্গুভিঃ।
তয়া পিষ্টিকয়া পূর্ণা সমিতাকৃতপোলিকা॥
তপ্ততৈলেন পক্বা সা পূরিকা কথিতা বুধৈঃ।
রুচ্যা স্বাদ্বী গুরুঃ স্নিগ্ধা বল্যা পিত্তাস্রদূষিকা॥
চক্ষুস্তেজোহরী চোষ্ণা পাকে বাতবিনাশিনী।
তথৈব ঘৃতপক্বাপি চক্ষুষ্যা রক্তপিত্তহৃৎ॥

কচুরী / আসামে কচুরী

পাকবিধি।—মাষকলায় বাটিয়া তাহার সহিত লবণ, আদা ও হিঙ্গু মিলিত করিবে, তৎপরে উহা ময়দার মধ্যে পুরিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া তৈল দ্বারা পাক করিবে। পণ্ডিতগণ তাহাকে পূরিকা বা কচুরী বলিয়া থাকেন।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—কচুরী মুখরোচক, মধুররস, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারক, রক্তপিত্তের দূষক, পাকে উষ্ণ, বায়ুনাশক এবং চক্ষুর তেজোহারক। উহা তৈল দ্বারা না ভাজিয়া ঘৃতপক্ব করিলে চক্ষুর হিতকারক ও রক্তপিত্তনাশক হইয়া থাকে।

মাষবটকাঃ

মাষাণাং পিষ্টিকাং যুক্তাং লবণাদ্রককহিঙ্গুভিঃ।
কৃত্বা বিদধ্যাদ্বটকাংস্তাংস্তৈলেষু পচেচ্ছনৈঃ॥
বিশুষ্কা বটকা বল্যা বৃংহণা বীর্য্যবর্দ্ধনাঃ।
বাতাময়হরা রুচ্যা বিশেষাদর্দ্দিতাপহাঃ।
বিবন্ধভেদিনঃ শ্লেষ্ম-কারিণোঽত্যগ্নিপূজিতাঃ॥

মাষকলায়ের বড়া

প্রস্তুতবিধি—মাষকলাইয়ের দাল ভিজাইয়া উহাকে পেষণ করতঃ লবণ আদা ও হিঙ্গু মিশ্রিত করিয়া বড়া প্রস্তুত করিবে, অনন্তর তৈল দ্বারা মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া শুষ্ক হইলে নামাইবে, ইহাকে বটক অথবা বড়া বলা যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বড়া বলকারক, শরীরের উপচায়ক, বীর্য্যবর্ধক, বায়ুরোগ-নাশক, রুচিকারক, বিশেষতঃ ইহা অর্দ্দিতবায়ুনাশক, বিবন্ধভেদক, কফকারক এবং তীক্ষ্ণাগ্নির পক্ষে হিতকর।

মাষবটী

মাষাণং পিষ্টিকা হিঙ্গু-লবণার্দ্রকসংস্কৃতা।
তয়া বিরচিতা বস্ত্রে বটিকাঃ সাধুশোষিতাঃ॥
ভর্জ্জিতাস্তপ্ততৈলৈস্তা অথবাম্বুপ্রয়োগতঃ।
বটকস্য গুণৈর্যুক্তা জ্ঞাতব্যা রুচিদা ভৃশম্॥

মাষকলায়ের বড়ী

প্রস্তুতবিধি।—তুষরহিত মাষকলাইয়ের ডাইল পেষিত এবং তাহা হিঙ্গু, লবণ ও আদার সহিত মিশ্রিত করিয়া একখানা বস্ত্রে তাহার বড়ী বিন্যাস করিবে, পরে সেই সকল বড়ী উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া তপ্ত তৈলে ভাজিয়া লইবে। অথবা জলের সহিত সিদ্ধ করিবে।

গুণ।—মাষবটী বটকতুল্য গুণযুক্ত এবং অত্যন্ত রুচিকারক।

কুষ্মাণ্ড-বটী

কুষ্মাণ্ডকবটী জ্ঞেয়া পূর্ব্বোক্তবটিকাগুণা।
বিশেষাৎ পিত্তরক্তঘ্নী লঘ্বী চ কথিতা বুধৈঃ॥

কুষ্মাণ্ডবড়ী

গুণ।—কুমড়াবড়ী পূর্ব্বোক্ত মাষবড়ীর ন্যায় গুণযুক্ত, বিশেষ এই যে উহা রক্ত-পিত্তনাশক ও লঘু।

মুদ্গবটী

মুদ্গানাং বটিকা তদ্বদ্-রচিতা সাধিতা হিতা।
পথ্যা রুচ্যা তথা লঘ্বী মুদ্গসূপগুণা স্মৃতা॥

মুগের বড়ী

পাকবিধি।—মুগের বড়ী পূর্ব্বোক্ত মাষবড়ী প্রস্তুতের ও পাকের বিধানানুসারে প্রস্তুত ও পাক করিবে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ইহা হিতকর, রুচিজনক, লঘু এবং মুগেরদালের ন্যায় গুণদায়ক।

শুদ্ধমাংসম্

পাকপাত্রে ঘৃতং দদ্যাৎ তৈলঞ্চ তদভাবতঃ।
তত্র হিঙ্গু হরিদ্রাঞ্চ ভর্জ্জয়েৎ তদনন্তরম্॥
ছাগাদেরস্থিরহিতং মাংসং তৎ খণ্ডিতং ধ্রুবম্।
ধৌতং নির্গালিতং তস্মিন্ ঘৃতে তদ্ভর্জ্জয়েচ্ছনৈঃ॥

সিদ্ধযোগ্যং জলং দত্ত্বা লবণঞ্চ পচেৎ ততঃ।
সিদ্ধে জলেন সম্পিষ্য বেশবারং পরিক্ষিপেৎ।
অনেন বিধিনা সিদ্ধং শুদ্ধমাংসমিতি স্মৃতম্॥
শুদ্ধমাংসং পরং বৃষ্যং বল্যং রুচ্যঞ্চ বৃংহণম্।
ত্রিদোষশমকং শ্রেষ্ঠং দীপনং ধাতুবর্দ্ধনম্॥

পাকবিধি।—একটি পাকপাত্রে ঘৃত কিংবা ঘৃতের অভাবে তৈল দিয়া হিঙ্গু ও হরিদ্রা ভাজিবে, পরে ছাগাদির অস্থিবিহীন মাংস খণ্ড-খণ্ড করিয়া ধৌত করিবে, অনন্তর উহা নিঙড়াইয়া ঐ ঘৃতে বা তৈলে মৃদু অগ্নির উত্তাপে ভাজিয়া লইবে, তৎপরে ঐ মাংস সিদ্ধ হইতে পারে, এইরূপ জল ও যথাযোগ্য লবণ দিয়া পাক করিবে, পাক সিদ্ধ হইলে বেশবার (বাটনা) জলের সহিত গুলিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে, এইরূপে প্রস্তুত মাংসকে শুদ্ধমাংস বলা যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শুদ্ধমাংস অত্যন্ত শুক্রবর্ধক, বলকারক, রুচিকর, শরীরের উপচয়কারক, ত্রিদোষপ্রশমক, অগ্নিপ্রদীপক এবং ধাতুপোষক।

তলিতমাংসম্

শুদ্ধমাংসবিধানেন মাংসং সম্যক্প্রসাধিতম্।
পুনস্তদাজ্যে সম্ভৃষ্টং তলিতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
তলিতং বলমেধাগ্নি-মাংসৌজঃশুক্রবৃদ্ধিকৃৎ।
তর্পণং লঘু সুস্নিগ্ধং রোচনং দৃঢ়তাকরম্॥

প্রস্তুতবিধি—শুদ্ধমাংস যেরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, সেই নিয়মে মাংস সম্যক্ সিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহা ঘৃতে ভাজিয়া লইলে পণ্ডিতগণ তাহাকেই তলিতমাংস বলিয়া থাকেন।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—তলিতমাংস বল, মেধা, অগ্নি, মাংস, ওজোধাতু ও শুক্রের বৃদ্ধিকারক, তৃপ্তিজনক, লঘু, স্নিগ্ধ, রুচিকর এবং শরীরের দৃঢ়তা সম্পাদক।

শূল্যমাংসম্

কালখণ্ডাদিমাংসানি গ্রথিতানি শলাকয়া।
ঘৃতং সলবণং দত্ত্বা নির্দ্ধূমে দহনে পচেৎ।
তৎ তু শূল্যমিদং প্রোক্তং পাককর্ম্মবিচক্ষণৈঃ॥
শূল্যং পলং সুধাতুল্যং রুচ্যং বহ্নিকরং লঘু।
কফবাতহরং বল্যং কিঞ্চিৎপিত্তকরং হিতৎ॥

শূল্যমাংস / শিক্‌কাবাব্

পাকবিধি।—ছাগলাদির যকৃৎ প্রভৃতি কোমল মাংসে ঘৃত ও লবণ মিশ্রিত করিয়া

তাহা শলাকায় গ্রথিত করিয়া ধূমরহিত অগ্নিতে পাক করিবে। ইহাকে পাকবিদ্ ব্যক্তিগণ শূল্যমাংস বলিয়া থাকেন।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—শূল্যমাংস অমৃততুল্য, রুচিজনক, অগ্নিবর্ধক, লঘু, বলকারক, কফঘ্ন, বায়ুনাশক ও কিঞ্চিৎ পিত্তজনক।

মাংসশৃঙ্গাটকম্

শুদ্ধমাংসং তনূকৃত্য কর্ত্তিতং স্বেদিতং জলে।
লবঙ্গহিঙ্গুলবণ-মরিচার্দ্রকসংযুতম্ ॥
এলজীরকধান্যাক-নিম্বুরসসমন্বিতম্।
ঘৃতে সুগন্ধে তদ্ ভৃষ্টং পূরণং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥
শৃঙ্গাটকং সমিতয়া কৃতং পূরণ-পূরিতম্।
পুনঃ সর্পিষি সম্ভৃষ্টং মাংসশৃঙ্গাটকং বদেৎ ॥
মাংসশৃঙ্গাটকং রুচ্যং বৃংহণং বলকৃদ্ গুরু।
বাতপিত্তহরং বৃষ্যং কফঘ্নং বীর্য্যবর্দ্ধনম্ ॥

পাকবিধি।—শুদ্ধমাংসকে সূক্ষ্মরূপে খণ্ড-খণ্ড করিয়া জল দ্বারা সিদ্ধ করিবে এবং লবঙ্গ, হিঙ্গু, লবণ, মরিচ, আদা, এলাচ, জীরা, ধনে ও লেবুর রস তাহাতে মিলিত করিয়া গব্যঘৃতে ভাজিয়া লইবে, পণ্ডিতগণ ইহাকে পূরণ বলেন। এই পূরণ অন্তর্হিত করতঃ ময়দার শৃঙ্গাটক (শিঙ্গাড়া) প্রস্তুত করিয়া পুনরায় ঘৃতে ভাজিয়া লইবে, তাহাকে মাংসশৃঙ্গাটক বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—এই মাংসশৃঙ্গাটক রুচিপ্রদ, শরীরের উপচয়-কারক, বলজনক, গুরুপাক, বায়ু ও পিত্তনাশক, শুক্রজনক, কফাপহারক এবং বীর্যবর্ধক।

মাংসরসঃ

সিদ্ধমাংসরসো রুচ্যঃ শ্রমশ্বাসক্ষয়াপহঃ।
প্রীণনো বাতপিত্তঘ্নঃ ক্ষীণানামল্পরেতসাম্ ॥
বিশ্লিষ্টভগ্নসন্ধীনাং শুদ্ধানাং শুদ্ধিকাঙ্ক্ষিণাম্।
স্মৃত্যোজোবলহীনানাং জ্বরক্ষীণক্ষতোরসাম্।
শস্যতে স্বরহীনানাং দৃষ্ট্যায়ুঃশ্রবণার্থিনাম্ ॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মাংসরস রুচিকারক, প্রীতিজনক এবং শ্রান্তি, শ্বাস, ক্ষয়, বায়ু ও পিত্তনাশক। উহা ক্ষীণ অথবা অল্পশুক্রবিশিষ্ট বা বিশ্লিষ্টসন্ধি কিংবা ভগ্ন-সন্ধি অথবা বমন বিরেচনাদি দ্বারা শুদ্ধ বা শোধনেচ্ছুদিগের পক্ষে প্রশস্ত। যাঁহাদিগের স্মরণশক্তি ওজোধাতু ও বলহীন হইয়াছে, যাঁহারা জ্বররোগে ক্ষীণ, উরঃক্ষত রোগাক্রান্ত

ও ঈশ্বর এবং যাঁহারা শ্রবণ ও দর্শনশক্তির প্রাখর্য ও দীর্ঘায়ু পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে মাংসরস হিতকারক।

প্রকারাঃ কথিতাঃ সন্তি বহবো মাংসসম্ভবাঃ।
গ্রন্থবিস্তারভীতেস্তে ময়া নাত্র প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

পূর্বাচার্যগণ মাংস পাক করিবার বহুবিধ প্রকারভেদ বলিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থবিস্তৃতি ভয়ে এস্থলে প্রকারভেদ কথিত হইল না।

মণ্ডঃ

সমিতাং মর্দ্দয়েদাজ্যৈর্জলেনাপি চ সন্নরেৎ।
তস্যাস্তু বটিকাং কৃত্বা পচেৎ সর্পিষি নীরসম্ ॥
এলালবঙ্গকর্পূর-মরীচাদ্যৈরলঙ্কৃতে।
মজ্জয়িত্বা সিতাপাকে ততস্তঞ্চ সমুদ্ধরেৎ ॥
অয়ং প্রকারঃ সংসিদ্ধো মণ্ড ইত্যভিধীয়তে।
মণ্ডস্তু বৃংহণো বৃষ্যো বল্যঃ সুমধুরো গুরুঃ ॥
পিত্তানিলহরো রুচ্যো দীপ্তাগ্নীনাং সুপূজিতঃ।
সমিতাশর্করাসর্পির্নির্ম্মিতা অপরেঽপি যে।
প্রকারা অমুনা তুল্যাস্তেঽপি চেৎ তদ্‌গুণাঃ স্মৃতাঃ ॥

গজা

পাকবিধি।—প্রথমত ঘৃত দ্বারা ময়দাকে মাখিয়া পশ্চাৎ অল্প-অল্প জল দ্বারা মর্দনপূর্বক উহার বটক প্রস্তুত করিবে। পরে সেই সকল বটক ঘৃত দ্বারা পাক করিবে, তদনন্তর তাহা এলাইচ, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত চিনির রসে নিমগ্ন করিয়া কিছুক্ষণ পরে উদ্‌ধৃত করিবে। এই প্রকারে সাধিত দ্রব্যকে মণ্ড (গজা) বলা যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—গজা শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্ধক, বলকারক, সুমিষ্ট, গুরু, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক ও রুচিজনক। ইহা প্রবলাগ্নি মানবগণের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। ময়দা, চিনি ও ঘৃত দ্বারা এইরূপে অন্যান্য যে-সকল খাদ্য প্রস্তুত হয় সেই সকল খাদ্যও মণ্ডের তুল্য গুণদায়ক জানিবে।

কর্পূরনালিকা

ঘৃতাঢ্যয়া সমিতয়া কৃতাস্বং পুটং ততঃ।
লবঙ্গোষণকর্পূর-যুতয়া সিতয়ান্বিতম্ ॥
পচেদাজ্যেন সিদ্ধৈষা জ্ঞেয়া কর্পূরনালিকা।
মণ্ডেন সদৃশী জ্ঞেয়া গুণৈঃ কর্পূরনালিকা ॥

পাকবিধি।—ঘৃতবহুল ময়দার ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে লবঙ্গ, মরিচ, কর্পূর ও চিনি পুরিয়া (মুখ বন্ধ করত) ঘৃত পাক করিবে, ইহাকে কর্পূরনালিকা বলা যায়।

গুণাদি।—কর্পূরনালিকা মণ্ডসদৃশগুণকারক।

ফেনিকা

সমিতায়া ঘৃতাঢ্যায়া বর্ত্তিং দীর্ঘাং সমাচরেৎ।
তান্তু সন্নিহিতাং দীর্ঘাং পীঠস্যোপরি ধারয়েৎ॥
বেল্লয়েদ্ বেল্লনেনৈতাং যথৈকা পর্প্পটী ভবেৎ।
ততশ্ছুরিকয়া তান্তু সংলগ্নামেব কর্ত্তয়েৎ॥
ততস্তু বেল্লয়েদ্ ভূয়ঃ শট্টকেন চ লেপয়েৎ।
শালিচূর্ণং ঘৃতং তোয়ং মিশ্রিতং শট্টকং বদেৎ॥
ততঃ সংবৃত্য তল্লোপ ত্রীং বিদধীত পৃথক্ পৃথক্।
পনস্তাং বেল্লয়েল্লোপ্ত্রীং যথা স্যান্মণ্ডলাকৃতিঃ॥
ততস্তাং সুপচেদাজ্যে ভবেয়ুশ্চ পুটাঃ পুটাঃ।
সুগন্ধয়া শর্করয়া তদ্রূক্ষণমাচরেৎ॥
সিদ্ধৈষা ফেনিকা নাম্না মণ্ডকেন সমা গুণৈঃ।
ততঃ কিঞ্চিল্লঘুরিয়ং বিশেষোঽয়মুদাহৃতঃ॥

খাজা

পাকবিধি। ঘৃতবহুল ময়দা দ্বারা দীর্ঘাকৃতি বাত্তি প্রস্তুত করিবে, পরে ঐ দীর্ঘাকৃতি বাত্তি একখানি পিঁড়ির উপর স্থাপিত করিয়া বেলুন দ্বারা বেলিয়া একখানি রোটী প্রস্তুত করত তাহাকে ছুরীদ্বারা সংলগ্নভাবে কর্ত্তনপূর্ব্বক পুনরায় বেলিতে হইবে, তৎপরে শট্টকদ্বারা (শালিতণ্ডুলচূর্ণ, ঘৃত ও জল একত্র মিশ্রিত করিলে তাহাকে শট্টক বলে) ঐ রোটী লেপন করিয়া সংবৃত করত খণ্ড-খণ্ড করিয়া কাটিয়া কাটিয়া পুনরায় পৃথক্ ভাবে মণ্ডলাকার করিয়া বেলিয়া লইবে, ঐ রোটী ঘৃতে পাক করিলে ফাটা গর্ত্তের ন্যায় হইবে, উহাকে সুগন্ধযুক্ত চিনির রসে নিমগ্ন করিয়া রাখিবে, এইরূপে যে সামগ্রী প্রস্তুত-হয়, তাহাকে ফেনিকা বা খাজা বলে।

গুণ।—ইহার গুণ মণ্ডকের তুল্য, বিশেষ এই যে মণ্ড অপেক্ষা খাজা কিঞ্চিৎ লঘুগুণযুক্ত।

শষ্কুলী

সমিতায়া ঘৃতাক্তায়া লোপ্ত্রীং কৃত্বা চ বেল্লয়েৎ।
আজ্যে তাং ভর্জ্জয়েৎ সিদ্ধাং শষ্কুলী ফেনিকাগুণা॥

লুচি

পাকবিধি।—ঘৃতম্রক্ষিত ময়দার লোপ্ত্রা (লেচি) প্রস্তুত করত বেলিয়া উহাকে ঘৃত দ্বারা ভাজিয়া লইবে। এইরূপে সাধিত দ্রব্যকে শষ্কুলী (লুচি) বলা যায়।

গুণ।—সুচি খাজার ন্যায় গুণকারী।

মুদগমোদকঃ

মুদগানাং ধূমসীং সম্যক্ ঘোলয়েন্নির্ম্মলাম্বুনা।
কটাহস্থ ঘৃতস্যোর্দ্ধং ঝর্ঝরং স্থাপয়েৎ ততঃ॥
ধূমসীন্তু দ্রবীভূতাং প্রক্ষিপেজ্ঝর্ঝরোপরি।
পতন্তি বিন্দবস্তস্মাৎ তান্ সুপকান্ সমুদ্ধরেৎ।
সিতাপাকেন সংযোজ্য কুর্য্যাদ্ধস্তেন মোদকান্॥
লঘুর্গ্রাহী ত্রিদোষঘ্নঃ স্বাদুঃ শীতো রুচিপ্রদঃ।
চক্ষুষ্যো জ্বরহৃদ্ বল্যস্তর্পণো মুদ্গমোদকঃ॥

মতিচুর / আসামে মাতছুর

পাকবিধি।—মুদ্গকৃত ধূমসী (মুগ জলে ভিজাইয়া উহার তুষ নিষ্কাশিত করত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া যন্ত্রে পেষণ করিলে তাহাকে মুদ্গকৃত ধূমসী বলে) নির্মল জলদ্বারা দ্রব করিয়া গুলিবে, পরে কড়াতে ঘৃত চাপাইয়া তাহার উপরিভাগে একখান ঝাঝরী ধারণ করিবে, তদনন্তর (ঘৃত সম্যক্ উষ্ণ হইলে) ঐ দ্রবীভূত ধূমসী ঝাঝরীতে ফেলিবে, তাহা হইতে যে বিন্দু-বিন্দু অংশ কড়াতে পতিত হইবে, তাহা উত্তমরূপে ভাজা হইলে তুলিয়া লইবে, তৎপরে ঐ ভর্জিত পদার্থ, চিনির রসে ফেলিয়া পরে হস্ত দ্বারা তাহার মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহাকে মুদ্গমোদক বা মতিচুর বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—মতিচুর লঘু, ধারক, ত্রিদোষনাশক, মধুররস, শীতবীর্য, রুচিজনক, চক্ষুর হিতকর, জ্বরঘ্ন, বলজনক এবং তৃপ্তিকর।

বেশন-মোদকঃ

এবমেব প্রকারেণ কার্য্যা বেশনমোদকাঃ।
তে বল্যা লঘবঃ শীতাঃ কিঞ্চিদ্বাতকরাস্তথা।
বিষ্টম্ভিনো জ্বরঘ্নাশ্চ পিত্তরক্তকফাপহাঃ॥

বেশনের মিঠাই

পাকবিধি।—মুদ্গমোদক প্রস্তুত করিবার প্রণালী যেরূপ লিখিত হইয়াছে, বেশনদ্বারা মোদক প্রস্তুত করিবার প্রণালীও সেইরূপ।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—বেশনমোদক বলকারক, লঘু, শীতবীর্য, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্ধক, বিষ্টম্ভী এবং জ্বর, রক্তপিত্ত ও কফনাশক।

কুণ্ডলিনী

নূতনং ঘটমানীয় তস্যাস্তঃ কুশলো জনঃ।
প্রস্থার্দ্ধপরিমাণেন দধ্যম্লেন প্রলেপয়েৎ॥

ঘিপ্রস্থাং সমিতাং তত্র দধ্যম্লং প্রস্থসম্মিতম্।
ঘৃতমর্দ্ধশরাবঞ্চ ঘোলয়িত্বা ঘটে ক্ষিপেৎ ॥
আতপে স্থাপয়েৎ তাবদ্ যাবদ্ যাতি তদম্লতাম্।
ততস্তৎ প্রক্ষিপেৎ পাত্রে সচ্ছিদ্রে ভাজনে তু তৎ ॥
পরিভ্রাম্য তৎ সন্তপ্তে ঘৃতে ক্ষিপেৎ।
পুনঃপুনস্তদাবৃত্ত্যা বিদধ্যান্মণ্ডলাকৃতিম্ ॥
তাং সুপক্কাং ঘৃতান্নীত্বা সিতাপাকে তনুদ্রবে।
কর্পূরাদিসুগন্ধে চ স্নাপয়িত্বোদ্ধরেৎ ততঃ ॥
এষা কুণ্ডলিনী নাম্না পুষ্টিকান্তিবলপ্রদা।
ধাতুবৃদ্ধিকরী বৃষ্যা রুচ্যা চেন্দ্রিয়তর্পণী ॥

জিলিপী / আসামে জেলপী

প্রস্তুত বিধি।—পাকনিপুণ ব্যক্তি একটি নূতন হাঁড়ি আনাইয়া তাহার মধ্যদেশ, অর্ধপ্রস্থ পরিমিত অম্ল দধি দ্বারা লেপন করিবে। তৎপরে দুই প্রস্থ ময়দা, এক প্রস্থ অম্লদধি ও অর্ধসের ঘৃত একত্র চট্‌কাইয়া ঐ হাঁড়ির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া রৌদ্রে স্থাপন করিবে, রৌদ্রসন্তাপে উহা অম্লত্ব প্রাপ্ত হইলে একটি পাত্রে ঘৃত চাপাইবে, ঘৃত সম্যগ্‌রূপে তপ্ত হইলে একটি ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্রে করিয়া ঐ অম্লপদার্থ ঘুরাইয়া-ঘুরাইয়া মণ্ডলাকৃতি করতঃ ঐ তপ্ত ঘৃতে পুনঃপুনঃ নিক্ষেপ করিবে, উহা সুপক্ক হইলে উত্তোলন করিয়া কর্পূরাদিসুগন্ধীকৃত চিনির তরল রসে নিমগ্ন করিয়া উদ্ধৃত করিবে। তাহাকেই কুণ্ডলিনী বলে। ইহাকে চলতি ভাষায় জিলিপী বলা যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—জিলিপী পুষ্টিকারক, কান্তিজনক, বলপ্রদ, ধাতুবর্ধক, শুক্রজনক, রুচিকারক এবং রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসম্পাদক।

শর্করোদকম্

জলেন শীতলেনৈব ঘোলিতা শুভ্রশর্করা।
এলালবঙ্গকর্পূর-মরিচৈশ্চ সমন্বিতা ॥
শর্করোদকনাম্নৈতৎ প্রসিদ্ধং বিদুষাং মুখে।
শর্করোদকমাখ্যাতং শুক্রলং শিশিরং সরম্ ॥
বল্যং রুচ্যং লঘু স্বাদু বাতপিত্তাস্রনাশনম্।
মূর্চ্ছাচ্ছর্দ্দিতৃষাদাহ-জ্বরশান্তিকরং পরম্ ॥

সরবৎ / আসামে ছর্পৎ, ছর্ব্বৎ

প্রস্তুতবিধি।—শুভ্রবর্ণ চিনি শীতল জলে গুলিয়া তাহাতে এলাইচ, লবঙ্গ, কর্পূর ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিলে যে পানীয় প্রস্তুত হয়, তাহাকে শর্করোদক (সরবৎ) বলে।

গুণ।—শর্করোদক শুক্রকারক, শীতল, সারক, বলকারক, রুচিজনক, লঘু ও মধুররস।

আময়িক প্রয়োগ।—বাত, পিত্ত, রক্তদুষ্টি, মূর্চ্ছা, বমি, তৃষ্ণা, দাহ ও জ্বর রোগে ইহা প্রয়োগ করিতে হয়।

আম্রফলপানকম্

আম্রমামং জলে স্বিন্নং মর্দ্দিতং দৃঢ়পাণিনা।
সিতাশীতাম্বুসংযুক্তং কর্পূরমরিচান্বিতম্।
প্রপানকমিদং শ্রেষ্ঠং ভীমসেনেন নির্ম্মিতম্।
সদ্যো রুচিকরং বল্যং শীঘ্রমিন্দ্রিয়তর্পণম্॥

আমের পানা

প্রস্তুতবিধি।—কাঁচা আম জলে সিদ্ধ করিয়া এবং উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া শীতল জলে গুলিতে হইবে, পরে তাহাতে চিনি, কর্পূর ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইলে পানা প্রস্তুত হইবে। ইহা সকল প্রকার প্রপানক হইতে শ্রেষ্ঠ।

গুণ।—আমের পানা সদ্যঃ রুচিকর, বলবর্ধক এবং ইন্দ্রিয় সকলের তর্পক।

জালিঃ

আমমাম্রফলং পিষ্টং রাজিকালবণান্বিতম্।
ভৃষ্টহিঙ্গুযুতং পূতং ঘোলিতং জালিরুচ্যতে॥
জালির্হরতি জিহ্বায়াঃ কুণ্ঠত্বং কণ্ঠশোধনী॥
মন্দং মন্দস্তু পীতা সা রোচনী বহ্নিবোধনী॥

আচার

প্রস্তুতবিধি।—অপক্ক আম্রফল পেষণ করতঃ উহাতে সরিষা, লবণ ও ভাজা হিঙ্গু মিলিত করিয়া পবিত্ররূপে চটকাইয়া লইলে তাহাকে জালি বলা যায়।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—আচার জিহ্বার কুণ্ঠত্বনাশক ও কণ্ঠ-শোধক। ইহা অল্প-অল্প করিয়া সেবন করিলে রুচিজনক এবং অগ্নিপ্রদীপক হইয়া থাকে।

যবশক্তবঃ

যবজাঃ শক্তবঃ শীতা দীপনা লঘবঃ সরাঃ।
কফপিত্তহরা রুক্ষা লেখনাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
তে পীতা বলদা বৃষ্যা বৃংহণা ভেদনাস্তথা।
তর্পণা মধুরা রুচ্যাঃ পরিণামে বলাবহাঃ॥
কফপিত্তশ্রমক্ষুত্তৃড়-ব্রণনেত্রাময়াপহাঃ।
প্রশস্তা ঘর্ম্মদাহাধ্ব-ব্যায়ামার্ত্তশরীরিণাম্॥

যবের ছাতু

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—যবের ছাতু শীতবীর্য, অগ্নির দীপক, লঘু, সারক,

কফ ও পিত্তনাশক, রুক্ষ ও লেখনযুক্ত। উহা তরল দ্রব্যের সহিত মিলিত করিয়া পান করিলে বলকারক, শুক্রবর্ধক, শরীরের উপচয়কারক, ভেদক, তৃপ্তিকারক, মধুরস, রুচিকর ও উত্তরোত্তর বলবর্ধনশীল এবং কফ, পিত্ত, শ্রান্তি, ক্ষুধা, পিপাসা, ব্রণ ও নেত্ররোগ বিনাশক হইয়া থাকে। রৌদ্র, দাহ, পথপর্যটন ও ব্যায়ামে প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে যবের ছাতু বিশেষ উপকারী।

চণকযবশক্তবঃ

নিস্তুষৈশ্চণকৈর্ভৃষ্টৈস্তুল্যাংশৈশ্চ যবৈঃ কৃতাঃ।
শক্তবঃ শর্করাসর্পির্যুক্তা গ্রীষ্মেঽতিপূজিতাঃ॥

পরিচয় ও গুণ।—তুষরহিত ভাজা ছোলা ও ভাজা যব তুল্যাংশে লইয়া যে-ছাতু প্রস্তুত করা যায়, তাহাতে চিনি ও ঘৃত সংযুক্ত করিয়া গ্রীষ্মকালে ভক্ষণ করিলে অতিশয় উপকার হয়।

ধানাঃ

যবাস্তু নিস্তুষা ভৃষ্টাঃ স্মৃতা ধানা ইতি স্ত্রিয়াম্।
ধানাঃ স্যুর্দুর্জ্জরা রুক্ষাস্তৃট্প্রদা গুরবশ্চ তাঃ।
তথা মেহকফচ্ছর্দ্দি-নাশিন্যঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

পরিচয়।—তুষবিরহিত ভাজা যবকে ধানা বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—ধানা দুষ্পাচ্য, রুক্ষ, পিপাসাজনক, গুরু এবং প্রমেহ, কফ ও বমিনাশক।

লাজাঃ

যেষাং স্যুস্তণ্ডুলাস্তানি ধান্যানি সতুষাণি চ।
ভৃষ্টান স্ফুটিতান্যাহুর্লাজানিতি মনীষিণঃ॥
লাজাঃ স্যুর্মধুরাঃ শীতা লঘবো দীপনাশ্চ তে।
স্বল্পমূত্রমলা রুক্ষা বল্যাঃ পিত্তকফচ্ছিদঃ।
ছর্দ্যতীসারদাহাস্র-মেহমেদস্তৃষাপহাঃ॥

খৈ / আসামে আখৈ

প্রস্তুতবিধি—যে সকল ধান্য হইতে তণ্ডুল উৎপন্ন হয়, সেই সকল সতুষ ধান্য ভর্জ্জন করিলে ফুটিয়া যে ভক্ষ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে পণ্ডিতগণ লাজ বলিয়া থাকেন। ইহাকে বাঙলা ভাষায় খৈ বলা যায়।

গুণ।—খৈ মধুররস, শীতবীর্য, লঘু, অগ্নিদীপক, মলমূত্রের অল্পতাকারক, রুক্ষ ও বলকারক।

আময়িক প্রয়োগ।—ইহা পিত্ত, কফ, বমি, অতিসার, দাহ, রক্তদোষ, প্রমেহ, মেদ ও পিপাসানাশক।

চিপিটকঃ

শালয়ঃ সতুষা আর্দ্রা ভৃষ্টাশ্চ স্ফুটিতাস্ততঃ।
কুট্টিতাশ্চিপিটাঃ প্রোক্তাস্তে স্মৃতাঃ পৃথুকা অপি ॥
পৃথুকঃ শ্লেষ্মলো গ্রাহী গুরুর্বাতবিনাশনঃ।
সক্ষীরো বৃংহণো বল্যো বৃষ্যো ভিন্নমলশ্চ সঃ ॥

চিঁড়া / আসামে চির

প্রস্তুতবিধি।—সতুষ আর্দ্র শালিধান ভাজিতে-ভাজিতে যখন ফাটা-ফাটা হইবে, তখন কুটিয়া লইলে চিঁড়া প্রস্তুত হয়।

পর্য্যায়।—চিপিটক ও পৃথুক—এই দুইটি চিঁড়ার পর্যায়।

গুণাদি।—চিঁড়া শ্লেষ্মবর্ধক, মলসংগ্রাহক, গুরু ও বায়ুনাশক। ইহা দুগ্ধের সহিত ব্যবহৃত হইলে পুষ্টিকারক, শুক্রবর্ধক, বলকর ও মলভেদক হইয়া থাকে।

কুল্মাষঃ

অর্দ্ধস্বিন্নাস্তু গোধূমা অন্যেঽপি চণকাদয়ঃ।
কুল্মাষা ইতি কথ্যন্তে সূদশাস্ত্রেষু পণ্ডিতৈঃ।
কুল্মাষা গুরবো রুক্ষা বাতলা ভিন্নবর্চ্চসঃ ॥

ঘুঘুনী দানা

প্রস্তুতবিধি—গোধূম অথবা ছোলা প্রভৃতি দ্রব্য অর্ধসিদ্ধ করিলে যে-সামগ্রী প্রস্তুত হয়, সূদশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণ তাহাকে কুল্মাষ বলিয়া থাকেন চলতি ভাষায় ইহাকে ঘুঘুনীদানা বলা যায়।

গুণাদি।—ঘুঘুনীদানা গুরু, রুক্ষ ও বায়ুবর্ধক এবং মলভেদক।

পললম্

পললন্তু সমাখ্যাতং সৈন্ধবং তিলপিষ্টকম।
পললং মলকৃদ্ বৃষ্যং বাতঘ্নং কফপিত্তকৃৎ।
বৃংহণঞ্চ গুরু স্নিগ্ধং মূত্রাধিক্যনিবর্ত্তকম্ ॥

তিলকুটা

পরিচয়।—তিলকল্ক এবং গুড়াদি ইক্ষুবিকার মিশ্রিত করতঃ যে-সকল ভক্ষ্য প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে পলল (তিলকুটা) বলে।

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—তিলকুটা মলবর্ধক, শুক্রজনক, বায়ুনাশক কফ ও পিত্তবর্ধক, শরীরের উপচয়কারক, গুরু, স্নিগ্ধ এবং মূত্রাধিক্যনাশক।

তণ্ডুলঃ

তণ্ডুলো মেহজন্তুঘ্নঃ স নবস্ত্বতিদুর্জ্জরঃ ॥

গুণ ও আময়িক প্রয়োগ।—চাউল মেহঘ্ন ও ক্রিমিনাশক, কিন্তু নূতন চাউল অতিশয় দুষ্পাচ্য।

॥ ইতি কৃতান্নবর্গঃ ॥

প রি শি ষ্ট

হরিতক্যাদিবর্গ

ব্যবহারিক প্রয়োগ

হরীতকী (Terminalia chebula)

হরীতকী—(হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া) এই তিনটিকে একত্রে ত্রিফলা বলা হয়। সাধারণক্ষেত্রে হরীতকী ও বহেড়ার উপরের ত্বকই ব্যবহার্য। ভিতরের বীচি ফেলিয়া ত্বকের অংশই গ্রহণ করিতে হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে বীজ বা বীজের শাঁস ব্যবহৃত হয়। ইহারা শুষ্কই ব্যবহৃত হয়।

আমলকী—কাঁচা ও শুষ্ক দুই ভাবেই ব্যবহারের বিধান আছে। আমলকী শুকাইয়া গেলে—ফাটিয়া তিন-চার টুকরায় বিভক্ত হয়। আমলকীরও সাধারণ ব্যবহারে বীচি ফেলিয়া ত্বকের অংশই গ্রহণীয়।

কোষ্ঠবদ্ধে—প্রত্যহ সকালে হরীতকীচূর্ণ চার গ্রাম হইতে ছয় গ্রাম গরমজল সহ সেবন করিলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়।

শূলরোগে—হরীতকীচূর্ণ ছয় গ্রাম ও ঘৃত ছয় গ্রাম একত্রে সেবন করিলে অম্লশূল প্রশমিত হয়।

পানের রসের সহিত অথবা হরিদ্রার রসের সহিত লৌহপাত্রে হরীতকী ঘষিয়া বার বার প্রলেপ দিলে আঙ্গুলহাড়া এবং নখকুনী আরোগ্য হয়।

সুশ্রুত—শ্লীপদ রোগে গোমূত্রের সহিত হরীতকীচূর্ণ সেবনের উপদেশ দিয়াছেন। দীর্ঘদিন গোমূত্রসহ হরীতকী সেবন করিলে শ্লীপদ রোগ নিবৃত্তি হয়।

গুড়ের সহিত হরীতকীচূর্ণ (অনুমান ছয় গ্রাম) কিছুদিন সেবন করিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। ইহাও সুশ্রুতের উপদেশ।

চরক—রক্তার্শ-রোগীকে ভোজনের পূর্বে গুড়সহ হরীতকী সেবন করিবার উপদেশ দিয়াছেন। কিছুদিন ইহা ব্যবহার করিলে মলবদ্ধতা দূর হয়। অর্শের রক্তক্ষরণ ক্রমে কমিয়া আসে এবং পরে বন্ধ হইয়া যায়।

বমন রোগে—মধুর সহিত হরীতকীচূর্ণ লেহন করিলে, দোষ অধোগামী হইয়া বমন নিবারিত হয় (চঃ চিকিৎসা স্থান)।

কফজপাণ্ডু রোগীকে—গোমূত্রে সিদ্ধ হরীতকী সেবন করিতে দিলে পাণ্ডু রোগের অবসান হয়। এই যোগটিও চরকের।

হরীতকীচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ (চার+এক মাত্রায়) মধুর সহিত মিশাইয়া অল্প অল্প বার বার লেহন করিতে দিলে হিক্কা বন্ধ হয়।

আমাশয় রোগে—বার বার অল্প অল্প আমযুক্ত পায়খানা হইলে হরীতকী ছয় গ্রাম হইতে আট গ্রাম, তিন হইতে চার গ্রাম পিপুলের সহিত বাটিয়া গরম জলসহ সেবন করিলে সঞ্চিত আম নিঃসারিত হইয়া পেটের বেদনা ও কুন্থনাদি উপদ্রব শান্ত হয়।

দাঁতের গোড়ায় (দন্তমূলে) শোথ ও যন্ত্রণা হইলে একখণ্ড হরীতকীত্বক ঐ স্থানে কিছুক্ষণ ধারণ করিলে ফুলা ও যন্ত্রণা প্রশমিত হয়।

আমলকী (Phylanthus emblica)

শিরঃপীড়ায়—আমলকীর রসে শ্বেতচন্দন ঘষিয়া কপালে প্রলেপ দিলে মাথাধরা কমিয়া যায়।

অম্লরোগে—কাঁচা আমলকীর রস দুই চামচ অথবা আমলকী শুষ্কচূর্ণ এক গ্রাম চিনি সহ সেবন করিলে কয়েক দিনের মধ্যেই অম্লরোগের উপকার হয়।

চুলকানীরোগে ও শীতপিত্তে (আরটিকেরিয়া)—আমলকীচূর্ণ ও নিমপাতাচূর্ণ সমান মাত্রায় মিশাইয়া দেড় গ্রাম মাত্রায় দিনে দুইবার জলসহ সেবন করিলে শীতপিত্ত ও চুলকানী রোগের উপশম হয়। মেয়েদের মুখে যে ব্রণ হয় যাকে বয়োব্রণ বলে, তাহাতেও এই যোগটি কিছুদিন সেবন করিলে মুখের ব্রণ কমিয়া যায়।

প্রস্রাবের সহিত হঠাৎ রক্ত দেখা দিলে (রক্তমিশ্রিত প্রস্রাবে) কাঁচা আমলকীর রস ও ইক্ষুরস সমান পরিমাণে মিলাইয়া মধুসহযোগে বারে বারে সেবন করিলে খুব উপকার হয়।

নাসিকা হইতে রক্তক্ষরণ হইলে শুষ্ক আমলকীচূর্ণ ঘৃতে ভাজিয়া কাঁজীসহ বাটিয়া অভাবে দুগ্ধসহ বাটিয়া নাকের উপর প্রলেপ দিলে নাক হইতে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।।

বমনে—আমলকীর রসে শ্বেতচন্দন ঘষিয়া মধু বা চিনিসহ অল্প অল্প লেহন করিতে দিলে বাতজনিত বমনে খুব উপকার হয়।

অম্লজনিত রোগে—আহারের পূর্বে ও পরে যষ্ঠিমধুসহ আমলকীর রস অথবা আমলকী কল্ক (বাটা) সেবন করিলে অম্লপিত্ত এবং অম্লশূল নিবারিত হয়।

অম্লপিত্ত রোগে বিখ্যাত ধাত্রীলৌহ নামক ঔষধটির উপাদান আমলকী, যষ্ঠিমধু ও লৌহভস্ম। পাকস্থলী বা গ্রহণীযন্ত্রে যদি ক্ষত হয় ধাত্রীলৌহ ঐ ক্ষতপূরণে একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (যষ্ঠিমধুকে আয়ুর্বেদে 'ক্ষতপূরক' বলা হইয়াছে)।

ভাবপ্রকাশ

মূত্ররোধে—আমলকী জলে বাটিয়া নাভির নিম্নে (শীতল) প্রলেপ দিতে বলিয়াছেন

এবং যোনি-দাহে আমলকী রস (অভাবে সিদ্ধ জল) চিনিসহ পান করার উপদেশ দিয়াছেন।

আমলকীর অপর নাম "ধাত্রী"। ধাত্রীর মতই আমলকী মানুষের উপকারী। নব্যবিজ্ঞানের অনুসন্ধানে আমলকীর মধ্যে দেহকে সুস্থ রখিবার প্রচুর উপাদান পাওয়া গিয়াছে।

আমলকী বয়ঃসংস্থাপক। আমলকী রসায়ন। ভাতের সহিত একটি আমলকী সিদ্ধ নিয়মিত সেবন করিলে শরীরের রুক্ষতা নষ্ট হয়, দুর্বল হৃদযন্ত্রকে সবল করে, অনিয়মিত রক্তচাপের স্থিরতা আনে এবং কাহারো কাহারো মতে হৃদ্প্রসারণজনিত রক্তচাপকে (ডায়াস্টোলিক্) সমতায় আনিতে সাহায্য করে।

চ্যবণপ্রাশ নামক বিখ্যাত ঔষধটির প্রধান উপাদান আমলকী

বিভীতক (বহেড়া) Terminalia belerica

শ্বাসকষ্টে—বহেড়াচূর্ণ মধুসহ সেবনে উপকার হয়। বহেড়াচূর্ণ দেড় গ্রাম ও অশ্বগন্ধাচূর্ণ দেড় গ্রাম একত্রে মধুসহ সেবন করিলে শ্বাসকষ্টে ও হৃদরোগে উপকার হয়। **অস্বাভাবিক হৃদস্পন্দন** এই যোগটি সেবনে প্রশমিত হয়।

উৎকাশিতে—(হঠাৎ গলা খুস খুস করিয়া যে কাশি আরম্ভ হয়) বহেড়াচূর্ণ লবণ সহযোগে অল্প অল্প চাটিয়া খাইলে উৎকাশি প্রশমিত হয়।

স্বরভঙ্গ রোগে—বহেড়া ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে কণ্ঠস্বর উন্নত হয়।

চরক

গ্রন্থি বিসর্পরোগে—বহেড়ার কল্ক উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিতে বলিয়াছেন (চিঃ)।

সুশ্রুত

মূত্রদোষে বহেড়ার বীজের শাঁস মদ্যজাতীয় বস্তুর সহিত পেষণপূর্বক পান করিবার কথা লিখিয়াছেন। ইহাতে মূত্র-বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হয় এবং অশ্মরী রোগ প্রশমিত হয়।

অব্রণশুক্র নামক নেত্ররোগ—বহেড়ার শাঁস মধুসহ ঘসিয়া চন্দনের মত হইলে চক্ষুতে অঞ্জন দিলে কৃষ্ণমণ্ডলের শ্বেত দাগ আরোগ্য হয়।

অতিসারে—কেহ কেহ দগ্ধ বহেড়া সৈন্ধব লবণ সহযোগে সেবন করিয়া উপকার পাইয়াছেন।

আর্দ্রক (আদা) Zingiber officinali

আহারের পূর্বে আদা লবণসহ চিবাইয়া খাইলে আহারে রুচি হয় এবং ক্ষুধারও বৃদ্ধি হয়।

দাঁতের গোড়া ফুলিলে ও যন্ত্রণা হইলে—আদা, পিপুল মূলসহ বাটিয়া ঈষদ গরম

করিয়া ঐ স্থানে লাগাইলে আশু যন্ত্রণার নিবারণ হয়। দাঁতের পোকায় আদা চিবাইলে যন্ত্রণা কমে।

নতুন শ্লেষ্মাজনিত রোগে—আদার রস মধু সহযোগে সেব্য। আদা সারকগুণ যুক্ত। আদার রস সরিষার তৈলে জ্বাল দিয়া মালিশ করিলে বেদনার উপশম হয়।

শুণ্ঠি (শুঁঠ)

আদাকে রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে সেই শুষ্ক আদাকে শুঁঠ বলে।

আমবাতে ও বাতের বেদনায়—রসোন, শুঁঠ ও নিসিন্দা পাতা সমপরিমাণে একত্রে বাটিয়া অর্ধ গ্রাম মাত্রায় কিছুদিন সেবন করিলে বেশ উপকার হয়।

কামলা রোগে—পুরাতন গুড়ের সহিত অর্ধ গ্রাম হইতে এক গ্রাম শুঁঠচূর্ণ সেবন করিলে কামলা প্রশমিত হয়। (সুশ্রুত)

আম পরিপাকের জন্য—এক গ্রাম শুঁঠচূর্ণ গরম জলের সহিত সেবন করিলে আমের পরিপাক হয়।

বালকদের সর্দি-কাশিতে অথবা হজমের গণ্ডগোলে একটুকরা শুঁঠসহ দুধ জ্বাল দিয়া সেই দুধ সেবন করাইলে উপকার হয়।

জ্বর রোগীর হঠাৎ প্রচুর ঘাম হইতে থাকিলে এবং দেহের তাপ স্বাভাবিকের নীচে চলিয়া গেলে (টয়লেট) পাউডারের সহিত অল্প শুঁঠচর্ণ মিশাইয়া সর্বাঙ্গে মালিশ করিলে ঘর্মরোধ হয়।

পিপ্পলী (Piper longum)

আমাশয়ে—পিপুল এক ভাগ ও হরীতকী চার ভাগ মিশাইয়া মিলিত তিন গ্রাম মাত্রায় গরম জলসহ সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া আমাশয়ের বিশেষ উপকার করে।

অম্লপিত্তে—মধুর সহিত পিপুলচর্ণ অর্ধ গ্রাম মাত্রায় সেবন করিলে অম্লপিত্তের হ্রাস হয়।

শ্বাসরোগে—পিপুল এক ভাগ ও আখের গুড় দুই ভাগ মিলিত করিয়া দুই-তিন গ্রাম মাত্রায় দুধসহ পুনঃ পুনঃ সেবন শ্বাসরোগীর পক্ষে হিতকর।

বাতশ্লেষ্মা জ্বরে পিপ্পলী—পিপ্পলীর ক্বাথ কফনাশক, কাশ উপশমক, অগ্নিবর্ধক, বাতশ্লেষ্মাজনিত জ্বরনাশক, প্লীহাযুক্ত জ্বরনাশক।

রক্তপিত্তে—পিপুলচূর্ণ, বাসকপাতার রসে সাতবার ভাবনা দিয়া মধুসহযোগে (অনুমান অর্ধ গ্রাম হইতে এক গ্রাম মাত্রায়) সেবন রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে হিতকর।

(চক্রঃ চিঃ)

শোথ রোগে—শোথ রোগীকে দুগ্ধের সহিত পিপুলচূর্ণ সেবনের উপদেশ চক্রদত্তের। এই যোগটি কিছুদিন সেবন করিলে শোথ কমে।

গৃধ্রসী (সায়েটিকা) রোগে—গোমূত্র ও এরণ্ডতৈল সহযোগে পিপ্পলী সেবন করিলে দীর্ঘকালজ গৃধ্রসী নামক বাতব্যাধি প্রশমিত হয়। (ভাব প্রঃ)

অনিদ্রায়—গুড়ের সহিত পিপুলচূর্ণ সেবন করিলে (অপরাহ্নে) অনিদ্রায় উপকার পাওয়া যায়।

কাস রোগে—পিষ্ট পিপ্পলী ঘৃতে ভাজিয়া সৈন্ধব লবণসহ সেবন করিলে কাস রোগে উপকার হয়। (চঃ চিঃ)

বাতরক্তে—বিধিপূর্বক মাত্রা (ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া ও ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া) বাড়াইয়া-কমাইয়া পিপ্পলী সেবন করিলে বাতরক্ত এবং বিষমজ্বর নিবারিত হয়। (সুঃ চিঃ)

প্রসূতির স্তনদুগ্ধ বর্ধনার্থে—পিপুল, মরিচ ও পিপুলমূল দুগ্ধসহ সেবন করিবার নির্দেশ দেওয়া আছে হারীতসংহিতায়।

পিপুল ও পাষানভেদ বাটিয়া স্তনে প্রলেপ দিলে স্তনে অধিক পরিমাণে স্তন্য সঞ্চিত হয়। (ক্ষোরে)

প্রসবের পরে পঞ্চকোল পাচন (পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল ও শুণ্ঠী) চারদিন হইতে সাতদিন পর্যন্ত প্রত্যহ একবার সেবন করাইলে, প্রসূতির প্রসবান্তিক কোন উপসর্গ আসিতে পারে না। গর্ভাশয় শীঘ্র সঙ্কুচিত হয়, স্রাব ভাল হয়।

বিড়ঙ্গ (Embelica ribes)

শিশুর কৃশতায়—বিড়ঙ্গ অনন্তমূল ও অশ্বগন্ধাচূর্ণ সমান মাত্রায় মিশাইয়া অর্ধ হইতে এক গ্রাম মাত্রায় মধু সহ সেবন করাইলে শিশুর চেহারা ভাল হয়।

চরক—বলেন ক্রিমিনাশক ভেষজের মধ্যে বিড়ঙ্গ শ্রেষ্ঠ। (চঃ সুঃ)

বিড়ঙ্গ রসায়নার্থে—যষ্টিমধুচূর্ণের সহিত বিড়ঙ্গচূর্ণ শীতল জলসহ সেবন করিয়া পরে শীতল জলপান করিতে হইবে। ঔষধ পরিপাক হইলে গব্যঘৃতসহ অন্ন এবং লবণহীন মুদ্গ ও আমলকীর যূষ ভোজন করিতে হইবে। এইরূপ একমাস কাল সেবন করিতে হইবে। এই যোগটি সুশ্রুতের চিকিৎসা স্থানে উল্লিখিত। ইহা অর্শঘ্ন, কৃমিনাশক এবং স্মৃতি ও মেধা বর্ধক। পরবর্তীকালে মাসে একদিন করিয়া এই যোগটি সেবন করিলে শতবর্ষ আয়ু অভিবর্ধিত হয়।

আধকপালে মাথাধরায়—বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিলচূর্ণ কাপড়ের পুটলিতে লইয়া ঘ্রাণ গ্রহণ করিলে যন্ত্রণা নিবৃত্তি পায়। ইহা বঙ্গসেনের উপদেশ।

ক্রিমিজ চর্মরোগেও বিড়ঙ্গের ব্যবহার আছে।

মরিচ—Piper nigrum

কাসে—ঘৃত চিনি ও মধুর সহিত মরিচচূর্ণ সেবন করিলে কাস প্রশমিত হয়।

ঘৃতপরিপাকে—ঘৃতান্নের সহিত মরিচচূর্ণ মিলাইয়া ভোজন করিলে ঘৃত পরিপাক সহজ হয়।

বিষদোষে—মরিচ বিষদোষনাশক।

রাত্র্যান্ধতায়—দধিতে মরিচ ঘসিয়া সেই দধির অঞ্জন চক্ষে দিলে রাত্র্যান্ধতা (রাতকানা রোগ) ভাল হয়। ইহা বাগভটের প্রয়োগ।

পেটের অসুখ—মরিচ চার পাঁচটি পাথরকুচির পাতার (দুই তিনটির) সহিত বাটিয়া দিনে দুই তিন বার সেবন করিলে পেটের অসুখে ভাল কাজ করে। পল্লীগ্রামের চিকিৎসককে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাবকালে এই যোগটি কলেরা প্রতিষেধক রূপে ব্যবহার করিতে দেখা গিয়াছে।

পীনস রোগে—নতুন অবস্থায় মরিচচূর্ণ, পুরাতন গুড় ও দধির সহিত সেবন করার নির্দেশ ভাব প্রকাশের নাসা রোগ-চিকিৎসায় উল্লিখিত আছে।

শোথে—বেলপাতার রসের সহিত মরিচচূর্ণ শোথ রোগে উপকারী।

চিত্রকমূল—(Plumbago zeylanica)

চিত্রক বা চিতামূল বাটিয়া ফোড়ায় প্রলেপ দিলে ফোড়া ফাটে।

বাতে—চিতামূল চূর্ণ তিল তৈল সহ কিছুদিন সেবন করিলে বাত প্রশমিত হয়। (বাগভট)

চিত্রক—অগ্নিবর্ধক ও পাচক, এবং যকৃতের ক্রিয়ার সমতাকারক।

শ্বিত্র কুষ্ঠে—গোমূত্রের সহিত চিত্রকমূল একমাস কাল সেবন করিলে শ্বিত্র প্রশমিত হয়। (বাগভট)

যমানী—(Carum ajowan)

আহারের পর বীটলবণসহ যমানী সেবনে আহার পরিপাক পায়।

শিশুদের পেটব্যথায়—যমানী কাপড়ের পুটলি তে লইয়া গরম করিয়া পেটে সেঁক দিলে পেট বেদনা কমে।

বালকদের ক্রিমিজনিত পেট কাঁপাতে—যমানী চূর্ণ দেড়গ্রাম ও মিছরিচূর্ণ তিন গ্রাম প্রত্যহ প্রাতে খালি-পেটে জলসহ খাওয়াইলে উপকার হয়।

চরক—অন্তঃ পরিমার্জনে পাচন ও দীপন ঔষধের মধ্যে যমানীকে অন্যতম রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। গুল্মরোগে ঘোল ও বীটলবণ সহ যমানীচূর্ণ সেবনের উপদেশ চরক দিয়াছেন। ইহাতে অগ্নির দীপ্তি এবং বায়ু ও কফের অনুলোমণ হয়।

গলশুণ্ডী রোগে—সর্বদা যমানী মুখে ধারণ করিবার কথা হারীতসংহিতায় উল্লেখ আছে।

শীতপিত্ত এবং **উদর্দ্দ রোগে**—পুরাতন গুড়সহ যমানী নিয়মিতভাবে কয়েকদিন সেবন করিতে দিলে গায়ের দাগগুলি মিলাইয়া যায়।

জীরক (অজাজী) (সাদাজীরা)—Cuminum cyminum

ভাজাজীরাচূর্ণ দুই গ্রাম মাত্রায় মধুসহ সেবন করিলে অতিসার নিবৃত্ত হয়। চক্রদত্তের কুটজাবলেহ ঔষধে জীরক একটি অন্যতম উপাদান।

পুরাতন জ্বরে—গুড়ের সহিত জীরাচূর্ণের ব্যবহার আছে।

রাজনিঘণ্টুতে—সাদাজীরাকে বিষহন্ত্রী এবং চক্ষুষ্য বলা হইয়াছে।

হিক্কাতে—কয়েকটি সাদাজীরা ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তামাকের ন্যায় কলিকাতে সাজিয়া উহার ধূম গ্রহণ করিলে হিকা প্রশমিত হয়।

রজোকৃচ্ছ্রতে (অল্প ও অনিয়মিত রজঃস্রাবে) জীরা সিদ্ধ জল খাইতে দিলে উপকার হয়।

কৃষ্ণজীরা—Nigella sativa indica

প্রসবের পর কালোজীরার ক্বাথ সেবন করিলে গর্ভাশয় শীঘ্র সঙ্কুচিত হয় এবং স্তন দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। প্রসবের পর শরীর অধিক রসস্থ হইলে এবং প্রসবান্তিক স্রাব ভালভাবে না হইলে রসোন সহ কালোজীরা বাটিয়া ভাতের সহিত প্রসূতিকে সেবন করান হয়।

নূতন সর্দিতে ও **প্রতিশ্যায়ে**—একটু কাপড়ের পুটলিতে কালোজীরা নিয়া ঘ্রাণ লইলে সদ্য প্রতিশ্যায় এবং নাক দিয়া জলপড়া আরোগ্য হয়।

ধনে—Coriandrum sativum

ধনে পিত্তনাশক। শরীরের ভিতরে জ্বালা বা হাতে পায়ের জ্বালা এবং পিত্ত-নিঃসরণের অল্পতা ইত্যাদি লক্ষণে ধনে ও শুষ্ক পটোলপত্র রাত্রে গরম জলে ভিজাইয়া প্রাতে খালি পেটে চিনি মিশাইয়া সেবন করিলে খুব উপকার হয়। এই যোগটি চক্রদত্তের।

গর্ভিনীর বমনে—ধনের চাল বাটিয়া সেবন করাইলে বমি বন্ধ হয়।

তৃষ্ণায় ধনে—জ্বর রোগীর তৃষ্ণায় ধনে ভিজান জল বা ধনে সিদ্ধজল চিনি ও মধুসহ পান করিতে দিলে তৃষ্ণার শান্তি হয়।

বচ—Zingiber zerumber Rox

বচ কফনাশক এবং স্বর বর্ধক। বচের টুকরা মুখে ধারণ করিলে কাশিতে উপকার হয় এবং গলার স্বর পরিচ্ছন্ন হয়। গায়কের কণ্ঠে শ্লেষ্মা সঞ্চিত থাকিলে বচ চূর্ণ

মধুসহ সেবন করিলে অথবা বচের টুকরো যষ্টিমধু সহ মুখে ধারণ করিলে খুব উপকার হয়।

স্মৃতিরোগে—মধুসহ বচ চূর্ণ সেবনের বিধান চরকে আছে।

ব্রাহ্মীশাকের রস ও মধুসহ বচ চূর্ণ সেবন স্মৃতিবর্ধক। যাহাদের পড়াশুনা মনে থাকে না, তাহারা কিছুদিন এই যোগটি ব্যবহার করিলে উপকার পাইবেন। বচ চূর্ণ অর্ধগ্রাম, কুড়চূর্ণ অর্ধগ্রাম, মধুসহ দিনে দুই তিন বার করিয়া কিছুদিন ব্যবহার করিলে উন্মাদ রোগের প্রশমন হয়। (এটি চক্রদত্তের যোগ, উন্মাদ অধিকারের)।

আমবাতে, সন্ধিবাতে বচের উষ্ণ প্রলেপ এবং চূর্ণ সেবন হিতকর।

যষ্টিমধু—Glycyrrhiza glabra

অম্লপিত্তে—যষ্টিমধু ও আমলকীচূর্ণ মিশ্রিত তিন গ্রাম মাত্রায় দিনে দুই তিন বার, বিশেষতঃ ভোজনের পরে, সেবন করিলে অম্লপিত্তে উপকার হয়। যষ্টিমধু ও অশ্বগন্ধাচূর্ণ সমান মাত্রায় মিশাইয়া তিন গ্রাম মাত্রায় সেবনে শরীরের পুষ্টি হয়। দুধসহ সেবন করিলে কাজ আরও ভাল হয়। এই যোগটি বালক বালিকা এবং বয়স্ক সকলের পক্ষেই প্রযোজ্য।

মাথাধরায়—যষ্টিমধু চূর্ণের নস্য লইলে আধকপালে মাথাধরা প্রশমিত হয়।

যষ্টিমধু ক্ষতরোপক। কোন স্থানে কাটিয়া গেলে, কাটা স্থানের যন্ত্রণা শান্ত করিতে সুশ্রুত ঘৃতসহ যষ্টিমধু চূর্ণের প্রলেপ কর্তিত স্থানে লাগাইবার কথা বলিয়াছেন।

গর্ভিনীর গর্ভের জল ক্রমশঃ শুকাইয়া যাইতে থাকিলে; শিশুবালক (খায় দায় কিন্তু গায়ে লাগে না) **ক্রমশই শুকাইয়া যাইতে থাকিলে,** এই দুই স্থানেই চক্রদত্ত, যষ্টিমধু গাম্ভারী ফল এবং চিনি সহযোগে দুধ জাল দিয়া সেই দুধ সেবনের নির্দেশ দিয়াছেন। যোগটি ব্যবহারসিদ্ধ।

কম্পিল্ল্য (কমলাগুড়ি)—Mellotus philippinesis

দদ্রুতে—কমলাগুড়ি ঘর্ষণ করিলে দাদ মরিয়া যায়। ক্রিমিতে গুড়ের সহিত কমলাগুড়ি খাইতে দিলে ক্রিমিতে উপকার হয়।

আরগ্বধ (সোঁদাল)—Cassia fistula

সোঁদাল গাছের পাতা চিবাইলে মুখের ঘা আরোগ্য হয়। সোঁদাল পাতা তেলসহ বাটিয়া পায়ের বা হাতের পামা ও বিচর্চিকায় (একজিমা) প্রলেপ দিলে ফলদায়ক হয়। এই প্রলেপ অনেকে তেলের পরিবর্তে কাঁজিতে বাটিয়া দিয়া ভাল ফল পাইয়াছেন। সোঁদাল ফলের আঠা সাত আট গ্রাম মধু বা গরম জলের সহিত সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। সাধারণতঃ রাত্রে সেবন করিলেই সুবিধা হয়।

আকরকরা—Anacyclus pyrethrum

সাধারণতঃ আকরকরার মূলই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার মূল চিবাইলে প্রথম একটু মিষ্টি, পরে ঝাল লাগে, জিহ্বা চিম্‌চিম্ করিয়া জ্বালা করে, মুখ ও গলা আটকাইয়া ধরিতে থাকে। পরে প্রচুর লালা নিঃসারিত হয়। ইহা সেবনে জিভের স্বাদ সাময়িক ভাবে নষ্ট হইয়া যায়।

ভাবপ্রকাশ—ফিরঙ্গ চিকিৎসায় আকরকরার ব্যবহার করিয়াছেন।

অর্দিতরোগে—(ফেসিয়াল প্যারালিসিস্) ইহার ব্যবহার আছে।

বিভিন্ন স্থানে আকরকরা—সর্দিকাশিতে, দন্তশূলে; রজঃস্রাবের সহায়করূপে, ও গলরোগে ইহার প্রয়োগের উল্লেখ আছে। অনেকে তোতাপাখীকে কথা বলাইবার জন্য আকরকরার ক্বাথ অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

মুসব্বর—Aloes indica

ঘৃতকুমারীর রস হইতে মুসব্বর প্রস্তুত হয়, চরক সুশ্রুত আদি প্রাচীন গ্রন্থে ঘৃতকুমারী অথবা মুসব্বরের কোন উল্লেখ নাই। রাজনিঘণ্টু ইত্যাদি পরবর্তী গ্রন্থে ঘৃতকুমারীর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু মুসব্বরের কোন প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর হয় না, ভাবপ্রকাশে মুসব্বরের ব্যবহার আছে। মুসব্বর প্রধানতঃ চার প্রকার—(১) সকোট্রাইন (২) এরেবিয়ান বা আরবদেশে প্রস্তুত (৩) জাফিরাবাদ (৪) মহীশূর।

মুসব্বর—যকৃতের ক্রিয়া বর্ধক, মৃদুবিরেচক, রজঃস্রাবকারী এবং ক্রিমিনাশক ও বেদনানাশক।

কর্ণমূলের শোথে—সমুদ্রফেনা ও ধুতুরা পাতার রসের সহিত মুসব্বর মিশাইয়া উষ্ণ প্রলেপ দিলে ফুলা ও যন্ত্রণা কমিয়া যায়।

কটকী—Picrorrhiza kurroa

ইহা মলভেদক ও পিত্তনিঃসারক। অম্লপিত্তের গলাজ্বালায় কটকীচূর্ণ এক গ্রাম, মধুসহ চাটিয়া খাইলে গলার জ্বালা কমে। কটকীর ক্বাথ পান করিলে স্তন্যদুষ্টি কমিয়া যায়।

হিক্কায়—গৈরীক মৃত্তিকা ও কটকীচূর্ণ মধুসহ লেহন করিলে হিক্কা প্রশমিত হয়।

চরক হৃদরোগে যষ্টিমধু, কটকী ও চিনি সমভাগে লইয়া জলসহ হৃদরোগে ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। (চঃ চিঃ)

সুশ্রুত হিক্কায় স্বর্ণ গৈরীক ও কটকী সমান সমান মাত্রায় মধুসহ লেহন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। (সুঃ উঃ)

নব্যমতে—**কামলারোগেও কটকীর ব্যবহার আছে।**

কিরাততিক্তা (ভূনিম্ব) চিরতা—Swertia chirata

চর্মরোগে মিশ্রিসহ চিরতা ভিজান জল সেবন করিলে চর্মরোগে খুব উপকার হয়। চিরতা রক্তশোধক। মিশ্রি সহ চিরতাচূর্ণ একগ্রাম সেবন করিলে গর্ভিণীর বমন কমে।

যবতিক্তা (কালমেঘ)—Andrographis paniculata

শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতায় ও ক্রিমিতে কালমেঘের পাতার রস চার পাঁচ ফোঁটা (বয়স অনুযায়ী হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া) মধুসহ সেবন করাইলে ক্রিমি ও কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়।

কালমেঘের পাতার রস অভাবে কালমেঘের চূর্ণ কিছুদিন নিয়মিত সেবন করাইলে যকৃৎ বৃদ্ধি ও যকৃতের বিকার প্রশমিত হয়। কালমেঘের আলুই শিশু বালকের পেটের অসুখের একটি অতি ফলপ্রদ ঔষধ। উপক্রমণিকা অংশে ইহার প্রস্তুত বিধি দেওয়া হইল।

ইন্দ্রযব—Wrightia tinctorea

কুটজ বৃক্ষের ফলকে ইন্দ্রযব বলে।

জীর্ণজ্বরে—নিয়মিত কিছুদিন ইন্দ্রযব সেবনে উপকার হয়।

স্বপ্নদোষে—ইন্দ্রযব চূর্ণ অর্ধ গ্রাম মাত্রায় ঠাণ্ডা জলের সহিত সকালে ও রাত্রে কিছুদিন সেবন করিলে স্বপ্নদোষ নিবারিত হয়।

কুষ্ঠ বা কুড়—Sausurea auriculata

ঔষধার্থে পুষ্কর মূলের অভাবে কুড় গ্রহণের কথা পরিভাষায় নির্দেশ দেওয়া আছে। কুড় ঘষিয়া কপালে প্রলেপ লাগাইলে মাথা ধরা প্রশমিত হয়।

শ্বাসরোগে—কুড়ের সহিত অশ্বত্থছালচূর্ণ সমান মাত্রায় মিশাইয়া নিয়া একগ্রাম মাত্রায় দিনে দুই তিনবার মধুসহ সেবন করিলে শ্বাসে উপকার হয়, ধীরে ধীরে শ্বাস প্রশমিত হয়।

উন্মাদরোগে—মধু এবং তিন চার চামচ ব্রাহ্মীশাকের রসের সহিত কুড়চূর্ণ দেড়গ্রাম হইতে দুইগ্রাম মাত্রায় সেবন করাইলে উন্মাদ রোগের উপশম হয়। ব্রাহ্মীশাকের অভাব হইলে থানকুনির রসও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কর্কটশৃঙ্গী (কাঁকড়াশৃঙ্গী)—Pistacia integerrima/Rhus succedanea

কাশ ও শ্বাসরোগে—কাঁকড়াশৃঙ্গী খুবই উপকারী ভেষজ। শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণ নামক কাশরোগের আয়ুর্বেদীয় ঔষধটির প্রধান উপাদান কাঁকড়াশৃঙ্গী। ইহা ছাড়াও রক্তামাশয়-রোগে কাঁকড়াশৃঙ্গী চূর্ণ সামান্য ঘৃতে ভাজিয়া চিনিসহ দেড় হইতে দুই গ্রাম মাত্রায় বার বার সেবন করিলে রক্তামাশয়ের রক্তক্ষরণ কমিয়া যায়।

রতিবর্ধনার্থে—কাঁকড়াশৃঙ্গী চূর্ণ দুগ্ধ ও চিনির সহিত সেবন করিলে মানুষ বৃষবৎ রতি-সামর্থ্য লাভ করে। (এই যোগটি বাগভটের উত্তর তন্ত্রের)

ভার্গী (বামুনহাটি)—Cr.lodendron Siphonanthus-indica

শ্বাসকাশে—ভার্গীমূলের ছালচূর্ণ ও শুঁঠচূর্ণ মিলিত একগ্রাম, মধুসহ সেবন করিলে শ্বাস ও কাশ প্রশমিত হয়।

জ্বরে ভার্গী—ব্রহ্মযষ্টির পত্র জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল আদার রস ও মরিচচূর্ণসহ সেবন করিলে জ্বর প্রশমিত হয়।

হিক্কায়—ভার্গীপাতা সিদ্ধ জল পুনঃ পুনঃ সেবনে হিক্কা কমে।

কুরণ্ডে—যবের কাথের সহিত ভার্গীমূলের ছাল বাটিয়া প্রলেপ দিলে কুরণ্ডের ফোলা ও বেদনা প্রশমিত হয়।

পাষানভেদী (পাথরকুচি)—Coleus amboinicus

পাথরকুচি পাতা ও কলমী সোরা একত্রে বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দিলে মূত্রবন্ধ দূর হয়। অর্শের বলিতে পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

ধাতকী (ধাইফুল)—Woodfordia floribunda

ক্ষতে—পুরাতন ক্ষতে ধাইফুল চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে ক্ষত শুষ্ক হইয়া পুরিয়া ওঠে।

প্রবাহিকায়—ধাইফুল চূর্ণ দধির সহিত সেবন করিলে প্রবাহিকা প্রশমিত হয়।

রক্তপ্রদরে—ধাইফুলের কাথ বা চূর্ণ খুব হিতকর।

কুষ্ঠরোগে—চরক কুষ্ঠরোগীর গাত্রে ধাইফুল বাটিয়া প্রলেপ লাগাইবার উপদেশ দিয়াছেন। (চঃ চিঃ)

মঞ্জিষ্ঠা—Rubia cordifolia

মুখের বা শরীরের কালো দাগে মঞ্জিষ্ঠা চূর্ণ মধুসহ মাড়িয়া প্রলেপ দিলে উপকার হয়। ধীরে ধীরে কালো দাগ মিলাইয়া ত্বক স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করে।

অশোক—Saraca indica

রক্তপ্রদরে—অশোকছাল ও যষ্টিমধুর কাথে লাক্ষাচূর্ণ এক গ্রাম প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে রক্তপ্রদর বা অত্যধিক রজঃস্রাব প্রশমিত হয়।

অনিয়মিত ঋতুস্রাবে—অশোকছাল দুগ্ধ ও চিনিসহ পাক করিয়া কিছুদিন সেবন করিলে অনিয়মিত ঋতুস্রাবে খুব উপকার হয়।

অপরিণত গর্ভাশয়ে—বয়স অনুযায়ী গর্ভাশয়ের পরিপুষ্টি বৃদ্ধি ও ক্রিয়া (মাসিক স্রাব ইত্যাদি) ঠিকভাবে না হইলে অশোক ছাল ও অশোক ফুলের চূর্ণ বা কাথ দীর্ঘদিন সেবন করিলে এই অসুবিধা দূরীভূত হয়।

হরিদ্রা—Curcuma longa

হরিদ্রা বিষদোষনাশক ও কুষ্ঠনাশক।

হরিদ্রা ও গিমেশাক সমান মাত্রায় মিলিত ছয় গ্রাম শিলাপিষ্ট করিয়া আহারের প্রথমে সেবন করিলে পুরাতন আমাশয় এবং পেটের বহুবিধ রোগ প্রশমিত হয়, হলুদকে পেটের অ্যান্টিসেপ্টিক বলা যায়।

প্রমেহরোগে—কাঁচা হলুদের রস অথবা হরিদ্রা বাটিয়া মধুর সহিত বা আমলকী রসের সহিত সেবন করিলে প্রমেহ রোগীর যন্ত্রণা দূরীভূত হয়। (চরক চিঃ)

চর্মরোগে—হলুদবাটা বা হরিদ্রা চূর্ণ লাগাইলে উপকার হয়।

গরম জলের বা তরল পদার্থের ভাপ হাতে বা পায়ে লাগিলে (Scald) তৎক্ষণাৎ যদি হলুদ বাটার প্রলেপ লাগানো যায়, তবে শীঘ্র জ্বালা কমে এবং ফোস্কা হয় না।

কোন স্থানে আঘাত লাগিলে—হলুদ বাটা একটু চুনসহ গরম করিয়া প্রলেপ দিলে বেদনার শান্তি হয়, ফুলাও কমিয়া যায়।

ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দি হইলে—হলুদ দুধে সিদ্ধ করিয়া সেই দুধে চিনি মিশাইয়া সেবন করিলে সর্দি প্রশমিত হয়। সকালে খালিপেটে কাঁচা হলুদ ইক্ষুগুড় সহ খাইলে যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয়, পিত্তদমন থাকে, রক্ত পরিষ্কারে সাহায্য করে এবং ক্রিমি নষ্ট হয়।

দারুহরিদ্রা—Berberis asiatica : B. aristata

দারুহরিদ্রা চন্দনের ন্যায় ঘষিয়া এক চামচ মধুসহ সেবন করিলে কামলা রোগে খুব উপকার হয়। শ্বেতপ্রদরে বা রক্তপ্রদরে দারুহরিদ্রা ঘষা মধুসহ দিনে তিনবার কয়েকদিন সেবন করিলে খুব উপকার পাওয়া যায়।

সোমরাজী—Vernonia anthelmintica

ক্রিমি রোগে এক গ্রাম মাত্রায় সোমরাজী বীজ চূর্ণ মধুসহ সেবনে ক্রিমি মরিয়া যায়। দিনে দুই-তিনবার সেব্য। আমাশয় রোগে ইহার পাতার রস দধির সহিত সেবনে সুফল পাওয়া যায়।

শ্বিত্রে—সোমরাজচূর্ণ চার ভাগ, হরিতাল এক ভাগ গোমূত্রে পেষণ করিয়া শ্বিত্রে প্রলেপ দিলে শ্বিত্রাক্রান্ত অঙ্গ গাত্রসমতা প্রাপ্ত হয়। (বাগভট চিঃ)

বুচকীদানা—Psoralea corylifolia

ইহা শ্বিত্র রোগের মহৌষধ। গোমূত্রসহ বাটিয়া শ্বিত্র স্থানে লাগাইলে ঐ স্থান গাত্র সমান বর্ণের হয়। সরিষার তেলে বুচকীদানা ভাজিয়া, সেই তেল লাগাইলে শ্বিত্র কমে এবং পোড়া ঘায়েও উপকার হয়।

অতিবিষা (আতইচ্)—Aconitum heterophyllum

ক্রিমিরোগে—আতইচ্ ও বিড়ঙ্গ চূর্ণ মিলিত ভাবে দেড় গ্রাম মাত্রায় মধু বা জলসহ কয়েকদিন সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

বিষমজ্বরে ও সান্নিপাতিক জ্বরে—আতইচ্ ½ গ্রাম হইতে ¾ গ্রাম মাত্রায় প্রতি চার ঘণ্টা অন্তর সেবনে উপকার হয়। আতইচ্ পাচক ও সংগ্রাহক।

অতিসার, জ্বরাতিসার ও গ্রহণী চিকিৎসায় চক্রদত্ত অন্যান্য দ্রব্যসহ আতইচ্ ব্যবহার করিয়াছেন। শিশুর জ্বর ও পেটের অসুখে আতৈচের ব্যবহার ফলপ্রদ।

রসোন

রসোন দুই প্রকারের পাওয়া যায়। এক প্রকার বহুকোষযুক্ত রসোন যার বোটানিক্যাল নাম Allium sativum এবং আর একপ্রকার (ছোট পেঁয়াজের মতন) এককোষযুক্ত যার বোটানিক্যাল নাম Allium ampeloprasum। দুই প্রকারের রসোনই প্রায় সমগুণ যুক্ত। যাঁহারা কাঁচা রসোন খান তাঁহারা এক কোয়া রসোনই বেশী ব্যবহার করেন। রসোন বহুকাল হইতেই আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় প্রচলিত আছে। চরক, সুশ্রুত, বাগ্ভট সকলেই বিভিন্ন ব্যাধিতে রসোনের প্রয়োগ করিয়াছেন।

বেলুচিস্থানের একটি প্রাচীন পরিত্যক্ত নগরী হইতে প্রাপ্ত এক পুঁথি, (যাহা পরবর্তীকালে 'বাওয়ার্স ম্যানাস্ক্রিপ্ট' নামে প্রসিদ্ধ), তাহার 'নবনীতম্' নামক পরিচ্ছেদে রসোনের বহুমুখী গুণ ও ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা রহিয়াছে।

যাঁহারা রসোনসেবী তাহাদের পক্ষে আয়ুর্বেদে মদ্য, মাংস ও অম্লরসযুক্ত দ্রব্য হিতকর বলা হইয়াছে। আর অধিক ব্যায়াম, রৌদ্র লাগান, ক্রোধ, অতি জলপান, দুগ্ধ পান এবং গুড় ভক্ষণ অহিতকর বলা হইয়াছে। রসোনকে রসায়ন বলা হইয়াছে। ইহা হৃদ্য।

নব্য মতে রসোনের বহু গুণের বিষয় আলোচনা আছে। রসোন রক্তের মেদকণায় (Cholesterol) আধিক্যকে কমাইয়া দেয়।

রসোনে অম্লরস বাদে বাকী পাঁচটি রসই বর্তমান। কোথায় কোন্ রস কিভাবে অবস্থান করে মূল শ্লোকে তাহার বর্ণনা দেওয়া আছে। হরীতকীও পঞ্চরসা, উহাতে লবণ রসের অভাব। অনেক সময় সৈন্ধব বা বীটলবণ সহযোগে হরীতকী সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। তাহাতে হরিতকীর গুণের কোন হীনত্ব আসে না। রসোনও নিত্যসেবীদের মধ্যে কেহ কেহ আমলকীর রস বা লেবুর রস যুক্ত করিয়া সেবন করেন।

রসোনের দুর্গন্ধ কমাইবার জন্য অনেকে রসোন কাটিয়া টক্ দৈ-এর মধ্যে একরাত্র রাখিয়া দিয়া ব্যবহার করেন।

রসোন আমলকীর রস অথবা লেবুর রসের সহিত সেবন করিলে গুণের কোন হানি হয় না। ইহাতে কফজ ব্যাধি ও আমবাতজ ব্যাধি প্রশমিত হয়।

বাতে—রসোন ও নিসিন্দা পাতা সমভাগে মিলিত দুই গ্রাম মাত্রায় কিছুদিন সেবন করিলে সন্ধিবাতে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

বাগ্‌ভট নিত্য রসোনসেবীদের পিত্ত প্রকোপ ভয় পরিহারার্থে মাঝে মাঝে মৃদু বিরেচন সেবনের পরামর্শ দিয়াছেন।

দুধে-জলে রসোন সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া সেই দুধ বাতজ গুল্ম-রোগীকে পান করাইবার ব্যবস্থা চরকের গুল্ম চিকিৎসায় দেওয়া আছে।

কানে হঠাৎ খুব যন্ত্রণা হইলে এক কোয়া রসোন ছুলিয়া কর্ণরন্ধ্রে দিয়া রাখিলে বেদনার শান্তি হয়।

কর্ণস্রাবে—(কর্ণ দিয়া পূঁজ নির্গত হইলে) রসোন সরিষার তৈলে ভাজিয়া সেই তৈল কর্ণে দিলে কর্ণস্রাব প্রশমিত হয়।

কাঁচা রসোন নিত্যসেবীর কাহারও কাহারও গায়ে চুলকানি (বা শীতপিত্ত) হইতে দেখা যায়। সেই সব ক্ষেত্রে অম্লরসের সহিত রসোন মাড়িয়া অথবা রসোন দুধে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে এই উপদ্রব আর দেখা যায় না।

পলাণ্ডু (পেঁয়াজ)—Allium sepa

বড় পেঁয়াজকে পলাণ্ডু বলে।

সর্দিতে—কাঁচা সর্দিতে আদা পেঁয়াজ একত্রে ভাজিয়া খাইলে উপকার হয়।

সর্দির শুষ্কতায়—আদা ও পিঁয়াজের রস গরম করিয়া সামান্য মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শ্লেষ্মা তরল হইয়া বক নিবারিত হয়।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে—পলাণ্ডু রসের নস্য গ্রহণ করিলে রক্তপড়া বন্ধ হয়।

(চঃ চিঃ)

নব্যমতে কেহ কেহ বলেন পলাণ্ডু সেবনে প্রস্রাব অধিক হয় এবং হৃদ্‌স্পন্দনের গতি মন্দীভূত হয়।

বিহার ও উত্তরপ্রদেশ ইত্যাদি স্থানে লু লাগিলে পলাণ্ডু রস গাত্রে প্রলেপ দিবার রীতি আছে। 'লু'র প্রতিষেধক হিসাবে গ্রীষ্মকালে ঐ স্থানে প্রায় সকলেই একটি পলাণ্ডু সঙ্গে রাখেন।

কর্পূর—Cinnamomum camphora

খাদ্যে বিষক্রিয়ার আশঙ্কা থাকিলে একরতি কর্পূর (অর্থাৎ ১/৮ গ্রাম) দুই-তিন বার সেবন করিবার ব্যবহারিক প্রচলন আছে। স্থানীয় প্রয়োগে কর্পূর রক্তপড়া বন্ধ করে এবং বেদনা নাশ করে।

নতুন সর্দিতে মাথায় ভারবোধ ও চোখ-নাক দিয়া জল স্রাব হইতে থাকিলে কর্পূর ১ ভাগ, ফিটকারী চূর্ণ ৪ ভাগ মিশাইয়া নস্য লইলে খুব উপকার হয়।

শ্বেতচন্দন (শ্রীখণ্ড চন্দন)—Santalum album

বমনে—আমলকীর রসের সহিত এবং হিক্কায় নারীদুগ্ধের সহিত শ্বেতচন্দন ঘষিয়া মুহুর্মুহু অবলেহন করিলে বমন ও হিক্কা বন্ধ হয়।

শিশুদের নাভিপাকে—চন্দন ঘষিয়া নাভিপূরণ করিলে ক্ষত পুরিয়া উঠে এবং নাভি শুকাইয়া যায়।

মাথাধরায়—গোলাপজলে চন্দন ঘসিয়া কিঞ্চিৎ কর্পূর মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে মাথাধরা কমে।

অগুরু—Aquilaria agallocha

দদ্রুতে—অগুরু তৈল লাগাইলে উপকার হয়। অগুরু কাষ্ঠ জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে বর্ণের ঔজ্জ্বল্য আনয়ন করে।

দেবদারু—Cedrus libari

গর্ভশূলে—দুই-তিন মাস গর্ভাবস্থায় গর্ভশূলে শুঁট, দেবদারু ও যষ্টিমধু মিলিত দেড় গ্রাম দুধ বা গরমজল সহ দিনে তিন-চার বার সেবনে বেদনা নিবারিত হয়।

গুগ্গুল—Balsamohendron mukul (Hock) । Burseraceae

উদর রোগে, উরুস্তম্ভে, গৃধ্রসী, ক্রোষ্টুকশীর্ষ ইত্যাদি বাতরোগে, অর্শরোগে, ব্রণ এবং বিদ্রধীতে শাস্ত্রকারেরা গুগ্গুলের প্রভূত ব্যবহার করিয়াছেন। গুগ্গুল রসায়ন এবং বল্য অর্থাৎ বলকারক। ইহা মৃদু বিরেচক।

গ্রীষ্মকালীন গরম গোটায়—একক ভাবে বা অন্যান্য উপযুক্ত ভেষজের সহিত গুগ্গুল সেবন হিতকর।

অনিয়মিত ঋতুস্রাবে—প্রতি মাসে মাসিক স্রাবের সাতদিন পূর্ব হইতে সাতদিন পর পর্যন্ত গুগ্গুল সেবন করিলে উক্ত দোষ প্রশমিত হয়। কয়েক মাস ঔষধটি নিয়মিত ব্যবহার করিতে হয়। মাত্রা এক গ্রাম হইতে দেড় গ্রাম। দিনে দুইবার গরমজল সহ সেব্য।

রাল্ (ধূনা)—Resin of shorea robusta

রক্তপ্রদরে—ধূনা ও ফিটকারীচূর্ণ সমান সমান মিলিত করিয়া এক গ্রাম মাত্রায় জলসহ, দূর্বার রসসহ অথবা কাঁটাবটের মূলের রসসহ দিনে তিনবার করিয়া সেবন করিলে অত্যধিক রক্তস্রাবের শান্তি হয়।

শুষ্কপ্লুরিসি রোগের বুকের বেদনায় এবং কটিশূলে হাঁসের ডিমের শ্বেত অংশ ও ধূনাচূর্ণ উত্তমরূপে মিশাইয়া প্রলেপ দিলে বেদনার নিবৃত্তি হয়।

জাতিফল—Myristica fragrans

জাতফল উষ্ণবীর্য, অগ্নির দীপ্তিকারক, কিঞ্চিৎ ধারকগুণ-বিশিষ্ট এবং কণ্ঠস্বর প্রসাদক।

ক্রিমিদন্তে—ইহার তৈল লাগাইলে আশু বেদনার উপশম হয়।

ব্যঙ্গ ও নীলিকায়—অর্থাৎ যাহাদের মুখে নীলমত দাগ হয় কিংবা মেছেতা পড়ে, জায়ফল ঘষিয়া লাগাইলে তাঁহারা উপকার পাইবেন। (ভাবপ্রকাশ)

লবঙ্গ—Caryophyllus aromaticus / Eugenia caryophyllata

উৎকাশিতে- লবঙ্গকে ঈষৎ আগুনে পোড়াইয়া মুখে রাখিলে উৎকাশি প্রশমিত হয় এবং সাময়িক গলার স্বর পরিষ্কার হয়। অনেক কণ্ঠসঙ্গীতশিল্পীকে এটি ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

বমিতে—লবঙ্গ মুখে রাখিলে বমির ভাব প্রশমিত হয়।

অতিসারের বিখ্যাত ঔষধ লবঙ্গাদি। ইহার মূল উপাদান লবঙ্গ।

উশীর (বেনা)—Andropogon muricatus, Vetiveria zizanioides

উশীর বা বেনার মূল একটি অতি সুগন্ধি দ্রব্য।

মূত্রের অল্পতায় ব্যবহার্য তৃণ-পঞ্চ-মূল কষায়ের একটি উপাদান বেনার মূল।

দাঁতের পোকায়—বেনার মূল বাটিয়া ক্রিমিদন্তের গহ্বরে লাগাইয়া রাখিলে দন্তক্রমি মরে।

বমনে—ছোলা ধনে ও বেনার মূল একত্রে ভিজাইয়া ঐ জল সেবন করিলে সাধারণ বমি বন্ধ হইয়া যায়।

সুরপ্রিয়া (কাবাবচিনি)—Cubeba efficinallis

শ্বেতপ্রদরে—কাবাবচিনি চূর্ণ অর্ধ গ্রাম হইতে এক গ্রাম মাত্রায় শীতল জলসহ দিনে তিনবার খাইতে দিলে শ্বেতপ্রদরে খুব উপকার হয়।

স্বপ্নদোষ—রাত্রে শয়নের পূর্বে জটামাংসী ভিজান জল ও মিশ্রিসহ এক গ্রাম মাত্রায় কাবাবচিনি চূর্ণ কয়েকদিন সেবন করিলে সুনিদ্রা হইয়া স্বপ্নদোষ বন্ধ হয়।

কণ্ঠোদ্ধংশে—গলার স্বর বসিয়া গেলে কাবাবচিনি মুখে রাখিয়া চিবাইলে কণ্ঠস্বর উন্নত হয়।

উৎকাশিতে—গলা খুস্‌খুস্ করিয়া কাশি হইলে, কাবাবচিনি সেবনে উপকার হয়।

দারুচিনি—Cinnamomum zeylanicum

চীনদেশীয়, সিংহলদেশীয় এবং ভারতীয়—এই তিন প্রকার দারুচিনি বাজারে পাওয়া যায়।

শিরোবেদনায়—দারুচিনি বাটিয়া প্রলেপ দিলে আরাম হয়।

তৃষ্ণায়—দারুচিনি চিবাইয়া খাইয়া জল পান করিলে তৃষ্ণা কমে।

নব্য বিজ্ঞান মতে দারুচিনি নাড়ীপ্রতান বা নার্ভবর্গের উত্তেজনাকারি। আয়ুর্বেদের বহু ঔষধের উপাদানরূপে দারুচিনির ব্যবহার আছে।

নাগকেশর (নাগেশ্বর)—Mesuaferrea : Mesua coromandalina

শ্বেতপ্রদরে—নাগকেশর ফুলের চূর্ণ এক গ্রাম হইতে দেড় গ্রাম মাত্রায় ঘোলের সহিত সেবন করিলে শ্বেতপ্রদরে উপকার হয়।

অর্শে—চিনি ও মাখন সহ নাগেশ্বর ফুলের রেণু এক গ্রাম সেবন করিলে অর্শের জ্বালা কমে এবং বলি ক্রমশঃ ছোট হইয়া যায়। রক্তার্শেও ইহা খুব উপকারী।

জটামাংসী—Nardostachys Jatamansi

ইহা নিদ্রাকর ও বায়ুনাশক। অনেকে ইহাকে ইণ্ডিয়ান ভ্যালেরিয়ান বলে। নব্যমতে ইহা নাড়ীতন্ত্রের (নার্ভ) উত্তেজনা প্রশমন (ট্রাংকুইলাইজার)।

অনিদ্রায় অথবা মানসিক উত্তেজনায়—শুষণী শাকের রসের সহিত জটামাংসীচূর্ণ দেড় হইতে দুই গ্রাম মাত্রায় সেবন করিলে মানসিক উত্তেজনা কমে এবং সুনিদ্রা হয়। মাথাঘোরা বন্ধ হয়।

মুস্তক (মুথা)—Cyperus rotundus

শূলরোগে—মুথা সিক্ত জল প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে শূলরোগ প্রশমিত হয়।

স্তনদুগ্ধবর্ধক—মুথা বাটিয়া স্তনে প্রলেপ দিলে স্তনদুগ্ধের বৃদ্ধি হয়।

পুরাতন আমাশয়ে—মুথার রস বা মুথার কাথ দিনে দুই-তিন বার সেবন করিলে আমাশয়ে ও পেটের অসুখে খুব উপকার হয়।

তৃষ্ণায়—মুথার রস বা মুথাসিক্ত জল চিনি মিশাইযা পান করিলে তৃষ্ণা কমে। ষড়ঙ্গ পানীয় (চক্রদত্ত) যোগের মুথা একটি প্রধান উপাদান।

শটি (শঠি) Curcuma zedoaria

বালকদের ক্রিমিরোগে—শঠির রস এক চামচ মধুসহ খাওয়াইলে কযেকদিনের মধ্যেই ক্রিমি মরিয়া যায় এবং ক্রিমির কারণে সর্দি ও পেটের পীড়ার অবসান হয়।

প্রিয়ঙ্গু—Aglaia roxburghiana

কফের সহিত ছিট্ ছিট্ রক্ত বন্ধ করার জন্য—প্রিয়ঙ্গুচূর্ণ এক গ্রাম হইতে দেড গ্রাম মধুসহ অবলেহন করান হয়।

রক্তপিত্তের রক্তক্ষরণে—প্রিয়ঙ্গুচূর্ণ এক গ্রাম, রক্তচন্দন ঘষা এক চামচ, চিনি ও চাউল ভিজান জলের সহিত অল্প অল্প সেবন করিলে রক্ত বন্ধ হয়। এই যোগটি চরকের।

গুড়ূচ্যাদিবর্গ

গুলঞ্চ—Tinospora cordifolia

গায়ের জ্বালা, শরীরের চুলকানি অথবা পিত্ত ও রক্তদুষ্টির যে কোন রোগে গুলঞ্চ অমৃতের ন্যায় উপকারী।

মূত্রকৃচ্ছ্রে, মূত্রাঘাতে বা **সরক্তমূত্রে**—গুলঞ্চ, গাম্ভারীফল, খেজুর ও গাবের বীজ সমপরিমাণে লইয়া (মিলিত চব্বিশ গ্রাম) আধ লিটার জলে সিদ্ধ করিয়া এক-চতুর্থাংশ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেবন করিলে মূত্র সরল হয় এবং রক্ত বন্ধ হইয়া যায়।

বাতরক্তে—গুড়ুচির রস সেবন এবং গুড়ুচি ও দুগ্ধসহ তিল তৈল পাক করিয়া ঐ তেলের অভ্যঙ্গ বাতরক্ত প্রশমিত করে। (চরক)

কামলায়—গুলঞ্চের পাতা তক্রের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলে কামলায় উপকার হয়। (ভাবপ্রকাশ)

হৃদস্পন্দন বৃদ্ধিতে—বায়ুর জন্য অস্বাভাবিক বুক ধড়ফড় করিলে প্রাতঃকালে গুলঞ্চের রস মরিচচূর্ণ ও উষ্ণ জলসহ সেবন করিলে উক্ত রোগের শান্তি হয়।

গাম্ভারী—Gemlina arboria

গর্ভশুষ্কে—অর্থাৎ গর্ভিনীর পেটের জল ক্রমশঃ শুকাইয়া যাইতে থাকিলে এবং শিশুদের ক্রমে কৃশ হইয়া যাওয়া রোগে গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু ও চিনির সহিত দুধে জ্বাল দিয়া সেই দুধ কিছুদিন ধরিয়া পান করিতে দিলে উভয় ক্ষেত্রেই ক্রমঃশুষ্কতা বন্ধ হয়।

স্তনের শুষ্কতায়—গাম্ভারী ছাল ও যষ্টিমধু সহ তিল তেল পাক করিয়া তাহা স্তনে অভ্যঙ্গ অর্থাৎ মালিশ করিলে শুষ্কস্তন পুষ্ট হয় এবং পতিত স্তন উত্থিত হয়।

অগ্নিমন্থ—Premna spinosa, premna integrifolia

গনিয়ারীর এক নাম অগ্নিমন্থ। সুশ্রুত ইক্ষুমেহে গনিয়ারীর সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। (সুশ্রুত চিঃ)

মধুমেহে—গনিয়ারী পত্রচূর্ণ দেড় গ্রাম মাত্রায় প্রত্যহ সেবন বিশেষ হিতকর।

স্থৌল্যে—গনিয়ারী ছালের ক্বাথে শিলাজতু প্রক্ষেপ দিয়া কিছুদিন পান করিলে মনুষ্য কৃশ হয়।

শালপর্ণী (শালপানি)—Desmodium gangeticum

কটিবাতে—শালপানি পাতা ও শেফালী পাতা প্রত্যেক ৭টি একত্রে বাটিয়া (কয়েক দিন প্রত্যহ) সেবনে ফল পাওয়া যায়।

হৃদ্‌রোগে—শালপানি ক্বাথ এককভাবে দিনে দুই-তিন বার সেবন করিলে খুব উপকার হয়। নিম্নলিখিত যোগটি হৃদ্দৌর্বল্যে খুবই উপকারী:

অর্জুনছাল, বেড়ালামূল, গোক্ষুর ও শালপানি সমমাত্রায় লইয়া সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ সেবনীয়।

পৃশ্নিপর্ণী—Uraria logopoides

পৃশ্নিপর্ণীকে চলতি কথায় চাকুলে বলে।

অস্থিভঙ্গে—পৃশ্নিপর্ণীর মূল চূর্ণ ছাগমাংস যূসের সহিত তিন সপ্তাহ সেবন করিলে ভগ্ন অস্থির সন্ধান হয়। (ভাবপ্রকাশ)

গর্ভিণীর সপ্তমমাসে রক্তস্রাব হইলে ইহার স্ব-রস বা ক্বাথ সেবন করাইলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

বৃহতী—Solanum indicum

কাশে—বৃহতীর পক্ক ফল ঘৃতে সামান্য ভাজিয়া মধুসহ সেবনে কাশ ভাল হয়।

শিশুর স্তন্যপান কালীন বমনে—বৃহতী ফলের রস মধুসহ শিশুকে খাওয়াইলে উপকার হয়। অবশ্য অম্লপত্ত বা অন্য ব্যাধির জন্য স্তন্যদুষ্টি হইলে মাতারও চিকিৎসা আবশ্যক।

কণ্টিকারী—Solanum xanthocarpum

কণ্টিকারীর রস বা ক্বাথ শ্বাস ও কাস রোগের মহৌষধ। ইহা হৃদরোগেরও উপশম করে। কণ্টিকারীর অপর নাম ব্যাঘ্রী। 'ব্যাঘ্রী হরিতকী' নামক ঔষধটিতে কণ্টিকারীর ক্বাথই প্রধান উপাদান, এই ঔষধটি হৃদজনিত কাশ ও শ্বাস রোগে খুবই ফলদায়ক।

কাশে—কণ্টিকারীর ক্বাথে পিপুলচূর্ণ মিলাইয়া পান করিলে কাশ ভাল হয়।

পায়ের হাজায়—কণ্টিকারীর রস চার চামচ ও সরিষার তৈল এক চামচ একটু গরম করিয়া নিয়া (অথবা সাত / আট দিন রৌদ্র-পাক করিয়া) হাজায় লাগাইলে হাজা বিনষ্ট হয়।

অশ্মরীরোগ—চলতি কথায় যাহাকে পাথুরী রোগ বলে। কণ্টিকারী ও বৃহতী মূলের ছাল মিলিত দেড়শো গ্রাম, দধি সহ বাটিয়া সপ্তাহকাল সেবন করিলে অশ্মরী আরোগ্য হয়।

গোক্ষুর—Tribulus terrestris

প্রস্রাবকষ্টে—গোক্ষুর সিদ্ধজল বা গোক্ষুর ভিজান জল সেবনে প্রস্রাব সরল করে।

আমবাতে—গোক্ষুর ও শুণ্ঠীর ক্বাথ প্রাতে সেবন করিলে আমবাতাশ্রিত কটিশূল প্রনষ্ট হয়। (চক্রদত্ত)

রক্তপ্রস্রাবে এবং অশ্মরীতে—গব্য দুগ্ধ ও জলসহ সিদ্ধ গোক্ষুরের ক্বাথ রক্তপ্রস্রাবে এবং অশ্মরী রোগে উপকারী।

এড়ণ্ড—Recinus communis

কোষ্ঠবদ্ধতায়—দুধের সহিত এরণ্ডমূল সিদ্ধ করিয়া পান করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়।

স্তন্য বৃদ্ধি করিতে এবং ঋতুস্রাব পরিষ্কার করিতে—এড়ণ্ডের কচিপাতা দুধের সহিত সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ সেবন করিলে স্তন্য বৃদ্ধি হয় এবং ঋতুস্রাব পরিষ্কার করে।

বাধক বেদনা—এডণ্ড মূলের কাথে দেড গ্রাম মেথীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উপকার হয়। বেদনা আশু নিবারিত হয়।

অর্ক বা আকন্দ

সুশ্রুতে—আকন্দ দুই প্রকার বলা হইয়াছে। শ্বেত ও রক্ত। শ্বেত আকন্দের নাম অলর্ক Calotropis procera। রক্ত আকন্দের নাম অর্ক Calotropis gigantea। দুই প্রকার আকন্দই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

শ্বাসকষ্টে—যবের ছাতুকে আকন্দ আঠায় সাতবার ভাবনা দিয়া সিকি গ্রাম মাত্রায় মধু সহ সেবনে শ্বাসকষ্ট প্রশমিত হয়।

গ্রন্থিবাতে—আকন্দ পাতা গরম করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে গেঁটে বাতের ব্যথা কমে।

শ্লীপদে ও কুরণ্ডে—আকন্দ মূলের ছাল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে গোদ ও কুরণ্ডের ফোলা বিলীন হয়।

বৃশ্চিক দংশনে—আকন্দের আঠা দংশনের স্থানে লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

কুকুর দংশনজনিত বিষে—কৃষ্ণ তিল ২৪ গ্রাম, ইক্ষুগুড় চব্বিশ গ্রাম, আকন্দের আঠা এক গ্রাম হইতে দুইগ্রাম মাত্রায় সেবন করাইতে সুশ্রুত উপদেশ দিয়াছেন।

প্লীহা বৃদ্ধিতে—শুষ্ক আকন্দ সৈন্ধব লবণ সহ মাটির পাত্রে ভস্ম করিয়া ঐ ভস্ম দধির মাতের সহিত সেবন করাইলে প্লীহা কোমল হইয়া স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয়। (ভাব প্রকাশ)। মাত্রা এক গ্রাম। দিনে দুই তিন বার সেব্য। প্লীহারোগে অর্ক লবণ একটি বিখ্যাত ঔষধ।

অস্তমূল

অস্তমূল দক্ষিণ ভারতে ব্যবহৃত একটি ভেষজ। বঙ্গদেশেও গাছটি জন্মে। প্রাচীন পুঁথিতে এ গাছটির (অস্তমূলের) কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

অস্তমূলের পাতা শ্বাসরোগে ব্যবহার করিয়া উপকার পাওয়া যায়। একটি পাতা (বড় হইলে আধখানা পাতা) সকালে খালিপেটে চিবাইয়া খাইতে হয়। দিনে দুই বারও দেওয়া যায়। বেশী খাইলে কাহারও কাহারও একটু বমি ভাব আসিতে পারে। কোন কোন

চিকিৎসক পাতার চূর্ণ দুই রতি মাত্রায় জলসহ ব্যবহার করেন। অন্তমূলের ল্যাটিন নাম Tylophora asthmatica বা Tylophora indica।

ধুস্তুর (ধুতুরা)—Datura fastuosa

কর্ণমূলশোথে ও গালগলা ফুলায়—ধুতুরা পাতার রসে সমুদ্রফেন চার গ্রাম, মুসব্বর চার গ্রাম, আফিম্ একশো পঁচিশ মিলিগ্রাম মিশাইয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়।

স্তনের বেদনায় ও ফুলায়—হলুদবাটা ধুতরা পত্রের রসে মিলাইয়া লেপ প্রদিলে স্তনের বেদনার ও ফুলার উপশম হয়।

মাথার উকুনে—ধুতুরা পাতার রস মাথায় মাখিলে উকুন মরে।

উন্মাদে—ধুস্তুর বীজ বিভিন্নভাবে উন্মাদ রোগীকে ব্যবহার করান হয়।

বাসক—Adhatoda vasica : Justicia adhatoda

রক্তপিত্তে, শ্বাসে এবং কাশ রোগেই বাসকের প্রধান ব্যবহার।

সর্দিকাশিতে আট/দশটি বাসক পাতা চার/পাঁচটি গোলমরিচ এবং মিশ্রিসহ জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ কাথ সেবন করিলে সর্দিকাশি আরোগ্য হয়।

ক্ষয়রোগে—বাসক ছালের কাথে অর্জুনছাল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্ষয় নিবারণ হয়।

গাত্র দৌর্গন্ধে—বাসক পত্রের রসে শঙ্খ ভস্ম চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন করিলে গায়ের দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয়। (ভাব প্রকাশ)

পর্পট (ক্ষেৎপাপড়া)—Oldenlandia herbacea : O biflora Oldenlandia corymbosa

অতিসারে—ক্ষেৎপাপড়া ও মুথা সিদ্ধ জল সেবন করিলে অতিসার নিবৃত্ত হয়।

জ্বরে তৃষ্ণা ও বমি থাকিলে ক্ষেৎপাপড়া সিদ্ধজল পান করিলে তৃষ্ণা ও বমি উভয়েই কমে।

শরীর জ্বালায়—জ্বরে শরীরে অধিক জ্বালা হইলে, ক্ষেৎপাপড়া সিদ্ধ জলে শরীর মোছাইয়া দিলে এবং ঐ জল অল্প অল্প খাইতে দিলে জ্বালার শান্তি হয়।

নিম

ধন্বন্তরী নিঘণ্টুতে তিন প্রকার নিমের নাম পাওয়া যায়। (১) নিম্ব বা গ্রাম্য নিম, (২) মহানিম্ব বা ঘোড়া নিম, (৩) কৈড়ৰ নিম। কৈড়র্ব নিম, Alianthus excelsa মহানিম্বেরই প্রকার ভেদ। উহাদের বোটানিক্যাল নাম যথাক্রমে : (১) Azadirachta indica। (২) Melia azedarach। কেহ কেহ চার প্রকার নিম্বের উল্লেখ করিয়াছেন, (৪) ভূনিম্বকেও নিম্ব পর্যায়ে ধরিয়াছেন। কিন্তু ভূনিম্বকে চলতি

কথায় চিরতা বলা হয়। যাহার বোটানিক্যাল নাম Swertia chirata। ঔষধার্থে নিম ও ঘোড়া নিমের গুণ প্রায় কাছাকাছি। বঙ্গদেশে নিম বা গ্রাম্য নিমেরই সাধারণতঃ ব্যবহার হয়।

ফোড়া ফাটাইতে—নিমপাতা বাটিয়া ঘৃতযুক্ত করিয়া ফোড়ার উপর লাগাইলে ফোড়া ফাটিয়া যায়।

মাথার উকুনে—নিমফুল বাটিয়া মাথায় মাখিলে উকুন মরিয়া যায়।

ক্রিমিতে—নিমপাতার রস পান করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

দাঁতের ক্ষতে বা দাঁতের গোড়ায় ক্ষতে (পাইওরিয়া)—নিমফুল জলে সিদ্ধ করিয়া কুলি করিলে মাড়ির ঘা ও দাঁতের গোড়ার পুঁজপড়া বন্ধ হয় এবং দাঁত শক্ত হয়।

ঋতুস্রাবের অল্পতায়—নিমগাছের মূলের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ ক্বাথ পান করিলে স্ত্রীলোকের ঋতুস্রাব পরিষ্কার হয়।

নিমের তৈল দুই প্রকারের হয়: (১) নিমফলের বজ ঘানিতে ভাঙিয়া তাহার তৈল, (২) নিমপাতার রস বা ক্বাথ তিল তেলে জ্বাল দিয়া সেই তৈল।

পলিত্ব অর্থাৎ অকালে চুল পাকিলে নিম ফলের তেলের নস্য দিনে সাত-আট বার করিয়া কিছুদিন ব্যবহার করিলে উপকার হয় অর্থাৎ চুল-পাকা বন্ধ হয়।

কামলায়—নিমপাতার রস কামলা রোগেও খুব উপকারী।

চুলকানি, পাঁচড়া, বাতরক্ত, কুষ্ঠ ইত্যাদি রোগে নিম অতুলনীয় মহৌষধ।

পারিভদ্র (পালতে মাদার)—Erythrina indica, E. Corallodendron E. Variegata।

পারিভদ্রের পাতা **ক্রিমিরোগে** ব্যবহৃত হয়।

শিশু, বালক বা পূর্ণবয়স্ক সকলকেই বয়স অনুযায়ী মাত্রায় খাওয়ান যায়। ক্রিমি নাশক ঔষধের সহপান হিসাবেও পারিভদ্র পত্রের রস ব্যবহৃত হয়।

অববাহুক রোগে পারিভদ্র মূলের ছালের রস বা সিদ্ধজল নাসিকা দ্বারা পান করতে হয়, এইরূপ একমাস কাল ব্যবহার করিলে অববাহুক আরোগ্য হয় এবং বাহু দৃঢ় হয়। (চক্রদত্ত)

শোভাঞ্জন (সজিনা, সিগ্রু)—Hyperanthera moringa, Moringa pterygosperm।

বাতরক্তে—সজিনাছাল ও বরুণছাল সম পরিমাণে লইয়া কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্ত আক্রান্ত অঙ্গের বেদনা প্রশমিত হয়। ইহা সিদ্ধ যোগ।

বিদ্রধীতে—সজিনামূলের রস মধুর সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে অপক্ক বিদ্রধী বিলীন হইয়া যায়। (চক্রদত্ত)

জ্বর ও বসন্তের প্রতিষেধক—হিসাবে সজিনার ব্যবহার আছে। সজিনা ডাঁটা খাদ্যের সঙ্গে ব্যবহার করিলে বসন্তের ভয় থাকে না—এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে।

বাতের বেদনায়—আদা ও সজিনাছালের রস এক চামচ সেবন করিলে বেদনা কমে।

রক্তচাপের আধিক্যে—শ্লেষ্মাপ্রধান বা মেদপ্রধান শরীরে রক্তের উচ্চচাপ (হাইব্লাড-প্রেসার) থাকিলে সজিনা পাতার ফাণ্ট বা ক্বাথ কিছুদিন সেবন করিলে খুব উপকার হয়। রক্তচাপ কমিয়া আসে।

সিন্দুবার (নিসিন্দা) **শ্বেতপুষ্পী**—(Vitex trifolia) **নীলপুষ্পী**—(Vitex Negunda)

সর্দিকাশিতে—নিয়ত সর্দিকাশিতে, শুষ্ক নিসিন্দা পাতা চা-এর মতো ভিজাইয়া খাইলে বিশেষ উপকার হয়।

কফজ শিরোরোগে—নিসিন্দার রস ও আদার রস দুই চামচ, মধুসহ সেবন করাইলে মাথার যন্ত্রণা কমে এবং পুনঃ কপালে সঞ্চিত শ্লেষ্মা তরল হইয়া নির্গত হয়। নব্যমতের সাইনোসাইটিস্ নামক ব্যাধিতে নিসিন্দা খুব উপকারী ঔষধ।

কান পাকায়—নিসিন্দার রস গরম করিয়া কানে দিলে পুঁজ পড়া বন্ধ হয় এবং ঐ পাতা কাপড়ের পুঁটলীতে লইয়া কানে গরম সেঁক দিলে কানের ব্যথা কমে।

কুটজ (কুড়চি)—Holarrhena antidysenterica

শাদা কুড়চি, বঙ্গদেশে এই কুড়চিই ব্যবহৃত হয়।

আমাশয়ের—যে কোন অবস্থায় বিশেষতঃ রক্ত থাকিলে কুড়চি খুব উপকারী ঔষধ।

প্রবাহিকায়—কুড়চি ও বেলশুঁঠচূর্ণ দেড় গ্রাম, দিনে দুই-তিন বার সেবন করিলে প্রবাহিকা আরোগ্য হয়।

অম্লপিত্তে—কুড়চিছাল ভিজানো জল অম্লপিত্তে খুব উপকারী।

ম্যালরিয়াজ্বরে—কুড়চি ছালের ক্বাথ এককভাবে, অথবা নাটাকরঞ্জের শাঁসচূর্ণের (Caesalpinia bonducella) অর্ধ হইতে এক গ্রামের সহিত সেবন করিলে ম্যালেরিয়া জ্বর প্রশমিত হয় এবং প্লীহা যকৃতের বৃদ্ধিও প্রশমিত হয়।

বেড়েলা—(Sida cordifolia, Sida spinosa)

অববাহুক রোগে—বেড়েলা মূলের ক্বাথ নাস্য পান করিলে অববাহুক আরোগ্য হয়। যে রোগে বাহু উপরে তুলিতে গেলে কাঁধের কাছে বেদনা লাগে, তাহাকে অববাহুক বলে।

অর্দিতরোগে—(বাতে মুখ বেঁকিয়া যাওয়া) যাহাকে নব্য মতে ফেসিয়াল প্যারালিসিস্ বলে, বেড়লা মূলের ক্ষীরপাক কিছুদিন সেবন করিলে বাতজ অর্দিতে খুব উপকার হয়।

আগুনে পোড়ার যন্ত্রণায়—বেড়েলা পাতার রস লাগাইলে যন্ত্রণা নিবৃত্ত হয়।

কাটিয়া গেলে—বেড়েলা পাতার রস লাগাইলে রক্ত পড়া বন্ধ হয় এবং বেদনা থাকে না।

মুখের স্বাদ লবণাক্ত এবং কফলবণাক্ত স্বাদের—এই অবস্থায় বেড়ালার রস বা কাথ কিংবা বেড়েলা চূর্ণ কয়েকদিন সেবন করিলে এই অবস্থাটা কাটিয়া যায়।

কার্পাস (কার্পাস)—Gossypiun herbaceum

মূত্রকৃচ্ছ্রে—কার্পাস পাতার রস বারো গ্রাম ও দুগ্ধ ষাট গ্রাম একত্রে সেবন করিলে প্রস্রাব সরল হয়।

উদরাময় রোগে—কার্পাস পাতার রস এক চামচ, মুথার রস এক চামচ মধুর সহিত খাওয়াইলে উদরাময়ে বেশ সুফল পাওয়া যায়। কার্পাস পাতার রস প্রসূতির স্তনদুগ্ধ বর্ধক।

দূর্বা—(Cyncdon dactylon / Parcium dactylon)

নাক দিয়া রক্ত পড়ায়—দূর্বার রসের নস্য লইলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

কাটাস্থানে রক্ত পড়ায়—দূর্বা ছেঁচিয়া লাগাইলে রক্ত পড়া বন্ধ হয় এবং কাটাস্থান জুড়িয়া যায়।

অতি রজঃস্রাবে—দূর্বার রস বারো গ্রাম, মধুসহ সেবন করিলে স্রাব কমিয়া ক্রমে বন্ধ হইয়া আসে।

অরজস্কায় এবং রজোকৃচ্ছ্রেঃ—দূর্বামূল চূর্ণ এক গ্রাম, আতপ চাউলের গুঁড়া ত্রিশ গ্রাম একত্রে করিয়া সেবন করিতে হইবে। এইরূপ এক সপ্তাহ সেবন করিলে অরজস্কার রজোস্রাব দেখা দেয় এবং রজোকৃচ্ছ্র মাসিক স্রাব পরিষ্কার হইয়া যায়। উপরোক্ত যোগটি দ্বারা পিষ্টক (পিঠা) প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলেও সমানই ফলপ্রদ হয়।

শতাবরী (শতমূল)—Asparagus racemosus

বায়ুরোগে—শতমূলীর রস দুই চামচ, মিশ্রির সহিত কিছুদিন সেবন করিলে বায়ু প্রশমিত হয়।

পিত্তজ শূল বেদনায়—শতমূলীর রস মধুসহ কিছুদিন সেবন করিলে খুব উপকার হয়।

রক্ত প্রস্রাবে—কাঁচা শতমূলী বার গ্রাম, গোক্ষুর বার গ্রাম, জল তিন শত পঁচাত্তর মিলিলিটার, দুধ এক শত পঁচিশ মিলিলিটার, মৃদু জ্বাল দিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া পান করিলে প্রস্রাব দ্বার হইতে বেদনার সহিত রক্তস্রাব নিবৃত্তি পায়। (চরক)

স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি করিতে—শতমূলীর রস চব্বিশ গ্রাম দুধ ও চিনি সহ সেবন করাইলে প্রসূতির স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

বাতজ উন্মাদে—বাতজ উন্মাদে শতমূলীর রস হিতকর। নব্যমতে—শতমূলী পুষ্টিকর, বলদায়ক, স্তন্য বর্ধক, শুক্রক্ষয়জ দৌর্বল্যে ইহা উপকারী।

অশ্বগন্ধা—(Wi hania somnifera)

দুর্বলতায় ও কৃশতায়—ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত অশ্বগন্ধাচূর্ণ এক গ্রাম হইতে দেড় গ্রাম মাত্রায় কিছুদিন সেবন করিলে দুর্বল ব্যক্তি সবল হয়, এবং কৃশব্যক্তি স্থূলতা প্রাপ্ত হয়।

গর্ভসঞ্চারে—চক্রদত্ত অশ্বগন্ধাকে গর্ভপ্রদ বলিয়াছেন, ক্ষীর পাক বিধি অনুসারে অশ্বগন্ধার ক্বাথে গব্যঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে গর্ভসঞ্চার হয়। (চক্রঃ যোনি ব্যাপৎ)। ক্ষীর পাক বিধি—দুগ্ধ ও তাহার চতুর্গুণ জলসহ কোন ঔষধ জাল দিয়া জল শুকাইয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লওয়া।

অনিদ্রায়—অশ্বগন্ধাচূর্ণ চিনি ও গব্যঘৃত সহ লেহন করিলে নষ্ট-নিদ্রের নিদ্রালাভ হয়। ইহা পরীক্ষাসিদ্ধ (বঙ্গসেন)

পাঠা (আকনাদি)—Clypea hernerdif .lia

গ্রন্থীভূত শুক্রে—শুক্রগ্রন্থিভূত হইলে সেই শুক্র দ্বারা গর্ভসঞ্চার হয় না। এইরূপ স্থলে সুশ্রুত আকনাদি মূলের ক্বাথ পান করাইতে বলিয়াছেন।

শুক্রাশ্মরীতে—আকনাদির ক্বাথ শুক্রাশ্মরীতে হিতকর।

অন্তঃ বিদ্রধীতে—আকনাদির মূল পেষণ করিয়া চাউল ধোওয়া জলের সহিত সেবনীয়।

ইন্দ্রবারুণী (রাখালশশা—মাখনা)—Citrallus colocynthis

দেহের কোথাও কাঁটা ফুটিলে—রাখালশশার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে কাঁটা বাহির হয়।

লিঙ্গ শৈথিল্যে—পুরুষাঙ্গের দুর্বলতায় রাখালশশা—মূল বাটিয়া পুরুষাঙ্গে প্রলেপ দিলে দুর্বলতা দূরীভূত হয়।

অপমার্গ (আপাং)—Achyranthes aspera

শিরোরোগে—আপাং বীজ চূর্ণের নস্য লইলে শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

অনিদ্রায়—আপাংয়ের ক্বাথ ষাট গ্রাম আন্দাজ পান করিলে সুনিদ্রা হয়।

কাটাঘায়ে—আপাং পাতার রস কাটা স্থানে লাগাইলে রক্ত পড়া বন্ধ করে এবং ঘা ক্রমে শুকাইয়া আসে।

কেশের বর্ণতায়—আপাং মূল বাটিয়া মাথায় রাখিলে চুল কালো এবং ঘন হয়।

কোকিলাক্ষ (কুলেখাড়া)—**Hygrophilla spinosa ; Astercantha longifolia**
অনিদ্রায়, পাণ্ডুরোগে, রক্তাল্পতায় ও যকৃৎদোষে কুলেখাড়ার রস উপকারী।

শুক্রহীনতায়—কুলেখাড়ার বীজ এককভাবে অথবা অন্যান্য শুক্রবর্ধক ঔষধের সহিত মিলিতভাবে ব্যবহার করিলে ক্ষীণ শুক্রের বৃদ্ধি হয় এবং তরল শুক্র গাঢ় হয়।

অনন্ত মূল—(Hemidesmus indicus)

শ্যামালতা—(Ichnocarpus frutescens)

অনন্তমূল এবং শ্যামালতা (সারিবাদ্বয়) উভয়ই পিত্তনাশক এবং রক্তশোধক। ব্রণশোধনে, বাতব্যাধিতে, অব্রণশুক্র নামক নেত্ররোগে ইহার ব্যবহারের উল্লেখ আছে। নব্যমতে সারিবার শীত কষায় মূত্রকারক, ঘর্মকারক এবং যকৃতের পিত্ত নিঃসরণ ক্রিয়ার সমতাকারক বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

ঘৃতকুমারী—(Aloe vera, Aloe indica)

অগ্নিদগ্ধে—অগ্নিদগ্ধ স্থানে ঘৃতকুমারীর শাঁস লাগাইলে জ্বালা কমে ও ফোস্কা পড়ে না।

শুক্র তারল্যে—ঘৃতকুমারীর শাঁস শুক্র তারল্য রোগে পল্লী অঞ্চলের চিকিৎসকেরা খাইতে দেন এবং রোগীর উপকারও হয়।

মাথাধরায়—ঘৃতকুমারীর শাঁস তালুতে লাগাইলে মাথার জ্বালা, মাথাধরা ও মাথার গরমভাব প্রশমিত হয়।

পুনর্নবা—(Trianthema monogyna)

শোথে, হাত পা ফোলায়, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং রক্তপ্রদরে পুনর্নবা খুব ফলপ্রদ ভেষজ। পুনর্নবার রস দুই চামচ দিনে দুই তিনবার মধুসহ কিছুদিন সেবন করিলে উপরিউক্ত যে কোন ব্যাধিতে বেশ ভাল কাজ হয়।

মূষিক দংশন জনিত বিষে—পুনর্নবা মূল চূর্ণ অর্ধগ্রাম, মধুসহ সেবনের উপদেশ সুশ্রুতের কল্পস্থানে আছে।

রসায়নার্থে—পুনর্নবা মূল উপযুক্ত মাত্রায় গব্যদুগ্ধে বাটিয়া তিন মাস হইতে এক বৎসর কাল সেবন করিলে জীর্ণ ব্যক্তিও পুনর্নবতা প্রাপ্ত হয়। (বৃন্দ)

অনিদ্রায়—পুনর্নবার কাথ অথবা রস কয়েকদিন সেবন করিলে অনিদ্রা রোগ দূর হয়।

ভৃঙ্গরাজ—(Wedelia calendulacea)

অম্লশূল রোগে—ভৃঙ্গরাজের রস দু চামচ সামান্য সৈন্ধব সহ সেবন করিলে শূলরোগে উপকার হয়।

নেত্ররোগে—আমলকী চূর্ণ ভৃঙ্গরাজের রসসহ সেবন করিলে দৃষ্টিশক্তি উন্নত হয় এবং দৃষ্টি বিভ্রম জনিত মাথাধরা ভাল হয়।

বমনরোগে—আমলকী চূর্ণ ও ভৃঙ্গরাজের রস মধুসহ অথবা ভৃঙ্গরাজ পাতাচূর্ণ অর্ধগ্রাম মধুসহ সেবন করিলে বমি ও মাথাঘোরা কমে।

সুর্যাবর্তরোগে—যে মাথাধরা রোগ সূর্যের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ও বৃদ্ধি পায় এবং সমস্ত দিন যন্ত্রণা থাকে, সূর্যাস্তের পর বেদনার নিবৃত্তি হয়, তাহাকে সূর্যাবর্ত শিরোরোগ বলে। এই রোগে ছাগী দুগ্ধ ও ভৃঙ্গরাজের রস সমান মাত্রায় মিলাইয়া নস্য নিলে উপকার হয়।

কৃষ্ণতিল দুধে বাটিয়া কপালে প্রলেপ দিলেও সূর্যাবর্ত রোগ উপশমিত হয়।

প্রসারণী (গন্ধভাদুলে বা গাঁদাল পাতা)—Paederia foetida

আমশয়ে—গাঁদাল পাতার রস অথবা গাঁদাল সিদ্ধ জল হিতকর। তিন চামচ গাঁদালের রস একক ভাবে অথবা থানকুনীর রস দুই তিন চামচের সহিত গরম লোহা সেঁকা দিয়া, দিনে দুই তিনবার সেবন করাইলে আমাশয় ও রক্তামাশয় রোগ সারে।

পক্ষাঘাতে, আমবাতে, বাতের বেদনায়, প্রসারণীর রস সেবন এবং প্রসারণীর স্বরস ও কল্ক দ্বারা পাক করা তৈল মর্দন খুব উপকারী।

কাকমাচী—(Solanum nigrum : Solanum rubrum)

প্লীহা, যকৃৎ বৃদ্ধিতে, মূত্রাশয়ের পীড়ায় এবং হৃদ্‌রোগে কাকমাচীর রস দুই চামচ, মধুসহ সেবনে ভাল ফল হয়।

সোরিয়াসিস্ নামক চর্মরোগে কাকমাচীর রস সেবনে এবং স্থানীয় প্রয়োগে রোগটি ক্রমে সারিয়া যায়।

কুষ্ঠরোগে—চরক কুষ্ঠরোগে কাকমাচী বাটিয়া কুষ্ঠস্থানে প্রলেপ দিতে বলিয়াছেন। (চিঃ)

কাকমাচী নিদ্রাকারক।

হংসপদী (গোয়ালেলতা)—Adiantum Capillus veneris

বিছার কামড়ে ও মাকড়সার বিষে—গোয়ালেলতার পাতার রসের স্থানীয় প্রয়োগে যন্ত্রণা কমে। তিন চার বার লাগাইতে হয়।

রক্তক্ষরণে—কাটিয়া গিয়া রক্ত ক্ষরণ হইতে থাকিলে গোয়ালেলতার পাতা ঐ স্থানে লাগাইলে রক্তপড়া বন্ধ হয় এবং কাটা স্থান শীঘ্র জোড়া লাগে।

পচাঘায়ে- গোয়ালেপাতা কয়েকদিন লাগাইলে ঘা পরিষ্কার হইয়া যায় এবং শীঘ্র শুকায়।

ভূম্যামলকী—(Phyllanthus niruri)

কামলায়—ভুঁই-আমলার রস তিন চার চামচ হিসাবে দিনে দুই-তিন বার খাওয়াইলে অল্প দিনেই কামলায় উপকার পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মী ও মণ্ডুকপর্ণী। ব্রাহ্মী—(He pes'ismonr iera)

মণ্ডুক পর্ণী ও থ নকুনী (Hydrocotyle asiatica)

ব্রাহ্মী ও থানকুনী প্রায় সমগুণ সম্পন্ন। বঙ্গের বাহিরে বহুস্থানে ব্রাহ্মী বলিতে থানকুনীর ব্যবহার হয়।

স্বরভঙ্গে—ব্রাহ্মীশাক ঘৃত ভাজিয়া খাইলে কণ্ঠস্বর উন্নত হয়।

স্মৃতি বর্ধনে—প্রত্যহ প্রাতঃকালে ব্রাহ্মীশাকের রস দুই চামচ চিনি সহ খাইয়া দুগ্ধ পান করিলে স্মৃতিশক্তি বর্ধিত হয়।

উন্মাদরোগ ও হিষ্টিরিয়া ফিটে—ব্রাহ্মীশাকের রস চার-পাঁচ চামচ, বচচূর্ণ অর্ধ গ্রাম, মধুসহ কিছুদিন খাইলে খুব উপকার হয়।

আমাশয়ে—থানকুনীর রস খালিপেটে কিছুদিন খাইলে আমাশয়জনিত পেটের রোগ ভাল হয়।

ব্লাডপ্রেসারে—ঊর্ধ্বগামী রক্তচাপে সকালে ও সন্ধ্যায় দুই-তিন চামচ থানকুনীর রস সেবন করিলে খুব ফলদায়ক হয়।

তোৎলামী বা বাক্যের অস্পষ্টতায়—বচচূর্ণ সহ থানকুনীর রস দুই-তিন চামচ দীর্ঘদিন খাইলে তোৎলামী বা বাক্যের জড়তা নষ্ট হয়।

নখকুনিতে—থানকুনী পাতা গরম করিয়া চকচকে পিঠ নখের বা আঙুলের উপর স্থাপন করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে দুই তিন দিনেই নখকুনী আরোগ্য হয়।

পুষ্পবর্গ

কমলম্ (পদ্ম)—Nymphea s'ellatta

দাহে—পদ্মডাঁটার রস চার গ্রাম মাত্রায় চিনিসহ সেবন করাইলে রোগীর দেহের জ্বালার উপশম হয়।

বিস্ফোট এবং তৃষ্ণায়—মৃণালের রস চিনির সরবতের সহিত মিশাইয়া খাইলে বিস্ফোটকগুলি বসিয়া যায়, তৃষ্ণা নিবারণ হয়।

শুক্রহীনতায় (যাহাকে নব্য বিজ্ঞান ওলিগোস্পার্ম বলে)—পদ্মকেশর দুই গ্রাম মধু সহ দিনে তিনবার করিয়া কিছুদিন সেবন করিলেই শুক্রের উন্নতি হয়।

দুর্বলতায়—পদ্মবীজের চূর্ণ দুই গ্রাম মাত্রায় চিনি সহ কিছুদিন সেবন করিলে দুর্বলতা দূর হয়।

গর্ভস্রাবে—বিশেষতঃ যাহাদের গর্ভপাত হইবার আশঙ্কা থাকে (Habitual abortion, হ্যাবিচুয়েল এবরশন্) পদ্মবীজ চূর্ণ দুই গ্রাম মধু সহ কিছুদিন সেবন করিলে এই আশঙ্কাটি দূর হয়। ইহা সঞ্চিত গর্ভের স্থাপন করে ও রক্তস্রাব বন্ধ করে।

স্থল কমলম্ (স্থলপদ্ম)—Jussi. ea suffiu iccsa

মূত্রাঘাত ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে স্থলপদ্মের রস দুই গ্রাম চিনির সহিত সেবন করিলে মূত্রাঘাতে মূত্রের নির্গমন সরল করে এবং মূত্রকৃচ্ছ্রে মূত্রত্যাগ করে যন্ত্রনার উপশম হয়।

কুমুদম্ (এবং কহ্লার, সাপলা)—Nymphaea alba

পিত্তপ্রকোপজনিত দাহে, গাত্রসন্তাপে, পিপাসায় এবং বমনে কুমুদ ও কহ্লারের রস চিনি সহ খুব উপকারী।

মানসিক অবসাদে—কহ্লার বা হেলা ফুলের পাপড়ী শুষ্ক দুই গ্রাম, মধু সহ দিনে দুই-তিন বার করিয়া সেবন করিলে মানসিক অবসাদ দূর হয়।

রক্তপ্রদরে—ইহার কাথ রক্ত বন্ধ করে।

শতপত্রী (শ্বেত গোলাপ)—Rosa ce itifolia

ত্বকের রুক্ষতায় ও শুষ্কতায়—ফুলের রস বা কাথ প্রত্যহ চার গ্রাম আন্দাজ সেবন করিলে ত্বকের রুক্ষভাব ও শুষ্কতা দূর হইয়া দেহ মসৃণ হয়।

বাসন্তী (নবমল্লিকা)—Jasmi um augustifolium

বিসর্পরোগে—নবমল্লিকার পাতা ও কাঁচা হলুদ সমান মাত্রায় শিলে বাটিয়া ব্যাধিস্থানে লাগাইলে রোগের উপশম হয়।

জাতী, স্বর্ণজাতী (চামেলী)—Jasminum grandiflorum

নেত্রের অভিষ্যন্দে—চামেলী পাতার রস নেত্রে প্রয়োগ করিলে চোখের লালভাব প্রশমিত হয়।

মাথাধরায়—(শিরঃশূল) চামেলীফুল বাটিয়া কপালে লাগাইলে মাথাধরার উপশম হয়।

দন্তশূলে—দাঁতের গোড়ার ফোলা ও যন্ত্রণায় জাতীপত্রের কাথের কুলি করিলে বেদনা ও ফুলা কমে।

কড়া (Corn)—চামেলীগাছের পাতার রস লাগাইলে পায়ের কড়ার উপকার হয়।

চম্পক (চাঁপাফুল) Jasminum offici. ale [Michalia champaca]

ক্রিমিরোগে—চাঁপাগাছের পাতার রস (বয়স অনুসারে) এক হইতে তিন চামচ

এবং চুনের জল এক হইতে দুই চামচ মিশাইয়া খাওয়াইলে বালক ও পূর্ণ বয়স্কের ক্রিমি পড়িয়া যায়।

উকুনে—মাথায় উকুন হইলে চাঁপা গাছের পাতার রস মাথায় ভাল করিয়া লাগাইয়া একটি কাপড বাঁধিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ কয়েকদিন লাগাইলে মাথার উকুন মরিয়া যায়।

মূত্রকৃচ্ছ্রে—চাঁপাফুলের রস তিন চার চামচ করিয়া দিনে দুই-তিন বার খাওয়াইলে খুব সুফল পাওয়া যায়।

দদ্রুতে—চাঁপা গাছের পাতার রস ও সৈন্ধব লবণ মিশাইয়া দদ্রুতে লাগাইলে দাদ মরিয়া যায়।

বকুল (Minusops elengi)

চলদন্তে—বকুল ফল চর্বণ করিলে চলদন্ত অর্থাৎ নড়া দাঁত শক্ত হয়। বকুল গাছের ছালের কাথে কুল্লী করিলেও উক্ত রোগে অনুরূপ ফল পাওয়া যায়। (চক্রঃ)

ক্রিমিরোগে শুষ্ক বকুল ফুল তিন গ্রাম মাত্রায় শীতল জল সহ সকালে খালি পেটে একবার এবং রাত্রে শয়নকালে একবার সেবন করিলে উপকার পাওয়া যায়।

শ্বিত্রে ও ছুলিতে—বকুল ছালের সূক্ষ্ম চূর্ণ ঘর্ষণ করিলে উপকার হয়।

কদম্ব (Nauclea Kadamba/Anthccephalus codamba)

ব্রণে—কদম্ব পত্র বাঁধিয়া রাখিলে বহুদিনের পুরাতন ঘা পরিষ্কার হইয়া যায় এবং ক্রমে শুকায়।

একশিরাতে কদম্ব পত্র বাঁধিয়া রাখিলে একশিরার (নব্যমতে যাহাকে অর্কাইটিস্ বলে) ফুলা ও বেদনা প্রশমিত হয়।

কেতকী (কেয়াফুল) Pandanus odoratissimus

কাশিতে—কেতকী ফুলের চূর্ণ এক গ্রাম হইতে দেড গ্রাম মাত্রায় মধু সহ সেবন করিলে কাশির উপশম হয়।

নেত্রশোথে (Swelling of eyelids)—কেয়াফুলের নির্যাস লাগাইলে বর্ত্মশোথ প্রশমিত হয়।

মুখের কালোদাগে—কেয়াফুলের রেণু শ্বেতচন্দনের সহিত মিশাইয়া মুখে মাখিলে কালোদাগ চলিয়া যায় ও মুখমণ্ডল পরিষ্কার হয়।

সৈরেয় (ঝিণ্টি, ঝাঁটি)—Ba leria cristata

গাত্রের স্ফোটকে—ঝাঁটি পুষ্প চূর্ণ করিয়া তিন গ্রাম মাত্রায় শীতল জলের সহিত সেবন করিলে স্ফোটক কমিয়া যায়।

আক্ষেপে—ঝিণ্টি পুষ্প বাটিয়া তিল তেলে মিশাইয়া রোগীর গায় মাখাইলে আক্ষেপ কমিয়া যায়।

বৃশ্চিক দংশনে—ঝাঁটি ফুল বাটিয়া লাগাইলে বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণা কমিয়া যায়।

বলিত্বে—কেশ পাকিতে থাকিলে (যেখানে বায়ু প্রকুপিত হয় সেখানে) ঝাঁটি ফুল জলসহ বাটিয়া স্নানের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্বে কেশে মাখাইতে হয়। ইহা কেশের পক্ষে খুব হিতকর। অকালে পাকা রোধ করে।

দাঁতের মাড়ি হইতে অকারণে রক্ত পড়িলে ঝিণ্টি পাতার রস সৈন্ধব লবণসহ কবল ধারণ করিলে উপকার পাওয়া যায়।

কুন্দম্—(কুঁদফুল)—Jasminum pubescens

সর্দিকাশিতে—কুন্দফুলের রস চিনিসহ অথবা শুষ্কচূর্ণ এক হইতে দেড় গ্রাম মাত্রায় গরম জলসহ সেবন করিলে সর্দি ও কাশির উপশম হয়।

শিরঃশূল—রৌদ্র লাগিয়া মাথায় খুব যন্ত্রণা হইলে চার-পাঁচটি কুন্দফুল বাটিয়া চিনির সরবতে মিলাইয়া পান করিলে যন্ত্রণার উপশম হয়।

মরুবকঃ (মরুয়া ফুল)—Origanum marjorana

অগ্নিমান্দ্যে—মরুবক পাতার রস দুই গ্রাম আন্দাজ আহারের পূর্বে সেবন করিলে অগ্নিবল বৃদ্ধি হয়।

পেটভার বোধ হইলে—আহারের পরে পেটভার হইয়া থাকিলে পাঁচ-সাতটি মরুবকের পাতা লবণসহ চিবাইয়া খাইলে পেট হাল্কা হইয়া যায়।

অতিনিদ্রায়—কফাধিক্যের জন্য সর্বদা নিদ্রাচ্ছন্ন ভাব থাকিলে মরুয়া পাতার রস দেড় হইতে দুই গ্রাম চিনিসহ সেবন করিলে ঐ ভাবটি কাটিয়া যাইবে।

ওড্রপুষ্পম্ (জবা ফুল)—Hibiscus Rosa sinensis

কেশরঞ্জনে- জবা ফুলের রস চুলে লাগাইলে চুল খুব কালো হয়। চুলের গোড়া শক্ত হয়।

রজোবিকারে -যদি ঋতুস্রাব হইতে বিলম্ব ঘটে অথবা রজঃস্রাব খুব ক্ষীণ হয় কাঁজীর সহিত দু-তিনটি জবাফুল বাটিয়া কয়েকদিন সেবন করিলে এই অসুবিধাটি দূরীভূত হয়। (ভাত ভিজান জল অম্লীভূত হইলে কাঁজী হয়।)

অগস্তি— (বকফুল)—Sesbania grandiflora

অগস্তি ফুল পিত্ত ও কফনাশক।

প্রতিস্যায়ে—বকফুলের রস, পাতার কাথ অথবা বকফুল গাছের ছাল চূর্ণ তিন গ্রাম মাত্রায় গরম জলসহ দিনে দুইবার সেব্য।

রাত্র্যান্ধতায়—বকফুলের রস চোখে দিলে এবং বক ফুলের রসে প্রস্তুত ঘৃত সেবন করিলে রাত্র্যান্ধতায় উপকার হয়। আহারের পূর্বে ঐ ঘৃত চিনিসহ সেব্য। এই যে গটি সুশ্রুত এবং বাগভট উভয়েই ব্যবহারের উপদেশ দিয়াছেন। পল্লীগ্রামে বকফুল (রাত্র্যান্ধতায়) ঘৃতে ভাজিয়া ভাতের সঙ্গে খাওয়ার প্রচলন আছে।

গলশুণ্ডী রোগে (Tonsilli is)—অগস্তি পত্রের কাথের কুল্লী করিলে টন্সিলের লাল ভাব এবং ফুলা দুইয়েরই উপশম হয়। সেপটিক টন্সিলে এই কাথ কিছুদিন ব্যবহার করিলে উপকার হয়।

অপস্মারে—অগস্তি পত্রের রস এবং রসের ষোল ভাগের এক ভাগ মরিচচূর্ণ মিশাইয়া নস্যরূপে ব্যবহার করিলে অপস্মার রোগে খুব উপকার হয়। এটি হারীত সংহিতার উপদেশ।

আস্য-শাখোট (আস্‌শেওড়া)—Glycosmis pantaphylla

ক্রিমিতে—আসশেওড়া পাতার রস দুই চামচ চিনিসহ খাওয়াইলে কেঁচো ক্রিমি মরে। ক্রিমির জন্য পেটে খুব বেদনা হইলে আসশেওড়ার পাতা ছেঁচিয়া পেটে প্রলেপ দিলে ক্রিমির বেদনা কমে।

কামলায়—আসশেওড়ার পাতার রস অথবা ছালসিদ্ধ জল কয়েকদিন খাওয়াইলে প্রস্রাবের ও নেত্রের কামলাজনিত হরিদ্রাভাব কমিয়া যায়।

শূলরোগে—শূলরোগে বিশেষত. যেখানে পাকস্থলীর ক্ষতের জন্য শূলবেদনা ও বমি হয় (pep ic ulcer), সেখানে আসশেওড়া মূল চন্দনের ন্যায় ঘসিয়া মধুসহ কয়েকদিন সেবন করিলে উপকার হয়। ইহা ক্ষতরোপক।

তুলসী (Ocimum album, Ocimum sanctum)

তুলসী বায়ু ও কফনাশক কিন্তু একটু পিত্তবর্ধক। সর্দি-কাশিতে এবং নবজ্বরে তুলসী পাতার রস দুই চামচ, আট দশ ফোঁটা মধু সহ দিনে দুই তিনবার সেবনীয়।

নাক, কান ও গলার কফ বাতজ ব্যাধিতে—তুলসীর রস অতি উপকারী ঔষধ।

শিশুদের সর্দিতে—চার-পাঁচ ফোঁটা তুলসীর রস দুই তিন ফোঁটা মধুসহ সেবন করিলে সর্দির প্রবণতা হ্রাস পায়।

মূত্রাল্পতায় অথবা মূত্রত্যাগকালে লিঙ্গের বেদনার মতো অনুভূত হইলে তুলসী-পাতার রস দিনে তিন-চারবার (চার-পাঁচ চামচ প্রতিবারে), মধুসহ সেবন করিলে বেদনার ভাব কমে এবং প্রস্রাব সরল হয়।

শিশুদের হুপিংকাশে—তুলসীর মঞ্জরী বাটিয়া বা চূর্ণ করিয়া মধুসহ সেবন করাইলে উপকার হয়।

দদ্রুতে—সৈন্ধব লবণসহ তুলসীপাতার রস অথবা লেবুর রস ও তুলসীপাতার রস একত্রে দদ্রুস্থানে লাগাইলে দাদ কমে।

একজিমায়—শুষ্ক একজিমায় ত্বকের উপরে কাল দাগ হইয়া থাকে। ত্বক শুষ্ক হয় এবং চুলকায়। এইজাতীয় একজিমায় তুলসী পাতা ও (পান খাওয়ার) চুন একত্রে বাটিয়া কয়েকদিন প্রলেপ লাগাইলে খুব উপকার হয়। একটু ধৈর্য ধরিয়া এটি ব্যবহার করিলে একজিমা নিশ্চিহ্ন হয়।

বটাদিবর্গ

বট (Ficus indica)

শ্বেত প্রদরে—বট গাছের ছাল সিদ্ধ ক্বাথে এক গ্রাম লোধ চূর্ণ মিশাইয়া কিছুদিন সেবন করিলে শ্বেতপ্রদর প্রশমিত হয়।

মেচেতায়—বটের অঙ্কুর মসুর ডালের সহিত বাটিয়া মুখে মাখিলে মেচেতা বিনষ্ট হয়।

ধাতুদৌর্বল্যে—বটের আঠা সাত-আট ফোঁটা, বাতাসার ভেতরে ভরিয়া অথবা মিশ্রি চূর্ণের সহিত মিশাইয়া অন্ততঃ একুশ দিন সেবন করিলে শুক্রগাঢ় হয়।

অতিসারে—বটের কুঁড়ি আতপ চাউল ধোয়া জলের সহিত খাইলে অতিসার ভাল হয়।

বিদীর্ণত্বকে—হাত পায়ের চামড়া ফাটিয়া গেলে বটের আঠা যদি সেইসব স্থানে লাগানো যায় তবে ফাটা স্থান মসৃণ হয়।

অশ্বত্থ (Ficus religiosa)

বমনে—অশ্বত্থ গাছের শুষ্ক ছাল দগ্ধ করিয়া জলন্ত অবস্থায় একটি পাথর বাটিতে জল রাখিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল সেবন করিলে বমন বন্ধ হয়। (পরিষ্কার কার্পাস বস্ত্র দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম মধু সহ সেবন করিতে দিলে উৎকট বমি বন্ধ হয়।)

শ্বাসরোগে—অশ্বত্থ ছালচূর্ণ ও কুড়চূর্ণ মিলিত এক গ্রাম মাত্রায় দিনে দুইবার মধু সহ সেবন করিতে দিলে শ্বাস প্রশমিত হয়।

বিস্ফোটকে—সদ্য উত্থিত ফোঁড়াকে অশ্বত্থ পাতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে ফোঁড়া বসিয়া যায়।

উডুম্বর (Ficus glomerata)—যজ্ঞ ডুমুর

বৃক্ষত্বক, ফল এবং পত্র ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

তীক্ষ্ণাগ্নি প্রশমনার্থে—(যাহাদের মুহুর্মুহু ভোজন করিলেও একটু পরেই আবার পেটে ক্ষুধার ভাব হয় তাহাকে তীক্ষ্ণাগ্নি বলে।) তীক্ষ্ণাগ্নিতে যজ্ঞডুমুরের ত্বক নারী দুগ্ধের সহিত বাটিয়া সেবন করার কথা চক্রদত্ত বলিয়াছেন। যজ্ঞডুমুরের পত্রের কাথকে রসক্রিয়া পদ্ধতিতে গাঢ় করিয়া লইলে যে বস্তু হয় তাই "উডুম্বর সার" নামে প্রচলিত। ঐ উডুম্বসার বাহ্যিক প্রয়োগে ও সেবনে যে কোন প্রকার রক্তপাত বন্ধ করে এবং ক্ষত আরোগ্য করে।

রক্তপিত্তের রক্তবমনে—কাঁচা যজ্ঞডুমুর ফলের রস চিনি সহ পান করিলে উপকার হয়।

দাঁতের মাড়ী ফোলায়—উডুম্বর জলে গুলিয়া কুল্লী করিলে ফুলা কমে এবং বেদনার শান্তি হয়।

শিরীষ—(Minosa sirissa)

মুষিকবিষে—শিরীষের মূলের ছাল বাটিয়া মুষিক দংশনের স্থানে প্রলেপ দিলে এবং শিরিষ ছাল চূর্ণ এক গ্রাম হইতে দেড় গ্রাম মাত্রায় মধু অথবা জল সহ সেবন করিলে বিষক্রিয়া প্রশমিত হয়।

ঘর্মরোধে—যাহাদের বেশী ঘাম হয় তাঁহারা এক গ্রাম মাত্রায় শিরিষ ছাল চূর্ণ দিনে দুইবার করিয়া কিছুদিন সেবন করিবেন। এই দোষটি অনেক কমিয়া যাইবে।

অর্জুনঃ ককুভঃ (Terminalia arjun)

হৃদ্‌রোগে—আয়ুর্বেদে হৃদ্‌রোগের ব্যাপারে অর্জুন ছাল একটি অতি পরিচিত ঔষধ। ছালের চূর্ণ, ক্ষীরপাক, কাথ অথবা বিভিন্ন ঔষধের ভাবনা রূপে হৃদ্‌রোগে অর্জুন ছালের ব্যবহার আছে।

রক্তপিত্ত রোগে—চরক অর্জুন ছালের রস কাথ অথবা শুষ্ক অর্জুন ছাল ভিজানো জল রক্তপিত্ত রোগে ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। (চিঃ)

শুক্রমেহে—শ্বেত চন্দন ও অর্জুন ছাল সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ সেবনের উপদেশ দিয়াছেন সুশ্রুত (সুঃ চিঃ)।

ব্যঙ্গ বা মেচেতারোগে—মধুসহ অর্জুন ছাল বাটিয়া বা চন্দনের ন্যায় ঘসিয়া মেচেতার প্রলেপের উপদেশ বাগভটের চিকিৎসা স্থানে দেওয়া আছে। চক্রদত্ত হৃদ্‌রোগে গোদুগ্ধ সহ এবং রক্তাতিসারে ছাগদুগ্ধ সহ অর্জুন ছালের ক্ষীরপাক সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। অর্জুন ছাল রক্তরোধক রূপেও ব্যবহৃত হয়।

রোহিতক (রয়না)—Andersonia rohituka

প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধিতে—রোহিতক ছাল চূর্ণ দুই তিন গ্রাম মধু সহ অথবা ছাল সিদ্ধ জল, কিছুদিন সেবন করিলে যকৃৎ বা প্লীহা হ্রাস পায়।

কামলা রোগে—কামলা রোগে, যেখানে যকৃতের বিবৃদ্ধি থাকে সেখানে রয়না ছাল সিদ্ধ করিয়া বা চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিবার প্রচলন আয়ুর্বেদ চিকিৎসকদের মধ্যে দেখা যায়।

শ্বেতপ্রদরে—রোহিতক ছাল চূর্ণ এক গ্রাম, অথবা কাঁচা ছাল জল সহ বাটিয়া মধুসহ কিছুদিন সেবন করিলে শ্বেত প্রদর রোগে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

মেদোবৃদ্ধিতে—যাঁহারা মোটা, মেদবহুল যাঁহাদের দেহ, তাঁহাদের যদি কৃশ হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে রোহিতক ছাল চব্বিশ গ্রাম, জল আধলিটার, মাটির পাত্রে মৃদু অগ্নিতে জ্বাল দিয়া একশ পঁচিশ মিলিলিটার (আধপোয়া) আন্দাজ থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথটি সেবন করিবেন। এইভাবে দুই-তিন মাস ঔষধটি ব্যবহার করিলে অবশ্যই ফল লাভ হইবে।

বব্বুল (বাবলা) Acacia arabia, Minosa arabia

অতিসারে—আট দশটি বাবলার কচি পাতা বাটিয়া শীতল জলের সহিত সেবন করিলে অতিসার ভাল হয়।

উৎকাশিতে—(গলা খুস্ খুস্ করিয়া কাশি হওয়াকে উৎকাশি বলে) বাবলার শুষ্ক আঠা তালমিছরি সহ চুষিয়া খাইলে উৎকাশি কমিয়া যায়।

অস্থিভঙ্গে—অস্থি ভগ্ন হইলে অর্থাৎ কোন স্থানের হাড় ভাঙিয়া গেলে বাবলা ছাল চূর্ণ দেড় গ্রাম মাত্রায় মধু সহ সেবন করিলে ভগ্নাস্থির শীঘ্র সন্ধান হয় অর্থাৎ শীঘ্র জোড়া লাগে। এটি ভাবপ্রকাশের যোগ।

শুক্রতারল্যে—বাবলার আঠা গব্যঘৃতে একটু ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া, সেই চূর্ণ আট গ্রাম এবং চিনি দুই গ্রাম দুধসহ প্রত্যহ কিছুদিন সেবন করিলে শুক্র গাঢ় হয় এবং রতি ক্রিয়া ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

স্তনের ক্ষতে—দুগ্ধদান কালীন মায়ের স্তনে ক্ষত হইলে, বাবলা পাতা সিদ্ধ জল দিয়া ঐ ক্ষত ধৌত করিলে ক্ষতটি তাড়াতাড়ি শুকায়।

শুক্রমেহে—বাবলার আঠা ভিজান জল চিনিসহ খাইলে উপকার হয়।

পলাশ (Bu'ea frordosa)

ক্রিমিরোগে—পলাশ বীজের উপরের ত্বক ফেলিয়া দিয়া ঐ বীজ চূর্ণ ও যমানি সমভাবে মিশ্রিত করিয়া আধ গ্রাম মাত্রায় দিনে দুই-তিন বার চাউলের জলসহ কয়েকদিন সেবন করিলে অন্ত্রস্থ ক্রিমি মৃত অবস্থায় নির্গত হয়। কেঁচোক্রিমি (রাউণ্ড ওয়ারম্) ও ফিতাক্রিমি (টেপ্ ওয়ারম্) বিনষ্ট করিতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ।

পদ্মকণ্টকে, হার্পিসে এবং হাতে-পায়ের হাজায়—জল ঘাঁটিয়া মেয়েদের হাতে ও

পায়ে হাল্কা হয়। পলাশবীজ লেবুর রসে মর্দন করিয়া হাজায় লাগাইলে হাজার জ্বালা-যন্ত্রণা প্রশমিত হয় এবং হাজার ঘা সারে। তবে কিছুদিন জল লাগান বন্ধ রাখিতে হয়। পদ্মকণ্টকে ও লেবুর রসে বাটিয়া পলাশ বীজ লাগাইলে যন্ত্রণার উপশম হয় এবং কণ্টকগুলি ক্রমশঃ কমে। হার্পিস নামক রোগেও এই যোগটি খুব উপকারী।

পুত্র লাভার্থে—গর্ভের প্রত্যঙ্গ ব্যক্ত হইবার পূর্বে, অর্থাৎ গর্ভ গ্রহণের চার সপ্তাহ মধ্যে একটি কাঁচা পলাশ পত্র দুগ্ধে বাটিয়া গর্ভিনী সেবন করিলে বীর্যবান পুত্র প্রসূত হয়। এই যোগটি ভাবপ্রকাশের।

যোনির শিথিলতায়—পলাশবীজ ও যজ্ঞডুমুর তিল তৈলসহ মর্দন করিয়া যোনিতে প্রলেপ দিলে শিথিল যোনি দৃঢ় হয়। (বঙ্গসেন)

শাল্মলী (শিমুল)—Bombox malabarica

শাল্মলী তিন প্রকার পাওয়া যায়। (১) রক্তশিমুল বা রক্তপুষ্পশিমুল, (২) শ্বেত পুষ্প শিমুল এবং (৩) পীত পুষ্প কূট শিমুল। কূট শিমুল সাধারণতঃ পর্বতশৃঙ্গে জন্মে, বঙ্গদেশে রক্তপুষ্প শিমুলেরই প্রাচুর্য দেখা যায়, শিমুল রক্তপিত্ত নাশক।

রক্তপ্রদরে ও অতিরিক্ত রজঃস্রাবে—টাটকা শিমুল ফুল গব্যঘৃতে ভাজিয়া দেড় গ্রাম মাত্রায় অল্প সৈন্ধবের সহিত কয়েকদিন সেবন করিলে রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

শুক্রাল্পতায়—চারা শিমুল গাছের মূল শুক্রবর্ধক (হারীত)। চারা শিমুলের শিকড়ের রস দুই চামচ চিনিসহ অথবা শুষ্কচূর্ণ তিন গ্রাম মাত্রায় মধুসহ সেবন করিয়া দুগ্ধ অনুপান করিলে শুক্রাল্পতা রোগে খুব উপকার হয়। শিমুল শুক্রবৃদ্ধি করায়।

শ্বিত্র বা ধবল রোগে—শিমুল মূল ও আপাং বীজ সমান মাত্রায় লইয়া জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ধবলরোগে খুব উপকার দর্শায়।

শিমুলের কচিমূল—রসায়ন, সঙ্কোচক, স্নিগ্ধ ও ধাতুসাম্যকর। মূত্র যখন অতিরঞ্জিত হয় এবং ধারিয়া রাখিলে তলানি পড়ে, সেই অবস্থায় চারা শিমুল গাছের মূলের রস সেবন খুব হিতকর হয়। শিমুল গাছের আঠাকে মোচরস বলে।

বয়োব্রণ এবং ব্যঙ্গরোগে—বালক-বালিকাদের উঠতি বয়সে মুখে যে ব্রণ হয় তাকে বয়োব্রণ বলে। এই বয়োব্রণ রোগে এবং ব্যঙ্গরোগে অর্থাৎ মুখের মেচেতায়, শিমুল কাঁটা দুধের সহিত শিলায় ঘষিয়া চন্দনের মত করিয়া মুখে মাখিলে ব্রণ ও মেচেতার দাগ উঠিয়া যায়।

অর্শরোগে—শুষ্ক শিমুল ফুল পাঁচ গ্রাম, পোস্তদানা তিন গ্রাম, ছাগীদুধ আধ কাপ এবং জল চার কাপ একত্রে সিদ্ধ করিয়া এক কাপ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে ছাঁকিয়া নিয়া দুই-তিনবার সেবন করিলে অর্শের উপকার হয়।

গ্রন্থিস্ফীতিতে—শিমুল পাতা গরম করিয়া প্রলেপ দিলে গ্রান্থিস্ফীতি প্রশমিত হয়।

শিশুদের কোষ্ঠ কাঠিন্যে—শিমূল ফুল সিদ্ধ জল, প্রয়োজনানুরূপ মাত্রায় পান করাইলে শিশুদের স্বভাবজ কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর হয়।

শিশুদের অপুষ্টিজনিত কৃশতায়—শিমূলের আঠা অর্থাৎ মোচরসচূর্ণ সিকি গ্রাম মাত্রায় মধুসহ পান করাইলে শিশুর অপুষ্টিজনিত কৃশতা দূর হয়।

বরুণ - (Crataeva religiosa)

বরুণ অশ্মরীর (মূত্র থলিতে সঞ্চিত পাথুরীর) ভেদক এবং অশ্মরী-সঞ্চয়-নিবারক। বরুণ মূত্র প্রসাদক।

অশ্মরী রোগে—বরুণছালের কাথে এক গ্রাম মাত্রায় বরুণছালচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে খুব উপকার হয়।

গণ্ডমালা রোগে—গলদেশে মালার ন্যায় গ্রন্থিপুঞ্জের স্ফীতিকে গণ্ডমালা বলে। বরুণছালের কাথে মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে গণ্ডমালা প্রশমিত হয়।

শোথরোগে—বরুণছাল ও গোক্ষুর একত্রে কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে মূত্র সরল হইয়া শোথ কমিয়া যায়।

সপ্তপর্ণ (ছাতিম) – Echites scholaris

কুষ্ঠরোগে—কুষ্ঠরোগে ছাতিম ছালের কাথে স্নান এবং ঐ কাথ পান করার নির্দেশ চরকের কুষ্ঠ চিকিৎসায় দেওয়া আছে।

স্তন্যশোধনে—স্তন দুগ্ধ দূষিত হইলে এবং ঐ দুধ শিশু টানিয়া খাইলে, শিশুর স্তন্য দোষ জনিত নানা প্রকার অসুস্থতা দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে স্তন্য শোধনার্থ—গুলঞ্চ ও ছাতিম ছালের কাথ প্রসূতিকে পান করাইবার কথা চরক বলিয়াছেন।

দুষ্টব্রণে—দুষ্টব্রণের শোধন ও রোপণার্থে ছাতিম একটি খুব কার্যকরী ঔষধ। ছাতিমের আঠা দুষ্টব্রণে লাগাইলে খুব উপকার পাওয়া যায়। বিসর্প রোগেও ছাতিম খুব ফলদায়ক।

জীর্ণজ্বরে—জীর্ণজ্বরে, পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বরে অথবা প্লীহা যকৃৎ বৃদ্ধিজনিত জ্বরে ছাতিম ছাল একটি উৎকৃষ্ট ভেষজ। একক ভাবে ছাতিমের কাথ অথবা অন্যান্য জ্বরঘ্ন ঔষধের সহিত মিশাইয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহা সেবন করিলে খুব উপকার হয়। ইহা জ্বরঘ্ন।

গ্রহণী রোগে—রাত্রে শয়নের পূর্বে একগ্রাম ছাতিম ছাল চূর্ণ জল সহ সেবন করিবে। এই নিয়মটি কিছুদিন চালাইলে পুরাতন গ্রহণী রোগ আরোগ্য হয়।

পুরাতন কোলাইটিস্ রোগের কোন কোন ক্ষেত্রে সপ্তপর্ণ ভাল কাজ করে।

শ্লেষ্মার শুষ্কতায়—বুকে সর্দি বসিয়া গেলে বা কফ খুব শুকাইয়া গেলে, ছাতিম ছালের ক্বাথ অথবা শুষ্ক চূর্ণ এক গ্রাম মাত্রায় গরম জলের সহিত সেবন করিলে কয়েক দিনের মধ্যেই খুব উপকার পাওয়া যায় ও অনুরূপ ক্ষেত্রে পুরাতন তেঁতুলের সরবৎও (ঈষৎ উষ্ণ) খুব ফলদায়ক।

আম্র (Mangifera indica)

নাসিকা হইতে রক্তস্রাবে—আমের আঁটির শাসের রস নস্যরূপে গ্রহণ করিলে উপকার হয়। (চরক চিঃ)

আম ও জামের পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল শীতল অবস্থায় মধু সহ পান করিলে পিত্তজ বমন নিবৃত্ত হয়।

চক্রদত্ত রক্তাতিসারে আম গাছের ছাল ছাগীদুগ্ধে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া পান করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

মৎস বেশী খাইয়া অজীর্ণ হইলে—ভাবপ্রকাশ, ঐ অজীর্ণ প্রশমনের জন্য কাঁচা আম খাওয়ার কথা বলিয়াছেন।

বালকদের মুখের ঘা হইলে—আমকাঠ চন্দনের ন্যায় ঘষিয়া তাহাতে গৈরিক মৃত্তিকা ও রসাঞ্জন মিশাইয়া মধু সহ মুখে লাগাইলে ঘা সারে। এটি বৃন্দসেনের যোগ।

নব্যমতে—আমগাছের খুব কচি পাতা শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া ডায়াবেটিস্ রোগে সেবনের কথা বলা আছে।

কাঁচা আম বা আমশী স্কার্ভি রোগ প্রতিষেধক ও প্রশমক।

আমপাতা ভস্ম পোড়া ঘায়ে কিংবা তরল পদার্থ দ্বারা দগ্ধ স্থানে প্রলেপ দেওয়া হয়। (ক্ষোরী)

কামলা (বা ন্যাবা) হইলে—আমবৃক্ষের কচি ছাল একটু চুন লাগাইয়া উভয় হস্তের মধ্যে লইয়া কিছুক্ষণ ঘর্ষণ করিলে ন্যাবা রোগ আরোগ্য হয়। পল্লীগ্রামে এই ব্যবস্থাটি খুব প্রচলিত। প্রত্যহ প্রাতে আহারের পূর্বে এবং দিনে আরও ২/৩ বার ঘর্ষণ করিতে হয়।

'লু' লাগিলে—পশ্চিমপ্রদেশে 'লু' লাগিয়া দেহ অসুস্থ হইলে কাঁচা আম পোড়াইয়া গায়ে মাথায় মাখা এবং পোড়া আমের সরবৎ খাওয়ার ব্যবহারিক প্রয়োগ খুব কার্যকরী।

অগ্নিদগ্ধে আম্রাম্বৃত—কচি আমের আঁটির শাস (অর্থাৎ আমের কুশী) কুচি কুচি করিয়া একটি বোতলের অর্ধেক ভরিয়া বাকি অর্ধেক নির্মল জলদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া ছিপি আঁটিয়া এক সপ্তাহ রাখিতে হইবে। সপ্তাহান্তে ঐ জল ছাঁকিয়া নিয়া শিশি পূর্ণ

করিয়া ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। এক বৎসর ইহার বীর্য অক্ষুণ্ণ থাকে। এই ঔষধটির নাম 'আম্রামৃত'। ফাল্গুনের শেষ—চৈত্রের প্রথম, এই সময়টাই আম্রামৃত প্রস্তুতের প্রকৃষ্ট সময়।

গরমজল, দুধ, গরম তৈল বা ঘৃত দেহের কোনও অংশে পড়িয়া সেই স্থানটি পুষ্ট-দগ্ধ হইলে—একটি বস্ত্রখণ্ড আম্রামৃতে সিক্ত করিয়া দগ্ধস্থান আচ্ছাদিত করিয়া পুনঃ পুনঃ উহার উপর ঐ জল সিঞ্চন করিলে জ্বালা-যন্ত্রণা সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যায় এবং ঐ স্থানে ফোস্কা পড়ে না। (ঔষধটা কবিরাজ ৺শীতল চট্টোপাধ্যায় খুব ব্যবহার করতেন।)

নারিকেল (Cocos nucifera)

শিরোরোগে, সূর্য্যাবর্ত্ত ও আধকপালে মাথাধরায় নারিকেলের জলে অল্প চিনি মিশাইয়া নাসাপান করিলে মাথার যন্ত্রনা প্রশমিত হয় (চক্রদত্ত)।

পরিণাম শূলে—(খাওয়ার ২/৩ ঘণ্টা পরে পেটে যে বেদনা হয়, তাহাকে পরিণাম শূল বলে) সুপক্ক সজল নারিকেলের মুখ অল্প কাটিয়া তাহার ভিতর সৈন্ধব লবণ দিয়া মুখ জোড়াইয়া মাটির লেপ দিয়া ঘুঁটের আগুনে পাক করিতে হইবে। স্বাঙ্গ-শীত হইলে নারিকেল ভাঙিয়া ভিতরের কৃষ্ণবর্ণ নারিকেল শস্য গ্রহণ করিয়া দেড় গ্রাম হইতে তিন গ্রাম মাত্রায় এই ঔষধ একটু পিপুল চূর্ণের সহিত পরিণাম শূল আক্রান্ত রোগীকে সেবন করিতে দিলে—পরিণাম শূল হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। (ভাব প্রকাশ)

নারিকেলের জল তৃষ্ণানাশক, প্রস্রাববর্ধক এবং শরীরের উপচায়ক। নারিকেল মূত্রকর, মূত্রযন্ত্রের এবং স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের হিতকর।

নারিকেলের শাঁস কুরিয়া চিনি সহ পাক করিয়া নাড়ু ও অন্যান্য বহু উপাদেয় মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত হয়। ইহা বৃষ্য এবং শরীরের ক্ষয়পূরক।

নারিকেলের শাঁস কুরুণী দ্বারা কুরিয়া অল্প জলে গুলিয়া ছাঁকিয়া নিলে দুধের মত হয়। উহা গো দুগ্ধের পরিবর্তে ব্যবহার করা চলে। সেই কারণেই পূর্ববঙ্গে নারিকেলকে "গাছ-গব্য" বলা হয়।

দক্রতে—বিশেষতঃ কোমরের দক্রতে নারিকেলের মালা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া জলন্ত অবস্থায় পাথরবাটি চাপা দিলে পাথরে ঘামের মতন যে বস্তু জমা হয়, উহা দাদের বিশেষতঃ কোমরের দাদের একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। একটু চুলকাইয়া লাগাইতে হয়। লাগাইলে প্রথমে একটু জ্বালা করে, পরে কমিয়া যায়।

তিন্দুক (গাব)—Diospyros embryopteris

অগ্নিদগ্ধে—অগ্নিদগ্ধের ক্ষত অথবা অন্য কোন কারণে ক্ষত সারিয়া গিয়া ঐ স্থানটি যদি সাদা হইয়া থাকে, তবে কাঁচা গাবের ফলের রস ঐ স্থানে লেপন করিলে স্থানটি গাত্র-সাবর্ণ্য প্রাপ্ত হয়। (বাগভট্ট)

অতিসারে—(ঘন ঘন পাতলা পায়খানা হওয়াকে, যাহাকে চলতি ভাষায় পেটের অসুখ বলে, তাই অতিসার।) গাবগাছের ছাল গাম্ভারী পত্র বেষ্টন করিয়া মৃত্তিকার লেপ দিয়া আগুনে পাক করিয়া রস নিষ্কাশন করিবে। ঐ রস মধু সংযোগে সেবন করিলে সর্বপ্রকার অতিসার আরোগ্য হয়। (হারীত)

হিক্কায়—শিশুর হিক্কায় গাবের পুষ্প ও ফলচুর্ণ ঘৃত মধু সহযোগে লেহন করাইলে হিক্কা প্রশমিত হয়। (বঙ্গসেন)

শ্বেতপ্রদরে—কাঁচা গাবের রস শুকাইয়া রাখিয়া ঐ রস একটু ফিটকারী ও গৈরিক মাটির সহিত মিশাইয়া সেবন করিতে দিলে শ্বেত প্রদর প্রশমিত হয়।

দাড়িম্ব (ডালিম)—Punica granatum

নাসিকা পথে রক্তস্রাব হইলে দাড়িম্ব পুষ্পের রসের নস্য গ্রহণ করিতে এবং রক্তার্শের রক্তক্ষরণে দাড়িম্ব বৃক্ষের ছালের কাথ শুঁঠ চুর্ণ সহযোগে পান করিবার উপদেশ দিয়াছেন মহামতি চরক। (চিঃ)

হারীত সংহিতায় মুখ হইতে রক্তক্ষরণে দাড়িম্ব ফলের ত্বক চুর্ণ অথবা কল্ক, চিনির সহিত লেহন করিবার নির্দেশ আছে। ইহাতে মুখ হইতে অথবা নাক মুখ দিয়া রক্তপাত প্রশমিত হয়।

গর্ভস্রাবের আশঙ্কা থাকিলে অস্থিরগর্ভা নারীকে পঞ্চম মাসে দাড়িম্ব পত্র বাটিয়া শ্বেতচন্দন, দধি ও মধুর সহিত মিশাইয়া পান করাইলে ঐ আশঙ্কাটি দূর হয়। (হারীত)

রক্তপ্রদরে—ডালিম পাতা ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করাইলে উপকার হয়।

রক্ত-অতিসারে—ডালিম ফলের খোসা খুব ফলপ্রদ। সাধারণতঃ কুটজ অর্থাৎ কুড়চী ছালের সহিত কাথরূপে বা চুর্ণ রূপে ইহা ব্যবহৃত হয়।

ফিতাক্রিমিতে—দাড়িম্ব বৃক্ষের মূলের ছাল একটি পরীক্ষিত ঔষধ। দাড়িম্ব বৃক্ষের মূলের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল সেবন করিলে অন্ত্রজাত ফিতা কৃমি মরিয়া যায় এবং মলের সহিত নির্গত হয়। (ডিমক্ এবং কোরে)

অম্লিকা (তিন্তিড়ী, তেঁতুল)—Tamarindus indicus

শোথে—তেঁতুলপাতা সিদ্ধ জলে (গরম অবস্থায়) বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করিয়া সেঁক দিলে, অথবা তেঁতুলপাতা বাটিয়া গরম করিয়া সেই উষ্ণ পিণ্ডদ্বারা স্বেদ দিলে শোথে উপকার হয়। (হারীত)

তেঁতুলপাতা মুখরোচক, কান্তিবর্ধক, বেদনা ও উদরাময় নাশক।

রক্তামাশয়ে—তেঁতুলপাতার রস এক ছটাক (প্রায় ষাট গ্রাম) গরম লোহা সেঁকা দিয়া প্রাতঃকালে সেবন করিলে কঠিন রক্তামাশয়েরও নিরাময় হয়।

বসন্ত রোগে—হরিদ্রা ও তেঁতুলপাতা শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করাইবে। ইহা বসন্ত রোগের পক্ষে হিতকর। (চক্রদত্ত)

তেঁতুল বসন্তরোগ প্রতিষেধক ও প্রশমক।

নতুন প্রতিশ্যায়ে (সর্দিতে)—তেঁতুলপাতা সিদ্ধ জলপান প্রশস্ত। (চক্রদত্ত)

বাতব্যাধিতে—তাড়িতে (উদ্রিক্ত তালগাছের রসে) তেঁতুলপাতা সিদ্ধ করিয়া পেষণ করিবে। ইহার প্রলেপ বাতের বেদনা নাশক। (বঙ্গসেন)

রক্ত বমনে—রক্তপিত্ত অথবা অন্য কোন কারণে রক্ত বমন হইলে, তেঁতুলপাতার রস চিনির জলের সহিত মিলাইয়া অল্প অল্প পান করিলে রক্ত পড়া প্রশমিত হয়।

আঘাতজনিত বেদনা ও শোথে—কাঁচা তেঁতুল অল্প জলে সিদ্ধ করিয়া চট্‌কাইয়া অল্প সৈন্ধব লবণ অথবা সোরা মিশাইয়া উষ্ণ অবস্থায় প্রলেপ দিলে বেদনার শান্তি হয়, ফুলাও কমিয়া যায়।

পুরাতন আমাশয়ে—এক বৎসর বয়স্ক তেঁতুল গাছের মূল অর্ধ পরিমাণ গোল-মরিচের সহিত বাটিয়া দুধে ভাবনা দিয়া অর্ধ গ্রাম পরিমাণ মাত্রায় বটি প্রস্তুত করিয়া শুকাইয়া রাখিতে হইবে। ঐ বড়ি একটি করিয়া দিনে তিন বার বা চারবার জলসহ কিছুদিন সেবন করাইলে পুরাতন আমাশয়ে খুব উপকার হয়।

স্তনদুগ্ধ বর্ধনার্থে—তেঁতুল কাষ্ঠ চব্বিশ ঘটা জলে ভিজাইয়া সেই জল কিছুদিন পান করিলে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি পায়।

তেঁতুল গাছের আঠা রক্তরোধক ও ক্ষত উপশমক।

প্রদর রোগে—তেঁতুল বীজ জলে ভিজাইয়া উপরের ত্বকটি ছাড়াইয়া নিলে ভিতরে যে শাঁসটি পাওয়া যায় ঐ শাঁস রক্ত ও শ্বেতপ্রদরে উপকারী।

শূল রোগে—তেঁতুল গাছের ভস্ম শূল বেদনা নাশক। গৈরিক মৃত্তিকা ও শঙ্খ-ভস্মের সহিত তেঁতুল ছাল ভস্ম সমপরিমাণে মিশাইয়া ২ গ্রাম মাত্রায় দিনে ৩-৪ বার জলসহ সেবন করিলে শূল বেদনার উপশম হয়।

রুক্ষ-শ্লেষ্মায়—পুরাতন তেঁতুল গরমজলে ভিজাইয়া একটু জ্বাল দিয়া সেবন করিলে শুষ্ক ও রুক্ষশ্লেষ্মা দ্রবীভূত হইয়া নির্গত হয়। ইহা পুরাতন কাশ এবং শ্বাস রোগে উপকারী।

অরুচিতে—পাকা তেঁতুল লবণ ও গুড়সহ এবং চাতুর্জাতক সহ-সেবন করিলে অরুচি নাশ করে।

(দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা ও নাগেশ্বর—এই চারটিকে একত্রে চাতুর্জাতক বলে)

আতৃপ্যম্ (আতা)—Anuna squamosa

আতা ফলের অপর নাম গণ্ডগাত্র। নবীন বিজ্ঞানীদের মতে আতা পূর্বে এ দেশে

ছিল না। আমেরিকা হইতে আনীত হইয়াছে। এইরূপ বহুগাছই বিদেশ হইতে আনীত হইয়া এদেশের মাটিতে এই দেশীয় গাছ রূপেই গৃহীত হইয়াছে। বীজবহুল আতাফল সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর। আতার বীজ, পাতা এবং কাঁচা ফলে একপ্রকার কীট-নাশক পদার্থ পাওয়া যায়।

মাথার উকুনে—আতার বীজ পেষণ করিয়া মাথার চুলের গোড়ায় ঘর্ষণ করিলে উকুন মরে। তবে খুব সাবধানে এই প্রযোগটি করিতে হয়—কারণ আতার বীজ চোখে লাগিলে—চোখ লাল ও বেদনাযুক্ত হয়।

মূর্ছায়—আতা পাতার রসে নস্য নিলে মূর্চ্ছা সারে।

ক্ষতে—(একটু লবণ সহ) আতাপাতা বাটিয়া ক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষতের ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া ক্ষত লাল হইয়া ক্রমশঃ আরোগ্য হয়। যে ক্ষত অনেকদিন যাবৎ আছে, কিছুতেই শুকাইতে চাহে না, সেইসব ক্ষেত্রে এই প্রয়োগটি খুব কার্যকরী।

অপক্ক স্ফোটকে—আতাবীজ বাটিয়া অপক্ক স্ফোটকে প্রলেপ দিলে ফোঁড়া পাকিয়া ওঠে।

আতার মূল তীব্র বিরেচক। ইহা বিমর্ষাত্মক মনোবিকার (মেলাংকোলিয়া) রোগে ব্যবহৃত হয়। (কোরে)

বহুনেত্রম্ (অনংনাস্,-আনারস)—Ananas sativa.

নিঘণ্টু রত্নাকর গ্রন্থে আনারসের সংস্কৃত নাম দেওয়া হইয়াছে অনংনাস। আনারস ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ কর্তৃক আমেরিকার ব্রেজিল হইতে ভারতে আনীত হয়। প্রাচীন গ্রন্থে আনারসের উল্লেখ পাওয়া যায় না। নিঘণ্টকার বলিয়াছেন :

"শ্রমং ক্লমং নাশয়তি তৎ পক্কং স্বাদু পিত্তহৃৎ। পীত পক্কফলরস আতপাময় নাশনঃ॥'

আনারস শ্রান্তি নাশ করে, ক্লান্তি বা অবসাদ নাশ করে, পিত্ত নাশ করে। এবং পক্ক আনারসের রস পানে "আতপাময়" অর্থাৎ রৌদ্র লাগিয়া যে ব্যাধি হয় (যাহাকে ইংরাজীতে সান্‌স্ট্রোক্ বলা যায়) তাহারও অপনোদন করে।

হিক্কায়—আনারস পাতার রস চিনি সহ সেবন করিলে হিক্কার উপশম হয়।

গর্ভস্রাবক—অল্প মাসের গর্ভবতী অধিক পরিমাণে আনারস সেবন করিলে গর্ভ-স্রাবের আশঙ্কা থাকে।

গর্ভাশয় সঙ্কোচনার্থে—অধিক পরিমাণে আনারস সেবিত হইলে মেয়েদের গর্ভা-শয়ের সঙ্কোচ হয়।

গর্ভস্রাব ও রজঃস্রাবার্থে—মালাকাদ্বীপে আনারসের পাতার রস গর্ভস্রাব করাবার জন্য এবং রজঃস্রাব করাবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ক্রিমিতে—আনারসের ডিগ্ বা পাতার সাদা অংশ ক্ষুদ্র ক্রিমিতে উপদ্রব দূর করে। চূণের জলের সহিত আনারসের ডিগের রস শিশুদের খাওয়াইলে এবং সপ্তাহে একদিন লবণজলের পিচ্কারী গুহ্যদ্বারে দিলে খুব উপকার হয়।

মূত্রাল্পতায়—আনারসের রস মূত্র বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে।

আম্রাতক (আমড়া)—Spondius mangifera

প্রাচীন আয়ুর্বেদ গ্রন্থে আমড়ার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভাবপ্রকাশ এবং রাজনিঘণ্টুতে ইহার উল্লেখ ও গুণ বর্ণনা পাওয়া যায়। আম্রাতক বৃক্ষের ছাল, পাতা, আঠা এবং বীজের শাঁস ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ফল সাধারণতঃ খাদ্যরূপে ব্যবহার হয়। পাকা আমড়া ফল কষায় 'অম্ল মধুর' রস। ইহা রুচিকারক এবং সারকগুণ যুক্ত।

স্কার্ভি নামক—(পুষ্টির অভাব জনিত) রোগে এবং রোগের প্রতিষেধক রূপে আমড়ার ব্যবহার আছে।

অজীর্ণ রোগে—আমড়া বীজের শাঁস পিত্তপ্রধান অজীর্ণ রোগে উপকারী।

আমাশয়ে—আমড়া গাছের পাতা ও ছালের রস অথবা সিদ্ধজল আমাশয় রোগে হিতকারী।

ছাল কাটিলে আরবী গঁদের ন্যায় এক প্রকার আঠা পাওয়া যায়। ঐ আঠা অন্ত্রের অভ্যন্তরস্থ শ্লেষ্মাধরা কলার প্রদাহে উপকারী।

বাতে—আদিবাসীরা পেশীবাতে বা গ্রন্থিবাতে আমড়া গাছের ছাল জলে পিষিয়া সেবন করে এবং বেদনা স্থলে প্রলেপ লাগায়।

কপিত্থ (কয়েদ্‌বেল)—Feronia elephantum

কয়েদ্‌বেল রুচিকারক ও বমিনাশক।

হিক্কায়—কাঁচা কয়েদ্‌বেলের রস পিপুলচূর্ণ ও মধুসহ সেবন করিলে হিক্কায় উপকার হয়। (চরক)

রক্তপিত্তে—কপিত্থ বৃক্ষের পাতা ও বকুল বীজের শাঁস একত্রে পেষণ করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্তের প্রকোপ কমে।

বমনে—কয়েদ্‌বেলের রস (বা শাঁস) পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত পুনঃপুনঃ অবলেহন করিলে বমনের নিবৃত্তি হয়।

ছুলীতে ও বয়োব্রণে—কয়েদ্‌বেলের শাঁস ও বকুল বীজের শাঁস বাটিয়া প্রলেপ দিলে ছুলী সারে এবং মুখের বয়োব্রণেও বেশ উপকার পাওয়া যায়।

প্রবাহিকায়—ভাবপ্রকাশ প্রবাহিকা (আমাশা) রোগে কাঁচা কয়েদ্‌বেলের শাঁস দধির সহিত সেবন করিতে বলিয়াছেন।

বিষাক্ত পতঙ্গাদির বিষে—বিষাক্ত পতঙ্গাদির দংশন জনিত বিষে কয়েদবেলের শাঁস, (শাস না পাওয়া গেলে) বেলের উপরের খোসা চূর্ণ করিয়া বা জলে বাটিয়া দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

প্রদর রোগে—কয়েদবেলের পাতা ও বাঁশপাতা প্রত্যেক ১৮ গ্রাম হিসাবে পাচনের ন্যায় জলে সিদ্ধ করিয়া নিয়মিত সেবন করিলে রক্তপ্রদর এবং শ্বেতপ্রদর উভয় ক্ষেত্রেই খুব উপকার হয়।

পারেবতম্ (পেয়ারা)—Psidium guayava

পেয়ারা গাছের পাতা ও ছাল সঙ্কোচক। কচি পেয়ারা পাতা কষায় ও পাচক।

মুখের ক্ষতে—কচি পেয়ারা পাতা চিবাইলে অথবা পাতা সিদ্ধ জল দ্বারা কুলি করিলে উপকার হয়।

অতিসার রোগের বমনে—পেয়ারা পাতা সিদ্ধ জলসেবন উপকারী।

ক্ষত রোগে—পেয়ারা গাছের ছালের কাথে ক্ষত ধৌত করিলে দীর্ঘদিনের ক্ষতও শীঘ্র আরোগ্য হয়।

শিশুর অতিসারে—পেয়ারার কচি ছালের কাথ একক ভাবে অথবা অন্যান্য অতিসার নাশক দ্রব্যের সহিত শিশুদের অতিসারে (পাতলা পায়খানায় বা পেটখারাপ রোগে) সেবন করাইলে ফলপ্রদ হয়।

শশা (ত্রপুষম্)—Cucumis sativa

মূত্রকৃচ্ছ্রে—শশার রস অথবা শশার বীজের রস কিংবা শুষ্ক বীজের চূর্ণ সেবন করিলে মূত্র সরল হয় এবং মূত্রাল্পতা দূর হয়।

বমিতে—শশার রস বমি নাশক। যে কোন প্রকার বমিতেই প্রয়োগ করা যায়।

দাহে—শরীরে দাহ অর্থাৎ জ্বালা অনুভূত হইলে শশার রস সেবনে ও স্থানীয় প্রলেপে দাহের শান্তি হয়।

অম্লপিত্তে—অম্লপিত্তে রোগী, কিছু খাইলেই টক্ ঢেকুর ওঠে—এই ক্ষেত্রে ভাতের সঙ্গে শশার কুচি সেবন করিলে কয়েক দিনে এই অসুবিধাটা দূর হয়।

করমর্দ্দঃ (করমচা)—Carissa carandas

রাজ নিঘণ্টুর মতে—"করমর্দ্দঃ সতিক্তাম্লো বালো দীপনদাহকঃ।
পক্ব ত্রিদোষশমনোঽরুচিঘ্নো বিষ নাশনঃ ॥"

চক্রদত্তকৃত দ্রব্যগুণ সংগ্রহে করমচাকে তৃষ্ণানাশক, রুচিজনক ও অম্লপিত্ত কারক রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। চরক সুশ্রুতে অম্লবর্গের মধ্যে করমর্দ্দের উল্লেখ নাই।

করমর্দ্দ অরুচিনাশক, দীপন অর্থাৎ অগ্নিবল বৃদ্ধিকারক, শরীর স্নিগ্ধকারক। অপক্ক করমচা কফ ও রক্তপিত্তকর। পক্ক অবস্থায় ইহা পিত্তনাশক ও বায়ুনাশক হয়।

ইউনানী মতে—করমচা মস্তিষ্ক রোগে, যৌনশক্তির হ্রাসকারক রূপে এবং অবসাদ-কারক ঔষধের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

নব্যমতে—করমচা ফল, এবং করমচা গাছের মূল উদরাময় নাশক। উড়িষ্যাতে—অবিরাম জ্বরের প্রথম অবস্থায় করমচা পাতার ক্বাথ করিয়া উহা রোগীকে সেবন করানর এবং ঐ জলে গা মুছাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা পল্লী চিকিৎসকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সুপক্ক ফল সুস্বাদু অম্লদ্রব্য বিশেষ। ইহা খাদ্য রূপেই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়।

বিম্বী (তেলাকুচা)—Cephalandra indica. Ceph. cordifolia

বহুমূত্রে—তেলাকুচা পাতার রস বহুমূত্র রোগীর পক্ষে খুব উপকারী। সাধারণতঃ দশ-বারো চা-চামচ রস খালিপেটে সেব্য।

নেত্ররোগে—পিত্তজ অভিষ্যন্দ রোগে (যেখানে চোখ ওঠার সঙ্গে জ্বালা থাকে) তেলাকুচা পাতার রস চক্ষুতে দিলে জ্বালা প্রশমিত হয় এবং চোখ পরিষ্কার হয়।

জ্বরে—জ্বর রোগীর ঘর্ম উৎপাদনের জন্য কোথাও কোথাও তেলাকুচা পাতার রস গায়ে মাখিবার ব্যবস্থা আছে।

ক্ষতে—বিম্বীপাতা ঘৃতে ভাজিয়া ক্ষতে প্রয়োগ করিলে ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয়।

বিদ্রধীতে—বিদ্রধী অর্থাৎ ফোঁড়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ফোঁড়ার উপর তেলাকুচা পাতা লাগাইয়া রাখিলে ফোঁড়া বসিয়া যায়।

প্রমেহরোগে—তেলাকুচা পাতার রস হিতকর।

যাঁহাদের জিহ্বায় ক্ষত আছে, কাঁচা তেলাকুচা ফল কয়েকদিন চর্বন করিলে তাঁহারা ভাল ফল পাইবেন।

সর্দি ও কাশিতে—তেলাকুচার মূল বাটিয়া অথবা শুষ্ক মূল চূর্ণ করিয়া অনুমান এক হইতে দেড় গ্রাম মাত্রায় সেবন করিলে, সর্দি ও কাশিতে খুব উপকার হয়।

দাহরোগে—হাত-পা জ্বালায় তেলাকুচা পাতার রস হাতের ও পায়ের তলায় মাখিলে জ্বালার নিবৃত্তি হয়।

মূলক (মূলা)—Raphanus sativus

মূলা দুই প্রকার। ছোট বা লঘুমূলক এবং বড় বা মহৎ মূলক। সাধারণতঃ ইহার পত্র শাকরূপে ভোজনে ব্যবহৃত হয়, মূল ব্যঞ্জনে ও ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। পুষ্প এবং বীজ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। যদিও মহৎ মূলক কাঁচা অবস্থায় ত্রিদোষবর্দ্ধক কিন্তু বহু স্থানে কাঁচা মূলক খাদ্যরূপে ব্যবহারের প্রচলন আছে।

"পাচনং লঘু রুচ্যঞ্চ পত্রং মূলকজং নবম্।
স্নেহসিদ্ধং ত্রিদোষঘ্নম্ অসিদ্ধং কফপিত্তকৃৎ॥"

মূলার নতুন পত্র—পাচক, লঘু ও রুচিকর। তৈলাদি স্নেহদ্রব্য সহ সম্যক পাক করা হইলে ইহা ত্রিদোষনাশক হয়।

অর্শরোগে—শুষ্ক মূলক জলে সিদ্ধ করিয়া সেই যূষ অথবা ছাগমাংসের যূষের সহিত মূলাসিদ্ধ যূষ সেবন করিলে অর্শে উপকার হয়।

মূলক প্রস্রাব বৃদ্ধি করায়। শোথরোগে মূলক বিশেষ উপকারী।

শুষ্ক মূলার যূষ (অর্থাৎ কাথ) শোথ রোগীকে সেবন করাইলে প্রস্রাব বৃদ্ধি পাইয়া শোথ কমে।

হিক্কায়—শুষ্ক মূলক সিদ্ধ জল হিক্কা নিবারণ করে।

বাতজ—(শুষ্ক) কাসে—বাস্তুক (বেতো) শাক ও কচি মূলা রন্ধন করিয়া সেবন করিলে বাতজ কাশ নিরাময় হয়। (চক্রদত্ত)

কর্ণশূলে—মূলার ঈষদুষ্ণ রস কানে দিলে কর্ণশূল প্রশমিত হয়। (সুশ্রুত)

ছুলীরোগে—গায়ে ছুলী হইলে মূলার বীজ আপাং এর রসে বাটিয়া ছুলিতে লাগাইলে ছুলি আরোগ্য হয়।

নব্যমতে মূলকের শাক এবং বীজ মূত্রকারক এবং মৃদু বিরেচক এবং অশ্মরী (পাথুরী) সঞ্চয় নিবারক বলিয়া উল্লেখ করা আছে।

কারবেল্ল (করলা)—Momordica charantia

করলা ও উচ্ছে। করলাকে সংস্কৃতে 'কারবেল্ল' এবং উচ্ছেকে 'কারবেল্লী' বলা হয়। করলা দেখিতে বড় এবং লম্বা, উচ্ছে ছোট এবং বেঁটে ধরনের। উভয়ের গুণই প্রায় সমান তবে উচ্ছের বিশেষ গুণ—উচ্ছে করলা অপেক্ষাও অগ্নি-উদ্দীপক এবং লঘু।

"কারবেল্লং কঠিল্লং স্যাৎ কারবেল্লী ততো লঘুঃ।" (ভাবপ্রকাশ)

বাতরক্তে—উচ্ছেলতার কাথ দ্বারা জাল দেওয়া ঘৃত বাতরক্ত রোগীর হিতকর। (সুশ্রুত)

জ্বরে—চক্রদত্ত জ্বর রোগীকে উচ্ছেশাক বা উচ্ছে পাতার রস সেবন করাইতে উপদেশ দিয়াছেন। (জ্বর চিকিৎসা)

বসন্তরোগে—হরিদ্রাচূর্ণ সহ উচ্ছে পাতার রস সেবন—হামজ্বর, বিস্ফোটক ও বসন্ত প্রশমক।

অন্তঃপ্রবিষ্ট যোনিতে—করলার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে অন্তঃপ্রবিষ্ট যোনি বহিঃ নিঃসৃত হয়। এগুলি চক্রদত্তের উপদেশ।

ভাবপ্রকাশ বলেন—উচ্ছেলতার কাথে তিল তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিসূচিকা প্রশমিত হয়।

করলা বলকারক, পরিপাক যন্ত্রের রোগ নাশক, প্লীহা-যকৃতের পক্ষে হিতকর এবং বাত, সন্নিবাত ও ক্রিমি নাশক।

হাত-পায়ের জালায়—উচ্ছে পাতার রস মাখিলে জালার শান্তি হয়।

রাত্রান্ধতায়—উচ্ছে পাতার রসে গোলমরিচ ঘষিয়া নেত্রের বাহিরে প্রলেপ দিবে। এরূপ কিছুদিন প্রয়োগ করিলে রাত্রান্ধতায় উপকার পাওয়া যায়।

অনেকে **ডায়বেটিস রোগে**—খালিপেটে করলার রস পান করেন।

নব্যমতে—উচ্ছে ও উচ্ছেপাতা ক্রিমিনাশক এবং কামলা রোগে হিতকর। ইহার মূল রক্তস্রাব নাশক ও সঙ্কোচক। উচ্ছেপাতার টাট্‌কা রস মৃদু বিরেচক এবং জ্বর নাশক। শিশুদের বিরেচনার্থে নিশ্চিন্তে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

ঋতুনাশ রোগে—(অর্থাৎ যাহাদের অল্প বয়সে ঋতুস্রাব ক্ষীণ বা বন্ধ হইয়া যায়) ইহার পাতার রস ঋতু আনয়ন করে। (ওয়াট্‌)

পটোল—Trichosanthes dioica

পটোল পত্র পিত্ত নাশক।

দাহরোগে—পিত্ত প্রকোপ হেতু অথবা অম্লপিত্তের প্রকোপের জন্য পেটে জালাভাব অনুভূত হইলে পটোলপত্রের রস ৫/৬ চামচ দুগ্ধ সহ খালি পেটে সেবন করিলে কয়েক-দিনের মধ্যেই অম্লভাব কমে এবং জালার শান্তি হয়।

"পিত্তাৎ নয়নয়োর্দাহঃ"। পিত্তজ জ্বরের পূর্বলক্ষণে—নেত্রে জালাভাব অনুভূত হয়। জ্বর ছাড়াও পিত্ত বিকৃত হইয়া চোখ জালা ও হাত, পা জালা হইতে পারে। এই সব অবস্থায় পলতার রস ৪/৫ চামচ প্রত্যহ মধুসহ সেবন করিলে উপকার পাওয়া যায়।

যকৃতের ক্রিয়া বৈষম্য হেতু ত্বকদাহে (অর্থাৎ গায়ে জ্বালা ভাব হইলে) শুষ্ক পটোল-পত্র, একটু ধনে ও মৌরী সমমাত্রায় ফান্ট করিয়া, (গরম জলে ভিজাইয়া কয়েক ঘণ্টা পরে) শীতল অবস্থায় খালিপেটে সেবন করিলে ত্বকদাহের নিবৃত্তি হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং যকৃতের ক্রিয়ার সমতা আনে। কয়েক মাস প্রত্যহ এই যোগটি ব্যবহার করিলে খুব সুফল পাওয়া যায়।

পটোলের ডাঁটা কফনাশক। পিত্ত-শ্লেষ্মার ক্ষেত্রে ডাঁটা সিদ্ধ জল খুব ফলপ্রদ।

পটোল ফলকে ত্রিদোষ নাশক বলা হইয়াছে। ইহার মূল বিরেচক।

রক্তপিত্তে—ঘৃতে ভাজা তিৎপলতা রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে হিতকর। (সুশ্রুত)

পিত্তজ্বরে—পটোলপত্র ও যব জলে সিদ্ধ করিয়া কাথ প্রস্তুত করিয়া ঐ কাথ শীতল অবস্থায় মধু সহ পিত্ত জ্বরাক্রান্ত রোগীকে পান করাইলে পিত্তজ্বরের তৃষ্ণা ও দাহ নিবারিত হয়। (চক্রদত্ত)

বাতব্যাধিতে—পটোল ফলের রস বা পটোল সিদ্ধ জল, অথবা পটোলের ঝোল লঘু, বৃষ্য এবং বাতব্যাধি নাশক। (চক্রদত্ত)

বার্তাকু (বেগুন)—**Solanum melongena**

বার্তাকু বা বেগুনকে কোন কোন পুস্তকে বৃন্তাকী নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

কাশে—বার্তাকুর রস মধুর সহিত সেবন করিলে কফজ কাশ বিনাশ পায়। (চরক)

বিষে—বিষাক্তের পক্ষে বেগুন পাতার শাক সেবন হিতকর। (চরক)

জ্বরে—বেগুন ও পলতা জ্বর রোগীর পথ্য।

অর্শরোগে—ঘোষালতার যথাবিধি ক্ষারোদক প্রস্তুত করিয়া সেই ক্ষারোদকে (ক্ষার জলে) বেগুন সিদ্ধ করিয়া সেই সিদ্ধ বেগুন পুনরায় ঘৃতে ভাজিয়া গুড়ের সহিত তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ভোজন করিয়া তক্র (ঘোল) পান করিলে সাত দিনের মধ্যে অতি প্রবৃদ্ধ সহজ (সহজাত) অর্শও বিনাশ পায়। এই ব্যবস্থার বিধিটি চক্রদত্তের।

গৃধ্রসী (সায়েটিকা) বাতে—বেগুন জলে সিদ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ এরণ্ড তৈলে ভাজিয়া সেবন করিলে গৃধ্রসী বাতে খুব উপকার হয়।

কর্ণরোগে—কর্ণে ক্রিমি জন্মিলে বেগুন পোড়াইয়া সেই ধূম কর্ণে দিলে কর্ণজাত ক্রিমি মরিয়া যায়। (চক্রদত্ত)

অনিদ্রায়—দীর্ঘকাল জ্বর রোগের পর জ্বরাবসানে সুনিদ্রা না হইলে রোগীকে পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে জলে সুসিদ্ধ বেগুন পরদিন প্রাতে মধুর সহিত সেবন করাইবার উপদেশ দিয়েছেন বঙ্গসেন। ইহাতে রোগীর অনিদ্রা অপনোদিত হইবে।

আনাহ রোগে—(যেখানে উদ্গার এবং অধোবায়ু নিঃসরণ বন্ধ হইয়া পেটের একটি গুরুভাব হয়, পেট শক্ত হইয়া যায় ও রোগী অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে থাকে) বেগুন পোড়াইয়া একটু সৈন্ধব লবণসহ উষ্ণ অবস্থায় পেটে প্রলেপ দিলে খুব উপকার পাওয়া যায়।

আহার বা খাদ্য

প্রতিদিন এবং বিভিন্ন ঋতুতে আমরা যে সকল বস্তু ভোজন করি তাহাদের গুণ সম্বন্ধে মূলগ্রন্থে বিশদরূপে বলা আছে। পাঠকবৃন্দের সুবিধার জন্য উহারই একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা এখানে দেওয়া হইল :

অন্ন (ভাত)—অগ্নিবর্ধক, পথ্য, তৃপ্তিজনক, রুচিকর, বলকর ও শুক্রবর্ধক।

নতুন তণ্ডুলের অন্ন—স্বাদে মিষ্ট, পুষ্টিকর কিন্তু গুরু (অর্থাৎ পেট ভারী করে), বিলম্বে পরিপাক পায়, কফজনক ও অগ্নিমান্দ্যকারী। রোগীর পক্ষে নতুন চাউলের ভাত অসহ্য।

পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন—লঘু ও অগ্নিবর্ধক এবং হিতকর। সন্ত প্রস্তুত অন্ন (গরম ভাত) ঠাণ্ডা জলে ধৌত করিয়া খাইলে বায়ু প্রকৃতির ও পিত্ত প্রকৃতির লোকের পক্ষে খুব উপকারী হয়। পেট ঠাণ্ডা রাখে এবং সহজে পরিপাক পায়। কফ প্রকৃতির বা বাতশ্লেষ্মা প্রকৃতির লোকের পক্ষে ভাত এবং সকল খাদ্যই ঈষদুষ্ণ ভোজন করা উচিত।

পান্তাভাত সাধারণ ভাবে অম্লপিত্তকারী এবং ত্রিদোষবর্ধক। কিন্তু পল্লীগ্রামে বিশেষতঃ শ্রমিক ও চাষীদের মধ্যে পান্তাভাত খাওয়া খুব প্রচলিত। উহাদের কাছে পান্তাভাত সাত্ম্য এবং হিতকারী।

পুরাতন অন্ন মণ্ড (ভাতের মাড বা অতিগলা ভাত)—ক্ষুধাবর্ধক, মূত্রবর্ধক এবং ত্রিদোষ নাশক। কোন কোন জীর্ণজ্বরে 'অন্নমণ্ড' পথ্যরূপে দেওয়া হয়।

মুড়ি ও চালভাজা—গরম গরম খাইলে কফনাশক কিন্তু রুক্ষ ও কিঞ্চিৎ পিত্তবর্ধক। মুড়ি জলে ভিজাইয়া খাইলে পিত্ত প্রশমক ও লঘু হয়। দুগ্ধসহ মুড়ি লঘু এবং পাচকাগ্নির হিতকর। মুড়ি অম্লপিত্ত রোগীর পক্ষেও সুপথ্য।

জ্বর রোগীর কোষ্ঠাগ্নি স্বভাবতঃই দুর্বল থাকে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে জ্বর চিকিৎসায় আজকাল যে সব ঔষধ ব্যবহৃত হয় তাহাতে রোগীকে জ্বর অবস্থায় পূর্ণাহারের (ভাত সহ) ব্যবস্থা দেওয়া হয়। হয়তো ঐ সব ঔষধের উপাদানের বিচারে রোগীকে পূর্ণাহার দেওয়া প্রয়োজন হয়।

আয়ুর্বেদের দৃষ্টিতে কিন্তু জ্বররোগীর দুর্বল কোষ্ঠাগ্নিতে পূর্ণাহার বিপদজনক সুতরাং নিষেধ। লঘু পথ্যই জ্বর রোগীর ব্যবস্থা। কিন্তু অনেক রোগী জ্বর অবস্থায় ভাত খাইবার বায়না ধরে। এই সব ক্ষেত্রে মুড়ি জলে দিয়া একটু ফুটাইয়া নিলে ভাতের মতন হয়—সেই মুড়িসিদ্ধ ভাত জ্বর, গ্রহণী বা অজীর্ণ রোগীকে নিশ্চিন্তে দেওয়া যাইতে পারে।

খৈ বা 'লাজ'—খৈ-এর ধানগুলি বাছিয়া লইতে হয়। সদ্য ভাজা ও উত্তমরূপে বাছা খৈ অগ্নিবর্ধক, লঘু ও পেটের পক্ষে শীতল। যে স্থানে কোষ্ঠকাঠিন্য হেতু রেচক ঔষধ প্রয়োজন সেখানে খৈ পথ্যস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে। গরম জলে প্রস্তুত খৈ-এর মণ্ড ক্ষুধাবর্ধক এবং তৃষ্ণায়, দাহরোগের ও মেহরোগের পথ্য।

চিপিটক বা চিঁড়া—চিঁড়া সাধারণভাবে কফবর্ধক ও গুরুপাক। অধিক মাত্রায় ভোজন করিলে পেট ফাঁপায়। জলে ধৌত চিঁড়া পিত্তনাশ করে।

জলে ধৌত চিঁড়া গো দুগ্ধে ভিজাইয়া স্ফীত হইলে সেবন করা উচিত। ইহা তখন বায়ুনাশক ও সারকগুণ সম্পন্ন হয়। চিপিটকের উপরে যে কুঁড়া থাকে তাহা ধারক ও পাচক বলিয়া আমাশয় রোগে চিঁড়া ধোয়া জল বা চিঁড়া ভিজান জল পান করিতে দেওয়া হয়।

বালীতে ভাজা চিঁড়া লঘু ও রুচিকারক। অম্লপিত্ত রোগীর পথ্য রূপে প্রয়োগ করা যায়।

ডালী বা ডাল—সাধারণ ভাবে ডাল বিষ্টম্ভী, রুক্ষ ও শীতবীর্য। ভাজা ও তুষ-রহিত ডাল সিদ্ধ করিলে অধিক লঘু হয়। কিন্তু শূল রোগীর পক্ষে এবং পেটের পীড়াতে ডাল খাওয়া নিষেধ। "বর্জ্জয়েৎ দ্বি-দলং শূলী"।

কৃশরা বা খিচুড়ী—ডাল ও চাউল একত্র রন্ধন করিলে তাহাকে খিচুড়ী বা কৃশরা বলে। খিচুড়ী—রুচিজনক, শুক্রজনক কিন্তু গুরু, কফ-পিত্ত বর্ধক। অধিক মাত্রায় সেবন করিলে ইহা দুষ্পাচ্য ও বিষ্টম্ভকারক হয়।

অড়হর ডাল—কফ পিত্ত নাশক, কিঞ্চিৎ বায়ুবর্ধক। অড়হর একটানা বেশী দিন সেবন করিলে (নাড়ীতন্ত্রগত) বাত রোগের আশঙ্কা থাকে।

মুগ ডাল—লঘুপাক, সারক। কফরোগে, পিত্তরোগে, রক্তদোষে ও চক্ষুরোগে হিতকর। ভাজা মুগের ডাল সুস্বাদু কিন্তু কাঁচা মুগের ডাল অধিক উপকারী।

মসুর ডাল—শুক্রবর্ধক, ধারক। কফ ও পিত্তরোগে উপকারী। নব্যমতে মসুর ডালে প্রোটিনের ভাগ বেশী থাকে।

মাষ কলাই—গুরুপাক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও মলবৃদ্ধিকারী। ইহা রুচিজনক এবং কফপ্রধান বায়ুরোগে ও শুক্রমেহে সুপথ্য।

মটর ডাল—বায়ুবর্ধক মলরোধকারী কিন্তু রক্তপিত্তে রোগে পথ্য।

ছোলা ডাল—বায়ুবর্ধক কিন্তু কফরোগে, পিত্তরোগে এবং রক্তদোষে হিতকর। ভিজান ও অঙ্কুর উদ্‌গত ছোলা শরীরের পুষ্টিকর। ব্যায়ামকারী তরুণদের পক্ষে অঙ্কুরিত ছোলা একটু আর্দ্রক সহযোগে খুব উপকারী।

কুলত্থ কলাই—উষ্ণবীর্য, কফবাত নাশক ও পুষ্টিকারক। ইহা ধারক, গুল্ম, শুক্রাশ্মরী (পাথুরী), মেদরোগ ও প্রমেহ রোগে কুলত্থ কলাই ভিজান জল প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে সেবন খুব হিতকর। ইহা অশ্মরীর ভেদক এবং প্রস্রাব সরল করিয়া অশ্মরীর সঞ্চয় রোধ করে।

কুলত্থ কলাই ডাল রন্ধন করিয়া সেবন করিলেও এইসব অবস্থায় উপকার পাওয়া যায়।

কুষ্মাণ্ড (চালকুমড়া)—চালকুমড়া শুক্রবর্ধক, পুষ্টিকর, রক্তপিত্ত ও বায়ু এবং ক্ষয়রোগ নাশক।

কচি চালকুমড়া—শীতবীর্য ও পিত্তনাশক।

মধ্যম—কফকারক।

পক্ক চালকুমড়া—নাতিশীতল সক্ষার-মধুর রস, অগ্নিদীপক, লঘু, চিত্তবিকৃতি প্রশমক, উন্মাদ ও মূর্ছারোগীর এবং যক্ষ্মারোগীর পথ্য।

"কুষ্মাণ্ড খণ্ড" নামক ঔষধ এইসব ক্ষেত্রে পরম উপকারী।

চালকুমড়ার ডাঁটা—পাথুরী রোগীর পথ্য।

অলাবু (লাউ)—স্নিগ্ধ, পিত্তনাশক, শীতল, অধিক সেবনে কফজনক। রাজ নিঘণ্টু মতে লাউ গর্ভপোষক লাউ ডাঁটা—গুরু, মধুর ও মলভেদী।

পটোল—কফ, পিত্ত, বাতরক্ত, জ্বর, বিসর্প ও নেত্ররোগে পথ্য। পটোলের ফল—ত্রিদোষনাশক। ডাঁটা—কফনাশক। এবং মূল বিরেচক। পটোলপাতা—পিত্তদোষনাশক এবং বাতরক্ত, কুষ্ঠ, জ্বর ও ব্রণরোগে পথ্য।

উচ্ছে ও করলা—রুচিকর, পিত্তনাশক, জ্বর, ও পাণ্ডুরোগে হিতকর। উচ্ছে করলা অপেক্ষা লঘু ও অগ্নিদীপক।

ঝিঙা—শীতল, মধুররস প্রধান, পিত্তনাশক ও অগ্নিদীপক।

শূরণ (ওল)—রুচিজনক, অগ্নিবর্ধক, কফনাশক ও অর্শরোগীর বিশেষ পথ্য। কুষ্ঠ ও বাতরক্ত রোগীর পক্ষে ওল অপথ্য।

মান—(কচু)—শীতল গুরু এবং শোথরোগীর পথ্য। মানকচু শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া সেই চূর্ণ বিধি অনুযায়ী তণ্ডুল ও দুধের সহিত মিশাইয়া মানমণ্ড তৈয়ারী করা হয়। ইহা শোথরোগীর পক্ষে খুব উপকারী।

মূলক (মূলা)—মূত্রকর এবং শোথরোগের পথ্য। কাঁচামূলা পেট ফাঁপায়। পুরাণ মূলা রুচিকর ও বিষদোষজনক। ঘৃতপক্ক মূলা বাতপিত্ত নাশক কিন্তু কিঞ্চিৎ কফকারক হয়।

আলু—গুরু, পুষ্টিকর, বায়ুবর্ধক কিন্তু মধুমেহে অপথ্য।

রাঙা আলু—রাঙা আলু বলকর, স্নিগ্ধ ও কফনাশক। পুষ্টিকর কিঞ্চিৎ গুরুপাক। সিদ্ধ করিয়া খাইলে সহজে হজম হয়।

শাক আলু—কাঁচা খাওয়ার-ই ব্যবহার। খাইতে সুস্বাদু, পুষ্টিকর এবং পেটের হিতকর। নব্যমতে শাক আলু রক্ত পরিষ্কার করে এবং দেহের বল বৃদ্ধি করে।

আম্র—কাঁচা আম রুচিজনক, অম্লরসাত্মক হইলেও পিত্তকে বিশেষ কুপিত করে না। অধিক মৎস্যসেবনে অজীর্ণ হইলে কাঁচা আম লবণ সহযোগে সেবন করিলে অথবা কচি আমের টক রাঁধিয়া খাইলে উপকার হয়। গ্রীষ্মের উত্তাপে কচি আম পোড়াইয়া সরবৎ পান করা হিতকর।

পাকা আম—রুচিজনক, মলমূত্রাদির প্রবর্তক, মাংসবর্ধক, শুক্রবর্ধক এবং বলকারী। পাকা আম দেহের বর্ণ উজ্জ্বল করে।

যাহাদের আমাশা রোগ আছে তাহাদের পক্ষে আম বেশী না খাওয়াই ভাল। আম বেশী খাইলে স্ফোটক ও নেত্ররোগ জন্মে।

কাঁচা আম কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইলে তাহাকে আমচুর বা আমসী বলে। আমসী রেচক ও বায়ুরোগে হিতকারী।

পাকা আমের রস রৌদ্রে শুকাইলে তাহাকে আমসত্ত্ব বলা হয়।

আমসত্ত্ব—অরুচিনাশক, ক্ষুধাবর্ধক এবং দুগ্ধসহ আমসত্ত্ব শরীরের উপচায়ক।

দাড়িম (ডালিম)—বায়ুনাশক, অগ্নিবর্ধক ও ধারক। মধুর ডালিম জ্বররোগীর পথ্য।

বাতাবিলেবু—তৃপ্তিকর, লঘু ও অগ্নিবর্ধক। বায়ুপ্রধান শ্বাস, কাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, হিক্কা, কোষ্ঠবদ্ধতা, শূল ও বমন রোগে পথ্য। যাহাদের যকৃতের ক্রিয়া দুর্বল, যাহাদের যকৃৎ ও প্লীহা বৃদ্ধি হইয়াছে—বাতাবিলেবুর রস তাহাদের পক্ষে খুব হিতকর।

পাতিলেবু—সুগন্ধি, নাতি-অম্ল, অন্নে রুচি জন্মায়, বাত-শ্লেষ্মা নাশক ও বমন রোগে পথ্য।

কাগজিলেবু—পাতিলেবুর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ হীন গুণ সম্পন্ন।

কমলালেবু—মধুর (অম্ল) রস, শীতল, রুচিজনক, বাতপিত্ত নাশক, কণ্ঠের প্রসাদক, পিপাসা নাশক, যকৃৎ শোধক ও পুষ্টি জনক।

কুল—কাঁচা কুল শ্লেষ্মাবর্ধক ও পিত্তপ্রকোপক।

পাকা কুল—পিত্ত ও বায়ুনাশক এবং রেচক। শুষ্ক পুরাতন কুল তৃষ্ণানাশক, অগ্নিবর্ধক, শ্রান্তিনাশক এবং লঘু। কুলের বীজের ভিতরের শাঁস শ্বাসনাশক।

তিল—তিলের মধ্যে কৃষ্ণতিলই শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণতিল অগ্নিবর্ধক, মেধাবর্ধক, স্নিগ্ধ, গুরু, মূত্রজনক, কেশ ও দন্তের পক্ষে হিতকর। তিল বায়ু প্রশমক। সুতরাং কৃশদেহের পক্ষে বলকারী। মাখন ও মিশ্রি সহযোগে তিলবাটা অর্শরোগীর পথ্য।

বার্তাকু—(বেগুন)—উষ্ণবীর্য, শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক, অগ্নির উদ্দীপক এবং রক্ত পরিষ্কারক। পাকা বেগুন কিঞ্চিৎ পিত্তজনক।

শাক

"মূল-পত্র-করীরাগ্র-ফল-কাণ্ডাধিরূঢ়কাঃ।
ত্বক্-পুষ্পং কবকং শাকং দশধা শিগ্রকঞ্চ তৎ॥"

শিগ্রকং অর্থে শাক। মূল, পত্র, অগ্র (যথা বেতের অগ্র), অঙ্কুর (যথা বাঁশের

অঙ্কুর), ফল, কাণ্ড, মজ্জা ত্বক, পুষ্প, কবক (ছত্রিকা, যেমন বেঙের ছাতা) এবং শাকবৃক্ষ—সেগুণ গাছ। শাক শব্দে এই দশ প্রকার শব্দই বুঝায়।

নব্য বিজ্ঞানে মাংস বা মাছের সুপের (ঝোলের) ন্যায় শাকসব্জীর ঝোলেরও অনেক গুণ-কীর্ত্তন আছে। যাহারা মাংসাশী কিছু শাকসব্জী খাওয়া তাহাদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ দেওয়া আছে। আমাদের দেহের পুষ্টির জন্য শাকসব্জী হইতে অনেকটা সারাংশ আহরণ করা সম্ভব। তাছাড়া কতিপয় বিশিষ্ট উপাদানও এই সকল সব্জীতে আছে যাহা দেহ রক্ষার জন্য অপরিহার্যরূপে প্রয়োজন।

বিভিন্ন তরকারীতে বিশেষ করিয়া পত্রশাকে বহুপ্রকার ময়লা এবং কীট পতঙ্গাদির মল বা লালা লাগিয়া থাকিতে পারে। কাজেই প্রতিটি জিনিস ব্যবহারের পূর্বে গরমজলে ভাল করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া নেওয়া উচিত। আজকাল কীটনাশক যে সব পদার্থ সব্জীবাগানে ছিটান হয়, তাহাও পেটের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

আমরা ডাঁটার ছিবড়ে বাদে শাকসব্জীর প্রায় সমস্ত অংশই ভক্ষণ করি। কিন্তু বেশীর ভাগ তরকারী এবং পত্র-শাকেরই স্থূলাংশ পেটের পক্ষে বিষ্টম্ভকারী এবং গুরুপাক অর্থাৎ বিলম্বে পরিপাক হয় এবং ইহাদের পরিপাক করিতে অধিক পাচক রসের প্রয়োজন হয়। বাংলা ভাষায় একটি প্রবাদবাক্য আছে যে, "শাকে বৃদ্ধি মল" মলের বৃদ্ধি অর্থে ভালভাবে পরিপাক হয় না। সেই কারণেই যাহাদের পাচকাগ্নি দুর্বল, যাহাদের অজীর্ণ রোগ আছে তাহাদের পক্ষে শাকসব্জীর স্থূলাংশ যথা সম্ভব পরিত্যাগ করাই সমীচিন।

আয়ুর্বেদের দৃষ্টিতে পত্র শাকের বহু গুণ-বর্ণনা আছে। অনেক পত্র শাক আয়ুর্বেদ মতে ভেষজ রূপেও ব্যবহৃত হয়। আবার খাদ্য রূপেও তাহাদের ব্যবহার আছে। তখন সেই পত্র শাক গরমজলে ফেলিয়া পরিষ্কার করিয়া পরে অগ্নিপক্ক করিয়া তেল বা ঘৃত ও লবণাদির দ্বারা সংস্কৃত করিয়া ব্যঞ্জনের মত ব্যবহার করা হয়।

পত্রশাক প্রায়শঃ রুক্ষধর্মী ও গুরুপাকী। স্নেহযুক্ত, লবণযুক্ত ও অগ্নি সন্তপ্ত হইলে কিঞ্চিৎ লঘুপাকী হয়।

মূলগ্রন্থে এবং উপক্রমণিকায় শাকের গুণ সম্বন্ধে বলা আছে। পাঠকবর্গের সুবিধার্থে এখানেও শাক বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল।

বাস্তুকশাক (বেতোশাক)—ত্রিদোষ নাশক, কোষ্ঠ শুদ্ধিকারক, ক্ষারধর্মী, বলকারক, রুচিজনক ও অগ্নিবর্ধক। বেতোশাকে ক্রিমি নষ্ট হয়। কচি মূলকের সহিত সেবন করিলে কাশরোগ আরাম করে।

তণ্ডুলীয়ক (নটে ও কাঁটানটে)—রক্তপিত্ত ও বিষদোষ নাশক, মধুর বিপাক, রক্তপ্রদররোগে হিতকর।

মূলাশাক—কণ্ঠরোগে উপকারী। লঘুপাকী, অগ্নিবৃদ্ধি করে, রুচি জন্মায়। মূলাশাক স্বভাবতঃ একটু বিষ্টম্ভকারী, কিন্তু ঘৃতে সাঁৎলাইয়া লইলে ঐ দোষটি কাটিয়া যায়।

হিলমোচিকা (হিংচে শাক)—কফপিত্ত নাশক, কোষ্ঠ শুদ্ধিকারক ও কুষ্ঠ নাশক। চর্মবিকারে এবং নার্ভের পীড়ায় ক্ষেত্রে হিংচে খুব উপকারী।

ব্রাহ্মীশাক—রেচক, শুক্র, মেধাজনক, স্বরবর্ধক এবং পিত্তশ্লেষ্মা রোগে হিতকর; ঘৃত সন্তালিত ব্রাহ্মীশাক স্মৃতিবর্দ্ধকগুণ সম্পন্ন হয়।

থানকুনী (মণ্ডুকপর্ণী)—আমাশয়রোগে ও কাশরোগে হিতকর। ক্ষীণরোগীর পক্ষে থানকুনী খুব উপকারী।

সুষনী (সুনিষণ্ণক)—সংগ্রাহী, অবিদাহি, ত্রিদোষ নাশক, স্নিগ্ধকারক এবং নিদ্রাকর। নব্যবিজ্ঞানে যাহাকে 'ট্রাঙ্কুইলাইজার' বলে, সুষনী শাকের মধ্যে সেই গুণ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান।

পালংশাক—কফনাশক, কিঞ্চিৎ মলরোধক এবং রক্তপিত্তে উপকারী।

কলমীশাক—বলকারক, গুরুপাকী, ঈষদ্ কষায়যুক্ত মধুর রস। স্তনদুগ্ধ বর্ধক। হিষ্টিরিয়া ও মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে কলমীশাক খুব উপকারী, ইহা বিষদোষ নাশক।--

সর্ষপশাক—মূত্ররোধক, ত্রিদোষজনক। রক্তপিত্ত রোগীর পক্ষে অপথ্য।

গিমাশাক (গ্রীষ্মসুন্দর)—তিক্তরস, রুচিজনক ও কফপিত্ত নাশক।

ছোলা শাক (চনক শাক)—মধুর বিপাক কিন্তু কষ্টে জীর্ণ হয়।

পুনর্নবা শাক—খাদ্যরূপে ব্যবহারে শ্বেত ও রক্ত উভয় পুনর্নবাই প্রায় সমগুণ-যুক্ত। পুনর্নবা উষ্ণবীর্য, রসায়ন, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, শোথনাশক ও প্রস্রাবকারক। কফরোগে, বায়ুরোগে, আমবাতে ও অর্শে হিতকর।

আমরুল শাক (চাঙ্গেরী)—কষায় ও অম্লরস বিশিষ্ট। উষ্ণবীর্য, মধুর বিপাক, পাচকাগ্নি বর্ধক, বায়ু ও কফ নাশক। গ্রহণী, অর্শ ও শীতপিত্ত রোগে খুব উপকারী।

পলতা (পটোলপাতা)—পিত্তনাশক। পলতার ডাঁটা কফনাশক, পলতার বড়া জ্বর রোগীর পথ্য।

নিমপাতা—পিত্তনাশক, কফ, বমি, ব্রণ (ঘা), বিবমিষা (বমি বমি ভাব), চর্মরোগ ও কুষ্ঠনাশক।

ক্ষেৎপাপড়া—তিক্তরস, জ্বরনাশক, পিত্তনাশক, যকৃতের ক্রিয়ার ক্ষমতা কারক ও বমিনাশক।

বেত্রাগ্র—(বেতের আগা)—তিক্তরস, ত্রিদোষ নাশক, বিশেষ রূপে পিত্তনাশক ও বলকারক।

পুঁইশাক—শীতবীর্য, কফকারী, বায়ু ও পিত্তনাশক। কণ্ঠের পক্ষে অহিতকর। পুঁইশাক পিচ্ছিল, নিদ্রাজনক, রক্তপিত্ত নিবারক ও পুষ্টিকর। ইহা শুক্রবর্ধক ও কামোদ্দীপক। কামোদ্দীপক বলিয়াই বোধহয় প্রাচীনকালে হিন্দু বিধবাদের (পল্লী অঞ্চলে) পুঁইশাক ভোজন নিষেধ ছিল। অম্লশূল রোগীর পক্ষে পুঁইশাক অপথ্য সুতরাং বর্জনীয়। পুঁইশাক কখনও তিলসহ রন্ধন করিতে নাই।

লোনীশাক (লুনেশাক)—দুই প্রকার। ছোট ও বড়। ছোট লুনে সামান্য লবণযুক্ত অম্লরসাত্মক। ইহা অগ্নির দীপক এবং অর্শ রোগীর পক্ষে উপকারী। বড় লুনেও অম্লরসযুক্ত উষ্ণবীর্য, সারক, শোথরোগে ও নেত্ররোগে হিতকর।

রোচনী (পুদিনা)—অগ্নির দীপক, মুখের জড়ানাশক, বলকর ও অরুচি নিবারক।

শালিঞ্চা (শাঞ্চে, সাঁচী শাক)—তিক্তরস, প্লীহা ও অর্শরোগে উপকারী। শাঞ্চেশাক অগ্নিবল বৃদ্ধি করে এবং কফবাত নষ্ট করে। যাহাদের ক্ষুধামান্দ্য হয় তাহাদের পক্ষে শাঞ্চেশাক খুব বেশি উপকারী।

নালচে (পাটশাক)—পাটশাক রক্তপিত্তনাশক, পিত্তদোষ দমন করে, কিন্তু কিঞ্চিৎ বিষ্টম্ভী ও বাতপ্রকোপক।

শুলফা (শতপুষ্পী শাক)—শুল্‌ফা শাক সরু সরু লম্বা লম্বা দেখিতে। খাইতে সুস্বাদু। কিঞ্চিৎ তিক্তরস যুক্ত। একক ভাবে বা অন্যান্য ব্যাঞ্জনের সঙ্গে মিলাইয়া রন্ধন করা হয়। শুলফার শাক বায়ুনাশক, পাচক, উষ্ণ এবং স্তন্যবর্ধক। মেয়েদের গর্ভাবস্থায় বমিভাব বা হিক্কাভাব নিবারণের জন্য শুল্‌ফা শাকের রস বা শুল্‌ফার কাথ খাওয়াইবার প্রচলন আছে।

ধনে পাতা—ক্ষুধাবর্ধক ও রুচিজনক।

বিরুদ্ধাশন বা বিরুদ্ধ ভোজন

অশন শব্দে ভোজন বা খাওয়াকে বুঝায়। কোন কোন বস্তুর সহিত কোন কোন বস্তুকে মিলিত করিয়া বা যুক্ত করিয়া ভোজন করিলে শরীরের পক্ষে বা দেহ-মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হইতে পারে। এই যোগগুলিকে বলা হয় বিরুদ্ধ সংযোগ। বিরুদ্ধ সংযোগ সেবনের নাম বিরুদ্ধাশন।

দুগ্ধের সহিত মৎস, মাষকলায়ের সহিত ছাগাদির মাংস, দধির সহিত মুরগীর মাংস, মৎসের সহিত গুড়-চিনি-মিস্রি প্রভৃতি, দুগ্ধের সহিত মূলা, তালের সহিত কদলী, দই, দুধ বা মাষকলাই ডালের সহিত মাদার, নারকেলের জলের সহিত কর্পূর, দুগ্ধের সহিত লবণ, কয়েদবেলের সহিত দুধ, কাঁঠালের সহিত দুধ (গুরুপাক), মূলা ও

রসোনের সহিত দুধ, সরিষার তেলে ভাজা পারাবতের মাংস, তিলবাটার সহিত পুঁইশাক, বরাহচর্বিতে ভাজা বকের মাংস। ঘৃত ও মধু সমমাত্রায় ইত্যাদি।

এগুলি সংযোগ-বিরুদ্ধ এবং অসাত্ম্য বলিয়া আয়ুর্বেদ শাস্ত্রকারগণ এগুলি এইভাবে সেবন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এগুলি এইভাবে সেবিত হইলে শরীরের হানিকর অথবা নানা প্রকার রোগ জন্মিবার হেতু স্বরূপ হইতে পারে।

ভোজন সম্বন্ধে আর একটি নিষেধ বাক্য পাওয়া যায় পঞ্জিকায়। পঞ্জিকাকার তিথি অনুযায়ী কোনো কোনো জিনিস খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। যথা—

প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়া তিথিতে বৃহতী, তৃতীয়ায় পটোল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলমীশাক, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁইশাক, ত্রয়োদশীতে বেগুণ, চতুর্দশীতে মাষকলাই, অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় মাংস ভক্ষণ নিষেধ।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সংযোগ বিরুদ্ধ হইলেও দেশপ্রচলিত কতকগুলি রীতিকে মানিয়া লওয়া হইয়াছে। দুধের সহিত মৎস বিরুদ্ধ সংযোগ এবং খাওয়া নিষেধ। কিন্তু বঙ্গদেশে ইহা সাত্ম্য (চক্রদত্ত)। বঙ্গদেশে ব্যবহারিক ভাবে প্রায় সকলেই ভোজনে বসিয়া মাছের পর দুধ সেবন করেন এবং চির-অভ্যাস বশতঃ তাহাতে শরীরের কোনো ক্ষতি হয় না। এইভাবে এক এক দেশের এক এক প্রকার খাদ্যের ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় এবং সেই সেই দেশের লোক ঐসব আহারে অভ্যস্ত থাকায় তাহাদের উপর (সংযোগ বিরুদ্ধ হইলেও) সংযোগ বিরুদ্ধের ক্ষতি বর্তায় না।

যাহা মানুষ সর্বদা সেবন করে, যাহা শরীর সহজেই গ্রহণ করে, শরীরের পক্ষে যাহা উপকারী তাহাকে 'সাত্ম্য' বলে। আর যাহা শরীর সহজে গ্রহণ করিতে চাহে না, সেবন করিলে শরীর-ক্রিয়ার স্বাচ্ছন্দ্য ব্যাহত হয় বা হইবার আশঙ্কা থাকে, যাহা শরীর মনের পক্ষে অনুপকারী তাহাই 'অসাত্ম্য'।

প্রশ্ন হইতে পারে, ভোজন ব্যাপারে উপরে যেসব নিষেধ বাক্য আলোচিত হইল, তাহা অমান্য করিলে সর্বক্ষেত্রেই খুব একটা অনিষ্ট সাধিত হইবে কি? এ প্রশ্নের উত্তর শাস্ত্রেই দেওয়া আছে। শাস্ত্র বলিয়াছে—

"সাত্ম্যতোঽল্পতয়াবাপি দীপ্তাগ্নেস্তরুণস্য চ।
স্নিগ্ধ ব্যায়াম বলীনাং বিরুদ্ধং বিতথং ভবেৎ॥"

বিরুদ্ধ ভোজন অহিতকর কিন্তু অভ্যস্ত হইলে, অল্প মাত্রায় সেবিত হইলে বয়সে তরুণ হইলে, অগ্নিবলদীপ্ত থাকিলে, ব্যায়ামে অভ্যস্ত দেহ হইলে, শরীর বলশালী হইলে, একটু আধটু বিরুদ্ধ ভোজন বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না।

যে পান্তাভাত নাগরীকের পক্ষে অম্লকারী অভ্যাসবশতঃ পল্লীর চাষী বা শ্রমিকদের কাছে সেই পান্তাভাতই অতি উপাদেয়, বলকারী এবং স্নিগ্ধকারী খাদ্য। পান্তাভাত তাহাদের সাস্থ্য।

রুদ্রজটা

রৌদ্রজটা রুদ্রজটা চ রুদ্রা।
সৌম্যা সুগন্ধা সুহতা ঘণাশ্চ॥
স্যাদীশ্বরী রুদ্রলতা সুপত্রা।
সুগন্ধাপত্রা সুরভিঃ শিবাহ্বা॥
পত্রবল্লী জটাবল্লী রুদ্রানী নেত্রপুষ্করা।
মহাজটা জটারুদ্রা নাম্না বিংশতিরীড়িতা॥
জটা কটুরসা শ্বাস কাস হৃদরোগ নাশিনী।
ভূত বিদ্রাবিনী চৈব রক্ষসাক্ষ নিবর্হিনী॥
(রাঃ নিঃ)

ঈশের মূল

রৌদ্রজটা, রুদ্রজটা, রুদ্রা, সৌম্যা, সুগন্ধা, সুহতা, ঘণা, ঈশ্বরীলতা, রুদ্রলতা, সুপত্রা, সুগন্ধপত্রা, সুরভি, শিবাহ্বা, পত্রবল্লী, জটাবল্লী, রুদ্রানী, নেত্রপুষ্করা, মহাজটা, জটারুদ্রা—এই কয়টি রুদ্রজটার বা ঈশ্বরীলতার পর্যায় শব্দ। ইহার মূলকে ঈশ্বরী মূল বা চলতি কথায় ঈশের মূল বলা হয়। হিন্দীতে ঈশেন্ মূল বলে।

রুদ্রজটা কটুরস প্রধান এবং শ্বাস, কাস ও হৃদ্‌রোগ নাশক। ইহা ভূত বিদ্রাবিনী ও রাক্ষস দোষ নাশক। পত্ররস সর্পবিষ-নাশক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ল্যাটিন নাম **Aristolochia indica**।

———

Latin Terms

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z